# ोকিক রহস্য।

#### প্ৰথম বয় /

#### শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।



৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

टेवनाब, ১৩১७।]

व्यागाटमान करेगा।

ভূতবোনি, স্বৰ্গ, নরক, প্রভৃতি ক্রম্ম নির্দানিকর উদ্ধান ক্রম্ম শক্তি বা বায়-যোগ-প্রশ্ন ব্যক্তির বিশ্বত-মতিক প্রশ্ন ক্রম্মের কর্মানিকর কর্মানিকর দ্বাদিকর ক্রমের কর্মানিকর বিধান বলিয়া ঘুণা করিয়া থাকেন চ

এই অনমূভূত-পূর্ব্ব নিদারণ অবস্থা হইতে, আমাদের সনাতন হিন্দুকাতিকে রক্ষা করিতে হইলে, ক্ষড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের
মৌলিক একও পুনরার স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়
এই যে, যে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমরা অ-গৃহ-ভাঙারনিহিত অমৃল্য রত্তরাজি হারাইতে বিষয়ছিলাম, স্বেই পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানেরই
স্বের এখন ফিরিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীধিগণ পূর্ব্বোক্ত অতিপ্রাক্তত ও
আনৌকিক তত্ত্বসমূহের রহস্যোদ্যাটনে বত্তশীল হইরাছেন। তাঁহাদের
স্বাধারণ উত্তম ও অধ্যবসায়ের ফলে যে সমস্ত গৃঢ়রহত্ত আবিষ্কৃত
হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে বিজ্ঞান-জগতে এক নৃত্তন যুগের
আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

একণে বাহাতে বঙ্গীর পাঠকগণ উপরি-উক্ত সমস্ত তত্বের আভাস প্রাপ্ত হতৈে পারেন-এব্ধ তৎসমূহের সাহায্যে আমাদের নইপ্রার শাস্ত্রীরু জ্ঞানরাশির প্রভার পুনরার তাহাদের হৃদর-কন্দর সম্ভাসিত করিছে অস্ততঃ কিরংপরিমাণেও কৃতকার্য্য হন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই "অলোকিক রহস্তের" অবতারণা। উপকরণ-সংগ্রহই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য; কারণ উপকরণ-সংগ্রহই বৈজ্ঞানিক-মীমাংসা-, পালীর মৃক্ ভিত্তি। এই হেতু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা বৃতু আয়াস স্বীকার করিয়া বে সমন্ত স্থল-প্রকৃতির অতীত অলোকিক রহস্তের অফকার-ভেদ ও তৎ-সংস্পৃত্ত বটনাবদী সাধারণ লোক-সন্থুবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, আমরা সেইগুলি বিভিন্ন প্রবন্ধ বাপ্রকাকারে বঙ্গীর পাঠকগণের সকালে ক্রমণঃ প্রকাশিত করিব। সকলে দেখিয়া বিশ্বিত হইবেন বে, এখনও জগতে কতশত বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু আমরা কুদ্র অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া গিয়া নিয়তির বাস্তব রাজ্য সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি।

আমাদের সংগ্রহ-কার্যী শুধু বে পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মণ্ডলীর পদান্ধামুসরণমাত্র হইবে, তাহা নহে। এদেশে এথনও চেষ্টা করিলে অনেক
বিচিত্র ব্যাপার সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কেবল আমাদের
উত্যমের অভাব ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অবলম্বন বিষয়ে শৈথিল্য বা
উদাসীনতাই তাহার সর্বপ্রধান অস্তরায়। তন্ত্রাদি শাস্ত্রোক্ত মারণ,
উচ্চাটন, স্তন্ত্তন, বশীকরণ প্রভৃতি নানাবিধ আলৌকিক প্রক্রিয়া এখনও
এদেশে হর্লভাদর্শন হয় নাই। আমরা ষ্পাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সেই
সমস্ত তম্বংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই স্ত্তে আনরা দেশবাসিমাত্রকেই সাদরে আহ্বান করিতেছি তাহাদের বা তাহাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীন্তের গোচরে যে সকল আলোকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা যথায়থ বিবৃত করিয়া পত্রিকায় প্রকাশার্থ যেন আমাদের দিকট প্রেরণ করেন আমারা সে সকলও মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিব।

ষে সকল বিষয় আমাদের পত্রিকায় আলোচিত হইবে, নিমে তন্মধ্যে কতক গুলির উল্লেখ করিলাম। (১) প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) (২) স্কার্থ করিলাম। (১) প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) (২) স্কার্থ কন, (৩) দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance), (৪) পরলোক-তত্ত্ব, (৫) পরোক্ষতত্ত্ব, (৮) জীব-শরীর-গত চুম্বকশক্তি (Animal magnetism), (৭) মৃত্যুরহস্ত, (৮) বশীকরণ বিভা (Hypnotism) (৯) মারণ, (১০) উচ্চাটন, (১১) স্তন্তন, (১২) ডাকিনী-বিভা ব ভাইন তত্ত্ব, (১৩) জন্মান্তরীণ ঘটনা, (১৪) অদুশু-সহায় (Invisible

🏨elper), (১৫) দেবতা, উপদেবতা, গন্ধর্ম, কিন্নর প্রভৃতি সংক্রান্ত ক্রটনাবলা, (১৬) স্বপ্লদর্শন, (১৭) প্রত্যক্ষ ভৌতিক ব্যাপার ; ইত্যাদি।

এতথ্যতীত ইহাতে (১) আমাদের পুরাণাদিতে বর্ণিত আধাাত্মিক 
মাধ্যায়িকা, (২) উদ্ভট বা লোক-পরস্পরা-শ্রুত আধ্যাত্মিক উপন্থাস,
৩) সাধু-সন্ন্যাসীর অভ্ত বা অলোকিক জীবনী, (৪) সাধু-সন্ন্যাসী
লাণের অফ্টিত অলোকিক ঘটনা (Miracles), (৫) সাধারণ মানবজীবনের অলোকিক ঘটনা প্রভৃতির ও সমাবেশ থাকিবে।

উপরিউক্ত তথ্ব-সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীগন করিতে করিতে পাঠকগণ যেমন বিস্মারদে অভিভূত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত অভূত পারলোকিক তত্ত্ব-সম্বন্ধেও সেইরূপ তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হৈবে; এই বলিয়া তাঁহাদিগকে ছঃথ-প্রকাশ করিত্বে হইবে না যে, তিদিন আমরা জ্ঞান-সমুদ্রের এক অংশ অনাদরে অন্ধ-তামদে রাধিয়া, মাদের মনকে বারিধির তদংশ-সন্ত্ত অমৃতের আযাদনে বঞ্চিত করিছি,—ইহা আমাদের নিশ্চয় ধারণা। এই উদ্দেশ্যই আমাদের এই নুম্রিক পুত্তিকার প্রচার এবং এই উদ্দেশ্য সক্ল হইলেই আমরং
ন্মাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ স্ইল বলিয়া ক্বতার্থ হইব। ইতি—

কলিকাতা। ১লা বৈশাধ, দুন ১৩১৬,ুসাল।

সম্পাদক।

#### ভৌতিক-কাহিনী।

<del>---(\*)---</del>

এই জীবনই মানবের শেষ নহে। যেমন লোকে একথানি জীর্ণবন্ধ ভ্যাগ করিয়া নববন্ধ পরিধান করে, দেইরূপ মানব মৃত্যুর পরে স্থলদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ক্রদেহ ধারণ করিয়া স্ক্র জগতে বিচরণ করেন। এই স্ক্রজগং আবার একটি নহে, অনেকগুলি আছে, ভ্বলোক, স্বলোক ইত্যাদি। ভ্বলোক প্রধানতঃ ছইটি লোকে বিভক্ত—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। মানব প্রধানতঃ ছইটি লোকে বিভক্ত—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। মানব প্রধান প্রেতলোকে যান, পরে পিতৃলোকে উন্নীয় হন এবং অবশেবে স্বর্গলোকে গমন করেন। সেধানে প্রণার ভারতম্যা হুসারে অল্লাধিক কাল বাস করিয়া প্ররাষ্ট্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন—'ক্ষোণে প্রণা মর্ত্তালোকং বিশক্তি"—গীতা ইহাই মানবের সাধারণ নিয়ম। অসাধারণ মানবর্গণ (যোগী, ভক্ত সাধক ইত্যাদি) সাধন-বলে স্বর্গের উপরে (মহঃ জন প্রভৃতি লোকে গম্ন করিয়া থাকেন। ইহাই সনাতন হিন্দুশান্তের উপদেশ।

বস্ততঃ হিন্দুশান্ত্রের পত্তে পত্তে, ছত্তে ছত্তে পরলোকের কথা আছে।
হিন্দুপণের গরে, গানে, ছড়ায় এমন কি চিত্রে পর্যাস্ত পরলোকে বিশ্বাস
ক্ষুরিত হই বাছে। পরলোকের অন্তিত্ব হিন্দুর নিকট স্বতঃসিদ্ধ—
স্বাভাবিক। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! কালধর্মবশেই হউক অথব।
পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবেই হউক, আজ অধিকাংশ হিন্দুসন্তান পরলোকে
বিশ্বাস করেন না। আজকাল অনেকেই যুক্তি ও বিচারের অপেক্ষা
করেন,—চক্ষুত্রাহ্য প্রমাণ ব্যতীত কিছুই সহজে বিশ্বাস করিতে চান না
অত্তরেব তাঁহাদের বিলুপ্ত ও জীবনহীন বিশ্বাসকে প্ররাম্ব সজীব, স্বক্ষ্

িও উদ্দীপিত করিবার জন্ম, আমরা পরলোকেয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহাদের ধ্মীপে ক্রমশঃ উপস্থাপিত করিব। এই সকল প্রতাক্ষ প্রমাণ, সকল দেশে ও সকল জাতির মধোই আছে, স্বতরাং ভারতবর্ষেও তাহা বিরল প্নহে। কিন্তু হিন্দুর পরলোকে সংশয় না থাকায়, তিনি এতাবৎকাল প্রেমাণ সংগ্রহ করা বা লিপিবর করিয়া রাখ। প্রয়োজনীয় মনে করেন ্নাই। তথাপি ভূত-প্রেতাদির ঘটনাবৃত্তান্ত ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপম্দায়ের অধিকাংশই অশিক্ষিত জ্বসমাজেই প্রচলিত; স্থতরাং তন্মধ্যে খাঁটি সত্য কতটুকু এবং কতটুকুই বা কল্পনা-প্রভাবে অতিরঞ্জিত, তাহা নিশ্চয় করা তুরাহ। এইব্যুট অমরা বিদেশীয় ঘটনাবলীর প্রতিই সমধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হই-লাম। কয়েক বৎসর অবধি বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনেক শিক্ষিত, বিচারপটু, হক্ষদর্শী ও বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি এই সকল ঘটনার অমুসন্ধান ও পর্যাবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অভএব এই <sup>1</sup>দকল বুতান্ত যে সম্পূর্ণ সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

পিতা ও পুত্র।

( )

(প্রেতাত্মা স্বীয় প্রত্তে কিরূপে সতর্ক করিয়াভিলেন।)

একটি ইংরাজ-মহিলা (Society for Psychical Researches) নামক সমিতির নিকট ঘটনাটি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন:--

খুষ্টীয় ১৮৬৭ অব্দে আমার বিবাহ হয়। আমাদের দাম্পত্য জীবন বেশ স্থাথে ও স্বচ্ছলে অভিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টানের শেষভাগে স্বামীর কিছু ভাবাস্তর দেখিতে পাইলাম। তিনি সর্বাদাই বিষপ্ন পাকিতেন,--হাস্থ নাই, প্রফুল্লতা নাই, যেন একটা বিষম চিন্তা-ব্দরে সদাই ব্রুক্তরিত। তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইল, তিনি ক্রমশ: যেন ब्बीर्ग भीर्ग हरेरा लागिरलन । हेरा प्रिश्वा आभाव वफ्रे छावना रहेल। কিন্তু তাঁহার চিম্ভার কারণ কি এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে কেন ইত্যাদি ব্দিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তরই পাওয়া ঘাইত না। ''উহা কিছুই নয়, ইহার জ্ঞ্ম ভাবিও না" এই বলিয়া তিনি এক কথায় সব উড়াইয়া দিতেন।

এই ভাবে দিন राইতে লাগিল। ক্রমে খুঠম্যাদের সমন্ন আদিল। ষ্মামার এক মাতৃল ও মাতৃলানী ঐ গ্রামেই বাদ করিতেন। তাঁহারা আমাদিগকে পর্বাদিনে তাঁহাদের বাটী ঘাইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠাইলের্ম। স্থত্রাং ২৪ শে ডিসেম্বর তারিথের সন্মাকালে আমরা আহারাদি সমাপন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করিবার উদ্যোগ করিলাম. কারণ পরদিন অতি প্রত্যুষেই আমাদিগকে মাতুগালয়ে গমন করিতে হইবে ইহাই স্থির ছিল। রাত্রি ১ টার মধ্যে আমরা নীচের দরজা জানালা, হড়কো ও তালা দারা বদ্ধ করিয়া উপরের শয়নগৃহে উপস্থিত **হইলাম। শয়ন কক্ষের দরজা জানালাও রী**ত্মিত বন্ধ করিয়া রাত্তি সাডে নম্বটার সময় শয়ন করিবার জন্য আলো নিবাইতে মাইতেছি, এমন সময়ে মনে পড়িল, আমার কঞাটিকে তুধ থাওয়ান হয় নাই। আমার পনর মাদের এক শিশু ছিল। সে প্রত্যহ রাত্রি ৯॥০ বা ১০ টার সময় একবার কাঁদিত এবং একটু ছধ খাওয়াইয়া দিলে সমস্ত রাত্রি শাস্তভাবে নিদ্রা ধাইত। স্থতরাং স্বামীকে শয়ন করিতে বলিয়া এবং আলোর তেক একটু কমাইয়া দিয়া আমি নিজ শ্যার উপর বসিয়া শিশুর নিজা-ভঙ্কের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

भशांत्र भवन कतिता आभारात्र मछक य भिरक थारक, तारे मिरकरें

গুহের প্রবেশ দার এবং পদতলের দিকে একটি টানা টেবিল ডুম্বার ছিল। এই ড্রারের উপরেই দীপটি মিটু মিটু করিয়া জালতেছিল। ভোরে যাইবার কিরূপ বন্দোবন্ত করিব, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম এবং স্বামী আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বোধ হয় তুএক মিনিট মাত্র আমি বসিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে চকিত. বিশ্বিত, স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম. ংখাটের পাদদেশে যে রেলিং আছে, তাহার উপর ছই হন্তে ভর দিয়া এক অজ্ঞাত,অভিনব ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে জাহাজের থালাদীর মত পরিচ্ছদ এবং মস্তকে এক নূতন ধরণের টুপি ! আমার ভয় অপেকা বিষয়ই অধিক হইয়াছিল। মৃতরাং স্বানীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ধারে ধারে বলিলান "দেখ তো, কে দাড়াইয়া আছে।" ভনিবামাত্র স্বামী সেই দিকে মুথ ফিরাইলেন এবং ছএক সেকেও নির্ব্বাক, নিম্পন্দ ভাবে মূর্ত্তির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর শযাার উপর একট্ উঠিয়া বসিয়া, তিনি তাঁত্র স্বরে ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন "আপনি কি জন্য এথানে আদিয়াছেন ?'' ইহা শুনিয়া মূর্ত্তিটি আন্তে আন্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর ক্লথচ তিরস্কার-স্থচক স্বরে স্বামীর নাম ছইবার উচ্চারণ করিল-"উইলি, উইলি"।

খানীর মুথের দিকে একবার চাহিলান। দেখিলান, তাঁহার মুথ মলিন, বিবর্ণ, উদ্বেগপূর্ণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি শ্ব্যা হইতে লক্ষ্ণ দিয়া। উঠিলেন—যেন মূর্ত্তিটিকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু কি জানি কেন তিনি বেন হঠাৎ ভয়বিহরণ হইয়া শ্ব্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে মূর্ত্তিটি মৃত্রমন্দভাবে দীপের সন্মুথ দিয়া দেয়ালের দিকে বাইতে লাগিল। যথন আলোকের সন্মুথ দিয়া গেল, তথন বিপরীত দেয়ালে তাহার ছায়া পড়িল, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। সে বাহা হউক, মৃর্তিটি ক্রমশ: অগ্রসর হইর। দেয়ালের নিকটে আসিল এবং বোধ হইল, যেন ভন্মধ্যেই প্রবিষ্ট হইল,—আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তথন স্বামী ক্রতপদে দীপাধারটি লইয়া বলিলেন "বাটীর সর্ব্বজ্ঞ গুঁ জিয়া দেখিব, সে কোথার গেল।" এই বলিয়া তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারটি তালাবদ্ধ ছিল এবং মূর্জি দ্বারের দিকে আদৌ বায় নাই, ইহা স্মরণ হওয়াতে আমি বলিলাম "দেশ দরজা দিয়া বাহির হয় নাই।" কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া, স্বামী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অবেষণ করিছে লাগিলেন। আমি একাকী অন্ধকারে বিদয়া ভাবিতে লাগিলাম "ইহা নিশ্চয়ই কোন প্রেতায়া! কিন্তু কাহার প্রেতায়া! উহার মুখট আমি দেখিতে পাই নাই। আমার ভ্রাতা আর্থার তো নাবিক হইয়াছেন। তবে কি তাঁহারই কোন বিপদ্ আপদ ঘটয়াছে?" ইতি মধ্যে স্বামী ফিরিয়া আসিলেন এবং আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন "কে আসিয়াছিল বল দেখি।" আমি বলিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন "ইনি আমার পিতা।"

শ্বামার খণ্ডর মহাশন্তকে আমি একবারও দেখি নাই। তিনি চৌদ বংসর পূর্বেদে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এককালে নাবি-কের কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু শেষ বর্মে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এতকালের পর তিনি হঠাং অত পরলোক হইতে আসি-লেন কেন, তাহা স্বামীকে জিজাসা করিলাম। তহন্তরে তিনি সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। উহা অতিশন্ত গোপনীয় বলিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কয়েক মাস অবধি স্বামী একটি লোকের পরামশাহুসারে এরূপ এক কার্য্যে বিশ্ব হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার আশু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। উহাতে বদি তিনি আর এক পদ অগ্রদর হইতেন, তাঁহার সর্বস্বাস্ত এমন কি জীবনাস্তও ঘটতে পারিত। পিতার তিরস্কার-স্চক সতর্কভাবাক্য তাঁহাকে এই ভয়ানক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিল। কারণ প্রদিন হইতে তিনি উক্ত কার্যোর সহিত সকল সংশ্র ব ত্যাগ করিলেন।

পরিশেষে বলা আবশুক ষে, আমাদের উভয়েরই স্বায়ু ও মন্তিষ্ক বেশ স্বস্থ ও সবল এবং ভূত প্রেক্তাদির অন্তিব্রে কখনও বিশ্বাস বা "কুসংস্কার" ছিল না। ইতি—

तरे जुन :bbc।

मिनिन् नि।

উল্লিখিত বুত্তাস্তে করেকটি বিষয়ের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা আবশুক। ১ম—চৌদ্দ বংদর পরে প্রেভাত্মার আবির্ভাব। ইহা একটু অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরেই বা ২।৪ বৎসরের মধ্যেই প্রেতাত্মাগুলিকে আসিতে শুনা যায়। ইহা শাস্ত্র-সঙ্গতও বটে; কারণ যতদিন জীব প্রেতগোকে বাস করে, প্রেততত্ব হইতে মুক্ত না হয়, তত দিনই তাহার পৃথিবীতে আসিবার বাসনা প্রবল থাকে; কিছ পিতলোকে উন্নীত হইলে। সে প্রায়ই আসিতে ইচ্ছা করে না। ২য়— প্রেতমূর্ত্তি স্পষ্ট কথা কহিল এবং দেয়ালে তাঁহার ছায়া পড়িল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উহা সম্পূর্ণ রূপে স্থূলত্ব-প্রাপ্ত (completely materialized) হইয়াছিল। ৩ম-প্রেতাত্মা পুলের ভাবি বিপদ্ জানিতে পারিয়াই তাঁহাকে সতর্ক করিতে আদিয়াছিলেন। ইহা বারা স্প্রমাণ হয় যে, প্রেত-পুরুষগণ ইচ্ছা করিলেই পৃথিবীর সকল সংবাদ অবগত হইতে পারেন এবং কতক পরিমাণে ভবিষাৎটাও জানিতে পারেন। অধিকন্ত তাঁহারা প্রিয় আন্মীয় সম্ভনের স্থাধে স্থা এবং তু:থৈ তুঃথ বোধ করেন। প্রেডাম্মা যে ভবিষাৎ বিপদ্ স্থানিতে

পারেন, তাহা ব্যাইবার জন্য "অলোকিক রহস্তের" দ্বিতীয় সংখ্যায় একটী ঘটনা বিবৃত হইবে।

**औ**याथननान तात्र कोधुती।

### প্রেতিনীর সহিত বিবাহ।

১৮০০ শতাকীতে ইউরোপ থণ্ডে কাউন্ট-ডি-সেণ্ট জার্ম্মেন নামে জনৈক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইউলোপীয় ইতিহাস পাঠক-মাত্রেই ইহার বিষয় নিশ্চয় কিছু কিছু বিদিত থাকিবেন। তাঁহার সম্ব-স্কীয় সমস্ত বিষয়ই হজের নিগুঢ় জটিলতায় আরত। তবে কেবল এই পর্যান্ত বলা যাইতে পারা যায় যে, রাজযোগী মহাপুক্ষ মাত্রেই তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন। তিনি যে কে, কোথা হইতে আসিলেন এবং কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহা সাধারণের পক্ষে হর্ক্সোধ্য তমসাচ্ছন্নে সমাবৃত। তিনি তাৎকালিক সমগ্র ম্বরোপের রাজনাগণের পরিচিত ছিলেন; এমন কি কুটার হইতে রাজ-প্রাদাদের অন্তর্তম প্রদেশ পর্যান্ত তাঁহার অবারিত দার ছিল। কতদিন ভিনি এই ভূমণ্ডলে আবিভূতি ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারিতেন না। > ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই জনরব প্রচারিত হয় যে, ভারে লিস নগরে এরপ এক জন ধনাঢ়া বাক্তি আদিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যে, তাঁছার পোষাক পরিচ্ছদ আদবাব এবং ধনরত্ব মণিমাণিক্যের প্রাচ্র্য্যই ভাহার পরিচায়ক। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রতাঙ্গ সম্পূর্ণরূপ স্কুঠাম ও স্থগঠিত ছিল। ফলে তাঁহার মত স্থন্দর পুরুষ অতীব বিরুল, তাঁহার দে হরনেত ছটি এক্লপ তীক্ষ জ্যোতিপূর্ণ ও মুগ্ধকর ছিল, যে তাহা বর্ণনা-জীত। নিজ সময়ে সংঘটিত বহু প্রাচীন কাহিনী ও আশ্চর্যা ঘটনা-বলি, তিনি সময়ে সময়ে বিবৃত করিতেন; এবং দেখিতে পাওয়া বাদ,

দেই সমস্ত ঘটনাবলির চিনিই এক জন প্রধান অভিনেতা। মহাত্মা কাউণ্ট সেণ্ট্ জারমেন রাজন্যগণ ও সন্ত্রান্ত ও বিদ্বান মগুলী দারা পরিবেটিত হইয়া সর্মানাই থাকিতেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত থাকিতেন সেই থানেই উৎসাহ প্রফুরতা ও আনন্দ অবিরাম বিরাজ করিত। কতই যে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা, প্রেতের প্রভূত কাহিনী এবং নানাবিধ উদ্দীপনাপূর্ণ স্থমপুর ও উপাদেয় বিবরণ সকল বিবৃত করিয়া ঐ মহাজন মগুলীকে সর্মানাই "সজাব ও আনন্দপূর্ণ রাখিতেন, তাহার ইয়ত্রা নাই। ফল কথা তাঁহার সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয় ছিল। রাজন্য ও সন্ত্রাজ্ঞগণের ভোজন স্থানে যদিও তিনি সর্ক্রাই উপস্থিত থাকিতেন, কিছা তিনি তাঁহাদিগের আহারে কথনই যোগদান করিতেন না,— কেইই কথনও তাঁহাকে আহার করিতে দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ বিণিত একটি প্রেতের অলৌকিক কাহিনী আমরা নিয়ে বিবৃত করিতেছি।

"ইউরোপ থণ্ডের উত্তর প্রদেশীয় কোনও নগরে, ( পাছে বংশের গৌরব ও মর্য্যাদা বিনই হয়, তিনি কখনও দেশ বা ব্যক্তির নাম বলিতেন না) এক সম্রাম্ভ যুবক বাস করিতেন। তিনি অতিশয় ধীশক্তিও বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত্র থাকিলেও কেবল এক লাম্পট্য দোষে তাঁহার সমস্ত অভাবকে নই করিয়াছিল। লাম্পট্য দোষ তাঁহার এতই প্রবলছিল যে, একদা তিনি তাঁহার অস্তরক্ষ বন্ধর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন বে, তাঁহার উপপত্নীর সংখ্যা এতই অধিক হইয়াছে যে, স্ত্রালোকের সহ্বাস তাঁহার অত্যস্ত বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে। আরও বলিয়াছিলেন যে মানবীকে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই, তবে যদাপি কোন অলোকিক জাতীয় রমণীর সহবাস করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মনের নির্ক্তন বন্ধু বিললেন "তুমি উন্মাদ হইয়াছ" উত্তরে যুবক বলেন বে, তাঁহার বন্ধু বলিলেন "তুমি উন্মাদ হইয়াছ" উত্তরে যুবক বলেন বে,

"তুমি যাহাই বল না কেন অন্তই রজনীতে সমাধিস্থানে গমন করিয়া নিশ্চয় কোন মৃত রমণীকে আহ্বান করিব।'' এই কথা গুনিয়া তাঁহার বন্ধু মুখ কুঞ্চন করিয়া বিরক্তি সহকারে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ कविशा हिला शास्त्र ।

অনন্তর কাউণ্ট আর—(প্রস্তাবোল্লিধিত সম্রাস্ত-যুবক) নগর প্রাস্ত-স্থিত সমাধি ভূমিতে দ্বিপ্রহর রাত্তে উপস্থিত হইলেন। সমাধিস্থল নীরব ও গভীর নিস্তর্জভায় পরিপূর্ণ। যুবক প্রথমে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্ত মন্ত্রাপিত-রক্ষা-বৃত্ত (বেড়) দ্বারায় আপনাকে বাঁধিয়া লইলেন। অনন্তর ভীষণ অভিচার দারায় সমাধিত্বের শাস্তিভক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিবার কিছুক্ষণ পরে কাউণ্ট বহু দূর-সমাগত রমণী কণ্ঠ-নিস্ত অতাব স্তমধুর গ্রাম্যসঙ্গীত ভনিতে পাইলেন। ঐ রমণীকণ্ঠ নিস্ত স্থার লহরী এতই পবিত্র, স্থাধুর এবং স্থারলয় সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইল বে, কাউণ্ট উহা প্রবণে সমাধিকেতে আগমনের উদেশু বিশ্বত হইয়৷ উন্নতের ভাষ ঐ রমণী গাম্বিকার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া উন্মত্তের স্থায় সেই দিকে ধাবিত হুইলেন। কিছু দূর অগ্রনর হুইবামাত্র অদূরে এক অতীব স্থলর রুমণী-ষ্বতী দেখিতে পাইলেন। সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সদানাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ সদালাপ হইতে প্রেমালাপ করিতে করিতে সমাধির দলিকটে উপনীত হইলেন। অনন্তর কথাবার্তায় কণঞ্জিৎ সাহসী হওয়াতে প্রেম মিলন প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যুবতী ভাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল যে "আমি বিবাহিত স্বামী ব্যতীত অক্ত কাহার হইতে পারি না।" কাউণ্ট উত্তরে বলিলেন "আচ্ছা তাহাই ছইবে—আমি ভোমাকে বিবাহ করিব।" এই বলিয়া নিজ অঙ্গুরীয় ব্রমণীকে প্রদান করিলেন এবং রমণীর অঙ্গুরীয় নিছে গ্রহণ করিলেন।

এই ব্লুপে যুবতীকে বিবাহের বাক্দান করিলেন, এবং যুবতীও স্বীকৃত হুইলেন। অনস্তর কোন অস্তরায় রহিলনা দেখিয়া যুবতী কাউণ্টের সহবাসে রাত্রি একটা পর্যান্ত অতিবাহিত করিলেন। বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে আগামী রজনীতে উভয়ে ঐস্থানে পুনর্বার সন্মিলিত হইবেন অঙ্গীকার করিয়া নিজ নিজ স্থানের অভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু উন্মত্ততা জনিত অনুরাগ পাশবপ্রবৃত্তির চরিতার্থের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতকুলশীল রমণীর সুতি কাউণ্টের মন হইতে অপদারিত হইল। ফল আগামী রন্ধনীতে অঙ্গীকৃত হানে উপস্থিত না হইয়া কাউণ্ট নিজ ভবনে স্থাথ নিদ্রা যাইলেন। এই রূপে কাউণ্ট এক ঘণ্টাকাল স্থাথে নিদ্রা গিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার শন্ত্র প্রার সহসা উন্মুক্ত হইয়াগেল। দ্বার উদ্বাটনের শব্দের সহিত কাউণ্টেরও নিদ্রা সহসা ভাঙ্গিরা গেল। বুম ভাঙ্গাতে প্রথমে তিনি মানবের নিঃখাস প্রখাসের ধ্বনি ক্রমশঃ পোষাকের থস্ থস্ ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল—বোধ হইল কে যেন ধীরে ধীরে তাঁহার শ্যার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আসিয়া তাঁহার শ্ব্যার ম্শারি: উত্তোলন করিল। ইহার অলক্ষণ পরেই অনুভব করিলেন কে ষেন তাঁহার পার্বে শয়ন করিয়ীছে। গাত্রে হাত দিয়া দেখিলেন অন্তুভব করিলেন যে, দেহ রমণীর এবং অতীব কোমল কিন্তু মার্ব্বেল প্রস্তরের ক্সার শীতল এবং দেহ হইতে শব সদুশ হুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে। ভয়ে কাউণ্টের হৃদ্কম্প উপস্থিত হইল--তিনি পলায়ন করিয়া অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল-রুমণীর আলি-ক্সন ছাড়াইয়া কোন প্রকারে যাইতে পারিলেন না। চীৎকার করি-রার চেষ্টা করিলেন,—তাঁহার স্বর বন্ধ হইল। এই রূপে তাঁহাকে এক ঘণ্টাকাল যন্ত্রণাভোগে অভিবাহিত করিতে হইল। অনস্তর ৰথন

চং চং করিয়া ঘড়ীতে একটা বাজিল, তথন তাঁহার প্রস্তরবৎ-শীতল-সঙ্গীনি তাঁহার শ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইল।

পর্যদন সন্ধা। সমাগত। বিগত রজনীর ভীষণ ব্যাপারের ভয়াবহ চিন্তা বিশ্বতি সাগরে ডুবাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কাউণ্ট অন্ত অতি সমারোহের সহিত নিজ প্রাদাদে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। নগরস্থ সম্রান্ত বংশীর বাজিও অনদরী মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণে আহ্বান করিয়াছেন। অট্টালিকা আলোক মালার জালোকিত-সন্মিলন গৃহের প্রাচীর সমূহ বুহৎ বুহৎ দর্পণে বিমণ্ডিত—দ্বার এবং গৃহ প্রাচীর সকল মৃল্যবান কাত্নকার্য্য সমন্বিত বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদিতে স্থদজ্জিত এবং মনোমুগ্ধকর স্থগন্ধকুক্ত পুষ্পপুঞ্জে এবং লতা কুঞ্জে স্থানোভিত হইয়াছে। গৃহত্ত মৃল্যবান কার্পেটে আরুত হইয়াছে এবং তাহার উপান্ন নানাজাতীয় স্থলর আসন সমূহ সংরক্ষিত হইয়াছে। একে একে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও মহিলাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে স্থর-ভাল-লয় সমন্বিত স্থমধুর ও স্থন্দর গীত ও নৃত্য আরম্ভ হইল। সক-লেই নৃত্যগীতে ব্যাপৃত ও মুগ্ধ। সময় বেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কাউণ্টেরও ক্রমে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি ইইতে লাগিল—দ্বিপ্রহরের আঁগমন তিনি অশান্তি ও উদ্বেগের সহিত অপেকা করিতে লাগিলেন। অল্লক্ষণ পরেই ঢং ঢং করিয়া ঘড়ীতে দ্বিপ্রহরের আগমন বার্তা বিজ্ঞাপিত করিল। ঠিক এই সময়ে জনৈক ইতালী দেশীয় রাজকুমারীর আগমনবার্তা ঘোষিত হইল,—সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জ্বন্ত ব্যস্ত হটলেন। অলকণ মধ্যেই রাজকুমারী আসিয়া সভান্থলে উপস্থিত হইলেন,—তাঁহার চতুদিকে সকলে আসিয়া বেরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকুমারী যুবতী—দেখিতে অতীব স্থলর। তাঁহার দেহ বহুমণ্য বজে আচ্চাদিত এবং রত্মাল্কারাদিতে অলক্ষত। রমণীকে দেখিবামাত্র

কাউন্টের মুখ অত্যন্ত দ্লান হইরা পড়িল, তাঁহার এই পরিবর্ত্তন অঞ্চ কেহ বুঝিতে পারিলেন না। কাউণ্ট কিন্তু বুঝিতে পারিলেন বে, এই ছল্পবেশধারিণী রাজকুমারী তাঁহার সেই পূর্ব পূর্বে রজনীর সমাধি-ভূমির পরিচিত হু:শীল প্রেত-সহচরী ব্যতীত আর কেহ নহে। মানবীর আকারে ঐ প্রেতমূর্ত্তি ধীরে ধীরে কাউন্টের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তীক্ষ মথচ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তিনি যেথানে সমন করেন, ঐ স্থতীক্ষ-ভ্রে-দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হয়—কাউণ্ট কোন প্রকারে ঐ দৃষ্টির হাত এড়াইতে পারেন না। সকণেই আমোদে উন্মত্ত; কিন্তু কাউণ্টের চিন্ত ভীতি ও অশান্তিতে ব্যাকৃণ হইতেছিল! অনন্তর যেই ঘড়ীতে একটা বাঞ্চিল. অমনি ঐ ইতালীর রাজকুমারা আসন পরিভাগে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিচারক সকল তাঁহার জগু অপেক্ষা করিতেছে. স্মতরাং তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না---সকলের নিকট শীত্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন—গাড়ীর ঘোটক্ষয় সশব্দ পাদ বক্ষেপে ধাবিত হইল ; মুহুঠমধ্যে দেই শব্দ আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

এতক্ষণ পরে কাউণ্ট্রাইাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—তাঁহার ধড়ে প্রাণ আসিল। বলা বাহুল্য,প্রত্যহ রঙ্গনীযোগে এই প্রেতসূর্ত্তি তাঁহার নিকট<sup>®</sup>উপ-স্থিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইল এবং স্কীবন চুঃসহ হইয়া উঠিল – একণে তিনি কেবল নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। কাউণ্ট সেণ্ট জার্মেণ বলেন যে, যে সময়ে এই যুবা মৃত-প্রায়, সেই সময়ে ঘটনাক্রমে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী হইয়া ছিলেন। কাউণ্ট দেণ্ট জার্মেণ এই যুবার হৃদরে লুকায়িত কঠ অনুভব করিয়া, তাঁহাকে কটের কারণ জিজ্ঞানা করেন। প্রথমে যুবা তাঁহার কটের কারণ প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েন, কিন্তু চ:দহ জীবনভার-বহন অপেকা উহা প্রকাশ করাতে, উপকার হইলেও হইতে পারে ভাবিয়া, অবশেষে তিনি নিজের গোপনীয় কষ্টের কারণ কাউণ্ট দেণ্ট জার্মাণের নিকট সমস্ত আরুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তাঁহার সমস্ত কথা শ্রৰণ করিয়া মহাপুরুষ কাউণ্ট সেণ্ট বলিলেন—"ভগবংকপার আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাহাই হউক, ভন্ননাই: শীঘ্ৰই সমস্ত বিপদ হইতে বিমুক্তি লাভ করিবে, চিস্তিত হইওনা" আর ৰলিলেন, "রাত্রি, দ্বিপ্রহরের সময় আমি তোমার নিকট আগমন করিব; সেই পর্যান্ত জাগরিত ও সতর্ক थाकिटन, जन्द मस्तम क्रेश्वरत निक्र श्रार्थना क्रिक्ट थाकिटन।" अह विवा कांछे हैं दिन्छे विनाय नहें दिन।

মহাত্মা কাউণ্ট বলেন, ঐ যুবকের নিকট বিদায় গ্রহণ কালে তিনি এরপ কাতর ও সকরণ দৃষ্টতে আমার দিকে চাহিতে গাগিলেন যে, তাহাতে আমার অতান্ত কট্ট হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, যুবক একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। আমি স্লেহের সহিত তাঁহার তাতটি আমার হাতের উপর রাখিলাম—বোধ হইল যেন, আমার হাত পুড়িয়া যাইতেছে। আমি অতীব সুমধুর বচনে আখাদ দিয়া পুনর্বার তাঁহাকে সান্ত্রা করিলাম এবং আবার ভগবানের निक्रे आर्थनात्र त्रञ थाकिएक विनाम। कात्रन, जून मंत्रीरतत वन অপেকা তাঁহার নৈতিক বলের বিলক্ষণ ভ্রাস হইয়াছিল। তাঁহার দিকট বিদায় লইয়া আমি ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযোগী উদযোগ করিতে গেলান। রাত্তি এগার ঘটকার সময় আমি ফিরিয়া আদিলাম। আমাকে দেখিয়া যুৱা কাউণ্ট বিলক্ষণ আশ্বস্ত ও আন-निक इटेटलन,--ठाँशात क्राम्य व्यानको। वालत मकात इटेल। ठिनि বলিলেন, "মহাশয়! সেই ভীষণ সময় আগত-প্রায়" উত্তরে

আমি বলিলাম, "স্থির হও, ভীত হইবার কারণ নাই, অদ্য রন্ধনীতেই তোমার যাতনার অবদান হইবে, তাহাতে সম্পেহ করিওনা—নিশ্চিস্ত থাক।" এই কথায় যুবক আশ্বন্ত হইলেন।

দ্বিপ্রহর বাজিবার ১৫ মিনিট পূর্বের ঘরের মেলের উপর কাউন্ট গেণ্ট একটি সৌর-ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলেন। অনস্তর উহার উপর স্থান্ধ দ্ৰব্য লেপন করিয়া, উহার মধ্যে যুবা কাউণ্টকে বসাইলেন এবং বে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, ঐ স্থান পরিত্যাপ করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। এইরূপ করিয়া, কাউণ্ট সেণ্ট স্থির হইয়া বিদিয়া রহিলেন। চং চং করিয়া ঘড়ীতে বেই দ্বিপ্রহর বাজিল, অমনি কক্ষের দার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। গৃহ সাতটি বর্ত্তিকা দারায় আলো-কিত হইয়াছিল। সাইরদ্ নুপতির রাজত্ব কালে মোদেমের প্রপৌত্র ব্যাবিলন নগরে কাউণ্ট দেণ্টকে যে "মোদেমের যষ্টি" উপহার দিয়া-ছিলেন, তিনি দেই যষ্ট হত্তে লইয়া বসিয়ারহিলেন। গৃহদার উন্মুক্ত হুইবামাত্র তিনি দোখতে পাইলেন, একটি মানবী মূর্ত্তি গুহে প্রবেশ করিল; কিন্তু বাস্তবিক উহা অশরীরী (সুলদেহ-বর্জ্জিত)। ঐ দেহ হইতে অতান্ত কুৎদিত, পূতিগন্ধ বহির্গত হইতেছিল, তিনি অতি শীঘ্র স্থান্ধ দ্রব্য জালাইলেন। <sup>1</sup> প্রথমে ঐ প্রেতমূর্ত্তি শ্ব্যার দিকে অগ্রসর हरें जा शिन, अधानत व्हें एक हरे एक महा निवृत्व हरेन, अवः भवका एने সৌর-ত্রিভুঞ্জ স্থিত যুবা কাউন্টের অভিমুখে আসিয়া ঐ অঙ্কিত ত্রিভুজের সীমা পর্যান্ত আসিয়া দণ্ডায়মান হইল: কিন্তু তাহা অতিক্রম করিয়া কাউন্টের নিকট যাইতে পারিল না। প্রেত গভীর স্বরে বলিল, "উনি আমার স্বামী।" কাউণ্ট দেণ্ট উত্তর করিলেন, "ৰঞ্চনাকারিণি। তুমি শঠতা করিয়াছ, তুমি প্রেত-লোক-নিবাদিনী বলিয়া ব্রকের নিকট নিজ পরিচয় দেওনাই।" ঐ মানবর্মপিণী প্রেতমূর্ত্তি উত্তর না করিয়া নিস্তব্ধ রহিল। কাউণ্ট সেণ্ট নিজ হস্তস্থিত ঐ ভীষণ ষষ্ট দারা তাহার দেহ স্পর্শ করিণেন। ভয়ে প্রেত-দেহ বিকম্পিত হইল এবং তাহার ঐ দৃশুমান স্থূল দেহ গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কাউণ্ট সেণ্ট বিলয়া উঠিলেন, "য়বক-দত্ত অঙ্গুরীয় শীঘ্র প্রত্যপণি কর।" প্রেতমৃত্তি উত্তর করিল, "আমি যেথানে উহা পাইয়াছিলাম, সেই স্থানে উহা প্রত্যপণি করিব, এখানে নহে।" কাউণ্ট সেণ্ট উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে, আমরা উভয়ে সেই স্থানে যাইব; কিয় তোমাকে অগ্রগামিনী হইতে হইবে।" প্রেতমৃত্তি গৃহ হইতে অগ্রহিত হইল।

ममाधि एटन উপष्टिक इटेबा, উভরে যে ব্যাপার দেখিলেন এবং বে রূপ সংগ্রামে কাউণ্ট সেণ্টকে প্রবৃত হইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। য়াহা হউক, ঐ সংগ্রামে কাউণ্ট সেণ্ট জন্মী হইলেন। প্রেতমৃত্তির সহিত প্রথম মিলন রাজিতে যুবা কাউন্ট সমাধিমন্দিরের যে স্থলে উভয়ে বসিয়া ছিলেন, কাউণ্ট সেণ্টের উপদেশ মত তিনি সেই স্থানে অঙ্গরীয় নিক্ষেপ করিলেন। প্রেতও কাউণ্টের অঙ্গরীয় প্রতার্পন করিয়া অন্তর্হিত হইল। গভীর রজনীতে তাঁহারা উভয়ে নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রির ঐ ঘটনার পরে কাউ।ট गেণ্ট এবং যুবা কাউণ্ট नगत्र व्यादम कतिया এक ऋल हाफ़ाहाफ़ि श्रेलन। अनक्षत्र यूवा কাউণ্ট নিজ গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া, তাঁথার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীদিগের মঠের দ্বারে গিয়া করাঘাত করেন-মঠ-ব্লক্ষক ধার উদ্ঘাটন করিলে, তিনি মঠাধিকারীর স্মীপে উপনীত इंडेर्टन । अञ्चलद राहे द्वारन अवद्यान कवित्रा मन्नाम शहन कर्दन । তিনি সন্ন্যাসগ্ৰহণ করিয়া প্রায় ৩৫ বৎসর কাল ধর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষবোরনাথ দত্ত।

## ভূতের সহিত সাক্ষাৎ।

প্রায় ৪০ বংসর পূর্বে যথন আমাদের দেশে প্রথমে ম্যাদেরিয়ার প্রাত্রভাব হয়, এই ঘটনাটি দেই দময়ের। দেই দময়ে গ্রামের প্রার বার আনা শোক ম্যালেরিয়ার মড়কে অকালে মৃহ্যমুখে পতিত হইয়াছিল। যে বাটীতে,পূর্কে ৮।১০ জন বাস করিত, হয়ত সেবাটীতে ২৷১ জন মাত্ৰ জীবিত ছিল, এবং কোন কোন বাটী জনশ্ৰু হইয়া-ছিল। আমার বয়স তথন ১৪ বৎসর। বাটীর মধ্যে তথন আমিই কর্ত্ত। মাৰ মাণ—ক্বঞ্চ চতুর্দ্দশী—ভট্টাচার্য্য মহাশন্ন দিগের বাটীতে ৶রটল্রীপৃক্তা উপলক্ষে—গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহাশয় দিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; স্ত্রাং আমারও নিমন্ত্র হইয়াছিল।<sup>●</sup> গ্রামের মধ্যে তথন ভট্টাচার্যা মহাশয়েরা বর্দ্ধিফু লোক। আমার পিতৃবা সেই বাটীর মেনেজার। ৺পূজাশেষ হওয়ার পর প্রায় অর্দ্ধিতে ত্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থ<sup>ু</sup>কে। আমি বিকালে পিতৃবা নহাশরের স**কে** ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্রদিগের বাটীতে বাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কারণ ঐ অন্ধকারময় রাত্তিকালে একাকী যাওয়া আমার পকে অসম্ভব। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, এত বেলা থাকিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। সন্ধার পর, রাত্তি৮৯ টার সময় তে:মার পুল্লতাত-ভাতার সঞ্জি যাইলেই হইবে। তদন্দ্দারে আমি রাত্রি ৯ টার সময় আমার ধুলতাত ভাতার সহিত ভটুচোর্য মহাশয় দিবেগর বাটীর নিমন্ত্রণ উপলকে যাত্রা করিয়াছিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশর দিগের বাটী আমাদের বাটী হইতে প্রার অর্দ্ধ পোয়া দূরে ছিল। আমাদের বাটী হইতে বহির্গত হইরাই

সরকারী রাস্তা। সরকারী রাস্তায় বাহির হইয়া, আমার মনের মধ্যে **क्लान ७**व रुव नारे। किছू पूत शिवा ताम काकारपत वांने नमत হইয়াছিল। রাম কাকাদের বাটীতে উক্ত মেলেরিয়ার পূর্ব্বে ৮।১• জন লোক ছিলেন। কিন্তু উক্ত সংক্রামক মেলেরিয়ার মডকে সে বাড়ীতে আর কেহই জীবিত ছিল না। রাম কাকাদের বাটার উত্তরেই ভরানক বন এবং তাহার উত্তরেই স্রোভস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিতা। হঠাৎ রাম কাকাদের বাটার দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় ভ্রাতাকে বলিয়াছিলাম—''দাদা, আহা। এই বাটীতে কত লোকই ছিল এবং একণে কি অবস্থাই ঘটিরাছে।" তথনও আমার মনে কোন ভয় হর नारे। माना व्यामात्र व्यापका इरे वर्पादात्र वर्छ। माना कहित्नन, "ভाग्नः ও সকল কথার ,এখন কাজ নাই। তুমি একটি--গ্ন কর " তাঁহার কথা অনুসারে আমি একটি গান গাইতে আরম্ভ করিণাম। আমি তথন নৃতন গান গাইতে শিথিতে ছিলাম, কিন্তু পলীগ্রামে ভাল গান শিথিবার স্থবিধা না থাকায়, "বউ কথা কও'' নামক গানটি—অভ্যাস **ছিল, স্থ**তরাং তাহাই গাইতে আরম্ভ করিলাম। অংমি যেমন উটেচঃম্বরে **ो शानां शाहेरक हिलाम, हठांश तामका कारमत** पांठीत कंटरकंत्र निकरेन बर्खी महीर्ग-भर्भ रन मधा इहेर्ड अक मीर्घाकात शुक्रव, राज्य आह द॰ বৎসর, আমার সমুথে উপস্থিত হইয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়। বলিল, "তুমি বালক, ভদ্রলোকের সস্তান, তোমার এগান গাওয়া উচিত নহে।" আমি বলিলাম, ''আমি এগান আর কথন গাইবন।।'' এই কথা वनाम रत्र जामात इस छाड़िया निया शुनदाम वन शर्थ हिनमा (शन। আমি সেই দীর্ঘাকার পুরুষটিকে দেখিয়া চিনিলাম সে ''ভোয়ে গোয়াল'' ৰা ভৈৱৰ গোৱাল।

ভোরে গোরাল আনাদের একজন জোৎদার। তাহার বাটা আমান

দেরই গ্রামে। সে আমাদের জমী জোৎ করিত বলিয়া সময়ে সময়ে আমাদের বাটীতে আসিত, এবং ফায় ফরমাস থাটিত এবং কাজ কর্ম্ম করিত। আমরা তাহাকে ভোরে জ্যোঠা বলিয়া ডাকিতাম। সে আমাকে বড ভাল বাগিত।

ভোরে জোঠা আমার হাত ছাড়িয়া দিলে, আমার দাদা আমাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, ভাষা "তুমি উহাকে চিনিতে পারিলে ?" আমি বলিলাম, "আমি বেশ টিনিয়াছি; উনি বে ভোয়ে জ্যোঠা, উনি আমাকে বড় ভাল বাদেন। আমি অলীল গান করিতেছিলাম, উনি বোধ করি, বাজার হইতে বাটী যাইতেছিলেন আমাকে অল্লীল গান করিতে দেখিয়া, আমার উপকারার্থে আমাকে ঐকপ গান গাইতে নিষেধ कतिया (शत्नन।" मामा कहित्नन, "किस ভোষে পোয়াन। य जीविज নাই। প্রায় একমাদের অধিক অতীত হইল, তাহার পরণোক হইয়াছে।" আমি দেই কথা গুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম ও সাতিশয় ভয়ে ভীত হইয়া উদ্ধানে দৌডাইতে দৌডাইতে ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্রদিগের বাটীর ৮পুলার দালানে,—বেখানে আমার পিতৃব্য মহাশয় ছিলেন, वारेबा मुव्हिত रहेबा भेड़िका रागाम । यांहाबा उथाब उभिन्ति हिलान, সকলেই বাতিবাস্ত হইয়া কেহ মুখে জল দিতে লাগিলেন ও কেছ পাথার বাতাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ গত হইলে, যথন আমার মুর্জা ভঙ্গ হইল, তথন সকলে আগ্রহ সহকারে এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি আদাস্ত সমস্ত বর্ণনা করিলাম। ভাছাতে তাঁহারা সকলে কহিলেন যে. ভোষে গোয়ালার ষথার্থই, প্রান্ত এক মাদের অধিক, মুত্রা হইয়াছে। বোধ করি তাহার প্রেতাক্সা তোমাকে দর্শন দিয়াছিল। আমার বেশ শ্বরণ আছে, যে ভোমে গোয়ালার প্রেত শরীর যাহা আমি দেখিয়াছিলাম তাহা উদ্ধে প্রায় ৭

হাতের কম হইবেনা। কিন্তু ভোৱে গোরালা জ্বীবিত অবস্থায় উর্জে প্রায় ৪ হাত ছিল।

শ্রীহুর্গাচরণ চক্রবর্তী ।

## ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা।

অমিয়নাথ বাব্ একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্র যুবক,—বিখ-বিত্যালয়ের (এম. এ.) উপাধিধারী। প্রথম যৌবনে তিনি ভ্ত মানিতেন না; ভ্তের কথা উঠিলে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি মধাবিত অপচ অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিছুকাল তিনি কলিকাতার কোন একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রবর্ণমেণ্ট সুলের হেড মান্তার ছিলেন।

বহুদিন পূর্কে প্রথম যৌবনে অমিয়নাথ বাবু বর্দ্ধমান বিভাগের কোন একটি স্থপ্রসিদ্ধ নগরে মিউনিসিপাল স্থলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সহরটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির একটি প্রসিদ্ধ রেল-ষ্টেসন।

অমিরনাথ বাবুর বাসার অনতিদ্রেট প্রির্নাথ বাবুর বাসা ছিল।
প্রিরনাথ বাবু, রেল-পুলিষের ইন্স্পেক্টর। উভরে কিছুদিন একস্থানে থাকিতে থাকিতে পরস্পারের মধ্যে নিরতিশন্ত সৌহার্দি জন্মিয়াছিল। স্থতরাং অমিয়নাথ বাবু প্রান্ন প্রত্যহই প্রিরনাথ বাবুর
বাসার উপস্থিত হইয়া, মিত্রতা-স্থলভ আমোদ প্রমোদে অথবা অধ্যয়নাদি
কার্য্যে সময়ভিপাত করিতেন।

প্রিম্নাথ বাব্র বাসায় একথানি বিলাতী নৃতন রকমের উৎকৃষ্ট অভুত চেয়ার ছিল। এথানি গুটাইলে তত্বারা চেয়ারের কার্যা হট্ট্, কিন্ত ছড়াইলে একথানি উৎক্লষ্ট কোঁচরূপে পরিণত হইত। এরূপ একাধারে কৌচ ও চেয়ার এ দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানি প্রিয়নাথ বাবুর বৈঠকখানার শোভা-বর্দ্ধন করিত। তিনি এখানি নিজে বড় একটা ব্যবহার করিতেন না। কৌভূহল পরবশ ভইন্না, নৃতন জিনিষ বলিন্না, উহা ক্রন্ত করিন্নাছিলেন মাত্র। কিন্তু ইদানীং व्यमित्रनाथ वाव् ममत्त्र ममत्त्र এहे त्वित्रात्त्र উপবেশन कत्रित्जन।

একদিন कथात्र कवीत्र अभित्रनाथ वावू श्रित्रनाथ वावूटक विलियन, ''মহাশয়! এই চেয়ার থানি অতি হৃন্দর। আমার বড় ইচ্ছা, এইরূপ একখানি চেয়ার ক্রম্ন করিয়া বাবহার করি। আপনি যেথান হইতে এইখানি ক্রন্ন করিয়াছেন, সেইখান হইতে আর একখানি আমার জঞ্ আনাইয়া দিতে পাঞ্জিল বড ভাল হয়।"

প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন "এখানি এ দেশের প্রস্তৃতী নহে। এখানি ্যরূপে আমার হন্তগত হইয়াছে, তাহার একটি কুদ্র ইতিহাস আছে।"

প্রিয়নাথ বাবুর কথা শুনিয়া অমিয়নাথ বাবু সেই ইতিহাস শুনিবার বল উৎস্থক হইলেন; স্বতরাং প্রিয়নাথ বাবু বলিতে লাগিলেন।— "এই রেণওয়ে লাইনে জনষ্টন নামে একজন গার্ড ছিল। আমার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ছিল। তাহার স্বভাব উদ্ধত ছিল: কিছ দে আমার সহিত সন্বাবহার করিত, আমার সহিত তাহার একটু প্রণম্ব**ও** ব্দুবিয়াছিল। দে একশত টাকা মূল্যে এই কৌচথানি ক্ৰন্ন করিয়া আনিয়াছিল। এ থানি তাহার বড়ই প্রিয় ছিল সে অতীব যতুগহকারে ইহা ব্যবহার করিত। আমার নিকট দে অনেকবার বলিয়াছিল. এই কৌচথানি তাহার নিরতিশয় প্রিয়বস্তা: কেহ ইহার প্রতি কোন প্রকার অবত্বভাব প্রকাশ করিলে, সে ভাহাতে বিলক্ষণ কুর হইত। ুকিছুদিন পরে সে একদা রেল-সংঘর্ষে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়; এই কৌচ থানিতে তাহাকে শয়ন করাইয়া চিকিৎসা করা হয়, কিন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারা যায় নাই। এই কৌচে শয়ন করিয়াই সে দেহত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরি-ত্যক্ত সমুদার সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হয়। অন্তান্ত দ্রব্যাদি যথোচিত মুল্যেই বিক্রীত হইয়াছিল : কিন্তু এই কোচে শয়ন করিয়া সে দেহতাাগ করে এবং এখানি তাহার অতি প্রিয় বলিয়া কেহই এথানি লইতে সাহসীহয় নাই। আমি ১٠১ টাকা ডাকিয়াছিলান আর কেহ না ভাকায় এখানি আমারই হইয়া গেল: আমি কৌতৃহল-পরতন্ত্র হইয়া अधीन नीनारम कुत्र कतिनाम वरहे, किन्छ देश कथन ७ वावहात कति নাই। দে ইহা যেরপে ষত্নসহকারে সাজাইয়া রাখিত, আমিও তদ-পেকা অধিকতর যুত্নে সাজাইয়া বৈঠকথানার শোভা বৃদ্ধি করিয়াই **চরিতার্থ হইতেছি।** এথানি বাবহার করিতে **আ**মার কথনও প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হয় নাই। আমি বে কোনরূপ জীতির বশবর্তী হইয়াই এরূপ করিতেছি, তাহা মনে করিবেন না। ভূত-সম্বন্ধে আপনকার বিখাদও যেরূপ, আমারও সেইরূপ। আমিও ভূত বিখাদ করি না। নিভাস্ত অশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন সহজে কেই ভূতের অভিত্যে আভাগান্ হইতে পারে না। এই কৌচখানি আমারও আঁত প্রিয় সামগ্রী। যদি স্থযোগ মত এরপ আর একগানি পাওয়া যায়, তবে অবশ্রুই আপনকার ৰক্স ভাহা ক্রম করিব।"

অমিয়নাথ বাবু বলিলেন, "আমার ও সা প্রেছডিস্ নাই। ভূত একটা কথার কথা মাত্র। মৃতব্যক্তি ত আর এ জগতে বর্ত্তমান নাই. ভবে কিব্নপে এখন তাহা দারা অনিষ্ঠ সাধিত হইতে পারে ৫ এখানি আপনি ব্যবহার করেন না কেন ? আমি হইলে উত্তমরূপে ইহার সন্থাবহার করিতাম। এখানি ধধন আপনকার প্রিয় বস্তু তখন এখানি আমি চাই না। আপনি এইরূপ আর একথানির চেষ্টার থাকুন; পাইলে আমার জন্ম করেবেন :"

এইরূপ কথাবার্তার ছই একদিন পরে, একদিন অমিয়নাথ বাবু উক্ত চেয়ারে উপবেশন করিয়া সেক্ষপীর প্রণীত হ্যামলেট গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তথন বেলা অপরাছু। পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ জাঁহার মনে হইল, যেনু একজন ছাটকোট-ধারী ইংরাজ তাঁহার পার্ষে আবাসিয়া দণ্ডায়মান ইইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্য প্রদান পূর্বকে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এইরূপ দেখিয়। প্রিয়নাথ বাবু বণিলেন, ''মহাশয়! ব্যাপার কি ? আপনি প্ততক পাঠ করিতে করিতে একপ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন কেন ?"

অমিল্লনাথ বাবু বলিলেন ''কিছুই নহে, ছামণেট্ পড়ুতে পড়িতে মনের তক্ময়তা বশত: বোধ হইল যেন, একজন ইংরাজ আমার আসন-পার্শে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইহা মস্তিফের দৌর্ব্বল্য-প্রস্ত। পুস্তকগানিতে গাঢ়তর মন:সংযোগ বশত: হয়ত হামলেটে বর্ণিত ভূতই প্রতাক্ষ করিয়। থাকিব। উহা কিছুই নহে।—কৈ এখন ত আর তাহা দেখিতে পাইতেছিনা। এইরূপেই লোকে ভূত দেখে এবং ভন্ন পায়।'' এই বলিয়া উভয়ে হাক্ত পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমিয়নাথ বাবু নিজবাসায় প্রভ্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার তুই চারি দিবস পরে, একদিন অমিয় বাব্র একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে তাঁহার বাদায় আদিয়া উপন্থিত হইলেন। পর দিবদ অপরাত্নে বন্ধকে লইয়া অমিয় বাবু সহরের নানাস্থান পর্যাটন করিয়া নিরতিশয় ক্লান্তদেহে বাদায় প্রত্যাগমন করিলেন। উভয়ে ্রমনেককণ ধরিয়া বহুদূর পর্য্যটন করিয়া এরূপ ক্লা<del>স্ত</del> ছইয়াছিলেন 👣, ইচছা হইতেছিল শীঘ্ৰই জলযোগ করিয়াশ্যারে আমার এহণ করেন। কিন্তু সেই দিবস রাত্রিযোগে প্রিরনাথ বাবুর বাসার তাঁহাদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ ছিল। স্থতরাং উভয়কেই কিঞ্চিৎ বিশ্রার করিয়া তথার যাইতে হইল।

সেই দিবস প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় অপর ছই চারিটি বাক্তিরও
নিমন্ত্রণ ছিল। যে সময় অমিয় বাবু বন্ধ্ সমভিবাহারে প্রিয়নাথ বাবুর
বাসায় উপস্থিত হইলেন, তথন নিমন্ত্রিত অপর কেহ উপস্থিত হন
নাই। কথায় কথায় অমিয়নাথ বাবু প্রিয়না বাবুকে বলিলেন যে,
"আমার বন্ধ্ অদ্য বহুদ্র ভ্রমণ করিয়া বিলক্ষণ পরিপ্রাস্ত হইয়াছেন।
কেই সত্তর বিশ্রাম করিতে পাইলে, তিনি শরার স্বস্থ বোধ করিবেন।
নাত্রা তাঁহার বড়ই কণ্ঠ হইবে। আপনার নিমন্ত্রণ বলিয়াই তিনি
ক্রমণ ক্লাস্ত দেহেও আদিয়াছেন।

প্রিয়নাথ বাব্ শুনিয়া বলিলেন, "তবে এক কাজ করুন। আমার অফ্স বর্গণ এখনও উপস্থিত হন নাই। এ দিকে আহার্য্য প্রায় সমস্ত প্রস্তত। আপনারা প্রথমেই কার্যা শেষ করুন। আর অনর্থক কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।"

শ্বিষ বাবু। আমার জন্ত বাস্ত হইবার আবিশ্রতা নাই। আমি এখন অপেকা করিয়া থাকিব। আমার এখনও তত কুধা নাই। আমার বন্ধকেই প্রথমে থাওয়াইয়া দিলে চলিবে।

বন্ধ। সে কিরপে বলিতেছেন, আমি কি এতই পেটুক বে, অপেকা করিতে পারিব না. অগ্রেই একা আহার করিব গ

যাহা হউক, প্রিয়নাথ বাব্র একাস্ত নির্মার বার্কে তখনই আহার করিতে হইল। তিনি আহারাদি করিয়া, বাদার প্রত্যাগত হইতে ইছা করিলেন না। প্রিয়নাথ বাব্র বাদাতেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তথাকার দেই অমুভ চেয়ারেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে অক্সাম্য নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে একত মিশিত হইয়া আহার করিতে গমন করিশেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু একাকা সেই চেয়ারে শরান থাকিয়া, অতি অলকণের মধ্যেই শরীরের ক্লান্তি বশতঃ প্রগাঢ় নিদ্রা-মুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুক্রণ পরে তাঁহার ভয়ানক চীৎকারে অন্তান্ত সকলে ত্রস্তভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। হইয়া দোপলেন—বন্ধু মুর্চ্চিত হইয়া চেয়ারের সম্মুখে ভূমিতলে শায়িত! সে সময়ে মকলের হ আহারাদি শেষ হইয়াছিল। বন্ধুর এই অবস্থার প্রকৃত কারণ ব্ঝিতে না পারিয়া, সকলেই অতিমাত্র ভীত হইয়া তাঁহার গুজাবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে, বন্ধু জ্ঞানলাভ করি-লেন। তাঁহার মৃচ্ছার কারণ জিজ্ঞাদা করাতে তিনি বলিতে লাগিলেন:--

''চেয়ারের উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে কথন আমি নিদ্রাগত इटेशां छ्लाम, जाश कानि ना। निजाकारण यश-वर्ष व्याम प्रिश्लाम. একজন হাটকোটধারা ইংরাজ, আমার পার্যে আসিয়া অতি রুক্ষ স্বরে আমাকে বলিতেছে—'কে তুমি ? তুমি আমার চেয়ারে কেন শুইয়া আছ ?' আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে, আমি জানিনা কাহার চেয়ার; প্রিয়বাবুর বাদায় নিমন্ত্রণে আদাতে তিনি এই চেয়ারে আমাকে বসিতে বলিয়াছেন, তাই বসিয়াছি। কিন্তু আমার কথা না ফুটিতেই সেই ইংরাজ বলিল, 'আমি সব ব্রিয়াছি। কিন্তু এ চেয়ার আমার, ইহাতে কোনু সাহসে নিজা যাইতেছ ? ইহা পরিত্যাগ কর।' আমি भरन कतिनाम এই कथा विन (य. तम कथा आमात्र विन कि इटेर्टर १ প্রয়নাথ বাবুকে বল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেব ভরত্বর তর্জন গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি আর কাহাকেও বলিব না। কেন বলিব ? তুমি ইহাতে শুইয়া আছ. তোমাকেই বলিব, তুমি এখনও ইহা হুছাড়িলে না! কিন্ত জানিয়া রাখ, আমার নাম জনটন, আমি তোমাকে আরে ছাড়িব না! যদি অত হইতে তিন দিনের মধ্যে তোমার প্রাণ সংহার না করি, তবে আমার নাম জ্বনষ্টন নহে। এই কথা শুনিরা আমি ভয়াভিভূত হইয়া, চীৎকার করিয়া অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে কি হইয়াছে, আমি জানি না।"

এই কথার প্রিয়নাথ বাবুও অমিয় বাবু উভয়ে অবাক্ হটয়।

অত্যে শুনিতে না পায় এরপ মৃত্সরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার!

জনষ্টনের নাম ইনি কিরপে জানিলেন।" যাহাছিউক পাছে বন্ধু অত্যধিক ভয় পান এই আশক্ষায় তাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"ভাই! তুমি লেখা পড়া শিথিয়াছ, তুমিও ভৃত মান ? আচ্ছা দেখি,
ভূতে ভোমার কি করিতে পারে। একটা সামাল্ল স্বপ্ন দেখিয়া এরপ
ভীত ও অধীর হইলে চলিবে কেন?"

অতঃপর অমিরনাথ বাবু বন্ধকে সাহস দিতে দিতে তাঁহাকে সঙ্গে লইরা বাসার প্রতিগমন করিলেন এবং বলিলেন, "আছা দেখা যা উক. ভূতে তোমার কি করে। তুমি এই তিন দিন অনুক্ষণ আমার নিকট থাকিবে। রাত্রিকালে আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইরা শরন করিব। কোন ভর নাই। হপ্ল দেখিয়াছ মার। ও কথা ভূলিবার চেটা কর। তিন দিনেই তোমাকে দেখাইব যে, ভূত বলিয়াশকোন পদার্থের অন্তিজ্বই নাই।"

অমিয় বাব্ অতি যত্নে সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; রাত্রিকালে বন্ধুকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিতে লাগিলেন!

হুই দিন নির্বিল্লে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস মধ্যাক্তে অমিয়বার্
ক্লে পড়াইতে গিয়াছেন। স্কলবাটী-সংলগ্নই তাঁছার বাসা বাটী।
বাহাশোচের জন্ত অমিয় বাব্র নিকট হইতে বন্ধু বিদায় লইয়া
পার্মবিত্তী বাসায় গিয়াছেন। মলতাগে করিয়া পাইবানা হইত্তে-

ঘটা হত্তে বাহির হইয়াই, সম্মুখে বাসার ঝিকে দেখিতে পাইয়। বন্ধ্যিকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঝি! আমার কি হ'ল ?' অমনি তিনি মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ঝি তৎক্ষণাৎ অমিয় বাবুকে সংবাদ বিল তিনি সহর তথায় উপস্থিত হইয়া শীয় ডাকার আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্ত হায়! ডাকার আসিয়া আর কি করিবেন ? বন্ধুর প্রাধাবায়ু মৃক্ছার সহিত্ত বহির্গত হইয়াছে!

শ্রীষ্মবিনাশচক্র মুখোপাধ্যার।

#### দাদামণায়ের ঝুলি।

বড়দিনের ছুট হয়েচে। অনেক দিনের পর বাোমকেশ তাহার গ্রামাবক্লপের সঙ্গলাভ করিয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া দিয়াছে। আজ বড় আননদ। প্রথম যৌবনের সে প্রাণভরা স্থা, সে গাণভরা স্থাস— হায়, তাহা যদি চিরদিন থাকিত! কিন্তু তাহা ত হইবার যো নাই। এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে কিছুই বেণী দিন টিকে না। সে যাহা হউক, এই দীর্ঘবিচ্ছেদের অবসানে সকলৈ সমিলিত হওয়াতে গল্লটি খুব জমিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে হরিনানের ঝুলি হাতে করিয়া রুদ্ধ তারাচরণ ভট্টাচার্যা সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তারাচরণ ভট্টাচাগ্যকে গ্রামন্থ সকলেই শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে।
তিনি সকলেরই 'দাদা-ম'শার'। বিশেষতঃ নব্য-সম্প্রদারের সহিত যেন উাহার কিছু বেশি মাথামাগি। 'দাদা-ম'শার'কে দেখিলে তাহাদের যৌবনস্থলভ চপলতা ক্সতঃই উছলিয়া উঠে, এবং ভট্টাচার্য্যও তাহাদের ' েই কোমল প্রীতি উপভোগ করিতে বড়ই স্থথান্ত্রত করেন। তিনি আসিবামাত্রই ব্যোমকেশ ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইল। ভিনিও সঙ্গেহে মন্তকে হরিনামের ঝুলিটি বুলাইয়া দিয়া রহস্তালাপ জুড়িয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য। বলি ভারা কথন এলে? এমন সথের বড়দিন, কত দেশদেশাস্তবের লোক বাড়ী ছেড়ে কলকেতা যাচে আমোদ আহলাদ কত্তে, আর তুই যে সে সব ফেলে চোঁ চা বাড়ী এসে হাজির! ব্যাপারটা কি বল দেখি! নাতবৌ ব্ঝি বাপের বাড়ী থেকে এয়েচে? সে যাহোক, এখন আমাদিগে ভ্'দশটা সহরের খবর বল। এবার বড়দিনে নৃতন দেখবার জিনিষ কি এসেছে বল।

ব্যোমকেশ। দানা'মশায়ের যত টাক্, সব এই নাতবৌএর ওপর ! বলি, দেশে কি স্থার কিছু টান থাক্তে নেই ? আপনাদিগে দেখতে কি আর ইচ্ছে হয় না ?

ভঃ। বেশ, বেশ; তোর কথার প্রাণটা থুসী হ'ল। এখন কল-কেতার কথা বল। এখন নাকি গড়ের মাঠে অনেক অভ্ত ব্যাপার দেখান হচ্চে ?

ব্যোমকেশ। দাদাম'শার চিরদিন ঝুলি ঠক্ ঠক্ করেই কাটালে! কিছুই তো দেখলে না! এমন ম্যাজিক কেউ কথন ছাখেনি! অসম্ভব কাগু!

ভ:। অসম্ভব তোসম্ভব হ'ল কেমন করে <u>?</u>

ব্যোম। তবে আর বল্ছি কি দাদাম'শার ? ম্যাজিক ! ম্যাজিক ! এদব অলোকিক ঘটনা। যা হতে পারে না, তাই হচেত।

ভ:। দূর মূর্থ! ভোরা আবার নাকি বিজ্ঞানশাস্ত্রে বি, এদ, সি, (BSC) পাশ করিচিদ! তোদের কালেজের বিজ্ঞানের মুথে ছাই। ওরে, জগতে যা কিছু ঘটনা ঘটে সবগুলোই নিরমাধীন। ম্যাজিক বি

আৰুগুৰি বলে জিনিষ নাই। যাকে তোৱা ম্যাজিক বলিস, তাও কতকগুলা সাধারণের অজ্ঞাত জাগতিক শক্তির খেলা মাত্র। তোদের কেমন একটা রোগ—যেটা তোদের বৃদ্ধিতে আদে না, দেইটাকেই তোরা বুজরুকি সাব্যস্ত করে বসিদ। ওই ভূতপ্রেত, ও একটা কথার কথা মাত্র; ওই পরকাল, অদৃষ্ট, মন্ত্রন্তন্ত্র, হাত্রিতা, স্ক্রাদৃষ্টি---স্ব গাঁজাখোরের গঞ্জিকাধুমদংস্কৃত উষ্ণমন্তিক্ষের কল্পনাপ্রস্থত। কেন হে ভারা—তোমার কালেঞ্জির বিজ্ঞান ওথানে কৃল কিনারা পার না বলে ? তোরা কি ঠাউরেছিদ, যত কিছু জাগতিক তত্ত্ব তোদের ওই ক'জন মাতব্বর বৈজ্ঞানিকেরই একচেটে গ

ব্যোমকেশ। দাদাম'শায়, দেখুচি ভোমার সঙ্গে নেহাভই একটা গণ্ডগোল বাধলো। যেটা চোখে দেখ্চি সেটা অবিখাস করি কি করে ? কিন্তু তা বলে কি, তোমার মন্ত্রতন্ত্র, জলপড়া, ধূলোপড়া, ভূতপ্রেত মাপামুণ্ড সব মানতে হবে নাকি ? আর ও সবের মধ্যে কি বিজ্ঞানই বা থাকতে পারে ?

ভট্টাচার্য। ভায়া, यनि আগে হইতেই সাবাস্ত করে ফেল যে, ওগুলো সব জুয়াচুরী, তা হলে আর কোন কথাই থাকে না; কিন্তু যদি मन्ना करत कर्नभाठ करता, जा इरल ना इन्न जामात এই সেকেলে तुर्ड़ा দাদাম'শার তোমার এই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-সঙ্কুল মাথার মধ্যে হুটা এদেশী বিজ্ঞানের কথা প্রবেশ করাবার চেষ্টা দেখুতে পারে।

(व्यामरक्म। वाह्वा, नानाम'भाष, ट्यामात सूनिएड य व्यावात বিজ্ঞানও আছে, তা এতাদন জানা ছিল না! বলি, দাদাম'শায় একটা কথা বলি, রাগ করোনা। ভোমাদের দেকালের ঋষিরা আবার বিজ্ঞানের কি ধার ধারতেন ? ইা, বরং এ কথা বল্লে মানুতে পারি বে, দার্শনিক কচকচিতে তাঁদের সমতুল্য এখনও ছর্লভ। বিজ্ঞানটা তাঁদের জানা ছিল, একথাটা বল্লে একটা দারুণ অনৈতিহাসিকতাকে প্রশ্রম দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের দৌড়টা 'পঞ্চভূতেই মালুম' পাওয়া গিয়েছে।

ভট্টাচার্য্য। ভোদের ভূতের প্রতি বেদ্ধপ বিন্নাগ দেখ্চি, তাতে আমার ইচ্ছে হচ্চে. আগে তোকে সেই কথাটাই বোঝাই। কেমন ?

ব্যোমকেশ। দাদাম'শায়, আজ বড়ই শ্রাস্ত হয়েছি, তোমার ও প্রেততত্ত্ব বা ভূতের বোঝা মাথায় নেবার শাক্ত আজ আর আমাতে নাই। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে, কাল বৈকালে ভোমার "প্রেততত্ত্ব" সহয়ে আলোচন। স্কুক্তরে দেওয়া যাবে। আজ টান্টা কিছু অন্তদিকে রয়েছে।

ভট্টাচাৰ্যা। বেশ কথা, তাই হবে। আৰু এখন "মানভঞ্জন" পাণা গাইতে যা।

> (ক্রমশঃ) শ্রীমলয়ানিল শর্মা।

## ''পুনরাগমন ।''

( )

হুগলী জেলায় দামোদর নদতীরের একটি গ্রামে আমার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। বাজন ক্রিয়ায় আমাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। পিতার কতকগুলি ধনী কাগস্থ বজমান ছিল। তাহাদেরই পাঁচটা ক্রিয়াকলাপে পৌরোহিত্য করিয়া, এবং তাহাদেরই দত্ত ভূসম্পত্তির আর হইতে, আমার পিতৃপিতামহগণ একরূপ স্থাপে ক্ষড়েন্দেই সংগার চালাইয়া আদিতেছিলেন।

আনার পিতারও বেশ স্বক্তন্দেই দিন চলিয়া আসিতেছিল। সহসা তাঁহার উপার্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটিল। আমাদিগের যক্তমানদিগের মধ্যে যাঁহারা রন্ধ, তাঁহারা একে একে নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা চাকুরী উপলক্ষে, কেহ বা কলিকাতায়, কেহ বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে. পরিবার লইয়া চলিয়া গেল। তাহাদের বড় বড় বাড়ী একরূপ জনশ্য হইয়াই পড়িয়া রহিল। বাঁহারা মাঝে মাঝে পূজার ছুটিতে দেশে আসিতেন, ভীহার৷ পানভোজনাদির উপকরণই সঙ্গে লইয়া আগিতেন; পূজার উপকরণ আনিবার অবকাশ পাইতেন না। ইংরাজী শিক্ষা তথন শনৈ: শনৈ: আমাদিগের সমাজে প্রভাব বিস্তার করিছে-ছিল। হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ দেখিতে দেখিতে একরূপ বন্ধ হইন্না পেল। এ দিকে ইপ্টইণ্ডিয়া রেলের কল্যাণে আমানের উর্বর ধান্তক্ষেত্র সকল জলাভূমিতে পরিণত হইল। পূর্বেষ যে স্বাভাবিক উপারে দেশ হইতে ৰধার জল নির্গত হইত, রেলের বাধের জ্বত তাহা আর ইইতে পাইল না। আমার পিতা বৃহৎ পরিবার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। . গতাস্তরাভাবে তিনিও যক্তমান দিগের দেখাদেখি অর্থোপার্জ্জনের জন্ত কলিকাতায় আসিলেন।

পিতা সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা আসিবার অন্নদিন পরেই, কলিকাতার পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার পরিচর হইল। তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে অন্নদিনের মধ্যে তাঁহার একটা চাকুরীও জুটিল। ভিনি কোন এক গ্রথমেণ্ট ইন্ধুলে পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন।

( २ )

এখন এই পর্যাস্ত; অতঃপর আমি আমাদের বাড়ীর সম্বন্ধে আর ছুই- এক কথা বলিব। তারপর আমার আখ্যায়িকা আরম্ভ করিব যে উদ্দেশ্যে আমি এই গরের অবতারণা করিতেছি, সে উদ্দেশ্য সমাক্ বুঝাইতে হইলে, আমাদিগের হিন্দুর গৃহের পুর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার একটু তুলনা না করিলে চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের অমুকরণে বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের যেরূপ সামাজিক অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, অন্ত কোন দেশে যে এরপ ঘটিয়াছে, এরপ শুনা যায় না। অবগ্র ভাহা ভাল কি মন্দ, পরিবর্ত্তনে আমরা লাভবান হইয়াছি কিনী, অথবা হিসাব নিকাশে আমরা কতক মূলধন হার।ইয়াছি, কি না সেটা পাঠক পাঠিকার বিবেচ্য।

আমরা একারবর্ত্তী পরিবার। আমার প্রপিতামহ রামজীবন ভর্কালম্বার প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। প্রপিতামহের ছুই পুত্র, রাম্নিধি ও রমানাথ। আমার পিতা রাধানাথ রাম্নিধির একমাত্র পুত্র। রমানাথ পিতার বুদ্ধ বয়সের সস্তান, আমার পিতা অপেকাও বয়সে ছোট। প্রপিতামহের মৃত্যুর পর, পিতামই এই ছোট ভাইটিকে পুত্রমেহে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। ভনিয়াছি, আমার পিতামহীর কাছে পুলের অপেক্ষাও তাঁহার আদর অধিক ছিল। প্রপিতামহী মৃত্যুকালে পুত্রবধুর হয়ে ট্রাহাকে সমর্পণ করিয়া যান। দেইজন্ত বাড়ীর ভিতরে তাঁহার অবস্থা কিছু স্বতম্ত্র ছিল। পড়ায় অমনোযোগী হইলে, আমার পিতা পিতামহের কাছে অনেকবার তিরস্বার পাইয়াছেন, কিন্তু খুল্লপিতামহকে একটি দিনের জন্তুও রূঢ়-ৰাক্য ভনিতে হয় নাই। ফলে পড়াগুনাটা তাঁহার ভাল হয় নাই।

পিতা বয়ুদে বড় হইলেও, খুল্লপিতামহের বিবাহ আগে হইয়াছিল। পিতামহ মনে করিয়াছিলেন, রমানাথের বিবাহ আগে দিলে, তাঁহার পুত্র রাধানাথের পুত্র অপেকা বয়সে বড় হইবে। রাধানাথ রমানাথের অপেক্ষা বড়, লোকের কাছে এ পরিচয় দিতে তিনি লজ্জা বোধ করি- তেন। আবার রাধানাপের পুত্র তার খুল্লতাত অপেক্ষা বড় না হয়, এই জন্ত খুল্লপিতামহের বিবাহের পাঁচ বংদর পরে তিনি পিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ, আমার জন্মের এক বংদর পরে, আমার মারের আদরের অংশভাগী করিবার জন্য, খুল্লপিতামহী খুড়া গোপাদরুক্তকে আমার মায়ের কোণে নিক্ষেপ করিয়া পরলোক যাত্রা করিবান। তথনও পিতামহ পিতামহী বর্তমান ছিলেন। গুনিয়াছি, ধুল্লপিতামহীর বিয়োগে বাড়ার সকলেই মিয়মাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহী প্রকাশে কালাত পোক প্রকাশ না করিয়া এই সজ্যোজাত শিশুটিকে আমার জননার কোনে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আমার দেবর রমানাথকে যেমন বুকে করিয়া মাহ্র করিয়াছিলাম, তুমি যদি তদপেক্ষা অধিক স্নেহে তোমার এই দেবরটীকে মাহ্র্য্য করিতে পার, তবেই বুঝিব, তুমি সদ্বাক্ষণের কলা।"

মা আমার গুরুর আজা ভক্তিসহকারে পালন করিয়াছিলেন। খুড়া গোপাল আমার মায়ের সমত্ত আদর বৃদ্ধি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। প্রথমেই সে মায়ের স্তন্যপানের অধিকার আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহার ভুকাবশিষ্ট যদি কিছু থাকিত, মায়ের দয়া হইলে, কোন কোন দিন তাহা পাইতাম এইমাত্র। পিঠাপিঠি হইলে তুই ভায়ে যেমন বড় বনিবনাও থাকে না, আমাদেরও মধ্যে সেইয়প হইয়াছিল। আমি গোপালের অপেক্ষা অধিক বলশালী ছিলাম, স্ক্তরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, মাতা আমাকেই তিরস্কার করিত্ন। আমার আর ভাতা হয় নাই, গোপাল ও আমি হইটিকে পাইয়াই আ আমার বহুপুত্রবতী হইয়াছিলেন।

( 0 )

খুলপিতামহ আর বিবাহ করিলেন না। তিনি সংগারের সমস্ত

চিন্তা আমার পিতার ক্ষত্রে দিয়া গৃহদেবতা দামোদরের সেবার নিযুক্ত রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই পিতামহ ও পিতামহীর কাল চইল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বেই তাহা একরপ বলিয়াছি। একদিকে যেমন আয় কমিল, অন্যাদিকে তেমনি দ্রব্যের মল্য বাড়িয়া গেল। দেশে পাকিলে আর সংসার চলে না। অনন্যোপায় হইয়া পিতা কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় বংসর খানেক চাকরী করিয়া, পিতা আমাদিগকেও কলিকাতা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। আমি তথন নয় বংসরের, গোপাল আট বংসরের। গ্রীত্মের ছুটী ফুরাইলেই আমি ও গোপাল তাঁহার সঙ্গে কলিকাতার যাইব, স্থির হইল। চকুলজ্জাতেই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, পিতা প্রথমে মাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন না<sup>ট</sup> আমাদিগকে বিশেষতঃ গোপালকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে হন্তর কোঁধে, মাতা প্রথফে আপত্তি করেন। কিন্তু দে আপত্তি গুনিতে হইকে, আমাদিগকে মূর্থ হইরা থাকিতে হয়। শুধু সংস্কৃত পড়িলে এখন আবার কাহারও পেট চলিবে না। ইংরাজী এখন অর্থকরী বিস্থা। ভাহার কত্তকটা আয়ত্ত করিতে না পারিলে, দারিদ্রা ঘুচিবে না। দেশে ইংরাজী শিক্ষার উপার নাই। আর পিতা না থাকিলে, আমাদিগকে সংস্কৃতই বা পড়াইবে কে ? অনেক যুক্তি তর্ক দেধাইয়া পিতা মাতাকে সম্মত করাইলেন। পুল্লপিতামহ সংসারের কোন কথাতেই থাকিতেন না। তাঁহার মত গ্রহণ করা না করা উভয়ই তুল্য বোধে, পিজা তাঁহাকে কোনও কথা किछामा करत्रन नाहे।

কলিকাতা ঘাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই আমার উল্লাস বাড়ীতে লাগিল। সহরের নামেই আমার মনে এমনি একটা চিত্তাকর্ষক ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দেখিবার আকাজ্ঞা দিন দিন আমাকে উত্তরোত্তর অন্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া, কুলে আমার স্থান ইইবে, ইহাও আমার পক্ষে একটা প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। ইকলের অপেক্ষা আমার আফ্লাদের বিষয় এই হইল যে, গোপালরুফ সাঁরের কাছছাড়া হইয়া একটু জব্দ হইবে।

আমি বেষন কলিকাতা বাতার দিন নিকটে আসিতে দেখিয়া আহলাদিত ইইতেছিলান, গোপাল তেমনি বিমর্থ ইইতেছিল। তাহার মনে
হইতেছিল, দে যেন দ্বীপান্তরে বাইতেছে। যাতার পূর্বদিবদে গোপাল
কারা কুড়িয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী পিতাকে বলিলেন—"এবারে
তথু গোপীনাথকে কুইয়া যাও, গোপাল থাক্।" পিতা বলিলেন—
"গোপীনাথ আরু পোলের বয়সের কত প্রভেদ? তবে" গোপীনাথ যদি আমার হুটি থাকিতে পারে, গোপাল থাকিতে পারিবে না ?"

মাতা বলিলেন—"সকলেরই কি স্বভাব এক হইতে হইবে ? ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেথা আছে? গোপীনাথ কলিকাতা ঘাইবার নানে আহলাদ করিতেছে, আর ও কাঁদিতেছে।"

শ্বিতা এই কথা 'শুনিয়া ঈষং রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—
"নিজের শ্বিতানের উপর মমভাহীন হইয়া পরের সস্তানে এত মমতা
দেখুইও না।"

কথা শুনিবামাত্র মায়ের চক্ষে জ্বল আসিন। তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। অথবা পিতার কথায় মর্ম্মে আঘাত পাইয়া আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

পিতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"গোপীনাথ বিধান হইবে, আর তোমার অস্তায় স্নেহের জন্ত গোপাল মূর্থ হইবে। তাহাহইলে লোকসমাজে যে আমাদের কলঙ্ক রাধিবার স্থান থাকিবে না!" আমি সুক্ষে লাড়াইরা দেখিতেছিলাম। গোপাল মারের **ঠা**ঞ্ছী ধরিয়া লাড়াইরাছিল।

পিতা এবারে বন্তিবিকই কুন্ধ হইলেন। গোপাল বিদান্ হইলে লাও কার? সংসারানভিজ্ঞ পিতামই পিতার এ বি: প্লা তার মর্ম ব্ঝিলেন না। পিতা বলিলেন—"তুমি ষেমন মূর্ম হইয়া কালে, পুল্রকেও সেই ক্লপ মূর্ম রাধিতে চাও ?" বেশ, তোমার পুল্ল বিদ্যান্ত ক্রমণ ক্রমণ কর্মান্ত ক্রমণ কিছুমানু ডঃধিত হইলেন না। ঈষং হালিয়া উত্তর করিলেন—"তাহা হইলে গোপালের মাকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"

পিতাও সংক্ল সঙ্গে একটু হাসিয়া বলিলেন--''কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। গোপাল যথন কিছুতেই তার মাকে ছাড়িয়া থাক্তিতে পারিবে না, তথন বাধ্য হইয়া আমাকে উহাদিগকেও সঙ্গে লইক্লানীইতে হইবে।"

এ মীমাংসার আমার মনে কিন্ত স্থুৰ হইল না। পরস্ক পিতামহৈর কথার আমার মনে কোধ হইল। আমার মা আমার মা না হইরা। ছোট দাদা মহাশরের চক্ষে গোপালের মা হইল। দাদা মহাশর না হর বলিলেন, কিন্ত পিতা তাঁহার এ মিথ্যা কথার কির্পে সার দিলেন। খুল্লপিতামহকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। কেননা, পিতার কাছে মাঝে মাঝে তিরস্কার থাইতাম, কিন্ত দাদার মুখে একটি দিনের

জন্তও রচ্বাক্য শুনি নাই। শুধু সেইদিনের কথ কোধ জুমিল। সেই দিনেই তাঁহার ফুলের সাঞ্চিত্র তাঁহার তিলক—সকলেরই উপর আমার ঘুণা ক্ষমির পর্যান গোপালকে, আমাকে ও মাকে লইয়া পিতা কালকাত্র শুজনাত্রা করিলেন। একমাত্র ছোট ঠাকুরদা দামোদরের সেবা শিরতে বরুর বহিল্পেন।

প্রতিবাদী ও প্রতিবাদিনীরা যাত্রাকালে দেখা করিতে আদিল।
সকলেরই মুথ বিষয়। ছোটুঠাকুরদাও আশীর্কাদ করিতে আদিলেন,
- কিন্তু তাহার মুখেও তেমন স্ফুর্তির চিহ্ন দেখিলাম নাল

হায় ৷ তথন কি<sup>ব</sup>র্ঝিয়াছিলাম, আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে বৈতরণীর বাব্**ধান** পড়িতেছে গু

#### (8)

ক্রনিকাতার আসিবার তিন চারি বংগরের ভিতরেই আমানিগের অপূর্ব অবস্থান্তর ঘটিল। দেখিতে দেখিতে শিতার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতার কোনও ধনী কারস্থ জনীদারের গুরুহ তিনি সভাপত্তিত নিযুক্ত ইইলেন। ধনীদের গৃহে শ্রাদাদ্ধি উপলক্ষে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাইরেরারারী পূজার তিনি বড় বড় বিদার পাইতে লাগিলেন। সবার উপর স্থলের পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া তিনি যথেষ্ঠ অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। তিন বংগর পূর্বের অরাভাব-ভীত দেশাস্তরিত আদান এখন অনেক আত্মীয়সজনের আশ্রয়স্থল হইলেন। আমাদের প্রানের অনেকগুলি কারস্থ ও বান্ধাণসন্থান বিভাশিক্ষার জন্ম কৃলিকাতার আসিয়া আমাদের চোরবাগানের বাসা বাটাতে আশ্রয় লইয়া ছিল। পিতা তাহাদিগের আহার দিতেন, ও সময়ে সময়ে পৃস্তকাদি কিনিবার জন্ম কিছু কিছু অর্থ সাহায় করিতেন। আমার মা তাহাদের

🕹 💽 স্নেহের 📆 📆 দেখিতেন এবং পাছে তাহাদের দেবার ত্রুটী ইয়, **্রেই অন্ত নিক্রেক্টিভাহাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। স্থা**মরাও ভাহাদিগকে ভালবাসার চকে নিরীকণ করিতাম। আমরা ধীরে ধীরে তাহাদের অপেকা সামাজিক অবস্থায় যে উন্নত হইতেছি, তথনও পর্যান্ত বুঝিতে পারি নাই। উচ্চপদন্ত অবস্থাপন ব্রান্ধণেতর জাতি কলিকতোর সমাজে যে আসনে বসিবার যোগা, অবভাষীন বান্ধণ সূর্ব্পকারের কোলীস্ত-গর্বভূষিত হইলেও সে আসন হইতে কাত দূরে বীসিবার বোগ্য, সেটা তথনও পর্যান্ত সমাক্ মীনাংসিত হয় নাই। কাজেই দুঁরিত্র **(एगवांगी श्विम्टक व्योगाएन बहे मगान मर्गा मांगन (वार्य, निःमटकाटा जारा-**দের সঙ্গে মেশামিশি করিতাম। কিন্তু এ অবস্থা বড় বেশি দিন রহিল না। পিঁতার প্রদার সহরে দেখিতে দেখিতে এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল বে, সহরের ন্যুনাস্থান হইতে যে কোন ক্রিয়াকলাপে তুঁগছার সামাজিক নিমন্ত্রণ স্থাসিতে লাগিল। পিতা একা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিংতন নাবলিয়া, আমরা প্রতিনিধিশ্বরূপ প্রেরিত হইতে লাগিলাম। বলা বাছলা, পরিচর্য্যার নিমিত্ত আমাদিগের প্রত্যেকের জন্ম এক একটি ভূত্য নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে গোপাল ও আমার এক ভূত্যেই চলিত। ক্রমে উভয়ের এক সময়ে সেবার অস্ক্রিধা হুইতে লাগিল :বলিরা, মাতঃ ঠাকুরাণী উভয়ের সেবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন উপর ঈর্ব্যাটা আমি যে কলিকাতাতেও নঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, এটা বোধ হয় পাঠককে বুঝাইতে হইবেনা।

পোপাল ও আমি ভৃত্য সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রেরিত হইতে লাগিলাম। কোন কোন সময়ে আমার আত্মীয়দের মধ্যে কাহাকে
কাহাকেও সঙ্গে লইয়া ঘাইতাম। এইরূপ ত্ই চারিবার ঘাইতে যাইতে
তাহাদের সঙ্গে আমাদিগের পার্থক্য অফুভব করিতে লাগিলাম।

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আমরা যে ভাবে সমাদৃত হইতাম, ভাঁহীরা সেরূপ হইত।
না। প্রথম প্রথম চকু-লজার আমরা সমতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করি—
তাম। কিন্তু সর্বব্রেই সমাজ আমাদের এই চেষ্টার প্রতিক্লাচরণ করিতে
লাগিল। অল্লদিনের মধ্যে, তাহাদের সঙ্গে সামাজিক পার্থক্য আমাদের
মনে বন্ধমূল হইরা গেল।

কুলভান্ধা নদীর তীরেঁ বিসিয়া অধিকদিন তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা চলে না—অন্ন দিনের মধ্যেই স্রোতে গা ভাসাইতে হয়। পিতারও তাহাই হইল। তাহাকেও এই নব সামাজিক-ভাব-স্রোতে গা ভাসাইতে হইল!

এক মাতা ঠাকুরাণী ছাড়া অল বিস্তর সকলেরই কিছু পরিবর্ত্তন ঘটল। দেশে আহ্নিকাদি কার্য্যে পিতার তিন ঘণ্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইত। পূজাশেষ করিয়া আহার করিতে প্রক্রিট্রিনই বি-প্রহর অতীত হইয়া যাইত। এখানেত সেরপ করিলে इनिय না! সাড়ে দশটার ভিতরে আহার শেষ করিতেই হইবে। কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম পিতা অতি প্রতাষে শ্যাত্যাগ করিতেন ও সেই সময়েই স্বানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া পূজার ব্দিতেন 🕟 মাতাঠাকুরাণীও প্রত্যুবে উঠিয়া, তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন। ক্রমে পুস্তকাদি রচনার পরিশ্রমে তাঁহার স্থনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে লাগিল। পিতা আর স্থর্যোদয়ের পূর্ব্বে শয়াত্যাগ করিতে পারিতেন না। নয়টার মধ্যেই তাঁহাকে সকল কাজ সারিতে হইত। তাহার উপর, আজ গলায় সর্দি, কাল বুকে ব্যথা, পরশু পেটের অস্তথ্য, এইব্লপ নানা ব্যাধি পিতার দেহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। ডাক্তার প্রথম প্রণম তাঁহাকে প্রভাতে উঠিতে নিষেধ করিলেন, তারপর প্রাত:কালে একটু উষ্ণ চা পান করিবার আদেশ দিলেন। শরীরমাতাং থলু ধর্মসাধনং। শরীর রকাঁ না করিলে কোন ধর্ম কার্য্যই হইতে পারে না। কাজেই আপাততঃ আছিকের সময় কমিয়া পনেরো মিনিটে পরিণত হইল। সংস্কৃত শিক্ষক, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ বড় লোকের বাড়ী অধ্যক্ষের কাজ করেন, কাজেই কোশাকুশীর সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। শরীরের অস্থথের কথা, স্তরাং মাতাঠাকুরাণী পূজাদির জন্ত পিতাকে বড় পীড়াপীড়ি করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি আন্তরিক তঃথিত হইয়াছিলেন। গোপাল ও আমার উপানয়ন দেশেই হইয়াছিল। খুল্লপিতামহ আমাদিগকে সন্ত্যাবন্দনাদি সমস্তই শিথাইয়াছিলেন। আমাদিগকেও অল্লে অল্লে তাহা ত্যাগ করিতে হইল। প্রাতঃকালে মান্তার আমাদের পড়াইতেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর, মানাহারেরই সময় থাকিত না, তা আছিক করিব কথন্? আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত মাতাঠাকুরাণীই কেবল পূজা লইয়া রহিলেন। গোপাল আহারে বসিবার অব্যবহিত পূর্ম্বে ঠাকুর ঘরে যাইয়া একবার চোথ বুজিয়া আদিত।

পিতা অল্লে অল্লে পরিছ্লেরও একটা মনোমত পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। প্রথমে তাঁহার মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডিত ছিল। কি একটা অস্থপের উপলক্ষে তিনি একবার মাথাটা মুড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে সেই যে সমশীর্ধ কেশ রাশিতে তাঁহার মন্তক মণ্ডিত হইল, পুরোভাগে মুণ্ডিত করিয়া আর তিনি তাহাকে শ্রীহীন করিলেন না। তাঁহার পূর্বের আপৃষ্ঠলম্বী শিথা ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়া ঘনরুষ্ণ কেশরাশি মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। পরিধানে শানাধৃতি, গায়ে রামণিরাণ, তাহার উপরে মোটা চাদর। তিনি কেবল তালতলার চাটর পরিবর্ত্তন করেন নাই। তবে শীতাধিকা হইলে, কিংবা শরীর অমুস্থ হইলে সময়ে সময়ে পায়ে মোলা পরিতেন।

আমাদেরও বেশভ্যার সময়ামুখায়ী পরিবর্ত্তন হইল। এক ক্ষুদ্র

পলীর পূজারি ব্রাহ্মণের পুত্র, আমরা পূর্কাবস্থা গোপনের জন্ত দেহকে যতপ্রকারে আবরিত করিবার, তাহা করিয়াছিলাম। মূর্থ দেশবাসী সময়ে সময়ে আমাদের বাসায় আসিয়া যথন আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের সেই অপ্রাব্য গ্রাম্য উপাধিতে সম্বোধন করিত—অর্থণে গোপীবাৰু অথবা গোপালবাৰু না বলিয়া ভট্চাজ বলিত, তথন আমাদের আন্তরিক ক্রোধের সীমা থাকিত না। তাহাদের অসভ্য-জনোচিত সম্বোধনের অত্যাচার হইতে নিস্তার দিবার জন্ম পিতা ইস্কুলে আমাদের নামের শেষে চ্যাটার্জী উপাধি যোগ করিয়া দেওয়াইলেন।

ক্ৰমশ:

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ।

### যমালয়ের পত্রাবলী।

১ম পতা।

আমার বোধ হইল, ষেন মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতে ধীরে ধীরে আসিতেছে। পূর্ব্বে রোগের ভীষণ বন্ত্রণায়, এবং জ্বরের তীব্র কম্পনে আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম। সে সময়ের কথা কিছুই আমার মনে নাই। তাহার পর মহানিদ্রা হইতে আমি যেন অল্ল অল্ল জাগরিত হইতে লাগিলাম। জাগরণ ! সে কি জাগরণ ! আমি কি দেখিলাম ! আমার সমন্ত জীবনীশক্তি যেন আমার দেহকে ছাড়িয়াছে। আমার হাত, আমার পা, তাহারা আর যেন আমার নয়; আমার শত চেষ্টাতেও তাহারা আর নড়িল না। জিহ্বা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর আমার শুক্ষুথ-গহবরে কুলাইতেছে না, তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার ভাষা,—আমার নিজের ভাষা, আমার কর্ণে এক নৃত্তন স্বরে ধ্বনিত হইল। যাহারা আমার শ্ব্যার পার্ছে বিদ্যাছিল, ভাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিল—হায় তারা ভাবিয়াছিল, আমি কিছুই ব্বিতে পারিতেছি না—"এইবার যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইল।" সত্যই কি তাহাই! হায়! আমি যে তীত্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা মানব করনায়ও আনিতে পারে না। আমার দৃচ্বিশ্বাস হইয়াছিল যে. আমি মরিতেছি। মৃত্যু ধীরে ধীরে আমায় আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আমি বেশ ব্রিয়াছিলাম। পূর্কে মরণের চিন্তা আসিলেই আমি ভয়ে জড়সড় হইতাম, কিন্তু ইহার পূর্কে, মরণ যে কি ভয়ানক, তাহা অমুভব করিতে পারি নাই! ভয় এবং মুজ্বা মুজ্বা শস্ত-ভামনা, বাদনার লীলাভূমি জগৎ ত্যাগ করিতে হইতেছে, এই যন্ত্রণা, উভয়ে শত বৃশ্চিক দংশনের ভায় আমাকে কাতর করিয়া ফেলিল।

ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা ও দেবতার বিখাস, তাহা এখন কোধার? এক সমরে অংনি পুরাণাদি পাঠ করিরাছি, ভগবানকেও ডাকিরাছি. কিন্তু, তাহা অনেক পুর্বের কথা। রুথা আমি দেই পূর্বভাব মনে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। (ক) আমি এখন নিরাশা-তিমিরে আর্ত। একটিও আশার ক্ষীণরশ্মি যদি হায় সে সমরে আসিত ? নিমজ্জমান

ক) যেমন তৈল-মিশ্রিত জল যতক্ষণ সঞ্চালিত হয়, ততক্ষণ উভয়ে মিশিরাই থাকে, কিন্তু ন্তির ছইলেই তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে; সেইরূপ আমাদিপের জীবনে যে ভাষটি প্রবল্প জীবিত অবস্থায় তাহা কতকটা চাপা থাকিলেও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি নির্দ্ধিষ্ট মৃহুত্তে সেই ভাষটি মানবমাত্রেই জাগিরা উঠে। এই ভাষটি আমাদিপের পরজীবন নির্দ্ধিত করে। ভগষান গীতার ঠিক এই কথাই বলিরাছেন।

<sup>&#</sup>x27;'যং যং বাপি শ্মরন্ ভাবং ভাজভাত্তে কলেবরম্।

তং তমে বৈতি কৌস্তের সদা তম্ভাবভাবিতঃ 🗥 গীতা, ৮—৬ 🛔

<sup>্</sup>যে যে ভাষ শ্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে, হে কৌর্টের। সর্বাণা সেই সেই ভাবে চিন্ত নিবিষ্ট থাকার, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হর )। সং—

লোক প্রাণের দায়ে তৃণখণ্ডও আশ্রন্ন করিতে বার—কিন্ত আমার তাহাও মিলিল না। সব শূন্য। এই শূন্যতা বোধই আমার সর্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

আবার এদিকে অতীত জীবনের বে সমস্ত কাহিনী—আমার একান্ত ইচ্ছা আমার স্মরণে না আসে,—তাহারা আমার সম্মুথে একে একে আদিতে লাগিল। সমস্ত জীবনে আমি দংকর্ম অতি অল্লই করিয়াছি। কেবল স্বার্থময় জীবন লইয়া বাসনা চরিতার্থতা করাই আমার একমাত্র কার্য্য ছিল। এই চিস্তা জ্বাস্ত তৃষানলের মত আমার জীবস্ত পোড়াইতে আরম্ভ করিল। সত্যই আমি জীবদশায় মৃত্যুর পথেই চলিয়া আসিয়াছি; জীবনের পথ স্বেচ্ছাম ত্যাগ করিয়াছি। প্রবৃত্তির পথে যাওয়াম বিষমম কলের আস্বান আরম্ভ হইয়াছে। একটি পাপকার্য্যের পর আর একটি পাপকার্যোর স্বৃতি আসিতে লাগিল। আমি তাড়াইতে যাই, আরও পরিষ্কার ভাবে আদিতে লাগিল। এখন আর অনুতাপের সময় নাই। অতুতাপ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাও আমার দে সময়ে মনে আদিল না। (খ)

এখনও আমার চল্লিশ বংসর বয়ংক্রম হয় নাই। যাহা থাকিলে মানব জাবনকে অথনয় করে, আমার তাহা সমস্তই ছিল। এই জন্ম বয়দে, এই সমস্ত স্থুথ সমূদ্ধি ছাড়িয়া আমায় মরিতে হইবে! আমার মনে হইতে লাগিল, তাহা অসম্ভব, আমি কিছুতেই মরিতে পারিব না। কিন্তু মৃত্যু একেবারে আমার স্মিধানে। আমার দেহের ভিতর মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে ৷ আমার ঘরের মধ্যস্থ ক্ষীণ দীপালোক—

<sup>(</sup>थ) भृजात आकारत मृभूष् वाक्ति हेट्छ। कत्रक वा ना कक्षक, खडीज जीवरनत मध्य ঘটনাবলী 'বারকোপের' চিত্রের ছার মুহুর্তের মধ্যে মানসংক্ষের সমক্ষে প্র্যায়ক্রমে ভাসিয়া যায়। 邓--

আত্মীয়দিগের বিমর্থ বদন, সবই 'আমার মৃত্যু আসিতেছে' এই সত্য জ্ঞাপন করিতেছে। কি ভয়ানক কাল। প্রত্যেক নয়ন উৎকণ্ঠার সহিত আমার বদনের উপর ন্যস্ত: প্রত্যেক কর্ণ আমার শেষ নিশ্বাস-ধ্বনি শুনিতে যেন: প্রস্তুত। আমার মনে হইল, সকলে বঝি আমার. জীবন্ত পোডাইতে যাইতেছে। আমি যেন দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম।

মরণকালের আমার ভীষণযন্ত্রণা আর অধিক আমি বর্ণনা করিব না। ভাষা বলা বুখা। কোনও জীবিত লোক আমার সে সময়ের তীব্র যন্ত্রণা অফুভব করিতে পারিবে না। দে যে কি কন্ট, ইহার পূর্ব্বে আমি কথ-নও তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই। ইহা অনেককেই ভোগ করিতে হইবে: কিন্তু হার কেহই তাহা জীবদশার ভাবে না। আমার শেষ মৃহত্ত আসিল। একবার আমার চকুত্বি উদ্ধিকে ঢলিয়া পড়িল; একটি গভীর দীর্ঘনিশাস, একবার কঠে ঘড় ঘড় ধ্বনি, একবার সর্বা-ক্লের কম্পন, ভাহার পর সব ফুরাইয়া গেল।

> ক্ৰমশ: সেবাত্রত পরিব্রাজক।

# অলৌকিক রহস্য।

২র সংখ্যা ]

প্রথম ভাগ।

्रित्राष्ठं, ১०১७।

### ভৌতিক-কাহিনী।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

#### (২) ভ্রাতা ও ভগিনী।

ঘটনাটি আমেরিকার পশ্চিম উপকৃলস্থ সেণ্ট জ্বোসেক নামক লগরে ঘটিরাছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টান্দের ১১ জান্তুরারী তারিথে বাইন লগর হইতে এক সাহেব পূর্বোক্ত অনুসন্ধান সমিতিকে বে পত্র লিখিরা ছেলেন, তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

"মহাশয়,

আপনাদের সমিতির একান্ত অনুরোধে আমার জীবনের এক অতি বিশ্বরুকর ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিতেছি। তৃএকটি বিশ্বন্ত বন্ধু ছাড়া এঘটনা ইতি পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই; কারণ ইহা এরপ অস্বাভাবিক যে সাধারণে শুনিলে বিশাস তো করিবেই না, অধিকন্ত আমাকে বিকৃতমন্তি জ ভাবিয়া হয়ত উপ্লোস করিবে। এই জন্ত পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, যৎকালে ঘটনাটি ঘটে, তখন আমার শরীর ও মন যেরপ স্কৃত্ত ছিল, বোধ হয় আমার সমগ্র,জীবনে আর কথনও দেরপ থাকে নাই।

১৮৬৭ খুষ্টাব্দে আমার ভগিনী কলেরায় আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ মারা পডে। তথন ভাহার বয়স আঠার বৎসর মাত্র ছিল। আমি ভাহাকে বড় ভাল বাসিতাম, স্থতরাং তাহার মৃত্যুতে হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইলাম। এই ঘটনার ছএক বৎসর পরে আমি ব্যবসায় বাণিজ্যার্থ নানা দেশে ঘরিতে লাগিলাম। আমি Order supply বা আদেশ মত জিনিষ সরবরাহ কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে সেণ্ট खारिक नगरत यथन आमि थे कार्या नियुक्त हिनाम, उथनहे वक्तवा यहेनाहि चहित्राहिन।

একদিন মধ্যাক্ষে অনেকগুলি অর্ডার পাইয়ামনটা বড়ই প্রফল্ল ইইল। ভাবিতে লাগিলাম, আজ আমার অনেক টাকা লাভ হইবে এবং পিতা মাতা এই সংবাদ পাইয়া কতই আনন্দিত ও স্থণী হইবেন। সে বাহা হউক, ভাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া, আমি অর্ডারগুলি সরবরাহ করিবার জন্তু পত্র লিখিতে বদিলাম। তখন এই অর্ডারগুলির চিস্তা ব্যতীত অন্ত কোন চিন্তাই আমার মনে স্থান পায় নাই। এক হন্তে চুকট ধরিয়া টানিতেছিলাম এবং অপর হত্তে বাস্তভাবে লিখিতেছিলাম। এই অবস্থার আমার বোধ হইল. কে যেন টেবিলের উপর একটি বাত রাথিয়া আমার বাম দিকে বসিয়া আছে। চাহিয়া দেখি আমার বড় আদরের মৃত ভগিনী ৷ অবাক হইয়া আমি এক সেকেও তাহার মুখের मिटक जाकाहेबा त्रश्मिम। शात्राधन शाहेटन लाटकत व्यक्तभ এकी। অপূর্ব আনন্দ হয়, আমার ঠিক দেইরূপ হইল। আমি আহলাদে একবারে লাফাইয়া উঠিলাম এবং তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। কিন্তু হার, যেমন আমি ঐরপ করিলাম, তৎক্ষণাং মূর্তিটি অদৃশু হইয়া গেল। তখন আমার চৈত্র হইল।

আমি চুম্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম "একি ৷ এটা প্রকৃত,

সে বাহা হউক, এই ঘটনার পরেই বাটা বাইবার জক্ত আমার চিত্ত এরপ অন্থির ও বাাকুল হইরা উঠিল যে, পরের ট্রেনেই আমি বাটীতে চলিয়া আদিলাম। আদিয়াই পিতা মাতার নিকট ঘটনাটের যথাযথ বিবরণ দিলাম। পিতা চিরকালই এ সকল বিষয়ে অবিশ্বাদী ছিলেন, স্থতরাং তিনি হাদিয়া উড়াইয়া দিলেন। মাতার কতকটা বিশ্বাদ ইইল। অতঃপর নাদিকার দাগটির কথা উল্লেখ করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাক্ষণনাদিকাতে কাটা দাগ্ কোণা হইতে আদিল ?" পিতা তো কিছুই বালতে পারিলেন না। কিন্তু ইহা শুনিবামাত্র মাতার যে ভাবান্তর দেখিলাম, তাহা আমি জন্মেও ভূলিব না। তাঁহার সর্বাদ কাপিতে লাগিল,মুথে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিল, তিনি মুর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। তাড়া ভাড়ি তাঁহার স্থতা সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা, ব্যাপারটা কি ?" তিনি বিশিলেন "আমিই এই দাগের কারণ। আহা

বাছার কচি মুখে এখনও দাগ্টি রহিয়াছে ? ঐ দাগের বিষয় আর কেহই জানে না, আমিই কেবল জানি। মৃত্যুর পর যখন বাছাকে কবর স্থানে লইয়া বাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, তখন উহার গলে ফুলের মালা দিতে গিয়া আমিই হঠাৎ উহার নাগিকাতে আঘাত করিয়া ফেলি। তার পর তাড়াতাড়ি পাউডার দিয়া দাগ্টি এরপে ঢাকিয়া দিয়াছিলাম, বে আর কেহই দেখিতে পায় নাই।" এই বলিয়া মাতা বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার দশ বার দিন পরেই মাতা হঠাৎ পীড়িতা হই-লেন এবং ছ এক দিনের মধ্যে এই ইহধাম ত্যাগ করিলেন। কথার সহিত শীঘ্র স্বর্গে মিলিত হইবেন ইহা ভাবিয়া তিনি মৃত্যুর সময় বড়ই শাস্তি পাইয়াছিলেন। ইতি—

বর্ণিত বুত্তান্তে কয়েকটি বিষয়্ক আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্রক। প্রথমতঃ প্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিলক্ষণ ভালবাসা ছিল। প্রায়ই শুনা যায় বে, বাহার প্রতি মেহ ও ভালবাসা থাকে, প্রেক্তান্ত্রা স্বভাবতঃ তাহার দিকেই আরুই হয়। সম্ভানের মঙ্গল সাধনার্থ প্রেত মাতা আবিভূ ভা হইয়াছেন এরূপ ঘটনা বিস্তর শুনা যায়। দিতীয়তঃ কোন উদ্দেশ্য ব্যতি-রেকে প্রেতান্ত্রা পৃথিবীতে আসেন না। স্থলনেহ ধারণ করিতে তাঁহাকে বহু ক্লেশ ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়; স্প্তরাং অনর্থক যে তিনি এরূপ করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। এখন প্রশ্ন এই যে ভগিনীর কি উদ্দেশ্য ছিল ? পনর দিনের মধ্যেই মাতার মৃত্যু হইল ইহা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, মাতার এই আসয় মৃত্যুর সংবাদ দিবার জ্ঞাই তিনি আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, লাতা বদি আননেদ এরূপ অভিভূত না হইয়া একটু হিয় ধীর ভাবে থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ইঙ্গিতে বা বাক্য বারা উহা জ্ঞাপন করিতেন। সে যাহা হউক, কথা কহিবার স্প্রিধা না পাইলেও তিনি মাতার সহিত লাতার শেষ সাক্ষাৎ ঘটাইবার ফ্রে

প্রাতার মনের উপর এরণ শক্তি বিস্তার করিলেন বে, তিনি সহস্র কাঞ্চ ফেলিয়া তদণ্ডেই গৃহে না সাদিয়াপাকিতে পারিলেন না।

প্রেভান্থ। আদর বিপদের সংবাদ দিতে আদেন, এক্লপ ঘটনা দেখা বার বটে, কিন্তু খুব অধিক নহে। কিন্তু কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে বা অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার পরলোকগত আত্মীরগণ আদিরা তাঁহাকে আহ্মান করিতেছেন অথবা সাহস দিতেছেন এরপ ঘটনা খুব প্রচুর। বোধ হয়, পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন য়ে, তাঁহাদের কোন মুর্বু আত্মীর কোন মৃত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন বা তাহার প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। অবহা ডাক্তারেরা এগুলিকে রোগীর delirium বা বিক্লত মন্তিক্লের প্রলাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। কোন কোন হলে এগুলি প্রলাপ হইলেও, সর্ক্তিলেই যে প্রলাপ, তাহা বোধ হয় না। মনে করুন, রামের এক আত্মীর বহুকাল মরিয়াছেন, কিন্তু রাম তাহা জানেন না। এখন রামের মৃত্যুর সময় রাম যদি উক্ত আত্মী-মের নাম ধরিয়া বলেন "এসেছ, ভাই, এস। আমিও যাঁচিচ। একটু বস। ইত্যাদি, তাহা হইলে এটা কি কেবল প্রলাপ বলিয়াই বোধ হয় ?

( ক্রমশঃ )

**बीमायनवाव दाय क्रीयुद्री** !

## ''পুনরাগমন।"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

( ( )

দেখিতে দেখিতে আমাদের কলিকাতাবাদের সাতবংসর অতীত হইয়া গেল। কলিকাতার আনিয়াই পিতা আমাদের উভয়কেই হিন্দু-কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা কাহারও ছিল না বলিয়া আমরা উভয়েই সর্ক্ষনিয়শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলমে। এখন আমরা দিত্তীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি।

এই বংসরই আমাদের পিতা ও পুত্রের সর্ব্বপ্রধান ত্র্ভাগ্যের বংসর। কেননা, আমাদের মনুষ্যত্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই বংসরেই তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

কলিকাতার আসিবার পর, প্রথম তিন বংসর, পূজার ছুটি উপলক্ষে
আমরা একবার করিরা দেশে যাইতাম। এই তিন বংসরে পিতা
জন্মভূমির মারা ও খুল্লপিতামহের বকুত্ব একেবারে পরিত্যাগ করিতে
পারেন নাই। তথন খুড়া ও ভাইপোর পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে
উভয়েরই আনন্দ উছলিয়া উঠিত। চণ্ডীমণ্ডপে মুখামুখি বসিয়া ছইজনের কত কথাই হইত। আমাদের ষাইবার পূর্ব্বে ছোট্ঠাকুরদা
খর দোর পরিকার করিয়া রাখিতেন। এবং সহর হইতে পাড়াগাঁরে
গিয়া পাছে আমাদের কষ্ট হয়, এইজ্ব্রু নিজে আমাদের পরিচর্যার
স্থবন্দোবস্ত করিতেন। সত্যক্থা বলিতে কি, যে কয়দিন দেশে
থাকিতাম, সেই কয়দিনের মধ্যেই আমরা সকলেই কিছু না কিছু মোটা
ছইয়া আসিতাম।

মারের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি এই কর্মদিন নিজে নানাবিধ থাগুদ্রবাদি প্রস্তুত করিয়া দামোদরের ভোগের ব্যবস্থা করিতেন এবং কাছে বসাইয়া, সেই প্রসাদারে ছোট্ঠাকুরদাকে ভৃপ্ত করিয়া নিজেও ভৃপ্ত হইতেন। পিতা মাকে যথেষ্ঠ অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু মা ছোট্ঠাকুরদার সম্মুখে—হত্তে শঙ্খ—পূর্ব্বের সেই দরিদ্রার বেশেই উপস্থিত হইতেন। একদিন পিতা কথাপ্রসঙ্গে খুল্লপিতামহকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া, তিনি একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, — "মা! শুনিলাম রাধানাথ তোমাকে অলঙ্কার দিয়াছেন। তবে ভূমি দানার বেশে অংমার সম্মুখে উপস্থিত হও কেন ?"

মা উত্তর করিলেন—"সেধানে বিদেশে, অলঙ্কার না পরিলে, স্বামীর মর্য্যাদা থাকে না বলিয়া উহার মনস্কটির জক্ত পরি। এথানে স্বামার পাশুড়ী, খুড়খাশুড়ী হাতে শুধু শাঁথা পরিয়া আরতিরক্ষা করিয়া গিরা। ছেন। এথানে কোন সাহসে গহনা পরিব ?"

"দেকি মা লক্ষী! তোমার গুরুজন তোমাকে প্রাণভরিয়া আশীর্কাদ করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাঁহারা পুণালোকে বসিয়া তোমাকে আশী-কাদ করিতেছেন। তোমাকে অলঙ্কারে ভ্ষিতা দেখিলে তাঁহারা -সম্ভইই হইবেন, আমিও স্থ্যী হইব।"

খুল্লপিতামহের অনুরোধে মা অলঙ্কার পরিয়াছিলেন।

চতুর্থ বংসরে দেশে ম্যালেরিয়া হইল। স্কতরাং তিন বংসর আমাদের আর দেশে যাওয়া হইল না। সপ্তম বংসরে মায়ের একান্ত অনুরোধে শুধুদিন তিনেকের জন্ত আমরা দেশে গিয়াছিলাম। শরীর অনুত্থ বলিয়া পিতা যাইতে পারিলেন না। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে পিতার অনুথ বৃদ্ধির সংবাদ পৌছিল। মা তিন দিনের বেশি থাকিতে পাইলেন না। এই তিন দিনেই ছোট্ঠাকুরদা আমাদের প্রকৃতির গরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন, কলিকাতার লেখাপড়া শিখিতে গিয়া, পবিত্র আফ্বীজলে আমরা হিঁহুয়ানী বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। আমরা শৌচাত্তে বক্স পরিত্যাগ করি না, জ্তা পায়েই জল থাই—এইরূপ সেচ্ছোচিত ব্যবহার দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন। আমি ত গায়ত্তী পর্যান্ত পেটে প্রিয়াছিলাম। গোপাল আহারের প্রের্থ অল ব্যঞ্জনের সন্মুখে আঙ্গুলে মলিন পৈতাগাছটা জড়াইয়া চকুমুদিয়া মংস্তাদির মধুর আছাণ হদ্গত করিয়া লইত।

আমাদের অবস্থা দেখিরা ছোট্ঠাকুরদ! ব্যাপারটা ব্রিয়া লইলেন। মাকে বলিলেন,—''মা! তোমার আমীরও কি এই রকম পরিবর্ত্তন ইইয়াছে ?''

মাতাঠাকুরাণী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি সমস্তই বুঝিয়া একবার দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া বলিলেন—"মা, ভবানী! তোর বিজয়ার বিসর্জ্জনের পর আবার আগমনী আসে। মা, এ ধর্মের বিজয়ার পর কি আর আগমনী হইবে না ?"

मा विष्टानन,-- "আপনার আশীর্কাদ থাকিলেই হইবে।"

পিতা অপেকা বর্ষে কনিষ্ঠ বলিয়া, মাতা পুড়খণ্ডরকে পদোচিত সম্ভ্রম দেখাইতে লজ্জাবোধ করিতেন। আজু তিনি সর্বপ্রথম তাহার পদপ্রান্তে লুঞ্জিতা হইলেন। মায়ের মাথায় হাত দিয়া ছোট্ঠাকুরদা আশীর্বাদ করিলেন। আর বলিলেন—"তুমি সতী, যথন সংসারের জুদুরুমধ্যে তুমি অবস্থান করিতেছ, তথন দিন ফিরিবে বই কি।"

আমি তথন আহারে বসিয়াছিলাম। একবার মনে করিলাম বলি,
—ঈশ্বর নিরাকার। তোমার ও একটা পাথরের ডেলা প্রজিয়া কি
হইবে ? কিন্তু তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কথা কহিতে সাহস হইল

না। পাগলটা কি বলিতেছে বলিয়া, চকুমুদিয়া অন্ন উদরত্ব করিতে नाशिनां य ।

পরদিন গ্রামত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাডিয়া যেন বাঁচিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া, দেখিলাম, পিতার গাহাত পা মাথা সমস্তই ঢাকা। শুধু মুখখানি বাহির হইয়া আছে। দেই অবস্থাতে তিনি দরদালানে পাদচারণ করিতেছেন। পিতার রোগটা যে কি, তাহা আমরা কেহই বুরিতে পারিলাম না। ডাক্তারে বলিয়াছে, বাবার ইন্ফুরেঞ্জা হইয়াছে। বড়ই তুক্ত ব্যাধি। প্রথম হইতে ভাছার প্রতিকার না করিলে, তাহা হইতে কি ভীষণ অনর্থ যে উপস্থিত হইতে পারে তাহার ইয়তা নাই। মাতাঠাকুরাণী চিস্তিতা হইলেন। ছোট্ঠাকুরদা ৰলিয়া দিয়াছিলেন, পৌছিবামাত্র পিতার অস্থথের সংবাদ দিতে।

আমি সংবাদ দিলাম। পত্রে পিতার শারীরিক অবস্থা, রোগের লক্ষণ, ডাক্তারের অভিমত-সমস্ত পুঝারুপুঝরূপে লিখিয়া, লোক .পাঠাইশাম। গুটিতিনেক বড়ি ও একখানি পত্র লইয়া ভৃত্য বেচু পরদিন সন্ধার সময় ফিরিয়া আসিল। পিতা তথন, ডাক্তারের উপদেশ ও শুভাকাজ্জী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের সমবেদনার ব্যহমধ্যে ব্দিয়া-ছিলেন। স্থতরাং বেচু মায়ের কাছে পত্রখানা লইয়া আদিল। মা আমাকে দিয়া পত্র পড়াইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, ভধু আদার রস অমুপান দিয়া একটা বড়ি সেবনেই রোগের উপশম হইবে। একটাতে ষদি সম্পূর্ণ উপকার না হয়, ছুইটা সেবন করিলে অস্থ্র থাকিবে না।

ডাক্তার ও লোকজন চলিয়া গেলে, আমি পিতাকে ছোট্ঠাকুরদার. পত্তের মর্ম অবগত করাইলাম। ইত্যবসরে মা, পত্তের ব্যবস্থামত

একটি পাথর বাটীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার পদপ্রান্তে রক্ষা कवित्वन ।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—''ও কি ?"

মা বলিলেন—"খুড়খণ্ডর এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" পিতা পদাঘাতে ঔষধের বাটী দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দর্পদৃষ্ট বাক্তি যেরূপ মুহূর্তমধ্যে বিবর্ণ হইয়া যায়, মায়েরও সেই ষ্পবস্থা হইল। বিস্মিভনেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন---"এ কি কৰিলে?"

পিতা বলিলেন--"ঠিক করিয়াছি। অসুথ দেখিয়া বিজ্ঞ, বহুদশী চিকিৎসকগণেরও ভন্ন হইয়াছে, আর তিনি না দেখিয়াই সেখান হইতে রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ একবার দেখিয়া যাইবার অবকাশ হইল মা।

মা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আফিও পিতার আচরণে প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেলাম, তারপর মনে মনে বিচার করিয়া বুঝি-লাম. কার্যা অন্তায় হয় নাই। বাঁহার অলে পিতাপুত্রের জীবন নির্বাহ চলিতেছে, অক্নতজ্ঞ ছোট্ঠাকুরদা তাঁহার উৎকট ব্যাধির কথা শুনিয়া ্রত্বার দেখিতেও আসিতে পারিল না i

গোপাল পিতার শ্যার একপার্শ্বে ব্লিয়াছিল, এই ব্যাপার দেখিয়া লজ্জায় ও ছঃথে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেল। ষতক্ষণ বসিয়াছিল, সে আর কাহারও পানে চাহিতে পারিল না।

মা আর কোনও কথা কহিলেন না। নীরবে যতন্তত: বিক্ষিপ্ত পাথরবার্টীর ভগ্নাংশগুলাকে কুড়াইয়। প্রস্থান করিলেন। গোপালও ধীরে ধীরে শ্যা হইতে উঠিগা হেঁটমুণ্ডে সে স্থান ত্যাগ করিল। আমি বলিবাম—''গোপাবের বড়ই অভিমান হইয়াছে "।

পিতা রুক্ষতার সহিতই বলিলেন—''তবেত আমার বড়ই ক্ষতি হইল।

আমি। এখনি মাধের কাছে গিয়া কাঁদিবে।

পিতা। উপায় নাই। ও অত্যাচার আমাদের সহিতেই হইবে। তোমার পিতামধীই এই কণ্টকের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন।

আমি। খুড়োর ছেলেকে আপনি ছেলের চেয়ে অধিক আদরে প্রতিপালন করিতেছেন, একথা এথানে যে শুনে, দেই একেবারে অবাক হইয়া যায়।

পিতা। তবে আর নেমক হারাম কাকে বলে ? সেদিন সহরে এক ধনীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। লোকটি ব্যবসায়ে অতি দরিজ্ব অবস্থা হইতে লক্ষণতি হইয়াছে। তাহার পুত্রেরা চৌঘুড়ি ইাকাইয়া রাস্তায় বাহির হয়। সেদিন দেখিলাম, তাহাদের এক খুড়ড়তো ভাই এক ছিলাম তামাকের জন্ম খানসামার মুখ নাড়া খাইতেছে। সহরে পরনিভরতার কথা শুনিলে লোকে নাসিকা সক্ষুচিত করে।

খুল্লপিতামহ-প্রেরিত ঔষধের কল্যাণে আজ সর্ব প্রথম পিতার মনোভাব বৃঝিতে পারিশাম। আমার আনন্দের দীমা রহিল না।

( 9 )

গোপালের উপর আমার ঈর্বা করিবার আর এক কারণ হইয়াছিল।
পূর্বেই বালয়াছি, আমরা হিন্দুর্লের একক্লাদেই ভর্তি হইয়াছিলাম।
পড়াগুনায় আমাদের শ্রেণীতে আমার সমকক্ষ বাণক ছিল না। আমি
প্রতি বংসরই পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিতে লাগিলাম।
গোপাল অনেক দ্রে পড়িয়া থাকিত। আমার মেধার পরিচয় পাইয়া
পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

বাড়ীতে উভয়কেই একজন প্রাইভেট মাষ্টারে পড়াইতেন। আমাকে কোন কথা বুঝাইবামাত্র আমি অনায়াদে বুঝিয়া লইতাম। কিন্তু গোপালকে বুঝাইতে তাঁহার গলদ্বর্ম হইত। কোন কোন দিন তাহার ভাগ্যে প্রহার ঘটিত। মার খাইলেই আমি মায়ের কাছে গিয়া সেই শুভদংবাদ প্রদান করিতাম। মা আবার পিতার কাছে অনুযোগ করিতেন—গোপালকে প্রহার করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন— "মার থাইলে কি বৃদ্ধি বাড়িবে ?"

মায়ের অনুযোগে অন্থির হইয়া পিতা এক একদিন মাষ্টারকে বলিতেন.—"ওর বাপের যা বিদ্যা, ওর বিদ্যা তার চেয়ে আর কভ ৰেশী হইৰে ? ও আপনি যা পাৱে কৰুক। উহাকে আৰু পীডাপীডি **করিবার** প্রয়োজন নাই।" স্বতরাং পারুক আর নাই পারুক, মাষ্টার তার পড়াঞ্চনায় অনেকটা শিথিল-বত্ন হইলেন। তার ফলে স্কলে শিক্ষকের কাছে তাহাকে প্রায় প্রতিদিনই বকুনি খাইতে হইত। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিবার সময় ভাহাকে অনেক কাঁদাকাটী করিতে হইয়াছিল।

প্রতি বংসর পরীক্ষার ফলে আমি প্রথম পারিতোধিক লইরা আদিতাম. এবং দোলাদে মাকে দেখাইতাম। গোপাল স্লানমূথে আমার পান্ধ চোরটির মত দাঁড়াইয়া থাকিত। আমি চলিয়া গেলে মার কাছে কাঁদিত। মা তাহাকে বলিয়াছিলেন,—''আমার কাছে কাঁদিলে কি হইবে! আমিত আর বৃদ্ধি দিতে পারিব না: ঘরেত বৃদ্ধিদাতা দামোদর আছেন। তোর বাপত তাঁর নিতা দেবা করিতেছেন। তাঁহার কাছে কাদ্ ৷ তাঁর দয়া হইলে তোর বৃদ্ধি হইতে কভক্ষণ ?"

চতুর্থশ্রেণীতে উঠিয়া গোপাল, এককোণে বদিয়া পড়িতে আরম্ভ कतिन। माष्ट्रोत अनिनिष्ठ इटेरनन, আমিও নিশ্চিত इटेनाम। विरम्पणः বইএর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। এক মাষ্টারে আর হজনের পড়া হুইয়া উঠে না। পিতা মায়ের ভবে স্বতম্ব মাষ্টারের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। মা বলিলেন,—"প্রয়োজন নাই। গোপাল এবারে স্থাপনি পডিয়া কি করে দেখ।" পিতা দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

কোন উত্তর পাইবেন না জানিয়া, ক্লাসের মাষ্টার গোণালকে কোনও প্রশ্ন করিতেন না। গোপাণ চুপটি করিয়া বেঞ্চের একটি পাশে বসিয়া থাকিতণ তবে বৃদ্ধিতে গোপাল যাহাই হউক. মাষ্টার মহাশয়েরা ভাহার নমভার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে চতুর্থ শিক্ষক আমাদের ক্লাসে বলিয়াছিলেন, গোপালের বন্ধি যদি তাহার নমতার অমুরূপ হইত, তাহা হইলে সমস্ত স্কলের মধ্যে কোন ছেলেই তার সমকক্ষ হইত না।

ষ্থাসময়ে চতুর্থশ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইল। পরীক্ষার ফল-কি ৰলিব ? একটা বিশ্বয়ের বন্তা ছুটিয়া গেল! শিক্ষক, ছাত্তা, আমার পিতা, প্রাইভেট টিউটর, যিনিই এই পরীক্ষার ফল শুনিলেন, তিনিই অবাক হইলেন। গোপাল এবার সধ্যেত স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার মর্শ্ববেদনার আর সীমা রছিল না। প্রথমে মনে করিলাম. গোপাল হয়ত কাহারও চুরি করিয়া লিখিয়াছে; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল নাণ তাহার পর ভাবিলাম, হয়ত সে কোনও উপায়ে প্রশ্নপত্র হস্তগত করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে স্থলের কর্ত্তপক্ষের উপর দোষ দিতে হয়।

পিতার পরবর্তী কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝা গেল, আমার পরাভবে তাঁহারও মনোবেদনা কম হয় নাই। ভিনি নিজে স্কুলে যাইয়া গোপনে এবিষয়ের অনুদর্মান লইয়াছিলেন; এবং শিক্ষায় অমনোযোগিতার দোষারোপ করিয়া প্রাইভেট টিউটারটিকে বিদায় দিয়া নৃতন মাষ্টার বাছাল করিলেন।

পরীক্ষার সংবাদে মা কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। উল্লাস, কিংবা বিষাদ কিছুই দেখাইলেন না। তিনি যেন নীরবে আমারু যন্ত্রণা দেখিতে লাগিলেন।

এবারে বিশ্বণ পরিশ্রমে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলাম। গোপাল পূর্ব্বমত একটি কোণ জ্ডিয়া নীরবে পড়িতে লাগিল। আমি পড়িতাম ও তাহারদিকে লক্ষ্য রাখিতাম। আমি গোপনে তাহার কার্য্য কলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। গোপাল যতক্ষণ পড়ে, তত অল্প সময়ের মধ্যে কাহারও পড়া তইরি হওয়া হৃকঠিন। তবে কি গোপাল সকলের অজ্ঞাত লারে রাত্রে উঠিয়া পড়ে। আমি মাঝে মাঝে অনিদ্রার অছিলায়, রাত্রে উঠিয়া তবারক করিতাম। কিন্তু গোপাল একদিনের জন্মও ধরা পড়িল না।

স্থূলেও গোপাল একটি কোণ আশ্রয় করিয়া বসিত। এবং কোনও কথা কছিত না। মাষ্টার ক্লাদে আমাদের সকলকেই প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু গোপালকে একটি কথাও জিজাসা করিতেন না।

ভূতীরশ্রেণীর পরীক্ষার গোপাল ঝাবার প্রথম স্থান অধিকার করিল।
ভূধু তাই নর, তাহার সহিত আমার নম্বরের এতই তফাং হইল যে,
গোপালের তুলনার আমি একরপ নগণ্যই হইরা গোলাম। আর তার বুদ্ধির অন্তিম্বে কাহারও সন্দেহ রহিল না। জামাদের প্রধান শিক্ষক একদিন পিতার সমক্ষে ভাহার ধাশক্তির অন্তম্ম প্রশংসা করিলেন।
আমার আভক্ষ হইল।

আমরা দিতীর শ্রেণীতে উঠিয়াছি। কিন্তু আমার উৎসাহ ভঙ্গ হই-য়াছে। পাঠে অনাস্থা আরম্ভ গ্রয়াছে।

মা যে গোপালের উন্নতিতে অত্যস্ত মুখা হইয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে পিতার মনোভাব কি, তাহা এ পর্য্যস্ত ভাল-ক্লপ বুঝিতে পারি নাই। দেশের যে কয়জন বালক আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর যে কাহারও আমার হঃথে সহামভৃতি নাই, তাহা আমি আগে হইতেই জানিতাম। কারণ, আমি তাহাদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করিতে চাহিতাম না। 'তাহারা পরভাগ্যোপজীবী' এই জ্ঞানে বিজ্ঞের চালে দ্র হইতে তাহাদিগকে দয়া দেখাইতাম, এইমাত্র। শুধু অকার্য্য সাধনের জ্ঞানিকপারে তাহারা অবজ্ঞা সহ্থ করিত। কেবল সরকারদের বাড়ীর শ্রাম আমার প্রিয়পাত্র ছিল। সে নিজের অবস্থা বিশেষ ব্রিয়াছিল। এইজ্ঞা আমার সমান হইতে চাহিত না। শ্রাম আমার মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিত, ও সকল সময়েই আম্পত্য দেখাইত। ক্রমে ক্রমে সেআমার প্রিয় সহচর হইয়া উঠিল। আমার মনের কথা একমাত্র তাহারই কাছে প্রকাশ করিতাম। গোপাল তাহাদের সঙ্গে মেশামেশি করিত বলিয়া শ্রাম বলিত—''গোপাল না মিশিবে কেন? মারের অম্প্রাহ যতদিন আছে, ততদিনই গোপাল বড়। সে অম্প্রাহ গেলেই গোপালও যে, উহারাও দে।''

শ্রাম যথন তথন এইরূপ ঠিক কথা কহিত। এইজগ্রই আমি
শ্রামকে ভাল বাসিতাম। "মারের অন্তগ্রহ যতদিন থাকিবে।" হার।
এ অন্তগ্রহ ককদিন থাকিবে। মা জাবিত থাকিতে কি এ অন্তগ্রহ
যাইবে? আমি টাঁগার গর্ভলাত সম্ভান হইরাও তৎকর্তৃক সপত্নী প্রের
শ্রায় আচরিত হইতেছি। এখন পিতার মনোভাব ব্ঝিতে পারিলেও
চিত্তে কতকটা শাস্তি আসে।

এক প্রাইভেট টিউটরের পরিবর্ত্তন ছাড়া এ বাবৎ পিতার বাছ অসন্তোষের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। ইদানীং পিতাকে সর্ব্বদাই চিস্তিত দেখিতাম। কিন্তু তাহাতে অসম্ভোবের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই নাই। সহসা বিধাতা সেই দিন আমার চক্ষে সেই শুভচিত্র উন্মুক্ত করিরা-দিলেন। পিতামাভার গৃহে এতদিন বান্ধব-হানের ভার অবস্থান করিতেছিলাম। এতকাল পরে প্রাণে একটু শান্তি পাইলাম।

( ক্রমশঃ )

**कौरताम अमाम विमानियाम ।** 

### যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখন এক প্রকার নৃতন সম্বিত্তি আসিরাছে। সর্বাদেহে মৃত্যু আছের করিরাছে। দেহ এখন প্রস্তর-মৃত্তির মত জড়তাময় ও কঠিন; কিন্তু আমি যেন মৃক্ত। পূর্বের চৈত্ত ধীরে ধীরে নাই হইতে ছিল; কিন্তু এখন যেন আমি এক সৃচ্ছান্তে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। আমি এখন কোথার? কুল্লাটকা ও রজনার মধাবর্তী আমি যেন জীবনহীন মহাশুনো ঝুলিতেছি। কিন্তু, সেই স্থানকে ঠিক অন্ধকারময় বলিতে পারা বায় না; যদিও তথায় একটিও আলোকরিমা নাই, আমি সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। আমি তথায় শীতে অন্তির হইয়া পড়িলাম। সেটা যেন অন্তরের শৈত্য। আমার হৃদয় গুরু গুরু করিতে লাগিল, সর্বাদ্যীর কাঁপিতে লাগিল, দত্তে দত্তে লাগিয়া কড়মড় করিতে লাগিল। সেই স্থান আবার ছর্গন্ধময় বাম্পে পরিপূর্ণ; আমার ক্রনারোদ্যমের উপক্রম হইল। ছর্গন্ধে ও শৈত্যে অন্তির হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম "আমি, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি? আমি কি নরকে যাইতেছি।" যাহা পুরাণাদিতে

পড়িয়াছি, আমার সেই কথা মনে আসিল। কিন্তু, তাহা হইলে অগ্নিকুণ্ড কোথায়, অগ্নিকুণ্ডের নিকট যাইলে আমিও শীতের হন্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম। হার ! সে সময়ে জানিতাম না "অগ্নিকুণ্ড কি !" তথন কে জানিত যে, ভীষণ আগ্নেয় কুণ্ড লক লক জিহবা দারা আমাকে শীঘ্রই ঘেরিয়া ফেলিবে।

আমার মনে হইতেছিল আমি আবরণ-লেশ-শৃত্ত নগ্ন। কিছ তাহাতে আমার লজ্জা আলিতেছিল না। যে আমি পূর্বে জগতে লীলা করিয়া আদিয়াছি, এখনও আমার দেই আমিত্ব-বোধ রহিয়া গিয়াছে। যদিও আমার এখন বাস্তবিক হস্ত, পদ, চকু, কর্ণাদি কিছুই নাই; যদিও আমার পূর্বের স্থল দেহ নাই, কেবল তাহার ছায়া মাত্র আছে, তথাপি আমার মনে হইতেছিল-পূর্বের চকু দিয়াই আমি দেখিতেছি, পূর্বের নাদিকার ভাণবোধ করিতেছি; আমার পূর্বের মত দেহ কাঁপিতেছে, দস্তপাট শীতে কড়্মড় করিতেছে।

কিছ, পূর্বের সাহদ আর আমার নাই। আমি জানি, জীবিত ভোমরা, নিজ কাপুরুষতা খীকার করিতে কুন্তিত হও; কিন্তু, আমি ংস সময়ে এতদুর নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে, ''আমি কাপুক্ষ" এ কথা বলিতেও আমার কোন লজা বোধ হইতেছিল না। হতভাগ। আমি, যথন এইরূপ তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, তখন আমার আত্মীরেরা মহা ধুমধামের সহিত আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে-ছিল। যায়কেরা ও পুরোহিত, মনোমত অর্থ পাইয়া "ধন্ত ধন্য" বলিতেছিল এবং আমার যে স্পাতি হইয়াছে তাহা লোক-স্মক্ষে জ্ঞাপন করিতেছিল।

আমি, কিন্তু, দ্ৰুতগতিতে ভাসিতে ভাসিতে চলিতেছিলাম। অবশেষে আমার চরণ বেন একটা কঠিন ভূমি স্পূর্ণ করিল। ইহা কি মুত্তিকা ?

না ঠিক মৃত্তিকা নর; ইহা স্পঞ্জের মত নরম, কিন্তু, তুর্গদ্ধ-পরিপূর্ণ। ইহার উপরে কুয়াসা ও কাক-ব্যোৎস্নার মধ্য দিয়া আমি যেন মনোগতিতে উডিয়া যাইতে লাগিলাম। এইক্লপে কত সহস্র ক্রোপ বে অতিক্রম করিলাম, তাহা আমার জ্ঞান নাই। অবশেষে আমার বোধ হইল যে অভিদূরে একটা ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে। আমি যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে সেই ক্ষীণালোকের দিকে ধাবিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে সেই ঘন কুয়াসার নিবিড়তা কমিয়া আসিতে লাগিল; আমি দূরে নানারূপ অস্পষ্ট আকৃতি দেখিতে লাগিলাম ;—ছোট বড় দৌধমালার, প্রাসাদের, ফর্মের ইত্যাদি কত রূপ কত চিত্র আমার নয়নসমীপে ভাসিয়া উঠিল। বথার্থই সেখানে প্রাসাদাদি বিশ্বমান ছিল, কিংবা সে গুলি আমার কর্মনাপ্রস্থত, তাহা আমি বলিতে পারিনা, তবে আমি জানি যে, অতি ক্রতবেগে ঘাইতে ষাইতে আমি একবার পূর্ব্বোক্ত একটা ছারা-হুর্গ-ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। কিছু দূর যাইয়া মহুষ্যাকারধারী, ছায়া-শরীর সকল আমার নয়নগোচর হইল,—প্রথমে ছই একটা, ভাহার পর দলে দলে আমার চারিধারে ঘুরিতেছে, দেখিলাম। এক দল আসিয়া আমার ' বেষ্টন করিল। তাহারাও আমার মত নরক্যাত্রী। আমি ভয়ে, ভাহাদিগের নিকট হইতে পলাইলাম; আবার আর এক দল আসিয়া আমায় বিরিয়া ফেলিল। এইরূপে আমিও যত পলাই, নৃতন দল আসিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমারও ছায়া-মূর্ত্তি, ষ্মতএব তাহারা আমাকে কিছুতেই বাধা দিতে সক্ষম হইল না। তাহা-দিগের বিকট অমামুষিক ক্রন্দনধ্বনি আমাকে:ভরে:ও যন্ত্রণায় অভিভত क्रिया (क्लिन।

মুখের বিষয়, আমার মত নব-যাত্রী আরও আসিতেছিল, এবং

व्यामात्र ज्यान कदिया जाहाता मत्न मत्न जाहामित्रात्र निक्रे हूरिन। আমিও তাহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইবার স্বন্য একস্থানে অপেক। করিলাম। প্রকৃতিস্থ। আমার আবার বৃদ্ধি व्यञ्जानम्द्रत्व ८० हो। निवामांत्र व्यशास मिल्टल निमध, व्यक्ति हः एथ छ হতাশে অবসন্ন হইরা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। দৈহিক স্থ ও বাদনার তৃপ্তির জন্য জীবন অতিবাহিত করিয়া পৃথিবীতে যে বিষ-এক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলভোগের কাল উপস্থিত। নরকের পথ অতি যত্নে আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছি, ইহা আমার যথাজ্জিত পুরস্কার। এই চিস্তা মনে আমার একটু তৃপ্তি দিয়াছিল। নরকেও দেখি এক প্রকার তথ্যি আছে :

আমার নিজের উপর এই সময়ে একটা আত্যস্তিক মুণার উল্লেক হইয়াছিল। ইহাতে যেন কেহ না মনে করেন, আমার নিঞ্বে প্রতি যে তীত্র আসক্তি ছিল তাহার কিছু হ্রাদ হইয়াছে ;—ইহা পূর্বের মত অটুট আছে। এত আয়ুপ্রীতি সত্ত্বেও, আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, আমি নিজেকে বতু বিথতিত করিয়া ফেলিয়া দিই। অতিশন্ন স্বার্থপর লোক ্ঠৈরপ আত্মাহরাগের জন্তই আত্মহত্যা করিতে যায়, আমারও সে সময়ের ভাব অনেকটা দেইরূপ ছিল! আমার মনে হইতেছিল, আমি নিজ সর্বনাশ নিজেই করিয়াছি। "আমার এই ঘুণিত অবস্থার নিমিত্ত আমা-কেই অভিসম্পাত দিতেছিলাম; কিন্তু প্রকৃত অমুতপ্ত হইতে পারি নাই। অনেক চেষ্টায়ও অমূতাণ আদিতেছিল না। অমূতপ্তেরও যে স্থুখ আদে তাহা আমার কোথায়। কেবল যে আত্মগ্রানি করিতেছিগাম. তাহা নহে ; আমার নিজের অবস্থার উপর একটু সহার্ভৃতিও হইরাছিল। স্বামার মনে হইতেছিল, স্বামি যদ্যপি একটু কাঁদিতে পারি,—কাঁদিতে পারিলে হয়ত আমার হঃথের কিছু লাঘব হইত। হই ফোঁটা নয়ন-

বারি হার আমার তাহা ও নাই। এক কোঁটা চোথের জল কেলার সে সুথ আমি কি তাহাতে বঞ্চিত! এই চিস্তা মনে আদিতেই আমার যেন অস্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল।

আমি হঠাং শিহরিয়া উঠিলাম, আমার পার্ষেই এক মানব-কণ্ঠের অমানুষী স্বর, এক যুবতী এবং তাহার বক্ষে এক হগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড।

সে সেহাঙ্গভাবে বলিতেছে "সেটা র্থা চেষ্টা! আমি অনেক বার চেষ্টা করিয়াছি, এবং এখনও করিতেছি। এখানে জল কোণাও নাই, এমন কি নরন-বারির উপযোগী এক ফোঁটাও নাই।" তাহার ভাষা অপেক্ষা তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তাহার সেহের ভাব প্রকাশ করিতেছিল। সে যাহা হউক, আমি ত জলের অভাব অস্তরের মধ্যে বোধ করিতেছিলাম, চক্ষে এক বিন্দুও জল আনিতে পারিতেছিলাম না বলিরা মনে মনে তৃঃথ করিতেছিলাম—তবে এই যুবজী তাহা জানিলা কি করিয়া, আমি কণার তাহা ত ভাষার প্রকাশ করি নাই! এখানে কি মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ পার!

যে প্রকারেই জানিতে পারুক, রমণী সত্য কথা বলিরাছে। জীরদশার এমন অনেকদিন গিরাছে যখন আমি ছঃথে কাঁদিতে পারিতাম,
পাপ করিরা অমৃতপ্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু ভাহা ইচ্ছা করিয়া তখন
আমি করি নাই। কিন্তু, এখন আমি আগ্রহসহকারে নয়নাশ্রর কামনা
করিতেছি, কিন্তু তাহা শত চেষ্টাতেও আসিতেছে না।

যুবতী আমার পার্ষে উপবেশন করিল। সে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বাল-বিধবা (এই পরিচয় আমি পরে পাইয়াছিলাম)। যে শোকপূর্ণ সেহের সহিত তাহার অকত্ব শিশুর দিকে সে সৌংস্ক্রক্যে তাকাইয়া ছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

কিছুক্ষণ নিত্তৰভাবে অবস্থান করিয়া সে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিল। তাহার নয়ন আমার দিকে. কিন্তু তাহার মন সেই শিশুর উপর গ্রন্থ।

সে বলিল "তোমার কি মনে হয়, শিশুটি কি জীবিত নাই ? বল, टम मरत नारे, वन रम पुमारेराङ्क, यिष्ठ रम निष्ठाङ्क ना, यिष्ठ তাহাকে কাঁদাইতে পারিতেছি না।"

সত্য কথা বলিতে গেলে. সেই অপোগগুকে দেখিয়া অবধি, তাহার মুত্যু-সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিখাদ ছিল; কিন্তু যুবতীকে কণ্ট দিতে আমার প্রাণ সরিল না। আমি বলিলাম না, শিশু জীবিত আছে। অনেক সময়ে শিশুরা ঐরপ স্থির ভাবে বছক্ষণ ধরিয়া নিদ্রা যায়।" আমার নিজের স্বরে অথমি চমকিয়া উঠিলাম। মৃত্যুর পর এই আমার প্রথম কথা ৷

(महं निक्टक (मानाहेटक (मानाहेटक यूवकी डेव्ड कर्रेडन, "आ তাহাই বল,--শিশু ঘুমাইতেছে ! সকলে কি না বলে, আমি আমার নিজ জ্রণকে হত্যা করিয়াছি, আমার আপন সম্ভান ! সকলে মুর্থ, তাহাই - এই কথা বলে: জননী, তাহার নিজ সম্ভানকে হত্যা করিবে! তাহার প্রাণাপেকা প্রিয়তম বস্তুকে নিজ হস্তে নাশ করিবে! একথা কি জননী কখনও চিন্তা করিতেও,পারে ?"

এই কথা বলিতে বলিতে সে তনম্বের বদন চুম্বন করিতে লাগিল, উন্মাদের মত তাহাকে নিজ আঙ্কে সম্নেহে পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমার স্থির নিশ্চয় হইয়াছিল যে. সে মহা চেষ্টায়ও তাহার তনয় যে জীবিত আছে এই বিশ্বাস হৃদয় পোষণ করিতে পারিতেছে না; তাহাই বার বার তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাই আগ্রহে তাহাকে একবার কাঁদাইতে চেষ্টা করিতেছে। স্থামি তাহার তীব্র যন্ত্রণা দেখিয়া সে স্থান হইতে ক্রত পণায়ন

করিলাম। তাহার হু:থে সহাত্ত্ততি করিয়া আমার নিজের হু:থ কিঞ্চিৎ লাঘৰ হইল। কিন্তু তাহা অতি ক্ষণিক। আমার নিজের ভারাক্রান্ত যন্ত্রণায় আমি ছটিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ

সেবারত পরিবাঞ্চক।

## একটি আধুনিক ঘটনা।

এবৎসর বসম্ভরোগের কি ভয়ানক প্রকোপ, সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি আমার এক বন্ধু এই রোগে আক্রান্ত হন। ভগবং-কুপান্ন তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আমার সমীপে যাহা বলিয়াছিলেন-তাহাই সাধারণের অবগতির জক্ত প্রকাশ করিলাম। ষে সময়ে তিনি উক্ত রোগাক্রাস্ত ছিলেন, দেই সময় তাঁহার জীবনের प्रामा একেবারেই ছিল না; এমন কি তাহার স্থূল দেহ নিম্পন্দভাৰ্থ · প্রাপ্ত হইয়াচিল।

তিনি দেহ হইতে পুথক হইয়া কলিকাতায় কোন প্রাসিদ্ধ নাট্য-শালায় গিয়া তাঁহার বন্ধগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ষদ্ধাণ সেইস্থানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার আগমনে কেহই তাঁহার অভার্থনা বা সমাদর করিলেন না। তিনি সেই নাট্যশালার এক প্রসিদ্ধ নায়ক (actor): তিনি ভজ্জা বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "ভোমরা আমার এই নিদারুণ রোগাবস্থাতে আমার আসা সত্ত্বেও আমাকে কেহ দুক্পাত করিলে না" ( তাঁহার বন্ধুগণ প্রকৃতই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই. কিন্তু তিনি প্রত্যেককেই দেখিয়াছিলেন )।

এই বলিয়া তিনি অন্ত এক বন্ধুর বাসায় গমন করিলেন, কিন্তু ইহার পুর্বের সে বাদায় কথনও যান নাই।—তথায় গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বন্ধু নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, অগতাা তিনি পুনরায় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। নিজ গৃহে আসিয়। দেখিলেন যে, তাহার নিজ সুল দেহটি বসস্ত রোগে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া পতিত হইয়া রহিয়াছে। পার্যে তাঁহার জননী ও স্ত্রী উভয়েই অবসরভাবে অর্দ্ধ নিদ্রা অবস্থার শায়িতা। রাত্রি অধিক। করেক দিবদ দারা দিন রাত্রি ভাঁহারা হুশ্চিস্তাতে, অনশনে ও অনিদায় জড়ীভূতা ছিলেন। তিনি নিজ দেহ দর্শন করিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন: তথন কোন এক मिक ठाँशाक वनशूर्वक जाकर्षन कित्रमा (महे (मह-मरधा नहेमा (भन, তিনি চকিতের গায় সেই নিজ স্থূল দেহে প্রবেশ করিলেন। তথন তাঁহার দেহে ঈবং জ্ঞান সঞ্চার হইল। প্রব্যেক্ত ঘটনা গুলি এত অল্ল সময়ের মধ্যেই ঘটিয়াছিল যে, তাঁহার প্রাণটি যেন দেহ হইতে এক নিমেষের জন্ম বহির্গত হইয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার বোধ হইল, ্যেন তিনি পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছেন। সেই অতি অল্ল সময় টুকুর মধ্যে যদি তাঁথার স্ত্রী কিন্তা মাতা জাগরিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভদৰ্শনে বাটীতে একটা হুৰুছুল কাণ্ড পড়িয়া যাইত এবং বোধ হয়, রোগীর পক্ষে ক্ষতিও হইতে পারিত ; সোভাগ্য বশত: তাহা ঘটে নাই।

এই ঘটনাটি তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম যে, আপনি সে সময় কোন স্থানে কি অবস্থায় ছিলেন ?" তিনি কেবল মাঞ্জ "শৃত্তে" এই উত্তর ভিন্ন আর বিশেষ কিছু বলিতে সক্ষম হইলেন না বা শ্বরণ নাই বলিয়া জানাইলেন। সে যাহা হউক, প্রায় এক মাস পূর্বে (তখন তিনি বেশ স্কৃত্ব হইয়াছেন) তিনি পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটির নিকট গিয়া উক্ত ঘটনাটির গল্প করিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার

বন্ধুটি বলিলেন, হাঁ! আমি এক রাত্রিতে স্বপ্লাবস্থার তোমাকে তোমার সেই অক্সাবস্থাকে আমার গৃহে দেখিরাছিলান, এবং এই অবস্থাতে কিরপে এখানে আসিলে, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়। আশ্রুয়ায়িত হইয়াছিলান, তৎপরে আমার নিদ্রাভক্ষ হইলে স্বপ্ল বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু এই তঃস্বপ্ল দর্শনাবধি পাছে কোন স্ব্রুটনা ঘটে এই ভয়ে মনটা কয়েকদিন বড় ব্যাকুল ছিল। যাহা হউক, মার অক্সগ্রহে ভূমি রক্ষা পাইয়াছ। এই বলিয়া বন্ধু সেই অতীত রাত্রির তারিখাট স্বরণ করিতে যাইলেন কিন্তু স্বরণ হইল না। তাঁহার Diary ছিল না।

শ্রীচারুচক্র মুখোপাধ্যায়।

### যমদূত।

স্ক্রশরীরী জীব থাকিতে পারে, ইং। হয়ত অনেকে বিশ্বাস করি-বেন না। কিন্তু বাঁহারা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উহাদের অন্তিত্ব এক বাক্যে স্থাকার করিবেন। এমন এক স্ময় ছিল, যথন স্ক্রশরীরী জীব বা ভূত, প্রেত, আমিও বিশ্বাস করি-ভাম না; কিন্তু গত বিশ্ববসর বাবং এ সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির মারা আমি বেশ ব্বিতে পারিয়াছি যে, উহাদের অন্তিত্ব তোমার আমার অন্তিত্বের মত প্রত্যক্ষ।

এইসম্বন্ধে তুই একটা বাস্তব ঘটনা যাহা আমার ও অগ্রাস্ত করেকজন দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা নিমে শিথিত হইল। প্রায় ১৮ বংসর পূর্ব্বে কলিকাতার একবার ওসাউঠার ভরঙ্কর প্রাছ-ভাব হইয়াছিল। সেই বংসর কলিকাতার এমন বাটী প্রায় ছিল না, ষে বাটীতে অস্ততঃপক্ষে একজনেরও এই পীড়া হয় নাই। আমার এক আত্মীরের বাটীতে ৪টী বাক্তি উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হন। স্থতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া উক্ত স্থানে অবস্থান ও রোগিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। একদিন বৈকালে একটা রোগীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। কাজেই সেই বরে লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইল—আমাকেও রোগীর নিকট থাকিতে হইয়াছিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। ক্ষিক্রাসায় জানিলাম
—উক্ত বাটীর প্রথম তলে একটা বিকটাকার লোক, দ্বিতলস্থ রোগীর দরের দিকে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাহিরে বারান্দায় আসিয়া আমিও তাহাই দেখিলাম, এই বাটীর দ্বারবান ও লোকজনদিগকে আমি বিলক্ষণ রূপে চিনিতাম। দেখিলাম এ ব্যক্তি—তাহাদের মধ্যে কেইই নহে।

• ভিতর বাটীর প্রাঙ্গণে, যে স্থানে উক্ত মূর্ভি দাঁড়াইয়া আছে, সে স্থানে যাইতে হইলে ভিতর বাটীর উপরতলার আসিবার যে সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া যাইতে হইবে কিংবা বহিবাটী হইতেও একটি দার দিয়া আসিতে পারা যায়; জানিলাম যে, উক্ত দার ভিতর বাটীর দিক্ হইতে বন্ধ আছে। স্থতরাং তল্পারা সে সময় বহিবাটী হইতে আসিবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না।

আমরা তথনই ভিতর বাটীস্থিত সিঁড়ি দিয়া উক্ত প্রাহ্মণে গিয়া মৃষ্টিটি ধরিবার উদ্দেশে গমন করিলাম; কিন্তু নীচে পৌছিয়া আর সেই স্থানে সেই মৃষ্টিটি খুঁজিয়া পাইলাম না। চতুর্দ্দিক তম তম করিয়া দেখা হইল। বহিবাটীতে যাইবার ধার ভিতর হইতে অর্গলাবদ; স্থতরাং সে খার দিয়া কাহারও আসিবার বা পলাইবার উপায়। ছিল না।

ষথন আমরা উক্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, ঠিক সেই সময় উপর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল—আমাদের পূর্ব্বোক্ত রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, উক্ত দৃখাট কি আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে একই সময়ে এবং একই স্থানে এতগুলি ব্যক্তির ঠিক একই রকম দৃষ্টিবিভ্রম কি সম্ভবপর ?

এ প্রকার আরও বছ ঘটনা দেখিরাছি। ছয়মাস পুর্বের কোন স্থানে একটি কয় বাক্তির গৃহে অবস্থানকালীন ঠিক উক্তরণ একটা ঘটনা আমার প্রত্যক্ষাভূত হইয়ছিল। এক রাত্রিতে রোগীর ঘরের একটা জানালার নিকট একট মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিরাছিলাম; কিন্তু জানালার পার্শে তৎক্ষণেই গিয়াও সে মূর্ত্তির অন্তিত খুঁজিয়া পাই নাই অথবা কি প্রকারে কোথা দিয়া সে মূর্ত্তির অন্তিত খুঁজিয়া পাই নাই অথবা কি প্রকারে কোথা দিয়া সে মূর্ত্তি চিলিয়া গেল, তাহাও অবধারণা করিতে পারি নাই। কেবল আমি বলিয়া নহে, বাটার যে সকল লোক রোগীর পরিচর্বাা করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহারাও অন্ত এক রাত্রিতে রোগীর পার্থে অপর একজন লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। এইরপ ঘটনা আমি আরও কয়েক ছানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু যে যে স্থানে এইরপ ঘটনা ঘটয়াছে, সেই সেই স্থলেই বৃঝিয়াছি যে, রোগীর আয়ু শেষ হইয়াছে। কারণ, দেখিয়াছি, কার্য্যেও তাহাই ঘটয়াছে।

## "ফকীর ব্রহ্মা কা রেখ-পর মেঁখ মারতাহৈ।"

—:গ:—

### অনেক দিনের কথা, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা।

একদা একজন কুন্তকার ঘুঁটে কুড়াইয়া আনিতেছিল। পথিমধ্যে একজন বুদ্ধ পথিককে দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তথন সে ঘঁটের ঝাঁকাটী নাবাইয়া বুক্লের পদ্ধুলি মন্তকে ধারণ করিল এবং গল-লগ্ন-বাদে করবোড়ে বিনীতভাবে কহিতে লাগিল, 'ঠাকুর। তুমি আমাদের য়িহুদীয় ধর্ম্মের নেতা, পরগম্বর (ঈশ্বর প্রেরিত) হজরৎ মুদা। জগতের মঙ্গলের জন্ম তুর পর্বতে (আরবস্থ দিনাই পর্বতে ) তোমাকে প্রত্যাদেশ হইয়া গাকে। তুমি যাহা বল, ভগবান তাহাই **ওনেন, তোমার অন্নরোধ তিনি পালন করেন। কারণ, তিনি তোমাকে** মনুষা-হিতার্থে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব ভূমি আজ আমার প্রতি সদয় হও। আমি তোমার অনুগামী। তোমার আণীর্কাদে · আমার অন্ত কোন কষ্ট নাই,—খাইবার, পরিবার যথেষ্ট আছে; কেবল মাত্র একটা অভাব—একটা হুঃখ এই যে, আমি নির্বংশ। নিঃসম্ভানের যে কি হ:থ, তাহা কে না জানে? আমি একটা হিজড়া (ক্লীব বা নপুংসক) সম্ভান পাইলে ও যথেষ্ট স্থা হইতাম। তাই বলি দেব ! তুমি আজ আমার প্রতি প্রদর হও,-কুপা কর। আমি জানি, আমি যাহা চাই, তাহা তোমার দ্বারাই পূরণ হইতে পারে। তুমি তুর পর্বতে যাইয়া, ভগবৎসনিধানে আমার আবেদন হাজির করু যাহাতে আমি একটী পুত্র-সন্তান পাই। নাথ। ইহাই আমার একমাত্র ভিক্ষা।"

গরিবের সহজ ও স্বাভাবিক বিনয়পূর্ণবাক্যে মহাত্মা মুসার (Moses) ক্রেমল হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি

কুম্বকারের কর ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি তাহার প্রার্থনা সর্বপ্রথমে ভগবান্কে জানাইবেন, তৎপর অন্ত কথা। তাহাতে ভগবানের যে আদেশ হইবে, তাহা তিনি পরদিবস কুলাল-ভবনে বর্ণন করিবেন। মুসার কথা শুনিয়া কুম্বকার সম্বন্ধ হইল; তাঁহাকে শত-বার ধন্তবাদ দিল এবং প্রণাম করিয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগত হইল।

সময়ে মহাত্মা মুসা সেই সংবাদ লইয়া কুন্তকার-ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহা গুনিবার জন্ত সকলেই কুমার পদ্ধার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে। হজরৎ মুসা তথন তাহাদিগকে ত্রের সংবাদ বুঝাইয়া বলিতেছেন, "স্ট জগতে কর্মাই প্রধান। কর্মমাত্রের হিসাব থাকে। এই কর্মের বীজ সংকল্প। যথন যে কোন সংকল্প চিত্তাকাশে উদিত হয়, তথনই তাহা মহাকাশে অন্ধিত ও মুদ্রিত হয়য়া যায়। সেই অন্ধিত সংকলকে ব্রহ্মা কা রেখ অর্থাৎ ব্রহ্মার কর্মরেখা অপবা গুপ্ততি কিংবা আদৃষ্ঠ-লিপি কহে। সংকল্প দৃঢ় হইলেই কর্মা কত হয় এবং সেই কর্মের ফলভোগের জন্মই জন্মের পর জন্ম ও স্থেত্ঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। ইহাই বিধি। ভগবানই এই বিধানের বিধাতা। তিনি বলিয়াছেন যে, কুন্তকারের আদৃষ্ঠ-লিপিতে তাহার, কর্ম্ম ফলায়সারে পুত্র-লাভ লিখিত নাই। সেই জন্ম তিনি তাহা দিতে পারেন না। ইহাই ত্রের দৈববাণী।"

মহাত্মা মুদার কথা গুনিয়া লোকে বুঝিল বে, স্থ-ছংখাদি ঈশ্বরাধীন নহে, তাহা স্প্ট মানবের নিজ নিজ কর্মাধীন। কুকর্ম করিয়া মনুষ্যের নিকট গোপন করা যাইতে পারে, রাজারও চকুতে ধ্লি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিশ্বকর্মা চিত্রগুপ্তের নিকট কাহারও কোন বুজিকৌশলে সত্য ঘটনাকে লুকারিত রাখিতে পারে না। অতএব আপনার নিকট আপনি থাঁটী থাকিয়া কর্মের উপর নির্ভর করাই উচিত, সংকর্ম সম্পাদনই সকলের বিহিত। এইরপ কথা কহিতে কহিতে ও শুনিতে শুনিতে লোকে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের কথিত কুন্তনকারও নিশ্চিত ইইন।

উক্ত ঘটনার চই দিবস পরে কুম্ভকার-পন্নাতে সন্ধ্যাকালে একজন দিগদর যুবক হত্তে একটা হাঁড়ী লইয়া বলিতেছে "ভাইরে যা বল্দাল হাম সব কুছ্পায়া হৈ। সেবেফ দো চার গোঁইঠা হোনেসে হো कारिश्रण। इमरका या करे यहे शाँकित दिशा, हम् উन् का उहेरी नफ्का (नगा।" अर्था९ (इ छारे नकन! ठाउँन ७ छारेन आ म किছू পাইয়াছি। কেবল মাত্র ছই চারি থানি ঘুঁটে হইলেই আমার হইবে. আমাকে বে কেহ যে কয়থানি ঘুঁটে দিবে, আমি তাহাকে সেই কয়টা পুত্র দিব। ফকীরের এই অভাবনীয় কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত কুম্ভকার-পত্নী আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং সামী-সমীপে যাইয়া ফকীরের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাদা করিল ''আমি কি এখন ঐ লোকটীকে হুই চারি-খানি ঘুঁটে দিয়া পুত্র ভিক্ষা করিব ?" ভার্য্যার অসমত কথা গুনিয়া ্কুস্তকার কুপিত হইয়া উত্তর দিল ''তুই মহাপাপিষ্ঠা। পয়গম্বের বাক্যে ও দৈববাণীতে তোর বিখাস নাই! তুই আমার সহধর্মিণী হই-বার উপযুক্তা নদ্। ঐ যে একজন পাগল, যাহার অঙ্গে একমাত্র কৌপীনও নাই, যে একথানি ঘুঁটেও পায় না, সে আবার পুত্র-দান कतिरत ! शः शः ! তোকে आत कि विनव ? जूहे मृत ह'।"

কুস্তকার-পত্নী বিনাবাক্যে অমানবদনে চলিয়া গেল এবং অন্তদিক্
দিয়া ককীরকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া ঘুঁটে দিতে লাগিল। কুস্তকার-বনিতা
বলিল "এই একথানি ঘুঁটে দিলাম।" সাধু বলিলেন "তুমি এক পুজের
স্মধিকারিণী হইলে।" কুস্তকার-জায়া বলিল, "এই দিতীয় ঘুঁটে গ্রহণ

कक्रन।" नाधु विनातन "जुःम পूज-चन्न পाইবে।" এইক্রণে কুস্ত-कारतत जी शांहशानि पूँ रहे निरल, ककीत विगरलन "मा! आत हारे না। তোমারও অনেক হইল, আর কেন ?" কুম্ভকার পত্নী ভাবিতেছে বে, পুল্র ত পাঁচটী পাইলাম। এইবার একটা ক্লা হইলেই হয়। কিন্তু এদিকে তথন ফকীরটা কোপা? তিনি তথন রন্ধনীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছেন।

কুম্বকার-গৃহণী দেই রাত্রিতেই গর্ভবতী হইল। বংসরাস্তে পাঁচটী পুত্র-সন্তান প্রস্ব করিল। ইহা দেখিয়া সকলে অবাক। যাহা মুসা করিতে পারেন নাই, যাহা বিধির বিধানে নাই, তাহা একজন পাগলা নিঃসম্বল ফকীর হারা সাধিত হইল! কুস্তকার ও কুস্তকার-পত্নী এখন আর বাঁঝাবাঁঝি নহে, জনন-শক্তিহীন নহে! বোর রহন্ত। বিষম কথা।

এই কথা ক্রমে মুসার কর্ণে পৌছিল। তিনি তথন তুর পর্বতে যাইয়া মাধা খু'ড়িতে লাগিলেন। তিনি কাঁদিতেছেন ও কহিতেছেন "ভগবন! তুমিই আমাকে তোমার প্রেরিত নামে সন্মানিত করিয়াছ এবং তুমিই আজু আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া সংসারে অপমানিত করিলে। তাহাতেও কোন হ:খ নাই। কিন্তু নাথ। ইহাতে যে তোমার কথা থাকে না, তোমার নামে ও ইল্হামে (প্রত্যাদেশে) অপবাদ ঘটিল ৷ ইহা যে কি হইল, কেমন করিয়া হইল, তাহা কেইই ব্ৰিতে পারিতেছে না।"

অমনি তৎক্ষণাৎ আকাশ-বাণী হইল "তাহা বুঝা বড় কঠিন। সহজে ব্ৰিতে পারিবেও না। এখান হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাও, সমুদ্রের তীরে একটা তীর্থস্থান আছে। সেধানে একটা মহতী মেলা হয়। সেই মেলাতে যাহা কিছু অভুত কাণ্ড দেখিতে পাইবে, এখানে

আসিয়া ভাহা আমাকে বলিবে। তাহা হইলেই তোমার সকল সংশন্ন দূর হইবে।'' ভগবৎ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মুসা তীর্থ-যাত্রা করিলেন।

গস্তব্যস্তানে ঘাইয়া মহাত্মা মুদা মেলার মধ্যে এক চৌমাথায় একটা আশ্চর্য্য লোমহর্ষণকর দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। একটা মনুষ্য, তাহার এক হত্তে তরাজু বাটধারা অর্থাৎ দাঁড়িপালা ও বাটধারা এবং অপর ৰুন্তে একখানি ছুরিকা। দে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতেছে "অয় বন্দে খোলাকে! অপুর তুম লোগো মেঁ কোই অলাহ কা প্যারে হোর তো হমকো উদু মালিককে নাম পর অপনে কলেজেকা গোস্ত এক শের ওলন করিকে দে দো। ইস্কা বদ্লা তোম খোদাসে পাওগে।" অর্থাৎ হে মানবগণ! যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ভগবানের প্রিম্ন পাত্র থাক, তাহা হইলে আমাকে দেই ভগবানের নামে নিজের বক্ষ:স্থলের মাংস এক সের ওজন করিয়া দেও। ইহার পরিবর্ত্তে তুমি ভগবানকে পুরস্কার স্বরূপ পাইবে। কি ভয়ানক কথা। ভগবানের নামে বুকের মাংস একসের কে দিবে ? কেহ দিতে চাহে না, দিতে পারিলও না। কেহ বলিতে লাগিল "ও লোকটী পাগল" কেহ বলিল "ও লোকটী দেওয়ানা।" হক্করং মুসা ভাবিতেছেন যে, ইহা একটী অন্তুত কাণ্ড বটে। দেখা শাউক, ইহার শেষ কি হয়।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। তথাপি পাগলের আবেদন কেহ ভনিল না, গ্রাহ্ম করিল না। অতঃপর দিগম্বর একটা যুবক নিজ কক্ষে একটা মৃথায়-পাত্র (হাঁড়ী) লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং দেই পাগলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তোমার ছুরীখানি আমায় দেও। একদের মাংস কি চাহিতেছ, আমার সর্বাঙ্গ সেই ভগবানের নামে অপিত হইরাছে। অতএব তুমি যত মাংস চাহ, ওঞ্চন করিরা বও। এই কথা বলিতে বলিতে দিগম্ব ছুবীথানি নিজের বৃকে বসাইল। দেখিতে দেখিতে মামুষ্টা পঞ্চত প্ৰাপ্ত হইল।

তথন মুদা তুর পর্বতে পুনরাগমন করিয়া দমাধিত হইলে: শুনিতে भारेरमन-- ভগবান कहिराङ्क "भूमा। (भूमारि एम विश्रोह -- महस्र সহস্র লোকের মধ্যে যে মহাপুরুষ—যে একমাত্র মহাপুরুষ আমার জন্ম প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই কুন্তকারপত্নীকে পুত্র প্রদান করিয়া-ছিলেন। যে আমার জন্ম প্রাণ দিতে পারে, আমি তাহাকে কি না দিতে পারি ? জীবমাত্রেই কর্মাধীন বটে, কিন্তু যিনি আমার প্রেমে ডুবিয়া গিয়াছেন, নিজের আমিত্ব হারাইয়াছেন, তিনিও কি কর্মাধীন ? পদার্থ-মাত্রেই দাগ লাগে—আকাশেও কি দাগ লাগিবে? ব্যোমাকার নির্ম্মল নিরঞ্জনরূপ মহাত্মা কি কর্ম্মের অধীন ? কণামাত্র অগ্নি যেমন তুলরাশি ধ্বংস করিয়া থাকে. ভদ্রূপ কণামাত্রও প্রেমাগ্রি জন্ম জন্মান্তরের প্রারন্ধ কর্ম্ম সকল ধ্বংস করিয়া ফেলে। যাঁহারা প্রেমিক-প্রধান, তাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত-ত্রিগুণাতীত। প্রকৃতি তাঁহাদের আজ্ঞাকরী দাসী। ত্রিভবনে তাঁহাদের অসাধ্য কোন কিছুই নাই। সেই অস্তই প্রবাদ আছে:--"ফকীর ব্রন্ধা কা রেথ-পর মেঁথ মারতা হৈ।" অর্থাৎ ফকীপ্র ব্রহ্মার লিপির উপর পেরেক মারেন-অদৃষ্ট-লিপি থণ্ডন করেন।

বিন্দ শ্রীমিরপ্রন মিশ্র।

### উপদেবতার আবেশ।

জেলা হগণীর অন্তঃপাতী কোন গ্রামে \* বামদেব নামে এক ভটাচার্য্য বাহ্মণ বাদ করিতেন। ভটাচার্য্য মহাশ্যের বয়স তথন প্রায় নকাই বৎসর। ভটাচার্য্য মহাশয় যাজকতা কার্য্যে বিলক্ষণ পার-দর্শী ছিলেন। তাঁহার চারি পুল্র তথন বিজমান। তাঁহার বিতীয় পুল্রের তিনটী পুল্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুল্রের বিবাহ হইয়াছিল, স্কুতরাং বামদেব ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্র পৌল্র-বধ্র মুখ-দর্শন করিয়াছিলেন। পৌল্র শ্রামাচরণ কবিরাজী শিক্ষা উপলক্ষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত চক্রকিশোর দেন মহাশরের ছাত্র হয়েন। পৌল্র-বধ্র বয়স তথন প্রায় ১৬ বৎসর।, ভট্টাচার্য্য যহাশয়ের সময় তথন খুব ভাল। সংসার তথন জাজন্যমান। এই আধ্যায়িকা, উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশ্যের পৌল্র-বধ্ সহস্কীয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশরের এক পুল গুরুচরণ ডাক্টার আমার একজন পরম বন্ধ ছিলেন। একদিন সন্ধার সময় ডাক্টার আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, "ভাই! আমাদের বাটীতে আজ হই দিবস হইতে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইতেছি। মনে করিয়াছিলাম, যে কাহাকেও প্রকাশ করিব না। কিন্তু প্রত্যহই এইরূপ ঘটনা হই-ভেছে। স্থতরাং তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি আমার একজন পরম বন্ধু, তোনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিধাদ আছে, অতএব তুমি একবার আমাদের বাটীতে চল। আমাদের বৌমার এক

ধাহার সম্বন্ধে এই ঘটনাটা সত্য ঘটয়াছিল, তাহার ইচছামুসারে আমর। আমের
এবং বাক্তিগণের নাম গুলু রাখিলাম।

ষ্মত্যাশ্চর্য্য ভাব হইয়াছে। স্থামরা তাহার কিছুই কারণ নির্ণন্ধ করিতে পারিতেছিনা।"

আমি এই কথা শুনিবামাত্র ক্রতপদে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁহাদের বাটীতে গমন করিলাম। দেখিলাম তাঁহার প্রৱধ্ এক অত্যাশ্চর্য্য ভাবে একথানি পিড়ির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সন্মুথে এক আসনে বামদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এবং ধুপ, দীপ, নৈবেদা পূষ্প-পাত্র প্রভৃতি পূর্লার উপকরণ সকল আশে পাশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার পৌত্রবধ্ ঠাকুরাণী বলিতেছেন, "দেখুন আপনার। যে ভাবে পূজা করেন, আমি তাহাতে সম্ভৃত্তী নহি। আমি কেবল গঙ্গাজল ও বিরপত্র দারা শুদ্ধ ভাবে পূজা গ্রহণ করিতে ভালবাসি।"

আমি এই ভাব দেখিয়া খ্রীয়ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনার গুল্রবধ্র একি ভাব ? আর আপনারা কেনইবা ইহার পূজা করিতেছেন ?" তিনি কহিলেন, "আমার পূজ্বধ্ বৈকালে স্নানের পর বথন বারান্দায় বিসয়াছিলেন, তথন আমি দেখিলাম যে, একটা বিহাতের স্লায় তীক্ষ উজ্জ্বল আলো তাঁগার শরীরে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃ মরে চীংকার করিয়া বলিলেন, "আমি কালী। তোমার পূজ্বধূর শরীরে প্রবেশ করিয়াছ। তোমরা অতি শীঘ্র ধূপ, ধূনা, ফুল, বিলপত্র, নৈবেত্ব লইয়া আইস এবং আমার পূজা কর। আমার পূজা করিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে।" আমি সেই কথা শুনিয়া আমার পিতাঠাকুর মহাশয়কে সমুদয় জ্ঞাত করাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ফুল প্রশৃতির উল্লোগ করিবার আদেশ দিয়া, আমার পূজ্রবধূকে এক আলপোনা দেওয়া পিঁড়ির উপর বসাইলেন এবং নিজ্কে পূজা করিতে লাগিলেন। তথন আমি

বলিলাম "আমার বিখাদ হয়না, বে উহাতে ৺কালীমাতার আবির্ভাব হইরাছে। তবে আমি বিখাদ করিতে পারি, যদি উনি আমার এ সম-রের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।" আমি এই কথা বলিতে না বলিতে উক্ত বালিকা তখনি বলিয়া উঠিলেন "আমি তোমার মনের ভাব সকলি অবগত আছি। তুমি সম্প্রতি একটী বাগান থরিদ করিয়াছ, তাহা তুমি ভোগ করিতে পারিবে কি না এই প্রশ্ন একণে তোমার মনে উদয় হইয়াছে। আমি বলিতেছি, বাগান তুমি নিরাপদে ভোগ করিবে।" আমি এই কথা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলাম এবং মনে মনে হির করিলাম, বাস্তবিকই ইহাতে কোন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। নতুবা এই বোড়শ বর্ষায়া কুলবণ্ কিরূপে আমার মনের ভাব জানিতে পারিলেন।

"আমার পার্যে আর একজন ভদ্রনোক বিষয়। ছিলেন, তিনিও তাঁহার মনের ভাব জিজ্ঞানা করার বধু যাহা উত্তর দিলেন, তাহাও মিলিল। সেই ভদ্রলোকও দেখিয়া শুনিরা অবাক্ হইলেন। যাহা হউক সে দিন রাত্রিতে প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে বধুমাতা বলি-লেন ''আমার শক্তি এক্ষণে চলিয়া গিয়াছে।'' এই বলিয়াই, নিজে বধুর স্থায় অবশুঠনবতী হইয়া ঐ পিঁড়ি হইতে উঠিয়া গেলেন এবং আমরাও ঐ ভাবের কারণ চিকা করিতে করিতে অপর কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলাম।''

আমার বন্ধুর নিকট উপরিউক্ত ঘটনার বিষয় গুনিয়া সে দিবস বাটী প্রত্যাগত হইলাম। তৎপরদিন সন্ধ্যাকালে উক্ত বধ্র পুনরায় ঐক্লপ ভাব হইলে আমি তথার যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি বলি-লাম, "কিছু আশ্চর্যা দেখান, নতুবা আমরা আপনার শক্তির বিষয় বিশাস করিব না।" তিনি বলিলেন, "আছে। দেখ।" এই বলিতে বলিতে হঠাৎ ঘরের কড়ির নিয়ভাগ হইতে এক বস্তা ন্তন; থান-কাপড় ও গামছা ইত্যাদি পড়িতে লাগিল। আমি একথানি গামছা ডুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে সিকি, ছয়ানি, স্থপারি ও কড়ি ইত্যাদি পাইলাম।

তৃতীয় দিবদ সন্ধাকালে পুনরায় তাঁহাদের বাটাতে গিয়া শুনিলাম বে বৈকালে পুত্রবধূর পুনরায় সেই ভাব উদয় হইয়াছিল। সেই সময় তিনি ডাব্রুণার মহাশয়কে কলেরা রোগের ও চক্ষের ছানি রোগের ঔষধ ব্যক্ত ব্যক্ত পড়িয়া দিয়াছেন। তদয়্সারে ডাব্রুণার মহাশয় একটি কলেরা রোগীকে সেই জল পড়া খাওইয়া দিয়াছেন ও সংবাদ পাইয়া-ছেন, যে সেই রোগীটা অনেক ভাল আছে।

আমি তাঁহাদের বহিবাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় প্নরায় তাঁহার ঐ ভাবের আবির্ভাব হইল। কিছুক্ষণ পরে, আমি একমাস খাবার জল চাহিলাম। প্রীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশ্রের দিতীয় পুত্র আমাকে এক প্রাস খাবার জল আনিয়া দিলেন। জল যেমন পান করিতে গেলাম, দেখিলাম, সেই জল হইতে অতি মনোহর আতরের অপেকাণ্ড স্থান্ধ বাহির হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরপ স্থান্ধ যুক্ত জল আনিয়া দিবার কারণ কি ? সে কহিল, আমাদের বৌ কলসী হইতে এই জল এই মাত্র আপনার জল্প আনিয়া দিলেন। আমি বিলাম "তোমাদের কলসীতে কি এই প্রকার আতর দেওয়া জল সকলা থাকে নাকি ?" সে কহিল "কলসীটী সামাল্য কলসী। তাহাতে আতর দিবার কোন সন্তাবনা নাই। আমাদের বৌ ঠাকুরাণীর এক্ষণে শক্তির উদ্রেক ইইয়াছে, স্থতরাং এইরূপ ইইয়াছে।" তথন আমি জল পান করিয়া শীঘ্র তাঁহাদের বাটীর ভিতর গিয়া উক্ত বধুঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম. "আপনি কি জলে আতর দিয়া আমাকে পাঠাইয়া

ছিলেন। "তিনি বলিলেন, না।" এই স্থানে আমার বলিয়া রাধা উচিত যে, এই ভট্টাচার্য্য পরিবারের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ ঘনিষ্টতা আছে। পরিবারস্থ সকলেই আমাকে পরিবারের মধ্যগত একজন ভাবিয়া অবাধে আমার সহিত কথা বার্ত্তা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি বলিলাম "আপনি আমার সমক্ষে সকল জলে এইরূপ সদ্পদ্ধ করিয়া দিতে পারেন।" তিনি সম্মত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহা-দের বাহিরের গোবর গোলা একটা বার-কলদী লইয়া সমুথস্থ পুছরিণী হইতে জল লইয়া আদিয়া তাঁহার সমুথে ধরিলাম। তিনি একবার দর্শন করিবামাত্র সেই জল হইতে অতি অপুর্ব্ধ সদ্গদ্ধ বাহির হইতে লাগিল।

ক্রমে এই সংবাদ কলিকাতার শ্রামাচরণের নিকট পৌছিল। সে এই সংবাদে চিস্তিত হইয়া তাহার শ্বন্তর-বাটীর কোন বন্ধকে সঙ্গে করিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে আসিল। বখন তাহারা বহির্বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে মাত্র অণচ যথন তাহার স্ত্রী কিছুই জানেন না যে, তাঁহার স্থামী বহির্বাটীতে আসিয়াছে, তথন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল। "আপনি বলিতে পারেন, বহির্বাটীতে কে কে বসিয়া আছে? বধুমাতা যে সকল লোকের নাম করিয়াছিলেন, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্থামার নাম ও তাঁহার বাপের বাটীর বন্ধর নামও করিয়াছিলেন।

প্রায় পঞ্চদশ দিবদ এই রূপ ঘটনা প্রতাহই তুই তিন বার করিরা ঘটিতে লাগিল। ক্রমশঃ ভট্টাচার্য্য মহাশদ্রের বাটীর লোকেরা ধূপধূনা, গঙ্গাজল, ফুল, বিবপত্র ইত্যাদির জোগাড় করিতে বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। একদিন ভামাচরণের স্ত্রী বলিতে লাগিলেন "আমার এ বাটীতে পূজা হইতেছে না; স্থতরাং আর আমি এখানে থাকিব না। শীঘ্র অক্সত্র গমন করিব।"

একদিন শুকুচরণ ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বিষয়ে কি উপদেশ দেও।" আমরা এইরূপ প্রত্যহ প্রধার আয়োজন করির। ঐ দেবতার উপাসনা করিব কি না ? "আমি আদিরবে মহামাননীয় कर्तन व्यनकृ नार्ट्वरक এই विषय कानाहेया उपातन हाहिनाम। তিনি উপদেশ দিলেন, "ইহা উপদেবতার আবেশ মাত্র। ইহা রাখিবার কোন ফল নাই। তোমরা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ দারা এই উপদেবতার আবেশ নিবারণ করিতে পার।" তদমুসারে আমর। তিনজনে একদা পভীর রাত্রিতে প্রায় অর্দ্ধঘন্টা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করি। পরদিন প্রক্রাষে শ্রামাচরণের স্ত্রী বলিলেন, ''তোমরা কল্য রাত্রে ইচ্ছা করিয়াছ, ব্দামি এখান হইতে অন্ত স্থানে প্রস্থান করি। অতএব আগামী শনি-বার দিবস গ্রাম্য 🛩 সিদ্ধের্যরী ঠাকুরাণীর মন্দিরে আমাকে লইয়া চল। আমি ৺কালীমাতার রীতিমত পূজা করিয়া সেই স্থানে তাঁহার শরীরে 🕰 বিষ্ট হইব।" তদতুদারে আমরা তাঁহাকে 🗸 দিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে শইরা যাই ও সেইখানে পূজা করিবার পর হইতে পুত্রবধ্র সেই ভাবের भारिक उठेवाछिल ।

শ্রীহুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

# नाना म'नादम्रतं यूनि।

( ৩১ পৃষ্ঠার পর )

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্তালে আবার সকলে একত্রিত হইলে ব্যোম-কেশ অতিশয় আগ্রহ সহকারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিল 'কেই দাদা ম'শায়, আপনার ঝুলিতে ভূতপ্রেত কি আছে, ছ একটা ছাড়ুন ! কিন্তু, সভ্য বলতে কি, আমার কেমন কেমন ঠেক্চে; এই ভরসন্ধা বেলা : শেষটা কি সভ্যি সভ্যি প্রের বসবে নাকি ?

ভট্টাচার্যা। তোদের মহিমা আমি কিছুতেই বুরুতে পারলুম না। তর্কের সময় সকলে এক একটি ধিতীয় চার্কাক্; কিন্তু এ দিকে ভয়-টুকুতো বিলক্ষণ আছে দেখতে পাই!

ব্যোমকেশ : সেটা আপনাদেরই কপার! ছেলেবেলা থেকে কেবল ঐ জুজু, ঐ ভর, ঐ ভৃত, করে এসেচেন। শুধু এক পুরুষ ধরে নর, পুরুষান্তরুমে যদি ঐ প্রোত চলে এসে থাকে, তা হলে ভৃত না থাক্লেও ভৃতের ভর যে মজাগত হরে থাক্বে সে আর বিচিত্র কি! ভাই তো বলি দেশটার মাথা আপনারা বেশ ভাল করে চিবিয়ে থেয়ে রেথেচেন। কতকগুলা ছাই পাঁশ, মাথা মুভুর প্রশ্রর দিয়ে দেশে কেবল একপাল কাপুরুষের স্পষ্ট হয়েচে!

ভট্টাচার্য্য। আছো দে কথা পরে হবে। এথন আমাকে বল দেখি।
ভূত জিনিষ্টা যে একবারেই কাল্লনিক সেটা কি করে দিলাস্ত হইল।

ব্যোমকেশ। এতো সোজা কথা। যা কেহ কথনো দেখতে পায় না, সেটা কাল্পনিক ভিন্ন আৰু কি বল্বো! 'ভূভ' যে আছে, সে প্ৰমাণ্টা বৰং আপনাকেই দেখাতে হবে।

ভট্টাচার্যা। ভাল, তাই হোঁক। প্রমাণ তিন প্রকার অর্থাৎ কোন পদার্থের অন্তিম্ব : সিদ্ধ কর্তে হইলে, তার জন্ম তিন শ্রেণীর উপায় আছে। প্রথমতঃ যে ইন্দ্রিরের দারা যে বিষরের উপান হয় সেই ইন্দ্রিরের দাহায্যে তাহার অনুভূতি বা তদ্বিরক জ্ঞানলাভ। ইহার নাম 'প্রভাক্ষ' প্রমাণ। যেমন অমুক ফুগটা রাঙা, ইহার প্রমাণ আমার চাক্ষ্য প্রতাক্ষ; চক্ষু এখানে রূপের জ্ঞান জন্মাইয়া দিতেছে সেইরূপে গোলাপের স্থমিষ্ট গদ্ধ আছে, এখানে নাসিকা গদ্ধের জ্ঞান উৎপন্ন করিতেছে। এই অন্তান্ত ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সহদ্বেও এই প্রকার। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের শ্রেষ্ঠ। যাহা প্রত্যক্ষের ষারা দিল হয়, তাহার জন্ম আর প্রমাণান্তবের প্রয়োজন হয় না। কিছ প্রত্যক্ষ দেশ ও কাল এই উভয় দারা বাধিত, অর্থাৎ সাধারণ মামুষের ইন্দ্রিয়শক্তি এক সময়ে সর্ব্ব দেশে কিংবা সর্ব্বকালে কার্য্যকরী হয় না। যেমন এথানে বসিয়া আমরা আমেরিকায় কি ঘটিতেছে ভাষা দেখিতে পাই না. কিংবা কাল যাহা ঘটিয়াছে বা জুই মাস পরে যাহা ঘটিবে আজ তাহার অনুভৃতি হয় না। এই জন্ত অধিকাংশ স্থূণেই বস্তু সহক্ষে জ্ঞানলাভ করতে হ'লে অনুমান নামক দ্বিতীয় প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হয়। বেমন ''পর্কভো বহ্নিমান ধূমাৎ" বেধানে ধূম আছে, সেইধানেই বহ্নি আছে; পর্কতে ধূম দেধিতেছি, অতএব সিদ্ধ ছইল যে পর্বতের মধ্যেও বহ্নি আছে। এখানে পর্বতের মধ্যে যে বহ্নি বহিয়াছে তাহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হ'লেও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ধ্ম-জ্ঞান হ'তে বহিন্ন অনুমান হচেচ। এই রকমে যে উপায় দ্বারা প্রত্যক সিদ্ধ জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন ক'রে আমরা অতীত, অনাগত বা দূরবর্ত্তী বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি তাহার নাম 'সমুমান'। ামাণের যে তৃতীয় প্রকারভেদ আছে ভাহার নাম 'শব্দ' বা আপ্রবাক্য। ইহার অর্থ হচ্চে भाख वा निक्रश्रक्षशर्गत वाका: अर्थाए भाख वा महाश्रक्षश्रा (य दव বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন সে গুলি সতা বলে জ্ঞান করতে হবে ।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় এভক্ষণ বেশ বুঝিছিলাম, কিন্তু এইবার যেন গোলযোগ ঠেকচে। ভোমার প্রভাক্ষ ও অনুমানের সঙ্গে কাহারও अभूषा (नहें। किन् पहें चारक व्याश्चवाका ना मात्र कि वरहान उटेरिटे কেমন আমাদের জঠরে পরিপাক হয় না। এই বিংশ শতালীতে যদি শাল্কের দোহাই দিয়ে ভূতের অন্তিঘে বিখাস করাতে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও ভূত বানাইতে চান, তবে আর আপনার এই সন্ধ্যেবেলার পণ্ডশ্রম করে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং আপনাদের সেকেলে দাল-রায়ের পাঁচালীর হু'টো ছড়া কাটুন মন্দ লাগবে না।

ভট্টাচার্যা। তোর বে সেকেলে কিছু একটাও ভাল লাগে ইহা আশ্চার্য্যের বিষয় বটে। সে যা হোক ''শাস্ত্র' নামটা উল্গিরণ করতে না করতেই তোরা দামড়া 'বাছুরের মত লাফাস কেন বল দেখি <u> </u> তোরা যাদের কেতাব হু'একখানা পড়ে এক একজন বিস্তাদিগ গ্রন্ধ ও মহা-বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠিচিদ দেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই গরীব ত্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দেকেলে পচা শাস্ত্র গুলো, ততটা বুঝুক আর নাই বুঝুক, যত্ন করে পড়বার চেষ্টা করে। আর তোরা দব দে গুলোর নাম শুনেই একেবারে থাপা। একেই বলে বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়।

त्यामरकम। जानामा म'माग्र शानरे मिन चात्र ভानरे वन्न. আপনাদের ওই আজগুবি কথার ঝুড়ি শাস্ত্র গুলো অবাধে গলাধ: করণ করতে পারবো না। ও শাস্ত্রে ফাস্ত্রে বিখাস করা আমার কর্মা নয়।

ভট্টাচার্য্য। রামচক্র। আমিও কি তোকেও মহাপাতকের কাষ করতে বলতে পারি! ভুই শিউরে উঠিদ্ কেন? স্বামি তোকে শুধু শাস্ত্র প্রমাণবলে ভূতের কথা বোঝাতে সাহসাঁ হই নি। তবে তোর যদি স্থমতি হয় তা হ'লে এর পরে তথন শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আপততঃ প্রতাক ও অনুমান দারা আমর। "প্রেডতত্ত বৃঝিতে কতদূর: অগ্রসর হতে পারি দেখা যাক্।

ব্যোমকেশ। সে কথা ভাল। কিন্তু ভূতের সম্বন্ধে তো আর প্রত্যক প্ৰমাণ কিছুই নাই।

ভট্টাচার্য্য। কেমন করিয়া জানিলে ? বরং এক্সপ বলিতে পার ভূত কথনও তোমার নিজের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি সিদ্ধ কর্তে;হবে যে:ভূত কথনও কাহারও ইক্সিরগোচর হতে পারে না ? ষে জিনিস সাধারণত: স্থুল দৃষ্টির বিষয়ী ভূত নয়, অবস্থাবিশেষে তাহাও দেখিতে পাওয়া থেতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এ কথাটা সহজেই বুঝা যায়। একটা কাঁসার গেলাস বরফ দিয়া পূর্ণ করিয়া কিছুক্ষণ রেখে দাও। একটু পরেই দেখতে পাবে উহার উপরের গামে জলবিন্দুতে ভরে গেছে, ঠিক যেন গেলাগটা ছেমে উঠেছে। এ জলকণা গুলা কোথা হতে এল? তোদের বিজ্ঞান শান্ত্রেইত বলে যে ওগুলা গেলাদের চারিণাশের বায়ুমণ্ডলে অদুগুভাবে বাস্পাকারে ছিল; গেলাদের থুব ঠাওা গায়ের সংস্পর্শে এদে জ্বমে গিয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল এই যে. জ্বুপদার্থ যথন সুক্ষভাবে থাকে তথন ভাকে দেখতে পাওয়া যায় না. কিন্তু কোন রকমে যখন সে প্রস্তাব ছেড়ে স্থলরপ পরিগ্রহ করে তথন আবার তাকে দেখা যায়। এখন কথাটা ভূতের সহদের থাটায়ে দ্যাখ্। ভূতের শরীর যে পদার্থে তৈয়ারী, তাহা বায়ু হতেও পৃক্ষ, সেই জন্ম সাধারণতঃ ভূতযোনি মাত্রবের স্থলদৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না। কিন্তু যদি কোন কারণ বশত: মাত্মবের দৃষ্টিশক্তির সম্প্রদারণ হয়, কিংনা যে পদার্থ দারা প্রেত ভূতের দেহ রচিত তাহা ঘণীভূত হয় তখন মামুধে ভূত দেখিতে পায়। এখন ভোকে জিল্পাসা করি ভূত বলে এক শ্রেণীর জীব আছে যাহা সাধারণ লোক-চক্ষুর অগোচর এক্নপ একটা কথা বল্লে কি নেহাতই বিজ্ঞানের উপর অত্যাচার করা হয় গ

ব্যোমকেশ। নাহয় মানিলাম যে এক্নপ শরীরধারী জীব থাকা একবারে অযোক্তিক নয়। কিন্তু মানুষ মরে এক্নপ শরীর লাভ করে তাহার সম্বন্ধে মুক্তি কি ? বুঝিতে পারি বটে বে মানুষ বর্থন মরে তথন আত্মা চলে বার, দেহটা পড়ে থাকে। তা বদি হয়, তবে আবার একটা স্ক্রদেহ কোথা হতে আসচে।

ভটাচার্যা। ভাষা শরীর তো আর একটি নয়, অনেকগুলি।
তোমরা কোনে রেথেচ শরীর ও আত্মা এই হুয়ে মাহ্রয়। কথাটা মোটামোটি হিদাবে সতা হলেও মানবের স্বরূপ কি তা ঠিক ওকথা থেকে
বুঝা যায় না। অপচ মানবের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হলেও
প্রেততত্ত্ব ভাল করে আলোচনা করা যায় না। আছো আৰু রাত্তিও
হয়েচে, আর বিষয়টাও কিছু জটিল, হ'চার দিনের কমে শেষ হবে না,
অতএব পরে ইহার বিস্তৃত পরীক্ষা করা হবে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমলয়ানিল শর্মা।

--:+:---

### অদৃশ্য সহায়।

(3)

#### অলোকিক রূপে রোগের শান্তি।

নিম্নলিধিত ঘটনাটী কলিকাতাস্থ কোন স্থপরি চত সম্রাপ্ত ব্যক্তির সংসারে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নাম প্রকাশে তাঁহার পরিবারবর্গের আপত্তি থাকাতে তাহা প্রকাশ করা গেল না। বদি বিশেষ কোন কারণে অনুসন্ধিংস্থ কেহ উক্ত নাম জানিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাকে মাত্র তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি।

কলিকাতা-নাদী উপরি উক্ত সম্রাম্ভ ব্যক্তির এক ভাতা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন প্রধান নগরের মুন্সেফ ছিলেন। মুন্সেফ বাবু একজন সাধু-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁখার কনিষ্ঠা কন্তার প্রকৃতিরও একটু বিশেষত্ব ছিল, সে বাল্যকাল হইতেই অন্ত কাহারও সহিত বড় কথা কহিতে ভাল বাসিত না, বা সম-বয়ন্তা বালিকাদের সহিত থেলাও করিত না। তাহার আট নম্ব বংগর বয়দের সময় হইতে দেখা যাইত যে. সে যেন কাহারও সহিত আপন মনে মধ্যে মধ্যে কথা কয় : কিন্তু ষাহার সহিত সে কথা কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। এই বালিকাটীর সহিত কলিকাতার একজন পরিচিত চিত্রকরের ( Painter ) বিবাহ হইমাছিল। ৰণিতব্য ঘটনাটী ভাহার বিবাহের পুর্বেই হইয়াছিল।

মুন্সেক বাবুর একটা জানাতা, আমাদের ক্থিত বালিকাটার ভগিনী-পতি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন স্থানে বন-বিভাগে (Forest Department) কার্য্য করিতেন। তিনি একদিন ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান. তাহাতে তাঁহার পা ভাঙ্গিরা যায়, স্থতরাং একবারে চলচ্ছক্তি রহিত হয়েন। মুন্সেফ বাবু নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনাইয়া রাতিমত চিকিৎসাঁ করান। শশুর মহাশয় বিলক্ষণ বায় করিতে ত্রুটী করিলেন না: কিন্তু কিছুতেই জামাতার পা সারিল'না; তিনি শ্যাগত হইয়া পডিয়া রহিলেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, এই সময় উক্ত কনিষ্ঠা কলার বয়স প্রায় ৯।১০ বৎসর হইয়াছিল।

জামাতার অমুধের জন্ম বাটীশুদ্ধ লোক বড়ই উৎক্ষিত, কিরূপে রোগীর রোগের উপশম হইবে, ভাবিয়া আকুল। রাত্রিকালে রোগের ষন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইত, স্থতরাং রোগীর সহিত বাটীর সকলকে রাত্রি-জ্ঞাগরণ করিতে হইত। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন গত হইল। এক দিন ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "ষেরপ দেখিতেছি, রোগীর অঙ্গছেদ না করিলে রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিব না। কল্যই অঙ্গ-চ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" সেই দিন রাত্রি প্রায় ১টা বাজিরা গিরাছে, স্ত্রী তখন একাকী শ্ব্যাপার্শ্বে উপবিষ্ঠা। রোগী যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে। বাটীর অপর লোক তখন অন্যান্ত গৃহে নিজিত। রোগীর গৃহে আলো জলিতেছে। এমন সময় রোগী ও তাহার স্ত্রী অক্সাৎ দেখিতে পাইল, সেই গৃহের এক কোণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষীণ একটা খেত আলোক ক্রমে বিদ্বিত হইয়া গৃহ ব্যাপ্ত হইতেছে। ক্রমে সেই আলোক সমস্থ গৃহে অতি উজ্জ্বল রূপে উদ্যাদিত হইল।

শেই দক্ষে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক মহা জ্যোতির্মন্ধ
পুরুষ মুন্সেফ বাব্র কনিগ্র কলাকে সমুখে করিয়া গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান।
তথন বোধ হইল,মহাপুরুষের অঙ্গ-বহির্গত জ্যোতিতেই গৃহ আলোকময়
হইয়াছে। মহাপুরুষের শরীরের চারি ধারে অণ্ডাক্তি একটী আলোকপুঞ্জ ছিল এবং তাহার চারিদিকে জ্যোতিছেটা বাহির হইতেছিল।
এই মহাপুরুষের উপস্থিতিতেই রোগী অনেকটা আরাম বোধ
করিলেন।

অনবরত জাগরণ শীলা রোগ-স্থানায় ক্লাস্তা তাঁহার স্ত্রীও সেই সময় অনেকটা প্রান্তি দূর হইবার মত স্বস্থতা লাভ করিলেন। কিছু উভয়েই তখন অতীব বিশার-রদে অভিভূত হইলেন, মনে করিলেন, কনিষ্ঠা ভগিনী কিরূপে এবং কেনই বা তখন হঠাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কি আশুবা । এ যে কি রহস্ত রোগীর স্ত্রী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রোগী তথন শ্রালিকাকে লক্ষ্য করিয়া সাহসের সহিত বলিলেন "কেন তুমি অকস্মাৎ এথানে আদিরাছ আর কেমন করিয়াই বা আদিলে ?"কঞাটীর অঙ্গ হইতে তথন আনোক ছটা বহির্গত হইতেছে। 28

তাহার বদনমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। বালিকা ভগিনীপতিকে ঝাড়ান ( Mesmeric pass ) দিয়া বলিল "তোমার রোগ সারিয়াছে, তুমি উঠিয়া বস'।" রোগী তথন মন্ত্রমুগ্নের ক্রায় উঠিয়া বসিলেন। সে সময় রোগীর পূর্বের স্তায় যন্ত্রণা ছিল না। পরেই মূর্ভিদয় অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। পর দিন প্রাত:কালে ডাক্তার আসিয়া দেখিরা ৰলিলেন "অন্ত যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় অঙ্গচ্ছেদের আবশুক হইবে না. সম্ভবতঃ বোগী স্বাভাবিক ভাবেই আবোগ্যলাভ কবিবে।"

পরদিন রাত্রিতেও পুনর্বার দেইরূপ ঘটনা ঘটল। রোগী পূর্বা-পেক্ষা আরও শান্তি বোধ করিলেন, বারংবার অন্তরোধে অন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৃতীয় দিবসও সেইব্লপে বালিকাট আসিয়া রোগীকে বলিল "আমার কথার বিখাদ কর। তুমি আজ চেষ্টা করিলেই চলিয়া আসিতে পারিবে। শ্যা ত্যাগ করিয়া এম। যদি কোনরপ কট হয়, আমি সাহায্য করিব। কোন ভয় নাই। তোমার রোগ দুরু ছইয়াছে।" বালিকার এইরূপ জোরের কথা শুনিয়া রোগী আজ শ্যা জ্যাগ করিয়া উঠিরা চলিয়া আসিল, কোন কষ্টবোধ করিল না। তথন আশ্চর্যা হইয়া ভক্তি-বিজ্ঞতিত স্বরে বালিকার নিকট যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ঘাইবেন, অমনি মূর্তিষয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ইহার পর আর সে মূর্ত্তি দেখা দেয় নাই। কিন্তু রোগী ক্রমে অল দিবদের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বালিকাকে উপরি উক্ত ব্যাপারের কথা জিজ্ঞানা করাতে দে কিছুই বলিতে পারিল না। কেবণ শুষ্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিন দিনেই সে সমরে সে পার্শের গৃহে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিল।

( ? )

#### আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা।

বিগত ইংরাজী ১৮৯৫ সালে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া যে সকল হুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসংস্কৃত্ত নিম্ন-লিখিত ঘটনাটা অলোকিক বলিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

मकरनहे ब्रान्न रा, डेक ज्ञिकरूप ज्ञानक ब्रमीपादात ज्ञानक-গুলি উচ্চপ্রাসাদ বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইরাছিল। ঐ ভূমিকম্পে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক জমীদারের দিতল গৃহ ভূমিসাৎ হয়। তৎকালে বাটীর সকলেই প্রায় সময় থাকিতে বাহিরে আসিতে পারিয়াছিলেন, কেবল উক্ত জ্মীদার মহাশয়ের একটা নব বিবাহিতা পুত্রবধু দিতল গৃহ হইতে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে না করিতেই তথাকার সিঁড়ি একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, বালিকা বধু অনক্যো-পার হইরা রোদন করিরা উঠিলেন। কাতর স্বরে সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন "ওগো! তোমরা যে কেছ থাক, আমাকে লইয়া যাও। আমি পড়িয়া মরিব তোমরা কি দেখিতে চাও ? আমার আর কি কেহ নাই ?'' বালিকার আর্ত্তনাদ শুনিবে কে ? বালিকার নিকটে কেহ নাই, নীচে সকলে গোলমাল করিতেছে, কে কাহার সন্ধান লয় ? বালিকা কিন্তু প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় বধৃটি এইবার পলক মধ্যে একবারে নিরাপদে হঠাৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থল ज्यन नितानम हिन विनया अप्तरक मिरेशान ब्रुडार ब्रिक अमिक করিতেছিল এবং অভ্যস্ত গোলমান হইতেছিল। হঠাৎ একব্যক্তি বধুকে তথার আদিতে দেথিয়া জিজাদা করিল "তুমি এমন দময়ে

কিরুপে এখানে আদিলে ? কে তোমার রাখিরা গেল, কিছুত বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যে ঘরে ছিলে, তাহার সম্বুথের সিঁড়ি ত ভালিয়া शिशाह्य। ''এই कथा विनाउ विनाउ वानिका य चात्र हिन, मिटे ঘরটা পড়িয়া গেল। বধু বলিতে লাগিল "আমিত বুঝিতে পারিলাম আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। কেমন করিয়া কি ভাবে আমি এখানে আসিলাম, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিনা। আমি ভয়ে যথন ঘরের সম্মুথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম, তথন বোধ इहेन (य এक अन बक्त वर्ण (को यिक वमन-পরिहिত। উজ্জ্বन ब्लाजियंत्री স্থলরী রুমণী অতি সাবধানে ক্রোডে করিয়া আমাকে এইখানে নামা-ইয়া দিয়া চকিতের স্থায় কোথায় যে অস্তবিতা হইলেন, তাহা দেখিতে পাইলাম না। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাকে দেথিয়াই আমার ভর একবারে দূর হইয়াছিল, আর মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ পাইয়াছিলাম। তাঁহার অঙ্গ জ্যোতিপূর্ণ ও স্থান্দ্র ।''

এই ঘটনার কথা তৎক্ষণাৎ বধুমাতার শ্বন্তরের কর্ণগোচর হইল। তিনি নিজ বাটীর সকল স্থান ও সমস্ত গ্রামটী তর তর করিয়া অম্বেধণ করাইলেন, কিন্তু দেরূপ রক্ত-বক্ত-পরিহিতা কোন স্ত্রীলোক পাওয়া পেল না।

এই ঘটনাটী যে সম্ভ্রাস্ত পরিবারের মধ্যে ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের আপত্তি হইবে ভাবিয়া তাঁহাদেরও নাম ধাম আমাদিগকে গোপনভাবে রাখিতে হইল।

শ্ৰী অধাের নাথ দত্ত।

# অলৌকিক রহস্য।

তর সংখ্যা ]

প্রথম ভাগ ৷

ি আবাঢ়, ১৩১৬।

# ভৌতিক কাহিনী।

### (৩) প্রেতের নৃত্য ও গীত।

জুলিয়া নামে এক ইংরাজ রমণী বেশ নাচগান করিতে পারিতেন!
এক প্রবীণা রমণীর সহিত তাঁহার পুর ভালবাসা ছিল। হজানে করেকদিন একতা বাস করিয়া বেশ আনন্দ পাইয়াছিলেন। ইহার পর প্রবীণা
কার্যাান্ত্রোধে স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন। তিনি ৬।৭ বংসর জুলিয়ার
কোন সংবাদই রাথেন নাই এবং ত্রানে সাক্ষাংও হয় নাই।

এই সময়ে প্রবীণার সাংঘাতিক পীড়া হইল। জীবনের কোন আশা নাই ব্ঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সম্পত্তির একটা ব্যবহা করিয়া যাইবার জ্ঞ একজন সলিসিটার আনাইলেন। তাঁহার ছ একটি আত্মীয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল.—কোনক্সণ মোহ বা মন্তিক্ষের ছর্ম্বলতা আইসে নাই। তিনি বিষয়সংক্রাপ্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা কি কোন গান ভানিতে গাইতেছেন ?" সকলেই উত্তর করিলেন, "না"। তিনি বলিতে লাগিলেন "আহা! কি স্থমিষ্ট গান! আমি আজ ইহা আরও ছ এক বার ভানিয়াছি। নিশ্চয় দেবতাগণ আমাকে স্বর্গে আহ্বান করিভে-

ছেন। কিছ কি আশ্চর্যা। একটি শ্বর আমার পরিচিত বলিয়াই বোধ হইতেছে, ইহা যেন আমি পূর্ব্বে গুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় গুনিয়াছি ঠিক মনে হইতেছে না। আ ! এই যে ! দেখুন, দেখুন ! চিনিতে পারিভেছেন কি ? আমার প্রিয়তম জুনিয়া ! ঐ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। ঐ দেখুন হাত ছটি তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে! যা: ঐ চলিয়া গেল।" এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অক্স কথা কহিতে লাগিলেন। পর দিবদই তিনি ইহধাম ত্যাগ করি-লেন। তাঁহার আত্মীয়েরা ঐ কথাগুলিকে মুম্রুরি প্রলাপ বলিয়া श्रित कदिएलन।

একটি আত্মীয়ের মনে সন্দেহ হওয়াতে, তিনি জুলিয়ার সংবাদ লইবার জ্বন্ত কয়েক দিন পরে জাঁহাদের বাটীতে গমন করিলেন। সেখানে বাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি একেবারে অবাক হইর। গেলেন। ভনিলেন প্রবীণার মৃত্যুর এগার (১১) দিন পুর্বের জুলিয়৷ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুকাল পর্যান্ত ক্রমান্বরে গান গাহিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খুষ্টান্দের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাত:-কালে জুলিয়া মারা পড়েন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যাকালে প্রবীণার মৃত্যু হয়।

**শ্রীমাথনলাল রাম্ন চৌধুরী।** 

## "পুনরাগমন"

--:+:--

( পূর্বাপ্রকাশিতের পর)

( b )

কলিকাতায় ফিরিবার তিন দিন পরেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিল।
পিতার কাছে তার পিতৃপ্রদত্ত ঔষধের হরবস্থা দেখিয়া গোপাল মারের
কাছে কি আবদার করে জানিবার জন্ম আমার বড়ই কৌতৃহল হইল।
কিন্তু আমাকে দেখিলে পাছে গোপালকে মা কোনও কথা জিজ্ঞাসা
না করেন, অথবা মারের প্রশ্নে গোপাল কোনও উত্তর না দেয়, এই
কন্ম খামকে গোয়েনা নিযুক্ত করিলাম। তথনও পর্যান্ত খামের
আচরণে মা ও গোপালের সন্দেহের কোনও কারণ ছিলনা।

বাড়ীর ভিতরে যাইয়াই শ্রাম ফিরিয়া আসিল। আমি তার এত সম্বর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে ব্ঝিলাম গোপাল শ্বরশ্বণের জন্ম ভিতরে গিয়াছিল। তাহার পর সে বাহিরে আসিয়াছে, গোপালকে ভিতরে পাঠাইবার জন্ম সে মাতা কর্তৃক অমুরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

তবে গোপাল কোথার ? খাম তাহার অমুসন্ধানে প্রবৃত হইল, কিন্তু বাড়ীর কোনও স্থানে তাহার সন্ধান পাইল না। বিভার্থীযুবকেরা ভাহারের নির্দিষ্ট বরে পাঠাভ্যান করিতেছিল, তাহারা কিছু বলিতে পারি:ল না। কালবিলম্ব না করিয়া খামচাঁদ প্রভিবেশীদের বাটীতে সন্ধান লইতে গেল, গোপালকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আফিল।

পিত। গোপালের গৃহত্যাগের কথা জানিতে পারিলেন। শ্রাম-টাদই অ্যাচিত ভাবে, তাঁহার শ্যাপার্শে বিদয়া এই কথা শুনাইয়া দিল। তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম গোপালের গৃহত্যাগে দে একট আনন্দ উপভোগের বস্তু পাইয়াছে। কিন্তু এমন কৌশলে আত্ম গোপন করিয়া দে এই আনন্দ ভোগের অভিনয় করিতে লাগিল যে, আমি ভিন্ন আর কেহই তাহার অস্তরের ভাব ব্রিতে পারিল না।

অতি বিষয় ভাবে সে পিতার কাছে গোণালের গৃহত্যাগ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বলিল—"গোপালকে আপনি কি তিরস্কার করিয়াছেন প

পিতা উত্তর করিলেন—"কই না।"

''ভবে গোপাল কি অভিমানে দেশত্যাগী হইল !"

"দেশতাাগী হইল কি?"

"আমি চোরবাগানের অলিগলি থুঁজিয়া আদিলাম। কোণা 9 ভাহাকে দেখিতে পাইলাম না। লোকের বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইলাম. কেছ সন্ধান দিতে পারিল না।"

কথা শুনিয়া পিতা অনেককণ নিক্লন্তর রহিলেন। বলা বাছলা আমিও খ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পিতার সমীপে গিয়াছিলাম। পিতাকে অনেককণ নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি বলিলাম—"অন্তমনস্কতার দক্রণ পা লাগিয়া পাথর বাটীটা পড়িয়া গিয়াছে। সে জক্ত যদি গোপালকে গুহতাাগ করিতে হয়, ভাহা হইলে আমাকে এতদিন বাংলা মুলুক ভ্যাগ ক্রিতে হইত। এ যাবং আমিইত আপনার কাছে তির্স্তার থাইয়া আদিতেছি।''

খ্রাম। মা গোপালের জন্ম বড়ই চঞ্চল হইরাছেন।

পিতা। আমি শীঘ্রই তাহার চাঞ্চল্যের অবসান করিতেছি। পরিণাম না ভাবিয়া আমি গৃহে কণ্টকতক রোপণের সম্বতি দিয়া-

ছিলাম। এখনি যখন এই, আর বেশিদিন এখানে রাখিলে অশান্তির রুজি হইবে।

শ্রাম এই কথাতে যেন বড়ই ব্যথিত হইল। মুথে ষতটা বিষাদ মাথান সম্ভব সমস্ত মাথিয়া, কথায় যথাসন্তব করুণরস মিশ্রিত করিয়া বলিল—"ও কথা বলিবেন না। আপনারা ব্রহ্মণদম্পতী করুণাময় করুণাময়ী। নিজের ছেলেকে বুক হইতে ফেলিয়া, সেই শৃক্তবক্ষে পরের ছেলেকে তুলিয়া লইয়াছেন।"

পিতা। অকৃতঞ হতভাগারা ভাহা ব্রিল কই ?

শ্রাম। তা না বুঝুক, আপনারা কিন্তু যা ছিলেন তাই আছেন।
এখনি গোপালকে দেখিলে সব ভূলিয়া ্যাইবেন। এখন ফদি গোপালকৈ
না খুঁজিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের উপর আপনাদের ক্রোধ
হইবে। অনুমতি করুন, আমি সারা সহরে তার সন্ধান করিয়া আসি।

পিতা। কিছু করিতে হইবে না। পেটের জালাই তাহাকে ফিরা-ইয়া আনিবে।

স্তরাং উদরের জালার উপর গোপালের প্রত্যাগমনের ভার দিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণের জন্ম নিশ্চিম্ভ হইলাম।

আহারের সময় উত্তীর্ণ ইইয়া গেল,তবু গোপাল আসিল না। গোপালের গৃহত্যাগ ক্রমে মায়ের কর্ণগোচর ইইল। না কিন্তু একথা শুনিয়া
কাঁদিলেন না। বিশেষ বিষাদের লক্ষণও দেখাইলেন না। পিতা কিন্তু
ভীত ইইলেন। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাদের
সকলকেই গোপালের অন্বেষণের আদেশ করিলেন। গোপাল
না ফিরিলে আমাদেরও ক্রমির্ভির কোন সম্ভাবনা ছিলনা। গোপান
লক্ষে ক্রান্ত ও নিরুদ্ধিই রাখিয়া কে ক্রমা জননীর সমুবে আহার
করিতে বিনিবে ? আমরা সকলে মিলিয়া অন্তেষণের একটা বিরাট

আরোজন করিতেছি। এমন সময় গোপাল ফিরিয়া আদিল। আমরা নিশ্চিস্ত হইলাম। মায়ের ভয়ে কেহ গোপালকে তথন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পিতা আবার শ্যা আশ্রয় করিলেন। আমরাও আহার করিয়া সে রাতির মত বিশ্রাম লইলাম।

(8)

শ্রীমটাদ ভারার কল্যাণে গোপালের পলায়ন সংবাদ পূর্ব্ব রাত্রেই পাড়ার মধ্যে রাষ্ট্র হইরাছিল। কিন্তু প্রতিবেশিগণের আন্তরিক ছংখ প্রকাশ রূপ 'মঞ্চা' উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই বাহির দরজা বন্ধ হইরা গিরাছিল। পরদিন প্রভাত না হইতেই তাঁহারা একে একে আসিরা পিতার বহির্বাটীস্থ শয়নকক্ষ অবরোধ করিতে লাগিলেন। বাধ্য হইরা অক্সন্থ পিতাকে শ্যা ত্যাগ করিতে হইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—''তর্কনিধি মহাশয়! গোপাল নাকি কাল রাগ করিয়া কোথার চলিয়া গিয়াছে'' গ

পিতা বলিলেন—"গিয়াছিল, আবার আসিয়াছে"।

একজন গোপালের এরপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।
পতা আত্যোপাস্ত ঘটনা সমস্তই প্রকাশ ক্রিলেন। কেবল বাটীটা পদাঘাতে ফেলিয়া দিবার পরিবর্ত্তে অস্তমনত্তে পা লাগিয়া পড়িয়া
বাওয়ার কথাটা বলিলেন।

পিতার কথার ভাবে সকলেই বুঝিলেন, বাটীটার এই অকস্মাৎ পতনে পিতার ঔষধের প্রতি অবজ্ঞা হইরাছে মনে করিয়া গোপাল অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়াছিল।

তথন বিজ্ঞজনোচিত বাগ্জালে অসুস্থ পিতার অশাস্ত প্রাণ কুদ্র শক্ষরীর ভায় আবৃত হইয়া পড়িল। কেহ পিতাকে জ্যেষ্ঠ পাও্বের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন। কেহ জগৎটা অক্তজ্ঞতায় পূর্ণ দেখিয়া হতাশার তাকিয়ার দেহ রক্ষা করিলেন। কেহবা গোপাল ও গোপালের পিতাকে নিতান্ত নির্বোধ বৃথিয়া বিষাদপূর্ণ হৃদয়টাকে ধুআচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সমবেদনায়, পিতার গৌরব কথায়, উপদেশে, রহস্তে, ব্যক্ষে বৈঠকখানা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মাতা অস্তরাল হইতে ভাহাদের কথা গুনিতেছিলেন। তিনি এই সমমন্ত্রীগুলি যাহাতে গুনিতে পান,এইরপে ঈষত্তকণ্ঠে বলিলেন—''ঝী বাহিরে গিয়া বলিয়া আয়ত, কাল আমার সঙ্গে কথা কহিতে বুকে খিল খরিতেছিল, আর আজ এতগুলা লোকের সঙ্গে কেমন করিয়া তিনি কথা কহিতেছেন'!

নাষ্টারের মধুরকণ্ঠ কর্ণগোচর হইবামাত্র কলকোলাহল পূর্ণ ক্লাস বৈমন মুহুর্ত্তেই নীরব হইরা যায়,মায়ের কথা শুনিয়াই সেই প্রাতঃকালের সভা সেইরপ নীরব হইরাগেল। কোলাহলের ভারে পীড়িত হইরা পিতার সেই বিলাতি নামধের রোগটা এতক্ষণ দেহের কোন অজ্ঞাত দেশে আত্মগোপন করিয়াছিল। নীরবতার অবকাশে সে আবার মাধা-ভূলিল। পিতা তাহার তাড়নে আবার মৃহু আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নির্শ্বম প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে তদবস্থার রাধিয়া একে একে সেম্থান ইইতে প্রস্থান করিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে গোপাল উপর হইতে নীচে নামিল। সেদিন গোপালের মুখে এক অপূর্বে লাবণ্য দেখিলাম।

শ্রীমান বলিয়া লোকের কাছে আমার খ্যাতি ছিল। দর্পণের প্রতিবিশ্ব ও তাহাদের সত্যতার সাক্ষী দিত। কিন্তু সত্য বলিতে হইলে, গোপাল আমা অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়দর্শন। কিন্তু সেদিন তাহাকে বেমন ফুল্মর দেখিলাম, এমনটী আর কথনও দেখি নাই। স্বর্গীর জ্যোতির কথা পুত্তকে পাঠ করিয়াছিলাম। তাইকি মুখে মাধিয়া গোপাল আজ আমার সম্মুণে দাঁড়াইন। আজ আমাকে পর্যান্ত দে যেন মুগ্ধ করিল। পূর্ব্ব রাত্রের পলায়নের কথা লইয়া তাথাকে একটু মিষ্টরহস্থ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু গোপালের মুথ দেখিয়া মুখ ফুটাইতে পারিলাম না।

পিতা কিন্তু গোপালকে দেখিয়াই জিজ্ঞাস৷ করিলেন—"কাল কোথার যাওরা হইরাছিল গোপালক্ষণ ?"

গোপাল বলিল—''গঙ্গাতীরে।"

পিতা। কেন. অভিমানে ঝাঁপদিতে নাকি?

গোপাল কোনও উত্তব কবিল না।

পিতা আবার বলিলেন—"পরের কাছে মিছামিছি অপদস্থ করিয়া জ্ঞাতিত্ব সাধিতেছ কেন ?"

গোপাল এবারেও উত্তর করিল না। সহাত্মভৃতির ভাব লইয়া আমি গোপালকে বলিলাম—''পিতার উপর অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া তুমি বৃদ্ধিমানের কার্য্য কর নাই।"

গোপাল এইবারে বলিল—''কিসের অভিমান ? অভিমানে গৃহত্যাগ করিব কেন ?"

উত্তর শুনিয়া পিতা দিগুণ কুদ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"তবে কি আমার জীবদশায় পিণ্ড দিতে জাহুবী তটে গিয়াছিলে ?" মাতা অস্তরাল হইতে বুঝি গুনিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—''কেন তোমরা উভয়ে মিলিয়া বালককে উৎপীড়িত করিতেছ। আব তোমরা অপেকা কর, কান প্রাতঃকানে আমি যাহার সামগ্রী তাহার কাছে পাঠাইতেছি। তোমরা তোমাদের ঐশ্বর্যা ভোগ করিও। গোপাল আর তোমাদের ভোগে বাধা দিতে জাসিবে না।"

গোপালের উপর যে যংকিঞিং মমতার উদ্রেক হইতেছিল, মায়ের এই শ্লেষ বাক্যে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। আমি আন্তরিক কুদ্ধ হইলাম। বলিলাম—"সেখানে পাঠাইলে এমন চর্ক্যচোষ্য চালা-ইবে কে ?"

পিতা কিন্তু আমার এ ছর্ক্যবহারের প্রশ্রম দিলেন না। তিনি বলিলেন—''ও কি কর গোপীনাথ! গুরুজনের অসম্মান—ইস্কুলে তুমি কি এইরপ নীতি শিক্ষা করিতেছ ?''

মা বলিলেন—"তোমরাই কি গোপালকে অর দিতেছ ?"

পিতার শাসনবাক্যে আমি কিঞ্চিং লক্ষিত হইলাম। ব্যবহারটা আমার পক্ষে একাস্ক অযোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া আর কোনও উত্তর করিলাম না। কিন্তু গোপালের অরসংস্থান কিরুপে হইতেছে জানিবার জ্বন্ত আমার প্রশ্ন করিবার ব্যগ্রতা জন্মিয়া গেল। পিতা যেন মন বৃঝিরা সেই ঔংস্ক্রক্য নিবারণ করিলেন। মাতাকে বলিলেন— "বালকের সম্পুথে এইরুপ নির্বোধের মত কথা কহিয়া তাহার মাথা থাইও না। অমনি অমনি ত বালক উচ্ছ্ খল হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষাতে দরিদ্র পিতার অরুসংস্থানের উপায় হইবে বলিয়া আমি তাহাকে পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছি। গোপীনাথের সঙ্গে সমান ভাবে শিক্ষা দিতেছি। তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিনই তাহার মর্য্যাদা। যেরুপ কাল আসিতেছে, তাহাতে আমাদের অবর্ত্ত-মানে, পরগৃহে উহার সেরুপ মর্য্যাদা থাকিবে কি ? আমার মাতার আদরে বালকের পিতার পরকাল নষ্ট হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ আদর দেখাইয়া উহার পরকাল নষ্ট করিও না।"

মাতা এ কথার কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। আমি মনে মনে বড়ই খুসী হইলাম। এখন গোপাল নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারি- লেই আমি বেন নিশ্চিত্ত হই। অবশ্য তাহার প্রতি অসহ্যবহারের অভিলাব আমার মনে উদিত হয় নাই। সে আমার সহিত মায়ের স্নেহের অধিকার লইয়া সমকক্ষতা না করিলে, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইতাম না।

গোপাল এতক্ষণ নিক্সন্তর ছিল। পিতারে কথা শুনিয়া যথন মাতা নিক্সন্তর, আমিও নীরব, তথন হানের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে গোপাল উত্তর করিল—''এ গৃহে আমার অবহা এরপ হইয়াছে, ইহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তা হ'লে এবারে আর বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতার আসিতাম না ।''

পিতা। অবস্থার পরিবর্ত্তন তুমিই ত ঘটাইলে গোপালরকঃ! কাল তুমি অভিমানে গলায় ঝাঁপদিতে গিয়াছিলে। ভগবান আমাকে নিরপরাধ জানিয়া কি জানি কেমন করিব। ভোমার মতি ফিরাইরা দিয়াছেন। নহিলে লোকের চক্ষে আমাকে কিরপ অপদস্থ হইতে হইত, তাহা ভাবিতেই আমার শরীর শিহরিতেছে।

গোপাল। আমিত বলিলাম, আমি আত্মহত্যা করিতে যাই নাই!

পিতা। কি করিতে গিয়াছিলে, সে তুমিই জান। আমি কিন্তু তোমাকে এখানে রাখিতে আর সাহস করিনা। এতদিনের আন্তরিক যত্ন ও পুত্র স্নেহে প্রতিপালন যদি আমার একদিনের সামান্ত ক্রটাতে পশু হইয়া গেল, তথন এখানে তোমার অবস্থান কাহারও পক্ষে মদল অনক হইবে না।

গোপাল। আমিও এখানে থাকিব না।

একথা শুনিয়া মাতার অবস্থা কিরপ হয় আনিবার জন্ম তাঁহার দিকে চাহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্যা, মা সকলের অলক্ষো কথন বেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন! অমুমানেই মারের মনের ভাব বেন

উপলব্ধি করিলাম। বুঝিলাম, গোপালের প্রতি সামান্ত অবজ্ঞাও তাঁহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়াছে। পিতার নির্বাদ্ধাতিশয় দেখিয়া. আরও ন। জানি কি কঠোর আঘাত সহিতে হইবে ভাবিয়া, মাতা জাগে হইতেই চলিয়া গিয়াছেন। মায়ের মর্শ্ববেদনা আমি যেন কতকটা অমুভব করিলাম। সেই জন্ম গোপালের উপর আবার আমার মমতা আদিল। আমি তাহার হইয়া পিতাকে বলিলাম-"এবারে গোপালকে ক্ষমা করুন।"

পিতা উত্তর করিলেন - "ভাল, তুমি যখন বলিতেছ, তখন এবারের মত ক্ষমা করিলাম।'' গোপালকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু, গোপাল। এখন হইতে নিজের অবস্থা বুঝিয়া চলিও। তা যদি না কর, তাহা হইলে তোমারই ক্ষতি জানিবে। তোমার পৈত্রিক যাহা আছে. তাহাতে বাবুলানা ত দুরের কথা, ছবেলা হু মুঠা অল মেলাও ছর্ঘট।"

গোপাল। আমার থাকিতে ইচ্চা থাকিলেও, বোধ হয় পিডা আমাকে এখানে রাখিবেন না।

পিতা। তুমি কি পিতাকে এরই মধ্যে সংবাদ দিয়াছ ? গোপাল। আমি সংবাদ দিই নাই।

পিতা। তুমি দাও নাই, তবে কি ভূতে দিয়া আসিল ?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বুঝিব! পিতা কিন্তু আমাকে লইতে আসিতেছেন। বোধ হয় আজই আসিবেন। বিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, আমি তাঁর কথার সভাতা প্রতিপন্ন দেখিতে পিতার আগমন প্রতীকা করিতেছি।

আমরা পিতাপুত্রে উভয়েই বিশ্বিত—কিয়ংকণ যে যার মুধের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম ইহার মধ্যে গোপাল কেমন করিরা ভাষার পিভাকে সংবাদ দিল।

গোপাল বলিতে লাগিল—"আমি আত্মহত্যা করিতে যাই নাই।
পিতার অনাগমনে আপনার স্থায় আমিও তাঁহার উপর অসন্তষ্ট
হইয়াছিলাম। সেই অসজোষের কথা আমি মায়ের কাছে প্রকাশ
করি। মা কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তুট হইলেন না। পরত্ত
শুক্রজনের নিলায় পাপ করিয়াছি বলিয়া তিনি আমাকে তিরস্কার
করিলেন,—আর বলিলেন, পাপক্ষালনের জন্ত এখনি তুমি গঙ্গাম্বান
করিয়া আইস।"

পিতা। সেই জ্বল গ্লায় ঝাঁপদিতে গিয়াছিলে ?

গোপাল পিতার ব্যঙ্গকথার কোনও উত্তর করিল না। সে আপনার মনে বলিতে লাগিল—"গঙ্গাতারে প্রসন্ধুমার ঠাকুরের ঘাটে এক সাধুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া যথেষ্ট প্রীতিপ্রকাশ করিলেন, এবং আমার সেখানে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আত্যোপাস্ত সমস্ত কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করি এবং আপনার রোগের ঔষধ প্রার্থনা করি। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন—'কেন তোমার দাদা মহাশয় ত ঔষধ পাইয়াছিলেন। তিনি তাহা পদাঘাতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। চিকিৎসককে নানা কথা কহিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষে রোগটাকে বড় করিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক রোগ সামান্ত। ছই পাঁচ দিনেই সারিয়া যাইবে।' যদিও তাঁহার একথায় আমি তুই হইলাম না, তথাপি আপনার বাটিটা নিক্ষেপের কথা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন ভাবিয়া বিশ্বিত হইলাম।"

আমরা গোপানের এই বিচিত্র গল্প ভনিতে লাগিলাম।

গোপাল বলিতে লাগিল—"প্রথমে মনে করিলাম। একথা
কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না। বাড়ীতে আসিয়া কেহ

क्तान अक्षा कहिन ना पिथिया यान कतिनाम, आयात मधास कान अ গোলমাল হয় নাই। স্থতরাং আত্মদোষ কালনের তথন কোনও প্রয়োজন হয় নাই। এখন বলিবার জন্ম কি জানি কেন আমার প্রবৃত্তি হইতেছে। রাত্রে ঘুমাইতে যাইতেছি, এমন সময় এক অপূর্ক দুশু দেখিলাম। এক অপূর্ব ফুলরী রমণী আমার ক্রম্বার গৃহমধ্যে কি কানি কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৌন্দর্য্যে বরটা আলোকিত হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার ভয় হইয়া-ছিল। কিন্তু তাঁর সেহপূর্ণ চকু দেখিয়া দে ভয় অলে অলে দুর ভট্টরা গেল। তিনি ধীরে ধীরে আমার শ্যা সমীপে আসিয়া আমার নাম ধরিছা ডাকিলেন। আমি তাঁহার পরিচয় জিজাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আনি তোমার গর্ভধারিণী। তোমার বর্ত্তমান মায়ের কোলে তোমাকে সমর্পণ করিয়াই আমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছি।' আমি বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। শত চেষ্টাতেও আমার বাক্য-ক্ষৰ্ত্তি হইল না। তিনি বলিতে লাগিলেন – কাল তোমার পিডা তোমাকে লইতে আসিবেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে দেশে চলিয়া যাও। আমি মাকে ছাড়িয়া ঘাইবার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। তাই শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'না ছাড়িলে তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের এমন কি মৃত্যুর কারণ হইবে।'' বলিতে বলিতে মূর্ত্তি অন্তৰ্হিত হইল।"

গোপাল আমার মুখের দিকে একবার চাহিল। সে স্নিগ্নদৃষ্টিতেও আমার সর্বশরীরে কেমন একটা উত্তাপের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। শিহরিয়া আমি চকু মুদিলাম।

কুদ্ধ পিতার তীত্র ভাষার নির্ম্ম তথক আমার চকু উন্মীলিভ ক্রিয়া দিল। "হতভাগ্য! এরপ চতুরতা কতদিন শিধিলে? তুমিং কি আমাকে এতই নির্মোধ মনে করিয়াছ যে, তোমার এই অহিকেনদেবীর উপকথার আমি বিখাস করিব।"

পোপাল। আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও গুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিলাম।

পিতা। বিতীয় বার এরপ কথা শুনিলৈ, বোধ হয় তোমাকে পাগলা গারদে রাথিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাতা বাড়ীর ভিতর হইতে গোপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, পিতাও তিরস্কার কার্য্যে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু কোমলদৃষ্টিতে গোপাল আমার क्षप्राप्त (य जदम जूनिन, जांश मश्मा निवृत्त इहेन ना । यत्न इहेन, रवन কোন কুল্মদর্শী বিচারকের সম্মুখে আমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী হুইরাছি। কিন্তু কার্য্য এতদুর অগ্রাসর হুইয়াছে যে, আর গোপালের সহিত পূর্বভাবে ফিরিবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য, সেই দিন অপরাক্তেই গোপালের পিতা আসিলেন। মাতার কাছে তাঁহার সম্বর্নার ক্রটা রহিল না।

(ক্রমশঃ)

**একীরোদপ্রসাদ বিভাবিনোদ।** 

## একখানি পত্ত।

মান্তবর প্রীযুক্ত অলোকিক রহন্ত সম্পাদক মহাশন্ন, সমাপেরু—

কোন একটা ভোতিক চক্রের বিবরণ।

আমাদিগের গৃহের অনতিদূরে প্রেততত্ত্ববিদ্গণের একটা ভৌতিক চক্রের বৈঠক (seance) বদে। দেখানে একদিন আমি ও আমার শুরু ভাই ষোগানল উপস্থিত হই এবং সেই বৈঠকে বোগদান করি।

আলোক অর্দ্ধনির্বাপিত হইলে পর, আমরা স্থিরভাবে বসিয়া আছি, এমন সমর নানা উপদ্রব আরম্ভ হইল। থাহারা বসিরাছিলেন, তাঁহা-দিগের কাঠাসন এক্লপ প্রবলভাবে কম্পিত হুইতেছিল, যে উপ-বেশনকারীরা প্রায় আসনচ্যুত হইয়াছিলেন। আমরা গুইজন কিন্ত স্থির ছিলাম, অদুখাশক্তি যেন আমাদিগের উপর কোনও অত্যাচার করিতে সাহদ করিতেছিলু না। হঠাৎ সেই গাঢ় নিস্তর্নতা ভঙ্ক করিয়া একটা কাতরধ্বনি আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কে যেন তীত্র যন্ত্রণায় সাম্রুদীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিতেছে; ভয়ে আত্মহারা হইরা কে বেন অক্ট্রভাষার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। শীঘ্ৰই সেই রোকদ্যমানা প্রেত-রমণী স্থুলীভূত (materialized) হইয়া আমাদিগের সম্মুধে আবিভূতি হইল এবং তাহার ভীতি-উৎপাদনকারী এক ভীষণ মূর্ত্তিও সেই সঙ্গে দেখা দিল ে আমরা দেখিলাম, সেই ভীতা রোক্তমানা মূর্ত্তি এক রমণীর, আর যে মূর্ত্তি তাহার ভীতি উৎপাদন করিতে করিতে তাহাকে অমুসরণ করিতেছিল, তাহা একটা বীভংস ব্যানোয়ারের। তাহার কি বিকট মূর্ত্তি! সেই ভাষণ প্রকাণ্ড অপার্থিব জীব-মূর্ত্তির কতক আকৃতি ঘোর রুঞ্চবর্ণ বনমানুষের মত। নর ক্ধিরপায়ী ব্যাঘ্র যন্তপি ঘোর ক্লফবর্ণ হইত এবং তাহার মুখের দর্কত যথপে ধুমবর্ণের কুঞ্চিত দীর্ঘ রোমরাজির দারা আর্ত থাকিত, ভাহা হইলে তাহা কতকটা এই জ্বানোয়ারের বদনের দাদৃশ্র হইতে পারিত। তাহার উপর আবার কুদ্র কুদ্র ছইটা রক্তবর্ণ চকু তাহার কঠোর নিষ্ঠরতার ভাব প্রকাশ করিতেছিল। পাঠক অনুমান করুন, সেইখানে সেই সময়ে যে প্রেততত্ত্বিদৃগণ উপবিষ্ট ছিল, তাহাদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইরাছিল। তাহারা সকলে ভরে জড়সড় ক্টয়াছিল। সেই আগস্তুক প্রেত-রুমণী একজন প্রেত-তত্ত্বাদীর

-পদপ্রান্তে পড়িরা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "তোমরা আমার রকা কর. তোমরা আমার রকা কর।'' রমণী যতই ভীতা হইতেছিল. ষতই অধিক কাঁদিতেছিল, দেই ভীষণ জানোয়ারটা ততই যেন অধিক আনন্দ অমুভব করি তেছিল। একটা বৈচ্যতিক গণ্ডির বেষ্টনে সেই ভীতা রমণী রক্ষিতা হ**ইল. সেই ভরত্কর জানো**য়ারটা তাহাকে ভাগে করিয়া, প্রেত-চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ আবিষ্ট ব্যক্তিকে (medium) আক্রমণ করিল। সে মহাক্রোধভরে তাহার আসন দুরে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল। আমার গুরুভাই যগুপি তাচাকে আত্ম-শক্তিক ছারা রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে:দে আরও বিপদে পড়িত। যাহা इंडेक, जामि त्रहे ममन्न त्रहे चरत्रत्र जात्नाकृष्ठी भूर्वजात्व जानिया क्रिनाम । দেখিলাম, সেই রমণী ও সেই ভীষণমূর্ত্তি এখন অন্তর্হিত হইয়াছে।

সেই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, আমি প্রেতলোকে গিয়াছি। তথন ও সেই ভীষণ আফুতি জ্বানোয়ার সেই ভীতা রমণীকে অমুদরণ করি-তেছে: রুমণীও কাঁদিতে কাঁদিতে ত্রস্তাবে প্লাইতেছে। আমার শুক্লভাই যোগানন্দকেও দেখানে দেখিলাম। তথন, তাঁহার কি হুন্দর আত্যুজ্জন শাস্তমূর্ত্তি। তাহার পর আবার কি দেখিলাম, দেই শাস্ত-মৃত্তির ভিতর হইতে যেন আর এক উজ্জলমূর্ত্তি বাহির হইয়া তীব্রবেগে সেই ভীষণ অলোকিক জন্ধটার দিকে ধাবিত হইল এবং শীঘ্রই তাহার উপর নিপতিত হইল। রবিকরসংস্পর্শে যেরূপ তুষার विश्वनिष्ठ इत्र. एमथिए एमथिए एमरे इरे । मूर्डिरे एमन श्रीना शाना। त्रभगील भाख हरेन এरः आमात्र श्वक्रहारेटक প্रণामभूर्सक अञ्चलिटक প্রস্থান করিল। আমারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রাতে গাত্রোখান করিয়া, প্রাত:ক্তত্যাদি সমাপন করিয়া, আমি

গুরুভাইরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তথন তাঁহার বাহিরের একটা ঘরে উপবিষ্ট আছেন ও আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমায় দেখিয়াই, তিনি জিজ্ঞাদা করিলেন, "রাত্রিতে ত তোমার নিদ্রার কোনও ৰ্যাঘাত হয় নাই ?" আমি সে কথার উত্তর না দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালিকার প্রেত-তত্তবিদগণের বৈঠকের সেই জীয়ণ ব্যাপারের অর্থ কি ? রমণী কোথা হইতে আদিল ? সেই ভীষণ জ্বানোয়ারটাই বা কি ?" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন তুমি ত রক্ষনীতে সব দেখিয়াছ? যথন সেই ভীষণ জ্বস্তুটা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, তুমিও ত সে সময় উপস্থিত ছিলে, তবে প্রশ্ন করিতেছ কেন ?" এই কথা গুনিয়াই আমি মহা আশ্চর্য্যান্বিত হই-লাম !—আমি ত গতনিশার স্বপ্লকাহিনী গুরুভাইকে পূর্ব্বে জানাই নাই, —তবে তিনি ভাহা কি করিয়া বুঝিলেন ! তবে কি আমার স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা অলীক নয় ? তবে কি তাহা আমার উত্তেজিত মন্তিকের ফলে সংসাধিত হয় নাই ? আমি উত্তর করিলাম, "আপনি ত অহিংসা-ধর্ম জীবনের সার করিয়াছেন, তবে কেন সেই ভীষণ জন্তটার বধসাধন 'করিলেন ? ইহাতে ত আপনার জীবনের ব্রতভঙ্গ হইল।"

তিনি একট হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি এই রমণীর জীবদশার ইতিহাস বলিতেছি, তাহা শুনিয়া তুমি সমস্ত ব্ঝিতে পারিবে। ওই রমণী অতিশয় স্থন্দরী ছিলেন ; কিন্তু তাহার স্বভাব অতিশয় ঘুণিত ছিল। পে কৌশলে কত যুবকের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাহার হাবভাবে, কত যুবক মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরা রমণী কাহারও প্রেমের প্রতিদান করে নাই। সে তাঁহা-দিগের প্রাণ লইমা ক্রীড়া করিমা আদিমাছে। মূর্থ যুবকেরা তাহার অক্সগ্রহ-পিপাস্ন হইরা তাহাকে সামাগ্র ক্রীতদাসের মত সেবা করিরা

আনিয়াছে; সে কিন্তু প্রথমে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পরে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের মর্ম্মপীড়ায় তাহার স্থ বোধ হইত। তাহার এই নির্দিয় প্রাণহীনতার অনেকের জীবন মক্রময় করিয়াছিল, এমন কি ছই একজন আত্মণাতী হইয়াছিল। তজ্জ্প্তই মৃত্যুর পর রমণীর এবস্প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা! অপরের প্রাণের শাস্তিভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়া, মরণের পর তাহার শাস্তি ছিলনা। অনেককে কাঁদাইয়াছিল বলিয়া তাহাকে এইরূপ কাঁদিতে হইল। আনেককে কাঁদাইয়াছিল বলিয়া তাহাকে এইরূপ কাঁদিতে হইল। আনে সেই যে ভীষণ অলোকিক জানোয়ায়টাকে দেখিয়াছিলে, বাস্ত্রুকি তাহা কোন জীব নহে। ওই হতাশ প্রেমিকগণের ভীষণ কোধ, মর্ম্মান্তিক স্থণা, প্রতিহিংসার তার আকাজ্জা এই সমস্ত সম্মিলিত হইয়া সেই ভীষণ নরঘাতী মৃর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। পাশবিক নিষ্ঠুর বাসনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহা ভয়য়র পশুর আকার পরিগ্রহণ করিয়াছিল। \*

<sup>ি</sup> শানবের মানসে উদিত ভাব ক্লাগোকে প্রবেশ করিয়া কোন একটা অপদেষ-ভার (Elemental) সহিত মিলিত হইরা ক্রিয়াশন্তিশালী একটা প্রাণীক্ষপে পরিণত হয়। চিন্তা সং হইলে তৎস্ট মূর্ন্তি সংক্রিয়াশীল শক্তিমান্ বন্ধুরূপে এবং অসং চিন্তার লারা প্রস্তুত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শক্তরূপে প্রেতলোকে বিচরণ করে। মহাশৃষ্টে আমরা অহরহঃ প্রতিমূহর্তে এইরূপ কতশত প্রাণীর ক্ষরন করিতেছি; আমাদিগের প্রত্যেক অভিপ্রার, প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক আবেগ এবং প্রত্যেক আশন্তি হইতে এক একটা মূর্ত্তি প্রস্তুত হইতে পাকে। হিন্দু ইহাকে ক্রত্যা বা বোগ্য দেবতা এবং বোদ্ধেরা, ইহাকে ক্রন্থ বলেন। সাধকের সাধন-পথে তাহার বা সমধর্মী অপরের চিন্তা মূর্ত্তি থাবা দের। ভজ্জন্মই সাধক মাঝে মাঝে ভার পায় ও সাধন-অন্ত হয়। ভাহার মনে কামবীর থাকিলে তাহা ক্লারী অপরা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধককে প্রপুর করে। ভাই একজন সাধক উপদেশ করিয়াছেন "মনকে অমল ও পবিত্র না করিয়া বোগ-ক্রিয়া আরম্ভ করা অভিশন্ত বিপদজনক"——মাং রঃ সং ]

"বিজ্ঞান-বিদেরা বেমন এক স্থ্রতরক্ষের সাহায্যে অপর স্থরতরঙ্গল স্থ মৃর্তিকে নট করে, আমিও দেইরূপ পবিত্র-প্রেম-চিস্তা-স্প্র্ট মৃর্তির বারা সেই ভীষণ মৃর্তির নাশ সাধন করিয়াছিলাম। ভগবৎ-প্রেমের বিমল তরক্ষে ক্রোধ-দ্বেম-স্প্র মৃর্তি গলিয়া গিয়াছিল। ভাই, ইহাতে কি আমার প্রাণীবধ করা হইল ?"

আমি যোগাননকে বৈলিলাম ''আমি দেখিতেছি, ভৌতিক চক্রে যোগদান করায় বিশেষ ফল আছে। আপনি যগুপি তথায় না যাহতেন, তাহা হইলে রমণীর উদ্ধার হইত না। তবে আপনি ভৌতিক চক্রে যোগদান করিতে নিষেধ করেন কেন ?"

ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, ''প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার বিশেষ ফল আছে, তবে ভারতবর্ষে নয়। যাহাদিগের পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস नारे, जाशांनिरात्र रेशांड উपकांत्र रत्रे। त्ररे উत्मरश्रेरे ८ अठ-ठ द পুরাকালে মেক্সিকো (mexico) প্রদেশে ইহা এক ঋষিসভ্য দ্বারা প্রথমে প্রচারিত হয়। সেখান ২ইতে বর্ত্তমানকালে তাহা ইউরোপ ও বর্ত্তমান আমেরিকায় আদিয়াছে। কিন্তু, প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার উপ-কারিত। হইতে অপকারিত। অনেক অধিক। মানবকে ইহা কুদংস্কার-হুষ্ট করে; হুর্বণ মান্ব যে কোন একটা প্রেতের আবেশকে মূত আত্মীয় অথবা খ্যাতনামা বাক্তি ও ধর্ম প্রচারক মহাত্মাগণের আবেশ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং মহাভ্রমে পতিত হয়। যাহারা মৃত্যুর পর প্রেত্যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয়াশক্ত, স্বার্থপর ও পাপী। প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা প্রেতচক্রের সাহায্যে মিথ্যা ও কাল্পনিক বিবরণ দিয়া মানবের কৌতৃহল বৃদ্ধি করে ও প্রাস্ত লোক-দিগকে অশান্তীয় প্রবাদ শিক্ষা দেয়। এই শ্রেণীর প্রেতদিগের স্বারাই, 'মানবের জনাস্তর হয় না' এই মিখ্যা শিক্ষা প্রেত-তত্ত্বিদেরা

প্রাপ্ত হইরাছে। এমন কি মহর্ষি-শিক্ষিত ভারতবর্ষেও অধুনা এই শিক্ষা প্রচারিত হইতে বসিয়াছে।"

আমার গুরুভাই প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার অপকারিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, আবশুক যদ্যপি হয়, আমি বারাস্তরে প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার বোধ ২য়, আপনানিগের অলৌকিক রহস্তের লেথক "প্রীযুক্ত মলয়ানিল শর্মা" যেরপ সরঞ্জমে তাঁহার দাদামহাশয়ের ঝুলিটি বাহির করিয়াছেন, তাহাতে আমার এ বিবয়ে আলোচনার আবশুক হইবে না। ঝুলিটিতে প্রেত-তত্ত্ব বিষয়ক সমস্ত কথাই বোধ হয় আছে। আপনারা যগ্যপি মানবের কৌতৃহল চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে অলৌকিক রহস্তের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বলিবার কিছুই নাই। আর যগ্যপি, প্রেত-তত্ত্ব আলোচনার মানব যে বিষম এমে নিপতিত হইতেছে, সেই প্রমদ্র করিতে বজুবান হন, তাহা হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনা-দিগের শ্রম সার্থক হউক।

শ্রীযোগানন্দের গুরুভাই।

# ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

( ? )

গত বৈশাথ সংখ্যায় পাঠক মহোদয়গণ "ভূতের ভীষণ প্রতিহিংসা"
শীর্ষক বৃত্তান্তে অমিয়নাথ বাবুর পরিচয় অবগত আছেন। প্রথম বৌবনে
তাদৃশ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যে অধুনাতন সবিশেব-অনুসন্ধান-পরাধ্যুথ
ব্রকদের ভাষ ভৌতিক-ব্যাপারে বিশাস করিবেন না, একথা বলাই

বাছল্য। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, তিনি দেবতা মানিতেন না—
এমন কি জগদীখরের সন্থায় তাঁহার বিখাদ একান্ত শিথিল ছিল।
কিন্তু প্রোটাবস্থায় আর সে অমিয়নাথ বাবু ছিলেন না—তথন তিনি
আনৌকিক কোন ব্যাপার শ্রবণে একেবারে অবিখাদ করিতেন না।
ভৌতিক-ব্যাপারে তাঁহার অটল বিখাদ জনিয়াছিল। গোঁড়া হিন্দু হইয়া
উঠিয়াছিলেন—এমন কি রক্তবর্ণে রঞ্জিত প্রস্তর্থণ্ড পথে পড়িয়া থাকিতে
দেখিলেও প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যে কয়েকটি
ঘটনার ভৌতিক-ব্যাপারে তাঁহার বিখাদ জন্মে, বৈশাথ নাদের "আলী
কিক রহস্তে" 'ভূতের ভীষণ প্রতিহিংদা' তন্মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা।
তৎকালে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য জীবিত ছিলেন এবং উভয় প্রাতাম
প্রাণপণে সংসারের শীবৃদ্ধি সাধন করিতেছিলেন।

অমিয়নাথ বাব্র প্রপিতামতের ত্ই পুত্র; একটি অমিয়নাথ বাব্র পিতামত। অমিয়নাথ বাব্র পিতামতেরও ত্ই পুত্র। জ্যেষ্ঠ অমিয় বাব্র পিতা। কনিষ্ঠ নিঃসন্তান, পরস্ক জোটের প্রতি অসামাল্ল ভিজিমান্। সর্বাদা ছায়ার ল্লায় ক্রেরের অর্থরে করেন। প্রথমে সকলেই এক পরিবারভুক্ত ছিলেন। পরে অমিয়নাথ বাব্র পিতামত ও খুল্লপিতামত অতি নামাল্ল কারণে বিচ্ছিন্ন হন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই খুল্লপিতামতের পুক্রটি পরলোক গমন করেন এবং নানাবিধ বাবসায়ে রাতারাতি বড়মান্থ্য হইতে গিয়া খুল্লপিতামত একেবারে সর্বাদ্যান্ত হইয়া পড়েন। অমিয়নাথ বাব্র পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই মানুষের নত মানুষ। তাঁহারা ত্ই ভাতায় সংসারের বিলক্ষণ প্রীর্দ্ধি সাধন করিয়া গ্রাম মধ্যে —শুধু গ্রাম মধ্যে কেন—সেই অঞ্চলে বিলক্ষণ থ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গণ্যমাল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। দোক্ষত্রগিৎসব প্রভৃতি হিন্দুর বারমানে তেরপর্ব বিলক্ষণ নিষ্ঠাস্থকারে

—যথে। চিত সমারোহে সম্পাদন করিতেন। ইহাতে পিতৃব্যের হাদয়ে স্থানল প্রধ্মিত ও ক্রমশঃ প্রজালত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উদারহাদয় লাতৃপ্রুছয় পিতৃব্যের প্রতি বিলক্ষণ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহায়া
মাসিক ৮০ আট টাকা করিয়া সাহায়্য করিয়া অপুল্রক পিতৃব্য ও তৎপত্নীর
অরসংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃব্য মহাশয় অস্থাবশে নিয়ত
লাতৃপ্রুলগণের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতেন এবং প্রত্যাহ নিত্যপৃত্রাস্তে
আরদাতা লাতৃপ্রুলগণের অমঙ্গল কামনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন
না। প্রাণপণ পরিশ্রমে লাতৃপ্রুছয়ের কিঞ্চিয়াল অনিষ্ট সাধন করিতে
পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তৎপত্নীও সর্ব্বপ্রয়ত্ত
স্থামীর এই মহৎকার্য্যে প্রচুর সাহায়্য করিতেন। ফলতঃ স্থামীর
"গাঁথুনীর" তিনি "সিমেন্ট"। কিন্তু ইহাতেও লাতৃপ্রুছয়ের মনে
ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা একই ভাবে পিতৃব্য ও তৎপত্নীর
পরিচয়্যা করিতেন; তাঁহাদের সন্তোষ্যাধনার্থ অনেক চেষ্টা করিতেন;
কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

কালক্রমে গুণধর পিতৃবা কঠিন পীড়ার আক্রাপ্ত হইলেন। রোগটি ক্রেমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। ল্রাতৃপ্রভ্রম ষথাসম্ভব চিকিৎসার স্ব্যাবস্থা, সেবা শুশ্রমা, ঔষধ মেবনাদি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। কিন্তু বৃদ্ধ পিতৃব্যকে বাঁচাইতে পারিলেন না। এক অতিক্রম্ম ছিলিনে ঘনার কারারত রক্ষনীতে বৃদ্ধ ইহলোক তাাগ করিলেন। সেদিন ঝড় বৃষ্টি হুর্যোগের সীমা ছিল না। ল্রাতৃপ্রভাবর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ পিতৃব্যের অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধাদি অবশ্রই যথাসম্ভব সোষ্ঠব সহকারে সম্পাদিত হুইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অমিয় বাব্র পিতৃব্য )

বিষয়কর্ম উপলক্ষে কলিকাতার গমন করেন। তথার তিনি করেকটি শাভন্তনক কার্যো প্রবুত্ত হইরা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। একদা সায়ংকালে তিনি একাকী বিশ্রামগ্রহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন.জানালায় একটি প্রকাণ্ড মুখ। দেহ নাই—কেবলই একটি মুখ !। মুখটি দেখিবামাত্র তাঁহার বিশ্বয় ও আতঙ্কের সীমা রহিল না। মুখথানি আর কাহারও নহে—তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃব্যের।। মুখ হইতে নিরতিশন্ন কঠোর স্বরে কেবল এইমাত্র বাক্য নির্গত হইল— "উন্নতি করিতে আসিয়াছ? অ'চ্ছা, উন্নতি কর: দেখি কতটা কি করিয়া তুলিতে পার।" এই বলিয়াই মুখট তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। অমিয় বাবুর পিতৃব্য নিভীক ও বলিষ্ঠ পুরুষ—তথাপি এই ব্যাপারে তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। একটিমাত্র বিশ্বস্ত ভূতা গৃহাস্তরে ছিল: দে তাঁহার পতনশব্দ ভূনিবামাত্র ব্যস্তদমন্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং পরম যত্নে তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করিল। এই দিন হইতে প্রভাহ তিনি একাকী থাকিলেই ঐ পিত্রা-মুখ তাঁহার নিকট আবিভূতি হইত এবং কঠোরস্বরে ঐ কয়টমাত্র কথা বলিয়া অস্ত-হিত হইত। কিন্তু যথন তিনি অন্ত কাহারও সঙ্গে থাকিতেন, তথন কিছুই দেখিতে বা গুনিতে পাইতেন না। অতঃপর তিনি অগত্যা একজন ৰলিষ্ঠ শিথকে শরীর-রক্ষারূপে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি দিবারাত্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত থাকিত। যথন সে পাকাদি কার্য্যে প্রভুর নিকট থাকিতে পারিত না, তখন পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভ্তাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া বাইত।

এইরূপ ব্যবস্থার অমিয় বাব্র পিতৃণ্য স্বকীয় পিতৃব্যের বদনদর্শন ও কঠোর ভর্ৎ সনা প্রবণ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা করিয়াছিলেন; কিন্ধু ইহাতে পরে কোন ফল দর্শে নাই। তিনি পিতৃব্যের হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। যথন তিনি পার্থানার যাইতেন, সেই সময়ে তথায় ঐ ভীষণ ক্রকুটি-করাল বদনথানি আবিভূতি হইয়া তাঁহাকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিত। এইরূপে মাসাধিককাল অতিবাহিত হইলে, তিনি বিলক্ষণ ব্ঝিতে পারিলেন যে, ক্রমশ: তাঁহার স্বাস্থাভঙ্গ হইতেছে; চিকিৎসার বাবস্থা করিলেন: কিন্তু চিকিংসকগণ রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারিলেন না। ত্রতঃপর হতাশচিত্তে তিনি ষ্পগ্রন্ধ ভ্রাতাকে অবিলয়ে কলিকাতায় আদিবার জন্ত পত্র লিখিলেন। তিনিও প্রাণোপম কনিষ্ঠের অস্বান্তা সংবাদ অবগত হইবামাত্র সর্ব্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং কনিষ্ঠের মুধে সমুদায় ব্যাপার অবগত হইয়া অভিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইলেন। একদা কনিষ্ঠ কহিলেন, "লাদা, বোধ হয় আমার আযুদ্ধাল পূর্ণ ইইয়া আসিল। পিতৃবোর করালকবলে আমাকে অতি শীঘ্রই প্রবেশ করিতে হইবে। আমি অনুক্ষণ দেহমধ্যে কি এক অন্তুভ্তপূর্ব ছবিবহ যাতনা ভোগ করিতেছি। চিকিৎসকগণকে এই বাতনার বিষয় পৃত্থামুপু**ত্থ**রূপে অবগত করাইয়াছি; কিন্তু তাঁহারা ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না—রোগটি যে কি, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।-এদিকে প্রত্যহই খুড়া মহাশরের ভীষণ মুথ দেখিতেছি-মুহূর্ত্ত-মাত্র আমাকে একাকী পাইলেই তিনি আমায় দর্শন দিয়া এরপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন।'' এ বুতান্ত অবগত হইয়া জ্যেষ্ঠ একেবারে হত-বুদ্ধি হইরা পড়িলেন-অতঃপর তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাণ করিয়া দিবারাত্র পরম যত্নে ভ্রাতার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। আর কিনে তিনি পিতৃবোর হন্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তজ্জন্ত অনেক উপায় করিতে লাগিলেন—কত যাগ যক্ত হইল—কত ভৌতিক-চিকিৎসক আসিল-কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অল্লদিনের মুধ্যেই

কনিঠ শ্যাশারী হইলেন। এখন প্রতিনিয়ত পিতৃব্যের ভীষণ মৃর্ষ্টি তাঁহার নেত্রোপরি আবিভূতি হইতে লাগিল। কি যে এক ছঃসহ যাতনায় তিনি মৃতৃাশ্যায় ছট্ফট্ করিতে লাগিলেন, তাহার মূল নির্ণীত হইল না। যাতনার কোনরূপ প্রতীকার চিকিৎসার ক্ষমতাতীত বোধ হইল। অর দিনের মধ্যেই জ্যেষ্ঠের ক্লোড়ে তলাত্ত্রীবন কনিষ্টের প্রাণবায়ু কোণায় অনস্তে বিলীন হইয়া গেল।

প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠ সংহাদরের ঈদুশ শোচনীয় মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ জীবন্যুত-প্রার লইলেন। তিনি চিত্তের স্বাভাবিক দৃঢ়তাবলে কথঞিং শোক-সংবরণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং বৈষয়িক কার্য্যে অধিকতর বাাপুত থাকিয়া ভ্রাতৃশোক বিশ্বত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর একমাত্র পিতৃব্যুপত্নীর গ্রাদাচ্ছাদনার্থ ৪, টাকাই যথেষ্ট মনে করিয়া তিনি এ পর্যান্ত তাঁহাকে আদিক 🙉 🔾 টাকা করিয়াই দিয়া আদিতেছিলেন। কিন্তু গুণবতী পিতৃব্যপত্নী স্বাভাবিক অস্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বরং স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে **ভাঁহার** অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ দিন দিন বর্দ্ধিত হইরা আসিয়াছে। অমিয় নাথের পিতা এ পর্যান্ত পুত্রবৎ তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং তিনিই বুদ্ধার শেষজাবনের প্রধান অবলম্বন, তপাশি বুদ্ধাও অবিচলিত ভাবে প্রতিনিয়ত তাঁহার অনঙ্গল-চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিভেন না এমন কি, তাঁহার কিছু না কিছু অনিষ্টদাধন না করিয়া বুদ্ধা জ্বগুরুণ করিতেন না। প্রতি বংসর অনিয়নাথের পিতা পরম সমারোহে **দীপ।বিতা পূজা করিতেন। তিনি নিজে পূজায় ব্রতী থাকিতেন।** এবার দীপান্বিতা পৃষ্ণার প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতেই বুদ্ধা পিতৃব্য-পত্নীর একটু একটু জর দেখা দিল। সীড়াটি ক্রমশ: বাড়িতে বাড়িতে পূজার পূর্বাদিন বৃদ্ধির চরম দীমায় পৌছিল। পাছে

পুৰার দিন-পুৰাকালে পিতৃব্যপত্নীর মৃত্যুনিবন্ধন অশৌচে পূজার ও ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্যের নিতান্ত অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অমিয়-নাথের পিতা নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্রামের প্রাস্তবর্ত্তী তাঁহারই একটি বাটীতে বৃদ্ধা ইদানীং বাস করিতেন। বৃদ্ধার মুখদোবে এবং তঃশীলতার গ্রামের সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ঘুণা ও অশ্রদ্ধা করিত। কেবল অমিয়নাথের পিতার মুখাপেক্ষী ২।১ জন ন্ত্রীলোক বুদ্ধার শুশ্রমায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্তরের আকর্ষণের **অভা**বে সেবা শুশ্রমাকার্য্য যতটুকু হইতে পারে—তাংগই হ**ইতে**-ছিল। বুদ্ধা ঐদীপাবিত। অমাবস্থার রন্ধনীতে—নিশীথকালে—দেহত্যাগ করিল। তৎকালে তাহার কাছে কেহট ছিল না: সকলে প্রজাদর্শনে গিরাছিল। স্থতরাং বুদ্ধার মৃত্যুসংখাদ যথাসময়ে অমিয়নাথের পিতার নিকট পৌছিল না। তিনি পূজাকার্য্যে একাগ্রচিত ছিলেন—এবং পূজান্তে ব্রাহ্মণভোক্তনাদি কার্য্যে ব্যাপুত ছিলেন-পিত্ব্যপত্নী এসময়ে তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হুইল। পরদিন বেলা ৯টা ১০টার সময় এই সংবাদ অমিয়নাথের পিতার কর্ণগোচর হইণ। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতৃত্যপত্নীর মৃতদেহের সংকারের ব্যবস্থা করিলেন এবং যথাশাস্ত্র তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রান্ধাদি সম্পন্ন কবিলেন।

মাসাধিককাল পরে একদা অমিয়নাথের পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন। কার্যা সম্পাদন করিতে দিবাভাগ অতিক্রাম্ভ হইন। সন্ধারে অব/বহিত পরে তথা হইতে অতি ক্রতপদ-সঞ্চারে গুরাভিমুবে যাত্রা করিলেন। দেহে অতুল সামর্থ্য-হত্তে স্থদীর্ঘ পক্ষবংশ-নিশ্মিত যষ্টি। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জ্বানিতেন না। এদিকে পৌর্ণমাসী বজনী—আকাশ নির্মাল—সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। কৌমুদী-

বিমণ্ডিতা প্রকৃতি দেবী শুল্র কৌষেয় বল্লে কলেবর আচ্ছাদন করিয়া হাস্তচ্চার দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন। অমিরনাথের পিতা প্রকৃতির তথাবিধ অপুর্ব্ধ দৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মুগ্ধ—অন্তমনস্ক। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি নিজ গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আদ্রকাননের নিকট উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ কাহারো কঠোর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণ গোচর হওয়ায় তাঁহার অভ্যমনস্ক ভাব দূর হইল। যে দিক হইতে শক্টি শ্রুতিগোচর হইয়াছল,দেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন—স্থদীর্ঘকায়া রমণী মূর্ত্তি— বিকট পৈশাচিক হাস্তে আম্রকানন মুখরিত করিয়া দণ্ডায়মানা। মুর্তিটি কাহারও নহে—তাঁহারই পিতব্য-পত্নীর।। দেখিবামাত্র অপব তিনি বিম্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বিরক্তি সহকারে কহিলেন ''আবার কেন ?'' মৃতিটি পুনরায় বিকট হাস্ত সহকারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—''আবার`কেন ? শুনিবে ? কর্ত্তার হাতে তোমার ভাই—আর আমার হাতে তৃমি ৷ কেমন বুঝেছ ত ?'' এই কথা শ্রবণ মাত্র মহা ক্রোধে— 'আঃ পাপীয়সি—আজও তোমাদের জ্বস্ত হাদয় পরিবর্ত্তিত হইল না-এখনো সাধ মিটিল না'' এই বলিয়া তিনি করস্থিত সেই স্থণীর্ঘ ষষ্টি মহাবেগে ঐ মৃতির প্রাত নিক্ষেপ করি-লেন। মুর্ভিটি পুনরায় সেই পৈখাচিক বিকট হাস্তে দিল্লগুল পরিপূর্ণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তিনিও যৃষ্টি কুডাইয়া লইগা বিচলিত চিত্তে গ্রে উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার পর মধ্যে মধ্যে ঐ রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আবিভূতি হইত এবং ঐ একই কথা বলিয়া অন্তৰ্হিত হইত। হুই এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার দেহের ভাবাস্তর ঘটতে লাগিল। তিনি প্রত্র অমিয়নাথকে সম্বর বাটি আসিতে পত্র লিখিলেন। অমিয়নাথ পিতার পত্র প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতা ेকহিলেন,—''বংস, ভোমার পিতৃবোর মৃত্যুর আমুপুর্বিক বিবরণ অবগত

আছ—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। আমি ধুড়ীমাতার হাতে পড়িরাছি। তিনি আমাকে না লইরা ছাড়িবেন না। তুমি বিষয় আশ্র সমস্ত ব্রিয়া লও।" এই বলিরা তিনি পুত্রকে বাটাতে থাকিতে আদেশ করিলেন। অমিরনাণ চাকরী ত্যাগ করিয়া পিতার চরণতলে দিবারাত্র উপস্থিত থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। চিকিৎসাদির কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই। কিন্তু ছঃথের বিষয় এই যে, ৩৪ সপ্তাহের মধ্যেই পিতা ইহলাক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অমিরনাথ এই তিনটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভৌতিক-ব্যাপারে আস্তা স্থাশনে বাধ্য হন।

শ্রীঅবিনাশচক্র মুখোপাধ্যায়।

# ভূতের চণ্ডিপাঠ।

বৈশাধ মাস। অত্যন্ত গ্রীয়। শনিবার ত্ইটার সময় আফিসের ছুটি হইলে যথন রাস্তায় আসিয়া ট্রাম গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, তথন প্রচণ্ড রৌদ্রে ও অগ্নিক্চ্লিপের ন্তায় প্রবল বায়তে সর্বশরীর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। এক সপ্তাহ মেসের বাসায় থাকিয়া তই দিনের জন্ত আজ বাটী বাইব। রৌদ্রের কট অগ্রাহ্থ করিয়া ট্রাম গাড়ীতে উঠিলাম এবং যথা সময়ে শিয়ালদ্ধ টেসনে আসিয়া ২-৩০ মিনিটের গাড়ীতে সাড়ে তিনটার সময় নিজ্ঞামে পৌছিলাম।

টিকিট দিয়া টেশনের বাহিরে আসিতেই গোবিন্দ খুড়া একথানি দোকানের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন "এই যে প্রিয়নাথ এয়েচ, আমি আরো ভাবিতেছিলাম। আব্দু হেমের বিবাহ; তোমাকে বাইতে হইবে। তোমার কাপড় চোপড় সব বাড়ী হইতে আনিয়াছি।

তোমাদের চাকর আমাদের সঙ্গে ঘাইতেছে। তাহার নিকট তোমার আফিসের কাপড লোপড ছাডিয়া দাও।'' স্বয়ং হেমও আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল "বাবেনা ভাই। না গেলে তোমার দঙ্গে আর কথনও কথা কহিব না।'' হেম আমার গুল্লতাত-পুত্র। তাহার পিতামহ ও আমার পিতামহ তুই সহোদর ছিলেন। সমবয়য়, সহপাঠী ও অভিন্ন-হাদর বন্ধু হেমের অমুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কাজেই যাইতে হইল। আমার সমবয়ত্ত আরো ৪।৫টি বন্ধ আসিয়াছিল।

যথা সময়ে টে ৰ আসিলে আমরা সকলে বর লইয়া এক কামরায় উঠিয়া পরম্পর হাস্ত পরিহাস করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। বিবাহ কলিকাভার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বারুইপুরের নিকট কোনও পল্লী-গ্রামে হইবে। ক্সাক্র্রার বাটা পৌছিতে প্রায় রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। বিবাহের লগ রাত্রি ১১টার পরে। অতএব কন্সাকর্তার অনু-**८वार्ध (शोष्ट्रियात्र किकि**९ भटऱ्डे यत्रगाञीरमत्र आहात्रामित्र आन হইল। আহারাদি শেষ হইলে অনেক বরষাত্রী বাটী ফিরিলেন। কেবল স্মামরা ১০।১৫ জন যাহারা বরের পরম আত্মায় তাহারাই রহিলাম।

वत्रयाखीरमञ्ज विमात्र कतित्रा ग्राहाता भन्नन कतिए हाहिरमन, छाहा-দের শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিবাহ আরম্ভ হইল। বিবাহ সভায় বরকর্ত্তার সহিত আমরা ৪।৫ জন বরের বন্ধু উপস্থিত হইলাম। বিবাহ শেষ হইতে রাত্রি ১টা বাজিল। তাহার পর আহার করিয়া আমরা যথন শয়ন করিলাম, তথন প্রান্ত রোত্রি দেড়টা।

वत्रवाजीरम् त भन्नत्वत रायान वत्मावछ इटेग्राहिन, रायान आद তিলার্দ্ধ স্থান নাই। কাব্দেই ক্সাকর্তার বাটীর নিকট অন্ত এক `বাটীতে আমাদের শ্যা হইল।

ঐ বাটার সদরে দরশা-বসান একটা ছোট পূঞার দালান ও তাহার লাগাও একটা বৈঠকখানা। বৈঠকখানার দরজা সদাই তালা-दक्ष থাকে। প্রাঙ্গণ আবর্জনা ও অঙ্গণে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয় ৰাটীতে কেহ ৰাগ করে না। বস্তুত তুইটা বিধবা দ্বীলোক বাতীত বাটীতে আর কেহই থাকে না। তাঁহারাও সর্বদা অন্দরমহলে থাকেন। मनत वांगिरक चामिवात कांशास्त्र वड़ चांवशकका इम्र ना । अनिनाम, বাটীর কর্ত্তা বিদেশে চাকরী করেন ও পেইখানেই সপরিবারে বাস करतन। পূজার দালানে বিছান। করিয়া আমরা ৩।১ अन সমবয়স্ক বন্ধু, ছইজন চাকর ও নাপিত শয়ন করিলাম। তথন প্রায় রাজি আনাজ আডাইটা হইবে।

শন্ত্রন মাত্রেই সকলে নিদ্রিত হইল, কেবল আমার আর বিপিনের নিজা আসিল না। চুপ করিয়া শরন করিয়া আছি। চারিদিক নিস্তব্ধ। মৃত্যুন্দ বায়ু নিকটস্থ বুক্ষ শ্রেণীতে লাগিয়া দন দন শব্দ হইতেছে। একাদশীর চক্র সবে মাত্র অদুখ্য হইয়া ধরাতলে অন্ধকার বিস্তার করিয়াছে, এমন সময়ে নিকটস্থ বৈঠকথানায় হঠাৎ থড়মের भक् रहेल। त्वांध रहेल, त्वन त्कर अड्म शास्त्र निश्वा त्वड्राहेट छह ! ২া১ মিনিট স্থির হইয়া গুনিলাম। ঠিক বৈঠকথানার ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে। তথন বিপিন কহিল-

"গুনিতে পাইয়াছ ? কি বল দেখি ?"

আমি। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বৈঠকথানায় কি কেহ আসিয়াছে ? কিন্তু কেমন করিয়াই বা আসিবে সদর দরজা বন্ধ। ष्यन्तत्रप्रम निष्ठा व्यानित्व इहेटन नामात्मत्र छेभत्र निष्ठा याहेटक इहेटन। कातन, উঠান জন্মলে পূর্ণ। সেখানে রাত্রে কেহ যাইতে সাহস করিবে না।

বিপিন। তাইত, আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

লক্ষ্মীনারারণকে আলো জালিতে বলিলাম—দে বলিল ''ভর কি ? ও কিছুই নর। রাম রাম বাম বল, ব'লে চুপ করে ঘুমাও।''

আমরা হাদিরা বলিলাম "লক্ষ্মীনারারণ ! তুমি যখন কাছে রহিরাছ, তখন আমাদের ভর কি ? ভবে এরূপ অবস্থার অন্ধকারে থাকাও ভাল নয়। মন্দ লোকও ত'আদিতে পারে ?''

আর অধিক আপাত না করিয়া লক্ষানারায়ণ লগ্ঠন জালিল। ইতিমধ্যে খড়মের শব্দ মধ্যে মধ্যে হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইতেছে।
লগ্ঠনটি লইয়া আমরা বৈঠকখানার বারাণ্ডায় গেলাম; গিয়া দেখিলাম,
বৈঠকখানায় তালা বন্ধ। দরজার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল তুই
বংসর তালা খোলা হয় নাই। সদর দরজাও আমরা যেমন বন্ধ
করিয়া আসিয়াছিলাম, সেইরূপই রহিয়াছে। বৈঠকখানার ভিতর
যতদ্র আলো যাইতে লাগিল, ভাল করিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে
পাইলাম না।

আমরা যাইবার পূর্ব্বেই শব্দ বন্ধ ইইয়াছিল। কিছু দেখিতে না পাইয়া আমরা আসিয়া বসিলাম। লক্ষ্মীনারায়ণকে তামাক সাজিতে বালয়া ছই তিন মিনিট বসিয়া ,আছি। পুনরায় শব্দ ইইতে লাগিল। এবার থড়মের শব্দ নয়,—কেশোকুশীর। পুনরায় আলো লইয়া উঠিলাম। এবার কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল "ঠাহারা উপদেবতা (বলিয়া উদ্দেশে করবোড়ে প্রণাম করিল) পূজা করিতেছেন। পূজার বাাঘাত করিলে ঠাহাদের অভিসম্পাতে পাড়তে হইবে"। কিন্তু যথন দেখিল যে, আমরা তাহার আপত্তি শুনিলাম না, তথন কাজেই আমাদের দক্ষে চলিল। এবায়ও কিছু ধেশিতে পাইলাম না। কাজেই তামকুটে মনোনিবেশ করিলাম।

ইতিমধ্যে অক্সান্ত বন্ধুতার হুঁকার শব্দে উঠিয়া বসিলে। সকলে মিলিয়া উপস্থিত বিষয়ে আন্দোলন করিতেছি—পুনরায় কোশাকুণীর শব্দ ও তৎসক্ষে স্থামিষ্টস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। যেন কেই চণ্ডিপাঠ করিতেছে। আমরা অনেককণ স্থির হইয়া কথা বুঝিবার চেটা করিলাম কিন্ত व्विट्ड भाविनाम ना ' ১०।১৫ मिनि छित्र ভार्ट अनिनाम। भरत देव्हेक-খানার ভিতর প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা क्रिनाम। रेतर्रक्थानात जाना अि भूताजन, थूनिर्ज विरमय क्ष्टे পাইতে হইল না।

তালা খুলিবার সময় মন্ত্রোচ্চারণ ও কোশাকুশীর শব্দ একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। কেবল বিরক্ত হইলে লোকে যেরপ ''উুঁ:'' ''উুঁ:'' শব্দ করে. সেইরূপ শব্দ ঘরের ভিতর হইতে শোনা যাইতে লাগিল। তালা পুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া আমরা অর্দ্ধঘন্টা ধরিয়া খুঁ।জলাম। কিন্তু কিছই দেখিতে পাইলাম না। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরিত্যক্ত হঁকা গ্রহণ করিয়া তামাক পাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দালান হইতে বৈঠকথানায় যাইবার দরজায় বিপিনের দৃষ্টি পড়িল।

"ওরে বাবারে; ও কি ?" বলিয়া বিপিন চীৎকার করিয়া উঠিল। 🧸 আমাদের সকলের দৃষ্টি কাজেকাঞ্জই সেই দিকে পড়িল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে সর্কারীর কম্পিত ও বাক্য-রোধ হইল। দেখিলাম, এক দীর্ঘকার ব্রাহ্মণ গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ও রুদ্রাক্ষ লম্বমান। নামাবলীর উত্তরীয়। এক দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতেছে। একটু স্থির হইয়া আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কে?" কোনও উত্তর নাই। ছই তিনবার জিজাসা করিলাম, তথাপি নিরুত্তর। ইতি মধ্যে লক্ষী-নারায়ণ করপুটে প্রণত হইয়া বার বার বলিতে লাগিল 'বাবা। আমারু অপরাধ মার্জনা করিবেন।" প্রায় ৫ মিনিটের পরে বোধ হইল বেন:

মহুষামূর্ত্তি দেয়ালের সহিত মিলিয়া গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আদিয়া ঘড়ি দেখিলাম.৪টা বাজিয়া গিয়াছে; তথন আর এবিষয় চেষ্টা করা রুপা বিবেচনার, বাকী রাত্রি টুকু গল্প সল্ল করিয়া কাটাইলাম। প্রভাতে প্রাতঃক্তা সমাপন করিয়া কন্তাকর্তার বার্টাতে উপস্থিত হই-লাম। ছই একটি প্রয়োজনীম কার্য্য শেষ করিয়া, বরের সহিত বন্ধুগণের নিকট আসিলাম। তাহারা তথন গ্রামস্থ কয়েকটি যুবকের সহিত ঐ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন। ঐ গ্রামবাসী একটি শিক্ষিত যুবক্ বলিতেছেন-- "আমরা অনেক অনুসন্ধান-অনেক চেষ্টা করিয়া দেখি-ষাছি. কোন কারণই নির্দেশ করিতে পারি নাই। কাজেই ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইয়াছে।" আর একটি কলিকাতা-বাসী গুবক বলিলেন, ভূত কথনও বিখাস করি না। আর যতক্ষণ চক্ষে না দেখিব-তভক্ষণ আমি বিশ্বাস করিব না। ভূত যে চণ্ডী পাঠ করে, ইহা আশ্চর্যাও অসম্ভব, এই বণিয়া তিনি উচ্চ হাস্তা করিয়া উঠিলেন। দেইথানে ক্**ন্তাক্**র্তার গুরুদেব বসিয়া হরিনামের মালা জ্প ক্রিতে ছিলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের আফুতি ঋষির ফ্রায়; দেখিলে ভক্তি হয়। তিনি আত্তে আত্তে বলিলেন, "বাপু এই বিশ্ব সংদারে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ঈশরের কার্য্য আমরা বুঝিতে পারি, বা সমালোচনা করি, এমন বিস্তা বুদ্ধি আমাদের নাই। কোন বিষয় বুঝিতে পারিলাম না ব'লে. কাহাকে ও অবিখাদ করা উচিত নয়। এই ভৌতিক ব্যাপার দহদ্ধে এমন আশ্চর্যা ঘটনা আমি চাকুষ দেখিয়াছি যাহা শুনিলে তোমরা বিশাস ত করিবেই না, অধিকস্ক আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবে।"

আমাদের ঐ ঘটনা শুনিতে অত্যস্ত কৌতৃহল হইল। উহা বলিবার জ্ঞ উাহাকে অত্যস্ত জেদ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন—"এখন- कांत्र ममम् नम्, ट्लामता छ देवकारन यारेटव ? आहांत्रां, नत्र भन्न वनिव। আহারাদির পর তিনি যে গল বলিলেন পর সন্থ্যায় ভাহা বিবৃত করিব।"

উপস্থিত ঘটনার আমরা আবার অমুস্কান করিয়াছিলাম: কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। এখন শুনিতেছি দেই বৈঠকথানা ভাঙ্গিয়া নৃতন করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। গৃহ∙কর্তাও পেন্দন্ লইয়া সপরি-বারে বাটী আদিয়া বাদ করিতেছেন, এখন আর কোনও গোল নাই। শ্রীরাপাল দাস চট্টোপাধ্যায়।

### দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

(৯১ পৃষ্ঠার পরে)

বেলা অবসান হইয়াছে। ভগবান মন্ত্রীচিমালী পশ্চিমগগনে অন্তা-চলচ্ড়া আরোহণ করিয়াছেন। সোণার কিরণে দিল্লগুল, বুক্ষলতা শ্রেণী, মাঠ, বাট, ঘাট সমস্ত যেন কি এক অপূর্ব্ব 🗐 ধারণ করিয়াছে। দিবসের ক্লান্তিদুর করিয়া ফুর ফুরে দখিনা বাতাস বহিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এক এক করিয়া বয়স্তগণ সকলে মিলিত হইয়া রহ্স মধ্যে প্রবৃত্ত হইল। ব্যোমকেশ আজ অপেক্ষাকৃত পঞ্চীর। যেন কি একটা কঠিন সম্ভা তাহার মাণায় খুরিতেছে, তাই সঙ্গিগের প্রগণ্ভ বাক্চাত্রীর মধ্যে সে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। এমন সময় ধীরপাদ্ধিক্ষেপে রুদ্ধ ভট্টাচার্ঘ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য। বলি ভায়ার ভাবটা যে আজ কেমন কেমন ঠেকচে। মুখথানা ওরূপ গভীর কেন ় নাতবৌএর সঙ্গে ঝগ্ড়া হয়েচে না কি?

(व्याभरक्षा ना नाना मंभाव, कान (थरक जाभनाव कथा क्राना

আশার একটু ভাবিরে তুলেছে। আমি চিস্তা করে দেখলুম, বাস্তবিকই তো আমার নিজের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আত্মা ও শরীর ব'লে ছ'টো কথা মুখস্থ ক'রে রেথেছি মাত্র. কই ভিতরের মর্মতো কিছু গ্রহণ করতে পারি নি !

ভট্টাচার্য্য। ভাষা, ভিতরের মর্ম্ম বুঝতে হলে ভিতরে চকতে হবে. বহিমুখী চিত্তরভিকে অঞ্জুখী করবার জ্বন্ত সাধনা করতে হবে, তা হলে যিনি বাহিরে বতু হয়ে বিরাজ কজেন, ভিতরে তাঁকে একরপে সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত দেখবে, তথন আসল কথা বুঝবে।

ব্যোনকেশ। দাদা ম'শায় এতটা একবারে মাথায় প্রবেশ করবে না। আপনি যেরূপ বাড়াবাড়ি করে তুলচেন, তাতে আমার আত**ঃ** উপস্থিত হচ্চে। হচ্চিল ভূতের কথা, ক্রমশ: স্ক্রশরীর এল, শেষে এখন সব ধরে টান দিচ্চেন। আমি অত গোলমালের মধ্যে নেই।

ভট্টাচার্যা। ও রে. ও কাণ টানলেই মাধা আসে। তোকে তো আমি পূর্বেই বলেচি, যে মানবের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হ'লে, প্রেততত্ত্ব ভাল ক'রে আলোচনা করা যায় না। কথাটা যথন উঠেছে; একটু কষ্ট স্বাকার ক'রে বোঝবার চেষ্টা কর। বলি অভিব্যক্তি জিনিষ্টা ব্ঝিস কি ?

ব্যোদকেশ। খুব বৃঝি । যাকে আমরা—Evolution বলি ? তাইতো Spencer এর মতে Evolution হচ্চে a continuous passing from the homogeneous to the heterogenous under the influence of the environment-

ভট্টাচার্যা। ভাল মোর দাদারে, যেন থই ফুটলো। বলি অভ বাগাড়ম্বর ছেড়ে দিয়ে সোজা স্থাজ বাঙ্গলা ভাষায় বল না জিনিষটা কি? স্বাই তো আর তোমার মত Darwin, Spencer এর আত্ত শ্ৰান্ধ করে নি !

ব্যোমকেশ। ঘাট—হয়েচে দাদা মৃ'শায়, এই নাকে থং দিলাম, আয়ু যদি ইংরাজী বলি। এখন কি বলতে হবে বলন গ

ভট্টাচার্য্য। কোন একটা উদাহরণ দিয়ে ওই ভোর Evolution এর ব্যাপারটা ভাল করে বুঝাবার চেষ্টা কর দেখি।

ব্যোমকেশ। ধরন না কেন এই গাছটা কি করে হ'ল ? ঐ বীজ থেকে তো ? প্রথমে বীজ ছিল, তার পরু দেই বীজ পেকে বৃক্ষের অভিবাক্তি বা ক্রমবিকাশ হয়েচে।

ভট্টাচার্য্য। কি করে হ'ল ?

ব্যোমকেশ। কেন, বীজটা মাটিতে পোতাহলে, ক্ষিতি, জ্বল, বায়ু, উত্তাপ ইত্যাদি বিভিন্ন জাগতিক শক্তি ওর উপর ক্রিয়া করতে আরম্ভ করলে। বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। যেমি প্রোথিত বীজের উপর বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া স্থক হলো, অমি বীজের মধ্যে নিহিত শক্তিতে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হ'লো। এই সংঘ্রের ফলে নিদ্রিত বীজ্বশক্তি মূর্জ্ঞাবস্থা বা অপ্রকটভাব পরিত্যাগ করে অক্ক্ররূপে বাহিরে এদে ক্রমে বুক্ষাকারে পরিণত হ'ল।

ভট্টাচার্য্য। বেশ, বেশ—সোজা কথায় বল্না কেন, বীজের মধ্যে একটা শক্তি ঘূমিয়ে ছিল। বাহিরের শক্তির তাড়নার সেটা জেগে উঠে বাহিরে এসে বৃক্ষাকারে দেখা দিলে। এরি নাম হ'ল অভিব্যক্তি বা পরিণাম। এখন এই জগৎটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, দেখ্বে সর্ব্বত্তই এই পরিণামক্রিয়া বা অভিব্যক্তির ব্যাপার চলেছে। এই অভিব্যক্তি শুধু বাহিরের স্থলজগতেই সীমাবদ্ধ নয়; মানবাত্মার মধ্যেও ইছা পরিদৃশ্রমান। বীজ যেরূপ মৃত্তিকাতে প্রোথিত থেকে ক্রমশঃ বিদ্ধিতারতন হয়ে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়,—মানবাত্মা রূপ বীজ সেইরূপ এই সংসারক্ষেত্রে থেকে ক্রমশঃ উৎকর্ম প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্ম স্থাক্রপা লাভ করে। এবং মৃত্তিকার ক্রোড় ও জ্বলবায়ু উত্তপাদির সংস্পর্শ ভিক্স

বেরপ বীজ-নধান্ত বক্ষের অভিযাক্তি হয় না, সেইরপ প্রকৃতির ক্রোড ভিন্ন জীবাসার মধ্যে নিহিত ব্রহ্মশক্তির ও উদ্বোধন হয় না। তাই জীব প্রথমবিস্থায় সংসার ভোগ করবার জক্ত আসে, এবং মাতৃত্ততের ভার প্রকৃতি নিহিত ত্রন্ধরদ পান ক'রে দিন দিন পুষ্টিলাভ করে। ইহারই নাম প্রবৃত্তিমার্গ। এই প্রবৃত্তিমার্গী জীব ব্রহ্মাণ্ডের নিমন্থ লোকত্তম আশ্রম করে থাকে, আর জীমের পর জন্ম এই তিনটি লোক আসাদন করতে পাকে। এই লোকত্ররের নাম ভঃ ভবঃ এবং স্বরু, মর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও থর্গলোক। যতদিন পর্যান্ত এই লোকত্ররের রুদাস্থাদন রূপ বাসনার ক্ষয় না হয় তত্দিন বার বার জন্মপরিগ্রহ করতে হয় এবং মর তে হয়। এই হ'ল সংগার চক্র, যার আবর্ত্তনে পড়ে আমরা দিবারত্রে ঘুরপাক খাজি। এ পর্যাস্ত কথাটা বুঝিলি কি ?

বোমিকেশ। দাদা ম'শায়, গোলযোগ বড়ই বেড়ে গেল দেখ हि-ভঃ ভবঃ সঃ ওসব মেলা কি বল্লেন কিছুই বুঝলাম না! কথাটা একট পরিষ্ঠার করে বলুন।

ভট্টাচার্যা। মন দিয়ে শোন। বাকে তোরা Nature বলিদ দে টা - কি উপাদানে তৈয়ারী বল, দেখি 📍 আর তার বিস্তৃতিই বা কত দূর 🤈

ব্যোমকেশ। কেন, Nature বা প্রকৃতি ত জড়পদার্থ, আর ইছার উপাদান তো জড়ের পরমাণু সমূহ।

ভট্টাচার্য্য ৷ এই পরমাণু সমূহ সমস্তই কি এক প্রকৃতি বিশিষ্ট ? ব্যোমকেশ। ভাকেন? কেহ বা কঠিন, কেহ বা দ্রব কেহ বা বারবীর অবস্থাপর।

ভটাচার্যা। তা হ'লে বুঝা গেল ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের মতে জড়-পদার্থ কাঠিক, তারলা ও বাঙ্গাকৃতি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন এবং এই তিন প্রকারের অতীত আর কোন অবস্থা জড়ের বা প্রকৃতির নাই। কেমন ?

বোামকেশ। হাঁ, তা ছাড়া বিজ্ঞান ঈগর বা আকাশ বলে আর একটা অদৃশ্র অচিস্তা ও অপরিমেয় পদার্থ স্বীকার করে, দেই ঈথর পদার্থকে আপনার হিসাবে জড়ের চতুর্থ অবস্থা বলা যেতে পারে।

ভট্টাচার্য্য। ভাল কথা, তা হ'লে তোমাদের মতে ঈথার এ এলেই জড় জগতের প্রান্তগীমায় এসে পৌছান গেল। এই খানেই matter বা জড়ের শেষ ? কেমন ?

ব্যোমকেশ। তাই—আপনাদের বিজ্ঞানে কি আরও কিছু বলে নাকি 
 কিন্তু এটা মনে রাপবেন বিনা প্রমাণে কোন কথা গ্রাহ হবে না।

ভট্টাচার্যা। অত বাস্ত হ'ন্কেন ? তোরা যে ঈথার মানিস সেটা কোন প্রমাণের বলে ? এই মাত্র তো ওনলাম যে সেটা অদৃখ্য, অচিন্তা ও অপরিমের গ

বোমকেশ। দাদাম'শার এই বার ঠেকিরেচেন। বিজ্ঞানের রাজ্যে সতা আবিফারের একটা পদ্ধতি এই যে, কোন একটা বিষয়ের কারণ নির্দ্ধারণ কর্তে হলে সময়ে সময়ে কোন একটা অভিনব বা অজ্ঞাত পদার্থের কল্পনা করতে হর, এবং কথনও কথনও সেই পদার্থটা কিরুপ শক্তিবা ক্রিয়াবিশিষ্ট সেটাও অনুমান বা কল্পনা করে নিতে হয়। পরে ষধন গণিতশান্তের নিষ্কমগুলি সেই পদার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ষ্য দেখা ষায় এবং তাহার সাহায্যে এমন অনেক নৃতন বিষয় জান্তে পারা যায় বেশুলা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, আর তার অন্তিম স্বীকার করে-নিলে ন্তনতর কোন গোলঘোগের মধো না---পড়তে হয়, তথন বৈজ্ঞা--নিকেরা সেই কাল্লনিক পদার্থটাকে—সত্য বলে গ্রহণ করেন। ঈথর সম্বন্ধে ঠিক এই কথা গুলি খাটে। সেই জন্ত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এখন ইপরের অন্তিত্ব স্থীকার করে নিম্নেচেন।

ভট্টাচার্য্য। ভাষা, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের এই প্রকাণ্ড হাতী গুলো

व्यनात्रारम-भनाधः कद्रण करत्रह, यद व्यक्ति दक्त दल्ली मूनि श्रविरन्त বিজ্ঞানের বেলায়। তথনই কেবল চোথে না দেখলে কুছু নেহি মানতা হায় !

বোমকেশ। আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না। আপনাদের শাস্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীটার মোটেই কোন সংবাদ পাওয়া ষার নাবে। ইউরোপীয় পঞ্চিত দশটা দেখে গুনে তার উপর যুক্তিতর্ক থাটিয়ে তবে একটা সিদ্ধান্ত থাড়া করেন। দিনরাত Laboratory তে পরিশ্রম কচ্চেন, কত পরীক্ষা কচ্চেন,তবে একটা আধটা সভ্য নির্দ্ধারিত হচ্চে। মুনি ঋষিরা ল্যাবরেটরির কোন ধার ধারতেন বলে তো क्षिनिन ।

ভট্টাচার্যা। শুনবি কি করে বল, দে রামও নেই-দে অবোধ্যাও নেই। কাল-ধর্মে সবই লুকিয়ে গিয়েছে। এখন তোরা পলাশার হতে ভারতবর্ষের ইতিহাস স্থক করিস, আর তার আগে দেখিস্ শুধুই ংবাঁয়া। তোদের দোষ কি বল, দেশে যেমন শিক্ষা প্রচলিত হয়েচে. ভোরা তো তাই শিথ বি। আজ তোরা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের ল্যাবরেটারিতে পরিশ্রম করা দেখে অধাক হয়ে গেছিস্! তাঁদের উদাম ও সত্যানিষ্ঠা শতমুৰে প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং তোরা আজ কাল যেরূপ 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্ত্তি মাত্র লক্ষ্য করে বিদা-মন্দিরে প্রবেশ করিস, তাতে যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের সভ্যাত্ররাগ ও জ্ঞানলাভেচ্ছার বিষয় চিস্তা করতে শিশ্লে তোদের অশেষ কল্যাণ হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূলে যাস্নে যে ওর শতগুণ উভ্তম, সহস্রগুণ স্ত্যামুরাগ একদিন এই ভারতভূমিতে আমানের পূর্ব্ব পুরুষেরা দেখিয়ে গিয়েছেন। সত্যলাভের জন্ম তাঁরা वरन, পর্বত-গুহায়, জনহীন প্রান্তরে, অর্দ্ধাশনে, অনশনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বংসরের পর বংসর কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ

তোৱা কথায় কথায় পাশ্চত্য পরীক্ষা সিদ্ধ প্রণালীর (experimental method ) উল্লেখ করে আমাদের শাস্ত্রীয় সত্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিস, কিন্তু তোরা জানিস না যে ঋষিরা এমন একটা জিনিষের বিষয় উল্লেখ করে যান নাই, যেটা তাঁদের প্রত্যক্ষদিদ্ধ নয়। রসায়ন, জ্যোতিষ শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা যা কিছু আবিদ্ধার করে গিয়েছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত উন্নতি করেও এখনুও তার নিকট পৌহুছিতে পাবে নি।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায় এখনকার মত ল্যাব্রেটারী যে তথন বা কোন কালে এদেশে ছিল, এ দাবী আজ পর্যান্ত কেহই করেন নি। তবে কি ক'রে তাঁরা এই সব সতা আবিষ্কার করতেন, তা আমিতো ভেবে ঠিকই পাই না। কাজে কাজেই মনে কেমন সন্দেহ হয়। এ সম্বন্ধে আপনার বলবার কি আছে ?

ভট্টাচার্যা। বেশ করে কথাটা বোঝা। প্রমাণতত্ত্ব বুঝাবার সময় তোকে বলৈছি প্রত্যক্ষই সকলের (চয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একথা আজ শুধু ষে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বল্চেন তা নয়, আমাদের দেশেও এই মত চিরদিন সমাদৃত। তুই যদি বলিস্, তবে শাস্ত্রগুলো কি, আর বরাবরই এদেশে শাল্কের দোহাই দেওয়া হয় কেন ? তার উত্তরে এই যে. শাল্ক-নিহিত তত্ত্ত্ত্তি ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যা, তাই শাস্ত্রের এত আদর। কল্পনা এখানে আদর পায় না , এমন কি ভূই যেরূপ বৈজ্ঞানিক কল্পনার কথা বল্লি, তাও না। ঋষিরা জাগতিক তত্ত্বের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ কত্তেন, তাই আমাদের<u>"</u>দেশের দর্শনশাস্ত্র:শুধু চিস্তামাত্রের ফল নয়। তবে বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রণালীর সহিত তাঁদের অনুস্ত প্রণাণীর একটা মূলগত পার্থক্য ছিল। ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞান যন্ত্রাদি নির্মাণ করে স্ক্রতত্বসমূহ জান্তে চেঠা করে। ঋষিরা তা করতেন না। তাঁরা ইক্রিয়-শক্তি বুদ্ধি করার চেষ্টা করতেন। তাঁরা জানতেন যে, মানুষের

মধ্যে এমন সব শক্তি নিহিত আছে. ধেগুলার ক্ষরণ হ'লে মামুষ অনামানে জগং-তত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে। যে বিস্তা প্রভাবে তাঁর। এরপ করতে সমর্থ হতেন, তার নাম যোগবিছা। যোগ কথাটা উচ্চারণ করণেই ভোরা একটা কিছু মাজগুরি ঠাউরে বসিস্। মনে করিস যে,ও একটা গঞ্জিকাপুন সংস্কৃত মস্তিক্ষের বিকার মাত্র। 🗪 🕏 বাস্তবিক তা নয়। অতি যদ্ধের সহিত ইহার অনুষ্ঠান করতে হয়। আর দে জন্ত যেরূপ কঠোরতা, আত্মদংযম, দৃঢ়তা ও অধ্যবদার দরকার, ভার তুলনায় ভোদের ল্যাবরেটারির পরিশ্রম কিছুই নয়। এথনও এ বিদ্যা এ দেশ হ'তে লোপ হয় নি। এই বে ছাইভল্ম মাথা, ল্যাংটা, চিষ্টাছাতে মামুষগুলা পুরে বেড়ার দেখেতে পাস্, এদের ভিতর এমন এক এক জন এমন মহাশক্তিশালী পুরুষ আছেন, যাদের ক্রিয়াকলাপ দেখে, তোদের অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হতবৃদ্ধি হয়ে থান। কিন্তু যাক ও সব কথা---আমরা কথায় কথায় মূল প্রাসঙ্গ থেকে অনেক দর এগিয়ে এসে পড়েছি। কথাটা হচ্ছিল জড়ের অবস্থা সম্বন্ধে---

্বোমকেশ। দাদামশায় মাপ করুন। রাত্তি অনেকটা হয়ে পড়েচে, এখন আবার নৃতন করে জড়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা স্থক করলে সামার অবস্থাটা বড়ই বেগতিক গোছের হয়ে পড়ে। অতএব **অহুগ্রহ** করে এখন ছুটি দিন, কাল আবার দেখা যাবে।

( ক্রমশঃ )

এমলয়ানিল শর্মা।

### যথালয়ের পত্রাবলি।

#### ১ম পত্র।

( পূর্ব্ধ প্রকাশিতের পর )

पूत्र,-पूत-क जपूत्र आमात **এथन मत्न, ना**हे, त्महे कोन आत्नाक রশ্মি শক্ষ্য করিয়া মন্ত্রমূধের মন্ত আমি ছুটিতে লাগিলাম। আশার গুই পার্ষে ঘন কুয়াসা তাহার নধ্যদিয়া আমি যেন বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখিতে লাগিলাম। আবার কোথাও বা লোকদমাগম পূর্ণ জনপদ আমার দৃষ্টি গোচর হইল। আমি কত কি মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার পরিচয় আর কি দিব ? তোমাদের জগং যেন ছায়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার সঙ্গে ছুটতে ছল। আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে অনেক সময়েই বিশ্বয়ে,ভয়ে ও জঃথে আত্মহারা হইতোছলাম। আমি ছুটিতেছি, কত কি দেখিতেছি, ছ:থে কাতর হইতেছি, অথচ আমার মনে হইতে ছিল, যেন আমি নাই। নিজ মস্তিত্বের অভাব বোধটা কে জানে কেন আমার চিত্তকে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া বসিতে ছিল। যতই যাইতে লাগিলাম, আমার দে হানের বা দে অবস্থার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছিল ! কিস্ত দে কি অভিজ্ঞতা ? তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওরার কোনও ফল नारे। তবে একটা ঘটনা উল্লেখ করিব: তাহা হইতেই সেই বীভংস অবস্থাটা যে কিরূপ, তাহা তোমনা হানয়গম করিতে পারিবে।

পথের ধারে, একথানি স্বচ্ছ ছায়া গৃহ; সেই গৃহের দারাই যেন আকৃষ্ঠ হইয়া আমি তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম; সেটা একটা শৌণ্ডিকালয় (ভাছিথানা) জীবদ্দশায় আমার পানাসক্তি ছিল; কিন্তুক্ত কথনও শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করি নাই। সেথানে প্রবেশ করিতে আমার অতিশয় ম্বণা বোধ হইত। লোক-লজ্জায় আমি কথনও তাহার

ভিতর যাই নাই। যাহা হউক, এখানে দেখিলাম, ভিতরে ভদ্রলোকের পরিছেদে স্বসজ্জিত কতজন আমাদ প্রমাদ করিতেছে.—কেহ মগুপান করিতেছে, কেহ লা দুলাই-তেছে ও অপ্লালভাষার পরম্পরকে অভিবাদন করিতেছে। সেই বিকট প্রকৃতির লোকদিগের নীভংস ফুর্তির উচ্ছাসের কথা কি আর বর্ণনা করিব! তাহাদিগের মধ্যে একজন,-চেহারার তাহাকে গৃহস্বামী বলিরা মনে হইরাছিল,—আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। ভিতরে প্রলোভনজনক অগ্নি, তাহার উপর উত্তপ্তজল হইতে উষ্ণ ধুম নির্গত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে চা-পানপাত্র সজ্জিত রহিয়াছে; এদিকে আমি শীতে কাঁপিতেছি। স্কৃত্রাং আমি কিছুনা বলিরা একেবারে গৃহাভাস্তরে প্রবেশ করিলান। আমার এখন লজ্জাবোধ ছিল না; আমি শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিতে ছিধা বোধ করিলাম না।

"তোমার কি চক্ষু নাই, প্রবেশ দ্বার দেখিতে পাইতেছ না ? ও খান দিয়া আসিলে কেন ?" গৃহস্বামী রুঢ়ভাবে আমাকে বাধাদিয়া অতি কর্কশ ভাষায় আমাকে সম্বোধন করিল।

 আমমি লজ্জায় জড়সড় হইয়া উত্তর করিলাম, "আমি শীতে কাঁপি-তেছ, আমাকে ক্ষমা কর্ম।"

সে পুনরায় কঠোর ভাষায় আমাকে বলিল, "তুমি কোন্ সাহদে এইরূপ নগ্নাবস্থায় এখানে আসিলে ? দেখিতেছ না, এখানে যাহারা রহিয়াছে তাহারা সকলেই স্থসজ্জিত ? উত্তম পরিচ্ছদ না থাকিলে আমি কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিই না "

তাহার তীব্রভাষা আমার মর্মন্থল ভেদ করিয়াছিল। জীবদ্দশার আমি সর্বাদাই স্থানর পরিচ্ছদে আর্ত থাকিতাম। বসন ভ্ষণের প্রতি আমার একটা আত্যন্তিক অনুরাগ ছিল। আমার দেই পূর্বের কথা মনে আসিতে লাগিল। কত অর্থহীন ভদ্রলোক পরিচ্ছর বেশ পরিধান

করে নাই, এই অপরাধে তাহাদিগকে আমার সমীপে আসিতে দিই নাই। এইরূপ কত লোককে আমার বন্ধতায় অযোগ্য মনে করিয়া আমি ঘুণা করিয়া আসিয়াছি। আর সেই আমি আমার নগাবস্থার জন্ম সামাক্ত শৌশুকের দারা লাঞ্চিত। এই কথা মনে উদিত হওয়াতে আমার নিজের উপর ধিকার পিতেছিলাম। এদিকে কিন্তু আমার পুর্বের অবস্থা ও পুর্বের পরিচ্ছদের কথা মনে আসিতেই দেখি, আমার চরণে বিলাতি বার্ণিশের জুতা পরিধানে ডেভিড লিচেদে ( David Leeche) কৃত আমার প্রিয় পাদ্ধানা নেই পূর্ব্বের ওয়েষ্ট কোট ( waist-coat ) কোট ( coat ) গশাবরণ ও বিচিত্র গলাবন্ধনী (color এবং neck-tie) শিরোপরে টুপি ও হত্তে আমার সেই পূর্বের প্রিয় ছড়ি। কিন্তু এত সাজ সজ্জায়ও আমার নগ্নতা দূর হইল না। আমি মনে করিতেছিলাম, আমি যে নগ্ন, সেই নগ্নই রহিয়াছি। যে বস্ত্রাভাবে পুর্বে শীতে কাঁপিতেছিলাম, এখনও দেইরূপ কাঁপিতে লাগিলাম।

তথন আমি অগ্নি কণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলাম এবং শীত-কম্পিত হস্ত তাহার উপর রক্ষা করিলাম। কিন্তু রুথা আশা। সে অনলে কোনও উত্তাপ নাই। বেন চিত্রিত অগ্নি, চিত্রিত অগ্নিশিখা চারিদিকে বিস্তার করিতেছে। আমার শীত নিবারণ হইল না।

্হতাশ হইয়া সে স্থান হইতে ফিরিলান। দেই শৌণ্ডিকালয়স্থিত মস্ত-উপাসকেরা তাহাদিগের বীভংস আমোদ ক্ষণিকের জ্বন্স বন্ধকরিয়া আমার দিকে চাহিয়া ওহিল। তাহার পর আমার যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার হঠাৎ উচ্চহাস্যে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহার উচ্ছিপ্ট চা-পাত্র আমার মুখের নিকট ধরিল। আমার বোধ হুইল, যেন ভাগা হুইতে স্থান্ধযুক্ত উত্তপ্ত বাষ্প উদ্গীরিত হুইতেছে। আমি সাগ্রহে সেই পাত্র গ্রহণ করিলাম। মহানন্দে তাহা পাণ করিতে গিন্না দেখি, পূর্ণ এক পাত্র চা কিন্তু তাহার এক বিন্দুও আমার অধরোষ্ঠ

স্পর্শ করিল না। অনেক চেষ্টা করিলাম, পাত্রের চা কিছুতেই আমার: গলাধঃকরণ হইল না। ইহাও কি বিচিত্র।

তাহার পর মন্ত, আমার দেখানকার শেষ আকর্ষণীর সামগ্রী। আমি
তাহার সফেন রক্তাভ স্থল্পর মৃর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইরা এক মন্তপের কম্পিত
হস্ত হইতে সবলে ছিনাইরা লইলাম। কিন্ত হার এবারেও সেই পূর্ব্বের
দশা। সেই উজ্জল তরল মনিরা আমার অধর-সংস্পর্শে অন্তর্হিত হইল।
আমি সজোরে বাটীটি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম। হতাশ ও মনবেদনার
মুক্তিতের স্থায় হইরা আমি তথায় বসিরা পড়িলাম।

আমার অন্তরের বিভীষিকা ও হুতাশ ভাব নিশ্চিতই বহিরক্ষে প্রকাশ হইরা পড়িরাছিল। সেই গৃহস্থ সকলেই আমার অবস্থার অত্যন্ত স্বথ পাইতেছিল। তাহারা উচ্চহাদ্যে আমাকে উপহাস করিতে লাগিল। পরের আশা ভক্ষেই তাহাদিগের বেন স্বথ। তাহাদিগের বীভংস হাস্য কৌতুকে আমার হুদর যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। আমি কিন্তু ধীরভাবে সব সহু করিতে লাগিলাম। তাহাদিগের উৎসব কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিল। আমি এক পাখে উপবেশন করিয়া তাহাদিগের আমাদ প্রমোদ দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে ধীরে ধীরে আমার চিত্তের সৈর্য্য আসিল! আমি সেই অনুদার রক্ষ গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া তাহারি মত কর্কশ ভাষার জিজ্ঞাসা করিলাম ''এই গৃহথানি কিন্দের ?

সে উত্তর দিল, "এথানি আমার গৃহ।"

আমি বলিলাম তাহা ত জানি। সে কথা বলে তোমার কষ্ট পেতে হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি এই বাড়ি খানির ব্যাপার কি। ইহার ভিতরের আসবাব পত্রেরই বা ব্যাপার কি ?

যে উত্তর করিল, "মূর্থ! তুমি ভাহা জাননা বে, কি করিয়া এ ভঁড়িশানা এখানে আসিল ? বেদ্ এইরূপ একথানা গৃহ হউক, এইরূগ

ভাবিতেই এই গ্ৰহের আবির্ভাব হইল। আমি একজন শৌণ্ডিক ছিলাম. এবং এখানেও সেই শৌশুকের কার্য্য করিতেছি।"

এখন অনেকটা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিয়া উঠিবাম, "তবে কি সমস্তই কাল্পনিক ?"

ভাহাদিগের মধ্য হইতে একলন উত্তর করিল, ''সমস্তই কাল্পনিক। আমরা যেন সকলে যাত্রকরের রাজতো। এরূপ ইন্দ্রজাল পুথিবাতে নাই। যথনই একটা ভাব মনে আগে, তথনই তাহা পাওয়া বায়। বাহবা, এ বড় মজার স্থান।" এই ব্লিয়া সেই লোকটা উচ্চহাস্য করিয়া ভাহার হস্তত্মিত পাশা নিক্ষেপ করিল। সে হাস্য করিল বটে,কিন্তু ভাহার আঞ্জিতে বেশ প্রতিপন্ন হইল যে লোকটার মনে আদৌ স্থপ বা ভুপ্তি নাই। তাহার বদনে কার্চ হাসি. মনে অতপ্ত বাসনার তীত্র যন্ত্রণা।

আমি এখন সমস্ত বুঝিলাম। সেই গৃহটী কাল্লনিক, সে অগ্নিতে দাহিকাশক্তি নাই, আলোক শিথার উত্তাপ নাই। সেই তাস অক্ষ.নগু.চা পিয়ালা সমস্তই ইন্দ্রজাল। সবই কুহক কিন্তু একটা জিনিষ প্রাকৃত ; তাহাদিগের তীত্র বাদনা, দেটা প্রকৃত, তাহাদিগের বাদনার অত্রিতার্থ-ভাষ যে বিষম যন্ত্রণাবোধ ভাহাও প্রকৃত। ভাহার। পূর্ণিবীতে যাহা করিয়া আসিয়াছে, এখানে তাহারই পুনরভিনয় হইতেছে; ভাহাতেই শৌগু-কের এই গৃহ কল্পনা; ভাহাতেই এই সমন্তলোক অক্ষক্রীড়া করি-তেছে, মদ্যপান করিতেছে ও ইতর ভাষায় বীভংস ভাবে পরম্পর্কে অভিবাদন করিতেছে, মুথে আনন্দের উচ্চ উচ্ছাদ মর্মে নিরাশায় তীব্র যন্ত্রণা।

আমি নিজের দিকে দৃষ্টিনিকেপ করিলাম। এত সাজ-সজ্জার আমার গাত্র আবৃত হইয়া আছে, তথাচ আমি যে নগ্ন রহিয়াছি, এ ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ; এত বসনে আচ্ছাদিত থাকিলেও, পূর্বে যেমন শীতে কাঁপিতেছিলাম, এখনও তাহাই হইতেছে। সমস্তই

বাসনাময়ী চিন্তার মায়া, সবই ভোজবাজি! "মিথাা মায়া দ্র হও!" বিলিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। বুথা চেষ্টা। পৃথিবীতে মহাআয়াদে যে আত্মকারাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত
হইতে কই পারিলাম ! মনের তীব বেদনায় অধীর হইয়া, আমি
উন্মত্তের মত দস্ত দিয়া আমার পরিচ্ছদ খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলাম।
আমি সেন্থান পরিত্যাগ করিয়া পবনের বেগে আবার ছুটিতে লাগিলাম।
হৃদয়ে নিরাশার ও যন্ত্রণার তুষানল, পশ্চাতে আমার সেই শৌগুকালয়ের
সঙ্গিণের বীভৎস উচ্চহাস্ত; আমি আবার সেই অনস্ত বিস্তৃত কুয়াসাআবরিত ভীষণ ভোগক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অতি ক্রতগতিতে অন্থিরভাবে
ছুটিতে লাগিলাম।

দেবাত্রত পরিব্রাঞ্চক।

### অদুশ্য-সহায়।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

কলিকাতান্থ কোন একজন বিখ্যাত গ্বর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরের বাটাতে সভ্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষে তাঁহার দ্বিতল বাটার সর্ব্বোচ্চ ছাদের উপর বাশ বাঁধিয়া তাহার উপর ভারি বৃহৎ পাল খাটাইতে হইয়াছিল। কর্ম্ম কাজ শেব হইলে, একদিন সেই পাল বাঁশের উপর হইতে নামাইয়া নিম্নে কেলিয়া দিবার জক্ত আলিন্দার উপর রাখা হইয়াছিল। উক্ত আলিন্দার বেখানে পাল ছিল,তাহার ঠিক নিম্নে বাটার প্রাঙ্গণে গৃহস্বামীর ১০০১ বৎসরের এক পূজ্র থেলা করিতেছিল। হঠাৎ সেই অত্যন্ত ভারি পালখানি স্থানচ্যুত হইয়া আলিন্দা হইতে নাচে প্রাক্ষণে পড়িয়া যায়। স্থানজ্রই হইবার উপক্রম হইবামাত্র ছাদের উপরকার একবাক্তি হঠাৎ দেখিতে পান, কিন্তু তাহা টানিয়া পতন হইতে রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঠানে যে কেহু আছু সরিয়া যান্ত।" তাঁহার চীৎকারে প্রাক্ষণত্ব ব্যক্তিগ্র

উদ্ধে দৃষ্টিনিকেপ করিল এবং চীংকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ''থোঁকা বাবু সরিয়া যাও—থোকা বাবু সরিয়া যাও।" বালক উদ্ধে দৃষ্টি-নিকেপ করিল, কিন্তু ভয় পাইল নাবা তংখান হইতে সরিয়া অন্তত্ত্ গেল না। দেখিতে দেখিতে পাল্থানি বাগকের সম্মথে কিঞিৎ অন্তরে পডিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে এতগুলি ঘটনা হইয়া গেল, আমাদিগকে বর্ণনা করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময়কেপ করিতে হইল। যাহা হউক, সকলে নি:সন্দেহে পাল-পতনের যে স্থান অমুমান করিয়াছিল, পাল তাহা হইতে দুরে পড়িয়া গেল, দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যায়িত ছইল। পাল-পতনের পরেই বাগকের পিতা রোষভরে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সকলে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, তই এখান হইতে সরিয়া গেলি না কেন ? এখনই আমার সর্বানাশ হইয়াছিল আর কি !'' পুত্র পিতাকে বলিল, "আমার সরিবার দরকার কি ছিল ? আমি দেখিলাম, কাকাত উপর হইতে ত্রিপল সরাইরা দিভেছিলেন। আমি চাপা পড়িতাম কিরপে ?' পিতা বলিলেন. "তোর কাকা কি এখন বাটীতে আছে যে, সরাইয়া দিয়াছে ?" বালক বলিল, "হাঁ গো, আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি—উপরে কাকা পাল দূরে ফেলিয়া দিলেন। তাইত আমি এথান হইতে সরি নাই।" পুজের কথায়-পিতা বাটীর মধ্যে 'কাকা'র সন্ধান লইলেন। কিন্তু সে চেঠা ফলবতী হইল না. কাকা তথন সে বাটীতে ছিলেন না। \* এ আঘারনাথ দত।

এই ঘটনাটী অতি সামান্ত বা কুল্র বটে : কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে। ইহা আজগুরি ৰহে, বান্তবিক সভা ঘটনা। ইহার মূলে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা না জানিয়াই আমরা এইরূপ অসংখ্য ঘটনা, যাহা অনবরত আমাদের মধ্যে ঘটিতেছে, সকলকে এক-বারে উডাইরা নিই। এইরূপ ঘটনার একটা পারস্পরিক ধারা আছে। যাঁহাদের স্ক্র-**দৃষ্টির বিকাশ হইরাছে, তাঁহারা এই অসথন্ধ ঘটনাকে সম্বন্ধ করিতে পারেন** । এই সকল কটিন, গুড়তত্ব আমাদের দাদাম'শায় তাঁহার "ঝুলিতে" ক্রমে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিবেন। তৎপূর্বে পাঠকগণ, এই সকল ঘটনা সামাঞ্চ হইলেও উপেকা না করির। মনে মনে ইহার বিবর কিছু কিছু চিন্তা করুন। कः तः मः।

# অলৌকিক রহস্য।

৪ৰ্থ সংখা ]

প্রথম ভাগ।

[ जावन, ১৩১७।

### मन्दीयनी ।

#### একথানি পত্র।

ও ঐীহয়ি:—

ার পো: বরটারা, জি: ঢাকা। ১৫:২১৬ বাং

''অংলীকিক রহন্ত" সম্পাদক

মান্তবরেষ।

মহাশয়,

একটি দরকারী বিষয় জানিতে চাই। আশা করি, অমুগ্রহপূর্বক সন্দেহ
ভল্পনে বাধিত করিবেন। আমি আপনাদের অলোকিক রহস্তের একজন গ্রাহক।
আপনাদের অলোকিক রহস্তে "য়মালরের প্রাবলী"-নামীয় বে একটি প্রবন্ধ বাহির
হইতেছে, তাহা কি বাস্তব ঘটনা? না কল্পনা প্রস্তুত হইল, অমুগ্রহ প্রকাশে
ক্রিয়ার বাধিত করিবেন। ঘটনাটি কিরুপ? সত্য না কল্পনা-প্রস্তুত হত সদর
পারেন লিবিয়া নিশ্চিস্ত করিবেন। এই ঘটনাটি সত্য হইলে, লোকের নিকট বর্ণনা
করিয়া অনেক । কল পাইব আশা করি। তাই অমুগ্রহপূর্বক আমার প্রশ্নটির সম্বর্তর
দানে বাধিত করিবেন। আশা করি, অন্তব্য হইবে না। ইতি।

वनश्वर---

🎒 অবিনাশচন্দ্র মজুমদার। গ্রাহক নং ১০৪০ ;

ব্দনক গ্রাহকের নিকট হইতে আমরা উপরিউক্ত পত্র পাইরাছি। এই প্রশ্ন অন্তান্ত গ্রাহকেরাও করিয়াছেন; কেবল সেই জন্য উহার উত্তর, তাঁহাকে না দিয়া সাধারণে জ্ঞাপনার্থ নিমে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৯ খ্রপ্তাব্দে ডেন্মার্ক দেশে, একজন স্ক্রদশী সাধক এই পুস্তক খানি রচনা করেন। প্রচার হইবামাত্রই মানবের \*Letters from Hell' নেরক হইতে পতাবলি) চিন্তারাজ্যে এই পুস্তক ধুগান্তর আনম্বন করে এবং ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষায় তাহা শীঘ্রই অনুদিত হয়। ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ্তি সেই পুস্তকের নাম "Letters from Hell"। এই শেষোক্ত পুস্তক অবলম্বনে 'বিমালয়ের পত্রাবলি' লেখা হইতেছে। পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ঘাইয়া. সাধারণ সাধক, সুক্মদুশী হইয়াও, অবনেক সময় ভ্রমে পতিত হন। এই পুতাত্র আদি প্রচারকও স্থানে স্থানে ভ্রান্তিগৃষ্ট হইরাছেন। বর্তুমান লেখক যথাসাধ্য সেই সমস্ত ভ্রম অল্লাধিক পরিমাণে সংশোধন করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পৃথিবীর সকল ধর্মদম্প্রদায়ের মধ্যেই এক্লপ কতকগুলি উন্নত সাধক আছেন, বাঁহারা যোগ-বলে পরলোক প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা আত্মজীবন উৎসর্গ করিরাছেন। ইংরেজী ভাষার তাঁহাদিগকে occultists বলে। তাঁহারা সকণেই ইচ্ছামত সুলদেহ ত্যাগ করিয়া স্ক্রদেহ ধারণ করিতে সমর্থ। স্কাদেহ ধারণ করিয়া তাঁহারা পরলোক-সম্বনীয় নানা তত্ত্বের অমুসন্ধান করিয়া থাকেন। "ক''নামধেয় একব্যক্তি পর-लाक-मनुद्ध व्यालांहना कविट्ड यारेया त्मिश्लन त्य, "न," "ह," "a" ''ধ.'' নামধেয় এই সম্প্রদার ভুক্ত অপর অপর সাধকও তথার উপস্থিত এবং সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের তত্ত্ব উদ্যাটনে নিযুক্ত আছেন। "ক" হয় ত ভারতবর্ষে আছেন, ''চ'' বিলাতে বাদ করিতেছেন, "क" मार्किन (मत्न विदः "ध" काशात्न। छाँश्रीत्रा मकत्वरे जानन আপন অভিজ্ঞতা শিপিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে যথন দেইগুলি পরীক্ষিত হইল, তথন দেখা গেল যে, তাঁহাদিগের সকলের বিবরণই একরপ এবং তাঁহারা সকলেই স্ক্রনোকে অপরের সহিত যে একতা ভত্তাতুসন্ধান এবং তথায় যে পরম্পরে ভাবের আদানপ্রদান করিয়া-ছেন, তাহা সকলেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাধিয়াছেন। ইহাতেই দপ্রমাণ হইতেছে যে. তাঁহাদিগের স্ক্রাণাকে গমন ও তথার দশ্র দর্শন করা অলীক ও স্বপ্নাবস্থার ক্রীড়া নহে; যাহার বিবরণ তাঁছারা লিপিবন্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়; তাহার পর শাস্ত্রের কি শিক্ষা ও পূর্মবতন ঋষি ও জীবনুক্ত পুরুষগৃণ দেই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া তাঁহারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইরূপে তাঁহারা নামাংলা করেন বলিয়া**ই** আমরা তাহাকে বৈজ্ঞানিক প্রথা বলিয়াছি। যমালয়ের পত্রে ডেনমার্কের স্ক্রদশী সাধক নরককে "অক্কতম প্রা'' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তুনান স্কুদর্শী তত্তারুদ্ধীরাও ঠিক তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদিগের শান্তও ঠিক তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। চার হাজার বংসর পূর্বে মিদর-শান্তের বিবরণেও তাহাই আছে। •

ঋবি-সংস্কৃত ভারতবর্ষে, আজকাণ আর্গা-জ্পনে, অনার্যাসংস্কার বন্ধুস্ন হইরাছে। কশুপ, শাণ্ডিলা বা ভর্মজ-বংশধর বলিয়া আমরা পরিচর

<sup>\*</sup> What manner of place is this unto which I have come? It hath no water, it hath no air; it is deep, unfathomable; it is black as the blackest night, and men wander helplessly about therein; in it a man may not live in quietness of heart."—Egyptian papyrus of the Scribe Ani.

मिरे ; किन्त क्षाप्टित चार्नात चार्यनाटक रगीतवरान मरन कतिया थाकि । আমরা শাস্ত্র মানি না, পরলোক বিখাস করি না, আমরা নিতা তর্পণ বা বাৎসরিক প্রাদ্ধের আবশুক্তা দেখিতে পাই না।

এই ত গেণ পবিত্র ভারতবর্ষের কথা। আবার ওদিকে ইউরোপের সাধারণ মানবের হৃদয়ে যে সল্ল ধর্ম বিখাদ ছিল, তাহাও একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান) লড়বিজ্ঞান ; তাঁহা-দিগের দৃষ্টি কেবল ইহলোকের স্থথ-সম্দ্ধিতে। প্রলোক ও দেবতাদি (Angels and Archangels), ওগুলা তাঁহাদিগের মতে বিক্বত মন্তি-ক্ষের উদ্ভট আবিষ্কার। এক দিকে এখানে ঘোর তামসিকতা, অপরদিকে কঠিন জড়বাদিতা ও নান্তিকতা,—সমন্তই কালের ধর্ম। ভারত-ৰৰ্ষেও আর একবার ঠিক এই ভাব আসিয়াছিল। ধার্ম্মিক ত্রাহ্মণ-পুত্র বেণ রাজা. বেদামুগত ধর্মের নিন্দাকারী জিনের উপদেশে ঘোর পাতকী হুইমাছিলেন। জিন উপদেশ দিয়াছিলেন, "যজন, যাজন, বেদাধ্যমন সন্ধা, তপ, দান, স্বধা, হবা, যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান, পিতৃতর্পণ এসকল কিছুই নয়।" বেণ তাঁহার ঘারা পাপাচারে প্রণোদিত হইয়া পাপভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বেদধর্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাপ করিলেন। রাজার এইরূপ ভাব-পরিবর্তন হওয়াতে সমুদ্র লোক পাপপুর্ণ হইল। তথন যোগাফুগ্রান, বেদাধ্যয়ন, ধর্মশাস্ত্রাফুশীলন ও দান একেবারে বিলুপ্ত হইল। রাজার আচার ভ্রন্ত হুওয়াতে, প্রজ্ঞাও ধর্ম-প্রাণ ছারাইল। জগৎ এইরূপ মহাপাপে বিধ্বস্ত হইতে বসিল। তথন পৰিত্র ঋষিগণ বেণের শরীর মন্থন করিয়া তাঁহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিলেন।

এখনকার কালধর্ম অন্যরূপ। যুক্তি ও তর্কের গণ্ডির ভিতরে না আনিতে পারিলে, মানব কোনও তত্ত্ব বিশাস করিতে চাহেন না। ভাহাদিগের বিজ্ঞান-আগারের পরীক্ষাই সত্য আবিষ্ঠারের প্রকৃষ্ট পন্থা।

তাই তাহাদিগেরই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধকেরা পর-লোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই অস্ত্রে তাঁহাদিগেরই ব্দুবাদ-হর্গ ভেদ করিতেছেন। কোন সমুদ্র-যাত্রী আসিয়া বলিল যে সাগর মধাত্ত এক দ্বীপে এই সমস্ত রত্ন মিলে। তুমি সমুদ্র অতিক্রম করিতে যে আয়াস করিতে হয়, তাহা না করিয়া, সমুদ্রের এই পারে चरञ्चान कतिवा, राजिन तन अरे ममल मिथा।, अश्वनि कल्लना-अञ्च, তাহা হইলে, সেটা তোমার বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দেয় না। পরলোক আছৈ, কি করিলে পরলোক-সম্বন্ধে মানবের অভিজ্ঞতা হইতে পারে. তাহার পথেরও নির্দেশ আছে। তোমার ইচ্ছা থাকে ত তুমি তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পার। স্থপ্রসিদ্ধ যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পত্ঞাল विवादहन, 'जूवनळानः शर्या मःवगार"—श्युमा नाजीत्क वात कतिया, স্থামগুলে সংযম করিলে, সমস্ত ভুবনের অবরোধ হয়। এইরূপ সাধনায় সমর্থ হইলে, সমস্ত ভবনের জ্ঞানের সহিত নরক লোকেরও জ্ঞান জন্ম। তত্তাবীচেরুপয়ু পরিনিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরক-ভুমরো ঘনস্লিলান্লান্লাকাশতম:প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষ্বেরার্ব-মহারৌরবকাণস্তান্ধতামিশ্রা:, যত্র স্বকর্মোপার্জিতত্বংথবেদনাঃ প্রাণিনঃ कष्टेमाञ्चलीर्घमाक्किला स्राह्म स्राहम स्र পৃথিবী হইতে নিমে ছয়টি মহানরক স্থান আছে; ইহারা কিতি, कन, टब्दः, वाशु, আকাশ ও অদ্ধকারের আশ্রর, ইহাদের নামাপ্তর ব্ধা,—মহাকাল, অম্বরীশ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্রা; ষেখানে প্রাণিগণ স্বকীয় পাপের ফল, তীব্র যাতনা অনুভব করিতে করিতে অতিকটে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে। মানব ইচ্ছা করিলেই সাধন-বলে সেই সমস্ত স্থান প্রত্যক্ষ করিতে পারে: পরের মুখের কথা শুনিয়া তাহা বিশাস করিতে হয় না।

কিন্তু যাহারা ঋষিবাক্যে প্রত্যন্ত্রও করিবে না এবং নিজেরাও সাধনা করিবে না, সেই সমস্ত তামদিক লোকদিগের কোনও উপায় নাই। আমরা তাহাদিগকে কিছুই বলিতে চাই না। তাহাদিগকে জন্মজন্ম, ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। মানব সাধন-বলে পরলোক-বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে-একথার যেন কেচ মনে না করেন যে, সাধনার উদ্দেশ্রই পরলোক প্রভাক করা। এখনও বে সংসারবিরত যোগিগণ নিভূত পর্বত গুহায় বা তপোবনে বোর তপ্রানিরত আছেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহে: সাধন-ভগ-বানের প্রেম আস্থাদন করিতে। কেচ যগুপি পদত্রভে কোন তীর্থ যাতা করে, তাহা হইলে, তাহার পদতল ধূলিসমাজ্ল হয়। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য তীর্থে ভগবানের প্রতিমাদর্শন। ধূলি অবলেপ ভাষার গৌণ কর্ম। সিদ্ধির বেলাও ঠিক তাহাই। সাধনা আয়ারভূতির নিমিত্ত. সিদ্ধি অবশ্রম্ভাবিনী গৌণ শক্তি। উপনিষদ ঠিক এই কথাই বলে-

> ''সংভৃতিংচ বিনাশংচ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যাংতীর্ঘা সংভ্তাামৃতমন্ত্র ॥"

ইংরাজিতে অনুবাদিত নরকের পত্রাবলির ( Letters from hell ) প্রকাশক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Dr. George Mac. Donald এই পুস্তকের মুথবন্ধে বলিয়াছেন যে "এই প্রস্তক-পাঠে নরকের তীব্র যন্ত্রণার চিত্রে অক্তত: ত্রুনার মনেও ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। বদাপি একজনও মানব প্রকালের ভয়ে অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাফুমোদিত সংপধে আপনার জীবন চালিত করে, তাহা হইলে লেথকের শ্রম সার্থক হইরাছে, বিবেচনা করিব।" আমরাও তাহাট বলি। সেই উদ্দেশ্রেই আমরা অলোকিক রহস্তে "যমালবের পত্রাবলির" স্থান দিয়াছি। কার-মন: ও বাক্যের হাগা ভভ ও অভভ কর্ম সম্পাদিত হয়: এবং সেই

কার্যাগতি অনুসারে মানবের উত্তম ও অধম গতি হয়। বে সুমন্ত কর্পাকরিলে মানবের নরক-যন্ত্রণা অবশুস্তাবিনী, সেই সমন্ত কর্পা হইতে সমন্ত্র থাকিছে বিরত হওরা আবশুক। তাহা হইলে "যমালরের পত্রাবলীর, নরক-ভোগীর মত বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। মৃত্যুর প্রাকাল হইতেই তাহার কি যন্ত্রণা, আরন্ত হইন্নাছে, একবার দেখুন। "অতীত জ্বীবনের সমন্ত কাহিনী আমার সম্মুখে একে একে আসিতে লাগিল। সমন্ত জ্বীবনে আমি সংকর্মা অতি অন্তই করিয়াছি। কেবল স্বার্থমন্ত্র জ্বীবন লইয়া বাসনা চরিতার্থ করা আমার একমাত্র কার্য্য ছিল। এই চিন্তা জ্বলন্ত তুষানলের মত আমান্ত প্রবিদ্ধ আছে। মানব, সাবধান। এখনও সমন্ত্র আছে, ধন্মনির্দ্ধিন্ত পথ হইতে বিচলিত হইও না। শান্ত্র ও ঋষিরা যে ধর্ম্মের দীপ জালিয়া রাধিয়াছেন, তাহারই আলোকে জ্বীবন্যাত্রা আরন্ত্র কর, তুমি তাঁহাদিগের আন্ত্রিকাদ লাভ করিবে।

গয়। ২৯ মে ১৯০৯।

माननीत "ञालोकिक-त्रशास्त्रत्र" मण्यानक महागत्र-

আপনাদের বৈশাধ ও জৈঠ সংখ্যার পত্রিকা দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এইরূপ পত্রিকা আমাদের বড়ই প্রয়োজনীর বোধ ইইতেছিল। ভগবানের দরায় পত্রিকার আয়ত্তন আরও বৃদ্ধি হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। তাহার জন্ত আপনারা যদি পত্রিকার মৃল্য বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেকে আপত্তি না করিতে পারেন, কারণ সকলের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত বে শিলির বাবুর Hindu spiritual Magazineএর বার্ষিক মৃল্য ৬, টাকা, অধচ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সে বস্তু উপভোগ করিতে পারেন না। আপনাদের পত্রিকা- খানি কেবল ১।• টাকা অখচ আমরা উভর দল পাঠ করিয়া হথী। পত্রিকাথানি এতই মনোরঞ্জন হইরাছে যে. পত্রিকা আসিলে বাড়ীর সকলে টানাটানি করিতে আরম্ভ করেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাকো প্রার্থনা করিতেছি যে আপনাদের পত্রিকাধানি দীর্ঘায়ু: লাভ করিয়া লোকসম্ভপ্ত নরনারীর প্রাণে শান্তি আনয়ন করুক।

মহাশর এই জড় বিজ্ঞানের যুগে, আমরা পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইয়া গাচ অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। আপনাদের পত্রিকা পানি অনেকের আধার পথে প্রদীপ হইবে। এই সৰ বিষয় ৰত আলোচিত হয়, ততই মঙ্গুল।\*

নিম্নে আমার জীবনে যে সব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি লিখিলাম। প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। ইতি।

> বর্শংবদ ---—\_গ্রাহক নং ১০২১।

## স্বপ্নে দর্শন

#### "মাযের দযা"।

मानव-क्षीवतन অহরहः त्रिवजात आगीर्साप वर्षिज हरेटाउह । अपृड ভাবে দেবতা ও ঋষি তুল্য ব্যক্তিরা জাঁহাদের হস্ত মানব-সাহায্যার্থে প্রদারিত করিয়া রাখিয়াছেন ও সময় হইলে তাঁহারা কখন কখন मानरविक्तरत्रत रगाठत रुरम्न (२म मःशाम "अनु म महाम" चर्चना जर्षेता)। কিন্ত এত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও মানব নিজ নিজ পূর্বে জন্মার্জিড সংস্কার বশে নিজের পথ নিজে হারাইয়া ফেলে। নিমু বর্ণিত ঘটনাটি ইহার একটি উদাহরণ।

শৈশব হইতে যেন কাহারও স্নেহের আহ্বান মধ্যে মধ্যে আমার শ্রুতিবিবর স্পর্ণ করিত। স্বপ্নে, অর্দ্ধ, জাগরণে, অথবা কোন নির্জ্জন ন্তানে যেন কাছারও স্নেহাণীর্মাদ আমার প্রাণে শান্তির হিল্লোল আনিয়া দিত। কথন কথন কাহার অফুট পদধ্বনি, কাহার ছায়া আমার কর্ণ ও নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। সে ছায়া এক মাত-স্তির। আমি কিছুই ব্ঝিতে না পারিয়া, মাঝে মাঝে সেই মারাময়ীকে শা বলিয়া ডাকিতাম। বাল্যের বহুদিন এই ভাবে কাটিয়াছিল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া, সে ভাব আর অমুভব করি নাই। তথন চঞ্চল মন সংসারের পিচ্ছিলপথে চলিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়াছিল, সে মধুর ভাব গ্রহণে আমার অবসর ছিল না।

এইরূপে একদিন আমি এক অন্তায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে তাঁহার সহিত আমার প্রথম লাকাৎ হয়।

১৮৯৬ সালের নবেম্বর। আমি তথন বাঁকিপুরের এক মেসে থাকিয়া বি. এ ক্লানে পড়িতেছিলাম। অনুম্য বাসনার আকর্ষণ হইতে নিস্তার পাইবার জ্বন্ত স্থামি একদিন বালিশে মাথা রাখিয়া, উপুড় হুইয়া তাঁহার আশীর্কাদ প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন আনার দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছি ও কে যেন আমায় উৰ্দ্ধদিকে লইয়া ঘাইতেছে। তখন আমার বিছানায় আমার একটি বন্ধু শমন করিয়াছিলেন ; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার শ্ব্যাত্যাগ করিবার পুর্নেই হাত মূপ ধুইতে নীচে চলিয়া গিয়াছিল। সেই উর্দ্ধগত অবস্থায় আমি দেখিলাম যে, আমার দেহ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, পার্শ্বে বন্ধু নিদ্রা যাইতেছেন, নিম্নতলের উঠানে আমার কনিষ্ঠল্রাতা ও বাসার অন্তান্ত বন্ধুবর্গ স্ব স্থা প্রাভঃকালীন কার্য্যে ব্যাপত আছেন। আরও উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে পার্শ্বন্থ **অ**ন্ত**্র** বাটীর ছাদ গাছপালা প্রভৃতি পাটনা কলেজ গ্রা ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। দে অবস্থার আমার মনের অবস্থা ভরশুন্ত, শাস্ত, স্থির-অথচ উৎস্থক। মনে হইতে লাগিল, কোপায় যাইভেছি। কেন বাইতেছি ? যত উর্দ্ধে উঠিতেছিলান, ততই সমস্ত ইপ্রিমশক্তি তীক্ষ হইতেছিল, এমন কি সৌরমণ্ডান্থিত গ্রহ উপগ্রহ প্র্যাদেবকে বেষ্টন করিয়া যে অত্যন্তত নৃত্য করিতেছিল, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি हरेंग। (म এक महान मुखा। ना प्रियाल डेअल के हव ना, त्यान অসম্ভব। তাহার পর কত এচ মঙল, সৌরজগং, বিভিন্নমূর্তি সম্পন্ন দেহিগণ ও অত্যাশ্চর্যা দৃশ্র দেখিতে দেখিতে আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে এ সব শোভা ধীরে ধীরে অদুশু হইয়া গেল, তথন সেই নীল মহাকাশে আমি ও আমার পথপ্রদর্শক-মাত্র, অপর আর কেহ নাই বা কিছু নাই। আমার ফুল শরীর স্থামি উপলব্ধি করিতেছিলাম: কিন্তু যিনি আমাকে লইয়া ঘাইতে-ছিলেন, তিনি তথনও অদুখ্য অথচ তাঁহার দারিধ্য ও আমার বামস্কলে তাঁহার কোমল স্পর্শ অমুভব করিতে ছিলাম।

দূরে—অতি দূরে—অগ্নির ভাগ এক লোহিত-জোতি:-সমুদ্র,কিছুকণ পরে দেখিতে পাইলাম। যথন তাহার নিকটে যাইলাম, তথন ব্রিলাম উহা স্নিগ্ধ ও পবিত্ৰ-গুণসম্পন্ন। আমার ফুল্ল দেহে ঐ অগ্নি-লহরের কোন উষ্ণতা বোধ হয় নাই, কিন্তু যথন তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া ষাইলাম, তথন শরীর মূন হইতে কি যেন গুরুভার নামিয়া গেল বুঝিলাম। সেই সমুদ্র পার হইয়া এক ধুমুমুর প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। বে যেন কিরপে অবসাদের দেশ। তাহার পর এক দেশে পৌছিলাম যথার সমস্ত স্থান স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণময়। ক্রমে সেই কিরণময় প্রদেশের এক মনোহর উপবনে -- সহচরীবেটিতা সিংহাসনোপবিষ্ঠা, দীপ্তিশালিনী লোহিতবদনা উজ্জ্পভূষণা এক মাতৃ-মূর্ত্তির পদতলে নীত হইলাম। \* ' \*

আমার স্থৃতির দার পুলিয়া গেল, মহৎ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ত

বুঝিলাম। কঠিন কোমল তাড়না থাইলাম। আমি ফিরিয়া আসিতে একাস্ত অনিচ্ছক, দেখিয়া মা বলিলেন,—"বাবা! তোমার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। কর্ম্ম শেষ না হইলে, কেমন করিয়া আনিব ৫ তবে এই ঘটনা যাহাতে অহরহঃ তোমার স্মৃতিপথে জাগরক থাকে, তাহার ব্যবস্থা করির। দেখিও আবার যেন ভুল না হয়।" হার মা। কি কোমলে কঠিন তুমি।। তাহার পর চক্ষের জল লইরা ফিরিয়া আসিলাম।

এমন সময় হঠাৎ যেন আমার নিদ্রাভক্ত হইল। দেখিলাম, আমার বালিস চক্ষের জলে সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে। ঘডির দিকে চাহিয়া দেখি, কেবল ছুই মিনিট মাত্র সময় অতিবাহিত হইরাছে। তাহার মধ্যে এত ঘটনা ঘটিয়া গেল'। তাহার পর এই জীবনে কতবার পড়িয়াছি ও উঠিয়াছি : কিন্তু সে কথা, সে ঘটনা বিশ্বত হই নাই। কিন্তু কর্ম্মফল পূর্বজন্মের সংস্কার কি ছাড়িয়াছে ? হায়! কতই ঘুরিতেছি আরও কতই ঘুরিব !!

## অপযাত মৃত্যুতে প্রেতত্ব।

শ্রহাম্পদ

শ্রীযুক্ত "অলৌকিক-রহস্ত" সম্পাদক

মহোদধ্যেষ

মহাশর.

আপনি নানা স্থান হইতে অলোকিক ঘটনা সংগ্ৰহ পূৰ্ব্বৰ সাধা-রণের হিতের জন্ত 'আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করিতেছেন গুনিয়া

আমি আমার এক বন্ধুর বাটীতে সম্প্রতি যে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে जोशांत्रहे यथायथ विवतन नित्र धारान कतिरुक्ति। यपि अर्बाजन हत्र. ইহা আপনার পত্রিকাতে মৃদ্রিত করিতে পারেন এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ইহার সভাতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, ভাহা হইলে ভিনি স্বচ্ছদে ঘটনাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারেন।

৺ কালীবাটের প্রায় তৃই ক্রোশ দক্ষিণে পুটুরী নামে একটি কুদ্র গ্রাম স্পাছে। এই গ্রামে শীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষালের বাস। অক্ষয় বাবু একজন কুতবিদ্য ব্যক্তি এবং একটি আফিসে কর্ম করেন। তাঁহার স্থিত আমার বেশ আলাপ পরিচয় আছে। বর্ণিত ঘটনাটি তাঁ**হার** বাটীতেই ষটে। ঘটনার ২৩ দিন পরেই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নিজ্মুখে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সারাংশ अबस्य रहेन।

রামদাণী নামী তাঁহার এক আত্মীয়া বছকাল তাঁহার বাটীতে বাস করিতেছেন, ইনি এখন তাঁছার পরিবার মধোই গণা। বিগত ১৭ই কিংবা ১৮ই বৈশাথ ( তারিখটি আমার ঠিক স্থরণ নাই ) বৈকালে রামদাসী অক্সর বাবুর গরুটিকে বাগানে চরাইতে লইরা যান। বাগানটি অক্ষম বাবুর বাটীর সন্নিকটেই অবস্থিত। ভিনি স্বয়ং জ্বনী থরিদ করিয়া এই বাগানটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তংপুর্বেই ইহা বন জঙ্গল-পূর্ণ একটা পতিত জমী ছিল, কতকাল পতিত ছিল অথবা ইহাতে কেহ কথনও বাস করিয়াছিলেন কিনা, অক্ষয় বাবু কিংশা তাঁহার পরি-বারবর্গের মধ্যে কেহই জানিতেন না। প্রায় ২৩ বংসর পূর্বে ঠাঁহার কিছু মাটির প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি বাগানের একস্থান ধনন ্রকরাইয়া আবশ্রকমত মাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনন-কার্লে ঐ স্থান हरेट इरें नित्रकशन भाषता यात्र। हेरात्र मत्या अक्षित्र इरे হাতে হই গাছি শাঁথা ছিল-ইহা দেখিয়া তাঁহারা অহমান করিয়া-ছিলেন যে, উহা কোন স্ত্রীলোকের কলাল। সে যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর হইতে এ পর্যান্ত ঐ বিষয় তাঁহারা কেহ কথনও চিন্তা করেন নাই, বস্তুত: ইহা তাঁহারা এক প্রকার ভূলিয়া গিয়াছিলেন I

যে স্থানটি থনন করা হয়, সেই স্থানটির একটি বিশেষত ছিল। উহার উপর কিংবা নিকট, গরু, বাছুর, ছাগ, মেষ অথবা অন্ত কোন ব্ৰস্ত কদাপি যাইত না। উহা সৰ্বাদা ভাষণ নব দ্ৰ্বাদলে আৰুত রুহিয়াছে, অধ্য গরু বাছুর উহার নিকটেই ঘেঁসে না। ইহা অকর বাবু বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। অবশেষে মাটির প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি এই স্থানটিই খনন করিয়া, যথন ছুইটি কল্পাল পাইলেন, তথন ভাবিলেন,এই কারণেই বোধ হয়, গরু বাছুর পলায় ; স্থতরাং এ হুটোকে দূরে ফেলিয়া দিলে গোলযোগ মিটিবে। কিন্ত গোলযোগ তাহাতেও मिष्ठिन ना,-शक बाह्य अर्खवर भनारेश यात्र, वनशृर्खक निष् धतिश्रा সেই দিকে টানিলে, তাহারা কিছুতেই আইদে না; কথনও দড়ি ছিঁ ড়িয়া প্ৰায়, কথনও বা শুইয়া পড়ে।

দে যাহা হউক. রামদাসী আজ গরুটিকে **প্র**থমে দেই দিকেই লইয়া গেলেন—ভাঁহার ইচ্ছা গঞ্টি ঐ কোমল নধর বাসগুলি থাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু গরুটি সে দিকে না গিয়া নিকটস্থ পুছরিণীতে ব্দল পান করিতে নামিল। রামদাসী দড়ি ধরিয়া পুকুরের পাড়ে দাঁড়া-हेब्रा ब्रहिटनन। গরুর জল খাওয়া হইল, কিন্তু গরু উঠিয়া আসিতে চাম না। একি ! রামদাসী রাগ করিয়া জোরে দড়ি টানিতে শাণি-লেন। গুৰু যেন একটি জন্তপদার্থের ক্যায় অসাড়--অচল ভাবে--বাড় তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং রামদানীও ঠিক সেই সময়ে একটা বিকট শব্দ করিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া শেলেন !

তাঁহার শব্দে চারিদিক হইতে লোক দৌডিয়া আসিল এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাটীতে আনিল। তিনি অচেতন অবস্থায় শ্যায় শরন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার ভেদ বমি আরম্ভ হইল। বাটীর সকলেই বড়ই বাস্ত, ভীত, "উৎক্তিত হইলেন। এই সময়ে অক্ষম বাবু আফিস হইতে প্রত্যাগত হইলেন। রামদাসীর কলেরা হইয়াছে শুনিয়া তিনি ডাক্তার আনিবার উদ্যোগ করিয়া প্রলাপ বলিতেছে। অক্ষয় বাবু ভাবিলেন, রামদাসীর বিকার হইরাছে। কিন্তু কলেরা হইতে না হইতেই একেবারে তাহা বিকারে পরিণত হইবে—তাহাই বা কিরাপে সম্ভব ? ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় রাম-দাসী বলিতে লাগিলেন "তোর এতদূর স্পর্দা! আমার ছধ থাইবার ইচ্ছা হইল, আর তুই দড়ি ধরিয়া গরুটাব্লক টানিতে লাগিলি !! তোর বাড় ভালিব। ইত্যাদি" ইহা শুনিয়া অক্ষ বাবু ভাবিতে লাগিলেন "ইহা তো প্রলাপ নহে। নিশ্চয়ই উহাকে কোন প্রেতযোনি আশ্রয় করিয়া**হ**ছ।<sup>ঠ</sup>়

ইহা স্থির করিয়া, তিনি ডাক্তারের পরিবর্ত্তে একটি ওঝা আনাইতে পঠিষ্টিলেন। গ্রামের সন্মিকটেই ভল্রেশ্বর নামে এক ওঝা বাস করে। এ ব্যক্তি জাতিতে কাৰরা। কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে ভূত প্রেতদিগকে করামন্ত করিতে পারে বলিয়া, তাহার একটা খ্যাতি আছে। যাহা হউক এই ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রোগী বিষম চীৎকার করিতে লাগিল। পরে সে বখন মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল, রাম-দাসীর বিক্রম দেখে কে? কখনও ভীষণ তর্জন গর্জন করিরা

ওঝাকে গালি দেয়, কখনও বা কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার পদানত হয়। অবশেষে ওঝা বলিল "তুই কে ? কেনই বা ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিস ?"

রামদাসী বলিতে লাগিল "আমি এক কুমুরের (কুন্তকারের) মেরে। প্রায় একশো বছর হইল মজিলপুর গ্রামে আমার বাস ছিল। ঐ গ্রামের চক্রবর্ত্তী মহাশয়' (চক্রবর্তীর নাম বলিল না ) আমাকে ধর্মত্রষ্ট করে। তুজনে পলাইয়া আসিয়া এই গ্রামে ছটি বর ঝধিয়া বাস করিতে থাকি। কিছুকাল বেশ স্থপে কাটিয়া যায়। অব-শেষে আমার আত্মীয়েরা সন্ধান পাইয়া এক গভীর রন্ধনীতে আমাদের মরে প্রবেশ করে এবং হজনকেই নির্চুর ভাবে হত্যা করে। আমাদের রালা বরের যেথানে উনান ছিল, সেইথানে এক্টা বৃহৎ গর্তু করিলা মৃতদেহ ছইটি পুতিয়া রাথিয়া প্রস্থান করে। তদবধি আমরা ঐ স্থানেই বাস করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের কল্পাল ছুইটা স্থানান্ত-রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ স্থান আমরা ত্যাগ করি নাই, উহা আমাদের বড়ই প্রিয়। আজ বৈকালে হুধ থাইবার ইচ্ছা হওয়ায় গরুটাকে পুকুরধারে লইয়া গিয়া হুধ থাইতেছিলাম। কিন্তু এই মাগী ক্রমাগত গরুটাকে টানাটানি করায় রাগে উহার ঘাঁড়ে চাপিয়াছি।"

''ওঝা বলিল "তবে কি তোর হুধ খাওয়া হয় নাই গ"

"হাঁ, হুধ আমি সব ধাইয়াছি। আজ ঝার গরুর হুধ হবে না।" "তবে বামুনের মেয়েরে আর কষ্ট দিন্কেন ? ছাড়িয়া যা ! শাঘ্র বা !" हाँ, आिय गाहेव, गाहेटिक, এই চলিলাম-এই বলিয়া রামদানী পুনরায় মৃচ্ছিতা হইলেন এবং ক্ষণেক পরে চৈতন্ত্রলাভ করিয়া পূর্ববং श्रुष्ठ इटेरणन्।

অক্ষর বাবু প্রথমে গরুটাকে পরীকা করিলেন। ছগ্ধ-দোহনের

স্বিশেষ চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কি আক্র্যাণ স্বোত্তিতে এক কোঁটা তথও পাওৱা গেল না। প্রদিন ছইতে যথানিয়মে তথ পাওৱা ষাইতেছে। অতঃপর তিনি চক্রবর্তী মহাশয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। खेिं जिल्ला के बार के ब কেহই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি প্রায় হতাশ হইয়া ঐ গ্রামের এক অতিবৃদ্ধ কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করি-ৰেন, "মহাশয়, বহুকাল পূৰ্ব্বে এখানে কোন চক্ৰবত্তী ৰাস করিত,*জা*নেন কি 📍 এই বুদ্ধের বয়দ আশি (বা অধিক) হইবে। ত্রিনি অনেকক্ষণ ভাবিষা বলিলেন, "কোন চক্রবর্তীকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। ভবৈ বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে. ঐ জমিতে ( অক্ষয় বাব্র বাগানটি দেখাইয়া) এক চক্রবর্ত্তী কিছুকাল বাস করিয়াছিল। ক্রিছ হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া পেল অথবা তাহার কি হইল কেইই স্থানে না। ওটা ক্রক্রবর্তীর ভিটা বলিয়া আমর। গুনিয়াছি।''

অক্ষম বাবুর মুথে পূর্ব্বোক্ত বুত্তান্ত গুনিবার পর একদিন আমি স্বয়ং ভদেশন ওঝার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এ ব্যক্তি নিরক্ষর ও অস্তাজ। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা বলিল তাহ। মাফার বাবর বুতান্তের প্রায় অর্থরপ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অপ্যাত হইলেও একশত বংস্বেও কি প্রেত্ত হইতে মুক্ত হয় না ? প্রেতত্ত্বের উর্দ্যামা (maximum limit) किছू नारे कि? रेजि\*

ব্রিশা, ২৪ পঃ

२७ देवमाथ, २७२७

ঐকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার :পূর্ব্বে গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেই উহার উত্তর দিতে অভিলাষ করেন, তবে ৰথাযোগ্য বোধ করিলে আমরা আনন্দের সহিত তাহ। পত্রস্থ করিব। व्यः त्रः मः।

# "পুনরাগমন"।

## ে (পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

( >0 )

हाउँ ठोक्त्रमात्र व्यागगत्न किছू नाउँकीय देविछ हिन।

আমি দেখিলাম, প্রাতঃকাল হইতেই গোপাল কাহার আগমন প্রতীকা করিতেছে; তাহার এত প্রিয় মাও তাহাকে আজ আরুষ্ট করিয়া বাধিতে পারিতেছেন না।

প্রথমে ভাবিলাম, পিতার তীত্রবাক্যে আহত বালক আর আমা-দের ঘরে থাকিয়া স্থুথ পাইভেছে ন।। তাই বোধ হয় শান্তিলাভের আশার সে মাঝে মাঝে বাহিরে আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলার প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল।
নানাদি কার্য নির্বাহের জন্ত মা আমাদের আদেশ পাঠাইলেন।
চাকর তৈল লইয়া আমাকেই মান করাইতে আদিল। আমি
তাহাকে গোপালের কথা জিজাসা করিলাম। সে বলিল,—"আমি
তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বিশ্ব আছে
বলিয়া, আমার সঙ্গে আসিতে চাহিলেন না।"

আমি। বলিক্সনা কেন, মা তাড়া দিতেছেন।

ভূত্য। তাও বলিয়াছি। প্রাতঃকাল হইতে গোপালবার জল মুখে দেন নাই বলিয়া, মা তাঁহাকে বারংবার বাড়ীতে বাইতে অমু-রোধ করিতেছেন। একথা শুনিয়াও তিনি আসিলেন না।

মনে করিণাম, নিজেই যাইয়া গোপালকে ডাকিয়া আনি। গোপালের সেই বিচিত্র কাহিনী শুনিবার পর, কি আনি কেন গোপালের প্রতি আমার এফটা মমতা আসিল। কিছু বিচার

বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম, এ মমতা অক্ত কিছুই নয়, মনের একটা ছুর্মলতা। গোপালের সঙ্গে পিতার যে কথা হইরাছে, ভাহাতেই ৰ্ঝিয়াছি, গোপাল আজ গৃহত্যাগ করিতে পারিলে, কালিকার জক্ত অপেকা করিবে না। তাই বিচ্ছেদের পূর্বকণে, স্বরণ্মাত্রেই মন আপুনামাপুনি কেমন তুর্জণ হইয়াছে। একটা গুহপালিত প্রত্ व्यक्तात्वहे यथन मत्न करहेत जेनव हव, ज्थन এकक्रन व्यक्तिमन সঙ্গীর অভাব স্বরণে মনের চাঞ্চল্য আসায় বিচিত্রতা কি। মনকে বুঝাইয়া স্থির করিলাম; গোপাল না আসে না আস্থক, আমিত স্থান कवि। চাকরকে বলিলাম.—"তবে আমাকেই তেল মাথাইয়া দে।"

স্থান করিতে বাইয়া দেখি, শ্রাম গোপালকে ধরিয়া আনিতেছে। তাহাকে আমার কাছে আনিয়াই খ্রাম বলল—"নাও খুড়ো। স্নান কর। অস্তুত্ত দাদা কি বলিতে কি বলিছাছেন। রোগে তাঁহার মস্তিদ ঠিক নাই। তাঁহার কথার কি রাগ করিতে আছে? মা বাডীর ভিতরে ব্যস্ত হইতেছেন।"

গোপাল একথার কোনও উত্তর না করিয়া আমার নিকটেই উপবিষ্ট ছইল, এবং তৈল পাত্র লইয়া নিজেই মাথিতে বদিয়া গেল 🖟 তাই দেখিয়া ভতাটা তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়া গোপালকে তেল माथाইতে চলিল। গোপাল किন্ত তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল.— ''প্ৰয়োজন নাই।''

আমি বলিলাম--"গোপাল! আমি বুঝিতেছি, তুমি কাল ভাল করিতেছ না।"

গোপাল। আমার বৃদ্ধিতে আমি ঠিকই কাল করিতেছি। ভাই। ইহার পরে তেল জোটাই ভার হইবে, ত মাথাইবে কে 🖓

আমি। পিতাই কি এড়ই অপরাধী গোপালক্ষণ পু আর বদিই

তাঁর অপরাধ হইয়া ধাকে, ভা হইলে কি তৎপ্রতি তোমার এক্নপ আচরণ দেখান উচিত ?

গোপাল। তোমার পিতার কোনও অপরাধ নাই। আমি ত ভাই মনে কিছুই করি নাই।

আমি। কিন্তু আচরণে যে তা দেখিতেছি না।

গোণাল। তোমরা আমার আচরণ বুঝিতে পারিভেছ না 🖰

স্থাম বলিয়া উঠিল—"তা পুড়োর আচরণ বুঝা, আমাদের মত বোকার ক্ষমতা ত নয়, স্বয়ং শিব ঠাকুর ব্ঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমি ত পুড়ো, সাত জন্ম সিদ্ধি থাইয়া বৃদ্ধি বাড়াইলেও বৃধিতে পারিব না।"

গোপাল হাসিয়া উত্তর করিল—"তৃমি যে ভাই ব্ঝিয়াওব্ঝিবে না।"
ভাম পূর্ববিৎ স্বরে কহিল—যা' ব্ঝিতেছি তাই কি ঠিক ?

পোপাল মাথা চুলকাইরা ঈষং হাসির সহিত বলিল—''তা হ'লে দেখিতেছি, খুড়ো আমাকে চিনিয়াছে।''

আমি কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলাম—''তবে কি একেবারেই আমাদের মায়া কাটাইতেছ?''

গোপাল। তা পারিব কি ?

আমি। আর্কি এখানে আসিতে হইবে না?

গোপাল। তা কেমন করিয়া বলিব। সেটা পিতার অভিপ্রায়ের উপরই নির্ভিত্ত কবিবে।

আমি। কবে যাওয়া হইতেছে ?

গোপাল। াপতা আৰু আদিলেই বুঝিতে পারিব।

আমি। আমিও দেখিতেছি, তোমার মস্তিফবিকার ঘটিয়াছে।

পোপাণ কোনও উত্তর করিল না। আমিও আর কোন কথা কহিলাম না। সানাস্তে আমরা আহার করিতে চলিলাম।

#### ( >> )

বৈকালে ডাক্তার আসিলেন। আসিরাই পিতার শ্ব্যাপার্শে উপবিষ্ট ইইরা বলিলেন—"তর্কনিধি মহাশয়। আজ কেমন আছেন ?"

পিতা। বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার আর প্রশ্ন না করিয়া, শব্দমানাদি-যন্ত্র সাহায্যে সেই ছ্রম্ভ রোগটার পোপন-স্থান অন্বেষণে বাগ্র হইলেন। অন্বেষণের আবেরের উাহার চকু মুদিত হইয়া আসিল। মনে হইল যেন, সেই ছ্রারোগ্য ছুর্বোধ্য রোগ দেহের কোন পঞ্লর-প্রাচীরের অস্তরাল হইতে তাঁহার চোথে আঙ্গুল দিয়াছে। অনেকক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া ভাক্তার বলিলেন—"আজ আপনাকে কিছু অতিরিক্ত ছর্ম্বল বোধ হইতেছে।"

পিতা ক্ষীণতর স্বরে ব্লিলেন—"আজ কিছুই গলাধঃকৃত করিতে পারি নাই।"

ডাক্তার। তানাকরিলে শুধু শুষধে কোনও ফল হইবে না। উপযুক্ত আহার নাকরিলে দেহ টিকিবে না।

পিতা। সাপ্ত ও বালি—ও গোস্ত আমি আর মুথে করিতে পারি-তেচি না।

ভাক্তার। ভাল, ত্রথের ব্যবস্থা করিয়া দিই না কেন। মুখরোচকও ক্টবে, অথচ শরীরের বেশ পুষ্টিসাধন হইবে।

এই কথা বলিয়াই ডাক্তার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—
"পোপীনাথ ! টেরিট বাজার হইতে গোটা ছই পায়রা আনাও।"

পিতা যেন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—''না—না—এখানে ওসৰ কিছু ≅ইবে না।''

ডাক্তার। বেশ, তবে আনাইয়া, যত শীঘ্র পার, আমার ডাক্তার ঝানায় পাঠাইয়া দাও। পিতা। ডাক্রার বাব। ও সঙ্গলে আর কাব্র নাই।

ডাব্রার। আপনি পণ্ডিত হইয়া একি কথা বলিতেছেন। ''শরীর মান্তং"-- এ "আত্তং"টা না করিলে যে আপনার প্রত্যবায় হইবে। শরীরকে তুর্বল পাইলেই রোগ আবার প্রবল হইরা উঠিবে। আপনি আর পাঁচ জনের জন্ত দেহ রক্ষা করিতেছেন। আপনার প্রাণ থাকিলে, কত লোক নীতি ও ধর্মে পণ্ডিত হইবে, তার সংখ্যা কি ? অাপনি আর ছিধা করিবেন না। আমার কম্পাউণ্ডার ব্রাহ্মণ। আমি ভাহাকে দিয়াই প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি।

পিতা নিক্তর রহিলেন। সম্বতিলক্ষণ ব্ঝিয়া ডাক্তার বলিলেন-"ভাল, আপনাদের কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না। আমিই সে সমস্ত জোগাড় করিয়া আপনার কাছে বোতণে পুরিয়া পাঠাইতেছি। পিতার দেহরকার জন্ম ডাক্তার বাবর ব্যাক্ষতা দেখিয়া আমাদিগকেও ব্যাকুলতার সহিত জাহার দর্শনীটি দিতে হইল। যাইবার সময়, তিনি বেচুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, পিতা আমাকে বলিলেন—''কি গোপীনাথ। পারবার ঝোলটা খাইব ?"

আমি। বোল, আপনাকে কে এ কথা বলিল? এথ-এথ-रेक्वत्रम मिर्जना बाधित मरहोयध। (बाजरन भूतिया, हिनि चाँछिया, লেবেল মারিয়া আসিতেছে।

পিতা। কি যে হতভাগা রোগ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি। এইবারে রোগকে সরিতেই হইবে। পিতা। দেখো যেন তোমার গর্ভধারিণী না কানিতে পারে।

আমি। আপনি ও আমি জানিলাম, আবার কে জানিবে!

পিতা। সে হতভাগাটার কাছেও একথা প্রকাশ করিও না। সে कानिएक शादिरमञ्ज बाहेतात समग्र अक्टी कानर्थ वाध:हेब्री बाहेरव।

আমি। সে আর এ দিকে আসিতেছে না।

পিতা৷ হতভাগাটা করিতেছে কি ?

আমি। সে বাহির দর্জার বসিয়া তার বাপের আগমনের অপেকা করিতেছে।

পিতা। তাহার মাথা করিতেছে। কি অক্লভক্ত দেখিলে? সারা-দিনের মধ্যে আর একবারও আমাকে দেখিতে আদিতে পারিল না।

আমি বলিলাম---'ভোহার মন্তিফ বিকার' ঘটিয়াছে।'' এই বলিয়া স্থানান্তে যে যে কথা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক পিতার কাছে বলিলাম।

शिका कुनिया विलालन.—"मिखिक विकात काशत घडियाह, ना ভোষার! দে আমার কাছে তথন কি বলিল, বুঝিয়াছ কি? 'না ছাড়িলৈ তুমি তোমার মাতার শোকের, অপবাদের, এমন কি মৃত্যুর কারণ হইবে।' শোকের ও মৃত্যুর কারণ না হয় সে যে কোন প্রকারে হইতে পারে। কেননা তোমার গর্ভধারিণীর পোপালের প্রতি যেরূপ মমতা, তাহাতে গোপালের কোনও ভাল মন্দ হইলে, তাহারও অনিষ্ঠ হইবার সন্তাবনা। কিন্তু 'অপবাদের কারণ इटेरिं? ÷ ऐटांत्र अर्थ कि १ वरः शांशांत এथान ना थांकिएन, रामरन 🗣 এখানে প্রতিবেশীদের কাছে. তাঁহার নিন্দা হইবার মন্তাবনা।"

্ আমি। আপনি কি কিছু ব্ৰিয়াছেন ?

পিতা। আমি অনেক চেষ্টার্ডে এই মাত্রইত ব্রিয়াছি বে. গোপালের অমুমান এখানে ভাষার জীবনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইবাছে।

শুনিরা আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পিতা বলিতে লাগিলেন-

''তাহার বোধ হইরাছে, তাহার এই আকস্মিক বৃদ্ধির বিকাশে আমরা পিতা পুত্রে ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। এখন তুমি কি ও হতভাগাকে এখানে আর থাকিতে অমুরোধ কর ?"

আমি। বাপের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তবে কি তার ভান মাত 🕈 পিতা। তুমিও যেমন মুর্থ। এত ইংরাজী বই পড়িলে, তথাপি তোমার জ্ঞান হইল না ! প্রতাক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহাই সময়ে সময়ে মিথ্যা হইয়া যায়, তা স্বপ্ন একটা অলীকচিন্তা—সে ক্থন,কি সত্য হইতে পারে ! পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র না থাকিলে, আমিত তাহার আসিবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

বহির্ভাগে শব্দ হইল—"রাধানাণ!" তড়িতাহতের মত পিতা শ্যার পতিত হইলেন। আমিও যেন কিরংকণের জন্ত সমস্ত অন্ধর্কার দেখিলাম। অথচ কি মিষ্টস্বর! কিংকর্ত্তব্য-বিমৃত হইরা পিতার পদ প্রান্তে বসিয়া আছি, এমন সময় গোপালকে অগ্রে করিয়া ছোট ঠাকুরদা গ্রহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

.সেই দীনবেশধারী ত্রাহ্মণের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আর আমি 🥻 ঞ্জির হইয়া বসিতে পারিলাম না। তাঁহার মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ আমার কেমন কঠিন হইয়া পড়িল। কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসায় কি বে উত্তর দিলাম, তাহাও আমার স্বরণে আসিতেছে না। আমার মাথা হেঁট হইয়া আমিল। আমি তাহাকে একটি প্রণাম করিয়া মাতাকে সংবাদ দিবার অছিলার সে স্থান ত্যাপা, করিলাম।

( >< )

निएम्ड इरेबा हक मूनिया निरमत चरतत भगांत खरेबा चाहि, धमन সময় শ্রাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—''শীঘ আহ্মন, কর্তা মহাশয় আপদাকে নীচে ডাকিভেছেন।'' <sup>\*</sup>

আমি সাপ্রহে বিজ্ঞানা করিলাম—"ছোট ঠাকুরদা ?" খ্যাম। মা তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইবা গিরাছেন।' আমি। ত্রহনে কি কি, কথা হইল, শুনিরাছ কি ?

শ্রাম। সমরে আসিকে পারি নাই বলিরা, সব শুনিতে পাই নাই। তবে কতক কতক শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি, থুড়ো ভাইপোয় আৰু হইতে কাটান ছাড়ান হইরা গেল।

কি কণা হইরাছিল শুনিবার জক্ত আমার আগ্রহ সত্ত্বেও শ্রাম আমাকে তৃপ্ত করিল না। বলিল "অবকাশ মত বলিব। এখন ছোট ঠাকুরদা ফিরিতে না ফিরিতে কর্ত্তা মহাশরের সঙ্গে দেখা করিয়া আহ্ন। বেচু এখ্ আনিতে গিয়াছে, আমি ভাহাকে সাবধান করিতে চলিলাম।"

শ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি পিতার সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম পিতা আমার অপেকায় উদ্গ্রীব হইয়া বিদয়া আছেন! গৃহে প্রবেশ মাত্রই তিনি বলিলেন—''তোমার গর্ভধারিণীর অনুই দেখিতেছি সব নাই হইল। নিঝ ক্লাটে সকল গোলমাল চুকিয়া গেল। দামোদরের দেবার লোকাভাব বলিয়া রমানাথ ভাহার প্রকেলইতে আসিয়াছে। পৃথক্ হইবার এমন স্থবিধা—তোমার গর্ভধারিণী বুঝি হইতে দিল না। সে গোপালকে রাখিবার জন্ম তোমার দাদার পারে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিতেছে।

আমি। মা কি গোপালকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন ? পিতা। না পারেন, তোমার অদৃষ্ঠ।

পোপাল এথানে থাকিলে আমার অদৃষ্টের কি হানি হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। জিজাসা করিলাম—''থাকিলে কি বিশেষ অনিষ্ট হুইবে ?'' পিতা। এক অনিষ্ট তোমার পাঠের ক্ষতি ! তুমি আর শত চেষ্টাতেও গোপালকে হারাইতে পারিবে না। গোপনে সন্ধান লইরাছি, গোপাল প্রতি উত্তর-পত্রে একটা করিরা প্রশ্নের উত্তর লিখে নাই। তবু সে এবারেও প্রথম হইরাছে। তুমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়াও তার সমান হইতে পার নাই।

শুনিবামাত্র স্থপ্ত জর্মা প্রজ্ঞানিত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"তা হইলে উপায়? মায়ের অতি আগ্রহে যদি দাদা গোপালকে রাধিয়া যান ?

পিতা। তাইত বলিতেছি, তোমার অদৃষ্ট।

আমি। এবারে আমি প্রশ্নের বেরূপ উত্তর করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি কিছুতেই দিতীয় স্থান অধিকার করিব না। মাষ্টারের পক্ষপাত না থাকিলে, কথনই এরূপ হইতে পারে না।

পিতা। আমিও ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যে কারণেই হউক, পর বংসর এরূপ হইলে তোমার ভবিষ্যতে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ছশ্চিস্তায় তোমার বুদ্ধি হানি ঘটিতে পারে।

আমি। এবার ধিতীয় হইলে, আর আমি ও ইস্কুলে পড়িবই না।
পিতা। এ ক্ষতিও তত ধরি না। ধিতীয় ক্ষতি—এবং সেটা বিশেষ ক্ষতি, গোপালকে এথানে রাখিলে যা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছি ও ভবিষাতে করিব, ভাহার অর্দ্ধেক গোপালকে দিতে হইবে।

আমি। কেন ? এত আর গোপালের পিতার উপার্ক্তন নয় ?

পিতা। তা হইলে কি হইবে! একারবর্ত্তী পরিবার—একজনের পরিশ্রমে উপার্জিত সম্পত্তিতে গোপালের পিতার সমান অধিকার। গোপাল যদি এথানে না থাকিত, তা হইলে একারবর্ত্তিত্ব থাকিত না। কিছু কিছু মাসে মাসে দরা করিয়া দিলেই লেঠা চুকিরা যাইত। শরীরের ভাল মন্দ কথন কি হয় কিছুই বলা যায় না। বয়স হইরাছে। মাঝে মাঝে নানা বিজ্ঞাভীয় ব্যাধি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিভেছে। যদি মারা যাই, তাহা হইলে গোপাল চুল চিরিয়া বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা লইবে।

আমি। গোপাল ত আন্ধ পর্যান্ত একতা আছে। স্বতরাং আৰু পর্যান্ত যাহা উপার্জন করিয়াছেন, তাহার কি হইবে ?

পিতা। আমি যে কি উপার্জ্জন করিয়াছি, তা কে জ্বানে ?

স্ত্রী-পুত্রই জানেনা। পরের ঘরে বাসা করিয়া আছি। যা উপার্জ্জন
করিতেছি, তা যে সব সংসার খরচেই বাইতেছে না, তাহা আমি ভির
আর কে বলিতে পারে! আমার জীবদ্দশার অর্থ হানির কোনও
ভর নাই। তবে আমি মরিলে সম্পত্তির কথা গোপন না থাকাই
সম্ভব। সম্ভব কেন—কোম্পানীর রাজ্জ্জ—আমি মরিলে, আদালতের
গোচর হইবেই।

এত দিন পরে আমার প্রতি পিতার মমতা পূর্ণক্রপে অমুভব করিলাম। বুঝিলাম, গোপালকে গৃহ হইতে নির্কাসিত করিতে আমা অপেক্ষাও পিতার আগ্রহ অধিক। কিন্তু পিতা কি উপ:র্জন করিয়া-ছেন, জানিবার জন্ত মনে বড়ই কৌতৃহল হইল।

পিতা যেন মন বৃঝিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া, কেছ কোথায়
আছে কিনা—দেখিয়া, অনুচ্চসরে বলিলেন—"গোপীনাথ! এ যাবং
কিছু কম তিন লক্ষ্ণ টাকা সঞ্চিত করিয়াছি।"

শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। সম্পর্তির একটা মোহিনী ছবি ভড়িদ্বিকাশের মত যেন আমার চোথের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

পিতা বলিতে লাগিলেন—"আরও ছই চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে, অস্ততঃ তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিতে পারিব। এই সমস্ত সম্পত্তিই তোমার। এখন বল দেখি, গোপালকে তুমি আর এখানে রাখিতে ছাও ?"

আমি। হাজার দশবারো টাক্। দিয়া উহাদের বিদার করুন না কেন! তা'হলে বোধ হয় ছোট ঠাকুরদা আহ্লাদের সহিত গোপালকে এস্থান হইতে লইয়া বাইবেন।

পিতা। বল কি মূর্থ ! আমার এত কটের উপার্জ্জিত অর্থ, আমি একটা নিজ্জিয় অলসকে দিয়া বাইব ? উপার্জ্জন করিতে বাইয়া অত্য-ধিক পরিশ্রমে আমি এই বয়দেই শরীর ভগ্গ করিয়া ফেলিলাম, আর সে নামোদরের নামে হুই বেলা ক্ষীর মাধ্যমে দেহ পুষ্ঠ করিয়া, বিদিয়া বিদিয়া, সেই উপার্জনের অংশ গ্রহণ করিবে ?

আমি। ইহার্ন উপরে যদি তাঁহার কিছু ক্বতজ্ঞতা থাকিত! আপনার অস্থবের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আপনাকে দেখিতে আসা তাঁর সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল?

পিতা। তার ক্লতজ্ঞতার আমার কিছু আসে বায় না। আমি ভঃখীকে দয়া করিতে পারি, অলসতার প্রশ্রম দিতে পারি না।

আমি। আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। তাহাতে আমার বলিবার কি আছে।

পিতা। তা হইলে যেমন করিয়া পার, তোমার গর্ভধারিণীকে এই হুর্ব্জুদ্ধির কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর। গোপাল যাহাতে তাহার পিতার অনুগমন করে, তাহার উপায় কর।

আমি। আমি কি উপায় করিব।

পিতা। কি করিবে সব আমাকে বলিতে হইবে। তবেই তুমি বিষয় রক্ষা করিয়াচ।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট। বলিলাম—''আমিত কিছুই উপান্ন স্থিত্ত করিতে পারিতেছি না।"

পিতা এই কথায় একটু সজোধে বলিলেন—"তোমার দাদা তাহার পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, লইয়া যাইবার নানা কারণ দেখাইতেছে—তুমি তোমার গর্ভধারিণীর সন্মুখে ঘাইয়া দাদার পক সমর্থন কর।

কার্যোর কাঠিন্য উপলব্ধি করিয়া অনিচ্ছায় গৃহ-ত্যাগ করিতে ষাইতেছি, এমন সময় ছোট ঠাকুরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশ:

প্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ।

## যমালয়ের পত্রাবলি।

#### ১ম পত্র।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এইরপে অধীরভাবে আমি কভক্ষণ যে ঘুরিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পৃথিবীতে থেমন কাল বিভাগ আছে, নরকে সেইক্লপ নাই। বছক্ষণ, অল্লক্ষণ ইত্যাদিরূপ মনে হইলেও সেধানে সব জিনিষ্ট থেমন কারনিক, সময় জ্ঞানটাও তজ্রপ। পুর্বের মত সেই দুরস্থিত আলোক লক্ষ্য করিয়া আমি চঞ্চল চরণে ছুটিতে লাগিলাম। এতদুর व्यक्षत्रत्र स्टेनाम, किन्न रम व्यारमाक रम मृत्त्र रमटे मृत्त्रहे त्रहिन्ना राम । वत्रक, जामात (वांध इहेन, जाहा कीन इहेरज कीनजत इहेरजरह।

প্রথমে, তাহা আমার দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু, শীঘ্রই আমি শ্বির নিশ্চয় হইলাম যে, ইহাতে আমার চকুর কোনও অপরাধ নাই: বস্ততঃ আলোক কীণতর হইতেছে। ভীত্র, উচ্ছন আলোক ক্রমে অক্ট যেন ছায়ালোকে পরিণত হইল। তাহা যেন প্রেতমূর্জি ধারণ করিয়া প্রভাহীন দীপ্তিতে সেই স্থানকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিল। আমার দুঢ় বিখাস হইরাছিল বে স্থানটা অনুতিবিলম্বে শালোক লেখা ৰৰ্জ্জিত অচ্ছেদ্য অন্ধকারে আরত হইয়া পড়িবে।

মানবের কলনাতীত, আমার যে ভীষণ যন্ত্রণাভোগ হইরাছিল. তাহার অপেক্ষা তীব্রতর যন্ত্রণা আসিতেছে একথা জীবিত তোমাদিগের বিশাস হইবে না। কিন্ত প্রকৃতই, পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ অধিক যন্ত্রণা আমার বিরিতেছে, বুঝিলাম। অপরের তীত্র যন্ত্রণা দেখিয়া আমি निष्मत बन्न त्यात উৎकर्श পतिशृर्ग रहेनाम ; ভारामिरगत क्षमप्रविमातक ভীষণ কার্য্যকলাপ 'দেখিতে আমার ইচ্ছা ইইল না, আমার যতদুর সাধ্য আপনাকে সক্ষৃতিত করিলাম। তোমরা ভাব যে, নরকে পরের হঃৰে ও চিস্তায় আত্মবিশ্বতি আদে, অপরের যন্ত্রণা ভাবিতে ভাবিতে স্থাপনার তীব্র চুঃথ মানব ক্ষণিকের তরেও ভূলিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বস্ততঃ তাহা হয় না: যে তীব্ৰ গরল দেখানে প্রাণকে জর্জরিত করে, অপরের চিন্তায় তাহা উপশমিত হয় না। হে মর্ত্তাবাসী, পুথিবীতে তোমাদিগের শত শত হ:খ ও মর্মবেদনার কারণ সম্বেও তোমরা স্বৰী, তোমাদিগের যেমন ধারণা শক্তি তোমরা সেইরূপ বিচার কর। সেখানে চিত্তপ্রসাদের লেশমাত্রও নাই, পরের হুংথে, আপনার ব্রুণা বিশ্বত হইবার কোনও উপায় নাই। মর্ক্সে, মনকে বিষয়াস্তরে নিযুক্ত করণে যে এক প্রকার শাস্তি আদে, মরণের পর এখানে আসিলে, ভাহা আর হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিরাছি যে,আমি আপন দেহকে সঙ্গুচিত করিলাম। মানব এথানে, কতথানি যে আপনার দেহকে সম্কৃচিত করিতে পারে, কঠিন শরীরধারী তোমাদিগকে তাহা কিরূপে বুঝাইব। বিবরমধ্যস্থিত ভেকের মত গুটি স্থটি মারিয়া, ভূমি আলিঙ্গন করিয়া আমি পড়িয়া বুজিলাম। পার্শ্বে কি জানি কাহার কাত্র দীর্ঘ নিখাস আমার আমুচিস্তা ভাঙ্গিয়া দিল, আমি ভয়ে চতুৰ্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার গাঢ়তর হওরার আমি অতি কটে বুঝিলাম, আমারই মত আবার একজন লোক ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার বীভৎস আকার, বদন বিক্লভ, গলদেশে রজ্জ্বদ্ধন; মাঝে মাঝে সে আতঙ্কে চারিধার নিরীক্ষণ করিতেছে এবং চকিত-ভাবে সেই রজ্বর হুই প্রান্তদেশ লুকান্বিত রাথিতে চেষ্টা করিতেছে ; কথন বা অঙ্গুলিদারা রজ্জ্বন্ধন শিথিল করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভীভচকিত মুর্ত্তির নয়নদ্বয় আবার আমার উপর ন্থির হইল; তাহার নেত্র যেন প্রকোষ্ট্রেশ ভাগে করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে: তাহার মনে যেন কত কি প্রশ্ন জাগিতেছে, ভাবে হৃদর ক্ষীত হই-তেছে, দ্যতি ভাষা অধ্যোষ্ঠকে কাঁপাইতেছে, কিন্তু কি যেন বিভীষিকার, ৰাক্যক্তরণ করিতে সে যেন সাহস পাইতেছে না। আমি ভাবিলাম, আমারই প্রথম সন্তাষণ করা উচিত।

দ্রাগত সেই অতিক্ষীণ অম্পষ্ট আলোকরশ্মির দিকে, তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া আমি বলিলাম, "আলোক ক্রমশ:ই ক্ষীণতর হই তেছে; শীঘ্রই হয় ত আমরা গভীর তিমিরে আচ্ছর হইরা পড়িব।"

সেই বিক্লত আকৃতি উত্তর করিল, "হাঁ, শীঘ্রই রজনী হইবে।" তাহার ভাষা. সে কি ভাষা ? তাহা অসপষ্ট বড় বড় শন্দ মাত্র।

"कज्यन बहेन्नन बाकिरव ?"

"তাহা কি করিয়া বুঝিব ? ইহা তুই এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইতে পারে, শত শত বংসরও ব্যাপী হইতে পারে। এথানে আমরা কালের मान वह विकास नात कार्य यह माल कानि त्य. वह यह गामा बक নিশা অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী, এই ভয়ঙ্করী রঞ্জনীর যেন শেষ নাই।"

"তবে এটা নিশ্চিত যে আবার দিবা আসিবে ?"

"হা, আবার দিবা আসিবে, মর্ত্তো আমরা যাহাকে ক্ষাণালোকিত কাক-জ্যোৎস্না বলি, তাহাকে যগপি তুমি দিবালোক বল, তাহা ছটলে আবার দিবালোক ফিরিবে। আমার মনে হয়, তাহা বস্তুত: দিবা নয়। সে যাহাই হউক, আমি দেখিতেছি তুমি এখানে নৃতন আসিয়াছ।''

আমি দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া উত্তর করিলাম, হাঁ আমি নবাভাগত, আমার সবে মাত্র মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু তাহাও ত অল্ল দিন বলিয়া মনে হইতেছে না।"

"স্বাভাবিক মৃত্যু ?" '

আমি উত্তর করিলাম, "নিশ্চিত! তা'ছাড়া আবার কি ?"

"তা' ছাড়া আবার কি''—আমার এই কথায় সে অতিশন্ন অসম্ভষ্ট হইয়াছিল। তাহার বিকট বদন বীভংগভঙ্গীতে আমার দিকে এক-বার ফিরাইয়া সে করুণভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, আমার কথায় উত্তর দিতে তাহার কোনও ভাষা সবিল না।

আমিও আর তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিলাম না। এই অপ্রাতিকর কথাবার্তা আমার একেবারে বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, দে ষ্পার স্থির থাকিতে পারিল না, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"আত্মঘাতীর কি ভীষণ যন্ত্রণা। আমার কোথাও শাস্তি নাই: আমি কেবল পলাইয়া পলাইয়া বেডাইতেছি. সকলেই আমাকে

উৰ্দ্ধনে মারিছে চার! তবে, তোমাকে দেখিয়া আমার তত ভয় হইতেছে না; তুনি এখানে নৃতন আসিয়াছ; তুমি নিজেই আজা-বস্থার একেবারে হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িরাছ, তৃষি আর আমার কি অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে। আছো, আমার ত নিজের প্রাণ আমি শ্বেচ্ছায় হনন করিয়াছি, লোকাপবাদ ুও সংসারিক যন্ত্রণাভারের হল্প হইতে মুক্ত হইব, এই আশাস গভীর নিশীথে নিজন গুপ্ত গৃহে উত্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছি! তবে আবার মরণের এত ভর কেন ? প্রাণ ত গিয়াছে, তবে কাহার সংরক্ষণে আমার এত (5 हों ? তাহা জানি না। আমি বৃ িশ আমার এই আয়াক, এই উদ্ভম, এতটা ভন্ন, সবই কার্লনিক। যাহা আমার নাই, তাহা কি করিয়া অপরে হরণ করিবে? কি জানি, তবু কেন, প্রাণে এই ভব্ন জাগিলেই আমি নির্কোধের মত পলারন করি; মনে হয়, আমি যেন শত প্রাণ হারাইতে ব্দিয়াছি, মনে হয়, যেন এই স্থান কেবল ফাঁস্থড়িরার স্থারাই পরিপূরিত, আর আমি তাহাদিগের হত্তে সম্পূৰ্ণ অসহায়। দেখিতেছ না, আমি এই রজ্জুর প্রা**ত্ত**্যর সাবধানে সংবক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি; সর্বাক্ষণ ভয়, পাছে এই নিষ্ঠুর ঘাতকেরা তাহার সন্ধান পার ও সজোরে গলদেশে ফাঁসটা টানির। দের। হার! কেন আমি আজ্বাতী হইলাম! কেন সামান্য হঃখের হন্ত হইতে মুক্ত হইবার আশার, মানব-করনাতীত এই বন্ত্রণার সাগরে আমি শ্বেচ্ছার কক্ষ প্রধান করিলাম ! তথন ভাবিরাছিলাম মৃত্যু ! সে এক প্রকার শান্তিময়ী অনস্তকালব্যাপিণী নিদ্রা! এখন দেখিতেছি, যাহা निजा ভাবিরাছিলাম, তাহা कि ভীষণ স্বপ্ন सांगद्र !"

শোকের আবেগে তাহার ভাষা কঠে আবন হইয়া গেল, হানর

যন্ত্রণাভাবে ক্ষীত হইতে লাগিল, সর্বাঙ্গের বিকট বিক্রব ভাষার মনের শোচনীয় ভাব বাক্ত করিয়া দিল।

সে কিয়ৎক্ষণ আমার পার্ষে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। কি জানি. কেন আমি তাহার দিকে আমার হস্ত একবার সঞ্চালন করিলাম: ইহাতে যে কোনও আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহা নয়। সে কিন্তু মনে করিল যে, আমি তাহার গললগ্ন রজ্জ্বগুকে আকর্ষণ করিতে যাইতেছি: তাহার সমস্ত অঙ্গ আশকায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তোমরা দেখিয়াছ. মেঘকোলে সৌদামিনী কিরূপ ক্রীড়া করে; সে তাহার অপেকা ক্রততর, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আমি দেখিতে পাইলাম না। আমিও ভয়ে (পাছে দে আবার ফিরিয়া আসে;) দেই স্থান ত্যাগ করিশাম। এখানে ত অপরের চিন্তায় আত্মবিশ্বতি নাই, আবার নিজের তঃথভার লইয়া একস্থানে বদিয়া থাকিয়া আত্ম-চিম্ভায় যে শাস্তি ভাহারও আশা নাই।

আমি এক গছবরের মধ্যে লুকায়িত হইতে না হইতে দেখি দেখানেও এক আত্মঘাতা আসিয়া উপস্থিত। দে আসিয়াই নিজ যন্ত্রণা-কাহিনী আমার বোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার কর্ণবিবরে ঢালিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এইরূপে বেথানেই যাই দেইখানেই নম্ন অপঘাত মৃতের বীভংস ব্যবহার, নম্ন **আত্ম**ঘাতীর মর্মান্তিক যাতনা। কেহ উজ্জ্ব ফলক-বিশিষ্ট ছুরিকা গ্রহণ পূর্বক তাহা বদন মধ্যে লুকান্বিত রাখিতেছে ও মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ করি-তেছে: বক্ষ হইতে কাল্লনিক ক্ষির্ত্রাব কিছুতেই পুছিয়া কেলিতে পারিতেছে না। কেই বা শুন্যে চারিধারে ঘাতকের তরবারী নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইভেছে, কোথাও শান্তি নাই। কেহ বা কাল্পনিক व्यवित्र नाहन हरेएक त्रका भारेगात जना व्यक्ति । याशात जननिमञ्जन-্ছেতু অপমৃত্যু হইয়াছে, সে চতুদ্দিকে উত্তালতরঙ্গসঙ্গুল বারিধি কল্পনা

করিয়া, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রুখা চেষ্টা করিতেছে। এইরপে বেখানেই যাই, সেইখানেই ঘোর यন্ত্রণা, মর্ম্মান্তিক পীড়া, আত্মপ্রাণ রক্ষার নিমিত্ত রুণা চেষ্টা ও নিরাশায় আর্ত্তনাদ। আমি ভয়ে, যন্ত্রণায়, নিরাশায় জর্জারিত হইতে লাগিলাম। সে যে কি কষ্ট, ভাহা ভাষায় বলিবার কাহারও শক্তি নাই: তাহা যে না ভোগ করিতেছে, সে কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

কিন্তু, একটা দৃশু দেখিয়া সেই যন্ত্রণার মধ্যেও আমি ক্ষণিকের ভরে বিশ্বরে পরিপুরিত হইলাম। আমি জন কতক লোক দেখিলাম. তাহার। এই ভীষণ স্থানে স্থিরভাবে বিদয়া আছে। কোনও রূপ যন্ত্রণা যেন তাহাদিগের প্রশাস্ত চিত্তে কোনও তরঙ্গ তুলিতে পারিতেছে না। তাহাদিগের কাহারও বহিদ্দা নাই: এত যে পাতকীদিগের আর্ত্তনাদ বা অপমতের বীভৎস অভিনয়, কিছুই তাহারা জানিতে পারিতেছে না, অথচ তাহারাও সেইস্থানে আসীন। বরঞ্চ তাহাদিগের বদনের বিমল কান্তি দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহারা কি মনোরম স্থ-স্বপ্নে নিমগ্ন। তাহারা দেখানে নিথরভাবে ব্যিয়া আছে, অথচ তাহাদিগের সন্থিত আর কোন পবিত্র শান্তিক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছে। আমি তথন এই রহস্ত কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু এখন জানিয়াছি তাহারা কাহারা। তাহারা পরার্থে, ধর্মের জন্তু, স্বদেশের জন্তু, আত্ম বলিদান দিয়াছেন। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া যতদিন কালপূর্ণ না হয়, ততাদিন এইস্থানে বাস করিতে হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বার্থ চিস্তা ছিল না বলিয়া, তাঁহারা এই স্থানের ভীষণ যন্ত্রণার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। সে যাহাই হউক, তাহারা আমার ঘোর যন্ত্রণার কোনও সহাত্ত্তি করিল না, আমিও তাহাদিগের মনের অবস্থা কিছুই বুঝিলাম না, তাহাতে আমার মনে এক প্রকার বিরক্তি অধিকার করিল। সেই বিরক্তি হইতে নৃতন

এক প্রকার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আমি অস্থির হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম। জ্ঞানহীন, উন্মাদের মত, কতদূর যে যাইলাম, ভাহা আমি বলিতে পারি না। এক গহ্বরের মধ্যে জড়সড় হইয়া আমি পডিয়া প্রথমপত্র সমাপ্ত। বহিলাম। ( ক্রমশঃ )

সেবাত্রত পরিত্রাজক।

# দাদা ম'শায়ের ঝুলি।

্ ১৩৭ পৃষ্ঠার পরে )

গত রাত্রির কথাবার্তায় ব্যোমকেশ যেন কি একটা নৃতন আলো-কের আভাদ পাইয়াছিল। ঋষিদিগের সভ্যাত্ররাগ, জ্ঞানলেপা, সংযম ও যোগাভ্যাস এই সমন্ত বিষয় যতই সে চিন্তা করিতে লাগিল, ততই যেন তপোবনালক্কত, সামগানমুখরিতা, পবিত্র যজ্ঞগুমপুত, স্নিগ্ন শ্রামছায়া-বিভূষিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-গীলাভূমি—যথায় প্রকৃতিদেবা আপনার শাস্তিময় ক্রোড়ে তাঁহার প্রিমপুত্রগণকে চিরদিন লালন করিতেন, যথায় বিলাস শালসাশূত্য সর্বভূতহিতকামী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানদ-রসে ডুবিয়া থাকি-তেন, ক্ষত্রিয় সর্বাধ উৎসর্গ করিয়া প্রজাপালন করিতেন, বৈশ্র লোক-রক্ষার্থ ধনার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতেন, এবং শুদ্র অপরাপর সকলের সেবা করিয়া আত্মোন্নতি দাধন করিত—দেই মহামহিমা-মণ্ডিত প্রাচীন আর্য্যভূনির একথানি স্নিগ্নোজ্জল আলেথ্য তাহার মানসনেত্রের সন্মুধে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ভাবের নেশা তাহাকে যেন মাতোরারা করিয়া তুলিল; এবং কতক্ষণে সে পুনরায় সে পুণ্যকাহিনী শুনিয়া চরিতার্থ হইবে সেই আশায় সোৎস্কুক হৃদয়ে সায়াক্তে বন্ধু সম্মিলন প্রতীকা করিতে লাগিল।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, এবং সকলে পুনরায় এক।এত হইয়া

বৃদ্ধ ভট্টাচার্যাকে বেরিয়া বদিল। ব্যোদকেশ ভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল—''দাদা ম'শায়, যে নবা বিভার গর্ব্বে ক্ষীত হয়ে, এতদিন আপনাদিগকে অনাদর করে এসেছি, আপনার কথা ভনতে ভনতে আমার চথে যেন সে বিপ্তারজ্যোতিঃ সকালবেলার চাঁদের মত মান হয়ে যাচে। বাস্তবিক্ট আমরা নিজেদের কোন সংবাদই রাখি না এবং রাখতে পছন্দও করি না। সাহেবি বিভাশিকা ক'রে একবারে সাহেব সাজুতে গিয়ে ময়ুরপুচ্ছ পরিহিত দাঁড় কাকের স্থার শুধুই হাস্থাম্পদ হয়ে পড়ি। আমি আপনার শরণাগত হচ্চি, যাতে আমার যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।"

ভট্টাচার্য্য। ভগবান তোদের মঙ্গল করুন। এই বুদ্ধ বরুদে যদি ভোদের মধ্যে যথার্থ স্থাদেশানুরাগ জেগে উঠতে দেখি, তা'হলে স্থাপ মন্ধত পারবো। তোর মনটা দেথ্ছি একটু ভিজেছে, তাই একটা কথা বলি ভাল ক'রে শোন। শুধু করকচ ফুন আর শুড়ে রসগোলা Cथटनहे चारमें इछता इटन ना। चारमारक, चारमी-धर्मारक, चारमी-জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ভাল ক'রে চিনতে শেখ, স্বদেশের সনাতন অধ্যাত্ম-বিদ্যা ও তদমুসঙ্গী নানাশ্রেণীর জ্ঞানরান্ধী লাভ করে যথার্থ স্বদেশী হও, এবং জগতের সামনে এক নবোজ্জল আদর্শ থাড়া ক'রে মানব জাতির কল্যাণসাধন কর এবং আপনারাও ধ্যা হও।

ব্যোমকেশ। আশীর্কাদ কর্মন, যেন দেইরূপই মতিগতি হয়। এখন আমাদের পূর্ব্ব কথা স্থক হোক।

ভট্টাচার্যা। আমরা এপগাস্ত যে আলোচনা করেছি, তার একটা পুনরাবৃত্তি করা যাক। আমাদের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে কথাবর্তায় আমি ্বলেছি প্রবৃত্তিমার্গী জীব ভূর্ ভূব: এবং স্ব এই লোকত্রয় আশ্রয় ক'রে খাকে. এবং এই লোকত্রয় কি, এই কথাটা ভাল ক'রে বোঝাবার জ্ঞ আমরা হুড়ের অবস্থা সহছে আলোচনা কচ্ছিলাম। তাই না ?

ব্যোমকেশ। আজ্ঞা হাঁ। আমরা ইথারকে জড়ের চতুর্থ অবস্থা ব'লে নির্দ্ধারণ কচ্ছিলাম। এই খানেই ত জড়রাজ্যের শেষদীমা বলিরা আমরা জানি। অস্ততঃ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ইহার অভিরিক্ত কিছু বলেনা।

ভট্টাচার্য্য। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের এখনও শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিককুল বেরূপ ভাবে শনৈ: শনৈ: শুগ্রসর হচ্চেন, তাহা আশাপ্রদ বটে। তাঁদের রুসায়ন-শাস্ত্রোল্লিখিত চতুঃষ্টি বা পঞ্চষ্টি সংখ্যক মৌলিক-পদার্থ আর বোধ হয় অধিকদিন টিক্বেন না। তাঁরা যে প্রোটাইলের কথা আজকাল বল্চেন দেটা গুনেচিস কি ?

বোানকেশ। আজা হাঁ; Sir William Crookes বলেন এক-প্রকার সমজাতীর (homogeneous) মৌলিক পদার্থ হ'তেই রসায়ন শাস্ত্র বাদিগে মূলভূত elements) বলে, সে সমস্ত গুলির উৎপত্তি হয়েছে। এই পদার্থটির তিনি নামকরণ করেছেন 'প্রোটাইল' (Proty-le)। তাঁর মতে এই প্রোটাইল হচ্চে জড় জগতের মূল উপাদান। কিন্তু এমত এখনও সকলে গ্রহণ করেন নি।

ভট্টা চার্যা। তা না করুন, ইউরোপীর বিজ্ঞানের গতি এখন ঐ
দিকে। এখন কথাটা একটু ভাল ক'রে বোঝবার চেরা কর। ঐ যে
প্রোটাইল, যাকে লড়ের প্রাস্ত্রদীমা বলা হচ্চে, উহা বাস্তবিক তাহা নর।
আমাদের আর্য্যবিজ্ঞানের মতে উহা ভূলে কির শেষসীমা, অর্থাৎ সাধারণ
জ্ঞানে আমরা যাকে হুড়পদার্থ বলে জানি, যা দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়,
মাটি, ইত্যাদি তৈয়ারী হরেচে. তারি শেষ অবয়া। কিন্তু এ ছাড়াও
লড়ের বা প্রকৃতির আরও স্ক্ষতর অবয়া আছে। ঋষিদিগের বিজ্ঞান
মতে হুড়পদার্থ ক্রমেই স্ক্ষ হ'তে স্ক্ষতর অবয়া প্রাপ্ত হয়েচে। এইরপে
ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ যে প্রকৃতি বা হুড়তন্ব, তাহার সাত প্রকার
অবয়া আছে। সর্ব্যেই সেই এক প্রকৃতির বিকার, অতএব মূলতঃ

স্বই এক. কিন্তু পরিণামের বিভিন্নতা বা বৈষ্মাজতা অবস্থার বিশেষ পার্থকা জন্ম গেছে। একটা উদাহরণ দিই। একখণ্ড বর্ষ এবং অনুখ্য জনীয় বাষ্প যে একই মূল উপাদানে তৈয়ারী এটা অশিক্ষিতের নিকট কিরপ বোধ হয় ? এ ছ'টা জিনিষের মধ্যে কত পার্থক। ? যেন তুটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ, কিন্তু বস্তুতঃ মূলে হ'বেরই এক উপাদান। সেইরপ মূলপ্রকৃতির পরিণামবৈষ্মা জন্ত বৈ সাত অবস্থার কথা বল্লাম, সে গুলিও ওই প্রকার পরস্পারের বিদদশ: একটা অবস্থা বা স্তর হ'তে আর একটি অবস্থা বা পরে উপস্থিত হলে মনে হবে, যেন একটা নৃতন জগতে এগান। দে জগতের নিংন প্রণালী, দুগু, অধিবাসী, প্রাণী সমূহ সবই অন্য প্রকারের। সেই এক একটি স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে এক একটি লোক। এইনপ সাতটি লোক আছে, যথা, ভৃ:, ভুবঃ, স্বর্, জন, মহ, তপ ও সতা। ভূলেকি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে অবস্থার সহিত আমাদের সাধারণ পরিচয় রয়েছে,এ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে ফুল্ম হতে ফুল্মতর, ফুল্মতম ইত্যাদি করে সতালোকে পৌছিলে তবে লড়ের বা প্রকৃতির শেষ সীমায় উপনীত হওয়া যায়। কথাটা পরিকার হ'ল কি ?

ব্যোদকেশ। আপনি যা বলচেন্ তা বুঝচি বটে, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থাপন জড়প্রকৃতি রচিত এই লোক নকলের অন্তিত্বের প্রমাণ কি আছে ?

ভট্টাচার্য্য। প্রত্যক্ষই সমস্তের প্রমাণ, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। বোগাভ্যাদ ধারা মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের ক্রুরণ হ'লে ক্রেম এই সমস্ত স্ক্রলোকের প্রভাক জ্ঞান হয়। কেমন করে সেই সমস্ত শক্তির ফুরণ হয় সে সব কথা যোগশান্ত্র সহনীয় গ্রন্থ সমূহে অতিশন্ত্র পরিক্ষ্ট ভাবে লেখা আছে। এখনও সাধনশীল ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সেই সমস্ত প্রণালীমতে জাবনগতি চালিত করিয়া বছবিধ যোগৈশ্বর্যালাভ

করেন এবং ক্রমে সদ্গুরুর কুপায় আত্মজান লাভ করিয়া নিজের ৪ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। গুনেছি নাকি পাশ্চাত্যদেশে. विटमघडः আমেরিকায় এখন অনেকে আমাদের যোগপ্রণালী অবলম্বন কচেন এবং তদ্বারা হল্ম জগং সম্বন্ধে অনেক নৃতন ব্যাপার তাঁদের অধিগত হচেচ।

ব্যোমকেশ। হাঁ আঞ্চকাল clairovyance, telepathy, mental healing ইত্যাদি অনেক নৃত্ন নৃত্ন কথা উঠ্ছে বটে; কিন্তু এখনও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর নিকট এই সমস্ত ব্যাপারের নি:সন্দেহ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

ভট্টাচার্যা। ক্রমেই হবে. কোন তত্ত্বই একদিনে আপনার আধি-পতা বিস্তার করতে পারে না। ওই দে clairovyance ইত্যাদি যা কিছুবল্লে ও সমস্তই যোগপ্রক্রিয়ার অঙ্গ শ্রত্যঙ্গ মাত্র। ক্রমে আমরা ও সবের আলোচনা কর্বো। ভূভুবি ইত্যাদি লোকসমূহ যোগিগণের প্রতাক্ষণিক, চেষ্টা কর্বে তুইও সেরূপ প্রত্তিকের পথে পাদবিকেপ কত্তে পারিম। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞান এখনও এসব বিষয়ের জ্ঞান-नां छ कटछ शांदत नि चटन, यनि ७ छटनाटक अटकवादत अनौक विस्वहना ক'রে, শান্ত্রনিদিষ্ট পথ অবলম্বন বিষয়ে উপেক্ষা করিস, তা হলে শুধু শুধু প্রমাণ প্রমাণ ক'রে চীৎকার করা বিভূষনা মাত্র। সে কথা থাক্। এখন ষদি ভূভুবি:মঃ এই লোকত্তমের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের পূর্ত্তকথার আলোচনা আবার স্থক্ত করা যাক্।

ব্যোমকেশ। দাঁড়ান দাদামশায়, একবার আদল কথাটার প্নরাবৃত্তি করে নিই। আপনি বলেছেন, প্রেততত্ত্ব বুঝ্তে গেলে মানবের স্বরূপ ও গতির জ্ঞান কিঞ্চিং হওয়া দরকার। আমার বলেছেন, মানবাত্মারূপ বীজ প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রের ক্রোড়ে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে কালে ত্রহ্মস্বার্ত্তা লাভ করে। প্রথমাবস্থায় জীব

প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে, কারণ প্রবৃত্তির উত্তেজনা ভিন্ন শক্তির প্রাথমিক বিকাশ হয় না। এই প্রবৃত্তিমার্গী জীব বার বার জন্ম পরিগ্রহণ করে এবং ভূ: ভূব: এবং স্বর্ এই তিনটি লোক আশ্রয় ক'রে থাকে। তার পরে বলুন।

ভট্টাচার্য্য। কথাটা এখন একট শক্ত হয়ে আসচে, অতএব মন দিয়ে শোন। জীবাত্মার এই বিভিন্ন লোকবাদের জন্ত বিভিন্ন উপাধি বা শরীর আছে। এ কথার আভাদ পূর্বেই দেওয়া হয়েচে। আত্মা ও শরীরের সম্বন্ধ বিষয়ে পাশ্চাত্য দিগের এক অভূত ধারণ। আছে দেথতে পাই, আর তোরাও অনায়াদে সেইটাকে গ্লাধ:-🗝 এণ করিদ্। সেটা হচ্ছে এই, আত্মা দেহধারণ করে পৃথিবীতে বাস করে, পরে মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করে চলে যায়। তাঁর। যেন বলতে চান যে দেহ বলে যা :কিছু তার সঙ্গে আত্মার একটা চিরবিচ্ছেদ সংঘটন হয়। জড়পদার্থনিশ্রিত দেহটা পড়ে থাকে, আর ষেটা চলে ষায় সেটা খাঁটি আত্মা, সম্পূর্ণরূপে শরীরসম্বন্ধরহিত। কিন্তু তারা এটা একবার চিন্তা ক'রে দেখেন নাবে, চৈত্রস্বরূপ আমাত্রা উপাধি সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকাশিত হতে পারে না। তা যদি সম্ভব হত, অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধ ভিন্ন যদি আত্মার প্রকাশ হ'তে পারতো, তা হ'লে আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবার সময় একটা দেহ ধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভূলোকে যদি একটা শরীরের আব-শুকতা থাকে, তা হলে ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকেও শরীরের বা উপাধির দরকার আছে, কারণ মূলগত উদ্দেশ্য একই, আত্মার প্রকাশ। সে উদ্দেশ্রটা সকল সময়েই বর্ত্তমান, তা আত্মা যে লোকেই থাকুন। দেই জন্ত ভূলে কি বাদ জন্ত যেরূপ আমাদের একটা স্থূল শরীর चाह्य. (महेन्नभ ज्वार्त्ताक ও वर्गालाक वाम च्या पारे (महे लाका-প্রোগী হক্ষপরীর আছে। কথাটা আর এক দিক দিয়ে বুঝে দেখ।

আমাদের শরীরের একটি নাম ভোগায়তন; এর অর্থ হচ্চে আমরা যা কিছু ভোগ স্থথ অস্বাদন করি সেট। শরীরের সাহায্যে ঘটে থাকে। তোমাকে পূর্বে বলেছি জীবাত্মা ভূ:, ভূব:, স্বর এই তিনটি লোক বার বার ভোগ করে। অতএব দেখা যাচেচ যেরূপ ভূলোক ভোগের জন্ম একটা ভূলেপকের উপাদান দ্বারা নির্মিত একটা সুলশরীর আছে. সেইরূপ ভুবর্লোক ভোগ করবার জন্ম ভুবর্লোকের উপাদানে গঠিত একটা সৃদ্ধ শরীর থাকার প্রয়োজন। সেইরূপ স্বর্গলোক ভোগের জক্ত আর একটি সেই লোকের উপযোগী শরীর দরকার। এখন মনে করে দ্যাথ . কেন তোকে বলেছিলাম. শরীর একটা নয় অনেকগুল। এতদুর পর্যান্ত কথাটা বুঝালি কি পূ

ব্যোমকেশ। আপনি বল্লেন যে জীবায়া ত্রিলোকীকে আশ্রম ক'রে থাকে, এই কথাটার মশ্ম আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। আর দেই সঙ্গে যদি জীবাত্মার সরূপ ও তাহার অভিব্যক্তি সমন্ত্রীয় কথাটা আরও একটু বিস্তৃত ক'রে বলেন তা হ'লে বড় ভাল হয়। 🧘 ক্রেমশঃ)

শ্রীমলয়ানিল শর্মা।

## প্রেতের কর্করাজ্ঞান।

সন ১৮৬৬ সালের ভীষণ তুর্ভিক অনেকেরই স্বরণ আছে। যদিও উড়িষ্যা বিভাগে উহার প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গ ও বিহার অল্লে অব্যাহতি পায় নাই।

বঙ্গদেশের অনেক অংশেই শত শত লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তন্মধ্যে মানভূম জেলা একটী। মানভূমে অনেক ইতরলোক বৃক্ষপত্ত ও মূল আহার করিয়া অংশেষে কালগ্রাদে পতিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আমার করেকটা আত্মীয় পুরুলিয়াতে গবর্ণমেন্টের (Government) চাকরি করিতেন। ১। বাবু উমা-

চরণ মুখোপাধ্যায়, পুলিদের হেড রাইটার, ২। বাবু কুঞ্জবিহারী
চট্টোপাধ্যায়, আবগারির দারোগা এবং ৩। অমিয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেপ্টী কমিশনারের হেড রাইটার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার
মধ্যে কেবল অমিয়লাল সপরিবারে ছিলেন। অন্ত ছই জনের পরিবার
নেকটে ছিল না। তাঁহারা অমিয়লালের বাটাতেই থাকিতেন। মহামারি যে ছভিক্লের একটী আনুসঙ্গিক ঘটনা তাহা বােধ হয় বলিয়া
দিতে হইবে না। পুরুলিয়াতেও ছভিক্লের পরই বিস্চিকার অত্যন্ত
প্রাছ্ভাব হইল। শত শত লােক কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল।
ভদ্লাকেও অব্যাহতি পাইল না। বিস্চিকা আরম্ভ হইলে, অমিয়
বাবু তাঁহার পরিবার রাঁচিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।
তাঁহার জ্যেষ্ঠ সেথানে গভ্রেট্র একজন উচ্চ কর্ম্মচারি ছিলেন।
তাঁহারা তিন জনে ছইটা ব্রাহ্মণ ও চাকরের সহিত পুরুলিয়াতে রহিলেন।

কি করিবেন, চাকরি ছাঙ্রা যাইতে পারেন না। চারিদিকে হাহাকার। প্রতাহ ৩০:৪০ জন করিয়া গোক বাটার নিকট মরিতেছে। সমস্ত সহু করিয়া তাঁহারা সশক্ষিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। উমাচরণ বাবু বালাকাল হইতেই পরোপকারী ছিলেন। চিকিৎসা শার্রেও তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিলা। পরিচিত লোকের পীড়া হইলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহামারির সময়েও তিনি সে অভ্যাস তাগে করিতে পারেন নাই। প্রতাহ প্রাতঃকালেও সন্মার সময় রোগার প্রশান্তা করিতে যাইতেন। ইতিমধ্যে কুঞ্জবিহারী বাবু একটা আবগারি নোকদ্দমা ভদারক করিতে মক্ষংখলে গিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে উমাচরণ বাবু প্রাতাহিক নিয়মান্ত্রসারে রোগী দেখিয়া বাদার আসিয়া, কুঞ্জবিহারী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি কেন ফিরিয়া আসিলে, তথায় কিছুদিন থাকিতে পারিলে না, এথানকার ব্যাপার তো দেখিতেছ।''

কুল। তোমাদের ছাড়িয়া কেমন করিয়া স্থির হইয়া থাকিব। মন বড অন্তির হইয়াছিল, সেই জন্ত আসিলাম।

তথন আর কোন কথা হইল না। উমাচরণ বাবু একটা গাড় লইয়া বহির্দেশে গমন করিলেন! কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, ''অনিয় তোমরা সাবধান হও, আমাকে ধরিয়াছে।'' ইহা বলিয়া তিনি শ্যা গ্রহণ করিলেন। এই কথা শুনিয়া কুঞ্জবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বিষয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে, তিনি বহির্দেশে গমন করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনিও বলিলেন, "আমাকেও ধরিয়াছে"। তথন অমিয়বাবুর কি বিপদ তাহা লিখিয়া বর্ণন কর। যায় না। ছবার ভাক্তার সাথেবকে থবর পাঠান হইল। ভাক্তার সাহেব াদনে ছুইবার করিয়া আদিতে লাগিলেন। এদিকে রোগীদের অবস্থাও ক্রমে থারাপ হুইতে লাগিণ। অনিষ্বাবু চাকর ত্রান্ধা লইয়া ও প্রতিবাসাদিগের দাহাব্যে যতদূর সম্ভব রোগীদের দেবা গুজ্ঞধা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছতেই স্থবিধা হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে কুঞ্জবিহারী আত্মীয়-ম্বজনকে কাদাইয়া জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সংকারের বন্দোবস্ত করিয়া অমিয়বাবু উমাচরণ বাবুর নিকট দিনরাত্রি বদিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন, যদি ভাঁছাকে বাঁচাইতে পারেন। ডাক্তার সাহেবও প্রাণপণে চেষ্টা ভারতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের যাহা আভপ্রেত নয়, মহুয়ো চেষ্টা করিয়া তাহা দফল করিতে পারে না। প্রদিন বৈকালে ডাক্তার সাহেব ও আরও কয়েকটী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, রোগীও বেশ কথাবার্ত্ত। কহিতেছে, अभन नमरत्र ডाक्टातनारहर रठाए वांनवा एकनिर्तन, "Poor Koonja Behary !" রোগী অমনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাস। করিলেন, "Is he dead, Sir ?" ডাক্তারদাহেব অমিয়বাবুর ইঞ্জিতমতে কোন উত্তর করিলেন না, কিন্তু উমাচরণবাবুর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিণ না। একটী

দীর্ঘনিষাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিবোন। প্রায় ১০০২৫ মিনিট পরে ডাক্তার সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "I am very much thankful to you, for the trouble you have been taking for me; but man cannot do what God does not wish. My time is up, and I must now bid you all farewell, and ask forgiveness for all my past shortcomings. অমিরবাবুকে বলিলেন, "অমিয় কাঁদিস না, হাস্য মুখে আমায় বিদায় দে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "লোকে মৃত্যুকে ভয়কর বলে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহা শান্তিময়। আমার বোধ হইতেছে, যেন আমার সম্মুখে ক্রমে শান্তির দার উন্মোচিত হই-তেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণবায় নির্গত হইল।

ইহার পর হইতে বিস্চিকার প্রাত্ত্তীব কমিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে উহাদিগের প্রান্ধাদি সম্পন্ন হইল। অমিরবাব্ পুনর্বার রাঁচি

হইতে পরিবার আনিলেন। একদিন রাত্রিতে, আন্দাজ হইপ্রহরের

সময়, অমিরবাব্ শরনের পূর্ব্বে চকু মুদ্রিত করিয়া ঈখরের নাম করিতে
ছেন, এটা তাঁর নিত্যকর্ম। ঈষৎ তন্ত্রার আভাস আসিয়াছে, এমন

সময়ে তিনি শুনিলেন, কুঞ্জবিহারী তাঁহার স্বাভাবিক বেশে তাঁহার

নিকট আসিয়া বলিলেন।

"অমিয় মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে কয়েকটা কথা বলিয়। যাইতে পারি নাই। গিগ্রীশকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে তোমাকে বলে নাই; সেইজন্ত পুনর্বার আসিলাম। ছুইটা আবশুকীয় মোকজমা-সংক্রাস্ত কাগজপত্র মায় আনার তদস্তের রিপোর্ট আমার বাত্মে আছে, সেগুলি ডেপুটা কলেক্টার-সাহেবকে ফিরাইয়। দিবে। আর রাঁচিতে একটা মোকজমায় আসামীর জরিমানা হইতে আমাকে ১৫০১ টাকা পারিতাবিক দিবার ছুকুম হইয়াছে। রায়ের নকল আনাইয়া তুমি আমার পরিবারের অচি হইয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লইবে। তোমায়

দাদাকেও ঐ কপা বলিয়া আসিয়াছি। দেখিও যেন বিধবা নৈরাশ না তম্ব এই কথা বলিয়া তিনি অস্তর্ধান হইলেন। প্রদিন সন্ধাকালে সকলে একত্রিত হইলে. অমিয়বাব ঐ কথা উত্থাপন করিলেন। গিরীশ দেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল, 'ঠিক কথা, আমি গোলমালে বলিতে ভূলিয়া গিয়াছিলাম, কুঞ্জবাবু আমাকে কাগজের কথা আপ-নাকে বলিতে বলিয়াছিলেন, যে বান্ততে কাগন্ধ আছে, দে বান্তও আমাকে দেথাইয়াছিলেন''। পরে কুঞ্জবাবুর বাক্স আনিয়া সকলের मगार्थ (थाना इटेन। थुनिया (एथा इटेन, ठिक कागज तिवाहि। পরদিন অমিয় বাবুর জ্যেষ্ঠকে পত্র লেখা হইল, তিনি কিছু দেখিয়াছেন কি না। তাঁহার পত্র আসিল, তিনিও ঠিক ঐক্লপ দেখিয়া-ছেন ও শুনিয়াছেন। রাঁচির কালেক্টরীতে তল্লাস করিয়া জানিয়াছেন যে, বাস্তবিক ৫।৬ দিন পুর্বেক কুঞ্জকে ১৫০১ টাকা পারিতোষিক দিবার তকুম হইয়াছে। তিনি রায়ের নকল লইয়াছেন ও স্বরং জামিন হইয়া औ छोका वाश्त्रि कतिया नहेरवन । वना वाहना रव किছमिन भरत्र छोका বাহির করিয়া তিনি কুঞ্জবাবুর ভ্রাতার কাছে পাঠাইলেন। ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্যা, অমিয়বাব ও তাঁহোর দাদা আমার অতি নিকট-সম্বনীয়, আমি তাঁহাদের নিকট ইছা শুনিয়াছি ও অনিয়বাবুর দাদা রাঁচি হইতে অমিয়বাবুকে যে পত্র লিথিয়াছিলেন সে পত্র স্বতক্ষে দেখিয়াছি।

শীরাখালদাস চটোপাধ্যায়।

## আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা

()

#### ধর্মের জয়

পূর্বকালে আর্যাবর্ত্তে জনৈক হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি অতীব ধার্মিক এবং প্রজাবংসল বলিয়া খ্যাত ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার রাজা মধ্যে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন ধে, রাজ্ধানীষ্ট বিপণীতে যে সমস্ত প্রবাদি বিক্রয়ার্থে আদিবে, প্রতিদিন সন্ধান্দানে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা তিনি ক্রয় করিয়া লইবেন। এইরূপ ঘোষণা অমুসারে কিছুদিন কার্যা চলিতে লাগিল। একদা সন্ধ্যাকালে হট্ট ভালিয়া যাইবার পরে জনৈক বিক্রেভা একটা অবিক্রাত দ্রব্য হস্তে করিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন "বাপু! তোমার অবিক্রীত দ্রব্য কি এবং তাহার মুল্যই বা কত ?' তথন ঐ বাক্তি তাহার পণ্যটা রাজ-সমীপে উত্তোলন করিয়া বলিল "আর্যা! আমার এই অলক্ষীটা অবিক্রীত রহিয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য লক্ষ মূদ্রা।" নূপতি ইহা গুনিয়া দিল্লতি না করিয়া কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন যে "এই ব্যক্তিকে লক্ষ মূদ্রা দিয়া ঐ দ্রব্য লইয়া রাজ অন্তঃপ্রে পাঠাইয়া দেও"। রাজ আজ্ঞামত কোষাধ্যক্ষ পণ্য বিক্রেভাকে লক্ষ মূদ্রা দিয়া বিদার করিল এবং ঐ অলক্ষীটা রাজা-স্কঃপ্রে পেরণ করিল।

পরদিন প্রত্যুধে নৃপতি গভাগদে পরিবেষ্টিত হটয়া সভামধ্যে রাজাসনে আসীন রহিয়াছেন, এমন সমরে হঠাং স্থমধুর মুপুর ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইলে সকলেই চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিতে পাইলেন বে, বিবিধ রক্ষালক্ষারভূষিতা লাবণ্যবতী এক পরমাস্থলরী রমণী রাজ অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া, রাজ তোরণ-দার অভিক্রম করিয়া রাজ-প্রাদাদ ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। নৃপতি দেখিয়া আশ্রুমাধিত হইলেন, যে হেতু এরপ দিন্য জ্যোতিঃ-সম্পন্না অলোক-সামান্তা রমণী তিনি রাজ অন্তঃপুরে কখন দেখেন নাই। মনে করিলেন, ইনিকে, কিরূপেই বা রাজ অন্তঃপুরে আদিলেন এবং কোথায় বা যাইতেছেন। অনন্তর তাঁহার গমনে বাধা দিয়া সম্বোধন করিলেন "মা! তুমিকে, কোথা হইতে আদিলে এবং কোথায় বা যাইতেছ ?'' উত্তরে

তিনি বলিলেন "নূপবর! আমি তোমার রাজলক্ষী! এতদিন পর্যায় তোপনার প্রাসাদে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি যথন অলক্ষীকে গুছে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তথন এ সংসারে আমার আর পাকিবার স্থান নাই। স্কুতরাং এ রাজ-সংসার পরিত্যাগ করিতেছি।" ভুপতি করবোড়ে বলিলেন ''মা ভোমার যাহা অভিক্রচি, তাহাই করুন, যে হেতু আমার প্রতিবাদ কুরিবার কোন পথ নাই। এই বলিয়া कत्रत्यार्फ श्रेनाम कतिया विलित्तन "उत्व अप मा" हेश श्रुनिया बाजनकी রাজ-প্রামাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনস্তর কিছুক্ষণ পরে সকলে আবার দেখিতে পাইলেন যে,চন্দন-চর্চিতাঙ্গ এবং দিব্য পুষ্পমাল্য স্থানাতত এক অতীব স্থলর খামবর্ণ পুরুষ রাজ-প্রাসাদ হইতে নিজ্ঞান্ত হুইবার জন্ম তোরণ দ্বার অভিমুথে যাইতেছেন। পূর্বের ন্যায় তাঁহারও গমনে বাধা দিয়া নূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেব! সাপনি কে কোথা হইতে আসিলেন এবং কোথায় বা যাইতেছেন।" উত্তরে তিনি ৰলিলেন, "নুপৰর। আমি নারারণ। আপনার এই রাজ-সংসারে লক্ষ্মী-দেবীর ভাষ আমিও অনেকদিন হইতে অব্ত্তিতি করিতেছিলাম, কিন্তু লক্ষ্মী যথন আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন, তথন আমি আর কিরপে পাকিতে পারি, স্কুতরাং আমিওরাজ-সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলাম। নুপতি পূর্বের স্থায় করযোচে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, তবে আম্রন।'' নারায়ণ রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনম্ভর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পরে আবার দেখিতে পাইলেন যে. তেজপুঞ্জসমন্বিত জ্যোতির্মায় এক খেতবর্ণ পুরুষ লক্ষ্মী এবং নারায়ণের ন্তায় রাজপুর হইতে বাহিরে যাইতেছেন। তথন নুপতি করণোডে তাঁহাকে জেজ্ঞানা করিলেন ''দেব! সাপনি কে,কোথা হইতে আদিলেন কোগার যাইতেছেন এবং কি জক্তই বা বাইতেছেন ?" উত্তরে তিনি বলিনেন "আমি ধর্ম। নারায়ণ এবং লক্ষ্মী বখন আপনার রাজ-সংসার ত্যাগ করিলেন তথন আমিই বা কিরূপে থাকিতে পারি ?'' তথন নূপতি পললগ্নী-ক্লতবাদে করযোড়ে বিনীত মধুর বচনে বলিলেন "দেব ! আমি यथन अनन्त्रीरक शृद्ध आनिष्ठाष्ट्रि जथन नन्त्री पार्टेर शास्त्रन, जांशांक वांधा मिवाब ब्यामात व्यक्षिकांत्र नांहे। जाहांत्र शत्र विश्वीदावी

यथन (शरणन, जथन नाताय्रगरक ब्राया रकान श्रकारबंहे मछवशव नरह, স্থতরাং সত্যের অমুরোধে তাঁহাদিগকে বলিবার আমার কিছই অধিকার নাই। কিন্তু দেব ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কারণে এই দাসকে তাাগ করিতে উদ্যত হইষাছেন,—আমি কি কিছু অধর্মের কার্য্য করিয়াছি 📍 সত্যের আশ্রয় করিয়া আমি কি ধর্ম পালন করি নাই ? যত্তপি অন্তথা করিয়া থাকি, সমুখে দার উন্মুক্ত যাহা অভিকৃতি হয় তাহা করুন। কিন্তু আমি যগ্রপি আপনার আশ্রয় অনুমাত্ত ভ্যাগ করিয়া না থাকি, তবে আপনি কোন বুক্তি অবলম্বন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়। যাইতেছেন ৪ তখন ধর্মদেব লজ্জিত হইয়। বলিনেন, "না মহারাজ। আপেনি পূর্মের আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই. স্কুতরাং আমার আর রাজসংসার পরিত্যাগ কর। হইল না। আমি পুনর্কার গৃহে প্রবেশ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি পুনর্কার রাজ-প্রাসাদ অভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর রাজা দেখিতে পাইলেন যে, নারায়ৰ আবার ধারে ধারে প্রত্যাগত হইয়া রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তখন রাজা করজোড়ে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নেব ! পুনর্কার যে ফিরিয়া আসিলেন ?'' তথন নারায়ণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন ''য়খন ধর্ম আপনার সংগারে রহিলেন, তথন আমি কি প্রকারে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি, স্থতরাং আবার ফিরিয়া আদিলাম।"

ইহার কিছুক্ষণ পরে পুনরায় দেখিলেন যে, লক্ষ্মীদেবী সলজভাবে মাথা হেঁট করিয়া ধারে ধীরে রাজপ্রাদাদে পুন:প্রবেশ করিতেছেন। তথন পূর্ব্বের ভার করবোড়ে মহারাজ জিজাদা করিলেন "মা! আবার त्य ७ अथम मखारनंत्र घरत कितिया आमितन ? नक्तीरनंती वनिरनन. "নুপবর। নারায়ণ যথন ফিরিয়া আসিলেন, তথন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কি থাকিতে পারি ? আর যেখানে ধর্ম অবস্থান করেন, সে স্থান আমরা কথনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। নূপবর ! তুমিই ষ্পার্থ धर्मा खेत्री । मर्क्क इं धर्म्यत क्य, त्यथारन धर्म त्यवेथारनवे स्वत्र । "श्राह्म ধন্ম ততো জয়:।''

# বটরক পালের এড গুয়াড় স টনিক

## शाणि-गालित्रगान (ल्लानिकिक।

मार्गातियो ७ मर्विविध स्तरतारगत अक्मां मरहोष्य

সভাবধি সর্ববিধ স্বররোপের এমত সাও-শান্তিকারক মহৌবর্ধের আবিকার হর নাই।

मृदश्यद्वम जाविकाम सम्मार

## লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১। প্যাকিং ডাকমাণ্ডল ২ টাকা।
,, ছোট বোতল ৮০, ঐ ঐ ৮০ আনা।
বেলপ্রয়ে কিয়া ষ্টিমার পার্শেলে লইলে থরচা অতি স্থলত হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বনীর জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত ছইবেন।

# এডওয়ার্ডদ্লিভার এও স্প্রীন অয়েন্টমেন্ট

(প্লীহা ও যক্তের অবার্থ মলন )্

প্লীহা ও বক্তের নির্দ্ধাব আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এড-ওরার্ডস্ টনিক বা ঝাটি-মালেরিঝাল স্পেসিফিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিস করা আবশ্রক। মূল্য—প্রতি কোটা ১০০ আনা, মাণ্ডলাদি ১০০।

## এডওয়ার্ড্স, "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী ইইতেছে।
কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই স্থকটিন। একারণ সর্বাধারণের
এই সম্প্রিধা নিবারণের জন্ম আমরা এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল"
এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানি করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল
রোগীতেই স্বচ্ছলে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা-গুণ-প্রযুক্ত
সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইউসাধন করিয়া থাকে।

ে নোল্ এজেন্ট্— বটকুষ্ণ পাল এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্ এণ্ড ডুগিইস্।

# শ্রিগীর প্রতি উপদেশ" পাঠ করুন।

বঙ্গদেশে এবং বাঙ্গালাভাষার এরপ পুস্তক এই
ন্তন হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায়
মৃতন নৃতন উপদেশ, যাহা ভাকার ক্রিরাজ বা কোন
চিকিৎসকের নিকট অজ্জ অর্প্রায় করিয়াও পাওয়া যায়
না। একথা রোগিগণ মৃত্তকঠে স্বীকার করিয়াছেন ও
ক্রিবেন।

## স্থার গুরুদাস বলেয়াপাধ্যায়

বলিয়াছেন—"অত্যাবশুকীয় স্বাস্থ্য বিধিগুলি তেজ্ঞধিনা ভাষায় এবং পরিফারভাবে উক্ত পুস্তকে বির্তু করা হইয়াছে, এবং উহা স্বাস্থ্যাম্বেমী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা বিশেষ দরকার।"

্মূল্য ॥॰ আনা নাত্ত । আমাদের নিকট পাওয়া যায় ।

দত্ত, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং,

লোটদ্ লাইত্রেরী। ৫০ নং কর্ণত্যালিস খ্রীট, কলিকাডা।

## कमलमालिका श्रन्थावनी।

### ১ । কৌষিতকী উপনিষদ।

মূল, অহর ও অনুবাদ। বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথম প্রকাশিত হইল। মূল্য॥• আনা।

#### ২। নারদ ভক্তিসূত্র।

পণ্ডিত প্রীযুক্ত ভাষণাল গোস্বামী বিরচিত, মূল্য। ৮০ সানা।

#### ৩। স্তুতি কুস্মাঞ্চলি।

হিন্দুর নিত্য প্রবিধনীর সমস্ত স্তোতগুলি পাগলের প্রলাপ প্রভৃতি পুত্তকপ্রণেতা গোবিন্লাল বাব্র স্থমধুর প্রায়্বাদ সহ। প্রত্যেক হিন্দু গৃহে একথানি রাথা নিতান্ত আবশ্রক। হিন্দু মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের বিশেষ উপযোগী। মূল্য। ১০ আনা।

#### ৪। ভক্ত-জীবন।

শ্রীমতী বেশান্ত—দশ্দাদিত—"Doctrine of :the heart"এর অমুবাদ, মূল্য ৮০ ছয় আনা মাত্র।

## প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

#### ১। জীবন ও মরণান্তে জীবন।

ত্রীমতী বেশান্তের Life and Life after death নামক পুস্তকের প্রাঞ্জন বন্ধানুবাদ। কাগল্প ও ছাপা অতি স্থানর। মূল্য ১০ আনা।

#### ২। ধর্মজীবন ও ভক্তি।

শ্রীমতী বেশান্তের Devotion and Spiritual Lifeএর বঙ্গামু-বাদ। কাগল ও ছাপা অতি সুন্দর। সুল্য Jo আনা।

#### ৩। সদৃগুরু ও শিষ্য।

শিবাওক বিষয়ক নিগৃঢ় তব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মুলা 🗸০ আনা।

#### ৪। প্রকৃত দীকা।

প্রকৃত দীক্ষা বে কি ভাহার নিগৃত তক সংক্ষেপে অথচ বিশদরণে বিবৃত হইয়াছে। মৃল্য ৵৹ ছই আনা।

#### ৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কিন্ত্রপ, তাহার নিগৃত তত্ত্বের আভাব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মুল্য । ৴৽ পাঁচ আনা ।

#### আৰ্য্যধৰ্ম প্ৰস্থাবনী ৩ম খণ্ড।

#### त्र्रं छव-कवह भाना । (२व मः इत्र )

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যার দারা সক্ষণিত। কাপড়ে বাঁধান, স্থানর কাগন্ধ ও স্থানর দাপা ১০৮৮ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ, মূল্য ১ এক টাকা।
১। শ্রীমন্তগবল্গাতা (অবর, বাাধ্যা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্যা ও বিবিধ
পাঠান্তর ও পরিশেষে কন্তকগুলি উৎকৃত্ত স্থোত্ত সহ)

১০

ু ও রাজ সংস্করণ ... ... ॥•

#### ধন্মপদ।

শীরুক্ত চারুচক্র বস্থ প্রণীত। ধর্মপদ নামক পালিগ্রন্থের মূল, অবর, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গামুবাদ (্২র সংস্করণ) পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত—
মূল্য ১৪০ টাকা।

স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীষ্ক্ত নিবিলনাথ রায় বি, এল, প্রণীত।

> ! মুর্শিদাবাদকাহিনী (দিতীয় সংস্করণ)

**२॥•** 

२। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড

शा०

৩। তথ্ৰতাপাদিত্য

**₹∥•** 

🛮 । (:সাণার বাঙ্গালা ( খদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে )

স্প্রিসিদ্ধ প্রত্নত্তব্বিদ ডাব্লার রামদাস সেন-প্রণীত। রামদাস গ্রন্থাবলী ১ম থণ্ড ( ঐতিহাসিক রহস্ত তিন ভাগ একত্র ) শ্রীযুক্ত স্থানকীনাথ পাল, শাস্ত্রী, বি,এল্, হাইকোর্টের উকীল

#### প্রণীত।

১ ৷ যুগধৰ্ম

>110

২। ঐীঞীরপদনাতন গোস্বামীর জীবনী ও শিকা

he

৩। শ্রীমন্নিত্যানন্দ্ চরিত, ১ম খণ্ড

#### গীতায় ঈশ্বরাদ।

প্রীযুক্ত হীরেক্তনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্,, প্রণীত।

"সাহিত্য" পত্রিকাতে "গীতার ঈশরবাদ" নামক বে সকল প্রবন্ধ ক্রমশ: প্রকাশিত হইরাছিল—সাধারণের বিশেষ আগ্রহে ও অমুরোধে এক্ষণে সেইগুলি প্রকাকারে মুদ্রিত হইল। বড়দর্শনে সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল পরিচর এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের বিশেষ আলোচনা আছে। প্রত্যেক দর্শনের সহিত গীতার সহন্ধের বিচার এবং গীতা কি ভাবে সেই সেই দার্শনিক মতের বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। ইহার সাহায্যে অনারাসে গীতা ও দর্শন ব্রিতে পারিবেন।

ম্ল্য হ্রলভ। কাগঞ্জের মলাট ১১, কাপড়ের বাঁধান ১।•

#### ব্রহদারণ্যকোপনিষৎ।

এরপ স্থলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্বে বাহির হয় নাই।

মূল, অন্বয়, ব্যাখ্যা ও সরল বঙ্গামুবাদ সমেত ডিমাই ১২ পেঞ্চি ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; সিদ্ধান্তবাচম্পতি প্রীযুক্ত শ্রামলাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

#### ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এরপ স্থাভ মূল্যে ইহার পূর্বে বাহির হর নাই। মূল, অবর, ব্যাখ্যা।

अ সরল বলাফ্রাল সহ।

৬ খ্রামলাল গোষামী সিদ্ধান্ত বাচপ্শক্তি কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য--->।৬ ০ এক টাকা ছয় আনা।

তৈতিরীয়, ঐতরের ও শেতাশতর
বাহির হইরাছে মৃল্য — ৮০ আনা।
ঈশ, কেন ও কঠ।
বাহির হইরাছে, মূল্য ॥০ আনা।
প্রান্ন, ম্ওক্য ও মাঙ্কা—( যাস্ত্র ) শীল্ল বাহির হইবে।
দত্ত, ফ্রেণ্ড শ্ এও কোং
লোটদ লাইবেরী, ৫০ নং কর্ণভায়ালিস দ্বীট কলিকাতা।

# আমাদিগের নৃতন পুস্তক।

#### ভক্ত-জীবন।

#### क्रमन्यानिका श्रन्थावनीत वर्छ।

শ্ৰীমতী আনি বেদান্ত সম্পাদিত "Doctrine of the Heart" নামক উপাদের ভক্তি গ্রন্থের অতি মধুর বাঙ্গালা অমুবাদ।

Philosophy of the Gods—or "Deva Tattva" by Srijut Hirendra Nath Dutt M. A., B. L.,—Price As. 12 only.

"Psychism and Theosophy" (Transaction of Theosophical Federation No. I.) Enlarged revised edition of a paper read at the Serampore Theosophical Lodge by the Dreamer. Price Annas 8 only.

#### JUST OUT.

Conception of the Self by Dreamer-Price As.8 only.

স্প্রসিদ্ধ "আর্যাশান্ত্র-প্রদীপ" প্রণেতার পুস্তক সমূহ।

আর্যাশান্ত-প্রদীপ বা সাধকোপছার (১ম ও ২র খণ্ড)। প্রত্যেক খণ্ডের মৃদ্য ২- ছই টাকা। মানবতন্ত্ব ও বর্ণবিবেক (পূর্বার্ক)। উৎক্রষ্ট কাপড়ে বাঁধাই মৃদ্য ৩। ঐুকাগজে বাঁধাই মৃদ্য ২॥।।

DATTA FRIENDS & Co.
Louts Library,
No. 50. Cornwallis street, Calcutta.

#### NEW CIVIL PROCEDURE CODE

ACT V. OF 1908.

EDITED BY

CHARU CHANDRA BHATTACHARIEE

Vakil, High Court, Calcutta.

Price:-

Paper cover; -Re 1. Cloth bound-1-4 Interleaved-1-6

বঙ্গভাষায় নৃতন পুস্তক স্থাপতি বিজ্ঞান

रेक्षिनियातिः भिका।

শীষ্ক রার সাহেব গুগাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মুদ্য ॥ • আট আনা।
ইহাতে ইট প্রস্তুত হইতে ইমারত প্রস্তুত করিছে যাহা বাহা আবশুক,
সমস্ত বিষয় বিশদরূপে প্রার্থিকরণে দেখান হইরাছে। ইট, চূণ,
স্থরকী, কাট,মজুরী,প্রভৃতি বে সমস্ত আবশুক,তাহার বিষয় সরল ভাষার
সহক্ষ প্রণালীতে লেখা হইরাছে। সাধারণ লোকে এই প্রক্রেকর
সাহাব্যে কোন ইঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ারের সাহাব্য না লইরা স্কল্র-

রূপে কার্য্য সমাধান করিতে পারেন; বিশেষ এই পুস্তক পাঠ করিকে কোন মিল্লী কি কারিকর ফাঁকি দিতে পারিবে না, অল আরাদে সমক্ত ব্রিতে পারা ধার্ম, মূল্যও স্থলত।

#### ত্রীযুক্ত অবিনাশচক্র মুখোপাধ্যার-প্রণীত। চণ্ডী। (২র সংস্করণ)

মার্কণ্ডের-পুরাণান্তর্গত সেই দেবীমাহাত্ম বছৰিধ টীকার সাহায্যে সরল অভিনব টীকা ও বঙ্গায়বাদ সহ মৃদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে অর্গলাজ্যের, কীলকস্তোত্র, কবচ, দেবীস্কু, ভাসাদি রহস্তত্তর এবং অত্যুৎকৃষ্ট চারিখানি দেবীপ্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশিত আছে। ৪৫০ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অকরে মৃদ্রিত। মূলা ১/০ ছব আনা মাত্র।

#### পল্লী চিত্ৰ। (মাসিক পত্ৰ।) শ্ৰীবিধুভূষণ বস্থ সম্পাদিত।

শন্ধী গ্রাম হইতে পল্লীদেব। সকল লইয়া প্রকাশিত। পল্লীগ্রামের শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, প্রবাদ প্রভৃতি আলোচনার বিষয়। বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বেল্পী বলিয়াছেন —Among the Bengali monthlies this publication occupies a high place.

শ্রীশরচন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক। বাগের হাট, খুলনা।

ঐতিহাসিক টিত্র—৫ম বর্ষ ১৩১৬ সাল ( ঐতিহাসিক মাসিক পত্র ) শ্রীনিধিলনাথ রার বি, এল্, সম্পাদিত এবং প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্ব পরিচালিত। মূল্য ডা: মা: সমেত ২ টাকা। শুক্ত নং বলরাদ দে ষ্টাট নেট্কাক্ প্রেসের ম্যানেকারের নিক্ট ম্ল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

# অলৌকিক বহস্য।

৫ম সংখ্যা ]

প্রথম ভাগ।

[ ভার, ১৩১७।

## मन्मी भनी।

এই পত্রিকার অন্তর্ত্ত পাঠক মহোনয়গণ দেখিতে পাইবেন বে,
এক ত্রিক্ত-পীড়িত ব্যক্তির প্রেতাম্মা কিরপে এক মৃত দেহ আশ্রর
করিয়া নিজ ইচ্ছা প্রণ করিয়াছে। আমরা এই ম্বানে তাহার তম্ব
আলোচনা করিতে চেপ্রা করিয়াছি। মৃত্যুকালে মন্থ্যের বে প্রবৃত্তি
সাতিশয় প্রবল থাকে, মৃত্যুর পরে প্রেতলোকে অবস্থান-কালে
সেই প্রবৃত্তির শক্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই আকাকার বশে প্রেতাম্মা তথন সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থে করিবার উপার অব্যবমণ করিতে থাকে। মুলদেহ হইতে মুক্ত হইলেও ভীত্রবাসনা-পরবশ
কীব স্থবিধা পাইলেই কোন জীবিত নরদেহ আশ্রয় করিয়া নিজ
আকাক্রা পরিতৃপ্ত করিতে থাকে। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ
ভূতাবেশ বলিয়া থাকি। কিন্তু মৃতদেহে ভূতাবেশের ঘটনা অতি বিরল,
কারণ দেহমুক্ত জীব প্রাণশক্তির সাহায্য না পাইলে, সাধারণতঃ অপর
দেহে কার্য্য করিতে পারে না।

তবে কেমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত শটনা ঘটিল? কেমন করিয়া মৃত ব্যক্তি জীবিতের ভাষে আচরণ করিল ? এরপ ঘটনা কটিং সংঘটিত হইরা থাকে। এমন ঘটনা অনেক শুনা গিরাছে যে, বৈহাতিক ক্রিরাবশে সঞ্চালিতের ক্রায় কত শুশান-প্রস্থিত দেহ হস্তপদ সঞ্চালন ক্রিয়া বাহকদিগের ভীতি উৎপাদন ক্রিয়াছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির জীবিতের ক্রায় ব্যবহার বড় একটা শুনিভে পাওরা বার না!

এই সম্বন্ধে আমরা এজন মনীধীর মত নিমে উদ্বৃত করিতেছি:—
তিনি বলেন, জীবদেহ যদি একেবারে প্রাণহীন হয়,তাহা হইলে প্রেতাছা
তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সেটিকে জীবিতবৎ আচরণ করাইতে পারে
না। :অস্ততঃ তাহাতে জীবনের শেষ ফুলিল থাকিবার প্রয়োজন। সেই
ফুলিল আশ্রয় করিয়া পেতায়া সমস্ত দেহে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত করিতে
পারে। বাক পাণি পাণাদি ইক্রিয় সকল তথন তাহার বণীভত হয়।

অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, একটি সলিতা নির্মাপিত করিয়া তুমুহুর্ত্তেই যদি সেটিকে কোন প্রজ্ঞালিত দীপের তলদেশে ধরা হয়, তাহা হইলে তাহার উতপ্ত ধ্যালিথা অবলম্বন করিয়া, চক্ষের নিমেষে দীপ হইতে বহিং শিক্ষা নামিয়া সলিতাটিকে পুনঃ প্রজ্ঞালিত করিয়া তুলে। কিন্তু একটু বিলয় হইলে আর জলে না।

পত্ত প্রেরকের বন্ধু ঠাহার পিতাকে মৃত মনে করিলেও, তখনও গাঁহার দেহে ঞীবনের শেষ শিখা নির্বাপিত হয় নাই। উত্তপ্ত ধুমের ভায় প্রাণশক্তির সহিত তখনও পর্যান্ত তাহার দেহের সংযোগ ছিল। প্রেতাক্মা জাঁহার পিতার জীবন-মরণের স্থিক্ষণে তক্ষেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইরাছিল।

পুরাণাদি শাস্ত্রে অনেক পরকায়া প্রবেশের ঘটনা উলিথিত আছে।
ভবিষ্যতে আমাদের এই সম্বন্ধে বিশেষক্রপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা
রহিল।

# ভূতের চণ্ডীপাঠ।

#### (উপসংহার)

বেলা আন্দাজ : টার সময় আমাদের আহারাদি শেষ হইল। আহা-বের পর নিদ্রাবেশে শরীর অবসর হইতে লাগিল। কিন্তু নিদ্রা বাইলে সার্কভৌম মহাশরের গল্প শোনা হর না। কাজেই নিজার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম সার্বভৌম মহাশয় পর্বেট আহারাদি করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতলের একটি ছোট ঘরে তিনি একাকী শয়ন করিতেন। সেই ঘরের দরজার সম্মুখে উ'কি মারিয়া দেখিলাম, গুরুদেব, তক্তপোষের উপর উপবেশন করিয়া একটি ছোট কলি হুঁকায় কলাপাতার নল লাগাইয়া ভাষকট সেবন করিতেছেন, ও এক হাতে তালবৃত্ত ব্যক্তন করি-করিতেছেন। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এস বাবৃদ্ধি। ভিতরে এস, তোমাদের অপেকাতেই বিদয়া আছি।" মেজেতে একথানি গালিচা পাতা ছিল, আমরা তাহার উপর উপবেশন করিলাম 🖁 পরে অতি কুটিত ভাবে আমি বলিলাম, ''মহাশয়ের যদি কট না হয়, তবে সেই গলটি বলিলে বড়ই অমুগৃহীত হইব। গলটি গুনিতে আমাদের বড়ই কৌতুহণ হইয়াছে।"

সার্বভৌম। আমার কোন কট্টই হুইবে না কারণ দিবা নিজ্ঞা আমার অভ্যাদ নাই। রাত্রিকালে আমার নিজার কোনও ব্যাঘাত হর নাই। তোমরা কিন্তু সমস্ত রাত্রি একবারও চকু মুদ্রিত কর নাই; তোমরা যদি কটুবোধ না কর, তাহা হুইলে অবশুই আমি গরটি বলিব। কিন্তু বাবুজী আমি পুর্বেই বলিয়া রাথি, ঘটনাটি বড়ুই অসন্তব। তোমাদের মত শিক্ষিত যুবকের বিখাস-বোগ্য ত নরই,

অধিকল্প এই ৰটনার সহিত যদি সন্তং নিপ্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে আমিও ইহা বিখাস করিতাম না। এই বুদ্ধ বর্মে জীবনের শেষ অবস্থার অনর্থক একটা মিথ্যা গর বলিয়া পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। এই পৰ্যান্ত ৰলিয়া তিনি এক মিনিটকাল চকু মুদিত করিয়া क्रॅंकां प्रस्तानित्व कतित्वन । शत् विवाह नाशितन ।

ঘটনাটি অনেক দিনের। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বংসরের অধিক নম্ন; স্তরাং প্রায় ৬৫।৬৬ বংসর পূর্ব্বেকার কথা। আমাদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়। মহকুমার নিকটস্থ একটি কুদ্র পল্লীগ্রামে। আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। পিতা একজন দশকর্মান্তিত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যাত্মকতা করিতেন। ২০।২৫ ঘর ৰৰ্দ্ধিষ্ণু শিষাও ছিল। তাহাতেই দান ধান ক্ৰিয়া কৰ্মা কৰিয়া একরকম বেশ সচ্চলে আমাদের দিনপাত হইত। তাঁহার বড় ইচ্ছা আমাদের ক্রই ভাইকে উত্তমরূপ শিকা দেন। কিন্তু আমাদের গ্রাম হইডে দেড় ক্রোশ দূরে পূর্বস্থলী গ্রাম ব্যতীত নিকটস্থ আর কোথাও টোল কিংবা ভাল পণ্ডিত ছিল না। স্থতরাং একাদশ বংসর বয়ংক্রম হুইলে, আমার জ্যেষ্ঠ ও গ্রামস্থ ৩৪ টি বালকের সহিত পূর্বস্থিলী প্রামে স্থামর স্থাররত্ন মহাশরের টোলে অধ্যয়ন করিতে ঘাইতাম। আমরা প্রাত:কালে বেলা আটটার সময় বাটীতে আহারাদি করিয়া ষাইতাম : পুনরায় সন্ধার সমন্ন বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। ইতি মধ্যে বেলা ২০০ টার সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে মুড়ি গুড় ও কথন কখন তথ্য সহযোগে উত্তম জলযোগ ইইত। এই রূপে চারি পাঁচ বংসর নির্কিরোধে অভিবাহিত হইল। স্বৃতিতে তথম আমার একরকম বাংপত্তি অনিয়াছে,তৃইচারিট কঠিন তর্কেরও মীমাংদা করিতে শিখিয়াছি। সরস্বতী পূজার দিনে পূর্বাস্থলীতে অধ্যাপক মহাশন্ধ-

मिरा करि विवार में इरें । में में के किया किया किया किया है । কোনও অধ্যাপকের যদি কোনও বিৰয়ে সন্দেহ হইত. কিংবা তিনি यि (कान अभया। मौमाश्मा क्रिएं चक्रम इटेएजन, जाहा इहेरन এই সভার সে বিষয়ের বিচার হইয়া তাহার মীমাংসা হইত। চার পাঁচ বংসর পরে এরপ একটি সভায় কালনার নিধিরাম শিরোমণি মহাশর স্বতির একটি কুট প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ছই দিন ধরিয়া এই প্রশ্নের বিচার হইল, তবু কোনও মীমাংদা হইল না। তৃতীয় দিবদ थांजः कारत वहे विवस्त्रत कथांवार्खा कहिएक कहिएक भागता भूर्त्तस्त्रती বাইতেছি, দেখিলাম পথিমধ্যে একটি পুরুরিণীর বাঁধাঘাটের উপর একটি ব্ৰাহ্মণ বসিয়া রহিয়াছেন। ব্ৰাহ্মণ দেখিতে অতি স্থানী। বয়স আলাক ৪০।৪৫ বংসর: পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, গাত্তে নামাবলি মুধমণ্ডল শাশ্রু গুল্ফ মণ্ডিত। মন্তকে স্থল শিখা। আমরা এই পুন্ধরিণীর ঘাটে বিশ্রাম করিতাম। অন্তও বিশ্রাম করিতে যাইলাম। যাইবামাত্র ব্রহ্মণ মন্তক मक्षानन कतिया आमापिशत्क निकार छाकित्यन এवः विकामा कतिर्यंन, ''তোমরা কি পূর্বান্থলীতে স্থধামর ক্রার্বত্ন মহাশরের টোলে পড়'' ?

আমরা। আজে হাঁ।

ভটাচার্যা। তোমাদের সভার যে প্রশ্নের উত্থাপন হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা হ'ল ?

আমরা। আজেনা। অভাপি মীমাংসাহয় নাই।

ভটাচার্য্য। আজ হুই দিন বিচার করিয়া একটা স্থৃতির প্রশেষ মীমাংসা হইল না ? কতগুলি পণ্ডিত সমবেত হইয়াছেন ?

च्यांगद्वा। २८१० छन।

ভট্টাচার্য্য। কি আশ্চর্য্য। বঙ্গদেশ একবারে পণ্ডিত বিবর্জিত হইরাছে নাকি! ভোমাদের মধ্যে স্বতির ছাত্র কে আছ ?

সকলে আমাকে দেখাইয়া দিলে, তিনি প্রশাটর স্থানর ব্যাখ্যা করিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, "এই কথাগুলি সমস্ত তোমার শিক্ষককে বলিবে, ও জিজ্ঞাসা করিবে এই প্রশ্নের এরপ উত্তর কি না। তিনি কি বলেন, আমাকে কলা বলিবে"। আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। যে প্রশ্নের ছই দিন ধরিয়া ২৫৩০ জন পণ্ডিজে সস্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারিলেন না, ইনি এক মুহুর্তে তাহার স্থান্ধর মীমাংসা করিলেন! ইনি প্রশ্ন জানিলেনই বা কিরূপে ? সভাশ্ব তো ইহাকে একদিনও দেখি নাই আর ইহাকে কোথাও বে দেখিয়াছি, তাহাও বোধ হয় না! কে ইনি ? কিছুক্ষণ পরে আমার জোঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের বিচার করি-লেই ত ভাল হয় ?"

ভট্টা। না, বাপু, সেথানে যাইবার আমার বিশেষ আপত্তি আছে।
ক্যেষ্ঠ । তা হ'লে আপনার নাম ধাম সমস্ত যদি অনুগ্রহ করিয়া
বলেন, তা হ'লে সভায় আপনার পরিচয় দিয়া আমরা সমস্ত কথা
বলিতে পারি। নভ্বা যে প্রশ্নের মীমাংসা ২৫।৩০ জন পণ্ডিতে ত্ই
দিন বিচার করিয়া করিতে পারিলেন না, আমাদের মত সামান্ত ছাত্রের
স্বারা তাহার মীমাংসা হইলে লোকে কি মনে করিবে ?

ভট্টা। আমার নাম ধামও এখন বলিতে পারিব না। তোমরা শুধু ভোমাদের শিক্ষকের কাছে বলিবে যে একটি অপরিচিত ব্রাহ্মণের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তিনি এইক্রপ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

আমি। আমাদের শিক্ষক মীমাংসা শুনিরা যে উত্তর দিবেন, আপনাকে কিরূপে জানাইব ? কোথার আপনার সাক্ষাৎ পাইব ?

ভট্টা। এই পুষ্টিনীর বাটেই আমাকে কলা প্রাতে দেখিতে

পাইবে। কিন্তু আর কাহাকেও সঙ্গে আনিও না, তাহা হইলে আমি দেখা দিব না।

এই বলিরা তিনি গাত্রোখান করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।
আমরা সকলে বিভারবিক্ষারিত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।
পরে অদুষ্ঠ হইলে আমাদের গন্ধব্যপ্রে গমন করিলাম।

প্রস্থিলীতে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে শিক্ষক মহাশয়ের সহিত माकार कतिनाम, এवर ममछ घटेना छाँशादक : आयू शर्किक वनिनाम। তিনি মীমাংসা শুনিয়া আশ্চর্যারিত হইলেন এবং আপনাদিগকে ধিকার দিতে লাগিলেন। এই সামাত বিষয়, ছই দিন বিচার করিয়াও ২৫।৩০ জন পণ্ডিতের মধ্যে কাহারো মন্তিকে আদে নাই! তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, তর্কের মীমাংদা আমিই করিয়াছি, এবং পাছে পণ্ডিত মহাশয়েরা অপ্রস্তত হুন, সেই জন্ম একটি কালনিক পণ্ডিতের গল রচনা করিয়াছি। তিনি আমার অনেক সাধুবাদ করি-লেন এবং আমার দারা তর্কের মীমাংসা হইয়াছে, এইরূপ কথা সভাতে বলিতে উন্নত হইলেন। আমগা অনেক কণ্টে তাঁহাকে নিরম্ভ করি-লাম এবং আমাদের কথিত গলটি যে সত্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। छिनि अपनककन हिन्दा कतिया विनातन, "एठामता एयक्रभ वर्गना कति-তেছ,সেত্ৰপ আকৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিত যে বৰ্দ্ধমান জেলায় কথন দেখিয়াছি. তাহা স্মরণ হয় না; তবে ভিন্ন দেশ হইতে আদিতে পারেন। ভাল. সভাতে গিয়া দেখি: চল, যদি কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন।''

সভার সকলেই তর্কের মীমাংসা শুনিয়া আশ্চর্যাধিত হইলেন।
অপরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদিগকে অনেক প্রশ্ন
করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। অনেকে তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, কিন্তু যথন শুনিলেন যে আমাদের

পাঁচজন বাতীত আর কাহারও সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন না, তথন তাঁহারা সে অভিগাব ত্যাগ করিলেন। সেই দিন হইতে সভাও **खक बहेन এवर अधानक महान्द्यता आनन आनन जटह क्ष**ावर्खन कवितात ।

পরদিন প্রাত:কালে বিভালয়ে বাইবার পথে পুনরার ভট্টাচার্যা মহাশ্রের সৃহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তর্কের মীমাংসা যেরূপ ভাবে সভার গৃহীত হইরাছিল, ভাহা শুনিয়া তিনি সম্ভষ্ট হইলেন। আমাদের পাঠ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা কহিলেন এবং অনেক নুতন বিষয় আমাদের শিখাইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ কথা-বার্তার পরে তিনি বলিলেন, সপ্তাহে ছুই দিন ( শুক্রবার আর শনিবার) আমার সৃহত তোমাদের এইখানে সাক্ষাৎ হইবে। यमि द्यान विषय किछामा कतिए हेच्छा कत्र, अथवा द्यान विषय বিচার করিতে ইচ্ছা কর, দেই ছই দিনে হইবে। আজ শনিবার, আগামী ভক্রবার পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমরাও বিভালয়ে গমন করিলাম।

ক্রমাগত এক বংসর কাল প্রতি শুক্র ও শনিবার তাঁহার সহিত পুছরিণীর ঘাটে সাক্ষাৎ হইত এবং শাস্তালোচনা ও অক্লান্ত নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইত। তাঁহার নিকট আমরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিলাম।

একদিন প্রাত:কালে ভট্টাচার্য্য মহাশন্ন আমাদিগকে সহাস্তে বলিলেন. "প্রায় এক বংসর হইল, তোষাদের :সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে: এই সময়ের মধ্যে আমার ছারা কি তোমাদের কোন উপকার হইরাছে প শামার কাছে কি কিছু শিথিতে পারিয়াছ ?"

আমরা কৃতজ্ঞতার :সহিত উত্তর করিলাম, "অনেক নৃতন ও

প্রয়োজনীয় বিষয় আপনার নিকট শিক্ষা করিয়াছি—তাহা পূর্বস্থলীর কি অন্ত কোন স্থানের কোন পণ্ডিত আমাদিগকে শিধাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আপনি আমাদের প্রত্যেককে এই অর সময়ের মধ্যে সকল শাল্রে স্থাশিকত করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষকের নিকট আমরা বেরূপ ঋণী তদপেক্ষা অধিক ঋণী আপনার নিকট। আপনার ঋণ আমরা পরিশোধ করিতে পারিব না।"

ভট্টাচার্যা। (সহাস্তে) ভাল তবে আমার একটি উপকার কর। আগামী পূর্ণিমার দিন আমি একটি যক্ত করিব তাহার উদ্যোগ করিয়া লাও।

আমরা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ভুটুলাম।

দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমার দিন উপস্থিত হইল; আমরাও তাঁহার আজামত ফুল, ফল, ত্মা স্বত, মিষ্টার প্রভৃতি সমস্ত সংগ্রহ করিলাম। কেবল একটি কচি প্রীফলের অনটন হইল। পণ্ডিত মহাশার ঐ প্রীফলের কথা পূর্বে বলিতে বিশ্বত হইরাছিলেন। (বোধ হর ইচ্ছা করিরাই বিশ্বত হইরাছিলেন)।

শ্রীফলের অন্টন উপনন্ধি হইলে, পুক্রিণীর ঘাটের নিকটস্থ একটি বিষরক্ষ দেখাইয়া তিনি বলিলেন, দেখ দেখি ঐ রক্ষে কচি শ্রীক্ষল আছে কি না। আমরা বৃক্ষের নিকট গিয়া দেখিলাম একটি মাত্র কল অভি উচ্চ শাখার এরপ স্থানে অবস্থিত রহিরাছে যে, দেখানে উঠিয়া কিংবা আঁকশি দিয়া পাড়া অদন্তব। অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আছো তোমরা বদ আমি পাড়িতেছি। এই বলিয়া তিনি কাষ্ট-বিড়ালের স্থায় অতি ক্ষম ভালের উপর দিয়া তড়তড় করিয়া বৃক্ষে

श्राद्यांहन कतिया कन्ति श्रानयन कतित्तन। छाँशांत कार्या (निश्रेय) আমরা ভয়ে বিশ্বরে নির্মাক হইয়া তাঁহাকে নিরীকণ করিতে লাগি-শাম। কিন্তু তিনি তথন কিছুই বলিলেন না।

ঈষৎহাস্ত করিয়া বলিলেন, "এখন সমস্ত আন্নোক্তন হইয়াছে: আমি যজ্ঞ আরম্ভ করিব, তোমরা এখন যাইতে পার। কলা পুনর্বার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আমাদের তথন এরূপ অবস্থাইুইরাছে যে, তথা হইতে পলাম্বন করিতে পারিলে বাঁচি! তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া প্রহান করিলাম। পরদিন প্রাত:কালে সভয়ে পুনর্কার পুক্রিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিব্মুলে উপবেশন করিয়া আছেন। কিঞ্চিং দূরে একথানি কলাপাতায় কিছু কল মিষ্টার প্রভৃতি রহিয়াছে। ঐ পত্র আমাদের দেখাইয়া বলিলেন. ''ঐ যজ্জির প্রসাদ তোমরা গ্রহণ করিতে পার।'' আমরা ধৎসামান্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিলাম। ছই একটি কথার পর তিনি সহাত্তে বলিলেন, "কলা আমি যথন এফিল চয়ন করি, তথন তোমরা বিশ্বগায়িত হইগাছিলে—কেন্ন ? আমার কার্যা কিছু অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল কি ?" আমর৷ পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "রাজা হাঁ। আমরা আপনার কার্য্য দেখিয়া বাস্তবিক ভীত 😘 বিশ্বয়ায়িত হইয়াছিলাম। আপনি যেরপে বুকে আরোচণ করিলেন, পক্ষী বাতীত স্থুল দেহবিশিষ্ট কোন জীব সেরপে আরোহণ করিতে পারে না. মন্তুষ্যের ত কথাই নাই।

ভট্টা। (কিঞ্চিৎ চিম্বা করিয়া বলিলেন) তোমাদের সাহদ কিছু क्म-नम् १

আমর। আজা না। আমরা কয়জনেই বেশ সাহদী। তবে

শহসা একটা অসম্ভব ঘটনা দেখিরাছিলাম বলিরাই আমাদের ওরপ অবস্থা হইরাছিল।

ভট্টা। আছো আজ যদি একটি অভি আশ্চর্য্য ও ভরপ্রদ কথা আমি তোমাদের কাছে ব্যক্ত করি, ভোমরা সাহদ করিয়া শুনিতে পারিবে ?

আমরা পুনর্মার বিশ্বয়ায়িত হইয়া পরস্পরের মৃথ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলাম। আবার কি কথা বলিবেন, ভাবিয়া ব্কের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল। কিন্তু বাহ্য সাহসে ভর করিয়া একজন বলিলেন—"আজা হাঁ, —আমরা গুনিতে পারিব, আপনি বলুন।"

ভটাচার্য্য কিঞ্চিং চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ বাপু, যে কথা ভনিবে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য হইলেও তোমানের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ আনার দারা তোমাদের মঙ্গল বই কোন অমঙ্গল ছইতে পারে না। তোমরা স্থির হইয়া গুন, আমি মনুষ্য নহি। ভূত-যোনি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ ভাবে আছি। ৪০।৪৫ বংসর পুর্নের এই পুদ্ধ-রিণীর নিকটই আমাদের বাটী ছিল। অবশ্র মেটে বাড়ী, কিন্তু আমান দের অবস্থামন ছিল না। আমরা এই ভাই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলাম। ৰাটীতে বুদ্ধা মাতা ও আমাদের হুই ভাইয়ের পরিবার ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আমাদের বেশ স্থথের সংসার ছিল। একদিন রাত্রি-কালে হঠাৎ আমাদের বাটীতে ডাকাইতি হয়। আময়া ছই ভাই বেশ বলিষ্ঠ ছিলাম। বাটীতে ৪।৫ জন বিখাগী ক্রমণ ছিল। আমরা সকলে লাঠি হন্তে ডাকাইতদিগকে বাধা দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারাও হীনবল ছিল না এবং সংখ্যাতেও অনেক অধিক ছিল। কাজেই শীভ্ৰ আমরা পরাভৃত হইলাম এবং ছই ভাই ও তিনটি কৃষাণ হর্কাতদের ষষ্টির প্রহারে প্রাণভ্যাগ করিলাম। অবশিষ্ঠ হুইটি ভূত্য বাটীর জ্রী- লোকদিগের লইরা গ্রামান্তরে আমার এক আত্মীরের বাটাতে পৌছিরা দিল। সেই অবধি ভূতবোনি প্রাপ্ত হইরা এই স্থানে আছি। এ অব-न्हात्र (व कि करहे चाहि, खाहा जागाएत बानाहेर्ज भाति ना। महे কষ্ট কতক প্রশমিত হইবে বলিয়া তোমাদের সহিত এই এক বংসর শাল্তালাপ করিয়া কাটাইলাম। কিন্তু আমার কটের শেষ হইয়াছে। কল্য আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। তোমাদের সহিত আজ শেষ (स्था। (तरे क्य बाज श्रकान कतिया विमाय नरेनाम।" वना वाहना বে আমরাও বথাসাধ্য ক্রতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নিকট বিদার লইলাম ? পর্দিন তাঁহাকে আর তথার দেখিতে পাইলাম না।

এই পর্যান্ত বলিয়া সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "এইত ঘটনা আমার চক্ষের উপর ঘটিয়াছিল। বিখাস করা আর না করা তোমাদের ইচ্ছা। আমি জিজাসা করিলাম, ''মৃত্যুর পর সকলেই কি ভূতযোলি প্রাপ্ত হয় ? কি করিলে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।"

সার্ব্বভৌম। সে কথা অল্পে বুঝাইতে পারিব না। যদি ভোমরা জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। স্থির হইয়া এ বিষয়ে আমার যাহা বিশাস তোমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমরা ঘাইব প্রতিশ্রত হইলাম, এবং ঠিকানা জানিরা লইয়া সেদিনের মত বিদায় লইলাম।

সার্কিটোম মহাশরের সহিত যে সকল কথাবার্তা হইরাছিল। তাহাও স্বামরা পাইয়াছি। পরে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্ৰীরাথাল দাস চট্টোপাধ্যার।

বীৰুক্ত 'বেলোকিক রহসা'' সম্পাদক মহাশর, সমীপেয

ৰহাপদ,

আপনার ''জলৌকিক রহস্য'' নামক পত্রিকার নিম্ন বর্ণিত সত্য ঘট-নাটি প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব। ইতি।

> শ্রীসত্যেক্তনাথ পালিত। ২০ নং গ্রে ষ্ট্রাট, কলিকাতা।

# হুভিক্ষক্লিফ ব্যক্তির প্রেতাত্ম।

ছগলীসংরবাসী কারস্থ-বংশসমূত আমার জনৈক বন্ধ তাঁহাদের বাটীতে সংঘটিত নিম্নলিখিত আশ্চর্যা ভৌতিক কাণ্ডের বিষয় বলিয়া-ছিলেন। কোন বিশেষ কারণবশতঃ ও আমার বন্ধর বিশেষ অন্ধরোধে আমি তাঁহার নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ করিব না।

তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা বহুকাল হইতে ম্যালেরিয়া রোগপ্রস্ত ছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে একদিন তিনি গলাযাত্রা করাইতে
আদেশ করেন। পিতার আদেশমত আমার বন্ধু আত্মীয়ম্বন্ধনমহ
তাঁহার গলাযাত্রায় বাহির হইলেন। কিন্তু তথন তাঁহার মুম্র্ম্ অবস্থা।
সকলেই বলিল যে, পথেই তাঁহার জীবনের অবসান হইবে। কথায় বলে,
পথে মৃত্যু হইলেও গলাযাত্রার ফললাভ হয়। এই বাক্যে আখাসিত
হইয়া, তাঁহারা সকলে গলাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্বর
অগ্রসর হইয়া আমার বন্ধু দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার দেহ অসাড় ও
স্পান্দন রহিত। ইহা দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার পিতা ইহলোক
পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরে তাঁহারা এক প্রকাণ্ড অখথ বৃক্ষের নিমে
আসিলেন, ও ক্লান্তিবশতঃ তথায় থাট নামাইলেন। অলক্ষণ পরেই

তাঁহারা বাহা দেখিলেন, তাহাতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইরা গেলেন।
আমার বন্ধর পিতৃদেহ এতক্ষণ শব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, কিন্তু
সহসা তাহা নড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই শব-দেহের মুখে কথা
ফুটিল। তথন থাটে শরানাবস্থাতে থাকিয়াই তিনি আমার বন্ধুকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ''আমাকে নিরে যাচ্ছিস্কেন? ফিরিয়ে
নিরে চল্।" ইহাতে আমার বন্ধ্ স্তন্তিত হইয়া গেলেন ও উত্তরে কহিলেন, ''আপনিই ত গলাযাত্রা করিতে বলিয়াছিলেন!'' তাঁহার পিতা
উত্তর করিলেন, ''আমি সারিয়া উঠিয়াছি, আর লইয়া যাইবার আবশ্রকতা নাই, এখন বাড়ী চল।' ইহাতে আমার বন্ধ্ কিঞ্চিং বিশ্বিত
যাইলেন বটে, কিন্তু পিতাকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়। অতিশর
আহলাদিত হইলেন; স্তরাং সে বিশ্বয় অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।
তিনি পুন্ব্বার কথা না কহিয়া তাঁহার পিতাকে গ্রেহ শইয়া গেলেন।

পরনিবদেই তাঁহার পিতা সুস্থ হইরা উঠিলেন ও বহুকাল অনাহারক্ষমিত কুধার কাতর হইরা পড়িলেন। আমার বন্ধ পিতার কুরিবৃত্তির
ক্ষমধানাধ্য চেটা করিতে লাগিলেন। তিনি যথনই যাহা চাহিতে
লাগিলেন, আমার বন্ধ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার কুধার উপশম না হইরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই
হইতে লাগিল। তিনি পরিমাণে এত অধিক খাইতে লাগিলেন যে,
তাহাতে সকলেই আশ্চর্যাাহিত হইল। প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই
তিনি রন্ধনশালায় আসিয়া আহার্য্য দিবার ক্ষম্ত পুত্রবধ্কে বারংবার আদেশ
ক্রিতেন। একদিন আমার বন্ধপত্নী কোন ব্যপ্তনাদি হইবার পূর্বেই
তাঁহাকে তাড়াতাভি ভাত বাড়িয়া দিলেন। পরে যথন তিনি ব্যপ্তনাদি
লইরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন যে, তাহার শুন্তর মহাশ্বর সমুদ্র অর নিংশেষিত করিয়া ফেলিয়াছেন, ও পুনরায় অনের নিমিত্ত

তাগাদা দিতেছেন। বন্ধুপত্নী তাঁহার খণ্ডরদেবের কুধার আধিক্য বশত: পূর্বেই দেই হাঁড়ির সমস্ত অল তাঁহাকে। দিয়াছিলেন। আবার কোথার পান ? কিন্তু খণ্ডর ঠাকুর ছাড়িবার পাত্র নহেন, না দিলেই নর। অতএব পুনরায় তাঁহাকে ভাত রাঁধিতে হইল। এক দিবস নয়. উপয়াপির কমদিবদ বন্ধুপত্নী এইরূপে বাতিবান্ত হইতে লাগিলেন। তিনি অবশেষে এই কথা তাঁহার স্বামীর কর্ণগোচর করিলেন। বন্ধবরও ভাঁহার পিতার এইরূপ হঠাৎ বৈচিত্র লক্ষ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশ্যাপর হইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পরিচিত কোন ওঝাকে কথাপুত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে, সে ইহাকে ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল। একদিন বন্ধু এই ওঝাকে দঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আদিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পিতা উপর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া চাংকার করিতে লাগিলেন, ও অপরিচিত ব্যক্তিটিকে গৃহে লইয়া আসিতে তাঁহার পুত্রকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধু ওঝাকে লইয়া গেলে, তিনি উহাদের প্রতি গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ওঝা গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া মন্ত্রপাঠ श्रांता वांकी वक्षन कत्रिन এवः वातःवात छेटेळः त्रदत मञ्ज উচ্চात्रन করিতে লাগিল। তাহাতে আমার বন্ধুর পিতাঠাকুর তীত্রশর-বিদ্ধের ন্তায় ছট্ফট্ করিতে লাগিলেন। ওঝা প্রেভাত্মাকে গৃহ পরি-ভাগে করিয়া চলিয়া ঘাইবার নিমিত্ত অনেক করিয়া বলিতে লাগিল, কিছ সে কোন মতে ঘাইবে না। অবশেষে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। ওঝাজিজাদা করিদ "তুই কে ? তুই কি অমুকের বাপ ?" উত্তর হইল, 'না বাবা! আমাকে ছাড়িয়া দেও। গত হর্ভিকে আমি থাইতে নাপাইরামরিয়া ঘাই। সে দমর আমার থাইবার ইচ্ছা বড়ই

প্রবিশ ছিল। হঠাৎ গাছতলার এই (নিজ শরীরকে দেখাইরা দিরা)
মড়া শরীর অবস্থিত দেখিরা ইহার মধ্যেই প্রবেশ করিরাছিলাম। বাবা,
কিছু বলিও না, আমাকে ধাইতে দেও।" এই বলিরা অনেক অমুনর
বিনর করিতে লাগিল। কিন্তু ওঝা কিছুতেই ছাড়িল না। সে বারংবার মন্ত্রোচ্চারণ করিলে পর প্রেতাল্বা যাইতে স্বীরুত হইল। কির্থক্ষণ
পরেই বন্ধ্বর দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতার জীবন্দ্ন্য দেহ পড়িরা
রহিরাছে, তাহাতে আর নড়িবার সামর্থ্য নাই। তখন :আমার বন্ধ্
জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতার বহুকাল পুর্বেই বান্তবিক মৃত্য
হইরাছিল, এতদিন কেবল হর্ভিক্ষপীড়িত মৃত্রাক্রির প্রেতাল্বা তাঁহার
মৃত দেহ আশ্রর করিয়া তাহার জাঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছিল।—"\*\*

# সফল স্বপ্ন চতুষ্টয়।

আমার একজন বন্ধু কলিকাভার বাস করিতেন। তাঁহার পঠদদশার তিনি নিম্নলিখিত চারিটি স্বপ্ন বিভিন্ন সময়ে রাত্রিকালে নিদ্রার সময় দেখিরাছলেন। সে সময় তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন।

১ম অপ্ন। দেখিলেন যেন তিনি কোন এক পদ্মীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। স্থলের বাড়ীট জীর্ণনীর্ণ। যে গৃহে বসিয়া তিনি পড়াইতেছেন, তাহার সন্মুথে বাটীর অঙ্গন। সে সময় মুখলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। গৃহগুলির ছাদের নলদিয়া প্রবলভাবে বৃষ্টির জল অঙ্গনে পতিত হইতেছিল, গৃহের ভিতর বসিয়া তিনি তাহা স্পষ্ট দেখিতে-

मनीপनी (प्रथ।

ছিলেন। তথন বেন সত্য বলিরাই ধারণা হইতেছিল, স্থপ্ন বলিরা মনে হর নাই। কিন্তু নিজাভলের পর উক্ত ঘটনা স্থপ্নের অলীক চিন্তা বলিরা ধারণা হইয়াছিল।

হা স্থা। পাহাড়ের উপর নির্মিত বাড়ী। বাড়ীর দোতলা ছাদের উপর তিনি শুইরা আছেন। বহুদ্র পর্যান্ত জ্বথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইরা থাকে। বাটাটী পাহাড়ের গাত্র হইতে বেন বহির্গত হইরাছে। গাঁহারা পাহাড়ের উপরে নির্মিত বাড়ী দেখিরাছেন, তাঁহারা ইহার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহাহউক, রাত্রিকাল, কিঞ্চিৎ পূর্বেই সন্ধ্যা হইরাছে। তিনি শুইয়া শুইয়া স্পির্বায়্ম সেবন করিতেছিলেন, এক অতি তীত্র উজ্জ্ব আলোক আসিয়া তাঁহার দেহের উপর পড়ি-য়াছে, এবং সমস্ত স্থানটাকে আলোকিত করিয়াছে। এইরূপ অবস্থার তিনি চিস্তার নিম্মা রহিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার প্রতাত তাঁহাকে ডাকিলেন। বলিলেন, প্রাণধন! আহার প্রস্তুত ইইয়াছে, থাইবে এস।" খুল্লতাতের আহ্বানে আমি আহার করিতে গোলাম। হঠাৎ নিজাভক্ষ হইল। তথন তিনি স্থপের কুহক ব্রিতে গারিলেন।

তম স্বপ্ন। বিত্তীর্ণ প্রান্তর, চারিদিকে মাঠ ধৃধ্ করিতেছে। মধ্যাক্ষ্
কাল, স্থাদেব মন্তকের উপর প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করিতেছেন।
দেই প্রান্তরের উপর নৃতন রেলগাইন পাতা হইতেছে। তিনি বেন রেলের কোন কাজ করিতেছেন। নিকটে একথানি অস্থানী চালা ঘর, তৃণাচ্ছাদিত। তাহার ভিতর তিনি আছেন। তথন তাঁহার অত্যন্ত জর হইরাছে। জরের বেগে তৃষ্ণায় ছট্কট্ করিতেছেন। মাঠের প্রচণ্ড রৌজে, সেই তৃষ্ণা যেন আরও প্রবল করিতেছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইরা উঠিতেছেন। এমন সমন্ন যন্ত্রণার আভিশব্যে তাঁহান নিজাভক্ হইল। অমনই সেই অসহ্য যন্ত্রণা হঠাৎ কোণার অস্তর্হিত হইল।

৪র্থ অপ্ন। রাজকীর বিচারালয়, সেসনে খুনী আসামীদের বিচার হুইতেছে। বিচারাসন রক্তবন্তে মণ্ডিত সেসন করু উচ্চ আসনে উপ-বিষ্ট। বধান্তানে প্রহরিবেষ্টিত আসামী দণ্ডাগ্নমান। উকীল কাউন্সিল বধাস্থানে উপবিষ্ট। এমন সময় তিনি যেন কজের সন্মুধে দাঁড়াইয়। বক্তৃতা করিতেছেন। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল।

উপরোক্ত চারিটী অপ্ন-কথার সফলতা সম্বন্ধে আমার বন্ধু আমাকে यांश बिनबाहित्नन, जांश जांशावरे कथाव नित्म वर्गना कांत्र छि।

তিনি বলিলেন, "প্রথম স্বপ্ন দেখিবার পর ছই তিন বংসর গত হই-রাছে। আমি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছি। এল. এ. পড়িবার অর্থসামর্থ্য না থাকাতে, আমাকে কুলমাষ্টারি পদ গ্রহণ করিতে হয়। মাষ্টারীও করি, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের পাঠ শিকা করি। এখন আমি একটা পল্লীপ্রামের বিভালয়ের :শিক্ষক। কিছুদিন পরে, একদিন গ্রীম-काल, दिनाथ अथवा क्षिप्रंक मात्र, दिना विश्वहरत्तत्र नमम विद्यालम् ग्रह ৰসিয়া ছাত্ৰদের শিকা দিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। ক্ৰমে ম্যলখারে বৃষ্টি ধারা পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির শব্দে আমাদের পড়ান বন্ধ ছইল। একদৃষ্টিতে বাহিরের বৃষ্টিপাত দেখিতে লাগিলাম। স্কুলবাড়ী পাকা ইমারতের বটে, কিন্তু অতীব পুরাতন। আমার গৃহের সন্মুথেই আকন। সেই অঙ্গনের উপর ছাদের নল বাহিয়া প্রবলবেকে বুটির জল পড়িতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া পূর্বকিথিত আমার স্থপ্নের কথা হঠাং মনে উদিত হইল। ইতিমধ্যে একবারের জন্তও সে শ্বপ্নকথা মনে হয় নাই। কিন্তু এখন শ্বরণপথে আসাতে এক-বারে অপ্রদৃষ্ট পূর্ণ চিত্রটী মনে পড়িল। মিলাইরা দেখিলাম, অবি-কল সমস্ত মিলিয়া গেল। পূর্বের স্বপ্নের সময় ও এই সময় বেন আমার এক মনে হইতে লাগিল।

তৎপরে ষণাসমরে আমি এফ্. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা বি. এ. পড়িলাম; কিন্তু পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। মনের ছঃবেণ মুথ দেখাইব কেমন করিয়া, ভাবিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে চলিয়া গেলাম। আমার এক খুলতাত রাজপুত্তানার অন্তর্গত আবু পর্বতে রেসিডেন্টের অধীনতার হেড কেরাণীর কার্য্য করিতেন। আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খুলতাত আমাকে আদরের সহিত রক্ষা করিলেন। আমি তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

আবু পাহাড়ের গাত্রের উপর বাটী নির্ম্মিত হইরাছে। বাঁহারা পাহাড়ের উপর নির্মিত বাটী দেখিরাছেন, তাঁহারা তাহা বেশ ব্ঝিতে পারিবেন। আমি সেই বাটীর দোতলার ছাদের উপর এক-দিন শুইরা আছি। এই ছাদের উপর হইতে চারিদিকে বছন্র পর্যাস্ত দৃষ্টিগোচর হইরা থাকে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইরা গিরাছে। দ্রে রেসিডেন্সিগৃহের উপর উচ্চে অত্যুজ্জ্বল আলোক আলিরা দেওয়া হইন্যাছে। দেই আলোকরিমি আনার মুথের উপর আসিরা পড়িয়াছে। এই সময় আমার খুলতাত নীচের তলা হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, বলিলেন 'প্রাণধন! আহার প্রস্তুত হইরাছে, খাইবে এদ।'' ঠিক এই সময় আমার পূর্বান্ত ছিতীয় স্বপ্লের কথা অকস্মাৎ মনে উদিত ছইল। স্বপ্লের চিত্র ও বাস্তব চিত্র যুগপৎ মনে চিত্রিত হইয়া বিশ্বয়নরসে অভিভৃত হইলাম।

কিছুদিন পরে আমি কলিকাতার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাকরির 6েটা করিতে লাগিলাম। চেটার ফ্ল ফলিল, চাকরি জুটিল। সেই সময় ঢাকা লাইন রেলপথ থোলা হইতেছিল, সেইখানে আমার চাকরি হইল। সে সময় রেলের জন্ত জমি ক্রের করা হইরাছে, मार्फ दिन-नारेन পाতिवात वावला रहेरलहा भलीशास्त्र धास्त्र, हात्रिमिटक मार्र धु क्रिडिटिह, हात्रायुक दुक्तामि छ्लात्र नार्हे। मध्य একথানি অস্তারী থড়ের ঘর আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থান। একে রোদ্রের প্রথর উত্তাপে শরীর যেন ঝলসিয়া ঘাইতেছে, তাহার উপর তথন আমার অরের উপসর্গ।ূভৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে নাগিন। আমি ষন্ত্ৰণায় অভির হইয়া পড়িলাম। অবশ্র তদানীস্তন বন্ধুগণ আমার সেবা শুশ্রষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তথনকার ভৃষ্ণার যদ্রণার আমার তৃতীয় স্বপ্লকথা হঠাৎ স্মৃতিপটে উদিত হইল—সমস্ত ষ্টনা অবে অবে মিলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আমি কলিকাতায় একটী চাকরী করিতে আরম্ভ করিলাম; এই সময় চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে ৰাজীতে পড়িয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে কর্মস্থত্তে আমাকে পঞ্জাব প্রদেশে ঘাইতে হয়। তথায় কয়েক বৎসর পরে লাহোর বিশ্ববিগালয়ে বি. এল পছিয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হুইলাম। তথন বি. এল উপাধি ধারণ করিয়া আমি আমার মাতৃভূমি বানালার ফিরিয়া আসি। আমার জন্মভূমি হুগলী জেলায়। স্থভরাং এখন আমি ভগলী জেলা কোটে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময় আমার হত্তে একটা খুনি মোকর্দন। চালাইবার ভার পড়ে। সেই মোকর্দমায় আমি ওকালভির বক্তৃতা করিবার জয় সেমন আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেদন কোর্টের জজ যেমন রক্তবর্ণ ৰনাতে আচ্ছাদিত ভক্তার উপর বিচারাগনে বসিয়া থাকেন, এথানেও সেইরূপ রহিরাছেন। প্রহরিবেষ্টিত আসামী কাঠগড়ার দণ্ডারমান। উকীল কাউন্সিলগণ বর্থাসনে আসীন। মোকর্দমা চলিতে লাগিল। আমি ৰ্বের সমূবে বক্তৃতা করিয়া যেমন নিঞ্গ আসনে উপবিষ্ট হইব, অমনি

সেই আদাৰত গৃহের দৃশ্য দেখিয়া ও সামার বক্ত তার কথা মনে হইরা,
অকস্মাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট চতুর্থ অপ্রের বটনার স্থাপট্ট চিত্র আমার স্থানন পথে উদিত হইল। আমি তথন মনে করিতে লাগিলাম, আমি কি পুনরায় অপ্র দেখিতেছি।"\*

ক্রমে এই বিষয় বিস্তাহিত ভাবে আমরা আবালোচনা করিব; এস্থানে আরু অধিক বলিলাম না, কেবল ইন্সিত করিরা রাখিলাম মাত্র। ক্রমে আমরা বিশদরূপে এই বিষয় বুঝাইরা দিতে চেষ্টা করিব এবং সেই সমরে এই শ্রেণীর ও এতৎসম্বনীয় অস্তান্ত ঘটনাও যদিত হইবে।

আমাদের একজন কৃতবিদ্য বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার বিবাহের ব**হপুর্বে** স্বপ্নে ভাবী যশুরগৃহের চিত্র দেখিয়াছিলেন।

বিবাহের দিবস তিনি সেই স্বপ্ন চিত্রের বাস্তব অবস্থান দেখিরা বিশ্বিত হইরাছিলেন। ইনি এখন বাংলার একটা জেলার সর্কোচ্চ বিচারাসন অলম্কত করিতেছেন।

আমার বন্ধুর নাম শ্রীপ্রাণধন বলোণাধ্যার। তিনি একণে কক্ষোএ ওকালতী করিতেছেন।

অ: রঃ সঃ

শ্রী সংঘারনাথ দত্ত।

<sup>\*</sup> খপ্লে প্ৰলেণিকের ব্যাপার সকল লক্ষিত হয়। মন্তিক্ষের অবস্থা অমুসারে মানবে তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয় এবং ধারণা করিতে না পারিলে, ভাষা অসম্ব প্রলাপবং প্রতীয়মান হয়। আমাদের নিদ্রার সময় স্থূল দেহ এথানে ( ভূলোকে ) নিল্টেই ইইয়া পড়িরা থাকে; কিন্তু মানবাত্মা কথনই নিল্টেই থাকিবার নহেন। তিনি তথন স্থায় দেহাবলখনে স্থায় জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। ভূলোকে কোন ঘটনা ঘটবার পূর্বে ( কথন বহুপূর্বে কথন কিছু পূর্বে) ভূবলোকে তাহা প্রতিফলিত ইইয়া থাকে। শক্ষিশালী মানব সেই প্রতিফলিত ঘটনা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়া থাকেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "coming events cast their shade before," অর্থাৎ ভবিষাৎ ঘটনা ঘটবার পূর্বে তাহার ছায়াপাত হইয়া থাকে। স্থপ্ন এই ছায়া পাত প্রত্যক্ষ হয়। কেহ কেহ তাহা অন্ত সময়েও দেখিতে পান। স্বস্ত ইংরাজী উক্ত বাক্যের বিলক্ষণ সার্থকতা আছে। যাহা হউক, এইরূপ আমাদের মধ্যে অনব্যক্ত ঘটতেছে, আমরা অনেক সময় তাহা ধরিতে পারি না, বা উপেক্ষা করিয়া থাকি। এইরূপ হয়া থাকে বলিয়াই উপরিলিখিত ঘটনাগুলি বছপুর্বে আমাদের বন্ধু স্বগ্নাব্রার ভূবলেনিক দেখিয়াছিলেন।

# যমালয়ের পত্রাবলী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

#### দ্বিতীয় পত্ৰ ।

আমি সেই হানে রহিলাম। শীঘ্রই অন্ধকার সেই হানকে সমাছেল্ল করিলা ফেলিল। শীঘ্র ? মূর্য আমি, তাহাই বলিয়াছি "শীঘ্র
সমাছেল করিলা ফেলিল।" কে জানে কতক্ষণ পরে সে হান সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারময় হইল! তবে এই মাত্র জানি গভীর ভিমির অভি
গাঢ় অভিশল্প ঘনীভূত হইয়া আমাকে ধীরে ধীরে ঘেরিয়া ফেলিল।
এই না বলিয়াছি "শীঘ্র"? আবার বলিতেছি, "ধীরে ধীরে!" আমি
ভখন একেবারে আত্মহারা, "শীঘ্র" ও "ধীরে, ধীরে" ইহারা প্রায়
বিপরীত অর্থবাধক হইলেও আমার মনে হইতেছে আমার ঘুটী উক্তিই
ঠিক।

সে যে কি ভীষণ অন্ধকার, তাহা বর্ণনা করা এক প্রকার আমার পক্ষে অসন্তব। আর মর্ত্তাবাদী তোমরা! তোমরাই বা তাহা কিরুপে অমুভব করিতে দক্ষম হইবে ? তোমাদিগের কল্পনাজীবী কবিরাও তাহা ভাবিতে পারে না। যুগ্যুগান্তরব্যাপী হঃখভার পুঞ্জীভূত হইয়া, যত্তাপি কাহারও হাদরকে পেষণ করিতে থাকে, তাহার সে দমরের মনের অবস্থা যেইক্রপ হয়, এখানকার গাঢ় অন্ধকারের ভারেও আমার মনের কতকটা দেই ভাব হইয়াছিল। আমি যেন অন্ধকারময় কঠিন হুইটি পর্বাত-শৃক্ষের হারা নিজ্পেষিত হইতেছিলাম। অন্ধকারময়ী ভীষ্ণা বিভাবরীর করাল-দন্তগত হইয়া আমার নড়িবার শক্তি ছিল না, —নিশ্বাদ খাদ-প্রণালীতে আব্রু ইয়াছিল।

ভরে ও শীতে কম্পিত-কলেবর আমি, সেই অতি সঙ্কীর্ণ পাবাণ-কারাগারে যাতনা ভোগ করিতে গাগিলাম। যে আমি ইভিপূর্বে তোমাদিগেরই মত পার্থিব জীবনে বাসনার মোহন আকর্ষণে এক বিষয় হইতে বিষয়াম্বরে বিলাস করিয়াছি, ঐশ্ব্যামদে মত্ত হইয়া প্রলোক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে উপহাস করিয়া আদিয়াছি, কত আশায় হৃদয় বাঁধিয়া "কোথায় স্থুৰ, কোথায় স্থুখ" বলিয়া দৈহিক আমোদের জন্ম কত উৎসাহে চুটাচুটী করিয়া আসিয়াছি, সেই আমি এখন কোথার ? यद्यभात्र विकलिङान, देनताश्च अनता मध-अमन, आश्चीत-বিবৰ্জ্জিত, সঞ্চিহীন, মমতাহীন, বিজ্ঞান-অন্ধকারে চলচ্চক্তিহীন একটী ভীষণ গহবরে আবন্ধ। এই অল্লকালমধ্যে কি বিষময় পরিণাম ! ভীত্র শীত ও প্রথর উত্তাপ, আমি এই উভয়ের দারা যুগপৎ আকান্ত হটলাম।

এটা ভয়ত্বর সত্য ৷ এখানে বিপরীত-ধর্মী হুইটা ভার, তাহাদিগের শৌলিক বৈপরীতা বিশ্বত হইয়া মানবের যন্ত্রণাবৃদ্ধি করিতে মিলিত হয়। আমার মনে হইতেছিল যেন, আমার বহিরক, হিন্দৈলের তুষারমণ্ডিত গিরিশুঙ্গের দারা নিম্পেষিত, অথচ অভ্যন্তরে কে যেন অতি উত্তপ্ত ধাত্র-দ্রব ঢালিয়া দিয়াছে। নরকে যে আমি তীব্র মর্ম্ম-পীড়া ভোগ করিতেছিলাম—যে অবাবচ্ছিন্ন মৃত্যুত্তম তাহা ভাষার প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব। একটা অনির্বাচনীয় ভয়, অন্ধকারের বৃদ্ধির ষ্ঠিত আমার যাতনা-ক্লিষ্ট প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিতেছিল। আমি এইমাত্র অপার্থিব মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্ত আমার বর্ত্তমান ঘাতনার তুলনায় তাহা কিছুই নয়। মৃত্যুর পুর্বে বাতনার তীব্রতার, মাঝে মাঝে অচেতন হইয়া পড়িয়াছি, কিৰ এখানেত চৈতত্ত্বের কোনও বিক্বতি নাই। মরণের পূর্বের যে

ষাতনা, যে মৃত্যুভয় চৈতত্ত্যের হাস বৃদ্ধির সহিত তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু এ যাডনার এখানকার এ নব মৃত্যুভয়ের বিরাম নাই, विष्ट्रम नार्डे. এमनकि कान उ देवनक्या नार्डे। त्मथात मत्रायत भत्र আর মরণভর থাকেনা, কিন্তু এখানের সে কি যাতনা, ভোমাদিগকে कि वनिव ! मर्सकन ७ इ-एयन প्रान वाहित इन्हे बाहित हा वामि প্রাণকে বাইতে দিব না। শত চেষ্টায়ও ডাচাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিনা। মনে হইতেছে, আমি নিজে অসক্ত! জ্বন্ন বিদীর্ণ করিয়া ষম্রণায় দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছে। কথনও কথনও করুণস্বরে সাহায্যের আশরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছি.—"ওগো কে আছ. আমাকে রকা কর, আমার প্রাণ বাঁচাও।" কিন্তু কে দে কথা শুনিবে। কাহার প্রাণ আমার কাতরন্বরে ভিঞ্জিবে । সেখানে করুণাইবা কোথায় १ সে কাতরধ্বনি সে বিজন প্রদেশের মহাশুরুকে কেবল কাঁপাইল, চারিপার্মস্থ গিরিশুক্ষগুলি যেন উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিল, "eগো কে আছ, আমাকে রক্ষা কর, আমার প্রাণ বাঁচাও।" সেই উপহাসধ্বনিতে স্থামার প্রাণ ক্ষোভে, নিরাশায় যন্ত্রণায় তরুতরু কাঁপিয়া উঠিল।

ভোমরা জান-প্রতি রাত্তি জনিদ্রায়, রোগ-যন্ত্রণায়, মর্ম্মান্তিক ছ:শে পড়িয়া থাকায় কি কষ্ট; কি ছ, এখানকার এক রজনীর যে যন্ত্রণা ভাহার তুলনায় দেটা কিছুই নয়: ভাহা ইহার নিকট অভি স্থথকর বলিয়া মনে হয়। তোমাদিগের দেই কণিক ছঃখ. নিজাদেবীর আগমনী-স্তোত্তে পরিণত হয়: প্রকৃতিদেবী অতিযরে আপন সম্ভানকে অঙ্কে স্থান দেন, এবং তন্ত্রা আসিয়া তাহার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দেয়। সে প্রকৃতির ক্রোড়ে কত কি স্থথম্বপ্ন দেখিতে দেখিতে. নষ্টশক্তি পুনরার লাভ করে। জাগরণের পর তাহার সন্মিত বদন ভারাক্রাপ্ত व्याचीप्रमिश्वत मरन व्यामात मकात ७ व्यानसर्वक्रम करत ।

হে মর্ত্তাবাসী, তোমাদিগের যতই কেন দৈয়, বিপদ বা হৃদয়হালা উপস্থিত হউক না, ভোমরা যদাপি ভাবিতে পার, দে সমস্ত কালনিক, যদ।পি জ্ঞানের আলোকে তাহাদিগের উদ্দেশ্য ব্ঝিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাদিগের কোনও তঃখ থাকেনা। তোমাদিগের স্থূল-ৰগতে, বুক্ষ লভা পশু, মহুষ্য, ইত্যাদি স্থুণ পদাৰ্থ গুলিই আপেক্ষিক প্রকৃত; কিন্তু, এইটি লাভ করিতে পারিলে মুখ হইবে, এইরূপ ছইনে ছাথ হইবে, ইত্যাদি রূপ যে রাগ বা দ্বেষের অভিনিবেশ তাহা কাল্পনিক। তোমরা তথার কাল্লনিক স্থগতু:থের আশার ছুটাছুটি কর। এই গুলি "আমাদিগের" মুখ, এইগুলি "আমাদিগের" তু:খ, ইত্যাদিরপ আমিত বোধই দেখানে দর্ম মুণ ছ:থের কারণ। কিন্তু, এখানকার কথা অন্ত-রূপ। এথানকার গিরি, শুহা, বুক্ষ, মনুষা, পশু, ইত্যাদিরূপ পারিপার্শিক সমস্ত বিষয়ই কাল্লনিক, কেবল মর্মান্তিক যাতনারাশি এখানে প্রকৃত। ভোমাদের পৃথিবীতে মানবের নিজের মনের উপর, তাহার স্থতঃধ নির্ভর করে; কিন্তু, এখানে যন্ত্রণাভোগের উপর নরকভোগীর কোনও কর্তৃত্ব নাই। পৃথিবীতে বাসনা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে গিয়া যে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, তাহা বীজভাবে: আমাতে বর্তমান রহিয়াছে। মৃত্যুর পর তথাকার পঞ্জুতাত্মক দেহ ভত্মীভূত হইয়াগিয়াছে; কিন্তু, এথানে যন্ত্রণা ভোগ করিতে যে ভোগদেহ ধারণ করিয়া আছি, তাহা প্রজ্ঞলিত অনল, অল, অন্ত্র, মৃতীক্ষ কণ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলোহ, উত্তপ্ত পাষাণ, এ দকল দারাও বিনষ্ট হইবার নহে। যন্ত্রণাভোগের জঞ এই দেহের স্ষ্টি.—যন্ত্রণাডোগের জন্মই এই সমস্ত পারিপার্থিক অবস্থার আবিষ্ঠাব।

हात्र, यमाणि এक है निक्षा व्यामित । हात्र, यमाणि छल्तात प्यादित. ক্ষণেকের ভরেও এ ষন্ত্রণা ভূলিতে পারিতাম। সেটা কি সুথের। কি

শাস্তির! অঘটন-ঘটন-বুণা-আশার, কেন আমি নিজ যন্ত্রণার বুদ্ধি করিতেছি? আমার যাতনার কথা উল্লেখেই যেন হৃদয় তরণীভূত হইয়া অঞ্র আকারে পরিণত হইতেছে, নয়ন্যুগল বাস্পে আবরিত হইয়া বাইতেছে। কিন্তু, কোণায় অশ্রুণ কোণায় বাঙ্গাণু ওগুলা তোমা-দিগের পৃথিবীর কথা। যাতনার পরিচয় দিতে তোমাদিগের পার্থিব বাতনার অমূচর অঞাও বাঙ্গের কথা পূর্ব্বাভ্যাদে শ্বত:ই মনে পড়িল। অঞ্জ বা বাষ্পের বহি:-প্রকাশ এথানে অসম্ভব; অন্ত:সলিল বাহিনী ফল্পর জলরাশির মত তাহা আমার ভারাক্রান্ত প্রাণকে আরও গুরুভারে নিম্পেষণ করিতে লাগিল।

এইরপে আমি অনস্তকাল-ব্যাপিনী রজনীতে শৈলপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া মহাযাতনার অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। তাহাকে ঠিক রজনী বলা যায়না: পৃথিবীর তীব্রতম হংখনিশাও ইহার তুলনায় আদিতে পারেনা। তথাকার মৃত্যুরজনীও অনেক স্থ-প্রদায়িনী। বাহিরে তীত্র শীত, অন্তরে পাপ ও পাপবাসনা-রূপিণী ছইটী অগ্নিশিখা ধক্ধক্ জ্ঞলিতেছিল। কখন পাপ শিখা, কখন বা পাপ-বাসনা-রূপিণী শিখা উজ্জ্বলতর হইতেছিল। স্থামার চিস্তারাশি বিশুদ্ধ ইন্ধনের মত এই ছুইটী শিথাকেই বৰ্দ্ধন করিতেছিল।

অতীত-জীবনের আমার পাতকরাখি। সে সমস্ত ম্বরণে আমায় আর এখন কি ফল ? কিন্তু, আমার দেই সমস্ত শ্বতি-অবরোধ করিবার কোনও শক্তি নাই। সে পাপ-জীবনের শেষ হইয়াছে। মৃত্যুক্রপিণী ধবনিকা ভাহাকে মানব-নয়নের অন্তরাল করিয়াছে। কিন্তু, আমারত দে পাপ-কাহিনী বিশ্বত হইবার সামর্থ্য নাই ৷ অতীত-জীবন-পুত্তিকা আমার নয়ন সন্মুখে উন্মুক্ত। তাহার প্রতিপৃষ্ঠা, প্রতিছত্র অতি উজ্জ্বন বর্ণে-আছত; আমাকে তাহা মহা অনিজ্ঞাসত্ত্বেও পড়িতে হইতেছে। আমি এখন বেশ ব্ঝিতে পারিরাছি বে, আমি একজন মহাপাপী।

জীবদ্দশার স্বপ্নেও এ জ্ঞান আদে নাই। লোক-সমক্ষের অগোচরে অনুষ্ঠিত

আমার পাপরাশিকে আমার নিজের সন্থিং-ক্ষেত্রেও আদিতে দিই নাই।
স্থান্তর অতি নিগৃত্ প্রদেশে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিপের

চারিপার্শে এরপভাবে অহজারকে প্রহরিকতার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া
ছিলাম যে, তাহাদিগের বার বার উচ্চ আবেদনও আমার চৈত্তক্তকে
তাহাদিগের দিকে আরুষ্ট করিতে পারে নাই। কখন কখন হয়ত আমার
অন্তরাল্মা আমার বাহ্টিতভক্তকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকিবে, কিন্তু,
তাহা এত মৃত্তাবে যে আমি তাহা উপেকা করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ
করি নাই।

কিন্তু, এখন সমস্ত পাপকাহিনী আমার স্মরণে আসিতেছে। আমার এতবার পদস্থলন হইয়াছে, আমি একদিনও তাহা ভাবি নাই! অভিসামান্ত প্রত্যবায়ও আমাকে মর্মান্তিক ভং সনা করিতেছিল। তোমাদিগের জগতের নিকট পাপের গুক্ত্ব বা লঘুত্ব আছে; এখানে কিন্তু, সমস্তই সমান ভীষণ বলিয়া মনে হয়। তোমরা যাহাকে পাপই বলনা, সেই সামান্ত প্রত্যবায়ও অতিরক্তিতভাবে বিক্ত মৃর্টিধারণ করিয়া আমার প্রাণকে দংশন করিতে লাগিল। একটীর পর, আর একটী এইরপে আমার সমস্ত পাপ ক্রিয়া ও চিন্তা আমাকে উন্মন্ত করিয়া তুলিল। যাতনায় জর্জারিত হইয়া যে দিকে দেখি, সেই দিকেই সেই ভীষণ ছবি। প্রাণ যে ক্রণেকের ভরেও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, এইরূপ একটী চিত্রও দেখিতে পাইলাম না। এত অসংখ্য পাপ-স্থৃতির হারা পরিবেষ্টিত আমি! তথনকার আমার যে কি বাতনা, তাহা আর কি বলিব!

( ক্রমশঃ )

সেবাব্রত পরিব্রান্তক।

# পুনরাগমন।

#### (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

( >0 ) '

ছোট ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা মধুর নীরবভা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কোথার যাইতেছিলাম, কি করিতে ষাইতেছিলাম, কেন যাইতেছিলাম, মুহুর্জের মধ্যে বেন সব ভূলিরা গেলাম। প্রবেশ করিয়া ছোটদাদা কিছুক্ষণের জন্ম কোনও কথা কহিলেন না। পিতার শ্ব্যাপার্শে বিসরা তিনি অধোবদনে নীরব রহিলেন। চুরি করিয়া একবার তাঁর মুথের পানে চাহিলাম, দেখিলাম তাঁহার চক্ষে জ্বল ঝরিতেছে।

পিতা নীরব। আমিও কোন কথা কহিতে অশক্ত। ছোট দাদা কি গোপালের প্রতি তুর্ব্যবহারের কথা জানিতে পারিয়াছেন।

হার ! আমরা জীবনের কত পাপমুহুর্ত্তে কলনার অন্তের চরিত্রের একটা বিক্তত ছবি অন্ধিত করিয়া, সেই ছবিকেই প্রাকৃত মানুষ জ্ঞান করিয়াছি ! তাহারই সহিত প্রতিদ্বত্যায় কার্য্যতঃ নিজেই নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি ! এইরূপ ভ্রমের অনপনোদনে কত হতভাগ্যের জীবন বিষ-মন্ন হইয়াছে ! কিন্তু যাহার জন্ত ভ্রম, সে আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া, হাসিয়া জীবন বহিয়া চলিয়া গিয়াছে ।

অনেককণ নীরবতায় অন্থির হইয়া পিতা যদি ছোট দাদাকে প্রশ্ন না করিতেন, তাহা হইণে হয় ত চিরকালই আমার ভ্রম থাকিয়া যাইত। ছোট দাদার চকুন্সলের কারণ আর নির্ণীত হইত না।

পিতা বলিলেন—"চকু-ল্লের কি কাল করিয়াছি রমানাথ ?" ছোট দাদা মাথা তুলিলেন, উত্তরীয় বস্ত্রে চকু মুছিলেন। তারপর

অর্দ্ধক্ষ-কণ্ঠে কহিলেন—''চকুঞ্জলের যথেষ্টইভ কাজ করিয়াছ রাধানাথ ! একটা মাতৃহান, পিতৃ-সত্ত্বে পিতৃহীন—একটা বালকের, তোমরা ব্রাহ্মণ-ৰম্পতী পিতা ও মাতার ভার লইরাছিলে। আমি ভোমাদের সেই মমতা ছি ডিয়া, তাহাকে উপযুক্ত পাইয়া লইতে আসিয়াছি। গোপালের নারের মমতা শ্বরণ করিয়া আমি চোথের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছি, কে যেন কণ্ঠ রুদ্ধ করিভেছে।"

পরের কাছে অপরাধ করিলে তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু আত্মাপ-রাধীকে কে ক্ষমা করিবে ? ছোট ঠাকুরদাদার কথা একটা একটা মৌমাছির দংশনের মত আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। মর্ম্ম-পীড়ার অন্থির হইরা চুই হাতে আমি চকু আরত করিলাম। সেই অবস্থাতেই পিতার উত্তর শুনিলাম। পিতারও স্বর`পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তিনিও যেন গোপালের ভাবী বিচ্ছেদ-ভরে কাতর হইয়াছেন। পিতা বলিতে লাগিলেন — 'গোপালই তোমার ভাতুপুত্রবধূর সর্বায়। আমিও কি ভাহাকে ছাড়িতে পারিভাম ? কি করিব, দামোদরের দেবার ক্রটি হুইবে—ভাহাকে রাখিতে সাহদী হুইলাম না । গোপীনাথও তঃখে অধীর তইয়াছে ;"

চোথ খুলিতে যাইতেছিলাম। পিতার কথায় আরও জোরে চোথ চাপিয়া ধরিলাম।

ছোট দাদা বলিলেন—''কি করিব। সমস্তই বুঝিতেছি। দামোদরের সেবার ক্রটির ভরেই তাহাকে শইয়া যাইতেছি। নহিলে কি পারিতাম ! ৰুঝিতেই ত পারিভেছ, তোমার অমুখের সংবাদ শুনিয়াও আসিতে পারি নাই। ভাগ্যে একজন বাধ্বণ আমাদের গৃহে অতিথি হইয়াছেন, তাই আসিতে পারিয়াছ।"

পিতা। যদিই ভাগ্যক্রমে আসিয়াছ, ভাহা হইলে হই একদিন থাকিয়া য়াও না।

দাদা। না রাধানাণ, আর অনুরোধ করিও না। দামোদরের ইচ্ছায় মা স্থুরধূনীর জ্বলে একবার অবগাহন করিতে পাইলাম, এই ষ্বেষ্ট। থাকিতে ইচ্চা থাকিলেও পারিলমে না। মায়ের নির্বন্ধাতি-শয্যে মনে করিলাম, বুঝি এ যাত্রা গোপালকে লইয়া যাইতে পারিলাম না। শেষে দামোদরের ইচ্ছার দোহাই দিয়া, দামোদরের নামে গোপালকে জননীর কাছ হইতে ভিক্ষা লইয়াছি।

পিতা। তবে কি প্রত্যুষেই রওনা হইবে ?

দাদা। প্রত্যুবে! আবার মায়ের মন ফিরিলে যাইবার ব্যাঘাও ঘটিবে। আমরা আজে রাত্রেই রওনা হইব। গোপালের মাতা গোপালকে আহার করাইতেছেন।

পিতা। তুমি কিছু খাইলে না ?

দাদা। আমি গঙ্গালানের জন্ম উপবাদী ছিলাম। স্নানান্তে এখানে আদিয়াই কিছু ফল ও হুধ থাইয়াছি। রাত্রে আজ আর কিছুই আহার করিব না।

পিতা আমাকে বলিলেন—"গোপীনাপ! তোমার দাদামহাশলের পার্থেয়ের জন্ম ক্যাসবাক্সে যে একশত টাকা আছে, তাহা আনিয়া দাও।" এই ৰলিয়াই আমাকে চাবি গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমি চকু খুলিবার অবকাশ পাইলাম। ছোট দাদা বলিলেন, 'টোকা! कি হইবে? রাত্রেই রওনা হইতেছি; পথে দম্বাভয়; সঙ্গে অর্থ লইয়া কি পিতা পুত্রে দস্যহন্তে প্ৰাণ দিব ?"

পিতা বলিলেন—"বেশ, তোমরা ঘাইবার পর, আমি লোক দিয়া টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।" গোপালকে লইয়া ঘাইতেছ, বধন ধা ष्मनिव हम्, मरवान पिरव। परिथा स्थन शोशास्त्र को कहे ना হয়।"

ছোট দাদা হাসিয়া বলিলেন—"দামোদর ভোমাদের পিতা পুত্রকে দীর্ঘনীবী করুন। ভোমরা বর্ত্তমানে গোপালের কট হইবে কেন ? একটা স্থদংবাদ তোমাকে দিতে ভূলিয়া গিয়াছি। দামোদর রূপা করিয়া-ছেন। কোম্পানী একটা খাল কাটাইয়া দিয়াছে। তাহাতে আমাদের জলমগ্র জ্বমির কতকটার উদ্ধার হইয়াছে। এবারে ভাহাতে বেরুপ শস্তের অবস্থা দেথিয়া আদিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ভবিষাতে আমাদের পিতা পুত্রের সংসার যাত্রা নির্মাহের জন্ম চিম্বা করিতে হইবে না। উভ-য়ের একরূপ সচ্ছলেই দিন চলিয়া যাইবে।"

এইবারে আমি একটা কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম। বলি-लाम-"नाना महाभग । यनिह समीत छेवाते ना हहेल. लाहा हहेलाहे कि আমরা থাকিতে আপনাদের অল্লের জন্ম চিন্তা করিতে হইত ? পিতা কি গোপালের সচ্চলতার ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিম্ত থাকিতে পারিতেন্?"

দাদা হাসিয়া বলিলেন —"ভাই। তোমার সদিচ্ছার প্রশংসা করি। वानीकां करित ज्ञि नीर्यकौरो इरेश शालानरक हित्रिक स्मरहत हरक নিরীকণ করিও।"

পিতা বলিলেন--''এখনও কি নিশ্চিম্ভ হইতে পারিব। জ্মীর আরে সমল্ভ ব্যয়ের সংকুলানের আশা করি না। মাসে মাসে গোপালের জন্ত আমাকে কিছু খন্নচ পাঠাইতেই হইবে।"

मामा विनातन-"भावित्वर छान। दक्तना द्राभान अथातन ঐশর্যোর মধ্যে পুষ্ট হইরাছে। সেখানে গরীবের চালে চলিতে প্রথম প্রথম তাহার কট্ট হইবারই সম্ভাবনা। তবে তা যদি না পার"--

আমি একটু বেন ব্লোবের সহিত বলিলাম—"পারিবেন না, আপনি আগে হইতেই কেমন করিয়া ব্ঝিলেন ?"

দাদা। তা বুঝি নাই। সংসারের গতিক যেক্সপ দেখা যায়, তাহা-তেই অমুমান করিয়া বলিয়াছি। বহুদিন চক্ষের অস্তরাল থাকিলে পুত্রের উপরেই মাতার শ্লেখভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

আমি ইংরাজী আদব কারদায় অনেকটা অভ্যন্ত হইয়াছিলাম। সেই আদৰে তাঁহাকে বলিলাম—''অব্ভা আমাকে ক্ষমা করিবেন। দাদা মহা-শর। আপনার এরপ অভিমত প্রকাশে আমি কিঞ্চিৎ তঃখিত হইলাম। ইহাতে আমার পিতাকে আমার সমকে ছোট করা হইতেছে।"

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন—"ভাই। আমি মুর্থ। তোমার পিতা কিংবা তোমার মতন গুছাইয়া কথা কহিতে জানি না। তাই বলিতে-ছিলাম, যদি না পার--"

আমি এবারে দৃঢ়ভর স্বরে বলিলাম—'মাবার না পার বলেন (क्न १"

ছোট ঠাকুরদানারও শ্বর সঙ্গে সঙ্গে গন্তীরতর হইয়া গেল। তিনি উত্তর করিলেন—"ভবে বলি গোপীনাথ। তোমরা পারিবে না। কেন পারিবে না. একথার উত্তর এখন জানিবার জন্ম ব্যস্ত হইওনা। আপনিই জানিবে। তবে না দিতে পারিদে, আমার তাতে কিছুমাত্র হঃধ নাই।" এইবারে পিতার দিকে মুধ ফিরাইরা বলিলেন—"কিন্তু রাধা-নাথ! দামোদরের ক্রপায় তুমি ষথেষ্ট ঐশ্বর্যা করিয়াছ, ভবিষ্যতে আরও করিবে। যদি সেই দামোদরের জন্ম একটা পাকা ঘর, এবং গ্রামবাদীদের উপকারার্থে একটী পু্রুৱিনী খনন করাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার আনন্দের আর অবধি থাকিবে না ।"

এই কথা ওনিবামাত্র পিতা কুদ্ধ হইলেন। একে ক্লগ্ন, তাহার উপর

ছোট ঠাকুরদাদার কথা খালা মিষ্টভার ভিতর হইতেই কেমন একটা মর্শ্ব-ভেদী তীব্র রস কানের ভিতর প্রবেশ করাইতেছিল। বলিতে কি আমিঞ মনে মনে কুদ্ধ হইরাছিলাম। পিতা ঈষৎ রুক্ষভাবেই বলিলেন,—তুমি কি জেবা করিরা বিষয়ের সংবাদ লইতে আসিরাছ ?"

দাদা। যদিই সংবাদ লুই, তাহাতেই বা দোষ কি ? পাড়া-গাঁরের দরিদ্র আহ্মণের পুত্র সহরে আদিরা নিজের পুক্ষকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছ। এরূপ ঘর, এরূপ আসবাব, এরূপ দাসদাসী আমাদের বংশে আর কে কবে দেখিয়াছে ? আমার ভাগ্যে এইর্থা এই প্রথম দেখা ঘটিন। প্রথমে আমি এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সাহস করিতেছিলাম না।

পিতা। তোমার ও হিঁয়ালীর কথা রাথ। বক্তব্য যদি কিছু **থাকে** ত বল। রথা বাকবিভণ্ডা করিবার আমার শক্তি নাই।

দাদা। এত ক্রোধ করিতেছ কেন ? ঐশর্যার কথা তুলিরাছি এই ভ আমার অপরাধ ? ঠাকুর ধরটী পাকা করিবার জ্বন্ত অমুরোধ করি-রাছি। তুমি হাঁ কি না বলিরা এক কথাতেই ত তার উত্তরু দিছে-পারিতে।

পিতা। ঐশ্বর্যা করিয়াছি, একথা তোমাকে কে বলিল ? দাদা। লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি।

পিতা। তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ। আমি এ যাবং এক পরসাও সঞ্চয় করিতে পারি নাই।

ছোট দাদা পিতার এই কথা শুনিয়াই গাত্রোখান করিলেন। পিতার এই উপর্ক উত্তরে তাঁর গমনোদ্যোগ দেখিয়া, আমি নিশ্চিত্ত হইতে বাইতেছি, এমন সময় ছোট দাদার কথা শুনিয়া আমরা পিতা পুক্তে উভয়েই চমকিত হইলাম। পঞ্চাশ বৎসর পরে আমি এই আখ্যায়িকা লিখিতেছি। পিতামহ এখন আর ইহ-সংগারে নাই। তথাপি তাঁহার ৰজ্ব-নিৰ্বোষ-তুল্য কথা জটুট গান্তীৰ্য্যে আজিও পৰ্য্যন্ত আমার কর্ণে ধ্বনিজ ভইতেছে।

ছোট দাদা বলিলেন—"রাধানাথ! এতক্ষণ ভোমাকে ভাল করিরা দেখি নাই, ভোমার কথা ভাল করিরা বুঝি নাই। দামোদর আমাকে করিদিন ধরিরা, গোপালকে দেশে লইরা যাইবার জক্ত উৎপীড়ন করিতেছিল। আমি বার বলিরা এ করিদন ভালা অগ্রাহ্থ করিয়া আসিতেছিলার। এখন সমন্তই আমার চোথের উপর ঘটিয়া উঠিয়াছে। যথার্থ ইরাধানাথ! এখন দেখিতেছি, তুমি কিছুই সঞ্চর করিতে পার নাই। সঞ্চর কেন—কুলালার! তুমি পুণ্যাত্মা রামনিধি তর্কলকারের বংশধর হইরা, কলিকাভার উপার্জন করিতে আসিয়া মূলধন পর্যান্ত হারাইয়া কেলিয়াছ।"

আমাদের পিতাপুত্রের চোথ বুজিয়া আসিয়াছে। কথার ঝয়ার
কীণ হইতে চাহিয়া দেখি খুল পিতামহ গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছেন।

সেই শেষ দেখা। তাহার পর আর ছোট ঠাকুরদাকে দেখি নাই।
পিতার সহিত আর কোনও কথা না কহিয়া, নিজের ঘরে আসিয়া শয়ন
করিলাম। সে রাত্তিতে কোথায় কি হইল, বলিতে পারিনা। রাঁধুনী
কথন ঘরে আহার্যা দিয়া গিয়াছে, তাহারও পর্যাস্ত থবর রাখি নাই।
আমি শব্যার পড়িয়া চকু মুদিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

খুল্লপিতামহ পিতাকে বে তিরস্কার করিয়া গেলেন, তাহা আমার মনে আসিল না। পিতা স্বর্গিত পুস্তকে বালকবালিকাগণকে সত্যনিষ্ঠ হইবার জক্ত বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই পিতা নিজেই সত্যের অপলাপ করিতেছেন দেথিয়া, মর্ম্মে কেমন একটা বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও বৃঝিলাম, আমারই সেহের বশবর্তী হইয়া, আমারই ভবিরৎ মললার্থে, পিতা এইরূপ করিয়াছেন, তথাপি আমার মনোবেদনার

অপসারণ হইল না। শিক্ষরিতার নিজের পদখাগনে, দীনবেশী মুর্থ বান্ধণের তেজবিতার সমুধে, প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের অহস্কার দইরা, প্রভৃত ধনবলের অধিকারী অধ্যাপক পিতা আমার চক্ষে বড়ই ক্ষুদ্র, নিস্প্রভ,— ক্যাবনহীনবং প্রতীয়মান হইলেন।

স্থতরাং দে চিন্তা মনের ভিতরে স্থান দিতে আমার সাহস হইল না। কিন্তু অন্তর মধ্যে এক বিষম চিন্তা প্রজ্ঞানিত হইরা আমাকে উত্তরোক্তর অন্তির করিয়া তুলিল।

ইহারা পিতা পুত্রে একি উন্মানের মত কথা কহিতেছে! এদিকে গোপালের মা আদিয়া গোপালের পিতার আদিবার সংবাদ দিরা গেল, ওদিকে দামোদর ঠাকুর গোপালের দেবা পাইবার জন্ম ব্যাকুল হইরা তাহার পিতাকে জেদ করিয়া পাঠাইয়া দিল!

এসব কথার কি অর্থ আছে ? যাহাদের কাছে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে বাইব, তাহারা আমাকেই সর্ব্বাগ্রে পাগণ বলিবে। আর পোপাল ও তাহার পিতাকে এখনি ত শৃত্বলিত হইবার জক্ত পাগলা গারদে পাঠাইতে পরামর্শ দিবে। পূর্ব্বে মূর্য, অদ্ধবিখাসী দেশবাসী এ সকল কথার আত্ম হাপন করিতে পারিত। সেই সকল অদ্ধবিখাস দূর করিবার জক্ত দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইরাছে। সেই জ্ঞানালোকে আলোকিত আমরা, এখন হিন্দুয়ানী বে একটা বিপর্যায় ভূল তাহা ব্বিতে পারিয়াছি। সেই সব রামায়ণ মহাভারত, সেই সব বিষ্ণু, ভাগবত পূরাণ—এখন বেঙ্মা বেঙ্মীর গল্প বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দেশের অর্দ্ধেক মনীবা কেহ ক্লচান, কেহ বান্ধান্তিক হইয়াছে। দেশের অর্দ্ধেক মনীবা কেহ ক্লচান, কেহ বান্ধান্ত হইয়া, পৌত্তলিকভার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিভেছেন; বৈজ্ঞানিক ক্লব্বকে একজন বড় অন্ধণান্ত্র বিশারদ বলিয়া শুদ্ধ মাত্র একটা সেলাম ঠুকিরাই নিরম্ভ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে পেন্সন্ দিয়া নিজেরাই তাঁহার

কাজ করিতেছেন। আমাদের ক্লাদের মাষ্টার মহাশর বলেন – एडि সমরে হয়ত একবার ঈশ্বর বলিয়া কোন এক জীবের প্রয়োজন হুইয়াছিল—তাঁহার কার্যা হুইয়া গিয়াছে। এখন তাঁর থাকা না থাকা তুইই সমান। পৃথিবী যেমন ঘুরে, তেমনি ঘুরিতেছে; সুর্ঘ্য যেমন উঠে তেমনি উঠিতেছে। নির্দিষ্ট সমরে স্থা অন্ত যার, সন্ধা। হর, চাঁদ উঠে, তারা ফুটে, কেহ তাহাদের বারণ করিতে পারেনা। ঈশর থাকিলে, অন্তঃ একদিন সথ্ করিয়াও তিনি বাধা দিজে পারিতেন। একদিন থেণার ছলেও পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠাইতে পারিতেন, হটো একটা তারা আমাদের বাড়ীর কাণাচে ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন। আমরা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার সামগ্রী আবার তাঁহাকেই ফিরাইরা দিতাম। গোলাপের কাঁটা তলিয়া লইলে কি কভি হইত ? ইকুতে হ'টো একটা ফল ফলিলে কি আমরা সমস্তই পেটে প্রিয়া তাহার ভূমিষ্ঠ নাশ করিতাম ? মাষ্টার মহাশরের कार्ष्ट बहेक्कर अभिन्न नेचेत्र मस्यक्त व्यक्त वज्ञरमहे व्यामारमत अकि छान জিমিয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই আবার পূজাপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোলয় বাহির হইয়াছিল। আমরা তাই পড়িয়া বিশেষরূপেই জানিয়া-ছিলাম-পুত্তলিকার চকু আছে, দেখিতে পায় না; কান আছে, শুনিতে পার না : পেট আছে, থাইতে পারে না। তাহার পর ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে জ্ঞানটা আমাদের দৃঢ় হইয়া গেল। গিজনীর মামুদ সোমনাথের মাথা ভালিয়া চুর্ণ করিয়া দিয়াছে। কালাপাহাড় যেখানে ঠাকুরগুলাকে দেখিতে পাইরাছে, দেইথানেই তাহাদের নাক কান কাটিয়া, পেট ফাটাইয়া পুরোহিতগুলার জুলাচুরির ঘারা অর উপার্জনের পথ বন্ধ করিয়া গিলাছে ৷ পুত্তলিকার চরণ থাকিতেও চলিবার শক্তি নাই বলিয়া কালাপাহাড়েক ভরে একটা ঠাকুর পলাইয়াও প্রাণ বাঁচাইতে পারিল না। অবচ ভাহাদের ভোজনের থরচে সেই অনাধিকাল হইতে স্থ<sup>\*</sup> অজ্ঞানান্ধ ভারত-বাসী সর্ববাস্ত হইরা আগিডেচে।

ভবে কেমন করিরা দামোদর কথা কহিল—দাদাকে অঞ্রোধ করিল! তাই কি ছাই এ পোড়া দামোদরের হাত পা আছে! আমাদের দামোদর শাণগ্রাম শিলা—একটা কাল কুচকুচে ফুড়ী। সাঝে
কেবল একটা গর্ত্ত। তাহাতে সাপই আছে কি কেওই আছে—ভরে
ভূড়ি দিরা কাছে বসিতে হর। তাহার মাথার বিড়বিড় করিরা কতকশুলা ফুল না ফেলিরা, কলিকাতার আনিরা কাগল চাপা করিলে কালে
লাগিত।

সারারাত্রি ধরিয়া চিস্তা করিলাম—মীমাংশায় উপনীত হইতে পারি লাম না। মুড়ী দামোদর বিশমণ পাথরের ভার লইয়া বুকে চাপিয়া বসিল, তবু তাহাতে চৈতত্ত আছে একথা কিছুতেই বিখাস করিতে পারিলাম না। খুল্লপিতামহের কথায় শ্রন্ধা আসিল না। মনে করিলাম, এ সমস্ত ব্যাপার পিতা ও পুল্রের একটা ছঙ্জের্ম কৌশল। মুনে হইল, উভরে মিলিয়া তাহায়া আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিতেছে। কিন্তু করিয়া লাভ ? পুল্র এমন সম্পদ ছাড়িয়া চির হর্দ্দশাকে অবলম্বন করিতে চলিয়াছে, পিতা সেই অবস্থার পোষকতা করিতে পুল্রকে লইডে আসিয়াছে।

এমন উন্মন্ততা আর কেহ কি কখন দেখিয়াছে ? অথচ খুল্লপিতা-মহের কি শাস্ত দৌম্য মূর্ত্তি! কি অপূর্ব্ব আত্মসংখম! অক্রোধ, পরমা-নন্দময়—দরিদ্র হইয়াও পিতার সহিত বাক্যুদ্ধে যে ব্যক্তি অয়পতাকা বহন করিয়া লইষা গেণ, তাহাকে কেমন করিয়া উন্মন্ত বলিব ?

অর্থে লোভ শুন্ত, ঐশর্থ্য অবজ্ঞার হাসি—পিতার সঞ্চয় সম্বন্ধে বথার্থ অফুমান করিয়াও দীন বলিয়া, বংশের কুলাঙ্গার বলিয়া পুল পিতামহ পিতাকে যেরপ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন। হার! চিস্তা সমুদ্রে ভাসিয়াও মুড়ীর ভিতর কি রস আছে, স্থির করিতে পারিলাম না চ

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা। প্রভাতমুখে বপ্ন। কি ভীষণ স্বপ্ন। আমি বেন এক জনহীন পার্বত্য প্রান্তরে চলিতেছি। জনবেশশুরু, খাপন সম্ভুল অরণাময় স্থান। সম্মুখে, অরণোর জাকাশভেদী বৃক্ষ সকলকে অভিক্রম করিরা, উচ্চ, বন্ধুর, সৌন্দর্যালেশশুক্ত শৈলমালা। এমন কঠোর, বোধ হইতেছে যেন, সেহমন্ত্রী, চরণাশ্রয় ভিথারিণী স্থামা প্রকৃতিকে চরণ দলিত করিয়া উতাস্থর্তি শৈলরাজ গগনচারী নিদাৎ মার্ক্তের প্রথব প্রতাপকে উপেকা করিতেছে।

সেই নির্ম্ম উষর পথের পথিক আমি একা। এ জগতে কেহ আমার সহচর ছিল, কিলা স্নাছে, তাহা আমার স্মরণেও আসিতেছেনা। मङ्गीत अकारत आमि राग मृत्रमान। कियारस भागापत लालूपहरिक বেড়ার মধ্যে আমি কাঁপিতেছি। সন্মুপের দুখে কিছুমাত্র চিন্তাকর্বক সৌন্দর্যা নাই, তবু আমি নিয়তি-আক্লষ্ট হইয়া সেই দিকেই চলিতেছি। কেন চলিতেছি, কোথায়ই বা চলিতেছি জানিবার জন্ম আমার প্রাণ ব্যাকৃল হইতেছে। একটা চতুষ্পদেও ইঙ্গিত বিনিময়ে যদি আমার মানসিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাহা হইলেও যেন চরিতার্থ হই। পশ্চাতে কেহ থাকিলেও, না হয়, উত্তর জানিবার জন্ম তার অপেকা করি। কিন্তু পশ্চাতে মুখ ফিরাইতে, কেহ আছে কিনা দেখিতে আমার সাহস হইতেছে না।

क्टरम ८वाध ब्हेन विभाग श्रीखन्न क्रमणः मङ्ग्रीहिष्ठ ब्हेग्रा आमारिक কৃষ্ণিত করিবার জন্ম ব্যগ্রতা দেখাইতেছে। খাপদখলা প্রান্তরের সন্থোচে বেন ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আসম মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জ্বন্ত বহির্গমনের পথ অল্বেষণে সমুঞ্ ছুটিতে দেখি, শৈণতণ সহসা উন্মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাস করিতে মুখব্যাদন করিল। পিছু হটিতে এক কঠোর কর, সেই গহরের আমাকে
নিক্ষেপ করিবার জন্ম বেন আমার গলদেশ ধারণ করিল। যথাসাধ্য

েচিষ্টার কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম—আমার প্রিয়বল্ম শ্রামচাদ।
এ কপট বিশ্বাসঘাতক বলুর হাত হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে ?
আমি চকু মুদিলাম, কি অন্ধকারে ভূবিলাম অনুমান করিতে পারিলাম না।

সেই অন্ধ্যারেই কার যেন কোমল অভয় কর পতনোন্মূথ আমাকে ধরিয়া ফেলিল। "গোপীনাধ! ভাই উঠ।" কি কোমল আখাসবাণী!

ধীরে ধীরে চোথ মেলিলাম। দেখিলাম গোপাল আমার শ্যাপার্ছে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে চোথ মেলিতে দেখিয়াই গোপাল বলিল— "ভাই বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

ভক্রা যেন ভাবে ভারে স্থামার স্মাধিপলক নিরুদ্ধ করিয়া আবার স্থামাকে সংজ্ঞাহীন করিল।

কি আর বলিব গোপাল চলিয়া গিয়াছে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্ণাবিনোদ।

## मामाभ'गारअञ यूनि।

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর )

ব্যোমকেশের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য উঠ্ভর করিলেন, "ভায়া, আমি দেশ্চি ভোমার এখনও আসল কথাটা ভাল করে বোঝা হর নি। ৰীবান্ধা মূলত: সেই এক অনাদি অনস্ত মহান্থার অংশ স্বরূপ। ভগবান গীভার বলেছেন " মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। যভক্ষণ সেই মহাসন্থা উপাধিসম্বন্ধু পর্মাত্মা মাত্র ততক্ষণ তিনি অপ্রকাশিত. নিরবচ্ছিন্ন অন্তিত্বমাত্র, তভক্ষণ তাঁহার কোনই প্রকাশ নাই। কারণ প্ৰকাশ ব্যাপারের মূলেই একটা দ্বৈতভাব নিহিত রয়েছে; ধাহা প্রকাশ করে, এবং যাহা প্রকাশিত হয়। যিনি কেবল, যিনি শুধুই এক, তাঁর প্রকাশ নাই, হ'তে পারে না। সেই জন্ম যতকণ অন্বৈত, ততকণ অব্যক্ত, ততক্ষণ অচিস্তা। সেই অব্যক্ত ও অচিস্তা প্রমান্মা বা প্রমপুক্ষ যথন প্রকাশাভিলাধী হন তথন তিনি প্রত্যাগাত্মা ও মুলপ্রকৃতি রূপে ধিধা-বিভক্ত হন। এই প্রত্যগায়া হচেন সপ্তণ ব্রন্ধ, যিনি সাধারণ ভাষায় ঈশরপদবাচ্য। আর ঐ মৃলপ্রকৃতি হচ্চেন তাঁর স্বষ্ট তাই তাঁরই চিস্তা-প্রস্ত। বেমন অধি হতে অসংখ্য কুলিঙ্গ বহির্গত হয়, অথবা বেরূপ স্থ্য-মণ্ডল হতে অসংখ্য কিরণ রেখা নির্গত হয়, সেগুলি অগ্নি বা স্থ্যমণ্ডলের সহিত এক হয়েও পৃথক, সেইরূপ এই সগুণ ঈশ্বর হতে যে অগণিত জীবাত্মাদমূহ নির্গত হচ্চে ইহারা চির্গিন প্রত্যগাত্মার বক্ষে বিরাজিত এবং তাঁহার সঙ্গে এক হ'য়েও পূথক। "একের" "বহু" হবার ইচ্ছাই ষ্টির মূলমন্ত্র—''একোহং বছস্তাম প্রজারেয়।" পরমাত্মার এই বছ হবার ইচ্ছাই প্ৰথম,ভাকে,—বিধা বিভক্ত ক'রে প্রত্যগাত্মা এবং মূল প্রকৃতি, কিম্বা

শ্বরণ ঈশর ও কগং এই ছইরপে পরিণত করে। আগেই বলেছি এই কগংরপ উপাধি ব্যতীত তাঁর প্রকাশ হতে পারে না; নির্দ্ধণ শুদ্ধতৈতক্তের প্রকাশ নাই, সে অবস্থা "অবাদ্মন্দোগচরম্"। প্রকাশ হ'তে হলেই ভার ক্যা উপাধির প্রয়োজন হয়, তাই কগতের করনা।

ভার পর শোন। আর্মার এই বছ হবার ইচ্ছা যত ঘনীভূত হতে থাকে, ততই বহি হ'তে ফুলিফের নাম তাঁর প্রপাংশ সমূহ প্রকৃতির পরিচ্ছন্ন কিয়দ্দংশের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'রে জীবরূপে পরিণত হন। ইহারাই জীবাত্মা নামধারী। এখন এই ছই অবস্থার পার্থকাটা বেশ করে প্রণিধান কর। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যথন এরা ভগবানের মাতৃবক্ষে স্থপ্রভাবে ছিল, শরীরাম্বর্গত শীবলোক সমূহ যেরূপ শরীরের সঙ্গে একীভূত হ'রেই থাকে, একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে না, সেইরূপ-ভথন ইচ্ছাশক্তি জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপে ত্রিবিধ ঐখরিকশক্তি তাদের মধ্যে মুর্চ্ছিতভাবে (in a latent state) থাকে, ক্রিয়াশীল (patent) ভাবে নয়। আত্মার যে প্রকাশিত হবার চেষ্টা, সেটা তাদের মধ্যেও আছে, কিন্তু সেটা ছ্রারা এখনও সুম্পষ্টভাবে জানে না। এ অবস্থায় তারা আত্মবিদ্ নয়, কারণ এখনও ভারা ঈশবের স্বরূপে নিমজ্জিত আছে। ভিনি আত্মবিদ, তিনি নিজের উদ্দেশ্য ও পথ পরিজ্ঞাত আছেন, এরা কিন্তু এখন সে সব কিছু ভানে না। ইহার পর দিতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় ঈশবের বহিন্ধী-শক্তির বিকাশধিক্য বশত: আত্মা ও অনাত্মা এ ছ'য়ের পার্থকোর একটু আভাষ হয়. এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষয়ের একটা স্থম্পষ্ট জ্ঞান,—যে জ্ঞানে জগৎ হতে আত্মার স্বাতন্ত্রের একটা বিশেষ উপলব্ধি হয়, সেইরূপ একটা আত্মজ্ঞান বা ব্যক্তিবের লাভ করার ইচ্ছা, বিচাৎ ক্ষুরণের স্থায় ৰেগে উঠে: এবং সেই স্বাভন্তক্সীবন লাভেচ্ছাই তাহাদিগকে উপাধি **গ্ৰহণ** করিয়ে জীবাত্মারূপে পরিণত ক'রে প্রাকৃতিক রাজ্যে টেনে নিয়ে আসে,

কারণ এই প্রাক্তিক সংঘাতভিন্ন কিছুতেই তাদের ব্যক্তিষের আতান্তিক ক্ষুর্ত্তি বা বিকাশ হতে পারে না, এবং উপাধির অবলম্বনেই এই সংঘাত কার্যা সাধিত হতে পারে। এই উপাধিসংযুক্ত ঈর্যরাংশগুলিই জীবাত্মা।

এখন বোধ হয় ভগবান যে বলেছেন "মমৈবাংশ জীবলোক জীবভূত সনাতনঃ" এই কথার অর্থ বুঝেছিদ এবং কি জন্ত আমি বলেছিলাম যে চৈতন্তস্থার আয়ার উপাধি-সম্বন্ধ জিল প্রকাশিত হতে পারে না, তাও স্পাষ্ট হরেছে। যে থানেই আয়ার প্রকাশ দেই থানেই তাহার এক প্রকাশসাধনোপযোগী শরীর আছে; তা সেই প্রকাশ সমষ্টি (universal) ভাবেই হোক্ আর ব্যষ্টি (individual) ভাবেই হউক। আর সেই জন্তই প্রকৃতির বিভিন্নলোকে প্রকাশিত হ'বার জন্ত সেই সেই লোকের উপাদান দারা নির্মিত, ভিন্ন ভিন্ন শনীর আছে।

ভূত্বঃ ইত্যাদি দপ্তলোকের কথা ইতিপূর্ব্বে তোকে বলেছি। প্রথমাবস্থার অর্থাৎ যতদিন না জীবাত্মা পুষ্টিশাভ করে, সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হর, ততদিন তাহার প্রকৃতি-রস-ভোগ বাসনা সম্পূর্ণ প্রবেশ থাকে, ততদিন নিমন্থ লোকেরই অর্থাৎ ভূগে কি, ভূবলে কি ও অর্লোক এই ত্রিলোকেতেই,তাহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হতে থাকে। এই অব্স্থায় ভাহার বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু হয়। জীবাত্মা যথন ভূগে কি জন্ম পরি-গ্রহণ করে, তথন একটা স্থলশরীরের সহিত সম্বন্ধ হয়, এবং যাকে আমরা মৃত্যু ব্যাপার বলি সেটা ঘট্বার সমন্ত্র সেইত সম্বন্ধ হয়, এবং বাকে আবার খুচে যার। তথন জীবাত্মা স্ক্রশরীর অবলম্বন করে, ভূবর্লোকে চলে বার।

ব্যোসকেশ। আপনি যে বল্চেন জীবাঝা মৃত্যুকালে স্ক্রশরীর অবলম্বন ক'রে ভূবলে কি চলে যায়, তা মৃত্যুর সময় এই স্ক্রশরীর কোথা হ'তে আদে ?

ভট্টাচার্যা। তোকে আগেই বলেছি, জীবান্ধার সংসার ভ্রমণের

উদ্দেশ্রই হচে, আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত করা। এই পূর্ণাভি-ব্যক্তি সাধিত হ'তে গেলে তাহার সমস্ত লোকে আত্মপ্রকাশোপযোগী উপাধি পূর্ব হ'তেই থাকা প্রয়োজনীয়। আর দেই রূপই আছে। পুর্ব্বেই বলেচি আত্মা বা চৈতত্ত উপাধি ভিন্ন প্রকাশিত হ'তে পারেন অতএব ভুরাদি সন্তলোকে প্রকাশ জন্ম জীবাত্মার কয়েকটি শরীর আছে। তার মধ্যে যেটি ভূলে কিবাসী জীবান্তার উপ্ধি সেটর নাম স্থূল শরীর ; ভূবলে কি ও স্বলে কি বাসের উপযোগী যে উপাধি তাক নাম স্ক্রশরীর: এ ছাড়া আরও উর্দ্ধতম বা স্ক্রতম লোকভোগের জন্ত ষে উপাধি আছে, তার নাম কারণ শরীর। এই যে তিনটি শরীরের কণা বলুলাম, এ তিন্টি বরাবরই আছে, তবে প্রভেদ এই যে কারণ শরীরটি নষ্ট হঁয় না, জন্ম হতে জনান্তরে বিভাগান থাকে, কিন্তু সূল ও স্কুল্ম শরীরের বার বার পরিবর্ত্তন হয়।

ব্যোমকেশ। সে কেমন ক'রে হয় একটু বুরিয়ে বলুন।

ভট্টাচার্যা। শোন; পার্থিব জীবনের অত্তে প্রথমে সুল দেহের সঙ্গে জীবাত্মার সমন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, একেই আমরা সাধারণতঃ মৃত্যু বলে থাকি। মুত্রু হ'লে পরে জীবাত্মার আরও হটি শরীর অবশিষ্ঠ থাকে। প্রথমতঃ হন্ম শরীর: এই শরীরটি করেকটি বিভিন্ন প্রকারের পদার্থে তৈয়ারী বলে এইটি অবলম্বন ক'রে জীবাত্মা পর্যায়ক্রমে ভূব: ও স্বর্লোক ভোগ ক'রভে পারে। কিন্তু বেমন ভূলে কি বাদের অন্তে স্থূনদেহের ( বেদান্তের ভাষায় "অন্নমন্তকাষের") বিনাশ হয়, সেইরূপ ভূবর্লোক বাদের অত্তে স্ক্রশরী-त्त्रत्र (य व्यः मि ज्वान क्रिक्त जिल्ला क्रिक्त मानामत्र क्रांदिक কডকটা অংশ, ( astral and lower mental bodies ) ভার বিনাশ হয়। তথন জীবাত্মা স্ক্র শরীরের প্রবশিষ্টাংশ,—মনোময় কোষের উৎ-कृष्टेरिम, (higher mental body) আশ্রন্ন ক'রে প্রবেশিকবাদী হয়। কিন্ত

এই বর্গবাদ তো আর চিরস্থায়ী নয়, যত দিন পুণা, তত দিন। পুণাক্ষ •হ'লেই পুনরার মর্ত্তালোক প্রবেশের সমর হর। "কীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকং বিশক্তি' ভগবান নিজ মূথে গীতার বলেচেন। কিছু ভার আগেই মনোমর কোৰের বাকী অংশ টুকুরও পতন হয়, অবশিষ্ট থাকে কারণ শরীর,---বেদান্তের বিজ্ঞানমর কোষ, (causal body)। এটি ২চেচ জীবাত্মার স্থারী উপাধি। এটির বিনাশ হয় না; পরস্ত জন্মজন্মান্তরে কর্মধারা অর্জিড জ্ঞান রাশী এতে দফিত হতে থাকে এবং তদ্বারা এর উত্তরোত্তর ্বিকাশ বা অভিব্যক্তি সাধিত হয়। জীবাস্থার পরপ হচ্চে আত্মা বুদ্ধি মনস্। ভূভূব : শ্বর, এই তিন লোকের বারম্বার ভোগ বারা জীবান্মার মনস্ ভাবের বিকাশ হয়; তাঁার শাক্ত ভাব ছটি তৎপূর্বের অপ্রকটাবস্থায় থাকে। দেই জন্ম আপাততঃ খলেনিকর উদ্ধে মহলোককে জীবাত্মার স্থারী আবাস ভবন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই স্থানে থেকে তাঁর বার বার নৃতন বিকাশ হয়। স্বলেকি বাদের অস্তে যথন জীবাত্মা কেবল কারণ শরীরধারী হন তথন তিনি আপনাকে চিনতে পারেন, কত জন্ম তাঁর হয়ে গিয়াছে সমুখে কিরূপ অবস্থা আসচে, এ সমস্ত তিনি -বুঝিতে পারেন। কি উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তিনি সংসার ভ্রমণ করেন তা তথন তাহার পুনরায় উপলব্ধি হয়, এবং দেই উদ্দেশ্য দিব করবার জ্ঞ আবার নৃতন দেহ ধারণ করবার জ্ঞা সচেই হন। তথন আবার একটি সুন্দ্র শরীর সৃষ্টি হয়, এবং সেইটি অবলম্বন করে তিনি সুন্দ্র জগতে অপেক্ষা করতে থাকেন, পরে কালে উপযুক্ত পিতা মাতার দারায় তাঁহার নিজ প্রয়োজন সাধনোপযোগী একটি সুগ শরীর রচিত হ'তে আরম্ভ হলে মাতৃ গর্ক্তে প্রবিষ্ট হয়ে সেই স্থূল শরীরকে আশ্রয় করতে থাকেন এবং বুধাসমূরে দেইটিকে অবলম্বন ক'রে নবজাত শিশুরূপে আবার কর্মক্ষেত্রে क्षा (पथा (पन ।

105

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারলি, কেন আমি বলেছিলাম যে জীবাত্মা প্রথমাবস্থায় ত্রিলোকই আশ্রয় করে থাকে। ভূপেকি বাসের অস্তেই ভ্ববেশিক বাস করে পুণ্য থাকলে অবেশিকভোগ—তদনস্তর পুনরার ভূবে তিক প্রভাবির্ত্তন এর নাম হল সংসার চক্র। সাধারণ মানব এই ব্লক্স মৃত্যুর চক্রের সঙ্গে আবদ্ধ; বাসনাই এই চক্রকে ঘুরাচে। যতদিন জীব ৰাসনার দাস ততদিন তাকে বার বার এই চক্রাবর্ত্ত পথে ঘুরতে হবে।

त्वामर्कम। नाना म'भाव, जाननात कथाव जातक निका नाफ করবুম। একটা কথা জিজাসা করি। আপনি শেষে বল্লেন ভূবলে কি-বাসের অন্তে পুণ্য থাকলে স্বর্গভোগ হয়। আপনার আগেকার কথায় বুঝেছিলাম যে যথন মহলোক হচ্চে জীবাত্মার নিজের বাড়ী, তথন সকলেই একবার মৃত্যুর পরে ফেরবার পথে স্বর্গে বার। এ ছটা কথার সামঞ্জত কোথায় গ

ভটাচার্য্য। স্বর্গে দকলেই যায় বটে, কিন্তু যার পুণ্য থাকে তারি ভোগ হয়। যার পুণ্য নাই, সে নাম মাত্র স্বর্গে যার, ঠিক যেন বুড়ি ছুঁছে আদা গোছের, আর দে সময় তার আত্মা ঠিক ষেন ঘুমিয়ে থাকে, কাজেই ভোগ হয় না। কাজে কাজেই স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া ত'ার পক্ষে সমান। এখন জীবাত্মা স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হ'ল কি ?

ব্যোদকেশ। আজা হাঁ, এ গোমর পূর্ণ মস্তিকে যভদুর ঢোকবার তা চুকেছে। কিন্তু দাদা ম'শার, এর মধ্যে তো ভৃতের কথা কোণাও পেলাম না।

ভটাচার্যা। ওরে অত ব্যস্ত হ'স কেন! যদি এপর্যাস্ত কথাটা বুঝে থাকিস ভা হলে কাল ভূতের ভন্তটা বোঝাতে স্থক করবো।

( ক্রমশঃ )

গ্রীমলয়ানিল শর্মা।

# প্রেতাত্মার দপত্নী-বিদ্বেষ।

হুগলী জেলার কৈকাল গ্রাম অনেকেরই নিকট স্থপরিচিত। একমাত্র তাতের কাপড়ের কান্ত এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে বিহারীলাল সরকারের বাস। চাল বাসই তাহার একমাত্র উপজাবা ছিল। বিহারী-লাল এক্ষণে স্থানীর। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র, শ্রীমান কিরণশলী, হর পক্ষের স্ত্রী, জ্ঞানদাদাসী এবং তৎগর্ভন্ত সম্ভান অতুলস্থনারী ও শ্রীমান্ পঞ্চানন এখনও বর্তমান। এই জ্ঞানদাকে লইয়া অন্যকার আধ্যায়িকা বিরচিত।

বিহারী সরকারের ১ম স্ত্রী অর্থাৎ কিরণের মাতা স্থতিকা রোগে, মানব লীলা সম্বরণ করিলে তিনি তাহারই জ্ঞমী অর্থাৎ স্থীর শ্যালিকা, জ্ঞানদাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর হইতেই প্রথমা স্ত্রীর প্রেভাস্মা নানা উৎপাত আরম্ভ করে। কোন দিন রন্ধন ভাগু দ্বিত করা, কোন দিন জ্বব্যাদির অপচয় করা, কোন দিন বা শায়িত দম্পতীর উর্জ্বদেশে গৃহের আড়ার উপর পা ঝুলাইয়া বিসয়া থাকা,—ইত্যাদি। অনেক প্রকারের উপত্রই সে করিয়াছিল। প্রেতের এই অনিবার্য্য সপত্মীবিছেষ দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল—জ্ঞানদার গর্ভক্ত সস্তান কোন রক্ষেই সে জীবিত থাকিতে দিবে না।

যথা সময়ে জ্ঞানদা গর্ভবতী হইল। প্রেত স্বপ্নযোগে ভাহাকে স্থানাইল—তুই আমার বহিন্। স্বতরাং বিনা দোষে তোর ছেলে পুলেকে মারিব না; ভবে আমার ছেলেকে (কিরণকে) যদি কোন অবদ্ধ ক্রিস,, তাহ'লে আর তোর ছেলেপুলের রক্ষা নাই।

স্থতরাং জানদা ভরে ভয়ে সপত্নী পুত্রের প্রতি নেহ করিতে লাগিল।

ষ্ণাক্তমে তাহার ১ম কন্তা ও ২র পুত্র : জন্ম গ্রহণ করিল। সপদ্দীর ক্রেতাক্মা বদিও এই সন্তানহয়ের কোন অনিষ্ঠ করিল না ; কিন্তু স্থানহয়ের কোন অনিষ্ঠ করিল না ; কিন্তু স্থান স্থানীর দহিত ভগিনীর ট্রেখভোগ তাহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইরা উঠিল। দেখিতে দেখিতে জ্ঞানদা পাগল হইল। এই বাতুলাবস্থার দে কেবল সপদ্দী জোঠা ভগিনীর করাল ছারা অবলোকন করিত এবং স্থানীর সহিত তাহার অহিনকুল ভাব ইউপস্থিত হইরাছিল।

এইরপে কিছু দিন যাইল। বিহারী সরকার তাদৃশ লেখাপড়া না আনিলেও বড় সামাজিক ছিলেন। তিনি বেশ বুবিলেন বে, মৃতপত্নীর প্রেতান্থার প্রতিকূলতাভেই "জ্ঞানদার" এই অবস্থা হইরাছে। অতএব অচিরে তিনি গরার পিঞাদি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সমরে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, তাহার পর হইতেই জ্ঞানদা প্রকৃতিস্থ হইল। এবং প্রেতের উপদ্রব প্রশমিত হইরা গেল। ছঃথের বিষর বিহারী লাল এ অবস্থার অধিকদিন থাকিতে পান নাই। শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন আর কোন অভাচার-কাহিনী শুনা যার না।

শ্রীরাক্ত্মার বেদতীর্থ কাব্যভূবণ ( কৈকালা হুগলী )।

## পতি ও পত্নী।

এক ইংরাজ মহিলা লিখিতেছেন:—আমি ১৮৬৮ খৃ: অব্দের ২৪ শে
আক্টোবর তারিখে কোন কার্য্যোগলকে চেল্টেন্হাম নগরে গমন করি
এবং একটি হোটেলে আশ্রয় লই। ঐ হোটেলে তৎকালে এক জীলোক
কঠিন পীড়ার ভূগিতেছিলেন। আমি বে রাত্রে সেধানে ঘাই সেই
রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরদিন প্রাভঃকালে আমি স্থানাম্বরে
বাইবার প্রস্তাব করিলে, স্থামী বলিলেন "আলু রবিবার। বিশেষতঃ

मुज्रातरहत अथन अरकात हत्र नारे। अहे व्यवसात हेहारक रक्तिता रशान লোকে নিন্দা করিবে।'' অগত্যা আমরা সে রাত্রি তথার থাকিতে বাধ্য হইলাম। আমরা বে ঘরটি লইরাছিলাম ঠিক ভাহার নীচের ঘরে শবটি শায়িত ছিল। সে যাহা হউক আমি যথা সময়ে শয়ন করিলাম এবং শীল্প নিজিত হইলাম। বোধ হয় মধারাত্তে, কি জানি কেন, হঠাৎ ঘুম ভালিয়া গেল। নিজাভঙ্গে দেখিলাম শ্যার ঠিক পাদদেশে একটি বৃদ্ধ দণ্ডারমান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখটি কিছু গোণাকার। তিনি হাসিতেছিলেন এবং এক হাতে টুপিটি ধরিয়াছিলেন। একটা পাতনা ওয়েষ্ঠ কোট, টাউসার এবং পুরাতন ধরণের একটা নীলবর্ণ কোট তাঁহার গাতে ছিল। কোটে পিতলের বোতাম লাগান ছিল। আমি যতই অধিক দেখিতে লাগিলাম, তত্তই চেহারাটি স্পষ্ট হইতে লাগিল। কিমৎকণ পরে, আমি ২।১ মিনিট চকু মৃদ্রিত করিয়া রহিলাম। চাহিয়া দেখি বৃদ্ধ আরু নাই।

এই অভূত ব্যাপারে আমি খুব বিশ্বিত হইলেও বিশেষ ভীত হই নাই। স্থতবাং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় নিদ্রিত হইলাম। প্রাত্তঃকালে উটিয়া স্থামার এক ভাগিনেরীর সহিত সাকাৎ করিলাম। তিনি ঐ গ্রামেই বছকাল বাস করিতেছিলেন, স্থতরাং মৃত স্ত্রীলোক এবং তাঁহার স্বামীকে চিনিতেন। তিনি আমার পূর্বারাত্তির বুতান্ত শুনিয়া চমকিত ছইলেন, বলিলেন ''আপনি বাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনি এই মুভা রমণীর স্বামী। তিনি ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু সর্বাদাই ক্লয়কের স্থায় পোষাক পরিতেন। তাঁহার গোল মুখ, নীলবর্ণ কোট প্রভৃতি আমার ঠিক স্বরণ হর। তিনি তিন বৎসর পূর্কে মারা গিয়াছেন।"

এই ঘটনা হইতে আমরা ব্রিতে পারি বে প্রেভগণ ভাঁহাদের আত্মীরের মৃত্যুর বিষয় জানিতে পারেন এবং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবাক্ ক্তম ভাঁহাদের নিকটে আসিয়া থাকেন।

শ্রীমাধনলাল রার চৌধুরী ।

# বটক্ষ পালের এডওয়াড স্টনিক

# য়্যাণ্ট-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেদিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বরেরাণের একমাত্র মহৌষধ।
অন্তাবিধ সর্ববিধ জ্বরেরাগের এমত আন্ত-শান্তিকারক
মহৌবধের আবিজার হয় নাই।

#### লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

ম্লা—বড় বোতল ১০ পার্লিং ডাকমাণ্ডল । টাকা।
,, ছোট বোতল ৬০, ঐ ঐ ৬০ আনা।
রেলওরে কিছা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে থরচা অতি স্থলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীর জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।
এড ওয়ার্ডিস্লিভার এও স্পীন অৱেন্ট্রেন্ট

#### (প্লীহা ও যকুতের অব্যর্থ মলম)

প্লীহা ও যক্তের নির্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের, এড-গুরার্ডস্টনিক বা য়ান্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেনিফ্ক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিস করা আবশুক। মলা—প্রতি কোটা ।৫০ আনা, মাগুলাদি।৫০।

## এডওয়ার্ড্স, ''গোল্ড মেডেল''এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী ইইতেছে। কিন্তু বিশুক্ত জিনিস পাওয়া বড়ই স্থকটিন। একারণ সর্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্তু আমরা এডওরার্ডস্ "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুক্ত এরোরুট আমদানি করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই অছন্তে বাবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুক্তা-শুণ-প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়া থাকে।

্রেল এজেন্ট স্ ঃ—বটকুফ পাল এও কোং, কেমিইস এও ডুগিইস্।

# শ্রাগীর প্রতি উপদেশ"

বা দীর্ঘজীবন লাভ করিবার উপায় পাঠ করুন।

বঙ্গদেশে এবং বাঙ্গালাভাষায় এরপ পুস্তক এই
নৃতন হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায়
নৃতন নৃতন উপদেশ, যাহা ডাক্তার কবিরাজ বা কোন
কিবংসকের নিকট অজ্ঞ অর্থব্যয় করিয়াও পাওয়া যায়
না। একথা রোগিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন ও
করিবেন।

### স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বলিয়াছেন—''অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য বিধিগুলি তে**জ্বিনী** ভাষায় এবং পরিষ্কারভাবে উক্ত পুস্তকে বিরত করা হইয়াছে, এবং উহা স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা বিশেষ দরকার।''

মূল্য ॥০ আনা মাতা।

আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

দত্ত, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং,

লোটাস্ লাইত্রেরী।

৫০ নং কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা।

Philosophy of the Gods —or "Deva Tattva" by Srijut Hirendra Nath Datta M. A. B. L. —Price As, 12 only.

"Psychism and Theosophy" (Transaction of Theosophical Federation No. I.) Enlarged revised edition of a paper read at the Serampore Theosophical Lodge by the Dreamer. Price Annas 8 only.

JUST OUT.

Conception of the Self by Dreamer-Price As:8 only. "

স্থাসদ্ধ "আধ্যশান্ত্র-প্রদীপ"প্রণেতার পুস্তক সমূহ।

আর্থিশান্ত-প্রদীপ বা সাধকোপহার (১ম ও ২র খণ্ড)। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২১ ছই টাকা। মানবতত্ব ও বর্ণবিবেক (পূর্বার্দ্ধ)। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩১। ঐ কাগজে বাঁধাই মূল্য ২।।

# NEW CIVIL PROCEDURE CODE ACT V. OF 1908.

EDITED BY

CHARU CHANDRA BHATTACHARJEE .

Vakil, High Court, Calcutta.

Price :—

Paper cover ;-Re 1. Cloth bound-1-4 Interleaved-1-6.

বঙ্গভাষায় নৃতন পুস্তক স্থপতি বিজ্ঞান

বা

#### ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা।

শীষ্ক রার সাহেব হুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মৃশ্য ॥• আট আনা। ইহাতে ইট প্রস্তুত হইতে ইমারত প্রস্তুত করিতে যাহা যাহা আবশুক, সমস্ত বিষয় বিশদরূপে পুষামুপুষ্মরূপে দেখান হইয়াছে। ইট, চুণ, স্বরকী,কাট,মজ্বী প্রভৃতি বে সমন্ত আবস্তক, তাহার বিষয় সরল ভাষার সহজ্ব প্রণালীতে লেখা হইরাছে। সাধারণ লোকে এই প্রকের সাহায্যে কোন ইঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ারের সাহায্য না লইয়৷ স্থলব-রূপে কার্য্য সমাধান করিতে পারেন; বিশেষ এই প্রক পাঠ করিলে কোন মিস্ত্রী কি কারিকর ফাঁকি দিতে পারিবে না, অর আমাসে সমস্ত ব্বিতে পারা যায়, মূল্যও স্থলত।

ত্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যার-প্রণীত। চণ্ডী। (২র সংস্করণ)

মার্কণ্ডের-পুরাণান্তর্গত সেই দেবীমাহাত্ম বছবিধ টীকার সাহায্যে স্রল অভিনব টীকা ও বঙ্গামুবাদ সহ মুদ্রিত হইরাছে। ইহাতে অর্গলাস্থোত্ত, কীলকন্তোত্ত, কবচ, দেবীস্ক্র, ক্যাসাদি রহস্তত্ত্বর এবং অভ্যুৎকৃষ্ট চারিখানি দেবীপ্রতিমূর্দ্ধি সন্নিগেশিত আছে। ৪৫০ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। মূল্য। / ০ পাঁচ আনা মাত্ত্ব।

DATTA, FRIENDS & Co. Lotus Library, No. 50. Cornwallis street, Calcutta.

#### পল্লী চিত্ৰ। (মাসিক পত্ৰ।) শ্ৰীবিধুভূষণ বন্ধ সম্পাদিত।

পল্লীগ্রাম হইতে পল্লীদেবা সঙ্কল বইয়া প্রকাশিত। পল্লীগ্রামের শিল্প, বাণিজ্ঞা, সমাজ, ধর্মা, ইতিহাস, প্রবাদ প্রভৃতি আলোচনার বিষয়। বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বেশ্বলী বলিয়াছেন—Among the Bengali monthlies this publication occupies a high place.

শ্রীশরচন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক। বাগেরহাট, খুলনা। প্রতিহাসিক চিত্র—৫ম বর্ষ ১৩১৬ সাল ( ঐতিহাসিক মাসিক পত্র ) শ্রীনিধিলনাথ রাম বি, এল, সম্পাদিত এবং প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণ-কর্ত্ব পরিচালিত। মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ২১ টাকা। শুণ নং বলরাম দে খ্রীট মেট্কাক্ প্রেসের ম্যানেলারের নিকট মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

# আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

#### পৌরাণিক কথা।

শ্রীষ্ক পূর্ণেন্দ্ নারায়ণ সিংহ এন, এ; বি, এল ধারা প্রণীত।
গ্রন্থকার পুরাণসমূহ বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ মন্থন করিয়। এই
অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে ভাগবতের অনেক হর্ভেণ্য গুঢ়ভাব
ক্ষরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের যুক্তিযুক্ত প্রমাণে নান্তিকেরও ভক্তির উদয় হয় এবং সাধারণেরও ভাগবতের ক্সায় অনেকটা
বোধগম্য হয়।

"It gives the logic and philosophy of many a knotty problems of the Hindu religion". • \* The book will prove an excellent Vzdi Mecum for readers of Bhagabat. The language is simple and flowing. The get up is as it could be desired. We hope the work will be highly valued by all students of the Hindu religion.'—Bengalee"

#### উপনিষদ্ ( বারখানি )।

মূল, অৱস্থ ও বলাম্বাদসহ, বালালা ভাষার এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এক্লপ স্থলভ মূল্যে ইহার পূর্বে উপনিষদ্ প্রকাশিত হয় নাই। ৮খ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচম্পতি মহাশয়ের হারা সঙ্কলিত।

ঈখর, কেন, কঠ ॥০ ঐতরেম, তৈত্তিরীম
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ড্কা ॥০ ও খেতাখতম ॥
বৃহদারণ্যক ১॥০ কৌষিতকী ॥
ভালোগ্য ১৮৫০

### নারদ ভক্তিসূত্র।

ভাষনান গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচলতি মহাশর বার।
 সঙ্কলিত

মূল, অবয় ও বঙ্গামুবাদসহ
ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।
ভক্তমক্রীবন।

শ্রীষ্ক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, দারা শ্রীমতি এনিবেসেন্টের Doctrine of the Heart হইতে অকুবাদিত।

সৎপথ অবলম্বা সংব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী।
আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

শ্রীষ্ক্ত শিশিরকুমার বোষাল এম, এ ; বি, এল ; দ্বারা শ্রীমতি এনিবেদেন্টের Laws of the Higher life অবলম্বনে লিখিত

আধাত্ম জীবনলাভে অনেকেই পিপাস্ত; আধ্যাত্ম জীবনে যে মহান্
নিরমাবলীর ক্রম আছে, অনেক পিপাস্ত জন তাহা না জানিরা, যে
কোন ক্রিরার উপর নির্ভর করিরা কত কট পান! সেই আর্যামাত্রেইই
ক্রমাত্র গস্তব্য ''আধ্যাত্মিক জীবন'' তাহার অধিকার অবস্থা সকল
ও মূলতত্ত্ব সমূহ বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাহায্যে বর্ণিত হইরাছে।
সংপ্রথাবল্যা ব্যক্তিমাত্রেই এই পুত্তকপাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন।

#### জনান্তির রহস্য।

শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ, ক্বত এই পুস্তকে শাস্ত্র এবং যুক্তি প্রমাণাদির দারা জন্মান্তরতত্ব স্থপ্রতি-

ষ্ঠিত হইরাছে।

# প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী।

### ১। জীবন ও মরণান্তে জীবন।

শীযুক্ত শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম, এ; বি, এল; হারা শীমতি এনি-বেসেন্টের Life and life after death নামক বক্তৃতার অমুবাদ; মৃত্যুই আমাদের শেষ নহে, পরকাল আছে, জন্মের পর জন্ম আছে ইত্যাদি এবং মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা ইহাতে বর্ণিত আছে।

### ২। ধর্ম-জীবন ও ভক্তি।

শ্রীবৃক্ত শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি-এল্ বারা শ্রীমতি এনিবেদেণ্টের Devotion and Spiritual Life এর অমুবাদিত।

## ৩। সদ্গুরুও শিষ্য।

কি প্রকারে জীবন গঠন করিলে সদ্গুরু লাভ হয় এবং গুরুতত্ত্বরহন্ত কি,কেহ যদি বুঝিতে চান, জাহার এই পুরুক বিশেষ প্রয়োজনীয়।

### ৪। প্রকৃত দীকা।

বাস্তবিক দীকা কি ? এই মহান্ তত্ত্ব অনেকেই জানে না, দীকা ভিন্ন মানবের চৈতভোৱ প্রসার হয় না, এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে কথিত আছে।

### ৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

যদি 'কোন পথে গেলে আমার আমি মিলে'' বুঝিতে চান, যদি কর মৃত্যুমর সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্ত পথ খুঁজিবার পিপাসা হয়, বদি পরমার্থ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই কুল্ত পুত্তক পাঠ করিলে কতকটা সাহায্য পাইতে পারেন।

## A Romance in real Life!

The glory of Bengal!!

That Bengalee Hero—

Lieut. Suresh Ch. Biswas—

His life and adventures.

A most interesting Book.—Every page bristling with thrilling incidents—incidents in the Military Career of a Bengalee —A Bengalee who commanded a Foreign Army and commanded it to the admiration of the whole world.

Lieut. Biswas has removed the cloud of stigma that obscured Bengalee National Life and has amply demonstrated what a Bengali can achieve when given an opportunity. Bengal has learnt to worship National characters and among the worthies, the life of Lieut. Biswas is unique.

Every Bengalee—nay every Indian, who loves his country, should read this Book.

Order at once, as only a limited number of copies are available, cloth bound, gilt lettered, with Photos. Price Rs. 2/- but reduced till December to Re. 1-4 and Postal charges 2 annas Extra.

P. C. DASS,

3, Bhola Nath Coondu's Lane,
P.O. Hatkhola, Calcutta.

দত্ত, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোৎ লোটাস্ লাইত্রেরী। ৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# অলৌকিক রহস্য।

७५ मः नहा । ]

প্রথম ভাগ

.[ আখিন, ১৩১৬।

## একখানি পত্র।

#### अरबन वानीवाव्-

মহাশর ! আপনাদের প্রকাশিত "আলোকিক রহন্ত" একথানি পাঠ করিয়া জানি লাম, আপনারা বালালার নৃতন ধরণের একথানি পলিকা প্রচার করিতেছেন । ইহা বালালির বিশেষ আদরের সাম্থা হইবে, সন্দেহ নাই।

আছ ২৫ বৎসর অতীত হইল, ঝামার জীবনের উপরে একটা অন্তুত শক্তির পরিচালনে, আমার আত্মীরগণের মধ্যে ভৌতিক ঘটনার বিধান স্থাপিত হওঁরার বিবরে বে অলৌকিক ঘটনা ঘটরাছিল, অন্য সেই রহস্তবার উল্লাটনের অবসর পাইরা, সাধারণের নিকট একটা অত্যান্ত সত্য ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম। আশা করি, আপনারা 'অলৌকিক রহতে" আমার জীবনের এ রহস্ত প্রকাশ করিরা, আমাকে অনুসৃহীত করিবেন। ইতি

বিনীত

्रकरूक | | इस ट्रिकाइ শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত।
( বঙ্গীর সাহিত্য পরিবদের অস্ততম কর্মচারী)
হা: সা: ৩০নং নিমতলা ঘাট ট্রাট, কলিকাতা।

# ত্বপনেয় মূর্ত্তি।

---:\*:----

এক্ষণে আমার বয়:ক্রম ৩০ বংসর। আমার যথন পাঁচবংসর
বয়স, তথন নিম্নলিথিত ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। শৈশবের শত শত ঘটনা,
বাহার কোনওটী সম্পূর্ণ অরণ করিবার ক্রমতা আমার নাই এবং এ
ক্রমতা থাকা সম্ভবপর না হইলেও, এই বহু পুরাতন শৈশব জীবনের
শঙ্কট-কাহিনীর কথা আমার স্মৃতিপটে এখনও বেশ জাগরক আছে।
আমার এই স্মৃতিশক্তি সেই ছজ্জের রহস্তকে কিঞিৎ উজ্জ্বণ করিবে,
সল্পেছ নাই।

জামালপুর ই, আই, রেলওয়ের একটা প্রধান কেন্দ্র। এথানে উক্ত রেলওয়ের লোকো আপীস স্থাপিত। এথানকার Work Shop উক্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল হইবে। ইহা ভারতের সর্ব্বপ্রধান Work Shop। পূর্ব্বে অভিট্ এবং ট্রাফিক আপীস জামাল-পুরে ছিল। আমার পিতা ট্রাফিক আপীসে কর্ম্ম করিতেন। সেই সময়ে জামালপুর বাজারের একটা উত্তম অট্রালিকা আমাদের বাস-স্থান নির্দিষ্ট হইরাছিল। বাড়ীখানি আমার পিতাঠাকুর মহাশরের অত্যন্ত মনোনীত হওয়ায় অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সেই বাড়ীতেই আমাদের লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সংসারে তখন কেবল আমরা তুই ভাই এবং মাতা ঠাকুরাণী।

় এই বাড়ীতে প্রবেশাবধিই আমাদের জর আরম্ভ হইল। দাদা ও মাতাঠাকুরাণী অপেকা আমার জর কিছু অধিক মাতার হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে পার্যের ঘরে স্ত্রীলোকের অতি করুণ-ক্রন্দন শ্রুত হইত। মাতা ইহার কারণ জিজ্ঞানা করিলে, উহা বিড়ালের ডাক বলিরা পিতা হাস্ত করিতেন। আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর একটী কেরাসিনের **हिन हिन । मार्था मार्था एक राग छाहा वालाहेछ । माछा हेहांत्र कात्रण** অমুদদান করিলে, পিতা বিভালের পায়ের শব্দ বলিয়া উভাইয়া দিতেন। এরপ ঘটনা নিভ্য ঘটলেও আমার পূকাপাদ পিভাঠাকুর মহাশন্ত্র ইহার জন্ম কিছুমাত্র চিস্তিত ছিলেন না।

এইরূপে ছই মাস কাটিল। একদিন রাত্রি ৯॥• টার সময় আমি প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, পিডা বলিলেন "এত রাত্রে আর বাহিরে যাইতে হইবে না. এই দরজার উপর প্রস্রাব কর।'' পিতার কথামত আমি দরজার নিকট যাইবামাত্র দেখিলাম, একটা ৪০।৪৫ বর্ষ বয়স্ক স্থানর প্রোচ্পুরুষ দরজার সম্মুথে দণ্ডায়মান। তাঁহার ালায় উপবীত, আজারুলম্বিত বাহু, অতি স্থন্দর অতি স্থপুরুষ। আমি এই অপূর্ব মূর্ত্তি দর্শনে চীৎকার করিয়া বলিলাম----- "বাবা! দরজ্ঞার পৈতে গলায় কে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।" স্থামার চীংকারের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা আমার নিকট আসিলেন এবং অ**নিলমে** একটী ঝাঁটা লইয়া দরজার উপর হুই চারিবার সলোরে আঘাত করিলেন। তাহার পর জিজাসা করিলেন—"আর কিছু দেখা যাচে ?" আমি কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলাম "না।" কারণ দে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেও, ভর তথনও আমার পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তাহার পরে প্রস্রাব করিয়া, যেমন শগনের জন্ম থাটের নিকট অগ্রসর হইয়াছি, অমনি দেখি, আমার শ্যা স্থানের মন্তক রাখিবার নিকট দেই মূর্ত্তি দণ্ডারমান। আমি আবার চীৎকার করিয়া পিতাকে ইহা বিবৃত করিলাম, তিনিও পুনরায় ঝাঁটা প্রহারে সেই অপুর্ব ত্রাহ্মণ-মূর্ভিটীকে সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধা করাইলেন। আমিও নিরাপদ ভাবিয়া নিশ্চিম মনে পিতার কোলের মধ্যে শর্ম করিলাম।

এ অবস্থার অতি অলকণেই অতিবাহিত হইরাছিল। কারণ সেই সূর্ত্তি অতি অলকণের মধ্যেই আমার পারের নিকট খাটের ধারে দাঁড়াইয়া, ছই হস্ত প্রসারণে আমাকে তাহার কোলে যাইবার জন্ম দৃঢ় ভাবে আহ্বান করিতে লাগিল। এখন মৃর্ভিটী পূর্ব্বের ভার প্রশান্ত নহে, ষ্মতি উগ্র, ষ্মতি বিকটমূর্তি, দেখিয়াই আমি মুর্চ্ছিত হইরা পড়িলাম। আর তথন আমার রক্ষা করা পিতার ক্ষমতার অতীত হইরা উঠিশ। তথন নিৰূপায় হইয়া পিতা প্ৰতিবেশিগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমার চীংকারে এবং পিতার আহ্বানে, দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তরাধ্যে একজন মাসিরাই পিতার কোল হইতে অতি ক্রত-ভাবে শামাকে তাঁহার আপন কোলে উঠাইয়া লইলেন। সেই লোকের কোলে উঠিবামাত আমার মৃচ্ছাপনোদন হইল। তথন আর সে মৃতি দেখিতে পাইলাম না. স্কুতরাং শান্ত হুইলাম।

বিনি আমাকে কোলে করিলেন, তিনি পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"ঘদি ছেলে বাঁচাইতে এবং নিজেরা বাঁচিতে চাহেন, তবে মবিলমে এ স্থান ত্যাগ করুন, নচেৎ অন্ত রাত্রে কাহারও রকা নাই।" পিতাও তথন অভান্ত ভীত, স্বতরাং প্রস্তাবমাত্রেই তিনি দমত হইলেন: এবং যত লোক আদিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেককে সঙ্গে যাইতে অমুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের সঙ্গে প্রত্যুপকারের চিক্লম্বরূপ প্রত্যেককেই পিতা টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। সকলেই সেই বিপদে তাঁহার দক্ষে যাইতে প্রস্তুত হইল। আমার মাতুলালয় নিকটেই ছিল। মাতামহ রেল আপীদেই কর্ম করিতেন। প্রতরাং आमता माजुनानरबंहे अमन कतिनाम। विनि आमारक त्कारन नहेश-ছিলেন, ভিনিই আমাকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলে পিতা সকলকে টাকা দিতে গেলেন, কিন্তু কেইছ

লইয়াছিলেন, তিনি যাইবার সময় বলিয়া পেলেন—''মঞ্জ রজনী কোনও ক্সপে কাটাইয়া দাও। আগামী কল্য প্রাতে আদিয়া আমি ব্যবস্থা করির।" বলা বাছণা, দে রাত্রি ভরে, ত্তাশে অতি ভাষণভাবেই কাটিয়াছিল।

পরদিন প্রাত্তে—আমাদের প্রতিবাদী দেই বিহার-বাদী বান্ধণ— একটী ঘটে জল লইয়া তাহা মন্ত্রপুত করত: আমার অঙ্গে প্রদান कत्रिलन, এবং এकটी माइनी मिम्रा विनातन -"रिव मिन अ मृर्डि উহাকে ত্যাগ করিবে, এই মাছলীও সেই দিন হারাইয়া ষাইবে। এই মাতুলি কোন ক্রমে পরিত্যাগ করিবে না; কেহ ফেলিতে বলিলেও তাহা গুনিবে না।'' আমার ১২ বংগর বয়দের সময় সেই মাগুলী হারাইরা গিয়াছে। সাত ২ৎসর কাল<sup>্</sup> অবিশাস্তভাবে শরনে অপনে দে মূর্ত্তি আমার পাছে পাছে বুরিয়াছে। আমি এই দাত বংসর কাল নিশ্চিন্তভাবে থাইতে বা বুমাইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে হাত ছানি দিয়া ডাকিয়াছে, মাহলী ফেলিয়া দিতে উপদেশ দিয়াছে। আমি দময়ে দময়ে তরায় হইয়া যাইতাম, পূর্বস্থতি লোপ হইত। এই কয় বংসর আমার আত্মীয় বঞ্জন অনবরত আমার পাছে পাছে সতর্ক প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। নচেৎ হয়ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনও এক দিন তল্ময়ভাবে সেই মৃত্তির উপদেশে মাছলী ফেলিয়া দিতাম। যাহা হউক মাছলী হারাইবার পরে, আর সে দৃশ্র আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই।

উক্ত মূর্ত্তি দর্বদাই আমার চকুর দলুথে থাকিত। তবে উর্জুদিকে পেথ। যাইত এবং কি জানি, কোনু শক্তিবলে জানি না, আমার দৃষ্টি দর্মদাই উপরের দিকে থাকিত, নামাইবার ক্ষমতা হইত না। কিন্তু

খোলা মাঠে যথন অপর বালকদের সহিত খেলা করিতাম, তথন সে মৃত্তি সেই কণের জন্ম অপস্ত হইত। এই মৃত্তি ছায়ামূর্ত্তি নহে, এখন ও আমার মনে হয় যে, সে মূর্ত্তি বাস্তব, ইতস্ততঃ দৃষ্ঠপদার্থ-নিচয়ের স্থায় বাস্তব। ভবে মূর্ত্তি অতি গম্ভীর এবং তাহাতে রাগদ্বেষের কোন ভাব নাই। শ্যাপার্শে বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া অবধি আমার ভয় মনে বন্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেই ভয়ের জন্তই এখনকার এই শাস্ত গন্তীর মূর্তি দেখিরাও উদ্বিল হইতাম। মাত্লী হারাইয়া ধাইবার পরে সে মুর্তি प्यात प्रिथ नार्टे वर्षे ध्वर एक मुष्टि प्यात हिल ना वर्षे, किन्छ मरनत "ছম ছম" ভাব কিছুদিন পর্যাস্ত ছিল। তবে কোন প্রকার ভয় পাই নাই বা শরীর অস্তেত্ত হয় নাই।

श्रीविद्यानिकाती अक्षा

## মতিরেই।

( )

রামলাল দাদা একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। বাকুড়া জেলায় কোনও স্থানে ডাকারি করিয়া বেশ দশ টাকা রোজগার করেন। ডাকারি ভিন্ন অব্যান্ত বিভাতেও তিনি বেশ পারদর্শী। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ও একজন প্রসিদ্ধ কবি। স্বদেশে ও কর্মস্থানে তাঁহার বেশ ষশ, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। অনেক দিনের পর তিনি বাটী আসিয়াছেন। যথন তিনি বাটীতে আসি-তেন গ্রামস্থ ক্লোটবড় সকলের বাটী গিয়া সাক্ষাৎ করিতেন এবং কুশলাদি ভিজ্ঞাসা করিতেন। এবারেও সেইরূপ করিলেন। দিবাভাগে সামরা বাটী থাকি না, দেই জন্ম সন্ধার পর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

গ্রীম্মকাল পূজার দালানের রকে একথানি মাছর বিছাইয়া ওক্ল দ্বাদশীর ভত্র জ্যোৎসায় নির্মাণ দক্ষিণা বায়ু দেবন করিতে করিতে আমরা ৭৮ জন বদিয়া গল্প করিতেছি। রামলাল দাদা বড় স্থলর গল্প করিতে পারেন ও নানা বিষয়ের সমাচার রাথেন। অনেক দিনের পর আত্মীয় স্বন্ধনকে পাইয়া, মনের আনন্দে গল করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বৈটকথানার ঘড়িতে ১১টা বাজিয়া গেল। আমি বলিলাম দাদা রবিত্র অনেক হইরাছে. এস এইখানে কর ভাই একতে সাহার করি. তারপর বাটী যাইও। দাদা বলিল, "না ভাই অনেক দিনের পর বাটী আসিরাছি আজ বাটীতে না খাইলে মা রাগ করিবেন। কাল তখন এই খানে খাইব। এস প্রিয়নাথ আমাকে একটু দাঁড়াও ভাই; আজ স্মামি বাড়ী যাই।" তাঁছাদের বাটা আমাদের বাটী হইতে ২।০ মিনিটের রাস্তা। পরিফার জ্যোৎসা; তবুও রামলাল দাদা দৃঁড়াইবার জ্ঞ অমুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "বাাপার কি দাদা। তোমার এত ভয় কভদিন হইয়াছে? চিরকাল তুমি রাত্রি ছই প্রহর একটার সময় একাকী গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অভ প্রান্তে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে; কখনও ভূত প্রেত মানিতে না ভূতের গল কেহ করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে। ভোমার এত কিদের ভর হইল ? কি ভৃত্তের নাকি ?" দেখানে আর আর বাঁহারা ছিলেন, उँ। हात्रा मकलाहे हानिया उठिलान । त्रांभनान नामा वित्रकान त्रहा थिय, मकरलाई मान कत्रिलान जिनि त्रश्य कत्रिज्जह्म। जिनि विनालन, "রহস্ত নয় বাস্তবিক আমি ভূত স্বচকে দেখিয়াছি। একবার নয়, ছই তিন বার দেখিয়াছি এবং ভূতের কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, ভূত না মানিয়া कि कति ? तमहे व्यवधि व्यामि এकाको त्वाथा । याहेत्व माहम कति ना ।" আমরাসকলে বলিলাম ূঁকি রকম ? গলটি আমাদের বল।" "ভবে বলি শুন বলিয়া তিনি পুনরায় বসিংলন; পরে বলিতে লাগিলেন;-

অনেক দিনের কথা নয় গত মাঘমাদে একদিন প্রাত:কালে উঠিরা মুখ ধুইভেছি, এমন সময়ে একটি ভল্লোক বেগে অখাবোহণে আমার বাটীর সমুথে আসিয়া, আমার ভূতাকে জিজাসা করিলেন "ডাজার বাবু বাটীতে আছেন ?'' ভূত্য বলিল "হাঁ৷ আছেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?" তিনি কোনও উত্তর না দিয়া অখটি বাগানের বেডাতে বাঁশিয়া বৈটকথানার প্রবেশ করিলেন পরে বলিলেন "ডাক্রার বাবুকে এক্ষার ডাকিয়া দাও।'' ভূতা আসিবার অগ্রেই আগি তথায় গেলাম। ভদ্রণোকটি আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মহাশয় আমি—গ্রামের জমিশার মহাশরের বাটী হইতে আসিতেছি। তাঁহার জার্চপুত্রের আজ তুই সপ্তাহ হইগ জুর হইগ্নছে ; জুরের অত্যন্ত তেজ ১০৫৷১০৬ ডিগ্রি অবধি উঠে, ১০৪ ডিগ্রির নীচে নামে না। বুকে দদিও আছে কল্য হইতে ভুল বকিতেছেন। এতদিন গ্রামস্থ নেউভ ডাক্তার দেখিতেছিলেন, কোনও উপকার হয় নাই এবং পীড়া ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়াছে। সেই জন্ম আপনাকে नहेबा याहेवात अन्न जामारक পार्शहरणन। जाभनि याहा हाहिरवन, वाबु তাহাই দিতে প্রস্তুত আছেন।"

যে গ্রামে আমি থাকি দেখান হইতে জমিলারের বাটী প্রায় ৩٠ মাইল দরে। রোগীর যেরপ অবস্থা শুনিলাম, তাহাতে একবার সেথানে ষাইলে ৮:১০ দিনের ভিতর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। গ্রামে আমার হাতে অনেক গুলি রোগী; তাহাদের ফেলিয়া কিরপেই বা যাই। এই স্কল বিষয় চিন্তা করিয়া ব'ললাম "তাইত কেমন করিয়া যাই ? এখানে আমার হাতে অনেকগুলি রোগী তাহাদের উপায় কি হইবে ?"

আগৰক। "যাহা হন্ন একটা উপায় করুন; তাহাদের পীড়া তেমন কঠিন নন্ন, অনায়াদে অন্ত উপায় করিতে পারিবেন। আমাদের বড় বিপদ। আপনি না যাইলে রোগীর রক্ষা পাইবার কোনও উপায় নাই।"

লোকটির কাকৃতি মিনতি দেখিয়া, আর কতক অর্থলোভেও বটে যাইতে সম্মত হইলাম; বন্দোবন্ত হইল যতদিন থাকিব প্রত্যহ ১০০ টাকা করিয়া দিবে, থাই ধরচ দিবে, ও যাইবার আদিবার পালী ভাড়া দিবে। এইরূপ বন্দোবন্ত হইলে যোগেলকে (রামলাল দাদার কনিষ্ঠ যোগেনও কম্পাউগুরি পাশ করিয়া ডাক্তারি করে) হাতের সমস্ত রোগীর অবস্থাও কাহার কিরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে ব্যাইয়া দিয়া তাড়াভাড়ি আহার করিয়া, বেলা ১০টার সময় শিবিকারোহণে জ্ঞমিদার ভবনে যাত্রা করিলাম, সঙ্গে একটি ভ্তাও চলিগ। সন্ধার কিঞ্চিৎ পূর্বে তথায় পৌছিলাম।

জমিদার মহাশরের সহিত জামার পূর্ব হইতেই পরিচর ছিল। জামি পৌছিবামাত্র স্বয়ং আদিয়া আমার অভার্থনা করিলেন এবং সরোদনে আপন বিপদের কথা জানাইতে লাগিলেন। ক্রমে আমার হুই হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "ডাক্তার বাবু আমার বিমলকে বাঁচাইয়া লক্ষ টাকা আমার নিকট হইতে লইয়া যান, আর আমাকে জন্মের মত কিনিয়া রাখুন।" বিপদের সময় এরপ লোভ অনেকেই চিকিৎসককে দেখান কিন্তু আরাম হুটলে সমস্ত বিশ্বরণ হন।

আমি। মহাশর আমাকে টাকা দিয়া আনিয়াছেন। আমি যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব তাহা বলা বাছলা। বাঁচা না বাঁচা ঈখরের হাত। মন্ত্রের যাহা সাধ্য তা করিব।

জমি। ছই বৎসর হইল বিমলের গর্ভধারিণী আমাকে ফাঁকি দিরা চলিয়া গিয়াছে, বিমলকে লইয়া কোনও রকমে তাথার শোক কতক বিশারণ হইয়াছি। বিমল ছাড়িয়া গেলে, আমি একদিন বাঁচিব না। ( শুনিলাম বিমলের মাতার মৃত্যুর এক বংগর পরেই বাবু পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন, স্বতরাং বিমলের মাতার শোক যে তাঁহাকে বড়ই অন্তির করিয়াছে তাহার সন্দেহ কি ?) তথন আর অধিক কথা ইইল না ; আমি রোগী দেখিতে গেলাম। ছেলেটিকে একটি বাগান বাটীতে রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, বাবুর ভজাদন ব:টীতে বড় গোলমাল ও লোকজনের ভিড় ব্লিয়া বাগান বাটীতে আনা হইয়াছে৷ বাটীট একতলা হইলেও বেশ শুষ্ক ও অনেক গুলি দরজা জানলো থাকাতে বেশ বায়ু চলাচল হয়। এখানে বাবর মাতা, ভগ্নি, চুইটা পরিচারিকা একটি পাচিকা আর করেকটি ভতা বাতীত আর কেহই থাকে না।

বাটীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, ছেলেট একটি মুপ্রশস্ত কংক্ষ পরিষ্ঠার শ্যার উপর শ্রন করিয়া আছে: নিকটে বাবুর মাতা ও ভগ্নি বসিয়া আছেন, কিঞ্চিৎ দূরে একটি তেপাইয়ের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি বহিয়াছে ও একটি বাতিদানে ছুইটি বাতি জ্বলিতেছে। ঘরে ধূনা গুর্গুলের দৌগদ্ধের অভাব নাই, কিন্তু দরজা জানালা সমস্ত হিম নিবারণের জ্বন্স বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি যাইয়া প্রথমে উত্তর দক্ষিণের ছুইটী জানালা ও দরজা থোলাইয়া দিলাম। ঘর একটু ঠাণ্ডা হুইল। পরে ডাক্তার বাবুর নিক্ট প্রথম হুইছে রোগের সমস্ত বিবরণ ও ভিনি কি বাৰম্বা করিয়াছেন ভাষা শুনিলাম। পরে উত্তমরূপে রোগীকে পরীকা করিলাম, দেখিলাম পীড়া অত্যন্ত কঠিন, তবে এখনও বাঁচিবার আশা আছে। ছই একটি নূতন বাবস্থা করিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে একটি ফুলর ঘরে আমার থাকিবার স্থান হইরাছে। ঘরের ভিতর একথানি পালক্ষের উপর পরিষ্কার বিছানা, একটি বনাত মোড়া

টেবিল, করেকথানি চৌকি, একথানি শোকা ও একথানি আরাম চৌকি। টেবিলের উপর করেকথানি পুস্তক ও থবরের কাগজ ও একটি স্থলর কেরোসিন ল্যাম্প। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, রাত্তি নয়টার সময় আহার করিয়া শন্তন করিলাম। জমিদার মহাশন্তকে বলিলাম, রোগীর অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন দেখিলে আমাকে ডাকিবেন।

বলা বাছলা যে. শয়নমাত্রই নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি আন্দার ১টার সময় জমিদার মহাশয় আমাকে উঠাইয়া বলিলেন "একবার আহ্বন বড় ছট্ফট্ করিভেছে।" গিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বমতই আছে কোনও পরি-বর্তুন হয় নাই। সেইরূপ বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম: ভিতর ২ইতে বাহিরে মাসিতে হইলে, একটি অপ্রশস্ত বারাণ্ডা দিয়া আসিতে হয়। ষেই বারাণ্ডার পৌছিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম একটি স্থন্দরী সধবা স্ত্রীলোক বাহির হইতে ভিতরে যাইতেছে। বারিগ্রার উজ্জ্বল কেরোসিনের আলোতে দেখিলাম স্ত্রীলোকটির ছই হাতে স্থবর্ণবলয় গলায় হার ও নাকে নত। আমাকে দেখিয়া হটাৎ অবগুঠন টানিয়া এক পাশে দাঁভীইল। আমি চলিয়া আসিলে বাটীর ভিতরে গেল, আমি বাহিরে আসিয়া বারাণ্ডায় একথানি চৌকীতে বসিলাম: ভত্য তামাক দিয়া গেল তামাক খাইতেছি ও রোগীর বিষয় চিস্তা করিতেছি, এমন সময় স্ত্রীলোকটি পুনরায় বাহিরে আসিল। জ্যোৎসালোকে স্পষ্ট দেখিলাম আমার দিকে চাহিয়া পূর্ব্বমত অবপ্রপ্তন টানিয়া, ক্রতগতিতে বাগানের গশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। তথন আমার মনে সন্দেহ হইল কে এ স্ত্রীলোকটি? আমি সন্ধা হইতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি বাগানবাটিতে সধবা স্ত্রীলোক কেহই नार्ट : आत यनिर्दे थारकन किया (कानल अिल्टिननी यनि वानकिरिक দেখিতে আসিয়া থাকেন ভবে এত রাত্রে একাকিনী এমন করিয়া কেন याहेर्दन ? जुल मानि ना। मरन मरन मर्त्त्व इहेन रकान । कुरुविज्ञा

ন্ত্রীলোক ভূতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু ভাহা হটলে অন্দরমহলে যাইবে কেন ? এইরূপ নানার চম চিন্তা মনে স্থাসিতে লাগিল। ঠিক কোনও মীমাংসা হইল না। তথন আর দে বিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া আত্তে আত্তে শর্ম করিলাম। কিছু পরে নিদ্রিত হইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া বালকটিকে একবার দেখিয়া আদিলাম পূর্ব্বমতই আছে। পরে চা পান করিতে বদিলাম, বাবু ও নেউভ ডাক্তারও আদিয়া বোগ দিলেন। নানা রকমের কথা-বার্তা কহিতে কহিতে আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিণাম "কণ্য রাজে বাহির হইতে কোনও সধবা স্ত্রীলোক আপনাদের বাটীতে আসিয়া-ছিলেন কি ?"

বাবু। কৈ না ! কত রাত্রে ? গ্রিলোকটের আকৃতি কিরূপ ?

আমি। রাত্রে যথন আমি বিমলকে দেখিতে ঘাই। রাত্রি আনদার একটা হইবে। স্ত্রীলোকটির চেহারা যতদূর আমি দেখিতে পাইন্নাছি তাহাতে বোধ হইণ উজ্জ্ব পৌরবর্ণ, আকর্ণাবস্তুত চক্ষু, নাসিকা মানানসই ও তাখাতে একটি নত আছে। বন্ধদ আন্দান্ধ ৩০।৩৫ হইবে।

বাৰু। কৈ এমন কোনও স্ত্রীলোক ত কাল রাত্তে আদে নাই---বলিয়া যেন কিছু বিমর্য হইলেন। সে বিষয়ে আর কোনও কথা-বার্ত্তা তথন হইল না। দিন ক।টিল রাত্রিবেলা শর্ম করিবার পূর্ব্বে ষড়িতে এলাংম্ দিয়া রাত্তি একটার সময় যাহাতে নিদ্রা ভাঙ্গে তাহার বলোবস্ত করিলাম। যথাসমধ্যে নিদ্র:ভক্ষ হইলে বারাণ্ডার চৌকীতে পূর্বাদনের মত বিদ্যাম। আন্দাল ৫ মিনিট মাত্র বসিরাছি, স্ত্রালোকটি আসিতে আরম্ভ করিল। আমি ঘরের ভিতর গেলাম, সে বাটিতে প্রবেশ করিলে ভফাত হইতে মদৃশ্র ভাবে ভাহার পশ্চাদগামী হইলাম। দেখিলাম

অন্দর মহলে গিয়া দে বরাবর বিমলের ঘরে প্রবেশ ক্রিল, আমিও বারভার চৌকিতে গিয়া বদিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আদিল এবং পূর্ব্বমত ক্রতগতি বাগানের পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। সেই সময় আমি ভিতরে ধবর পাঠাইলাম যে, বিমলকে একবার দেখিতে যাইব। একজন পরিচারিকা আসিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। যাইতে যাইতে পরিচারিকাকে জিজাসা করিলাম। বিমল এখন কেমন আছে ?

পরি। সেই রকমই আছে, তবে এক একবার একটু একটু ঘাম হইতেছে বোধ হয়।

আমি। তুমি কখন হইতে বিমলের কাছে আছ ?

পরি। ১১ টার পর হইতে।

আমি। কে কে এগারটাব পর হইতে আছে ?

পরি। আমি আর পিসিমা (অর্থাং বাবুর বিধবা ভগ্নি) বাবুও মধ্যে মধ্যে এক এক বার দেখিরা ঘাইতেছেন।

আমি। আর কেহ আসে নাই १

পরি। না।

আমি দেখিয়া আদিলাম পূর্ব মতই আছে,—তারপর তিন দিন কাটিল। প্রত্যহই স্ত্রীলোকটি ঠিক রাত্রি একটার সময় আসে এবং অর্দ্ধবন্টা আন্দাজ থাকিয়া চলিয়া বায়। চতুর্থ দিবস বেলা তিনটা হইতে বিমলের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, খাম হইতেছে. নাড়ির গতিও খারাপ হইয়াছে। সেদিন রাত্রে বাটীর কেইই নিদ্রা যায় নাই, প্রতি ৰণ্টার আমি বিমলকে দেখিতে ঘাইতেছি, অবস্থা ক্রমে ধারাপ হইতেছে। রাত্রি একটার সময় পূর্ব্ব কথিত অপ্রশস্ত বার্ণ্ডায় জমিদার মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন; আমি তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম ভিনি কম্পিত কলেবরে নেওয়ালে ঠেদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন. আমি তাঁহার হাত ধরিরা আত্তে আত্তে বাহিরে আনিলাম ও বারাণ্ডার বসাইরা মুখে হাতে জল দিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলাম, পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি ? কেন ওরপ ভীত হইলেন।

বাব। যাহা দেখিলাম ও গুনিলাম তাহাতে বিমলের আর কোন আশা নাই: আমার সর্কনাশ হইল।

আমি। আপনি জ্ঞানী লোক হইয়া, কেন ওরপ অজ্ঞানের মত कथा कहिए उहन। कि (मथिशा इन वन्न।

বাব। সেদিন যে স্ত্রীলোকটির কথা আপনি বলিয়াছিলেন সেট আর কেই নয়, বিমলের মাতার ক্লেতমূর্তি। তাহার পর হুই দিন আমি সেই মূর্ত্তি দুর হইতে দেখিয়াছি। আজ সেই মূর্ত্তি আমার ঠিক সন্মুখে দীড়াইয়া বলিল "মৃত্যুরপূর্বে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আর বিবাহ করিবে না ; কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ভূমি বিবাহ করিলে। বিমলের প্রতি ভোমার আর পূর্বমত মেহ যত্ন নাই, ভোমার নৃতন স্ত্রী ও তাহার পুত্রই এখন তোমার দর্মস্থ। আমি আমার পুত্রকে নইয়া যাই, ভূমি ভোমার স্ত্রী পুত্র লইয়া থাক। এই পর্যান্ত বলিয়া তিনি উচ্চৈ: স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনেক কণ্টে তাঁহাকে সান্ত্রনা করিলাম। মুথে বলিলাম বটে "ও কিছুই নয়" কিন্তু মনে মনে সমস্তই বুঝিতে পারিলাম, ভরও হইল। বিমলকে একবার দেখিরা আসিলাম, পূর্ব্বমতই আছে। দেখিলাম ঔষধে ফল হইরাছে; আপাততঃ কোন ভয় নাই। বাবুকে বুঝাইয়া শয়ন করাইলাম।

পরে বাহিরে আদিলাম। একাকী শয়ন করিতে পারিলাম না: ভুতাকে কাছে শর্ম করিতে বলিলাম। শর্ম করিয়া ঐ সমস্ত চিস্তা ক্রিতেছি, বরে টেবিলের উপর আলো জলিতেছে, এমন সময় মদারির একদিকের বাড় আন্তে আন্তে উঠিতে আরম্ভ করিল, চাহিয়া দেখি, দেই
জীলোকটি মুখ বাড়াইয়া বলিতেছে—"তুমি আর এখানে কেন? এখনও
কি বিমলকে বাঁচাইবার আশা আছে। আছো দেখ" আমি ত কম্পানা!
ভ্তা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "ও কে বাবু নিশ্চয়ই ভূত, চলুন বাড়ি
যাই, ছেলে যতবাঁচিবে তা বুঝিতে পারিয়াছি।" আমি "কিছু না" বলিয়া
তাহাকে তামাক সাজিতে বলিলাম। তামাক খাইয়া শয়ন করিলাম।

পর দিন কোন ক্রমে কাটিল কিন্তু পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সন্ধার সময় হইতে হাত পা ঠাওা হইতে লাগিল। রাত্রি একটার পর প্রমার সেই স্ত্রীলোক। মশারি ফেলিয়া শয়ন করিয়া আছি, পূর্ব্ব মত বাড় উঠাইতে লাগিল এবং পূর্ব্ব মত বলিল "ভূমি এখনও এখানে রহিয়াছ। বিমলকে বাঁচাইবে, আছো বাঁচাও্" এই পর্যান্ত বলিয়া, যেমন চলিয়া গেল অমনি অন্দর মহল হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তখন রাত্রি প্রায় তুইটা। ভূতাকে বলিলাম আর এখানে থাকিয়া কি হইবে, চল যাই, বেশ জ্যোৎস্না আছে, বেহারাও ঠিক করা আছে কোন কন্ত হইবে না। ভূত্য পলাইতে পারিলে বাঁচে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বেহারা ডাকিতে গেল। সেই অবকাশে বাবুর প্রধান কর্ম্মচারিকে আমি বলিলাম, আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি চলিলাম।

কর্মচারী ছইএকবার আপত্তি করিল, পরে বলিল আচ্ছা, আশুন আপনার যাহা পাওনা আছে, পরে পাঠাইয়া দিব। কিছুনা বলিয়া আত্তে আতে বিদায় হইলাম।

এই ব্যাপারের পর হইতে আমার ভূতে বড় বিশ্বাস হইগাছে।

আমি। আর যে ছই বার দেখিয়াছিলে সে কিরূপ ? রাঃ দাদা।
সে তথন আর এক দিন বলিব আজ রাত্রি হইয়াছে। এস দাঁড়াইবে
আজি বাড়ি ষাই।—

তাঁহাকে সকলে দাঁড়াইয়া আদিলাম। পরে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

আর হুইটি ঘটনা পরে বলিয়াছিলেন ও ভূতের অন্তিত্ব সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন; সে সকল পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্ৰীরাখাল দাস চট্টোপাধাায়

## অদুশ্য সহায়।

আমার পিতৃদেব একজন খাতিনামা পুরুষ ছিলেন। ভারতের সর্বা তাঁহার স্থাম ব্যাপ্ত হইয়।ছিল। তিনি শিক্ষাবিভাগে যে প্রকার উচ্চপদ পাইয়াছিলেন, ভারতের কম লোকেব ভাগ্যেই সেরপ ঘটিয়া খাকে। তিনি ভূত প্রেতাদির অক্তিরে বিখাদ করিতেন না, এবং এই সমুদ্ধের তব নিরুপণ জন্ম যে সকল সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনটাতেই যোগ দান করেন নাই। এমন কি তিনি কোন জাতি বা ধর্মগন্ত বিশেষ :সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন না। আমার পিতৃষ্য মহাশয়ও গ্রন্মেন্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, ও তাহারও আমাধারণ পাণ্ডিত্যে সকলেই মৃগ্ধ হইতেন। কিন্তু তিনি অল্পব্যসেই ক্রেতাগা করেন।

আমার পিতৃব্যের মৃত্যুর আন্দাক ৪।৫ বংসর পরে, ৮পিতাঠাকুরের কঠিন পীড়া হয়। শরীরের অভান্তরে একটা ক্ফোটক হওয়ায়, তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক সাহেব ও অক্সাপ্ত কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করেন। ব্যাধি উৎকট আকার ধারণ করিলে, একদিন স্থির হইল বে, সন্ধার সময় অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রচালনা করা হইবে। ৮পিতা ঠাকুর অস্ত্রচিকিৎসায়, বিশেষতঃ ক্লোরোফর্ম্মের সাহায্যে চিকিৎসায় ভীত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাতে অস্ত্র-চালনা পরদিন প্রাতঃকাল পর্যাস্ত স্থািত রাথা হইল।

আমার বয়দ তথন অল। আমি, আমার কনিষ্ঠ লাতা ও তিন ভগিনী, ৮পিতাঠাকুর যে ঘলে ছিলেন, তাহার পাখ স্থিত ঘরে, শয়ন করিতাম। এই ছই কামরার মধ্যের দরজা রাত্তিকালে খোলা থাকিত। শামার মাতাঠাকুরাণী রাত্তিতে একাকিনী ৮পিতা মহাশরের দেবা-ভগ্রবা করিতেন। পরদিন প্রাতঃকালে অস্ত্রচালনা করা হইবে এই ভাবনার পিতা ও মাতা উভয়েই চিস্তিত ছিলেন।

মাতা ঠাকুরাণী অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া নিজাভিত্ত হইলেন।
রাত্রি আন্দাপ তিনটার দমর তাঁহার নিজা ভঙ্গ হইল। পিতা মহাশয়
তখনও নিজিত ছিলেন। তাঁহার শ্যার পার্শে ছইট জানালা থোলা
ছিল। সেই জানালা দিয়া চল্রের কিরণ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহকে
আলোকিত করিতেছিল। পিতার শয়নকক্ষ এবং আমাদের ঘরে
প্রদীপ অলিতেছিল।

সেই সময়ে মা লক্ষ্য করিলেন যে, শুল্রবসন-গরিছিতা আমুমানিক মন্তমবর্ষীয়া একটি অসামান্ত জ্যোতির্মন্ধী বালিকা পিতা ঠাকুরের পাদদেশ-স্থিত জানালার পার্শ্ব দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নিঃশব্দে পদসঞ্চার করিয়া পিতার শ্ব্যার পার্শ্বে আসিন্না, তাঁহার দেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জননী যে সেথানে ছিলেন বা তাঁহাকে দেখিতে ছিলেন, বালিকা যেন তাহা লক্ষ্য করিলেন না। একমিনিটের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটিয়া গেল। বালিকা, আমরা যে ঘরে নিজিত ছিলাম, সে ঘরের দিকে ভাইতে গেলে, মাতা ঠাকুরাণী প্রদীপ হস্তে তাঁহার পশ্চাবর্ত্তিনী হইলেন, কিন্তু সেথানে বালিকা অদুভা হইলেন। আমার্ম্ব মাতা ঠাকুরাণীর বিশাস

হইল বে, এই বালিকা তাঁহারই পরলোকগতা কন্যা । তিনি জীবিতা থাকিলে, প্রায় অপ্টমবর্ষীয়া হইতেন।

ভয়বিহ্বলা হইয়া মাতা ঠাকুরাণী ৮ পিতা ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিলেন। ৬ পিতা মহাশয় বলিলেন ''স্থির হও. ভন্ন করিবার কিছুই নাই। ভুত কি প্রেত নয়।'' এই কথা বলিয়াই, পিতা ঠাকুর মলত্যাপের জন্ম বাস্ত হইলেন। মলত্যাগ করিয়া তাঁহার এক্লপ কম্প হইতে লাগিল যে, অভিকট্টে তাঁহাকে বিছানায় আনা হইল। এই কম্পে তিনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ প্রত্যুষেই আসিয়া তাঁহাকে স্বস্থ করিবার পর, রাত্রিকালে তিনি বে মলত্যাগ করিয়া-ছিলেন, ভাহা দেখিয়া অবাক হইলেন। দেখা গেল, সেই মল, মল নয়, ভাহা কেবল পূ্য। আভ্যন্তরিক স্ফোটক আপনা আপনিই ফাটিয়া গিয়াছে, অক্ত চালনার আর আবভাক হইল না।

৺পিতা ঠাকুর তথন মাতা ঠাকুরাণীর আশ্চর্য্য ঘটনা দেখার কথা সম্বন্ধে যে অভুত কাহিনী বলিলেন তাহা এই:—

''রাত্রিতে শুইয়া কাল অস্ত্রচালনার কথা ভাবিয়া মনে হইল যে; এযাত্রা: ৰঝি আর রক্ষা নাই। যাতনাম ব্যাকুল হইয়া পরলোকগত ভ্রাতার উদেশে ৰলিতে লাগিলাম, "হয় আমার অন্তথ বিনা অন্তচালনায় সারিয়া যাউক, না হর আমার মৃত্যু হউক।" তাহার পর স্বপ্নে দেখিলাম যে, ভ্রাতা জামাকে বলিতেছেন দাদা আমি তোমার অন্থ ভাল করিয়া দিতে পারি, কিন্তু এরপ শীত করিবে যে, তুমি মারা যাইতে পার'। আমি ৰলিলাম, আমার শরীর যেরপে সবল ও দৃঢ়, তাহাতে স্নামি শীতের ভয় করি না। ভ্রাতা বলিলেন 'আছো, আমি তোমার আরোগ্যের জন্ম খুব (ধীর চিকিৎসক) mild medium পাঠাইয়া দিব। ছোমারই ক্রাকে দিয়া আরোগ্য দান করিব।' ভাহার পর আমার বেন মনে হইল যে. কোমল হতবার! আমার গায়ে কে হাত বুলাইতেছে। ইহারই পর আমার স্ত্রী ভয়ে অভিতৃত হইয়া, আমাকে এই দৃশ্রের কথা বলিলেন। পাছে তিনি ভয়ে মৃদ্র্যা বান, আর আমারও মলত্যাগের ব্যাঘাত ঘটে, সেক্ত আমি উক্ত দৃশ্র কিছুই ভয়ের নয় ও রাত্রি জাগরণ জন্ত মন্তিক্ষের উত্তেজনার ফল এই সব বলিয়। ভাঁহাকে নিরস্ত করিলাম।"

বলা বাহুল্য, সকলেই আশ্চর্যাারিত হইলেন। চিকিৎস্কেরা বলিলেন যে, এরূপ রোগ বিনা অস্ত্রচিকিৎসায় আরোগ্য হওয়া ঐশ্বরিক সাহাষ্য ভিন্ন হর না। ইহার পর ৺পিতা ঠাকুর অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন।

আমি এই ঘটনা ৬ পিড়দেবের মুখে নিজে শুনিয়াছি। মাতা ঠাকুরাণী এখন ও এই ঘটনা ভূলিতে পারেন নাই। তিনি এখনও বলেন, দেই বালিকা তাঁহারই স্বর্গগতা স্থলরী ক্সা।

পুর্বেই বলিয়াছি যে, ৮ পিতৃদেব প্রেতান্মা সম্বন্ধ কিছুই বিশাস করিতেন না। বাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, ভর কাহাকে বলে, তাহার লেশমাত্র তিনি জানিতেন না। তাঁহার সিংহরাশি ও সিংহলগ্র যুক্ত জন্মরাশি ও লগ্ন, তাঁহাকে সিংহের স্থায় বিক্রমশালী করিয়াছিল। তাঁহার প্রায়ু বজ্রের স্থায় সর্বাণা অটুট থাকিত। সর্ব্বোক্ত পদস্থ রাজকর্ম্মচারী হউন, বা ক্ষমতাশালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজাই হউন, কাহারও নিকট তাঁহাকে অবসর হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার গান্তীর্যাগ্রণে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতেন।

শ্রীচাক্লচক্র মুখোপাধ্যাম বাঁকুড়া ১21৮1০৯।

## পুনরাগমন।

### (পূর্ব্ব প্রকাণিতের পর্।)

মা আমার বুঝি মায়াবিনী! নহিলে গোপাল চলিয়া যাইবার পর হইতে আমার ভাগ্য এমন পরিবর্ত্তি ছইবে কেন? গোপালের প্রতি ভাহার যে অগাধ মমতা ছিল, আমি এখন তাহাতে সম্পূর্ণ অধিকারী হইরাছি। শুধুই কি তাই! ছন্ন বংসর গোপাল চলিয়া গিয়াছে। এই ছন্ন বংসরের মধ্যে একদিনের জন্মও তাহার মুখ হইতে গোপালের নাম বহির্গত হন্ন নাই। অস্ততঃ আমি ত এক দিনের জন্মও শুনি নাই।

বুঝি মা পরের ছেলে পরের হাতে সঁপিয়া নিশ্চিম্ভ হইয়াছেন। আমার পিতামহা তাঁহাকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, মা তাহা দেব হার বাক্যজ্ঞানে শিরে ধরিয়া পালন করিয়াছেন। পালন করিয়াই তিনি নিশ্চিম্ভ।
সোপাল বড় হইয়া চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার কাছে মমতার প্রতিদ্ দানের আশা রাথেন নাই। তাই বুঝি মায়ের মুখ একদিনের জনাও মলিন দেখিলাম না! গোপালের স্মরণে এক মুহুর্ত্তের জন্তাও চোথের কোণে অঞ্বিকু দেখিতে পাইলাম না!

মা এখন দিবারাত্রি স্মামাকে শইয়াই ব্যস্ত। কিসে স্থামি স্কুত্ব সম্বন্ধ থাকি, এখন ইহাই তাঁহার একমাত্র চিস্তা। আমি বাড়ীতে থাকিলে, সর্বাদাই আমার পরিচর্যার তত্বাবধান করেন, ইস্কুল হইতে আদিবার সময় পথপানে চাহিয়া থাকেন।

এখন স্বামানের সকল ঝঞ্চাট একরূপ মিটিয়া গিয়াছে। আমার পিতার মুখে রক্ত-উঠা উপার্জনের স্থথ-শ্যা-শায়ী অংশীদার এবং আমারই মাতৃমেহের প্রতিদ্বনী পিতা ও পুত্র উভয়েই আর আমাদিগের স্থথের পথে বাধা দিতে আসিবে না।

গোপাল চলিয়া যাইবার ছই দিন পরেই পিতা রোগমুক্ত হইলেন।
তথাপি যেন মায়ের ভয়ে তিনি নীরোগ হইয়াও কিছুদিন স্থন্থ হইতে
পারিলেন না। পাছে মা কোন দিন গোপালকে ফিরাইয়া আনিবার
আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এক হুই তিন মান অতিবাহিত হুইল: দেখিতে দেখিতে বংসর চলিয়া গেল; মা পিতার কাছে গোপালের নামও মুখে আনিলেন না। পিতা এইবারে যথার্থ আখন্ত হুইলেন। তাঁহার আখাদ-প্রাপ্তির নিদর্শনও আমরা অল্লে অলে দেখিতে পাইলাম। প্রথমে তিনি মাতাকে সঞ্চিত অর্থের কথা জ্ঞাপন করিলেন, পরে একথানি স্থানর অট্টালিকা ক্রয় করিলেন। মায়েক নামেই ক্রয় করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। একমাক্র পুজ্রের দোহাই দিয়া মাতা ভাহা নিজের নামে গ্রহণ করিলেন না। মায়ের বৃদ্ধি ফিরিয়াছে দেখিয়া পিতাও আনন্দিত হুইলেন।

এইরপে ছয় বংসর অতীত হইয়া গেল। আমরা সকলেই এখন গোপালের পুনরাগমনের অসম্ভাবিতায় নিশ্চিম্ব হইয়াছি। এই ছয় বংসরে পিতা আরও এক লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছেন। আমরা এখন পটলডাঙ্গায় একটি প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় বাস করিতেছি।

গোপাল চলিরা যাইবার প্রথম বংদরে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার সর্ব্যোচ্চ স্থান অধিকার করি। ছই বংদর পরে এল. এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই। বৃদ্ধি পাইলেও এবারে কিন্তু দেরপ দন্মানের দহিত উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। আমার নামের উপরে অনেক লোকের নাম উঠিয়াছিল। লজ্জার আমি সাধারণ বিভাগ ছাড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে আরম্ভ করি। তথন এখনকার মত শিবপুরে বাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে হইত না;

এবং এতদিন ধরিয়াও পড়িতে হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজেই ক্লান ছিল। স্থতরাং কলেন্দের একঘর ছাড়িয়া অনাঘরে প্রবেশ করিলাম। তিন বৎসর পরে আবার সম্মানের সহিত পরীকার উত্তীর্ণ হইলাম, গবর্ণমেণ্ট হইতে চাকরীর প্রতিশ্রুতি পাইলাম। এই বৎসরেই কলিকাভার সন্নিকটে এক জমীলারের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। এই জনাই এই ষ্ঠ বৎসরের কথার উল্লেখ করিতেছি।

এই ছয় বৎসরে কলিকাতা সহরেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সহরের রাস্তার ছই পার্ম্বে যে সকল গভীর নালা ছিল, বে গুলাকে দেখিলে নরকের একটা নুতন মূর্ত্তির করনা করিবার প্রয়োজন হইত না, সে ওলাকে বুজাইয়া ভাহাদের স্থানে জলনিকাশের জন্য বড় বড় পাইপ ৰসিয়াছে, কলের জল হইয়াছে, এবং তেলের আলোর পরিবর্তে রাস্তায় রাস্তায় গ্যাদের আপো হইয়াছে। অনেক রমণীয় উন্তান, গভীর পুন্ধরিণী সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই সকল সাধারণের উপভোগের উন্থান, এই নৃতন আলোকে আলোকিত হইয়া প্রথম প্রথম যে কি অপূর্ব 🗐 ধারণ করিত. বছদিন দেথিয়া অভান্ত তোমরা এথন তাহ। উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

এইরূপ একটা নাগানের সন্মুখে আমাদের বাড়ী। আমি প্রতি-সন্ধার চুই একজন সহচর সঙ্গে এইস্থানে আসিয়া বেড়াইতাম। আমা-ছিগের পুর্বস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দেশের যে সমস্ত বালক পূর্ন্বে আমাদের বাটীতে থাকিত, তাহাদের আঃ কেহই এখন নাই। ভাগদের মধ্যে কেহ চাকরীর জভ্য কেহ বা পাকিবার অস্থানিধার অক্তর চলিয়া গিয়াছে। পিতা যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করি:তন, তথাপি তাহাদের কাছে মুখ্যাতি পাইতেন না। স্থাতি দুরে থাক, সামাগু ক্রটি হইলেও তাহার নিন্দা করিতে ছাড়িত ना। প্রতিবাসিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেন তাহাদের কাছে ধণ করিরাছি, এইভাবে তাহার। দর্মদা আমাদের আভিথেয়তার অপব্যবহার করিছু। বিরক্ত হইয়া পিতা এই অষণা সেবাকার্যা উঠাইয়া দিলেন।

বিশেষতঃ গোপালের দক্ষে সক্ষে আমরা দেই পূর্ব্বনিবাদভূমির দম্ম ত্যাগ করিয়াছি। পাকা সহুরে হইয়াছি। স্থতরাং গ্রামস্থ **লোকের** সমাগম আমাদের আর ভালই লাগিত না। পিতা তংপরিবর্ত্তে অসমর্থ অথচ বুদ্ধিমান্ কতকগুলি ছাত্রের জঁগু মাসে মাসে কিছু নির্দিষ্ট ব্যয় করিতে গাগিলেন। যোগাতার ও দরিদ্রতার স্থপারিশ আনিলে, তাহারা ইস্কুলে পড়িবার বেতন প্রাপ্ত হইত। তাহাতে বাহির হইতেই ঝঞ্চাট মিটিয়া বাইত, বিশেষ হান্সামা পোহাইতে হইত না।

পূর্ব সঙ্গীদিগের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, শুধু খ্রামচাঁদ। সে কখনও আমাদের কাছে সমতার অভিমান রাখিত না। খ্রামটাদ একাধারে থানসামা, সরকার, মোসাহেব। নানামূর্ত্তিতে সে আমাদের সম্ভুষ্ট করি-বার চেষ্টা করিত। নানাপ্রকারে সে পিতার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমিও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতাম। পিতা তাহাকে কলেজের লাই-ব্রেরীতে একটা কাজ করিয়া দিয়াছিলেন এবং গ্রহের কাজ করিবার জন্ম মাদে মাদে ভাষাকে একটা নির্দিষ্ট অর্থ মাহিয়ানার স্বরূপ দান করিতেন। অল, বস্ত্র, অর্লথাবার সমস্তই আমাদের গৃহ হইতে তাহার প্রাপা ছিল। আমি কোণাও ঘাইলে, প্রায়ই শ্রাম আমার সঙ্গে থাকিত। পিতার সে একরপ মন্ত্রী ছিল বলিলে অত্যক্তি হয় না। সময়ে সময়ে পিতা তাহার সঙ্গে এমন অনেক পরামর্শ করিতেন, যাহা আমিও পর্যান্ত জানিতে পারিতাম না। এক কথায় সে পিতাকে ও সেই সঙ্গে আমাকে মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিল। মাঝে মাঝে সেই স্বপ্নের কথাটা মনে পড়িয়া আমাকে কিছু চিব্ৰিত করিত, কিব্ৰ তাহাকে দেখিলেই স্বপ্লের সেই ভীমভাব আমার কাছে মলীক বলিয়া বোধ হইত। শ্রাম হইতে আমার যে কি অনিষ্ঠ হইতে প্লারে, তাহা আমি অনেক দিন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। অথবা যা ঘটে ঘটুক, শ্রামের সঙ্গ আমাদের অপরিভাষ্ঠিরা পড়িয়াছিল।

বাগানে বেড়াইবার সময় শ্রাম প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকিত। এই
নবাগত স্থানে প্রতিবাসী বালকদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না।
পরিচয় রাথিবারও একটা বিশেষ ইচ্ছা'ছিল না। তথনও সহরে আজি
কালিকার মত ইংরাজীশিকার এত প্রচলন হয় নাই। তথন অলিগলিতে
ইস্কুল ছিল না। আমাদের পাড়ার অনেক যুবকের পাঠশালা হইতে
বিশ্বার মীমাংসা হইয়াছিল। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথনে
কথা গুলাকে ইংরাজী কথার মসলা দিয়া গাঁথিতে জানিত না। গুজ
হিত্রানীর সন্ধীণতায় তাহারা আমাদের স্বাধীন ব্যবহারের ছল ধরিতেই
সর্বানা ব্যন্ত থাকিত। স্কুতরাং পটলভাঙ্গায় আসিয়া প্রতিবাসী ব্রকদের
সঙ্গে একটা আলাপ পরিচয় রাখি নাই।

্বে ত্ই চারি জন আমার সহচর ছিল, তাহারাও আমার মত শিক্ষিত।
তাহারা প্রতিবেশী না হইলেও, পাড়ার মনোমত সঙ্গার অভাবে আমার
কাছে আসিত। তাহাদেরই সমভিব্যাহারে লইরা আমি প্রতিসন্ধ্যার
বাগানে ভ্রমণ করিতাম।

একদিন কোনও সঙ্গীছিল না। পূজার অবকাশে অনেকেই কলি-কাতা ত্যাগ করিয়াছে। চিরসঙ্গী শ্যামও দেশে চলিয়া গিয়াছে। কয়-দিন হইতেই সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু উক্তদিবদে অভাবটা বড়ই স্কাসন্থ বোধ হইল।

বাড়ীতেও আমি একাকী। পিতা আমার ভাবী খণ্ডরকর্তৃক অনুক্র হট্যা বায়ু পরিবর্তনের জন্ত, তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত:একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়াছেন। বিশেষ কারণে সে স্থানের নামোলেথ করিলাম না। তথনও আমি ব্ঝিতে পারি নাই যে, তাঁহার কভার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। পিতার সঙ্গে আমিও সেথানে বাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু পিতা বাড়ীতে থাকিবার নানা কারণ দেখাইয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন না। নানা ছশ্চিন্তার লক্ষ্য হইবার জন্তই মেন আমি একাকী বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।

মা আমার বড়ই অরম্ভাষিণী; "মুতরাং বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে ছই চারিটা কথা বার্ত্তায় যে, সময়টা অভিবাহিত করিব, তাহারও উপায় রহিল না। বৃদ্ধ চাকর বেচু ছিল, বাল্যকান্দের্ব্তিশাদালি ও আমানকে সে অনেক গল্ল গুনাইত। দেও এক প্রকার গোপালের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। আসিবার জন্ত পিতা শ্রামকে দিয়া তাহাকে অনেক পত্র দিয়াছিলেন, সে উত্তর পর্যান্ত দেয় নাই।

একটা সহচরের অভাবে শ্বন্ধটা বাাকুল হইয়া পড়িল। সেই ব্যাকুলতায়, ছয় বৎসর পরে, আমার আশৈশব সহচর, আমার মাতৃ-অঙ্কের প্রবল
অংশীদার গোপালের অভাব প্রথম অমুভব করিলাম। অমুভবের সঙ্গে
সঙ্গে সেই শাস্ত হর্কল চির নিরীহ বালক, দেবোপম কান্তি লইয়া জীবিতবৎ
আমার চোথের উপরে ফুটিয়া উঠিল! মানসচকে কি স্থলচকে তাহাকে
দেখিয়াছি, ভাই সব! আজিও পর্যাস্ত আমি তাহা হির করিতে পারি
নাই। স্বপ্ন জাগরণ আজিও পর্যাস্ত সেই প্রহেলিকাময়ীমৃত্তি লইয়া আমার
নিকটে দ্বল্ব করিতেতে।

তরক্ষে তরক্ষে হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ষত্রণা উপস্থিত হইল। কিন্তু একথা মাকেত জানাইতে পারিলাম না! অস্থির হইয়া বাটার বাহির হইলাম। গাড়ী করিয়া কলিকাভার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিলাম, জালার নিবারণ ইইল না। মনকে প্রবোধকথায় শাস্তু করিতে চেষ্টা করিলাম, মন

विश्वन अनास रहेशां डेठिन। मन्तात भूट्यहे शृहर कितिया आनिनाम। অন্তদিন এমনি সময়ে কিঞ্চিৎ জলবোগ করিতাম: আজ আর করিলাম না। বাগানে চলিয়া গেলাম। বহুলোক ভখন বাগানে প্রবেশ করি-রাছে; জনকোলাহলে বাগান পরিপূর্ণ। কিন্তু হার! নরারণ্য আমার চক্ষে বিজন অরণ্য প্রতীত হইল।

বারকভক এদিক ওদিক বুরিয়া আমি একটা বেঞ্চে বসিলাম। কভ লোক ভাহাতে বসিল, উঠিয়া গেল। " আমি যেন অনস্ত অধিকার লইয়া বসিয়াছি।

গোপালের কথা মৃত্র্যু হঃ মনে উঠিতে লাগিল। সত্য কথা বলিতে কি. গোপালের প্রতি প্রকৃত মেহ ড কোন কালেই ছিল না, তাহার উপর এই ছয় বংদরের অদর্শনে ভাহাকে একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছি। ভাহার মুখনী মনে জাগাইতে অনেককণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয়। সেই গোপালের স্থৃতি যে, আমাকে এতটা ব্যাকুল করিবে, তাহা স্বপ্নেও ব্ঝিতে পারি নাই।

চিন্তার প্রহারে অর্জরিত হইয়া একবার প্রাণের সহিত বলিয়া উঠিলাম, "গোপাল আৰু যদি তুমি আমার কাছে থাকিতে, তাহা হইলে সর্বপ্রথম আমার চকে ভোমার মৃল্য হইত।"

''এই যে আছি ভাই।'' ভডিং-প্রেরিতবং উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কে কহিল দেখিবার জন্ম চারিধারে চাহিলাম, দেখিলাম বাগানের সমস্ত লোক চলিয়া গিয়াছে, আলোক নিৰ্বাপিত হইয়াছে।

সেই অন্ধ্রুতারেই গোপালের অন্নেষ্ণে একবার বাগানের চতুদ্দিক ভ্রমণ করিলাম। পঞ্মীর কীণচক্র আমার কার্য্যের বিকলভার একট দশ্বিত মুখভঙ্গি দেখাইবার জন্তই যেন আমাদেরই অট্টালিকার অন্তরালে আঝুগোপন-মুথে ক্ষণকালের জন্ম অপেকা করিতেছিল।

্বজ্জতঃপর অন্ধকারে সে স্থানে ছর্ক্তেরা আশ্রয় গ্রহণ করিতে বুঝিয়া আদি অরে ফিরিয়া আসিলাম।

#### (50)

গৃহে মাতা উৎকণ্ঠার সহিত আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন।
বিলম্ব দেখিয়া আমার সন্ধানে ভৃত্য পাঠাইতে ছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বের্বাটিতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ না পাইলে, বোধ হয় আমার এত বিশম্বে ব্যাকৃশ হইতেন। হয়ত একদিন যেমন গোপালের ভাগো ঘটিয়াছিল, আমাকেও দেইরূপ লোকের জানাজানিতে অপ্রস্তুত হইতে হইত।

মা বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে কি সত্য উত্তর দিতে পারিতাম ? উত্তরের দায় হ্ইতে নিশ্চিস্ত হইয়া, আমি আহার করিতে বসিলাম। আহারে একটা বিশেষ ক্লচি ছিল না। বা-তা মুখে দিয়া, সমস্ত আহার্যাই একরূপ অভ্ত রাখিয়া উঠিতেছি, এমন সময় মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকি, গোপীনাথ! থাবার সব পার্টিয়া রহিল কেন ?"

আমি আর কি উত্তর করিব ? বলিলাম—"কুধা নাই।"
"কুধা নাই, না রালা ভাল হয় নাই ?"

এইবারে ফাঁপরে পড়িলাম। মা বলিতে লাগিলেন—"যদি রারা ভাল না হইয়া থাকে ত বল, আমামি আবার রাধিয়া দিই।"

তুমি রাধিতে থাকিবে, আর আমি ততক্ষণ থালা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিব ?"

"কেন, হাত মুধ ধুইয়া কিছুক্ষণ ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর। সমন্ন হইলেই আমি সংবাদ দিব।"

আমি রাঁধুনীর উপর দোষারোপ করিতে যাইতেছি, তিনি বাধা

দিয়া বলিলেন-- "আৰু রাঁধুনী রাঁধে নাই। আমি নিজ হতে সমন্ত প্রস্তুত করিয়াচি।"

এমন বিপদেও মামুষে পডে। কি উত্তর করিব স্থির করা কঠিন হঁইয়া পড়িল। হর্ভাগা, বাঁধুনীর নিন্দা করিতে যাইয়া প্রক্রতপক্ষে মাম্বেরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেছিলাম! অথচ অমৃতের আস্বাদ প্রতি পরমাণুতে লুকাইয়া স্থরচিত ব্যঞ্জনাদি পাত্রে পড়িয়া আমার রসনাম্পর্শের অপেকা করিতেছে। গোণাণের এক মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মস্তিককে এমন আলোড়িত করিয়াছে যে. এমন অমৃতের স্বাদ আমি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি।

মা বলিতে লাগিলেন—''ভোৱাত আর ব্রাহ্মণের আচার কিছুই রাখিদ্নাই। আচমন, গণ্ডুষ কিছুই করিদ্না। তথন তোর উঠিয়া ষাইতে দোষ কি ?''

্এই স্থলে বলিয়া রাখি, মা গোপালকে "ভুই'' বলিতেন। জ্ঞান হওয়া অবধি আমি কিন্তু তাঁহাকে আমার প্রতি 'তুই' বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। আদ্ধ অযোগ্য বয়দে, সংসার-প্রবেশ-মুখে মায়ের এই প্রীতির সম্ভাষণ শুনিয়া প্রাণটা কেমন গণিয়া গেল। পূর্ব্ব ছইতেই হৃদয়টা তুর্বল হইয়া রহিয়াছে, আমি চক্ষুর নিষেক অবক্দ করিতে পারিলাম না। পাছে মা দেখিতে পান, এই জন্ম মাথাটা অবনত করি-শাম। বুঝিলাম গোপালের প্রাণ্য সম্পত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ঠ ছিল, ভাহাও আজু মারের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছি।

মায়ের হাদয় আজ আমার কাছে বুঝি প্রথম উল্পুক্ত হইতেছে! নহিলে, তাঁহার প্রতিশক্ষভারে আমি এত শ্বস্থির হইতেছি কেন? আঘাতে আঘাতে আৰু কি হৃদয়টা চূৰ্ণ হইয়া ষাইবে!

মা আবার কহিতে আরম্ভ করিলেন—"গোপীনাথ! তোদের অনেক

দিন রাঁধিয়া থাওয়াই নাই।'' বলিয়াই মাতা ক্ষণেকের জন্ত নীরব হইলেন। ছয় বংশর পরে এক ক্ষুদ্র পলের অস্তর্কভায় জননী এক পুত্রকে বছ করিয়া, গোপালের প্রতি:অগাধ সেহের নিরুদ্ধ উৎসের চিত্র স্মামার চোখের উপর ত্লিয়া ধরিলেন। মাকে মনে মনে ধন্তবাদ দিলাম। এই স্নেহের নিবন্ধ ধারায় ছয় বংসরের প্রতিমূহর্তে হানমটাকে নিস্পীড়িত कतिया, मा अक्षानवारन आमारतत्र त्यता कतियारहन। अर्थांगाहे हहे. নরাধমই হই, এমন দেবীর মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষমই হই, তাঁহার গর্ভে স্থান পাইয়াছিলাম বলিয়া. আমি আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিলাম।

কিছকণ নীরব থাকিয়া মা বলিলেন—"তাই আজ স্বহন্তে পাক করিয়া তোমাকে আহার করাইবার বড় ইচ্ছা হইরাছিল।"

মাকে আর আমি আত্মগোপনে অপরাধিনী দেখিতে ইক্ষা করিলাম না। মাথা তুলিয়া বলিলাম, "মা! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞানা করিব ?"

"কি জিজাদা করিতে চাও, বল।"

"তোমার কাছে মিথ্যা কহিব কেন্দ্র আমি তোমার প্রস্তুত এ আহার্য্যের কোনটাই স্পর্শ করি নাই।"

"যথার্থ ই কি তোমার ক্ষধা নাই গ"

"কুধা আছে, কি না আছে, তাও বলিতে পারি না। বুঝিবার ক্ষমতা পৰ্যান্ত নাই।"

"একি কথা! আমিত বুঝিতে পারিতেছি না!"

''তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমি তোমাকে কেবল একটী কথা জিজাসা করিব। জিজাসা করিতে সম্কৃতিত হইতেছি বলিয়া এতক্ষণ বসিয়া আছি ।"

मा (यन कि कहिए ज याहेबा नीत्र कहिएलन। এ की नीर्च थान जाहात

কথাবরোধের পরিচয় দিয়া আমাকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিতে যেন আমার গাত্রস্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। মন্দবৃদ্ধি আমি ভাহা বৃঝিরাও বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "বলি ?"

মা বলিলেন-"বল।"

আমি অতি সভরে, অতি সম্বর্গণে জিজাসা করিলাম—"গোপাল কি আজ এখানে আসিয়াছিল ?"

শকই আমি ত দেখি নাই !" কি কটে, কি বিষম স্বরভক্তে মায়ের মুখ হইতে এই কয়েকটা কথা বাহির হইয়াছিল, প্রিয় পাঠক! তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনাদের আমি ব্রাইতে পারিলাম না। প্রসভাল স্কু, অর্ন্বয়া ধরিয়া অবক্ত্র শোকাবেগ প্রতি অক্তরে যেন যাতনাএছি গাঁথিয়া বহিংশিধার সমষ্টিকপে মায়ের হালয় হইতে অবকাশে অবকাশে বহির্গত হইতে লাগিল। মায়ের সে মধুরকঠ! মনে হইল কে যেন নির্দিয় হতে আকুল বংশীর মুখ আবক্ষ করিতেছে!

কৃষ্ঠিতে কৃষ্ঠিতে মাতা সংজ্ঞাহারাইলেন। বাতাহতের স্থায় এই নিষ্ঠুর সন্তানের প্রান্তাভিবাতে তিনি ভূপতিতা হইলেন।

ভাড়াতাড়ি হাত মুধ ধৃইয়া মায়ের মুর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিল।ম; মুর্চ্ছা ভালিল না। মামা বলিয়া অনেক ডাকিলাম, মা উত্তর দিলেন না। ক্রমে ব্যাপার দাসদাসীর গোচর হইল, বাড়ীতে ছলস্থুল পড়িয়া গেল।

আমাদের চেষ্টার মাতার যখন মুচ্ছা ভাঙ্গিল না, তখন বাস্তবিক বিপর হইলাম। পিতা গৃহে নাই, রাত্রিতে তাঁহার কাছে সংবাদ পাঠাইবারও উপার নাই। কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, মাকে উঠাইয়া তাঁহার নিজের কক্ষে শরন করাইলাম, এবং নিজেই ডাকুার আনিতে ছুটিলাম।

দাসদাসীদিগকে মায়ের একপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ বলিতে

সাহসী হই নাই। কিন্তু ডাক্টারকে বোগের কারণ না বলিলে ত চলিবে না। তাঁহাকে আনিতে, পথে আন্তোপাস্ত সমত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার আন্তরিক অবস্থাও সেই সঙ্গে তাঁহার কাছে বিবৃত্ত করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া, রোগীকে নাঁ দেখিয়াই পথ হইতে তিনি আমাকে রোগমুক্তির আখাদ দিলেন। বলিলেন—":তামার প্রশ্নই যদি তাঁহার মুচ্ছার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইতে বিল্ল হুইবে না।"

গৃহে আসিয়া দেখিলাম, মায়ের অবস্থার সামান্তমাত্রও পরিবর্ত্তন হর নাই। আশক্ষা ও উদ্বেগে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া ভাক্তারের হাত হইটা জড়াইয়া ধরিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম— "ভাক্তার মহাশয়! যে কোন উপায়ে মাকে আমার রক্ষা করুন; আমাকে মাতহত্যার পাতক হইতে উদ্ধার করুন।"

ডাক্তার বাবুরোগ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছই একটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

"আর কখন মুর্জা হইয়াছিল কি ?"

উত্তর করিলাম-"না।"

''শির:পীড়া হইয়াছিল কি ?''

"বিশেষ মনোবোগ আকর্ষণ করে, এমন শিরংপীড়া কথনও হয় নাই। মা চিরস্কস্থ, কচিৎ জর হইতে দেখিয়াছি।"

''ইদানীং অধিক পরিশ্রম করিতেন কি ?''

শপরিশ্রম আগে করিয়াছেন। ব্ঝিতেই ত পারিতেছেন, আগে দাস-দাসী কিছুই ছিল না। দেশে একা মাকে সমস্ত গৃহকর্ম করিতে হইত। এখন ত একরূপ পরিশ্রম নাই বলিলেই চলে।" "গোপাল কতদিন গিয়াছে ?"

"ছয় বৎসর।"

"ঠাহার জন্ম ইনি কি কথন কথন অত্যম্ভ রোদন করিতেন 🙌

"নির্জ্জনে কথনও করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। আমরা কেংই কিন্তু কথন মাকে গোপালের জন্ম শোক করিতে দেখি নাই। শোক দুরের কথা, একদিনের জন্ম মুথে মালিন্স পর্যান্ত দেখিতে পাই নাই।"

পরীক্ষা শেষে ডাক্তার ৰাবু কিয়ৎক্ষণ নিষ্পান্দের মত বদিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—''কি রকম দেখিলেন ?"

দাসদাসী রাধুনী সকলে ডাক্তার বাবুর উত্তর গুনিতে উদ্গ্রীব হইল।
তিনি তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া আমাকে ইংরাজীতে বলিলেন, "রোগ কঠিন। ইহাকে য়াপোপ্লেক্সি বলে। অতি উল্লাসে, অতি অবসাদে, শোকে, রক্তন্তোত সহসা মন্তিজের দিকে বেগে প্রবাহিত হইতে যদি শিরাপথ কোনক্রমে কন্ধ অথবা ছিল হইয়া যায়, তাহা হইলে এই রোপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে শতকরা ছই একজন বাঁচে, প্রতকে পাঠ করিয়াছি।"

আমি শিশুর তার কাঁদিরা কেলিলাম। হাদরের প্রতিভন্তী যেন শিথিল হইরা গেল। গৃহে যাহারা ছিল, তাহারা আমার ভাব দৈথিরা, আমার সঙ্গে রোদন করিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু আমাকে নিরম্ভ হইতে, ও সেই সঙ্গে সকলকে নিরম্ভ করিতে ব্লিলেন। আমার ইঙ্গিতে সকলে চুপ করিল।

আমি কাতরকঠে বলিলাম—''ডবে কি সত্য সত্যই মাকে হত্যা করিলাম!" কলিকাতার আদা অবধি তিনিই আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। আমি ও গোপাল উভয়েই তাঁহার কাছে অনেকবার চিকিৎসত হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে স্নেহের সহিত সংবাধন করিতেন। মা তাঁহার সমুথে কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। গোপালের সামান্ত অহুথে তিনি যেরূপ ব্যাকুণতার সহিত ডাক্তার বাবুকে প্রশ্ন করিভেন, তাহাতে গোপালের প্রতি মাতার স্নেহের গভীরতা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

আমার শোষোক্ত প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আমাকে একট ভীব্রতার সহিত বলিলেন—''শুধু তমি কেন গোপীনাথ! তোমরা পিতাপুত্রে উভয়ে নশংসের স্থায় এই সাধবী করুণাময়ীকে হত্যা করিলে ।"

আমি তাঁহার পা চুইটা জড়াইয়া ধরিলাম। আর বলিলাম—"বারের জ্ঞান্ত চিস্তা করিবেন না। মাকে জীবনে ফিরাইবার যে কোন উপায় থাকে. আপনি ভাগার বিধান করুন।"

''বায়ে যদি কার্যা সফল হইত, তাহা হইলে ভোমাকে এত কথা কহিতাম না। আমামি এট বয়স পর্যাস্ত প্রায় এইরূপ পঁচিশটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। কিন্তু একটা ভিন্ন আর কাহাকেও বাঁচিতে দেখি নাই।"

বছই আশাবিত হইয়া বলিলাম--"তবেত বাঁচে।"

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"বাঁচে, কিন্তু ডাক্তার-দত্ত ঔষধে নয়—ভগবদত্ত শক্তিতে। সে রোগীরও তোমার মায়ের ক্রায় অবস্থা হইয়াছিল। তিনিও রমণী। তাঁহার একমাত্র পুত্র উন্মানরোগে গৃহত্যাগ করিরাছিল। রুদ্ধ শোকাবেণে ভোমার মায়েরই ক্রায় অবস্থাপর হইরা তিনি রোগাক্রাপ্ত হন। আমরা বছচিকিৎসকে হতাশ হইয়া রোগিণীর শ্যাপার্শে বসিয়া প্রতিমূহর্তে তাঁহার মৃত্যুর প্রতীকা করিতেছি। সময়ে সেই নিক্লিষ্ঠ উন্মন্ত সন্তান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে উন্মাদের আবেপে মা ৰলিয়া ডাকিল। বিশ্বরের কথা তোমাকে কি বলিব। সেই 'মা' শব্দ ভানিবামাত্র মুমুর্রোগী নিজোখিতার ভার উঠিয়া বসিলেন। গোপীনাথ। তোমার জননীর রোগের ঔষধ তোমরা ভিন্ন চিকিৎসকে ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।" একটি দীর্ঘ নিশাস ত্যাগ করিয়া ভাকার বাব গ্ৰহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। কোনও ঔষধ দিলেন না।

আমিও সমন্ত ব্রিতে পারিলাম। পিতার অনুমতির অপেকানা করিয়াই দেই রাত্রেই গোপালকে আনিতে দরোয়ান পাঠাইলাম। यर्थंडे अर्थ मिनाम। आत विनाम—"यठ अर्थंडे वास इडेक, भाकी করিয়া ষত শীঘ্র পারিবে গোপালকে দেশ হইতে লইয়া আসিবে।" শ্রামকেও সংবাদ দিতে বলিলাম। দরোয়ান সে দেশে কখনও যায় নাই। স্থতরাং তাহার হাতে আমাদের গ্রামের ঠিকানা লিথিয়া ও তৎসম্বন্ধে গোপালের নামে একথানা পত্র দিয়া বিদায় করিলাম।

( ক্রমশঃ )

## যমালয়ের পত্রাবলী।

২য় পত্ৰ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পৃথিবীতে যাহাকে মহাপাতকী বলে, আমি ঠিক ভাহা ছিলাম না। পার্থির জীবনে আমি ঘোর স্বার্থপর ছিলাম, কিন্তু পরের ছুংখে ও কষ্টে আমার যে একেবারে কোনও সহাত্তভিতি ছিল না, তাহা নয়। মন বাসনার পরিভৃত্তির চিম্বায় ব্যাপৃত থাকিলেও, আমার মাঝে মাঝে তাহাতে উচ্চভাব আসিত: ধী-শক্তির উজ্জ্বন আলোকে ক্রীড়া করিবার সাধ ছিল। প্রতিভাক্ষেত্রের তীব্র আনন্দের আখাদও অনুভব করিয়া আদিয়াছি। মানবচক্ষে আমার প্রকৃতি বেশ সং ছিল, এবং যেখানে আপনার কোনও ক্রপ ক্ষতি না করিয়া পরের উপকার সম্ভব হইত, আমি অপরের উপকার

করিতাম। তবে জগৎ-দেবাত্রত গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ আমার মনে, কে জানে কেন, এক প্রকার আভিজাতিক অহঙ্কার বন্ধসূল হইয়া ছিল;—আমার মনে হইত, আমি যেন সকলের পূজা ও সেবা পাইতে জন্মিগাছি। পরকাল ও ভগবানে অবিখাদী আমি, ভোগ-লালসা চরি-তার্থতাই জীবনের সার করিয়াছিলাম। আমার বে কথনও ভগবানে বা পরকালে বিশ্বাদ ছিল না. তাহা নয়। স্থানুর অতীতে, অতি শৈশবে, আমার ঈখরে স্থদূঢ় বিখাদ ছিল। ডগবানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয় প্রেমপূর্ণ হইত, কিন্তু যৌবনোলেষের সঙ্গে সঙ্গেই সব বিশ্বাস ও প্রেমের অন্ত হইল। নিদাঘের উত্তপ্ত কিরণজালে শ্রামল দুর্বাদলে প্রফুল শিশির কণার অবসান মত যৌবনের প্রথর কামনার স্কৃষ্টঞ ও স্থদীর্ঘ নিখানে হাদয়ের কোমল ভাববিন্দু দকল সব শুকাইয়া গেল। আর একবার অনেক পরে, আমি আমার সেই বিখাস ফিরাইয়া পাইয়। ছিলাম: কিন্তু এবার তাহা দেই শৈশবের মত প্রাণময় ও কমনীয় নহে। দিবদে রবিকর-ভাগিত গগনকোলে নিপ্তাভ শশিকলার মত প্রাণ**হীন**।

সারা জীবন ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছি। বিলাসীর বিবিধ প্রমোদে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়াছিলাম। নিজ্ঞ নূতন উত্তেজনার তরঙ্গে ছলিতে ছলিতে আমার জীবন-ভরণী ভাদিয়া বাইত। দে সমস্ত ভীব্র উৎকট কার্যাকলাপের আর অধিক कि পরিচয় দিব।

कौरकभाष इत्यमायादा कि अधिर ज्ञानिया हिनाम ! उथन द्वि नारे তাহা ভবিবাতে এত যাতনা দিবে। এই জালাময়ী তুষানলে সর্বাক্ষণ দগ্ধ হইতেছি, অথচ দে অনলেরও অন্তনাই, দেহেরও অবদান নাই। জীবিত-দাহন শুনিলেই, তোমরা পুথিবীর লোক, তোমাদিগের প্রাণ-শিহরিয়া উঠে। কিন্তু, আমার এ যাতনার তুলনায় তাহা কিছুই নয়। ভত্মীভূত

ब्हेटलहे ट्यामिरिशत खालात (नव। बामात वाकनात (नव नाहे, क्रम नाहे, ভাহার শেষ হইবার আশাও নাই, উদ্ধারের আশাও নাই।

এখনও আমার সব যাতনার কথা বলা হয় নাই। এতকণ যাহা বলিলাম, এই সমস্ত এখানকার সকলের সাধারণ সম্পত্তি। এতদ্যুতিরিক্ত সকলের আবার বিশেষ বিশেষ যাতনা রাশি আছে। নরকে প্রবেশ করিয়াই আমি একটা ঐরপ যন্ত্রণার তীব্র দংশনের জ্বালা সহু করিয়া জাসিতেছি। পার্থিব জীবনের একঁটা অতি সামার ঘটনা.—তাহার্হ পরিণাম এই তীব্র যাতনা ভোগ!

আমার বয়:ক্রম তথন সপ্তবিংশতি বংসর। প্রবাদে কোনও প্রকাদে রজনী-যাপনার্থে, আমি সন্ধ্যাকালে শুগু হাদরে, এক কুন্ত পান্তাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। এক বর্ষকাল অভিবাহিত হুইয়াছে, আনরা ভিনটি প্রাণী গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইখাছিলাম। নানাস্থান প্র্যাটন করিয়া তুর্গম প্রপ্রতিনাথ হইতে আমরা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। গৃহ হইতে তিনজনে যাত্রা করিয়াছিলাম। এখন ফিরিতেছি চুইজনে। আমার স্থান্যর অধিষ্ঠাত্রী, শত বাসনার রাণীকে নির্জন পর্বতি কলরে ফেলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই পান্তাশ্রমে আসিয়া পৌতিলাম। ভীষণ মনস্তাপে ভগ্নস্বর, উদ্ধাম বাসনা-বেগের প্রতিকৃদ্ধ গতিতে বিকলিত্তিত, স্বেহহীন, সংসারে মমতাহীন আমি, একমরুময় প্রাণ লইয়া সেই আশ্রয়ে প্রবেশ করিলাম।

মানবজীবনে অনেক অভাবনীয় ঘটনা আসে। আমি মাসাধিক কাল এইরূপে জগতে বীতরাগ হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, প্রকৃতি দেবীর যেন তাহা আর সহ্য হইন না। তাই যেন আবার আমাকে পুনর্জীবিত করিতে, আমার নিশ্বম তুষার কঠিন হৃদয়কে আবার গলাইতে তিনি আমাকে এইখানে আনিরা কেলিলেন। আমি কি দেখিলাম। ছিল্ল, অতি মলিন বসনে আরুত-দেহ পিতৃমাতৃহীন এক দশমবর্ষীয় স্থলর বালক। তাহার জননী অতি রূপ- বতী। নাম নির্দ্মণা, আমার স্বঞ্গতীয়া। নির্দ্মণা একমাত্র পুদ্র লাভ করিয়াই দেই বংসরে বিধবা হয়। ছয় বংসর হইল সে জনকতক দ্রাত্মীরের সহিত্ত তীর্থ যাত্রায় বাহির হয়। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া মাসাধিক হইল এক রজনীতে আমারই মত ভাহারা, এই পাস্থাবাসে আশ্রয় লয়। পরদিন প্রভাতে শয়াভ্যাগ করিয়া বালক দেখিল যে, সংসার ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ অসহায়। ভাহার সহযাত্রীরা কেহই নাই; ভাহার একাধারে পিতা, মাতা পার্থিব দেবীর লাবণ্যময়ী দেহল চা নিকট স্থ জলাশয়ের ধারে পড়িয়া আছে। সেই অবধি কপদিকশ্ব আত্মীয় বিহীন এই শিশু এই আশ্রমে বাস করিতেছে। যাত্রীদিগের অমুগ্রহে কোনক্রপে প্রাণ বাঁচাইতেছে। ভাহাদিগের আদি বাসস্থান কোথায়, এবং বালকের পিতারই বা কি নাম ইত্যাদিরপ ভাহার আর কোন পরিচয় আমি পাই নাই।

সেই অসহায়, সংসার পরিতাক্ত বালক, আমার নেত্রপথে পতিত হইবা মাত্র, তাহার বিশাল ভাসমান কমল-নয়ন ছটিকে আমার পানে স্থির করিয়া, আবার চকিত ভাবে ফিরাইয়া লইল। তাহাতে বেন উদ্প্রাম্ভ হরিলের উদাস ও শক্তিত বহু শশকের ব্রীড়া, এই হুইভাব একত্তে যুগপৎ মিশাইরা গেল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার অতুলনীয় সৌক্ষ্য ও অবাক্ত মোহন ভাবে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

আমাদিগের ছইজনার মধ্যে একটা প্রকৃতি ও অবস্থাগত একতা ছিল। সে সমস্ত প্রাণটুকু দিয়া, অতি অমুরাগ সহকারে ভালবাসিয়া আসিয়াছে—আমিও তাহাই। বাঁহাকে সে ভালবাসিত তাঁহার বিয়োগে সে এখন উদ্বাস্ত,—আমিও তজ্জপ। কেবল কি তাই ? তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্বও আমাকে অয় মুগ্ধ করে নাই। তাহার মহতী উগ্রতা, গর্কা, এমন কি তাহার অশাসনীয় অশিষ্টতা যেন আমারই অস্তরের অমুরূপ। তাহার ভাব বেন আমার নিদ্রিত অস্তরাত্মাকে ক্লাগাইয়া দিল। আমার বোধ হইল

বেন আমি ব্যতিরেকে আর কেহই তাহার স্থানের ভাব বুঝিতে পারিকে না। আমিও যথপি তাহার বরনের, তাহার অবস্থায় পড়িতাম, ভাহা হইলে আমিও ভটাবাহিত হইতাম।

তাহার ভ্বনমোহন সৌন্দর্যাও আমায় অর মুগ্ধ করে নাই। তাহারা অতি মলিন চীরথও যেন তাহার রূপকে বাড়াইয়া তুলিরাছিল। সেই ক্লফ অমরশোভিত নীললোহিতাভ লোচনযুগ্যের স্থিরচপল দৃষ্টি, কুঞ্চিত ক্লফ-কেশদামের অভি স্থলর কপোল—ও ললাটের চারিভিতে—কম্পিত-শোভ আমার স্থান্ধ একেবারে অধিকার করিয়া বিলিল। আমি তাহার রূপে মুগ্ধ হইরা তাহার নাম রাথিলাম বনবিহারী। বনবিহারীর কোন আত্মীয় না থাকার, আমি তাহাকে সঙ্গে লইরা গৃহে ফিরিলাম। ভিনম্পনে বাত্রা করিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়াছিলাম, আবার ভিনম্পনে ফিরিলাম,—ক্রির কি পরিবর্ত্তন।

বনবিহারীর আত্মীরের কোনও সন্ধান পাইলাম না। তাহার গলদেশে একটা স্থবর্গ কবচ ছিল ইহাই তাহার পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র নিদর্শন। একদিন দেখি সেই কবচ ভালিরা গিরাছে, এবং তাহার মধ্য হইতে চিত্রান্ধিত কাগল বাহির হইরা পড়িরাছে। আমি কাগলখানি কুড়াইরা লইরা দেখি বে, তাহাতে এক রালহংসের চিত্র এবং তাহার চতুদ্দিকে কন্ত কি সাঙ্কেতিক লেখা রহিরাছে। আমার বিখাস জ্বনিল বে, নিশ্চরই এই সাঙ্কেতিক লেখার মধ্যেই বনবিহারীর পরিচর প্রচ্ছরভাবে নিহিত আছে। আমা কাগলখানি অতি যতে তুলিরা রাখিলাম।

বনবিহারী আমার ষত্নে ক্রমে সবল স্থানর যুবকে পরিণত হইল। সে কথনই আমার সঙ্গ পরিভাগে করিভ না। আমিও বালক সাজিয়া ভাহার খেলার সাথী হইভাম। একস্থানে ভ্রমণ, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ভ আহার। সকলে ভাবিল, আমি ভাহাকে পোষাপুত্র করিব, এবং আমার অবর্ত্তমানে আমার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইবে সেই অজ্ঞাত কুলশীল বনসংগৃহীত ভিখারী বনবিহারী।

আমি তাহার অন্তরে কতকটা আমারই প্রকৃতির যেন প্রতিরূপ দেখিরাছিলাম, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই তাহার স্থপ্ত ইক্রিয় বৃদ্ধি-শ্বলিকে জাগাইতে এত আমার ক্ষুর্ত্তি হইত। তাহার রাগবেষাদি লইয়াই আমার সর্বাক্ষণ ক্রীড়া ছিল। কথনও কোন একটী বুরিকে উত্তেজিত করাইরা আবার হয় ত ভাষাকে দহসা সংঘত করাইতাম। কথন বা সকীর্ণমনা স্বার্থপর আমার আত্মতৃপ্তির অন্ত তাহাকে শিষ্টাচার-বিক্লছ নিষ্ঠুরভাবে অষথা অভ্যন্ত বিরক্ত করিতাম। তাহাতে তাহার অদমনীয় অমর্ব জাগিয়া উঠিত। ভাহার পর নানারূপ ভীতি প্রদর্শনেও যথন ভাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতাম না, তথন আপনার আত্মন্তরিতাকে অকুন্ন রাখিতে, আমি তাহাকে কেলিয়া দিয়া তাহার গলদেশে আমার পদতল রাখিতাম। আমার চরণস্পর্শে তাহার ভাবের সহসা পরিবর্ত্তন হইত। সে তথন অতি দীনভাবে আমার জানুবেষ্টন পূর্বক সকরণ কঠে আমায় ক্ষমাভিকাকরিত। ভাহার ছল্ছণ্ সজল নয়ন্দয় যেন ক্মর্মপর্শিনী ভাষায় বলিত, ''লগতে তোমার মত কে আর আমার আত্মীয় আছে 🕈 কে বা তোমার মত এত ভাল বাসিতে:পারে।" তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, আমি তাহার প্রতি কি নিষ্ঠুর আচরণ করিতাম। বস্ততঃ কিন্তু, তাহা নর। ভাহাকে যেরপ ভালবাসিতাম. সেরপ আমি অতি অৱসংখ্যক নরনারীকে জীবনে ভাল বাগিয়াছি। আমার মত অতি খোর স্বার্থপর আত্মন্তব্যির জন্ত ভালবাদার দামগ্রীর দহিত বেরূপ অলদ ক্রীড়া করে, আমার এগুলি ভাৰত্তৰ্গত।

মানৰবুজিতে গুইটা ভাবের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া বার: কডকগুলা দৈৰভাৰ, কতকণ্ডলা আস্থবিক ভাৰ। স্থামি তাহার দেবভাৰ জাগাইতে

কথনও কোন চেষ্টা করি নাই। আমার কর্ষণে তাহার আমুরিক প্রকৃতিই সমধিক শক্তিশালিনী হইয়াছিল। তাহার ফলও শীঘ্র ফলিল।

আমাদিগের গৃহের অনভিদূরে কোথা হইতে এক ভুবনমোহিনী রমণী আসিয়া বাস করিতে লাগিল। আমি তাহার অসাধারণ রূপে আরুষ্ট হইয়া তাহার হাদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছতেই দক্ষম হইলাম না। এরপ অপমান আমি জাবনে কথনও দছ করি নাই। আমি মনভুণান বিভাগ এত পার্ক্সশী ছিলাম যে, আমার একটা অভিমান জনিয়া গিয়াছিল যে, সকল রমণীই আমার করারত। আমার এই প্রত্যাপ্যানের কারণ অনুসন্ধান করিতে ধাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ষ্মামি ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় যুগপৎ উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম। আমি দেখি রমণী: বনবিহারীতে আসক্ত।

আমি বনবিধারীকে ডাকিলাম। সে পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে দেখানে আসিয়া, আমার সমুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল ।

আমি বলিলাম "হরুতি, আমি সমশ্তই জানিয়াছি, তুমি আমার বর হইতে দুর হও। তোমার স্থান কোনও তদ্রগোকের বাড়ীতে হইতে পারে না।"

আনার এই কর্কণ বচন শুনিয়াই, ''রপ্ত সিংহ বেন জাগিয়া উঠিল।'' দে নির্ভীকভাবে মামার বদনের উপর তাহার জ্যোতির্মায় আয়তলোচন স্থির রাখিয়া অল শ্লেষের সহিত বলিতে লাগিল,—

"বেশ, তাহাই হবে। আত্মীয়-বিহীন, সংসার-পরিত্যক্ত যুবাকে এ चारमण कि व्यक्षिक छोछि छेरलारमन कत्रित्व ? चामि बतन वत्नहे विहात করিভাম। আপনিও দেই অবস্থায় আমায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন विनाबाहे ज्यानत कतिवा नाम ताथिबाहित्नन, "वनविहातौ।" ज्यामि ना इब्र আবার বনে বনে বিচরণ করিব। না আমি তা পারিব না! আমার

এই নিরুপ্ট আমুরিক বুদ্তি লইয়া প্রকৃতি মুন্দরীর শান্তিভঙ্গ করিতে ঘাইব না। সে স্থান অতি পবিত্র তীর্ষের পথে: কি জানি ষম্পুপি করিতে **ष्यस्त्र-व्यक्ष**रत्तत्र **উ**ट्स्क्रमात्र कान मत्रन नत्र-नातीत्र मर्खनाम कतित्रा क्लि। আমি সমাজচাত মানবের সাধারণ ধর্মভাবরহিত নিক্নষ্ট পথাবলম্বীদিগের পৃহিত মিশিব, তাহাদিপের মত আপন জীবনবাত্তা নির্বাহ করিব। কিছ বিদায়ের কালে বলিয়া যাই, পিতা (হয়ত পিতা বলিয়া এই আমার শেষ मत्याधन ) পরে আমার জ# काँ দিবেন, আমাকে পুনরায় লাভ করিবার জন্ম অনেক অস্বেষণ করিবেন।"

বক্ততঃ বনবিহারী যাইবার কালে ঠিক কথাই বলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার জন্ম অনেক দিন কাঁদিয়াছি। তাহার উদ্দেশে গৃহছাদে অনেক দিন বসিয়াছি, বুগা আশায়—েদ আবার ফিরিয়া আসিবে আমায় 'পিডা' বলিয়া সম্বোধন করিবে। আমি তাহার অনুসন্ধানও অনেক করাইয়াছি। ৰনবিহারী আর ফিরিল না। যে কার্য্যের জন্ম সে বিভাডিত হইয়াছিল ভাছাতে ভাগারই বা সম্পূর্ণ দোষ কই ? কে প্রকৃতি-স্থন্দর সরল বালককে, প্রকৃতির সর্বভামর বক্ষ হইতে কুটিল সংসার ক্ষেত্রে আনিয়াছিল ? দে আমি। কে তাহার উচ্চভাবগুলিকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিল 🕈 সে আমি। কে তাহার আম্বরিক প্রকৃতিকে প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহার উগ্র ভাবগুলিকে পোষণ করিয়া ছিল ? সে আমি। আমিই নিজের কৌতৃহল চরিতার্থ করিতে ঐ সমস্ত দানবীয় ভাব সকলকে জাগরিত করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া আসিয়াছি। আমিই ক্ষেত্রে ও দয়ার আবরণে ভাহাকে ঢাকিয়া আত্মতপ্তি-সাধন করিয়া আসিয়াছি। আমিই তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছি।

আমার শেষপীড়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি যখন রুগ্ন শ্বান্ত্র ত্তথন বনবিহারীর পত্রপাইলাম। সে অভিশয় বিনীতভাবে আমাকে একথানি

ভক্তিপূর্ণ পত্র দিয়াছে। সে লিখিয়াছে, শীঘ্রই সে আমার নিকট কিরিয়া আসিবে। মহাশক্তির কুপার তাহার উচ্চভাব ফুটিয়াছে। সে আস্থ-পরিচয় পাইয়াছে। সে লিখিয়াছে, দেকথা জানিলে আর আমাদিগের উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিক তাহা আর থাকিতে পারে না। সেই পত্রে আবার এক স্ত্রীলোকের কথারও উল্লেখ আছে! সে কে? তাহার সহিত আমার বা বনবিহারীর কি সম্বদ্ধ তাহা লেখা নাই। পত্রথানা বেন সন্দেহার্থক, অথচ আমার মনে হইল যে, এই বাফ্ অসংলগ্নতার অস্তরে বেন মহান সত্য ও রহস্ত নিহিত আছে।

আমি রোগশ্যায়। পত্রের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। বনবিহারী কে? সেই রমণীই বা কে? তাহাদিগের সহিত আমার
কি কোনও সম্বন্ধ আছে? বনবিহারী কি আনিয়াছে, যাহাতে তাহার
বভাব ও আমার প্রতি ব্যবহার এত পরিবর্ত্তিত হইল! এই সমস্ত রহন্ত
কে আমার ভালিয়া দিবে? এই সমস্ত চিন্তা মৃত্যুকাল পর্যান্ত আমাকে
উবেলিত করিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পর ছায়ার মত এই সমস্ত চিন্তা
এখানে আসিয়াও আমাকে অন্থির করিতেছে। জলস্ত অলারের মত
আমার হালয়কে প্ডাইতেছে! কেবল কি ঐ সমস্ত চিন্তা আমাকে
যন্ত্রণা দিতেছে? আমার মনে হইতেছে, আমার জন্মই বনবিহারী
কত না যাতনা ভোগ করিয়াছে। আমিই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ।
আমিই তাহার অসৎপ্রকৃতি জাগাইয়াছিলাম। আমিই আত্ম-মহল্পারের
পৃষ্টির জন্ম এক প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ অধীনকে আশ্রেয়চ্যুত করিয়াছি। এই
সমস্ত চিন্তা নরকের নরক।

২য় পত্র সমাপ্ত। ক্রমশঃ সেখাত্রভ পরিত্রাঞ্চর।

#### - এবুক্ত ''অলোকিক রহস্ত''—সম্পাদক মহাশর সমীপের—

মহাশর,

আপনার কাগজে অলোকিক ঘটন। সম্বন্ধীর বর্ণনা যেরূপ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার নিজের অভিজ্ঞতা সভ্তুত করেকটা সত্য ঘটনা নিমে লিপিবদ্ধ করিতে সাহনী হইতেছি। ভর্মা করি আপনার পত্রিকার উপযোগী হইবে। ইতি

ভবদীয়

শীলানন্দ চট্টোপাধাায় এম্. এ।

"দাধু সংবাদ"—সম্পাদক।

নং বৈকুণ্ঠ চট্টোপাধাায়ের লেন, হাওড়া।

১৯০১

## অদৃশ্য-সহায়।

(करत्रकि घरना)।

অনেক সময়ই আমরা এরপ আশ্চর্যারপে আসর বিপদ হইতে উদ্ধার পাই অথবা আরম্ভ কার্য্যে সাফল্য লাভ করি যে, তাহা কোনও শরীরী জীবের হারা ক্বত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিকাংশ স্থলেই আমরা এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করি না, অথবা মন্তিক্ষের হুর্বলতা প্রস্তুত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিই; কিন্তু একটু হির হইয়া এই সম্বদ্ধে চিন্তা করিলে সহজেই অবধারণ করিতে সক্ষম হই যে, নিশ্চয়ই কোনও অমান্ত্রিক সাহাব্য হারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধার অথবা কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি।

আমার মনে পড়ে বধন আমরা প্রবেশিকা বিন্তালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে

অধারন করি, তথন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষার সময় গণিতের প্রশ্নপত্তের ক্যামিতির অন্থালনী সম্বন্ধে এক অভ্যস্ত কঠিন প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, আমি অপর দকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া বারংবার ভাবিতেছি কিরুপে অন্থালনীটীর ও সমাধান হয়; এরুপ সময়ে হঠাৎ চকিতের স্থায় কি নেন আমার চক্ষের সম্মুথ দিয়া ভাসিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মনে এক প্রণালীর বিষয় উদয় হইল এবং দেই প্রণালী মত কয়িয়া অন্থালনীটীর সমাধান করিলাম। উত্তরের থাতা দেখিয়া পরীক্ষক কিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কিরুপে এ হরুহ অন্থালনীর এত স্কল্ব সহজ্ব সমাধান করিলে। তথন সাহস করিয়া কোন উত্তর দিতে পারি নাই। এখন ব্রিতেছি কোন অশ্রীরী মহাম্মার সাহাযোে সে সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম। বলা বাছল্য আমাদের শ্রেণীতে তথম আমার অপেক্ষা অধিক গণিতজ্ঞ একটী মধ্য ইংরাজী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিল এবং সেই গণিতে প্রায়্ম প্রথম হইত; এবারে কিন্তু সে এইটী ক্ষিতে পারে নাই। এবং আমিই প্রথম হইলাছিলাম।

আমার জীবনের আর একটা ঘটনা বলিব। উহা আজ হইতে দশ
বার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। আমাদের বাড়ীর নিকটে একটা বাগান
বাড়ীছিল। বাগানটা পার্শ্বছ রাস্তা অপেকা ৪০ হস্ত উচ্চ ছিল। বাগান
ও রাস্তার মধ্যে একটা ইপ্তকের প্রাচীর ছিল। প্রাচীরটার উচ্চতা বাগানের
ভিতর হইতে ২০ হাত, কিন্তু রাস্তা হইতে ৭৮ হাত। একদিন জাৈষ্ঠ
মাদের প্রচণ্ড রৌজে দেই বাগানে হাড়্ডুড় থেলা হইতেছে। আমি এবং
আমার তুই একটা দলী প্রাচীরের উপর উবু হইয়া বিদয়া থেলা দেখিভেছি। হঠাৎ তুইজন থেলুড়ে ছটোপাটি করিতে করিতে আমার উপর
আদিয়া পড়িল। আমি অন্তমনত্ব হইয়া ছিলাম। যেই তাহারা আমার
উপর আদিয়া পড়িল আমি অমনি মাধা নীচের দিকে, পা আকাশের

দিকে এইরপ ভাবে প্রাচীর হইতে ৭৮ হাত নিমে রাস্তার উপর পড়িরা গোলাম। পড়িবার সমর আমার মনে এরপ অনির্কাচনীয় বিশ্বর ও আনন্দ মিপ্রিত রসের উদয় হইরাছিল বে, সেরপ ভাব জীবনে কথনও হয় নাই ও হইবে কি না সন্দেহ। অতদূর হইতে ওরপ অসতর্ক অবস্থায় পড়িয়া যাইলাম, বিশেষ আঘাত লাগিবার কথা, কিন্তু অত্যন্ত আচ্চর্যোর বিষয় আমার দেহে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই বলিলেই হয়—সামান্ত ২০০টা আঁচড় যাহা লাগিয়াছিল তাইা ২০০ জন উপস্থিত বন্ধু বাতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই। আমার দৃঢ় বিশাস কোন আশরীরী মঙ্গলাকাজ্জী আমাকে এই আক্মিক বিশ্বদ ইইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, শিশুদিগের বিপদে মা ষষ্ঠী রক্ষা করেন। এ প্রবাদটীর সভাতা সামার শিশু প্রভাইর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যেন স্পষ্ট উপশব্ধি করিতেছি । এ ৬ মাদের শিশু ২,২॥ হাত উচ্চ খাট হইতে পড়িয়া গেল, কিন্তু কিছুই আঘাত লাগিল না। ২,২॥ বৎসর বয়স, ছুটাছুটী করিতেছে—ধড়াস্ করিয়া কপাট :পার হইতে গিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল—মনে হইল যেন ব্কটা অথবা মাথাটা শুঁড়া হইয়া গেল; কিন্তু কি আশ্চর্যা! পর মুহুর্ত্তেই দেখি শিশু প্নরাম্ন ছুটিতেছে, তাহার দেহে যেন কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই! আবার উচু র'কের ধারে ধারে ছুটিতেছে, ছুটতে ছুটতে হোঁচট লাগিয়া মুখ থ্বড়াইয়া পড়িয়া গেল, বোধ হইল যেন উঠানের উপর পড়িয়া মাথা স্থাটিয়া যাইবে, ও মা! সজোরে রকের ধার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে মাথা স্থালিতেছে, কিন্তু উঠানে পড়ে নাই। এ সকল ক্ষেত্রে অদৃশ্র সহায়তা ব্যতিত এরপ হঠাৎ তুর্ঘটনা হইতে আর কিরপে পরিত্রাণ পায় ব্রির ?

এইবার বিশেষ আত্মীরের নিকট শ্রুত অভ্যন্ত আশ্চর্য্য কিন্তু প্রকৃত ছুইটা ঘটনার বিষয় বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রথমোক্ত ঘটনা

আৰু প্ৰায় ২০ বৎসর পূৰ্ব্বে ঘটিয়াছিল। ত্রি—বাবু তথন—স্থানীয় সবডেপুটী ম্যাজিষ্টেট। দীর্ঘ অবকাশের পর তিনি বাডী হইতে সপরি-বারে চাকরির স্থানে চাকরিতে যোগ দিতে যাইতেছিলেন। অধিকাংশ পথই রেল গাড়ীতে করিয়া আসিতে হয়। ত্রি—বাবুর সঙ্গে স্ত্রী, একটী ২ বৎসরের শিশু পুত্র ও একটা খোটা চাকর। একথানি কম্পার্টমেন্ট রিজার্ড করিয়া আসিতেছিলেন। তথন প্রায় সদ্ধা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন সময় হঠাৎ শিশু পুত্রটী গাড়ির দরজা যেই ঠেলিয়াছে অমনি উহা খুলিয়া গেল, এবং দেও ধুপ করিয়া গাড়ি হইতে পড়িয়া গেল। ত্রি— বাবুর স্ত্রী ইহা দেখিতে পাইয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তথন গাড়ি থামাইবার যন্ত্রাদি ছিল না। কাজেই ত্রি—বাবু উপায়াম্বর না দেখিয়া নিজেও গাভি হইতে লক্ষ্য প্রদান করিলেন। হতভাগ্য স্ত্রীলোক আর কি করে, সমন্ত পথ মাণা খুঁড়িতে খুঁড়িতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বেই পরের ষ্টেশনে গাড়ি পৌছিল অমনি সকল বুতাস্ত চাকরকে मिया (ष्टेमन माष्टीतरक कानाइन। धन्न हेश्तारकत कार्या कुमनना ! जथनह পাইলট এঞ্জিন বাহির হইল। সম্পুর্ধে ধূ ধু করিয়া মশাল জ্লিতে লাগিল। চালক ও সঙ্গে ৪ জন বলবান লোক গেল। বাঁশি দিতে দিতে মৃত্যুক্ত গতিতে এঞ্জিন যায়, কাহাকেও আর দেখিতে পায় না। বহুদুর বাইবার পর তবে ত্রি—বাবুকে দেখিতে পাওয়া গেল। তিনি হারানিধি কোলে করিয়া বদিয়া আছেন, ছেলেকে একটা আঁচড়ও লাগে নাই। অতঃপর মহা আহলাদের সহিত উহাদিগকে আনা হইল। মর্মাইতা স্ত্রী স্বামী প্রত্রকে পাইয়া উল্লেসিত হইল। এইবার ত্রি—বাবুর কথায় তাঁহার পতনকাল হইতে উদ্ধারকাল পর্যান্ত কি অবস্থায় ছিলেন তাহাই বলিতেছি। ''আমি পড়িয়াই ত চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে কতদূরে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পজিয়া গেলাম। আন্দাজ দশ মিনিট পরে তবে একটু জ্ঞান

হইল, বোধ হইল যেন গায়ে হাতে অত্যন্ত বাথা। সে বাহা হউক শিল্প-পুজের বিষয় শারণ হ'ওয়াতেই তথনই লাফাইয়া উঠিলাম, মনে আত্ত উপস্থিত হইন—আহা। বাছা কি আমার এখনও বাঁচিয়া আছে। সাহদে ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম। কিয়দুর গিয়া দেখি কতকগুলা শৃগালে কি ঘেরিয়া রহিয়াছে। কাছে গিয়া শৃগালগুলাকে তাড়াইয়া দেখি স্থামারই পুত্রটী পিট পিট চাহিতেছে। আমাকে দেখিয়া হুই হাত বাড়াইয়া দিল। আমি কোলে তুলিয়া লইয়া কতক দূর অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সর্বাকে বিষম বেদনা, ওদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে কি করি ভগবানের নাম শ্বরণ করিতে করিতে রেলের ধারে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। স্থথের বিষয় ছেলেটীর গায়ে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই। শিশু অন্ন সময়ের মধ্যেই আমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। আমি সেই বিজ্ঞান অরণ্যে কেবল শ্রীমধুসুদনের নাম জ্বপ করিতে লাগিলাম। কখন বাশ ভন্নক আদিয়া আক্রমণ করে, সমস্ত রাত্রি কিরূপে কাটিবে, এই ভাবিয়া আকুল হইলাম। ঘণ্টা ছই এইরূপে কাটিল। তারপরে দেখি দূর হইতে এক বিশাল আলোকের রশ্মি আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি এঞ্জিন। এই এঞ্জিন আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিল।"

ত্রি—বারু বলেন তাঁথার স্থির বিখাস কোনও দ্যালু মহাপুরুষের সহায়ত। বাতীত এরূপ বিপদ হইতে এরূপে উদ্ধার হওয়া কখনই সম্ভব হইত না।

বিতীয় ঘটনাটী মোটে ৩৪ বংসর পূর্ব্বে ঘটিরাছিল। হাবড়ার ময়দানের ধার দিয়া মার্টিন কোম্পানার একটা ছোট রেলের লাইন গিয়াছে। এখন একদিন বৈকালে স্ত্রীলোক ও বালক একথানি আরোহীপূর্ণ ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী দাঁতরাগাছি রামরাজ্ঞাতলা হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়িটাতে কলিকাতার হাইকোর্টের জনৈক খ্যাতনামা

উকীলের পরিবারবর্গেরা যাইতেছিলেন। ঘোড়ার গাড়িটী রেলের লাইন প্রার পার হইয়া আসিরাছে, এমন সমর বেলগাড়ীর সহিত উহার ধারু লাগিল। ধাৰার চোটে গাড়ীথানি উণ্টাইয়া গেল এবং ট্রেণ থামাইতে পামাইতে ৫।৭ হাত গড়াইতে গড়াইতে গেল। গাড়ীর পশ্চাতে একটী ঝি বসিয়া ছিল তাহার মন্তক রেলের গাড়ীর চাকার নীচে পড়ায় দে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। একজান যণ্ডামার্ক দর ওয়ান গাড়ীর ছাদে ছিল সে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞানপ্রায় হইন। ঘোড়া সকল রাশ ছি ড়িয়া পলাইল। গাড়োয়ান বেটা খুব চালাকি করিয়া এক লক্ষ দিয়া বিপদের বাহিরে আসিয়া দাঁডাইল। স্ত্রীলোকগণ গাড়ীর ভিতরেই উল্টপাল্ট খাইতে লাগিলেন ও বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। একটা ৩।৪ বৎসর বয়দের ছেলে কি রকমে গাড়ির ফাঁকে দিয়া বাহিরে আদিয়া ঠিক এঞ্জিনের সন্মুথে আসিয়া পড়িল। এঞ্জিন তখনও থামে নাই, চলিতেছে। -বালকটীকে বোধ হইল যেন তথনই রেলগাভির চাকার তলায় পডিয়া ঝির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কে যেন বালকটীকে লাইন হইতে তুলিয়া পার্ষে বিপদের বাহিরে আনিয়। দাঁড় করাইয়া দিল। অথচ শতাধিক হস্তের মধ্যে জনপ্রাণীও ছিল না। এখন বলুন দেখি, এ সব ক্ষেত্রে অদৃত্ত সহায় ব্যতীত এ সমূদায় ঘটনা কিরূপে সম্ভবে গ

এইরূপ অভ্যাশ্চর্যা ঘটনা সকল প্রভাক্ষ করিলে অদৃশ্র লোকে যে ইহজগতের মহুষ্যের ইইসাধনে সহায়তা করে সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

#### ্ শ্ৰীনীলানন্দ চটোপাধাৰে।

স্থানাভাব বশত: "দাদামহাগরের ঝুলি" এই সংখ্যার সন্নিবেশিত হইল না।—জঃ রঃ মঃ।

#### जरुसम् शास्त्र

# এড ওয়ার্ডস্ টনিক

# য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জ্বরেরাগের এক মাত্র মহোষধ .। জ্ঞাবধি সর্ববিধ জ্বরেরাগের এমত জ্ঞান্ত-শান্তিকারক মহৌবধের আবিকার হয় নাই।

## লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।৫ প্যাকিং ডাকমান্তল ২ টাকা।
,, ছোট বোতল ৬০, ঐ ঐ ৬০ আনা।
বেলপ্তরে কিবং৷ ষ্টিমার পার্শেলে লইলে থরচা অতি স্থলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিমুমাদি সম্বনীর জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।
এড ওয়ার্ডস্লিভার এও স্পীন অয়েন্টমেন্ট

#### (প্লীহা ও যকুতের অব্যর্থ মলম)

প্লীহা ও যক্তের নির্দ্ধোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এড-ওরার্ডস্টনিক বা র্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক সেবনের সকল সকলে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিস করা আবশুক। মল্য—প্রতি কোটা ।৮/০ আনা, মাগুলাদি ।৮/০।

# এডওয়ার্ডদ,''গোল্ড মেডেল''এরোরুট ৷

আজকাল বাজারে নানাপ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই স্কৃঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্তু আমরা এডওয়ার্ডস্ "গোল্ড মেডেল্" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানি করিতেছি। ইহাতে কোনপ্রধার্ম অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা জাবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই সহদেশ ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধতা-গুণ-প্রযুক্ত সকল বৈগীর পক্ষে বিশেষ ইউসাধন করিয়া পাকে।

সোল্ একেন্ট দ্ ঃ—বটকুফ পাল এও কোং, কেমিট্ন্ এও ডুগিট্ন্। ৭ ও ১২ নং বনম্ভিন লেন, কলিকাডা।

# 1:\*#

# वागारमत अकाणिङ भूखकावनी।

#### (श्रीज्ञाणिक कथा। मृत्रा । भाग

শ্রীষ্ক পূর্ণেশ্ নারারণ সিংহ এম, এ, বি, এল হারা প্রনীত।
্রাছকার পূরাণসমূহ বিশেষতঃ ভাগবত পূরাণ মছন করিরা এই
অমৃত উদার করিরাছেন। ইহাতে ভাগবতের অনেক হুর্ভেন্য গুঢ়ভাব
ক্ষমরভাবে প্রকাশিত হইরাছে। গ্রন্থকারের যুক্তিবৃক্ত প্রমাণে নাতি-কেরও ভক্তির উদর হর এবং সাধারণেরও ভাগবতের ভাব অনেকটা
বোধগম্য হর।

"It gives the logic and philosophy of many a knotty problems of the Hindu religion". • \* The book will prove an excellent Vedi Mecum for readers of Bhagabat. The language is simple and flowing. The get up is as it could be desired. We hope the work will be highly valued by all students of the Hindu religion.'—Bengalee"

#### উপনিষদ্ ( বারখানি )। ১॥०

মূল, অষম ও বলামুবাদসহ, বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এক্লপ স্থলভ মূল্যে ইহার পূর্বে উপনিষদ প্রকাশিত হয় নাই।

৺শ্রামনাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচপতি মহাশরের দারা সঙ্কলিত।

नेपंत, रकन, कठ	•	ঐতরেম, তৈত্তিরীয়	7	`L.
প্ৰশ্ন, মুগুক, মাণ্ডুক্য	1.	ও খেতাখতয়	}	4.
বৃহদারণাক	>11 •	কৌৰিত্তকী		н•
<b>Stratists</b>	31-/-	(1)		

#### াবদ ভক্তিসূত্র। । ১/০

শ্রামলাল গোলামী সিদ্ধান্ত বাচলাতি মহাশয় বায়য়

 সয়লিত

 শয়

 শয়

ৰূল, অৰম ও বলাফ্ৰাদসং ভক্তমাত্ৰেমই এই এছের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

ख्लकीवन i ।०/०

শ্রীবৃক্ত মণিমোহন বন্দ্যোঁপাধ্যায় বি, এন, নি, ঘারা নি শ্রীমতি এনিবেনেন্টের Doctrine of the Heart হইন্ডে

অন্থবাদিত।

সংপথ অবনন্ধী সংব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী। আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম। । ১/০

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষাল এম, এ. বি, এল ; দারা শ্রীষত্তি এনিবেসেন্টের Laws of the Higher life **অবলম্ব**েক

#### লিখিত

আধ্যাত্ম জীবনলান্ডে অনেকেই পিপাস্থ; আধ্যাত্ম জীবনে বে মহান্
নিরমাবলীর ক্রম আছে, অনেক পিপাস্থ জন তাহা না জানিরা, বে
কোন ক্রিরার উপর নির্ভর করিরা কত কষ্ট পান! সেই আর্যমাত্রেরই
ক্রেমাত্র গল্পব্য "আধ্যাত্মিক জীবন" তাহার অধিকার অবস্থা সকল
ও মূলতত্ম সমূহ বিশদভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসাহায্যে বর্ণিত হইরাছে।
সংপ্রধাবলন্ধী ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন।

জন্মান্তর রহস্থ। ५०

শ্রীষুক্ত ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ, ক্বড

এই পৃত্তকে শাস্ত্ৰ এবং বৃক্তি প্ৰমাণাদির দার। স্বস্থান্তরতৰ স্থপ্রতি-ষ্ঠিত হইরাছে।

# थमूनमानिका श्रहावनी।

#### ১। জीवन ও মরণাচন্ত জীবন।

শীৰ্জ শ্ৰামাচরণ ভট্টাচাৰ্য্য এম, এ, বি, এল; হারা শ্রীমতি এনি-বেনেকেটর Life and life after death নামক ৰক্তার অসুবাদ; শৃত্যুই আমাদের শেষ নহে, পরকাল আছে, জন্মের পর জন্ম আছে ইত্যাদি এবং মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা ইহাতে বর্ণিত আছে।

#### ২। ধর্ম-জীবন ও ভক্তি।

শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি-এল্ দারা শ্রীমতি অনিবেদেণ্টের Devotion and Spiritual Life এর অনুবাদিত।

#### ৩। সদ্ঞক ও শিষ্য।

কি প্রকারে জীবন গঠন করিলে সদ্গুরু লাভ হর এবং গুরুতত্বরহন্ত কি,কেহ যদি বুঝিতে চান, ভাঁহার এই পুত্তক বিশেষ প্রয়োজনীয়।

#### ৪। প্রকৃত দীকা।

া বাস্ত্ৰিক দীকা কি ? এই মহান্তত্ব অনেকেই জানে না, দীকা ভিন্ন মানবের চৈতভেত্ব প্রদার হয় না, এই সম্বন্ধে বিশেষরূপে কথিত আছে।

#### ৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

বদি 'কোন পথে গেলে আমার আমি মিলে'' বুঝিতে চান, যদি জন্ম মৃত্যুমন সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্ত পথ খুঁজিবার পিপাসা হর, বদি পরমার্থ নির্ণয়ে প্রবাসী হন, তাহা হইলে এই কুজ প্রক্তক পাঠ করিলে কডকটা সাহায্য পাইতে পারেন। Philosophy of the Gods —or "Deva Tattva" by Srijut Hirendra Nath Datta M. A. B. L. —Price As. 12 only.

Srijut Hirendra Nath Datta M. A., B. L., —Price As. 12 only. "Psychism and Theosophy" (Transaction of Theosophical Federation' No. I.) Enlarged revised edition of a paper read at the Serampore Theosophical Lodge by the Dreamer. Price Annas 8 only.

JUST OUT.

"Conception of the Selfby" Dreamer—Price As. Sonly.

স্প্রশিদ্ধ "আর্ব্যশাস্ত্র-প্রদীপ" প্রণেতার পুস্তক সমূহ।
আর্ব্যশাস্ত্র-প্রদীপ বা সাধকোপহার (১ম ও ২র থও)। প্রত্যক
শণ্ডের মূল্য ২ ছই টাকা। মানবভন্ধ ও বর্ণবিবেক (প্রাদ্ধ)। উৎক্রই
কাপড়ে বাধাই মূল্য ৩ । ঐ কাগকে বাধাই মূল্য ২॥•।

বঙ্গভাষায় নৃতন পুস্তক স্থপতি বিজ্ঞান

বা

#### ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত রাম সাহেব ছুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রণীত মূলা ॥ আট আনা।
ইহাতে ইট প্রস্তুত হইতে ইমারত প্রস্তুত করিতে যাহা বাহা আবশ্রক,
সমস্ত বিষয় বিশদরূপে পুন্ধায়পুন্ধরূপে দেখান হইয়াছে। ইট, চূণ,
স্থরকী,কাট,মজুরী প্রভৃতি যে সমস্ত আবশ্রক, তাহার বিষয় সরল ভাষার
সহন্ধ প্রণালীতে লেখা হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই পুত্তকের
সাহায্যে কোন ইঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ারের সাহায্য না লইয়া স্থলররূপে কার্য্য সমাধান করিতে পারেন; বিশেষ এই পুত্তক পাঠ করিলে
কোন মিন্ত্রী কি কারিকর ফাঁকি দিতে পারিবে না, অর আয়ারে,
সমস্ত ব্রিডে পারা বার, মূল্যও স্থলত।

প্রীযুক্ত অবিনাশচক্ত মুখোর্গাধ্যার-প্রণীত।

নাৰ্কণ্ডের-প্রাণান্তর্গত সেই দেবীমাহাত্ম্য বৃত্বিধ টীকার সাহাষ্যে সরল অভিনব টীকা ও বলাফ্রাদ সহ মৃত্রিত হইরাছে। ইহাতে অর্গলা- কোল, কীলক্ষোল, কবচ, দেবীস্কু, প্রাসাদি রহস্তলর এবং অত্যুৎক্রই চারিখানি দেবীপ্রতিমৃত্রি সন্নিবেশিত আছে। ৪৫০ পৃঠার সমাপ্ত। মূল বৃহৎ অক্ষরে মৃত্রিত। মূল্য ৮০ পাঁচ আনা মাল।

## A Romance in real Life!

The glory of Bengal!!

That Bengalee Hero—

Lieut. Suresh Ch. Biswas—

His life and adventures.

A most interesting Book.—Every page bristling with thrilling incidents—incidents in the Military Career of a Bengalee —A Bengalee who commanded a Foreign Army and commanded it to the admiration of the whole world.

Lieut. Biswas has removed the cloud of stigma that obscured Bengalee National Life and has amply demonstrated what a Bengali can achieve when given an opportunity. Bengal has learnt to worship National characters and among the worthies, the life of Lieut. Biswas is unique.

Every Bengalee-nay every Indian, who

loves his country, should read this Book.

Order at once, as only a limited number of copies are available, cloth bound, gilt lettered, with Photos. Price Rs. 2/- but reduced till December to Re. 1-4 and Postal charges 2 annas Extra.

Dutt Friends & Co, LOTUS LIBRARY, 50 Cronwallis Street Calcutta.

# "ভাষাতত্ত্ব''

#### প্রথম ও বিতীয় খণ্ড।

#### শ্ৰীশ্ৰীনাথ সেন প্ৰণীত।

কলিকাতা, \*কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ৫৯নং ' 'লোটাস্ লাইবেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রতি ৰঙ্গে ১১ টাকা।

বঙ্গভাষার নিত্য ব্যবহৃত অনেক শব্দ, কারকের বিভক্তি, ক্রিরা বিভক্তি, ক্রং ও তদ্ধিত প্রত্যর সকলের সংস্কৃতের সহিত কিছুমাত্র প্রীক্ষা নাই মনে করিরা, এই ভাষাকে সংস্কৃত ইইতে এক পৃথক ভাষা বিলিয়া লোকে মনে করে। এই পৃত্তক বিশদরূপে প্রদর্শিত হইরাছে যে, ঐ সকল শব্দ বিভক্তি প্রত্যরাদি সকলই সংস্কৃত মূলক। আর ইহাও প্রদর্শিত হইরাছে যে সংস্কৃত কথিত ভাষা নহে, ইহা সাহিত্যিক ভাষা, এবং ইহা যে ভাষার সাহিত্যেক আকার বাললা ভাষা তাহারই কথিতাকার। এই পৃত্তকে যে গভার গবেষণা, এবং অসামান্ত চিন্তা শক্তির পরিচর পাওরা বায়, তাহা পাঠ করিলেই আনা বাইবে। স্কুল কথা বলভাষার অভাবনীর মৌলিক তত্ত্ব সকল এই প্রহেপ্রাকান।

শ্রীঅঘোরবাথ দত্ত—প্রকাশক।

শ্রাগীর প্রতি উপদেশ<sup>?</sup>

ব। দীর্ঘজীবন লাভ করিবার উপায় পাঠি করুন।

বঙ্গদেশে এবং বাঙ্গালাভাষায় এরপ পুস্তক এই নৃতন হইয়াছে। ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় নৃতন নৃতন উপদেশ, যাহা ডাক্তার কবিরাজ বা কোন টিকৎসকের নিকট পর্ত্ত শ্বীরীয় করিয়াও পাওয়া বার না। একথা রোগিগণ মুক্তকণ্ঠে বীকার করিয়াছেন ও করিবেন।

#### স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপার্ধ্যায়

বিনিয়াছেন—"অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য বিধিগুলি তেজ্ঞস্থিনী ভাষায় এবং পরিকার্ভাবে উক্ত পুস্তকে বির্ত করা হইয়াছে, এবং উহা স্বাস্থ্যান্থেমী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা বিশেষ দরকার।" মূল্য ॥ ০ আনা মাত্র।

আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

এীমতা নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী-প্রণীত।

ু সতীশতক ১ম খণ্ড (২য় সংকরণ) মূল্য ॥• আনা।

স্তীশতক হয় থণ্ড ( ১ম দংশ্বন ) মূল্য ১০ এক টাকা। ইহাতে শাল্লোক্ত সহপদেশপূর্ণ একশত সতী রমণীর জীবনচরিত থণ্ডে থণ্ডে প্রশালিক হইবে। মূল মহাভারত, রামারণ, যোগবালিক, ভাগবভ, দেবাভাগবভ, পুরাণ প্রভৃতি বহু এই ইইভে সতী-চরিত্র সংগৃহীত হইরাছে।

"সতীশতক" প্রথম খণ্ডে পন্মা, ধরা, স্কর্মা ও রেণুকা, চক্রাবতী এই পাঁচটি আদর্শ রমণীর বুতাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ৪০০ পৃষ্ঠা।

"স্তীশতক" বিতীয় খণ্ডে অৰুদ্ধতি, শশিকলা, মালতী, বিছলা প্ৰভৃতি একুশটি রমণীয় বৃত্তান্ত সমিবিষ্ট হইয়াছে।

( অক্সান্ত থণ্ড বন্ধস্ব ) প্রকাশিত হইলে বথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

দত্ত, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, লোটাস্ লাইবেরী। ৫০ নং কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা।

# অলৌকিক রহস্য।

৭ম সংখ্যা । ]

প্রথম ভাগ 🕫

[ কাৰ্ত্তিক, ১৩১<del>৬</del> I

## मन्दीशनी।

আমরা সাধারণতঃ চক্ষু: কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, এবং যুক্তি, বিচার, কল্পনা প্রভৃতি মানসিক শক্তির সাহায়েই জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কথনও কথনও এরপ শুনা যায় যে, কোন একটি সভ্য কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানবের চিত্তে সহসা উদিত হয়, সে ব্ঝিতে পারেনা, উহা কোথা হইতে বা কিরপে আসিল। হয়ত সে বসিয়া আছে কিংবা কোন কাল করিতে বাইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা আদেশ বাক্য শুনিতে পাইল, কে যেন বলিল "ইহা কর" বা "উহা করিও না" বা "অমুক দিন এই প্রাকার ঘটিয়াছে বা ঘটিবে" ইত্যাদি। এই আকম্মিক জ্ঞানলাভ বা আদেশ প্রাপ্তির নামই দৈববানী বা আকাশবানী বা প্রজ্ঞানলাভ বা আদেশ প্রাপ্তির নামই দৈববানী বা আকাশবানী বা প্রজ্ঞানলাভ বা আদেশ প্রাপ্তির নামই দৈববানী বা আকাশবানী বা প্রজ্ঞানলাভ বা আদেশ প্রাপ্তির নামই দৈববানী বা আকাশবানী বা প্রজ্ঞানলাভ বা আদেশ প্রাপ্তির বিভাগ করা যাইতে পারে—আভ্যস্ত-রিক এবং বাহ্য। মানবের জীবাত্মা অস্তর হইতে যে ভালমন্দ, কর্ত্তব্যি, অকর্ত্তব্য বলিয়া দেন—ভাহাই আভ্যস্তেরিক প্রত্যাদেশ, এবং দেবতা, মহাপুরুষ, গুরু, প্রভাত্মা অথবা ক্ষম্ম জগতের যে কোন অধিবাসী

অলক্ষ্যে আমাদিগকে যে সকল আদেশ বা উপদেশ দেন—তাহাই বাহ প্রত্যাদেশ বলিয়া গণ্য। "জীবাত্মা" শব্দ নানা অর্থে ব্যবস্থুত হয়, কিন্ধ এখানে আমাদের The Ego. The Higher Self, অথবা "কারণ-मतीद्र''हे नका। এই कीवाचा वा कावल-भतीत উচ্চলোকে সর্বাদা অধিষ্ঠিত আছেন: এবং ই হার কতক অংশ সুন্দ্র দেহ ও সুলদেহ ধারণ করিয়া পুন: পুন: পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন; যেমন একটি শিক্ত মাটির নীচে স্বয়ং অদৃশ্র থাকিয়া মাটির উপর পুনঃ পুনঃ ডাল পালা ও পাতা বিস্তার করে এবং এই ডালপালার সাহায্যে রুষ্টি ও বায়ু হইতে যে রদ সংগৃহীত হয়, ভাহারই সারভাগ টানিয়া লইয়া উক্ত শিকড়টি যেমন পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ এই কারণ-শরীর স্বীয় স্ক্র দেহ ও সুলদেহের সারভাগ গ্রহণ করিয়া প্রতি জন্মে অল্লে অল্লে বৃদ্ধি ছইতেছেন। যেমন একটি বালক সমস্ত দিন বিভালয়ে থাকিয়া কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করে এবং রাত্রিকালে স্বগৃহে প্রত্যাগত হয়, সেইরূপ জীবান্থাও প্রতিজ্ঞান নূডন নূডন নেহে পৃথিবীতে আসিয়া জ্ঞানার্জন করেন এবং জীবনাস্তে স্বরাজ্যে প্রবিষ্ট হন। এইরূপ 'যাওয়া আদা' যে কতবার হইয়াছে ও হইবে, তাহার ইয়তা নাই। প্রত্যেক মানব হয়ত লক্ষবার জনিয়াছে এবং এই লক্ষ লক্ষ জনার্জিত জ্ঞানের সারাংশ লইয়াই তাহার কারণ-শরীর নির্দ্মিত। কিন্তু সকলের কারণ-দেহ সমভাবে উন্নত ( তুলারূপে পরিপুষ্ট ) নহে; কারণ বিদ্যালয়ের যত্নশীল ও মনোযোগী ছাত্রগণ অল্প সময়ে যাহা শিথিয়া লয়, অনাবিষ্ঠ ও খেলাপ্রিয় বালকেরা ভাহা শিথিতে পারে কি ? এই জক্তই বিভিন্ন কারণ-দেহ বিভিন্নরূপে উন্নত.—কোনটি অধিক কোনটি কম। যে কারণ-দেহ যত অধিক উন্নত, তাহা স্বীয় সূল ও স্ক্রদেহকে তত অধিক পরিচালিত ও নিরন্ত্রিত করে। এই হেতু সভ্য মানব মধ্যে মধ্যে যে বিবেক-বাণী

(voice of conscience) শুনিতে পান, অসন্ত্য মনুষ্য তাহা আদৌ পান না। আবার সভ্য মানবের মধ্যে বাঁহারা অসাধারণ প্রতিভাশানী, বা ভক্ত বা সাধক, তাঁহারা হয়ত সর্বাদাই জীবনের প্রতি কার্য্যেই, জীবাত্মার আদেশ স্পষ্টাক্ষরে শুনিতে পান এবং কেহ বা ই হাকে "শুরু", কেহ বা "মা" ( অথবা বাঁহার যাহা ইষ্টদেবুতা দেই নামেই ) সম্বোধন করেন। এই তো গেল আভান্তরিক প্রত্যাদেশের কথা। বাহ্ প্রত্যাদেশে দেবতা বা মহাপুরুষ তাঁহার প্রবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারা আমাদের স্ক্রাদেহে একটা জ্ঞান বা আদেশ স্ক্রারিত ইকরিয়া দেন। কোন্টি বাহ্ন, কোন্টি: আভান্তরিক অনেক সময় তাহা নির্থয় করা বড়ই কঠিন হয়।

পুরাণাদিতে প্রত্যাদেশের অনেক গল্প আছে। ইহা অধিকাংশ হিন্দুরই পরিচিত। আমরা পাশ্চাত্য জগতের কতকগুলি এইরূপ ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে তুইটি এইবারে পাঠকদিগকে উপহার দিব।

#### প্রত্যাদেশ।

### সক্রেটিসের রক্তান্ত।

গ্রীদের অসাধারণ পণ্ডিত সক্রেটিন্ বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকেরই স্থপরিচিত। ইনি প্রায় সর্ব্বদাই প্রত্যাদেশ শুনিতে পাইতেন। বিশেষত্ব এই যে তাঁহার প্রত্যাদেশগুলি প্রায়ই নিষেধ স্থচক। কোন কার্য্য করিতে যাইতেছেন, প্রত্যাদেশ হইল "ইহা করিওনা"। কিন্তু "ইহা কর" এরূপ প্রত্যাদেশ কথনও হইত না। ইহা হইতে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যে

কার্য্যে কোন প্রত্যাদেশ হইবে না, তাহা করা উচিত এবং করিলে ভালই হইবে। একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্লেটোর সহিত এক গৃহে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্থানাস্তরে যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু প্রত্যাদেশ হইল "যাইওনা"। তিনি বসিরা রহিলেন। অলকণ মধ্যেই তথার কতকগুলি যুবক উপস্থিত হইয়া, এরূপ এক বিষয়েয় অবতারণা করিলেন, যাহার আলোচনা করিয়া তিনি এবং শিধ্যবর্গ পরম উপকার লাভ করিলেন। তাঁহার দেশবাসিগণ অথবা কোন একটি বন্ধু হয়ত কোন যুদ্ধবাত্রা করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সক্রেটিসের "গুরু" उँ। शामिशदक निरंवे कतिलन । उँ। श्री निरंवे ना मानिया युक्त शमन করিলেন এবং বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা যে কত ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

একদিন রাত্রিকালে তিনি টিমারকস নামে তাঁহার এক প্রিয় বন্ধুর স্থিত ব্দিয়াছিলেন। টিমারক্স দেই রাত্রিতেই একটি গুপ্তহত্যা করিবার সংকল্ল করিয়াছিলেন। ইহা টিমারকস্ এবং ভাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু বাতীত আর কেহই জানিতেন না। সজেটিন্ নিজমুখে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, ভাহা শুরুন। ''কিয়ংক্ণ পরে টিমারক্স্ বলিলেন, 'সক্রেটিস্ আমি কোন কার্য্যে যাইব, কিন্তু শীল্রই ফিরিয়া আদিব।' ঠিক এই সময়ে আমি দৈববাণী শুনিতে পাইলাম এবং টিমারকস্কে বলিলাম 'না. না. তুমি কথনই এখন ঘাইতে পারিবে না।' ইহা শুনিয়া টিমারকস্উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার বলিলেন, 'সক্রেটিসু. আমাকে যাইতেই হইবে i' পুনরায় দৈববাণী হইল. স্কুতরাং তাঁহাকে আবার বসাইলাম। ইহার পর যেমন আমি একটু অন্তমনত্ত হুইয়াছি—টিমারকন্ আমাকে কিছুই না বলিয়াই অলক্ষ্যে সরিয়া গেল। পরদিন শুনিলাম সে কি ভীষণ কার্য্য করিয়াছে।"

আর একটি ঘটনা গুরুন। করেকটি বন্ধুর সহিত সক্রেটিস শ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইলেন "এ পথে যাইও না।" শ্রিক্ষুদিগকে এই কথা বলাতে, করেকজন তাঁহার সহিত ফিরিলেন এবং অন্ত পথ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর করেকটি তাঁহার কথার কর্ণপাত না করিয়া সেই পথেই যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্ধুর যাইতে না যাইতে একদল বন্তু বরাহ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সকলেই অল্লাধিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধূলিধ্দরিত গাত্রে মনোহঃথে বাটী ফিরিলেন।

যুবকদিগকে কুশিক্ষা ও কুমন্ত্রণা দিয়া কলুষিত করিতেছে, যথন সক্রেটিন এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন, তথন কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "দক্রেটিদ, তোমার ধর্মমত কিয়ং পরিমাণে ত্যাগ কর, জীবন রক্ষা হইবে।" ইহা ভ্রনিয়া তিনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন. ''শ্বামি স্থনীতি শিকা দিয়া দেশবাসীদিগকে সংমার্গে লইয়া যাইতেছি. স্নতরাং আমি দণ্ডিত না হইর। পুরস্কৃত হইবার যোগ্য।" তিনি অচল, অটল ভাবে স্বীয় জীবন বিসর্জন করিলেন, আত্মরকার জ্ঞ একটি বর্ণ ও উচ্চারণ করিলেন না। ইহার রহস্ত তিনি বিচারকদিগের নিকট নিজমুথে ব্যক্ত করিয়াছেন, "হে বিচারকগণ, আমার জাবনে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। যথনই আমি কোন অক্সায় কর্ম্ম করিতে গিয়াছি, তথনই একটি দৈববাণী আমাকে নিবারণ করিয়াছে। কিন্তু এই বর্ত্তমান ব্যাপারে এ দৈববাণী আমি একবারও ভুনি নাই ;—কেবল একদিন মাত্র যথন আমি আত্মরক্ষার জন্ত কিছু বলিব ভাবিতেছিলাম, তথনই একবার মাত্র ঐ বাণী আমাকে ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিল। ইছা হইতে কি এই প্রমাণ হইতেছেনা যে, এ পর্যান্ত যাহা যাহা হইয়াছে, সবই ভালর জন্ম এবং আমার মৃত্যুই বাঞ্নীয় ও হিতকর ? কারণ ইহা অন্যায়

বা অহিতকর হইলে, দৈববাণী নিশ্চয়ই আমাকে বাধা দিত।" পাঠক ! জীবান্মার (Higher self এর ) কিরূপ জোর একবার লক্ষ্য করুন।

## অলিন-কুমারী জোন। (Joan of Arc.)

ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অলিন-কুমারীর বৃত্তাস্ত অবগত আছেন। পঞ্চদশ
শতান্দীর প্রারম্ভে ইনি ফরাসীদেশে এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।
সক্রেটিসের তায় ইনিও বাল্যকাল হুইতে এক অণোকিক স্বর শুনিঙে
পাইতেন। তাঁহার বয়স যথন তের বংসর, তথন তিনি ইহা প্রথম
শুনিতে পান। দৈববানীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অস্বাভাবিক আলোকছটা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঐ আলোকের মধ্যে দেবদ্ত এবং
মহাপুরুষগণের মৃত্তি আবিভূতি হইতে লাগিল, তিনি স্পষ্টরূপে তাঁহাদের
কথা শুনিতে লাগিলেন, ভাঁহাদের ইসারা ইঞ্জিত দেখিতে লাগিলেন।

তৎকালে অনিক তুর্গ ইংরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং ফরাসীগণ জ্বানাপত যুদ্ধে পরাজিত ইইতোছল। জোনের উপর প্রত্যাদেশ হইল, "তুমি অবিলম্বে ফরাসীগণের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধান্তা কর। সেন্ট কাথ্যারিন্ গির্জ্জার বোদর পশ্চাতে একথানি তরবারি প্রোথিত আছে। উহা আনাইয়া লও। নির্ভয়ে অগ্রুমর হও। ইংরাজ অবরোধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে এবং করাসার জয় হইবে। রাজপুল চার্ল দ্ রিমন্ নগরে অভিষিক্ত হইবে। কিন্তু যুদ্ধে তুমি আহত হইবে। মে মাসের ই তারিথে একটি তীর তোমার দক্ষিণ স্বন্ধের নিমদেশ বিদ্ধ করিবে। ইহাতে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে না; তুমি স্কুম্ব হইয়া প্রনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। অবশেষে কম্পিনের যুদ্ধে তুমি বন্দীরূপে ধৃত হইবে। ইত্যাদি।"

অবশ্য, এই সকল প্রত্যাদেশ তিনি এক দিনে বা এক সমধে শুনেন নাই, ইহা মধ্যে মধ্যে হইয়াছিল। প্রথমে তিনি আপত্তি করিলেন

"আমি হর্বল ক্রয়ক-বালিকা, যুদ্ধের কিছুই জানিনা, এমন কি ঘোড়া চড়িতেও পারি না, আমি সেনাপতি হইব কিরূপে ?" দুঢ়ভাবে উত্তর আসিল, "ভূমি নিশ্চরই পারিবে ।" স্বভরাং তাঁহার এক অমান্ত্রী শক্তি আসিল, অসাধারণ সাহস আসিল, তিনি সেই দেব-দত্ত অসি লইরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, ইংরাজেরা হটিতে লাগিল, ফরাসীর বিজয়-পতাকা গগনে উড্ডोन হইল. দৈববাণী অক্সরে অক্ষরে সফল হইল।

श्रीभाश्यनमान बाब्रहोधुद्री।

# প্রেতিনীর আত্মকথা।

( প্রথম দিনের কথা )

দে আজ বেশী দিনের কথা নহে, গত বৎসর শরতের প্রথম ভাগে যথন মায়ের মন্দিরে আরতীর বাল্প শুনিবার জন্ম প্রবাসী বাঙ্গালির প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, সম্ভান মায়ের কোলে ঘাইবার জক্ত স্বামী সংসার কুঞ্জের শান্তিদায়িনী স্ত্রী দর্শনার্থ, দূর দূরাস্তর হইতে গৃহপানে ছুটিয়াছে,— ঠিক এমনি দিনে, পূজার কিছু পূর্ব্বে আমাদেরও কালেজের ছুটি হইল। আমরাও অনন্ত আশা বকভরা আকাজ্ঞা লইয়া বাড়ী ছটিবার জন্ম বাত হুইয়া পড়িলাম। প্রথম চিন্তার বিষয় হুইল, কাহার জন্ম কি **লইব** ? ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলি আগ্রহ পূর্ণ নেত্রে আমার গমন প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে। তাহাদের জন্ম অন্ততঃ আবশ্রক-মত কিছু লওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া ঝাজার করিতে বাতির হইলাম। বন্ধগণের মধ্যে অনেকে অনেক কিনিলেন। এই স্থদেশীর পূর্ণ জোয়ারেও প্রেমময়ী স্ত্রীর জন্ম আদরের, সোহাগের বিলাদের অনেক দ্রব্য অনেকে কিনিলেন। আমি দেখিলাম আর হাসিলাম। কেন হাসিলাম জানি না, এ দায়ে

আবদ্ধ হইলে আমাকেও হয়ত কতই লইতে হইত, কিন্তু ভগবান আমাকে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত রাধিয়াছেন। আমার সমস্ত স্নেহ, সমস্ত ভালবাসা হৃদরের সমস্ত স্থান জুড়িয়া প্রাণাধিক ভ্রাতাভগিনীগুলি বিরাজ করিতে-ছিল; তথায় আর কাহারও অধিকার এ পর্যান্ত বর্ত্তে নাই।

বথনকার কথা বলিতেছি, তথন আমি—নং মানিকতলা খ্রীটের একটা মেসে থাকিতাম, আফ্রে জনৈক বন্ধ—নং কর্ণপ্রালিস্-খ্রীটের একটা মেসে থাকিতেন। বন্ধুটার নাম পার্বাতী। পার্বাতীর মেসের সকল ছাত্র চলিয়া গিয়াছে; একা সে ও তাহার পার্যের ঘরের একটা ছাত্র সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর বিভলে অবস্থান করিতেছেন। ঠিক হইল আমি ও পার্বাতী এক সঙ্গে বাড়ী রওনা হইব। উভয়েরই বাড়ী ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী কোনও গণ্ডগ্রামে, উভয়ের গ্রাম পরম্পরের অভি নিকটেই অবস্থিত।

আজ আমরা বাড়ী রওনা হইব। আমি মানিকতলা মেদ ছাড়িয়া কর্ণওয়ালিস্-ষ্রাট্ মেদে পার্কতীর নিকট আসিয়াছি। সমস্ত দিন ভাবিয়া এটা-ওটা-সেটা আবশুকীয় কত কি :কেনা হইল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া, আসিল, অন্তগামী স্থ্যের শেষ আভাটুকু দ্বিতল, ত্রিতল ছাদের উপর প্রতিবিশ্বিত হইয়া ধীরে ধীরে অন্তাচলে লুকাইল। অন্ধকারের অন্শু আবরণ কলিকাতার বুকের উপর আসন পাতিয়া বসিবার জন্ম ধীরে নামিয়া পড়িল। আফিস ছুটা, স্থল-কলেজ ছুটা, তাই কলিকাতার মন্ত স্থান যেন একটা নীরবতা বুকে লইয়া কি একটা গন্তীর মৃত্তি ধারণ করিয়াছে। সকাল সকাল আহার করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইবার জন্ম ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। বাল্ল ছুইটা ছাদের উপরে, ভিতরে আমরা ছুই বন্ধু। কিন্তু তবুও বেন মনে হইতেছিল, গাড়ী বড় ভার বোধ হইতেছে, ঘোড়া ছুইটা যেন বছ কন্তে আমাদের লইয়া ছুটিতেছে। সেই নীরবপথেই আমরা নীরবেই ছুটায়াছি, তবুও যেন গাড়ীয় ভিতরে কাহার

দীর্ঘনিখাস থাকিয়া পাকিয়া সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কিরূপ একটা কাতর প্রাণের অব্যক্ত যাতনা প্রকাশ করিতেছিল। ভাবিলাম গাড়ীর পশ্চাতে লোক আছে, চাহিয়া দেখিলাম সইস কোচবাল্লে বসিয়া রহিয়াছে, পিছনে কেহই নাই। আশে পাশে চাহিলাম, কোথাও কিছু দেখিলাম ৰা। গাছীতে আমরা ছ'জন' তবুও যেন মনে হইতেছিল-এক গাড়ী মাত্র বদিয়া সমস্ত স্থানটা এমন ভাবে জুড়িয়া বদিয়াছি যে, পাশ ক্ষিরিবার স্থানটুকু পর্যান্ত নাই। দুর্নখতে দেখিতে শিরালদহ ষ্টেশনে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। শরীর উভয়েরই অনেক পাতলা বোধ হইল, কিন্তু জানিলাম ট্রেণ তিন মিনিট পূর্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। পরের দিন সকালের ট্রেণে যাওয়া ব্যতীত উপায় নাই বিবেচনায় একটা নিরাশা বকে লইয়া আবার পেই কর্ওয়ালিস-খ্রীটের মেসেই ফিরিলাম। দিতলে পার্বতীর প্রকোষ্ঠেই কোন রকমে রাত্রি কাট্টাইব, এই ভাবিয়া ছুই জনে এক বিছানায় শয়ন করিলাম। বাক্স বিছানা এখানে ওথানে সেখানে বিক্লিলভাবে ঘরের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। উভয়েই নিস্তব্ধ. উভয়েরই প্রাণে গাড়ীর মধ্যের সেই করুণ দীর্ঘ নিশ্বাস জাগিতেছে। আমাদের শ্যার দক্ষিণপার্থে মন্তকের নিকট একখানা টেবিলের নিকট ঘড়িটা রাথিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিয়া কেবল সেই দীর্ঘনিখাস ভাবি-তেছি, এমন সময় হঠাৎ ঘরে শব্দ উঠিল, টক টক টক; আবার শব্দ হইল টক্ টক্ টক্; এক হুই তিন করিয়া গুণিলাম। থাকিয়া থাকিরা ছয় বার শব্দ হইল। একে পার্বভী একটু ভীতু, তার পর সেই গাড়ীর ঘটনা। ইহার উপর আবার এই প্রকার শব্দে দে ভয়ে জড়দড় হইয়া আমাকে ব্রুড়াইরা ধরিল। আবার—আবার সেই শক। কিন্তু আশ্চর্যা এই প্রত্যেক বারই উপ্যুগিরি ছয় বার করিয়া শব্দ হইভেছে। কোন প্রকার লাঠা দ্বারা থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক

তেম্নি টক্ টক্ শব্দ। ভাবিলাম ইন্দুরে ঐরপ করিতেছে। পার্শ্বভীকেও তাগ্ট বুঝাইলাম। আলো জালিয়া সমস্ত হর তর তর করিয়া অমু-मक्कान कत्रिलाम, रकाशां कि कू नारे; त्वरे चारला निवारेलाम खावांत्र দেই শব্দ। ভাবিলাম বাল্লের ভিতর ইন্দুর গিয়াছে। **আ**মার ও পার্ব্বতীর ৰাক্স খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, কৈ কোথাও ভো কিছু নাই। व्यात्ना ज्ञानित्न त्कान मक नाह-निर्दाणिक कतित्नहे त्महे मक। পার্বতী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিন, "ইহা নিশ্চয়ই ভূত, আমি শুনিয়াছি, এ বাড়ীতে ভূত আছে। আমার বড় ভয় করিতেছে, চল অন্ত প্রকোষ্ঠে যাই।'' ইহা বলিয়াই আমাদের পাশের বরে যে ছাত্রটি ছিল, তাহার নিকট ঘাইবার জন্ম আমাকে মিনতি করিতে লাগিল। পার্বতী ভয়ে কাঁপিতে ছিল, আমি কিন্তু ভূতে বিখাস করিতাম না, হাসিয়া বলিলাম, —"তুমি পাগল, ভূত নির্দ্ধোধের কল্পনা, পাগলের থেয়াল।"—যেই বলা কে যেন দরজার কাছে অক্ট হাসির ধ্বনিতে বরটার নিওক্তা ভাঙ্গিয়া দিল। দেখাদি অতি কাণ ও অতি কোমল। যেন ভূতে বিশ্বাস করি না বলিয়া আমাকেই উপহাস করিল। এক বার এই বার তিন,বার সেই গুলির লহর উঠিল, থামিল। আনি অবাকৃ হইয়া দ্ভিটিয়া রহিলাম। मत्न छात्रो मत्नर रहेल, पत्रका शुलिलाम शार्तका छूछिया वाशित रहेल, भगछ वाड़ी भूँ। अलाभ किছ (प्राथनाम गा: नाना প্रकात कल्लना-अन्नना করিতে করিতে পার্শের প্রকোঠেই ঘাইয়া সেই ছাত্রটীকে উঠাইয়া তাহার পার্শ্বে ওঃজনে শর্ম করিলাম: তুইজনের কাহারও ঘুম হইল না। নানা প্রকার ছশ্চিস্তার রাত্তি কাটিয়া গেল। কি জানি হয় ত ভীতু বলিয়া উপহাদ করিবে, এই জন্ম পার্শ্বের বরের ছাত্রটিকে কিছু বলিলাম না। ভাষার পরের দিন স্কালের ট্রেণে বাড়ী যাত্রা করিলাম। বাড়াতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

মাসৈক সময় শশু-শুমেলা পল্লীর নিভূত ভবনের শাস্তি উপভোগ করিয়া আবার কোলাহল-পূর্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। মাতার আশীর্কাদ মন্তকে লইয়া ভ্রাভা-ভগিনীর মলিন মুখ ভাবিতে ভাবিতে ভোরের গাড়ীতে কলিকাতার উপস্থিত হুইলাম। প্রথমে মানিকতলা মেদেই উঠিয়া বিছানাপত্র গাঁড়ী হইতে নামাইয়া একেবারে পার্বভীর মেদে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পত্রে জ্বানিয়াছিলাম, পার্বভী একদিন পূর্বের রওনা হইয়াছে। আসিয়া দেনি, তথনও কেই উঠে নাই, মেসের দরকা ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ। "পার্ব্যতী আছ ?" বলিয়া ডাকিতেই দে দৌজিয়া আদিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিলাম তাহার মুখখানা শুষ্ক, চক্ষু বক্তবর্ণ ; কি যেন একটা ভীষণ চিস্তায় মুখে কালিমা পড়ি-য়াছে। সম্লেহে জিজাদা করিলাম পার্বতী। তোমার কি কোন অমুথ ক'রেছে ? সে বলিল-"বাগ হ'য়েছে বলব এখন, চল উপরে ঘাই।" তাহার প্রকোষ্ঠে উভয়ে যাইয়া বদিলীম। আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞানা করিলাম—"ভোমার কি হ'য়েছে পার্ব্যতী স আজ তোমাকে এরপ দেখা যাইতেছে কেন ?" দে ক্ষীণভঠে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আকুল নেত্রে বলিল,—"ভাই! আর আমি বাঁচিব না, ভাবিয়াছিলাম ভৃত আমাকে ভুলিয়াছে, কিন্তু তাত নয়! কলা সমস্ত রাত্তি আলো জালিয়া বসিগ্নাছিলাম। যেই মালো নিবাইগ্নাছি, অমনি দেই শব্দ, সেই হাসি---আমাকে অন্থির করিয়া ভূলিয়াছে।'' আমি কান্ত-পুত্তলিকার ন্তায় চুপ করিয়া দাঁড়।ইয়া রহিলাম। পার্ব্বতী বলিল,—"আজ থেকে তুমি এথানেই থাকিবে, নতুবা একা কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকিতে পারিব না।" অগত্যা তাহার প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হইলাম।

আমাদের মানিকতলা মেসে Edward Institutionএর একজন master থাকিতেন। তিনি প্রেত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা

করিয়া থাকেন। লোকটা বিদ্বান ও সান্ত্রিক। পার্ব্বতীকে লইয়া আমি দ্বি-প্রহরের আহারাদির পরে তাঁহার নিকট ঘাইয়া পূর্বারাত্তি ও পূজার পূর্বের ঘটনা সমস্ত জানাইয়া কি করে। কর্ত্তব্য পরামর্শ চাহিলাম। অন্ত কেহ হয় ত এতটা করিতেন না, কিন্তু আমি সাধারণতঃ একটু কৌতৃহল-প্রিয়। তিনি অনেক কথা বলিলেন। আমাদিগকে অনেক বুঝাইলেন। আসিবার সময় বলিয়া দিলেন,—"তোমরা ভয় পাইও না। Spirit (প্রেক্ত) হুই রক্ষের অনুছে। হুষ্ট প্রেক্ত যাহারা ভাহারাই সাধারণত: লোকের অপকার করিয়া থাকে। এইটা ছই প্রেত কি না, ভাহা তাহার কার্য্য কলাপেই বুঝিতে পারিবে। আমার তো বিশ্বাদ ইহা হুষ্ট প্রেত নহে। অনেক সময় সংসার হুখে অভুপ্ত আকাজ্জার তীত্র স্থৃতি মৃত্যুর পরেও আত্মাকে সংসারে আসক্ত করিয়া রাখে এবং সেই জন্তুই জনান্তর পর্যান্ত আত্মা দেই সাকাজ্জা বুকে লইয়া বাসনার জালায় ছুটোছুটা করিয়া বেড়ায়। তাহারাই তাহাদের প্রাণের ব্যথা হৃদয়ের কথা বলিবার জন্ত মানুষের কাছে আদিয়া থাকে। <mark>আমরা</mark> অজ্ঞান, আত্থা হীন তাই হয় ত তাহাকে দুর করিয়া দিই, নানা প্রকার উপদ্রবে, ওঝা ডাকাইয়া, শান্তি সস্তায়ন করিয়া ভাড়াইয়া দিই, অথবা আমরা নিজেরাই সরিয়া যাই। সেই আআ মর্ম কথা বলিতে না পারিয়া প্রাণের যন্ত্রণার ঘূরিয়া বেড়ায়, আর আমরা তাহাকে দূর দূর করিয়া সরাইয়া দিই। যদি তাহা না করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া কারণ অমুসন্ধান করিতাম, ভাহাদের প্রাণের বাসনা জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতাম, ভবে জন্মান্তরবাদ কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম না। প্রেত্তত্ব, অদুশ্র সহায় (Invisible helper) প্রভৃতিতে অবিখাস করিতে পারিতাম না। তোমরা যাও, সাহদে বুক বাঁধিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তাহার আবি-র্ভাবের কারণ অফুদদ্ধান কর, দেখিবে কত নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবে।''

আৰু আমরা সন্ধার পূর্বেই মেসে আসিরাছি। ভর ও বিশ্বর বুকে শইয়া রাত্রের প্রতীক্ষা করিতেছি। ক্রমেই যত অন্ধকারের আবরণ ছাইয়া পড়িতে লাগিল, আমরাও ততই উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আজ আমরা সংকল্প করিদাছি, যাহাই হউক নাধা বিপত্তি অভিক্রম করিয়া একবার রহস্ত উদ্বাটন করিব। ক্রমে আমাদের মেদের আহারাদি সমাপ্ত হইল। যে যাহার প্রকোষ্ঠে সার্হয়া দরজা বন্ধ করিল। আমরাও नतका वश्व कतिनाम । जात्ना व्यक्तिराजिलन, निवारेश निनाम । इ'क्रानरे বসিয়া, কাহারও মুখে কথা নাই । পার্বাতী পিছন হইতে আমাকে জড়া-ইয়াছিল। অদুশু বিপদের আশবায় শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। ভর না হইলেও কি যেন একটা চিস্তার অতীত ভাবনা আসিয়া মনটাকে আচ্চর করিয়া ফেলিয়াছে। কান পাতিয়া আছি, এমন সময় ,শব্দ হইন ঠক্ ঠক্ ঠক্। পার্বতী আমাকে **অ**গাঁকড়াইয়া ধরিল, আমি শক্ত হইয়া বদিলাম। একবার, গুইবার, তিনবার সেই শব্দ হইল। ভাবি-লাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, মুথ দিয়া কথা বাহির হইল না। বহু কটে, শুষ্ক জিহ্বায় থিজাদা করিলাম, "তোমার নাম কি ?"

উত্তর পাইলাম, ঠক্, ঠক্, ঠক্—ছয় শব্দ! আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,
— "তোমার নাম !" আবার সেইরপ শব্দ। কিন্তু এবার শুধু শব্দ
নহে। আমাদের মনে হইল শব্দের সঙ্গে একটা ক্ষীণ কণ্ঠের মধুর ধ্বনিও
ব্যন আমাদের কথার উত্তর দিতেছে! কিন্তু বুঝিলাম না।

তিন বারের বার যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম সেই শব্দ কথায় পরিণত হুইতেছে। যেন বলিতেছে,—"জ্ঞানদা স্থন্দরী!"

পাৰ্শ্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিছু বুঝিলে? সেও বলিল জ্ঞানদা স্থলারী? আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি জ্ঞানদা স্থলারী? শব্দ আরও স্পষ্টভাবে উত্তর করিল, "না।" "তবে কি ?'' আরও স্পষ্ট, আরও উচ্চে উত্তর আসিল, "সারদ। স্বন্দরী !!" ভিজ্ঞাসা করিলাম. "সারদা স্বন্দরী'' ? উত্তর ছইল. "হাঁ।''

ক্রমেই বেন শব্দগুলি জীবস্ত মাহ্নবের কথার প্রায় প্রপ্ত হইতে প্রপ্তির হইতেছিল। ক্রমেই যেন আমাদের ধারণা, হইতেছিল আমরা জীবস্ত, জাজ্জলামান সম্প্রেপ উপবিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছি। কিন্তু কথা-গুলি বড় কোমল। বড় মর্ম্মপ্রশী : বড় বিষাদ বিজড়িত নম্রতা ব্য়স্তক! ভন্ন হইল এ কিছু অনিষ্ট করিবে না ত ? জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবে ?" উত্তর—"না।"

আমি—আচ্ছা বল দেখি ঘড়ীতে কয়টা বাজিয়াছে ? উত্তর—১০টা ৩৫ মিনিট।

আলো জালিয়া মিলাইয়া দেখিলাম ১১টা বাজিয়া ৫ মিঃ হইয়াছে।
ঠিক বলিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্তুই এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম।
না বলিতে পারায় একটু সন্দেহ হইল, ভাবিলাম হয়ত আমার ঘড়ী ঠিক
চলিতেছে না। আবার আলো নিবাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আমার ঘড়ীতে করটা ?"

উত্তর হইল-১১টা e মি:।

তথন বুঝিলাম সামার ঘড়াটী ক্রত চলিতেছে।

ক্রমে আমাদের সাহস বাড়িতে লাগিল। বলিলাম,—"তোমার পরিচয় বিজ্ঞাসা করিতে বড়ই কৌতৃহল ইইতেছে; দয়া করিয়া বলিবে কি?"

তথন সেই অন্ধকারে অদৃশ্য মনুষ্য কণ্ঠ ধীরে ধীরে আত্ম পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। সে কণ্ঠ যে কি কোমল, কি মর্দ্মস্পর্দী তাহা ভাষার অতীত!! আমরা পুত্রলিকাবৎ সেই বীণা ঝঙ্কারের ন্তায় কোমল স্বরলহরী কেবল শুনিয়া গোলাম। সে বলিল,—"আমি যে স্ত্রীলোক তাহা

হয়ত আমার নামেই পরিচয় পাইয়াছ। আমার বাড়ী ২৪ পরগণার মধ্যে \* \* গ্রামে। যথন আমার বরস ১৬ বংসর তথন পাপের नर्सनानी मूर्खि व्यामि वर् चन्त्र पिशिष्ठिनाम। द्योवतनत अवन तन्नात्र, হিন্দু বরের কুলবধৃ আমি, সাধ করিয়া বিষবলী স্থলন করিয়াছিলাম। পিশাচ দেবরের কুপরামর্শে—দেবতা, পুণ্য, ধর্ম, স্বামী—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, ব্রাহ্মণের কুলে কালী দিয়া সেই নর্রপিশাচের সঙ্গে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া আসি। দেবতা তুল্য<sup>া</sup>স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একটা মদ্যপারী কামনার দাসকে, একটা কুকুরকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠা করি। ওগো। কাছাকে সে ছ:খ কাহিনী বলিব ? কে এ পাপীয়দীর মর্ম-কথা গুনিয়া অশ্র বিসর্জন করিবে ? বড় জালা, বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত, আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি ।।" দে সমস্ত ঘরটা একটা মর্মভেদী कुन्मरनेत र्तार्ल ছाইश राल। आभि त्रिलाभ, "यपि शूर्स्तत कथ! শ্বরণ করিতে তোমার কষ্ট হয় তবে থাক, আমি শুনিতে চাহি না।

সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল:---

"না আমিই বলিব। বেখানে যাই সেখান হইতেই বিতাড়িত হই। সকলেই ভয় পায়। এ জালা, প্রাণের এ ভার বলিয়া যে একটু লাঘব করিব, তাহাও পারি না। কেবল ছুটাছুটী করিয়া বেড়াই। ওগো। আম वफ शाशीयमी, वफ कुलठा-- आमात कि श्रव !!"

"আমি দেই দেবরের সহিত আসিয়া ৬ মাদ তাহার সহিত একত্রে ছিলাম। ভারপর এক দিন হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া গেল, আর ভাহার দেখা পাই নাই! ছই দিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইলাম। ভার পর, তারপর যে কি হইল বলিতে ছদয় বিদীর্ণ হয়, চকু ফুটিয়। জল বাহির হয়। আমি জগতের ঘুণ্য, সমাজের ঘুণ্য প্রকাশ \* \* বৃত্তি অবলম্বন করিলাম। নিত্য নৃতন লইয়া আমার বিলাস বাসনা, আমার ব্যক্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতাম। আমি মদ থাইতে শিথিরাছিলাম; দিবারাত্রি মদে বিভোর হইয়া থাকিতাম। হায়! হায়! সেই মদই আমার কাল হইল।"

স্বাবার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি উথিত হইল। স্বপ্নের প্রহেলিকার স্থায় অসাড় দেহে আমরা কেবল শুনিতে লাগিলাম। "সেই উন্মাদনায় আমি একজনকে ভাল বাবিয়াছিলাম। সে ভালবাসার প্রতিদান পাই নাই। আমি স্থন্দরী বলিয়ী গর্জ করিতাম, যৌবনের অহলার করিতাম, আমাকে দেখিলে কতজনে ভূলিত। হায়! সেই আমি,আমাকে কেহ দেখিতে পায় না! ভয়ে কাহারও সন্মুধে যাইতে সাহস পাই না। ষাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, যাহাকে না দেখিলে অন্তির হইতাম, কি জানি কেন দে না আসিলে আমার আহার হইত না, সে না আসিলে আমার নিদ্রা হইত না : সেই যুবক, সেই স্বকৃতজ্ঞ প্রেমিক আমাকে মদে কি মিশাইয়া পাগল করিয়া দিল! একে একে আমার সমস্ত অলমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইরা প্লায়ন করিল। আমি বুঝিয়াও বুঝিলাম না, দেখিয়াও দেখিলাম না। সেই উন্মাদ অবস্থায় আমি অমানিশার অনস্তব্যাপী ঘোরান্ধকারে জলে পরিপূর্ণ চৌবাচ্চায় লাফাইয়া পজিলাম। যদিও চৌবাচচা ছোট ছিল, তথাপিও মদের নেশায় আর আমি উঠিতে পারি নাই। উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই। সেই অবস্থায় একাকী অসহায়া আমি—আমার প্রাণ গিয়াছে !! উ: সে যে কি যন্ত্রণা তাহা কে বুঝিবে !!!" আবার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া হঠাৎ যেন দাঁড়াইয়া পড়িল। আমাদের মনে হইতেছিল, সেই আত্মা মেঝেতে ব্দিয়া কহিতেছে। দাড়াইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল। "আমি এখন ঘাই ৭'' আবার বলিল," আমি তবে এখন যাই ?" বড় কাতরতার সহিত, বড়ই বিনয়ের সহিত, বড় কপ্টে বলিল,

শ্বামি এখন যাই ?" আমি বলিলাম আর কি আসিবে না! উত্তর দিল, "কল্য আসিব।" আমি বলিলাম "আচ্ছা তবে যাও।" বলামাত্র খন্থস্ শব্দ হইল। সেই মুহুর্তিই দরকায় হত্তদারা আলাত করিলে যেমন শব্দ হয়, সেইরপ একটা শব্দ হইল। পরক্ষণেই আর কোন সাড়া নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া আর উত্তর পাইলাম না।

সেই নীরব গৃছে আমাদের কর্ণে বেন কেবল সেই করুণা-উদ্বেশিত বামা-কণ্ঠ, সেই বিদায়ের বিষাদ বিজড়িত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্লান্ত দেহে, অবসর মনে, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বুমাইয়া পড়িলাম।

ক্ৰমশঃ

শ্রীসতীক্রনাথ রায়চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত অলোকিক রহস্তের সম্পাদক

মহোদয় সমীপেরু \*

মহোদয়,

নিম্নলিখিত ঘটনাটী না১০ বংসর পূর্বে প্রকৃত ই ঘটিরাছিল,—তপন আমার খরস ৮ বংসর। এই ঘটনা যে সম্পূর্ণ সত্যা, সে বিধঃর',সংক্ষাং নাই। লি,খিতে হ্রত ! ত্ব' একটা কথার প্রভেদ হইতে পারে,। ইতি।

> বশংবদ, শ্রীবিজয়ক্ষণ ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

তরা সেপ্টেম্বর ১৯০৯

## শাপভ্রফ অপ্সর।

মেদিনীপুর জেলার কোন কুদ্র পলীগ্রামে অধিকারী মহাশরের নিবাস। তিনি বেশ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে তাঁহার নাম ডাক আছে। তাঁহার চারিটী পুত্র। আমার এই আখ্যারিকা তাঁহার মধ্যম পুত্র ভবতোর অবলম্বনে লিখিত। এ ঘটনাটিঃ সম্পূর্ণ সত্য।

ভবতোষের বয়দ যথন ১৮ কি ১৯ বৎসর, তথন দে নিকটবর্তী কোন এন্ট্রেন্স স্থলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। প্রত্যহ বাড়ী হইতে স্থলে যাওয়া কষ্টকর এই ভাবিয়া, অধিকারী মহাশয় ভাহাকে বোর্ডিং এথাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং পুত্রের পাঠে বেশ মনোযোগ আছে দেখিয়া, বোর্ডিং এর পার্শ্ববর্তী একটী নির্জ্জন কক্ষে ভাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ক্লাদের মধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া সকলেই ভাহার প্রশংসা করিত।

ভবতোষকে দেখিলে দকলেরই মনের ভাব কেমন একরূপ হইত; বোধ হইত যেন সে এখানের নয়। তাহার দেই টানাটানা চক্ষ্য় বে দেখিয়াছে, দেই তাহাকে ভালবাদিয়াছে, যে তাহার হাদিভরা মুথখানি দেখিয়াছে, দেই মজিয়াছে। আমাদের আত্মীয় বলিয়া বলিতেছি ন! বাস্তবিকই ইহা যথার্থ সত্য।

বাল্যকাল হইতে ভবভোষ সঙ্গীত বিষয়ে পারদর্শী ছিল। তাহার মধুর-কোমল-কণ্ঠ-নি:স্ত-গীত যে শ্রবণ করিয়াছে, সে জীবনে কথনও তাহা ভূলিতে পারিবে না। তাহার আর এক বিশেষত্ব ছিল এই যে, কোন রাগ রাগিণী বা তাল কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে হয় নাই,—যেন পূর্বি জন্মার্জিত। এন্ট্রেন্ পরীক্ষার সময়। পরীক্ষার্থিগণের পড়িবার চাড় পড়িরাছে; সকলেই দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ভবতোবেরও পরীক্ষা; কিছা সে অপরাপর ছাত্রের স্থায় অনবরত পরিশ্রম করিত না। দিবাভাগে কুল হইতে আদিয়া বন্ধুগণের বাদায় গান গাহিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু রাত্রিকালে কেহু তাহাকে বাহিরে দেখিতে পাইত না। বোর্ডিংএর যে কক্ষে সে থাকিত, তাহার ঘাঁর বন্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিত। এমন এক এক দিন দেখা গিরাছে যে চীৎকার করিয়া ডাকিলেও, ভবতোয় শুনিতে পাইত না।

জ্যৈষ্ঠ মাস —পরীক্ষার ফল বাহির হইরাছে। ভবতোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই। আধিকারী মহাশয় স্ত্রার অমুরোধে তাহার বিবাহ দিতে উৎস্কক। চাারদিক হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে, কোন স্থানেই পাত্রী মনোমত হয় না। অবশেষে নিকটবর্তা কোন স্থানে একটা নবম বর্ষীয়া বালিকার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। ভবতোষ কিছুতেই বিবাহ করিবে না, পিতা,মাতাও ছাড়িবেন না। তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতে খুব জাঁক জমকের সহিত বিবাহ ইয়া গেল। তুচারি দিন আমোদ আহ্লাদের উৎস ছটিল।

বিবাহের পর, ষষ্ঠ দিবস,মধ্যাক্ত সময়,মাতা গৃহ কর্মে ব্যাপ্তা,—সহসা ভবতোষ আসিয়া তাঁহাকে বলিল— "মামার আব জীবনের আশা নাই। আমার সম্পূর্ণ অনভিমতে বিবাহ দিয়াছ, পরে ইহার ফল ভোগ করিবে।" সেহমন্ত্রী মাতা পুজের এইরপ কথা শ্রবণ কার্য়া বিস্মিতা হইলেন, এবং অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও, কেন যে সে এরপ বলিল, তাহার উত্তর পাইলেন না।

অষ্ট মঙ্গলার পর তিন চারিদিন হইল ভবতোষ খণ্ডরালয় হইতে প্রবল ্জরাক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। শরীরের স্থানে স্থানে ছ একটা কাল বর্ণের চিক্ন দেখা দিয়াছে। যন্ত্রণায় অধার, প্রলাপ বকিডেছে। জ্যেষ্ঠ সংহাদর আশুতোষ নিকটে ধসিয়াছিলেন, জ্বিজ্ঞাসা করিলেন— "ভব, কিরূপ যন্ত্রণা হইভেছে দু মেয়ে মানুষের কথা কি বলিভেছে, চুপ কর।"

ভবতোষ অতি কষ্টে বলিল—"দাদা আমার বড় ছঃখ যে, মনের কথা কাছাকেও বলিতে পারিলাম না।"

আভতোষ বলিলেন—"এমন সময়ে কোন কথা গোপন করিও না, প্রকাশ কর।"

ভবতোষ পুনরায় বলিল—"আপনি গুঞ্জন, কেমন করিয়া জামার পাপ কথা প্রকাশ করিব ? তবে যদি কাগজ পেন্সিল আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে লিখিয়া দিয়া বাই।" আগুতোষ কাগজ পেন্সিল আনিয়া তাহার হস্তে দিলেন। যত্ত্রপায় অধীর অবস্থায় দে ইংরাজি ভাষায় অস্পষ্টভাবে যাহা লিখিয়াছিল, তাহা হইতেই পাঠক মহোদয়গণ দেই আলোকিক ঘটনা বৃথিতে পারিবেন। নিমে যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

পরীক্ষার সময় এক দিন রাত্রিকালে বোডিংএর ভিতর পড়িতেছিলাম,
—রাত্রি দিপ্রহর অতীত হইয়াছে, সংসা কোথা হইতে যেন আঁথিভরা তন্ত্রা আসিয়া আমায় অভিভূত করিল। পড়া হইল না, পুস্তকথানি বক্ষের উপর রাথিয়াই নিদ্রাগত হইলাম। কি একটা:ভীষণ ত্বপ্র
দেথিয়া নিদ্রা ভক্ষ হইল। চাহিয়া দোখলাম, একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার
কক্ষের দ্বার উন্মৃত্ করিয়া ধারে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। অমি
আত্তিকত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে তৃমি ? বৃদ্ধা উত্তর করিল—
এখন পরিচয় দিব না,—তৃমি পরে সব জানিতে পারিবে। আমার কথা
প্রবণ কর—আমার সক্ষে আইস। আমি পুনরায় ক্সিডানা করিলাম—

जिल्ला कि श्रामात मान कि ।

जिल्ला विक निर्माल के ।

जिल्ला विक निरम के ।

जिल्ला উদ্ভানে যাইতে হইবে। যদি না আইস, তাহ। হইলে তোমার প্রাণ अश्यक्ष ब्रेटित ।

বুদ্ধার মুথভাব দেখিয়া আমার দেই অদীম সাহস কোণার অন্তর্ছিত হইল। আমি মন্ত্রমুগ্রের ভার তাহার অনুসরণ করিলাম। উভয়েই নির্কাক। কতকণ পরে আমরা উত্থানের সমীপবন্তী হইলাম। এইথানে আসিয়া বৃদ্ধাবলিল-আমি ভিতরে প্রবেশ করিব না। তুমি ঐ বাম-দিকের রাস্তা ধরিয়া মালতী বুক্লের নিকটে গমন কর। দেখিবে একটী ব্বতী তোমার জন্ত অপেকা করিতেছে। তোমার ভর পাইবার কোন कात्रण नारे। এই विनेत्रा मूहूर्स्तंत्र मत्भा दकाशात्र दि अञ्चर्हिक हरेन, দেখিতে পাইগাম না।

গভীর রঞ্জনী—নির্জ্জন প্রদেশ—ভাহার উপর একাকী—ভারে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে করিলাম চীৎকার করি, কিন্তু পারিলাম না--কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিল। পশ্চাৎ দিকে চাহিলাম, দেখিলাম বন্ধা। সে বলিল, এখনও যাও নাই।

আমি নিরুতর। বুদ্ধা আবার বলিল-আইস, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। প্রাণের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, তাহার সঙ্গে উল্পানের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

পূর্ব কথিত মালতী বৃক্ষের সন্মুথে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা কাহার অফুট নাম ধরিয়া চীৎকার করিল। নিমিষের মধ্যে দেখিলাম, এক অপূর্ব্ব ক্লপলাবণাবতী যুবতী শৃক্ত হইতে ধাঁরে ধীরে অবতরণ করিতেছে। যুবতীর পরণে নীণ বসন, পদহয় অসামান্ত কারুকার্য্য-থচিত পাতৃকা দারা আর্ত, পূর্চভাগে কোন স্থানা প্রদেশের স্থরভিত কুস্থম মণ্ডিত বেণী ছলিতেছে। দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম, স্বপ্ন বলিয়া ভ্ৰম হইল। কিন্ত পরক্ষণেই বুবতী যথন আমার পাণি স্পর্শ করিল, তথনই সে ভ্রম দুর হইন।

অজ্ঞাতকুলশীলা একটা রমণী অপরিচিত একটা পুরুষের হন্ত ধারণ করিবে, ইহা অসন্তব! তবে কি ইহা কোন ভৌতিক কাঞা, অথবা কোন হৃশ্চরিত্রা স্ত্রীণোক! এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সমন্ন যুবতী বলিয়া উঠিল —না না হৃশ্চরিত্রা নই। আমি বিশ্বিত নয়নে তাহার মুথের প্রতি তাকাইলাম, দেখিলাম যুবতী ঈষৎ হান্ত করিতেছে। আমি অভিত কঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে? স্বতী উত্তর করিল—একি, এখনও আপনি এত আত্মবিশ্বত! চিনিতে পারিতেছেন না? আমি আপনার দাসী।—তাহার মুথের প্রতি পুনরায় তাকাইলাম, বোধ হইল সত্যই যেন ইহাকে বহুপূর্বে দেখিয়াছি, যেন ইহার সঙ্গে বহুদিন একত্রে অবস্থান করিয়াছি। \* \* \* • ভাহার পর পূর্বের সমন্ত ঘটনা একে একে আমার মনে পড়িল। তথন দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আমি মানব নহি, স্বুস্বার্ত যুবতী আমার ব্রী।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে? যুবতী উত্তর করিল—আপনিত জানেন, আমাদের অসমা স্থান কোথাও নাই।—এইরূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হুইতে একটা কোকিল শব্দ করিয়া উঠিল। প্রাতঃকাল আগত দেখিয়া উভয়েই বিদায়ের জন্ত বাস্ত হুইলাম। আসিবার কালে যুবতী আমায় বলিয়াছিল—রাত্রি ছিপ্রহরের পর আপনার কক্ষে প্রতাহুই যাইব। কিন্তু দেখিবেন, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। সহসা যুবতী অস্তাহিত হুইল; য়ামিও শৃত্য মনে বাসায় জিরিলাম।

পর্দিন হইতে নির্দিষ্ট সময়ে যুবতী নিত্য নৃতন পোষাকে সজ্জিত হইরা আমার ককে প্রবেশ করিত ও নানারূপ কথাবার্তা কহিরা চলিয়া যাইত। প্রত্যাহ বাইবার সময় সে এক ছড়া অপূর্ব্ধ কুল্পমের মালা আমায় প্রদান করিত; আমিও তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতাম। একদিন যুবতী আমায় বলিয়াছিল—যদি এখানে অপর কোন স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন অথবা আমাদের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করেন, ভাহা হইলে জানিবেন আপনার জীবনের আশা থাকিবে না।

এইরপে যুবতী বিবাহের পূর্বরাতি পর্যান্ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছিল; কিন্তু সে দিন যথন আমার বিবাহের কথা প্রকাশ করিলাম, তলুহুর্তেই সে অশ্রুত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। সে যে মালা রাশি আমায় প্রদান করিয়াছিল, তৎসমন্তই আমার বাল্লের ভিতর সমত্রে রাখিয়াছি। আবশ্রক হইলে দেখিতে পারেন—এই পর্যান্ত লিখিয়া ভবতোষের সমন্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আদিল; আর লিখিতে পারিল না। চকুন্থির হইল—ছ তিন বার মুখ বাদন করিল, অবশেষে প্রাণ-বায়ু অনত্তে মিশিয়া গেল! হায়. কে জানে আরও কত রহস্ত যথনিকার অন্তর্গালে প্রছের রহিলু!

দাহনাদি ক্রিয়া শেষ হইলে অধিকারী মহাশয় বথন প্রিয়তম পুত্রের সমস্ত দ্রব্যাদি বাড়ী হইতে সরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন, সে সময় আশুতোষ ভবতোষের বাক্স হইতে পূর্ব কথিত সমতে রক্ষিত মালায়াশি বাহির করিয়া বন্ধু বান্ধবের নিকট দেখাইয়াছিলেন। সকলে সে কুস্থম ও মালা গ্রন্থনের প্রণালী দেখিয়া আশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়ক্ষ ভট্টাচার্য্য।

# ''পুনরাগমন''।

#### । ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

সমস্ত রাত্রি মারের পদপ্রাস্তে বসিয়া কাঁদিলাম। সলে সলে গোপালের প্রতি আমাদের ভূর্ম্ব্যবহারের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এতদিন অহং বুদ্ধিতে বাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বা্েধ করিয়াছি, একদিনের অদ্ষ্টের প্রহারে, একরাত্রির নির্জ্জন চিস্তায়, তাহা যেন পৈশাচিক কার্য্যে পরিণত হটল।

সন্থে শ্যায় জননী নিজিভার স্থায় চকু মুদিয়া পড়িয়া আছেন।
মা মা বলিয়া কত সংখাধন করিয়াছি; কিঙা মা প্রিয় সন্তানের স্বেছ
ভূলিয়া দেহের কোন্ নিভ্ত দেশে এমন করিয়া শুকাইয়াছেন যে, নিজে শেক্ষায় না বাহিরে আসিলে, আমার শত চীৎকার সেদেশের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

যাহার কোমল-মধুর ধ্বনি সে স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ, সে এখানে নাই। হার ! সে কি আসিবে ? স্নেহের গৌরবে যে একদিন আমাদের সংসারে রাজত্ব করিয়াছে, সে দীন বেশে এস্থান হইতে দুরীক্তরে ভারে চলিয়া গিয়াছে। সেকি এই অট্টালিকার প্রতি প্রাচীরে আপনার দীন মৃর্ত্তির প্রতিবিদ্ব দেখিতে আসিতে পারিবে ?

এক মারের প্রতি মম্তা ব্যতীত গোপালকে কলিকাতার আনিবার অক্স কোনও আকর্ষণ দেখিতে পাইলাম না! কিছু এই ছয় বংসরের মধ্যে গোপাল ভ একটী দিনের জ্ঞা কোনও ছলে আসিতে পারিল না! আমাদের আচরণে তাহার মনে না হয় মর্মান্তিক ঘুণা হইতে পারে, কিছু মারের প্রতি তাহার ঘুণা অভিমান জাগিবার কোনও কারণ হয় নাই! ভাৰার স্বেহ্ময়ী 'মা' ভাষার অদর্শনে কিরপ অবস্থার আছে, আছে কি না আছে, এটাও ত একবার ভাষার দেখিয়া যাওয়া উচিত ছিল ! আমাদের পিতাপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতে মর্ম্মবেদনা বিগুণিত হইবার ভরে যদি সে আসিতে সঙ্কৃতিত হইয়া প্লাকে, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগও ত ভাষার সমাক বিদিত ছিল !

চিন্তা করিতে করিতে একবার যেন গোঁপালকে সংখাধন করিলাম—
একবার যেন বলিয়া উঠিলাম—"অক্তজ্ঞ । আমাদিগের উপর ক্রোধে
তোর 'মা'কে এইরূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া ভূইই বা কি মনুষাত্বের
পরিচর দিরাছিল ? নির্দ্ধর একবার আার, নিজিত মা তোকে স্বপ্নের
ভাষায় "গোপাল" বলিয়া ডাকিতেছে, একবার তাকে দেখিয়া যা।"

কি আশ্চর্য্য ! সম্বোধন মাত্র মনে হইল যেন গোপাল গৃহ মধ্যে আদিয়াছে। আদিয়া কোমল করপল্লবে আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে।

চমকিয়া উঠিলাম ! একবার গৃহের চারিদিক চাহিলাম ! নির্বাণোশুখ জ্যোতিহীন দীপ, মমভাহীন বায়ু সাগরে পড়িয়া যেন মরণ্যক্তনায় স্বাস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। মৃত্তিকাশযায় ঝীহুইজন ঘুমাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অস্বাভাবিক দীর্ঘখাদে ছ্রভিগম্য স্বপ্নরাজ্য হইতে খেন কি এক অননুমেয় তুঃখয়য় সমাচার জাগরিতের রাজ্যে বহন করিয়া আনিবার জন্তাপ্রাপ্তের চিষ্টা করিতেছে :

রাত্রি জাগরণে মন্তিক্ষ-বিকার অনুমান করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম প্রভাত হইতে অতি অল সময়ই অবশিষ্ট আছে।

প্রভাত হইতে না হইতেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
আসিয়াই মাতার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ভালমন্দ কিছুই
উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল বলিলাম—"আমি কেমন করিয়া
বলিব।"

ডাক্তার। এখনও প্রাণ আছে কি না আছে, জানিতে আসিয়াছি। আমি। তাহাও বলিতে পারি না।

ডাক্তার। মূর্থের মত কথা কহিও'না। খাস প্রখাস বহিতেছে কিনা, দেখিয়া এস।

আমি। আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আপনিই দেখুন না।

ভাজার। এই সামান্ত কার্য্য ভূমি করিতে পারিবে না ! কাল মনের আবেগে শুধু ভোমাকে তিরস্কারই করিয়াছি। মাকে বোধ হর ভাল করিয়া দেখি নাই; কোন ঔষধ দিই নাই! হয়ত রোগ নির্ণয়ে আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে। তাই যদি হয়, যদি মা এখনও জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি নিজে সাহেব ভাজারকে লইয়া আসিব। বিলম্ব করিওনা। শীঘ্র দেখিয়া—শুধু দেখিয়া নয়—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, এখনি আমাকে সংবাদ দাও। ভোমার পিতা এখানে নাই, কর্ত্তব্যের ভার আমার মাথায় রহিয়াছে।

আমি তথনই ছুটিয়া বাটীর মধ্যে গেলাম। মাতার শ্বাস পরীক্ষা করিলাম। অতি ক্ষীণভাবে নিশ্বাস পড়িতেছিল।

ডাক্তার বাবুকে দেই সংবাদ দিশাম। ভিনি আর কোনও কথা না কৃহিয়া প্রস্থান করিলেন।

আমি পিতাকে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠাইলাম।

সমন্তদিন অতিবাহিত হইয়াছে। সাহেব ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার বাবু যথাসময়ে আসিয়াছিলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে ভ্রম করেন নাই। মায়ের সন্তাসরোগ-ছন্চিকিৎস্ত। ডাক্তারেরা ঔষধেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঔষধ গলাধঃক্ত হয় নাই।

আমি দৈব-প্রেরিত ঔষধের প্রতীক্ষার বদিরা আছি— মন্তথা প্রতি-মুহুর্ত্তে মাতার মুক্তা প্রতীকা করিতেছি।

সমস্ত দিন অতিবাহিত হইর্মাছে। মাতার অবস্থাও দণ্ডে দণ্ডে হীনতর হইয়া আসিতেছে। পুর্বে চুক্ট একবার হাত পা নাড়িতেছিলেন: এখন ভাও আর নাই। গোপাল আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পিতাও বুঝি মাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না ।

ডাক্তার বাবু সন্ধ্যায়, আর "একবার আসিলেন: নাডীপরীকা করিলেন। তারপর বলিলেন—"প্রভাতে কেমন থাকেন, সংবাদ দিও, भरवान नित्न कानित।"

ব্রিলাম, কাল আর আঁহাকে রোগী দেখিবার জন্ত আদিতে হইবে 🟲 না। তথাপি হৃদয় বাঁধিয়া একবার ভিক্তাসা করিলাম—''নাড়ী কেমন দেখিলেন ?" রুমালে চকুর্ম আবৃত করিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন-"কি আর মাথামুগু তোমাকে বলিব।"

আমি কিন্তু কাঁদিলাম না। মাতৃঘাতীর হৃদয় পাইয়াছি—চক্ষে জল আসিল না। আবার প্রশ্ন করিলাম--"তবে কি নাড়ী নাই ?"

ডাক্তার বাবু উত্তর করিলেন—"নাই।"

গোণালের কথা, পিতাকে সমাচার দিবার কথা বিজ্ঞাসা করিয়া, এবং রোগীর পার্ষে একজনকে সর্বাদা বসিয়া থাকিতে আদেশ দিয়া, ডাক্তার বাবু উঠিয়া গেলেন। আমি নিজেই সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবার জন্য কুতস্বল্প হইলাম। ঝী হুইজনকে অন্তুখরে যাইতে আদেশ করিলাম। বলিলাম—''অধিক লোক এঘরে থাকিবার প্রয়োজন নাই। यि शद्धांसन वृति छ छाकित।"

দ্বারক্ত্র করিতে বাইতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল

—'পেরোয়ান ফিরিয়াছে, কিন্তু একা ফিরিয়াছে—কাকাবাবু অথবা স্থাম বাবু কেহই আদেন নাই।"

মনে করিলাম, বৃদ্ধিহীন দরোয়ান দেশৈ উপস্থিত হইতে পারে নাই।

শ্রাম স্থির করিতে না পারিয়া সে বৃধা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু

স্থাপি সংবাদ পাইয়াও গোপাল ও খাল না আসে, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর আমার ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হইবে। মনে স্থির করিলাম,

এরূপ হইলে গোপালের মাসহার। বন্ধ করিয়া দিব, আর খামকে বাড়ীতে
প্রবেশ করিতে দিব না।

বাহিরে গিয়া দরোয়ানের সঙিত দেখা করিলাম। তাহার মুখে বাহা শুনিনাম, তাহাতে একেবারে গুস্তিত হইলাম। কেন হইলাম, সেকথা এখন বলিব না।

#### ( >> )

দরোয়ান আমাকে যাহা বলিল, দেকথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে, আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। বলিলাম পিতা পর্য্যস্ত যেন একথা জানিতে না পারেন।

এমন কি সে কথা গোপন রাখিতে আমি ভাহাকে মিথ্যার সাহায় লইতে বলিয়াছি। ভাহাকে শিথাইয়াছি, সে আমাদের পৈত্রিক বাস-ভূমিতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। পথ ভূলিয়া অন্তগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে।

এখন হইতে মাতার জন্য মর্ন্মযাতনা জনেকটা হ্রাস হইয়া আসিল। এক একবার মনে হইগ, এক্লপ গৃহে এক্লপ সাধ্বীর থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

মাতার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া দ্বির দ্বদরে তাঁহার পৃহমধ্যে প্রবেশ

করিলাম। আমার অমুপস্থিতিতে ভৃত্য ও দাসী বর আগুলিরা বসিরাছিল। তাহারা আমার আদেশে গৃহত্যাগ করিল।

সারারাত্রি জাগিব বলিয়াই সহর করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিয়া বসিয়া কথন যে নিদ্রায় মায়ের পদপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছি, ভাহ। আমার মনে নাই।

নিজার কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম।

আমি যেন আমার ঘরের পালহন্বর উপর বসিয়া আছি। মা যেন আমারই গৃহের এক কোণে মেজের উপরে শুইরা আছেন। মাকে দীনার স্থায় মৃত্তিকার উপরে পতিত দেখিয়া, আমার মনে কেমন একটা অকথ্য যাতনা হইতেছে! আমি ডাকিতেছি—"মা উঠ" "মা উঠ"! কতবার খে মাকে সংঘাধন করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। চীৎকারে আমার পলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি মায়ের নিজাভঙ্গ হইতেছে না। আমার বোধ হইতেছে, মা যেন ইচ্ছা পূর্বক আমার কথা কাণে তুলিতেছেন না। উঠিয়া গাত্রস্পর্শে মাকে যে উঠাইব, সে শক্তি আমার নাই। কে যেন দড়ী দিয়া আমাকে খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমি দড়ীটা খুলিবার জন্ম যতই চেষ্টা করিতেছি, ততই যেন দড়ীর পাকে পাকে বেশী করিয়া জড়াইতেছি।

হতাশ হইয়া একবার কড়ি কাঠের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম ছাদ কাচের ক্সায় স্বচ্ছ; তাহার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশে অসংখ্য তারা অনস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া করুণার্দ্র ইইয়া, যেন আমার হর্দিশা দেখিতেছিল। তাহার মধ্যে একটা তারকা কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সমুজ্জল! ভাহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন করুণ-কিরণ-প্রবাহে ভাহার প্রাণ গলিভেছে। সেই অনস্ত দূর হইতে স্ক্র স্থধা ধারার ক্সায় তাহার করুণাগীতি আমার কণে প্রবেশ করিল। "তোমাকে দেখিরা আমি ব্যাকুল হইরাছি। এই দেখ আমি কাঁদিতেছি। কিন্তু ওগো, আমি অনেক দূরে—এই অন্ধকার প্রাচীর ভেদ করিরা আমি ডোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেছি না।"

তাহার করণ ক্রন্দন ধরার সমীরণ ব্যাপ্ত করিল। আমাদের বাটীর সমুখত উত্থানের বৃক্ষপত্তে, লতারক্ষে, সরদীর জল-কল্লোলে, ঝিলী-কর্চে প্রতিধ্বনি উঠিল—''ওগো!' আমি অনেক দ্রে! ওগো! আমি অনেক দ্রে!'

স্থামি কাঁদিলাম, কেবল কাঁদিলাম। কি চাই বুঝিতে পারিলাম না; বুঝিতে পারিলাম না বলিয়াই যেন মর্শ্নবেদনায় কাঁদিলাম।

কতক্ষণ এইভাবে কাঁদিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখন মনে হইতেছে, ডাহা যেন কত বৎসর, কতমুগ !

কাঁদিতে কাঁদিতে দেখিলাম, সেই করণাময়ী তারা যেন নিজ কক্ষে তুলিতেছে। তাহার জ্যোতিতে সমস্ত উপ্তান, তরুলতা, উপ্তান মধ্যস্থ স্রসী সলিল সমস্ত স্থান বিচ্ছবিত হইয়াছে।

আমার বোধ হইতেছে, দেবী আসিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু আমি ষেন তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিতেছি না বলিয়া, তিনি আসিতে পারিতেছেন না।

মন বলিতেছে, "এস মুক্তিলায়িনি! আসিয়া আমাকে বন্ধন মুক্ত কর।" কিন্তু কথা ফুটিতেছে না—কথা কহিতে কে যেন গলা চাপিয়া ধরিতেছে।

বছক্ষণ পরে ভূমিশায়িনী মাকে মনে পড়িল। চাহিয়া দেখি মা পূর্বের মতন খোর নিজায় মগ্ন রহিয়াছেন।

অতি কটে মুখ হইতে কথা ফুটল। সে যে কি কষ্ট তাহা কাহাকে বুঝাইব। আমার মনে হয়, একটা কথা কহিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে স্মামি দেহের প্রতি সায়ুর পায়ে ধরিয়াছি। কথার সঙ্গে বোধ হইয়াছে বেন প্রাণ বাহির হইতেছে। বলিলাম—"দেবি মাকে জাগাইরা দাও।"

অমনি সেই ভারকা কৌমুদী-কাস্তিতে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আকাশসাগরে ভাসিতে ভাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইল। রূপ-বোতি ক্রমশঃই উজ্জলতর হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, আমি আর তার দেখা সহা করিতে পারিলীম না। আমি চকু মৃদ্রিত কবিলাম।

চকু নিমীলনের পরকণেই মায়ের মধুর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখি, মাপঞ্চনবর্ষীয়া গোপালকে কোলে করিয়া আমার শ্ব্যাপার্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পার্যে অদ্ধাবগুরিতা নীলবদনা এক রমণী। নীলাবরণ ভেদ করিয়া তাহার রূপ সমস্ত ঘরটার ভিতরে যেন ঢেউ থেলিতেছে।

শোথয়াই আমার বোধ হইন, অতি আগ্রহে যাহাকে তারকাজ্ঞানে আবাহন করিয়াছি. তিনি আমার ঘরে আসিয়া এই রূপ ধরিয়াছেন 🌡

আমি জিজ্ঞাসা করিশাম—"ইনি কে মা ?"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুমিই অনুমান করিয়া বল না।" আমি বলিলাম -- "গোপালের মা।" কে যেন ভিতর হইতে কথাটা শিখাইয়া দিল।

মা বলিলেন—"ঠিক চিনিয়াছ। তাঁহাকে প্রণাম কর। উনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন।"

আমি। কোথায় বাইবে?

মা। আমি জানি না, খুড়ীমাকে জিজাসা কর।

আমি শ্যাতে বদিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তার পর জিজাসা করিলাম-"মাকে কোথায় লইয়া ঘাইবেন ?"

তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশে আকাশ দেখাইলেন; মান্নের হাত ধাররা ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

বুঝিলাম, মা আমাকে ভ্যাগ করিয়া চলিশ্নাছেন। কেমন করিয়া মাকে ফিরাইব ?

এ অংযাগ্য সম্ভানের চক্ষল মান্নের গম্ভব্য পথ কর্দমাক্ত করিয়া মাকে কি প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে ? গোপাল! তোকে সম্বোধন করিবার মুখ রাথি নাই। তুই কি দয়া করিয়া আমার মাকে ফিরাইয়া দিবি ?

এতক্ষণ গোপাল মায়ের কাঁধে মুথ লুকাইয়াছিল। আমার কথা শুনিয়াই সে মাথা তুলিল। মাকে বলিল—"মা ! ফিরিয়া চল।"

দেখিলাম, মা ষথার্থই ফিরিভেছেন; কিন্তু ধেন কত অনিচ্ছায়। মুক্ত-হরিণী পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইতে যেরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ করে—সেইরূপু অনিচ্ছায়, কতই কষ্টে যেন তাঁহার গৃহ-কারাগারে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন।

ধীরে ধীরে আমার শ্যাপার্থে আসিয়া, মাতা গোপালকে কোল হইতে ভূমিতে হকা করিলেন।

অঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াই গোপাল বাল্যচাপল্যে আমার শ্ব্যার উপরে লাফাইয়া উঠিল: এবং স্বন্ধ্যে আমার বন্ধন মোচন করিতে লাগিল।

গোপাল যথন বন্ধন নোচন কার্য্যে ব্যস্ত তথন সা আমাকে বালতে লাগিলেন,—"প্রতিজ্ঞা কর বতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আমার কাছে গোপালের নাম মুথে কানিবে না ?''

ন্দামি প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা আবার বলিলেন—"এই সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর, ভূমি যা শুনিলে, তা তে।মার পিডার কাছে কথনও প্রকাশ করিবে না ?"

আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা শুনিয়া বলিলেন-—''তবে আমি ফিরি-লাম।" (ক্রমশঃ)

**बिकोर्त्वाम् अमान** विश्वविद्याम ।

# मामाय'गात्यत यूनि।

্ ( ২৭৭ পৃষ্ঠার পর )

ভট্টাচার্য্য মহাশশ্রের অবকাশ অতি অন্ন। প্রায় সর্বক্ষণই তাঁহাকে নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাই মধ্যে কয়েক দিন তিনি ব্যোমকেশ ও ভাঁহার, বন্ধুবর্গের সহিত সায়াহে সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। অন্ধ একটু অবসর পাইয়া তিনি পুনরায় আসিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্যোমকেশ। দাদা'মশার, আপনার সঙ্গে ভাব করা আর দেখ্চি পোষার না। রোজই আপনার অপেক্ষার উদ্গ্রীব হ'য়ে থাকি, আপনি কিন্তু একেবারেই নিক্দেশ। বলি, যদি এতটাই মনে ছিল, তা'হলে কেন মিছামিছি আমাদিগকে এতদিন ছলনা কর্লেন ?

ভট্টাচার্য্য। নারে রাগ করিম্নে। বুড়োমাসুষ এক্লা সকল দিক সাম্লে উঠ্তে পারি নি। আছো আর তোদের দরবারে হাজির হওয়া কথনও বন্ধ হবে না। এখন আমাদের কথাবার্ত্তা কত দূর হয়েছিল বল দেখি ?

ব্যোমকেশ। আজে, আপনি জাবের স্বরূপ ও গতি সম্বন্ধে আলো-চনা এক প্রকার শেষ করেছিলেন, এবং অতঃপর প্রেভতত্ত্ব আরম্ভ কর্বেন বলেছিলেন।

ভট্টাচার্য্য। ভাল কথা; ভোনের বোধ হয় মনে আছে যে, মানুষ যথাক্রমে ভূঃ, ভূবঃ ও স্থঃ এই তিন লোক ভোগ করে। এর মধ্যে যে টুকু ভূর্লোকে বাদ সেই টুকুই জামরা সাধারণতঃ মানবজীবন নামে

অভিহিত ক'রে থাকি। পার্থিব জীবনের অবসানে জীবাত্মার স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়। এরি নাম মৃত্যু। স্থূল শরীরের অপর নাম अन्नमम (काष। यून नदौरतद भरत रुमनतीत। त्वाध क्य चत्र आह्र, প্রাণময়কোষ ও মনোময়কোষ নিয়ে স্কুশরীর গঠিত। তার মধ্যে প্রাণময়কোষ দ্বারা যে কাজ সাধিত হয়, সেটা আগে বোঝ্। যাকে তোরা ঈথর (Ether ) বলিস, সেই ঈথর হচ্চে এই প্রাণময়কোষের উপাদান এবং জীবিতকালের সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া এই প্রাণ্ময়কোষ দঞ্চারী প্রাণবায়ুর কার্য্যমাত্র। আমার বোধ হয়, তোদের বিজ্ঞানশাস্ত্রও সিদ্ধান্ত করেচে যে, জাগতিক শক্তিমাত্রেই ঈথর পদার্থের দঞ্চালন মাত্র। যত দিন প্রমায় থাকে, তভদিন প্রাণময়কোষ্ট স্থলশ্রীর বা অলময়-কোষের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে এবং উহার সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন করে। পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে উহা আনতে আতে সুলশরীর হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়, তথন সুলদেহটি বৈবৰ্ণ ও অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আত্মীয় অজন তথন দেই দেহটাকে ল'য়ে বিষম কালাকাটি জুড়ে দেয়, বেন সেই অস্থিমাংদের পিওটাই তাদের সর্বায়। বাস্তবিক মানুষটি কিন্ত তথন খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েচেন এবং নিজের দেহ হ'তে পার্থক্য ও আত্মীয় স্বন্ধনের অক্ততা ও মৃঢ়তা উপলব্ধি ক'রে বিশ্বয়ে অভিভূত হচ্চেন। সে কথা থাক।

মৃত্যুর অল্পন্দণ পরেই প্রাণময়কোষট আবার স্ক্রাদেহের অবশিষ্ট
অংশ থেকে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে। একটু চিন্তা কর্লেই এর হেতু উপলব্ধি হবে। যতদিন স্থলদেহ ছিল, ততদিন পর্যাস্ত সোটির পরিচালন
কার্য্য সাধনের জ্বন্থ এই প্রাণময়কোষের দরকার ছিল। স্থলদেহের
পত্তন হ'লে এর কাজ ফুরিয়ে বায়, তথন আস্তে আস্তে এটি তফাৎ
হয়ে পড়ে। যে প্রাণশক্তি এতে কার্য্য কচ্ছিল, সে তথন মহাপ্রাণ সমুদ্রে

মিশে যায় এবং তাহার আধারকোষ্ট শবাকার সুলদেহের নিকট দ্বিতীয় শবদেহের মত প'ড়ে থাকে। পরে স্থলদেহের দাহ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটিও একবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।

অতঃপর যা ঘটে, তা মন্ দিয়ে শোন। প্রাণময়কোষ্টির পতন হ'লে জীবাত্মার যে অবস্থা হয়, তার নাম প্রেতাবিস্থা এবং এই অবস্থায় যে লোকে উপস্থিত হয়, তার নাম প্রেতলোক।

ব্যোমকেশ। দাদা'মশায়, এ আবার কি নৃতন কথা বল্চেন। পূন্দেতো বলেছেন, যে ভূলোকের পর ভূবলোক। এখন আবার প্রেডলোক কোথা হ'তে এল গ

ভট্টাচার্যা। যাকে আমি প্রেতলোক বল্চি, সেটা ভুবর্লোকেরই একটা সংশ মাত্র। কিন্তু সংশ বল্লে কথাটা ঠিক বোঝা যায় না। 'ভুবর্লেকে বাসকালে জীবান্মার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তার মধ্যে মৃত্যুর পরেই যে অবস্থা, দেই অবস্থা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই প্রেতাবস্থা। প্রেত কারে বলে বলি শোন। যে মান্থবের স্থুল শুরীরটা পড়ে গিরেছে, কিন্তু যা'র সাধারণ-মানগ-স্থলভ কাম ক্রোধ আদি নীচ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় এখন পর্যাস্ত বিদ্যামান আছে, মৃত্যুর পর তার যে অবস্থা হয়, তাহার নামই প্রেতাবস্থা। এ অবস্থার বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, এ অবস্থার মনোময়কোষ্টর উপাদানগুলি ভেঙ্গে চুরে একটি নুতন শরীর গঠিত হয়। এই শরীরটির নাম গ্রুব শরীর বা যাতনা দেহ। জীবাত্মা এই শরীরের মধ্যে কিছুকালের জন্ম আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে এবং তাহার উর্দ্ধাতি কিছুকালের জন্ম স্থগিত হয়। যতদিন এই শরীরে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে, ততদিন তাকে বিশেষ যাতনা অনুভব কর্ত্তে হয়। সেইজন্ত এই প্রেতাবন্তা বড়ই যন্ত্রণাদারক এবং সেই কারণেই আমাদের দেশে প্রেতাবয়া হ'তে মৃত আত্মীয়কে উদ্ধার কর্মার জন্ম এত চেষ্টা, এত ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধ তর্পণ যা কিছু বল , সব সেই উদ্দেশ্যে। সে সব কথা পরে বিস্তারিত ক'রে বল্ব।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়ের কথাটা স্থ পরিষ্কার ক'রে ব্রে উঠ লাম না। তবে কি মামুষ মাত্রেই ম'রে এই প্রেক্তাবন্থা প্রাপ্ত হবে এবং এই রূপ যন্ত্রণা ভোগ কর্বের না কি ? এত বড স্থবিধা মনে হচ্চে না।

ভট্টাচার্য। ওরে রাজার রাজ্যে জেল্থানা আছে, দারোগা আছে, ভাতে চোর ডাকাতেরই ভয়, ভাল মান্যের কি ? কথাটা একট তলিয়ে বোঝ। একট আগেই আমি বল্লাম না যে, যাদের কামক্রোধাদি পাশব বৃত্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকে, মৃত্যুর পর তাদেরই এই অবস্থা ঘটে। অবিশ্রি ঠগ বাছতে গাঁ ওজড় বটে : কিন্তু সংসারে কি আর এমন লোক নেই, যিনি আজীবন কু প্রবৃত্তি দমন কর্বার চেষ্টা ক'রে এসে-ছেন ? এবং শাস্ত্রিও সদাচার নির্দিষ্ট পথে যথাসাধ্য চল্বার জন্ম যত্ত্বী করেছেন ৭ এই শ্রেণীর লোক আর যারা কেবল কামক্রোধ লোভের সেবা ক'রে এগেছে, এই উভয়ের মৃত্যুর পরের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। যিনি সংপথে চলেছেন এবং প্রবৃত্তি দমন ক'রে এসেছেন, জীবিত কালেই তাঁর মনোময়কোষ ক্রমশঃ অবিশুদ্ধ উপাদান বর্জ্জন ক'রে বিশুদ্ধ উপাদান সংগ্রহের দ্বারা সংশোধিত হয়েচে। কাজেই গ্রুব শরীর বা যাতনা দেহ গঠিত হ'তে পারে, এরূপ উপাদান তাদের মনোময়কোষে হয় আদে পাকে না কিংবা এত অল্প থাকে যে, তাতে বিশেষ কিছু একটা প্রতিবন্ধক ক'রে উঠতে পারে না। কান্দেই এই শ্রেণীর লোক মৃত্যুর পরে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেটা ভুবলে কিক অবস্থার অন্তর্গত হ'লেও প্রেতাবস্থা নয়। কিন্তু যারা আজীবন বাসনার অনলে আহুতি দিয়ে এসেছে এবং ইন্দ্রিয় সেবা ক'রে এসেছে, উৎকট কামক্রোধ লোভবেষ হিংসা ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তি সকলের দাগত্ব কতেই যাদের জীবন কেটেছে, তাদের মনোময়কোষ

গুলি অতিমাত্র অবিশুদ্ধ উপাদানে পুষ্ট হ'য়ে থাকে এবং মনোময়কোষের সেই অবিশুদ্ধ ভাগ মৃত্যুর পরে নৃতনরূপে বিক্লস্ত হ'য়ে একটি লৌহ পিঞ্জরের স্তান্ন হুদৃঢ় শরীরের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সেই আজন্ম পাপাচারী জীবাত্মা আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে দ্মতিমাত কেশ পায়। ডা'হলেই কথা হচ্চে, त्य वाङ्कि मात्राक्षीवन वा क्षीवत्नत्र त्कान कात्म छे९कं छे भाभाठत्रण करत्राङ् এবং কোন সময়েই দেই পাপের প্রায়শ্চিত্তজন্ত চেষ্টাবান্ হয়নি, ভারই মৃত্যুর পর প্রেতাবহা প্রাপ্ত হওয়া অবশ্রম্ভাবী। যে সাধু প্রকৃতি, ভার নয়; কারণ যাতে প্রেতদেহ রচিত হ'তে পারে, এরূপ উপাদান সাধু প্রকৃতি ব্যক্তির মনোময়কোষে থাকে না বল্লেই হয়। কথাটা বুঝ্লি কি ?

ব্যোমকেশ। দাদা মশা'য়! ঐ যে অবিশুদ্ধ-বিশুদ্ধ উপাদান বৰ্জ্জন-ুগ্রহণ করার কথা বল্লেন, ওটা ঠিক বোঝা গেল না। ও সব কি ? একটু यि (थालमा क'रत द्विरा रालन, उ' डोन इम्र।

ভট্টাচার্য্য। ওরে ভোরা সব সার্যোণ্টাফক (Scientific) মনিষ্যি ভোদের এগুলো বুঝুতে কট হয় কেন, আমি বুঝতে পারিনি। ১ভাদের कि जिएक ( Physical Science) कि वरन ? जून नतीति। कि नितिनिन একই জিনিষ থাকে. না পরিবর্তন হয়?

ব্যোমকেশ। সেত স্বাই জানে, নানা রক্ম শারীরিক ক্রিয়ার জন্ম দেহের প্রতিনিয়ত ক্ষয় হ'চেচ এবং আমরা আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য থেকে নৃতন উপাদান সংগ্রহ ক'রে সেই ক্ষতি রোজ রোজই পূরণ কর্চিছ।

ভট্টাচার্যা। বলি ঐ হত্ত ধ'রে আর একটু এগিয়ে গেলে ত কথাটা বুঝুতে পারিদ। যেমন চলা কেরা প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়ার আশ্রয় স্থূল-দেহ, তেমি কাম, ক্রোধ, লোভ, চিস্তা, ভাবনা, ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার আশ্রয় হচ্ছে মনোময়কোষ। বেমন চলা ফেরা ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়ার দারা স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি হয়, তেমি কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানসিক ব্যাপারের দারা মনোময়কোষের পরিবর্ত্তন ও পুষ্টি হয়। আহার্য্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে স্থূল শরীরের গঠনের বিভিন্নতা হয়। বেমন বে বাক্তি কেব্ৰাই পৌয়াজ, রন্থন, গোমাংস, পচা জিনিষ ইত্যাদি পায়,তা'র একরূপস্থল শরীর আর যে ব্যক্তি গবান্বত, সৈন্ধব লবণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ জিনিষ দিয়ে শরীর পুষ্ট করে, তার একরূপ শরীর। ত্র'জনেরই সুল শরীর বটে, কিন্তু উপাদানের বিভিন্নতা ও কার্য্যকারিতা এ হিদাবে এ হ'য়ের বিশেষ-তষ্ণাৎ। মনোময়কোষ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে ব্যক্তি অনবরত সচ্চিস্তা করে ও সদিছে। প্রণোদিত হয় এবং কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্ম বর্থার্থ উত্তম ও বত্ন করে, কুপ্রবৃত্তি পোষণ উপযোগী মনোময় প্রকৃতির উপাদানগুলি কার্ক কর্মার অবকাশ না পে'য়ে ক্রমশঃ তার মনোময়কোষ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে এবং সচ্চেষ্টা ও সদিচ্ছা দারা আরুষ্ট উচ্চন্দ্রেণীর উপাদান গুলি এসে তাদের স্থান অধিকার করে, ক্রমাগত এইরূপ ভাবে জীবন যাপন কর্ত্তে কর্ত্তে তার মনোময়কোষ্ট ক্রমশঃ বিশুদ্ধি লাভ করে। কিন্ত যে বাক্তি সারা জীবন কেবল পাপচিস্তা ও পাপাচরণ ক'রে এসেছে, তার মনোমন্ত্র কোষ হ'তে সজিন্তা ও সজেষ্টা-পোষণোপযোগী উৎকৃষ্টজাতীয় উপাদান-গুলি ক্রমশঃ থসে পড়ে এবং ত'াদের জায়গায় যত নিরুষ্টজাতীয় পর্মাণু এদে জমা হয়। এরপে তা'দের মনোময়কোষের ক্রমশঃ আবিশুদ্ধি ঘটে এবং মৃত্যুর পর এই অবিশুদ্ধ মনোময় কোষ ধ্রুব শরীর বা যাতনা দেহে পরিণত হ'য়ে, দেই পাপাচারী জীবান্মার প্রেতাবস্থার পিঞ্জর পর্বপ, এবং তা'র অশেষ ক্রেশের কারণ হয়।

**व्यामिटकम । मामा मना'य । পাপাচারो मानटवत्र मटनामयटकाय** মৃত্যুর পরে তা'র ক্লেশের কারণ হচ্ছে, এটা আমি বুঝ্তে পার্চিনা।

ভট্টাচার্যা। কথামালা কথনও প'ড়েছিলি? সেই সারস ও

मुशालंब शब्रों कि मत्न चार्ह? मृशान वथन मात्रमरक निमञ्जन क'रब मुर्भारत (बान (त्राव "मृत्य अम, ज्लाकत वमा वा'क" व'रन मिह (बान চাটতে স্থক কলে, তখন সেই দীর্ঘ চঞু বিশিষ্ট কুধার্ত্ত সারসের মনের অবস্থাটা কিরূপ হ'য়েছিল १ । ভেবে দেখ দেখি। সে কি শুগালের ভৃপ্তি ও নিজেই সেই ভৃপ্তিলাভের অক্ষমতা যুগপৎ অনুভব ক'রে দারুণ কছ পায় নি ?

ব্যোমকেশ। দাদা মশা'য়ের এ ধান ভানতে কি শিবের গীত হ'ল, ভা এ অধ্যের কুদ্র মন্তিকে প্রবেশ কল্লে না। বলি, হেঁয়ালি ছেড়ে একটু সাদা কথায় বল্লে কি ভাল হয় না ? আমি জানতুম, বয়দের সঙ্গে রসের পরিপাক হয়।

🏬 ভট্টাচার্য্য। তোর যদি রিদে এত অরুচি, তবে নাত ব'য়ের সঙ্গে ঘর করিস্ কি ক'রে। তা ভাল, তোর যেরূপে পছল হয়. সেই রকমেই আমি বল্চি। মাতুষের স্থল শরীরের সঙ্গে তার মনোময় কোষের যে কি সম্বন্ধ, সেটা বেশক'রে বুঝে দেখু। আমার একটা মনে মনে এলাভ হ'ল যে, তোদের দোফলা গাছের পাকা আমটা পেড়ে খাই, ভারি लाভ, किছুতেই সামলান যাচেছ না। এই যে মানবের ব্যাপারটা হচ্ছে, এত হচ্ছে মনোময়কোষের কাজ। কিন্তু যথন আমটি পেডে থেতে হ'বে, তথন এই বেপথুমান জীর্ণশীর্ণ দক্ষিণ বাছটির এবং এই প্রাণ প্রিয়তম লাঠি গাছটির বিশেষ দরকার। কেমন ?

ব্যোমকেশ। আ: । দেখচি আম্টা আর আমাদের ভোগে নেই। সেটা আপনাকেই দেওয়া যাবে। কিন্তু তার পরে কি বলুন।

ভট্টাচার্যা। দেখিস্, তোর এ (Noble) "নোবল" "(Resolution)" "রেজোলিউদনটা" বেন উপে না যায় ! কথাটা হচ্ছে এই। স্থুল শরীরটা একটা যন্ত্র, মন তার যন্ত্রী। মন যা' ইচ্ছে ক'রে, হা'ত পা প্রভৃতি সুল শরীরের কর্মেন্ডির সমূহ সে গুলি নানা স্থান থেকে আহরণ ক'রে নিয়ে এসে দেহযম্ভের মধ্য দিয়ে সেগুলি জীবাত্মার কাছে পৌছে দের এবং তিনি সে গুণি আখাদন ক'রে তৃপ্তিলাভ করেন। এর নাম হ'ণ ভোগ। এখন মনে কর, এক ব্যক্তি 'রারাজীবন রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হ'রে কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন ক'রে এসেছে। এই বে মোহিত হওয়া ও কামের তাঁডনা অনুভব করা, এ গুলা মনের কাজ এবং মনোময়কোষের দারা সাধিত হ'রে থাকে। কিন্তু এর তৃপ্তি বা চরিতার্থতা হয়, সূল শরীরের সাহায্যে। এখন ভেবে দেখু, যথন সেই মানুষ্টা মরবে তথন কি হ'বে <sup>৬</sup> মৃত্যুর পর তার মনে সেই কামের ভাড়না সমান ভাবেই থাক্বে, কারণ আজীবন সে শুধু ভা'ই দিয়ে মনকে গঠিত এবং মনোময়কোষকে প্রষ্ট ক'রে এসেছে। কিন্তু এখনু আর সে স্থল শরীর নেই, যে স্থল্দরা রমণী উপভোগের দারা তা'র সে আকাজ্ঞার ভৃপ্তি হয়। কাজেই এখন ডা'র অবস্থা কি ? এক দিকে তার প্রবল লালসা, অপরদিকে সেট লালসার তৃপ্তি সাধনে কর্মেন্দ্রিয়ের অভাব জনিত অক্ষমতা বোধ; ফল, উৎকট যন্ত্রণা। সেই কথামালার সারসের অবস্থা। এখন বুঝুলি কি? যে সমস্ত লোক সারা জীবন বাসনানলে মৃতান্ততি দিয়ে এসেছে, তা'র মৃত্যুর পরে মূল শরীরের অভাবে দেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করবার স্থযোগ আর না পেয়ে কেন যন্ত্রণায় ছটফট করে ? ভুবলোক বাসের প্রথমাবস্থায় জীবাত্মা যতদিন এই অতৃপ্রকামনা জনিত ছ:থানলে দশ্ম হ'তে থাকে, ততদিন তা'কে প্রেতবলে এবং যতদিন তার এই অবস্থা পাকে, ততদিন দে ভা'র সেই নবরচিত ধ্রুব শরীর বা যাতনা দেহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ভবলে ক্রির অপর কোন অংশ বা অবস্থার মৃত্যুর পর যে দিকে তার গতি স্থক হ'রেছে—পরিচয় বা আস্বাদন পায় না। দেই জ্বন্ত যতদিন

প্রেতাবস্থা ততদিন তার যেন একটা স্বতম্ভ লোকে বাস গোছের হয় এবং এই জন্মই "প্রেতলোক" ব'লে একটা নৃতন আখ্যার উৎপত্তি হ'য়েছে। নরক টরক যা বিচ্ছু গুন্তে পাদ্, সবই এই প্রেতাবস্থা বা প্রে**ভ**লোকের অস্তর্ভূতি।

ব্যোমকেশ। আছে।, প্রেভাবস্থা কি ক'রে হয় এবং কা'রই বা হয়, সেটা যেন কতকট। বুঝালেম। কিন্তু এ অবস্থা কতদিন পাকে ? এবং কি ক'রেই বা এ হ'তে জীবাত্মারু মুক্তি হয় এবং নংকের ব্যাপারটাই বা কি, এই:সব কথা একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে না ব'ল্লে আমার কৌতুহল চরিতার্থ হ'ছেল না।

ভটাচার্যা। ভায়া। ভোমার এখন নবামুরাগ; ফুলশ্যার রেতে ্রব্রের ইচ্ছে দারা রাত গল্ল করি। কিন্তু মনে রেখ, আমি একটা বুড় মামুষ। তাতে আবার আজকে আফিমটা ভূল হ'য়ে গেছে, অভএব नम्रा क'रत्र आक यनि छूठी मिन्, जा' रुटन श्रीगठी वाँटि। कान ना इन्न, আবার দেখা যাবে।

ব্যোমকেশ। আফিম ভূল হ'য়েছে, কিন্তু মৌতাতের ত কিছু কম দেখি না। তা যান, আজ ছুটা দেওয়া গেল।

> (ক্রমশঃ) भनशांनील भगी।

## যমালয়ের পত্রাবলী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

### তৃতীয় পত্র।

দেই অতি গাঢ় অন্ধকারে, কতক্ষণ যে আমি পড়িয়াছিলাম, তাহা জানি না। সেই ভীষণা শর্কারী যে কতকাল স্থায়িনী, তাহাও আমার ব্রিবার ক্ষমতা ছিল না। কেবল এইমাত্র জানি, সেই স্থাচি-ভেদ্য, মসীমেয় তিমিরের মাঝারে ভেকের মত পড়িয়াছিলাম, আমি একা। সেই কঠিন, ত্যার-শীতল, গিরি-কন্দরে, কুঞ্চিত কলেবরে আমি এক্রান্ তঃখরজনী অতিবাহিত করিতেছিলাম। যদিও আমি একা ছিলাম, আমার কিন্তু, শাস্তি ছিল না। সাগরের উত্তাল তরঙ্গের পর তরঙ্গ আঘাতে, তীরস্থ পর্বতিমালা ধেমন চূর্ণবিচূর্ণিত হয়, অতীত জীবনের ঘটনারাজি সেইরূপ আমার হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেচিল। একটীর পর আর একটা ঘটনা, এক পাপ চিত্রের পর, আর একটা পাপের চিত্র, আমার প্রাণকে অধিকার করিতেছিল। জীবিতকালে ভাহাদিগের ত অনেক-গুলিকেই বিশ্বত হইয়াছিলাম। তবে তাহারা আমাকে লুকাইয়া কোথায়, কোন নিভত প্রকৃতিক্ষেত্রে, অদৃশ্র হইয়াছিল। আমার বাহিরে, চতুদ্দিকে অন্ধকার থাকিলে কি হয় ? সে প্রাণিচিহ্নবিবর্জিত স্থানে আমি একাকী ছিলাম, তাহাতেই বা কি ? বাহিরে অতি গভীর অন্ধকার, কিন্তু অন্তরে কি অত্যজ্জ্বল আলোক! সেই আলোকে অতীত জীবনের প্রত্যেক প্রতাবায়, অতি স্মুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। আমার বার্থনীবনে, প্রতি পদখলন ব্যাপারে যত লোক, যত জীব, সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহারা

সকলেই আমার অন্তরে বর্ত্তমান। আমার বিগত জীবন-নাটকের প্রত্যেক অভিনেতা, প্রত্যেক অভিনেত্রী, আমার হৃদয়মঞ্চে উপস্থিত, আমি আমার অতীত জীবনের (পুনরভিনয় করিতেছিলাম। ইহাতেই ্রতোমরা বঝিতেছ, আমার কি যন্ত্রণা।

অবশেষে সেই নিশার অবদান হইল। অতি ধীরে, তমিল্র-প্রাচীর ভেদ করিয়া, যেন উষার আলোকরশ্মি দেখা যাইতে লাগিল। হে পৃথিবীবাসি, সাবধান! আমি উষার আগমন বলিলাম, ইহাতে যেন তোমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইও না। ইহা তোমাদিগের নানা পুপ্রভারে সজ্জিত, রক্তিম মেঘ-রঞ্জিত, স্নিগ্ধ-পাটল-রশ্মি শোভিত, মর্ক্তের উঘারাণী নতে। ইহা অন্ধকারময়ী উষা। যে রজনীয় কথা বলিয়াছি, তাহার ্রিক ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে, রজনীর অন্ধকার অধিকতর গাঢ়। পূর্বেই ত আমি এথানকার দিবাকে কাক-জ্যোৎসা বলিয়া আদিয়াছি। সে দিবালোক, যে প্রকারেরই হউক, আমি এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে সহসা আশাষিত হটলাম। আশার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণে এক প্রকার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। মৃত্যুর পর এই আমার প্রথম যা কিছু আনন্দবোধ। এইরূপে দিবাগমন প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে হইণ যেন একটা ছায়া,—যেন বিশ্বতিরূপী এক খণ্ড মেঘ, আমার মনকে ধীরে ধীরে আক্তন্ন করিল। ভোমরা মানব, জ্ঞানের অহন্ধার লইয়া আছে, ভোমর; শ্বন্ধিত হট্ও না, আমি বিশ্বতিটাকে স্বথের রূপান্তর বলিয়া ভাবিয়া **ল**ইলাম। আমরা এথানে ইহার অধিক স্থুথ অনুভব করিতে পারি না। আহা এই বিশ্বতিও যদাপি প্রকৃত হইত! শীস্থা ব্রিয়াছিলাম, দেটাও কাল্লনিক। আবার সবই আমার স্মরণে আসিয়াছিল।

দিবা আসিল। আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু তাহাতে কি? সেই ক্ষীণ আলোকের সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণে বাঁচিবার তীব্র আকাজ্জা

জাগিয়া উঠিল। আমার সঙ্কৃচিত দীন অঙ্গসমষ্টিকে প্রাসারণ করিলাম। দেখি গত নিশার হিমানী শৈলের কঠিন ও সঙ্কীর্ণ পিঞ্জর আর নাই! যে দিক হইতে আলোকরশ্মি আদিতেছিল, আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটি-ণাম। কতক্ষণ বা কতদূর যে এইরূপে ছুটেলাম,ভাহা জানি না। দেখিলাম, স্থামার চতুদ্দিকেই নরকের বীভংস মৃর্ত্তি। নরক কতরূপ ভীষণ আকার লইয়া আমার যে ভয় উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় কি ফল! সেই ক্ষীণ আলোক অয়স্কান্ত পাষাণের মত আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল। আশ্রয়শূক্ত অতি ভাষণ প্রান্তরে আমার লক্ষ্য ছিল, কেবল সেই অম্পষ্ট আলোকরেথা। অবশেষে আমার একটা বিশ্রানস্থান মিলিল। বিশ্রামস্থান। হে পুথিবীবাদি, ভাবার বলি, আমার এই সমন্ত নির্থক বাকাপ্রয়োগে ভ্রমে নিপ্তিত হইও না সামার জীবিতদশার সংস্কার বশতঃই আমি এই অর্থহীন কথার ব্যবহার করিতেছি। তোমরা যে অর্থে বিশ্রাম বুঝ, তাহা এই ষন্ত্রণাকুণ্ডে কোথায়! যে বহিঃশক্তির আকর্ষণে আমি তীব্র গতিতে ছুটতেছিলাম, একস্থানে আসিলে সহসা তাহার বিরাম হইল। আমি দেখি, আমি নভায়মান রহিয়াছি। ইহাকেই বিশ্রাম বলিয়াছি।

দেই স্থানে আদিবামাত্রই, চতু:পার্শ্বন্থ ও প্রাণীর উপর আমার লক্ষ্য পড়িল। যাহা নেথিলাম,—দেই অকিঞ্চিংকর ঐক্রজালিক জীব-কুল ও স্থল,— আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে তত্ত্পযোগী করিলাম। ভাহাদিগের যেমন আচার, যেমন কার্য্য, আমিও দেইক্লপ করিতে লাগিগাম। সকলেরই একপ্রকার ব্যবহার, অথচ সকলেরই ব্যক্তিগত স্থাতন্ত্র ছিল। নরক পৃথিবীরই বিকট, বিক্বত প্রতিমূর্ত্তি! আমি তাহা বুঝিয়াও, যেন কোন বহিঃশক্তির প্রভাবে তাহাতে যোগ দিতে বাধা হইন্নাছিলাম। জীবদ্দশায় যে যাহা করিত, এথানেও তাহার পুনরভিনয়

হইতে লাগিল। সকলেই আমরা ব্ঝিতেছি বে, এ সমস্ত অনর্থক, এ সমস্ত অপ্রাকৃত; অপরের এই সমস্ত ঘুণার্হ, অসকত কাল্পনিক ব্যবহারে আমরা সকলেই মনে মনে অপুরকে বাঙ্গ করিতেছি, অথচ কে জানে কেন তাহা হইতে বিরত হইবার শিক্তি নাই। আমরা ব্ঝিতেছি বে, আমাদিগের কার্যাকলাপে সকলে বাঙ্গ করিতেছে, অথচ আবার মন্তের মত তাহাই করিতেছি। প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও, তাহা বাধা দিবার আমাদিগের শক্তি কোথায়!

এখানে আমারই মত অভাগ্যবান সকলেই। পৃথিণীর ঘাহার যেরূপ জীবন্যাপন, এখানে তাহারই কেবল অনুকরণ,--দেই সমস্ত পুণিবীর পুঞ্জীভূত পাপ কর্ম্মাশি, দেই দঞ্চিত প্রত্যবায় সমূহ, সেই কামনার প্রলোভনে উচ্ছু, ঋল কার্যাকলাপ ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এথানে যে যাহা যার্ক্তা করে, তদ্ধণ্ডেই সে তাহা প্রাপ্ত হয়; মনে একটা কামনা জাগিলেই, তথনই সেই অভিলয়িত বস্তু সন্মুথে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশব বাসনা ও অতুরাগ জ্বীবদশায় যেইক্সপ আধিপত্য করিত এথানেও ভদ্রুপ, তবে প্রভেদ এই, এখানে তাহারা আরও প্রবল, অধিকতর ভীষণ। পুথিবীতে কোন একটা বাসনা অতি বীভংগ হইলেও, তাহাতে কিছু না কিছু মধুর ভাব থাকে, অতি বিকট হইলেও, বাহিরে তাহা একটা সৌন্দর্য্যের আকার ধারণ করে, কিন্তু, এখানে মধুরতা বা সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না। নগ্ন বাসনা, মাংসচর্ম্মবিরহিত বীভৎস কেবল অন্তিময় আক্লুভির মত, তাহার করাল করাগত করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যেমন বাদনা আছে, বাসনা মিটাইবার বস্তুরও তথায় অভাব নাই। এথানকার কল্পনা অন্তঃসারশৃন্ত কেবল প্রহেলিকা। পৃথিবীতে অগ্রে বিষয়, কল্পনা বিষয়াব-শ্বনে গঠিত; এখানে কল্পনার সাহায্যে আকাজ্জিত বস্তু উভূত হয়। কিন্তু হার হুঃখের বিষয় এই, সমগু জানিয়া ও বুরিয়াও আমরা এথানে

বাসনার সম্পূর্ণ শাস। জানি আমরা এখানে যাহা কিছু জীবনের পুনরভিনর করিতেছি, তাহা অসার অপ্রের স্থার অলীক। এখানকার আমাদিগের কার্য্যকলাপ, আমাদিগের নিকট ঘুণিত ও উপহসনীয়, তাহাতেই বা কি ? পার্থিব জীবনে যে মুমন্ত কার্য্য করিয়া আদিয়াছিলাম, যে সমস্ত বাসনার প্রলোভনে আত্মহারা হইয়াছিলাম, এখন তাহারাই আমাদিগের প্রভৃ। পৃথিবীতে আমরা যাহা ছিলাম, কে যেন তাহারই পুনরার্ত্তি করিতে, আমাদিগকে বাধা করিভেছে।

জনকত আমরা একমত হইয়া যেমন মনে করিলাম, এখানে একটা নগর থাকিলে বেশ হইত, অমনি দেখি, স্থন্দর নগরী সন্মুখে বিরাঞ্চিত। তথার, অতি মনোহর রঙ্গালয়, দান্ধ্য সমীরণ-দেবনোপধোগী স্থন্দর সাধারণ উদ্যান, প্রণয়প্রণয়িনীর ঈপ্সিত নিভত নিকুঞ্জ, আকাশভেদী বনম্পতি সমন্বিত প্রকৃতির লীলাভূমি গভীর গছন, মরালমরালী পরি-পুরিত শতদল স্থশোভিত,পরম ব্যণীয় দীর্ঘিকা,—এ সমস্ত কিছুরই অভাব নাই। মনে তাহাদিগের চিন্তা উদিত চইলেই, সমুথে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার কল্পনায় আসিয়াছে বলিয়াই যে, কেবল আমি এই সমস্ত দেখিতে পাইতেছি, তাহা নয়। তথায় যাহাদিগেরই সহিত মিলিত হইতেছি, যাহারাই আমার ভাবে ভাবারিত, তাহারাই সে সমন্ত দেখিতে পায়। কিন্তু, এ সমন্ত যে কাল্পনিক, এ সমন্ত যে ছায়া-দৃষ্টি, তাহাত একদণ্ডের স্বস্তুও ভুলিতে পারিতেছি না। বুঝিতেছি, এ সমস্ত কেবল মায়ার থেলা, কিন্তু বুঝিয়াও এ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। কেবল কি তাই ? এই যে সমস্ত লোক, যে সমস্ত দৃশ্রের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদিগের কি কিছু স্থায়িত্ব আছে ? তাহারা সকলেই পরিবর্ত্তনশীল। এই এক দৃশু, পরমুহুর্তে আবার অন্ত দৃশ্য; এই এক সম্প্রদায়ের সহিত বিহার করিতেছি, পরক্ষণেই আবার

নুতন লোক, নুতন ভাব। আমার বিশাস তোমরা ষ্চাপি তথায় একবার পদার্পণ কর ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, তাহা হইলে নিশ্চরই তোমরা উন্মাদ হট্যা যাও।

দাসদাসী পরিবৃত স্থন্দর সৌধে বাস করিবার সাধ হওয়ায় দেখি, স্থানর হর্মামালা আমার সন্মথে বিরাজিত। তোমরা ভাবিতেছ, এখানে দাসদাসী কোথা হইতে আসিবে। এথানে তাহারও অভাব নাই। পুর্বেই विनयाहि त्य, এই স্থান राम পृथिवीयर हाया। এখানে মত পরিচারক, চরিত্রহীনা পরিচারিকা, কিছুরই অভাব নাই। পররাজ্ঞী-কাতর, স্বাধীনতা-হারী, পরলোকগত, নিষ্ঠুর রাজার অভিলাষ পূরণ করিতে, এথানে রক্তলোলুপ নরশার্দ্দূল সৈনিকদলেরও অভাব নাই । তবে প্রভেদ এই, পৃথিবীতে শহুশ্বামলা, অধীন জাতীয় মাতৃস্বরূপা, জন্মভূমিকে শ্মশানে পরিণতঃ করিয়া, শত্রুর রুধীররঞ্জিত মাতৃবইক্ষর উপর তাণ্ডব নৃত্য করিয়া, হুর্দ্ধ অত্যাচারী যে আনোদ অনুভব করিত, এথানে তাহার পরিবত্তে কেবল অতৃপ্তির হাহাকার। তোমরা এখন বাসনার মোহন সঙ্গীত-ঝন্ধারে হিতাহিত ডুবাইয়া নিয়া হয় ত ভাবিতেছে, "বাসন। পূর্ণ ২ইতেছে, ভবে অভৃপ্তি কোথায় ?" সুর্থ ভোমরা জাননাক, তৃপ্তি জ্ঞানে, অভৃপ্তি মোহে, অজ্ঞানে। পৃথিবীতে বুঝি নাই, কিন্তু এখন প্রাণে প্রাণে অমুভব ক্রিডেছি, যতই তুপ্তিপ্রদ মনে হউক, কামদেণায় স্থপ নাই, শান্তি নাই। কাম "বিষকৃত্তং পয়োমুখম"; কাম স্থবৰ্ণ কণ্টক, দেখিতে স্থলর, কিন্ত বিদ্ধ হইলে ভীত্র যন্ত্রণাদায়ক।

নগরের সালকটে, কলোলিনীর কুলদেশে, পুষ্পবীথি-পরিশোভিত, আমার পার্থিক হর্ম্মের অনুরূপ, এখানকার আমার বাসগৃহ। জীবদশায় যেমন করিভাম, এখানেও দেইরূপ রঙ্গালয় ও বিহার মান্দরে আমোদে যাপন করিয়া, সময় অভিবাহিত করিতাম। পৃথিবীতে তোমরা যাহাকে

ম্রথ বল, জীবদশায় আমার তাহা বছল প্রকারে ছিল। কিন্তু হয়ত আমার ছঃথে তোমাদিগের নয়ন আর্দ্র হইবে। কিন্তু ভাহাতে কোনও ফল নাই। তোমাদিগের মহকাপা বা তোমাদিগের সহায়ভুতি আমার অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে না। আমার এখানকার যন্ত্রনা এই :---আমি স্কুথের অতুসন্ধানে সমস্ত সময় অভিবাহিত করিতেছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি কই? বিলাদের জ্ঞা সর্বাঞ্চণ জ্বলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সে তৃষ্ণা মিটিভেছে না। এখানে কেবল भन्नोहिका, बालुकामन मकरम्य मुर्शन स्मील मिल्लुर्ग महमीपर्गन ।

একটা কথা, না বলিয়া আমি থাকিতে পারিভেছি না, আমি এখানে প্রত্যহ আমার পরিচিত আত্মীয়গুণ ও বন্ধবাধাবদিগের দেখা পাইতেছি: কিন্তু আমি তাহাদিগের নাম ধাম বলিব না। তোমরা সভাতাভিমানী পথিবীর লোক, তোমানিগের সদসং বিচার মানবের কথাও ব্যবহারের: উপর: তোমাদিগের প্রচলিত মান-দণ্ডের পরিমাণে যে অতি ভদ্র ও উচ্চ দে হয়ত এপানে আমারই মত অথবা ততোধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু ভাহার পার্থিব আত্মীয় বন্ধু কি ভাবিতেছে ?—তাহাদিগের পরবোক গভ আত্মীয়ের সদগতি হইয়াছে, দে নন্দনের পারিজাত তলার অথবা শান্তিপূর্ণ বিষ্ণু, শিবলোকে বিহার করিতেছে। কেন তবে আমি প্রকৃত পরিচয় দিয়া তোমাদিগের স্থাপের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিব ? তবে একটা কথা মনে রাখিও, তোমরা পরগোকগত আত্মীয় স্বজনের যে, অবস্থার সমাণোচনা কর, তাহা অনেক দময়েই মিথ্যা। তোমাদিগের ধন্তবাদ, মুচবাক্তির ষন্ত্রণার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

সেবাত্রত পরিব্রাঞ্চক।

# वरनोंकर उर्ग

# অলৌকিক বহস্য।

৮ম সংখ্যা। ]

প্রথম ভাগ ৷ \*

[ অগ্রহারণ, ১৩১৬।

## मनीशनी।

--:\*:---

কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্প্রদায় অভ্যাদ-বস্থায় এরপ ভাবে প্লাবিত হইয়াছিলেন যে, স্থুল জগৎ ও স্থুলদেহ ব্যতীত আর কিছুর অস্থিত করনার আনিবার চেষ্টাকেও তাঁহারা উপহসনীয় বলিয়া মনে করিতেন। ক্লিন্ত এই ছদিনে, ভগবানেরই অমুকম্পায় প্রেততত্ত্ববাদী (Spiritualist) নামক এক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল। তাঁহাদিগের অধ্যবসায় ও সংসাহসে, প্রেত চক্রের সাহায্যে, ঝবিপ্রোক্ত স্ক্ষুজগৎ ও স্ক্ষ্মনীবের অন্তিত্ব একপ্রকার প্রমাণিত হইরাছে। তাঁহাদিগের মীমাংসা স্ক্ষমণী আমাদিগের উদ্দেশ। ঝবিদিগের সম্পূর্ণ মতামুখায়ী না হইলেও, কালে ধে তাঁহারা সেই লনাতন সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারাই তাঁহাদিগের যুক্তি পূর্ণ গ্রন্থাদি সম্যক আলোচনা করিরা-ছেন, তাঁহারা আরু ঝিষিদেগের কথা প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। সেই সাহসে আমরাও এই কড়বাদের যুগে কড়বাদীর ধারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বসিয়া, প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক

লগৎ ও মানবকে বেইরূপ ভাবে দেখিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে সাহনী হইরাছি। যে উদ্দেশ্তে প্রেততত্ত্বাদী-সম্প্রদার প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশ্যেই ''অনৌকিক রহস্তের'' প্রচার। জড়বাদ-দৈত্যের প্রলো-ভনে ঘর ছাড়িয়া আমরা অনেক দুর বাহিয়ে গেছি; আমাদিগের উদ্দেশ্ত ঘরের ছেলেকে আবার ঘরে ফিরান। মা যেমন খেলানার প্রলোভনে, হুষ্ট পুত্রকে আহ্বান করে, আমরাও এখন তাহাই করি-তেছি। ভূতপ্রেতাদির আলোচনায় মানবের আধ্যাত্মিক কোনও উপ-কার হয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে পরলোক সম্বন্ধে বিখাস আদে. ইহ লোকেই যে স্থিতির শেষ নয়, এ ধারণাটাও মনে বদ্ধুল হয়। ইহ ও পরলোকের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

স্কাদশী আর্য্য ঝিষ্ণিণ বলিয়াছেন, "শ্রীরে শারীর বায়ুর অবরোধ হইলেই শরীরের স্পন্দনাদি প্রশাস্ত হয়। সেই প্রশাস্তির নাম মরণ।" মরণের পর মানবের কি অবস্থা ঘটে? প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হইলে এবং দেহ শ্বাকারে পরিণত হইলে জীবচেতনা পূর্ব্বোপার্জিত বাদনা-সংশ্লিষ্ঠ জীবাস্থায় অবস্থান করে। জীবের স্থূল দেহ ব্যতীত আরও অনেকণ্ডলি দেহ আছে। মৃত্যুর পর তাহার স্থুল দেহের নাশ হইলেও তাহার অপর অপর দেহ রহিয়া পিত দেহ ও সমাধি ষায়। পাঠক মহোদয়গণ ষভাপি অমুগ্রহ করিয়া কেত্রের প্রেত। "দাদা ম'শায়ে" র ঝুলিটি অমুসন্ধান করেন, ভাহা

হইলে এ সমস্ত বিষয় বিশদভাবে দেখিতে পাইবেন। মৃত্যু হইলে পিগুদেহ ও ভাগু দেহের সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। ভাগু দেহটি শব হইরা পড়িরা থাকে, প্রাণ পদার্থ পিগু দেহ আশ্রন্থ করিরা থাকে। ভাগু দেহটি পোড়াইয়া ফেলিলে উহার কণা সকল ভত্ম ও বাষ্পত্রপে পরিণত হয়: মাটি তথন মাটিতে মিশিয়া যায়, জল জলে, বায়ু বায়ুতে মিশিয়া

যায়। ভাও দেহটি না পোড়াইলে, ভাহা পচিতে আরম্ভ করে এবং রোগ বীক উহা আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই কল তাহা পোড়াইয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য। পিও দেহও শীঘ্ৰ শব হুইয়া পড়ে. এবং প্রাণশক্তি ইহাকে ত্যাগ করিলে ইহাও পচিতে আরম্ভ করে। তথন মামুষের অনিষ্টকারী জীবাতুসকল তাহাকে আশ্রন করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হুইতে থাকে। তাই, ভাও দেহের মত পিও দেহটিকেও মহাভূতে লয় করিয়া ফেলা কর্ত্তবা। হিন্দুবা যে প্রাক্রেয়ার স্বারা মৃতের পিগু দেহের লম্ব করেন, তাহার নাম সপি গুকরণ। মৃতব্যক্তির পুজের পিও দেহের সহিত, তাহার পিওদেহের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে. তাই পুত্রই সপিগুকরণের প্রথম অধিকারী। তণ্ডুল, গোধৃম, যব ইত্যাদি ওষধি-দক্ত দ্রব্যকে আধার করিয়া ইচ্ছাশক্তি ও মন্ত্রশক্তি বলে মুতব্যক্তির পিণ্ড শরীরকে সংকৃচিত করিয়া সেই আধার স্থাস করত:, উক্ত পিণ্ড চক্রলোক-বাসী পিতৃগণের উদ্দেশে বিদর্জন করাই সপিওকরণ ক্রিয়া ৷ উক্ত পিণ্ড এইরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই পিতৃপুরুষ মুথ নিঃস্ত অগ্নি উহাতে সংযুক্ত হট্যা উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। অহিন্দুর সমাধিক্ষেত্রে যে প্রেতাদির বিষয় পাঠ করা যায় তাহা প্রায় এই অদগ্ধীভূত পিওদেহ মাত্র। পিণ্ডদেহ ও ভাণ্ডদেহ ভত্মীভূত হইলে রক্তশোষক গ্রেতের **অন্তিত্ব** থাকিতে পারে না। এই সংখ্যায় শ্রনাম্পদ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশম্ব যে সত্য ঘটনা মূলক ভীষণ রক্তশোষক বেভাল (vampire) শীর্ষক গল্পের অনুবাদ করিবাছেন, ভাগা পাঠে পাঠকেরা আমাদিগের এই উক্তির মর্ম ব্রিতে পারিবেন।

এই ত গেল পিও দেহের কথা। তথন জীবাত্মা কি জ্ববস্থার থাকে ?
মৃত্যুর পর, কিছুদিন সে মরণ মৃষ্ঠার থাকে। সেই সময়ে 'শিলাজঠরের ন্যায় জাডা' অমুভব করতঃ জ্বতিশর বাতনা ভোগ করিতে থাকে। বে

অবস্থাকে শান্ত্র বলিয়াছেন "আকাশস্থো নিরালম্বে। বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। \* দশপিও দারা এই নিরালম্ব দেহের পূরণ হয় বলিয়া, উহাকে "পুরক্পিও"ও वरन: हेशार वहें कहेकत अवद्यात (नव इम्र वदः कोवाबात किकिए স্থলতর প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়। প্রেতের দশপিওদান পর্যাস্ক ক্রিয়াকে "প্রথম ক্রিয়া" বলে। পরে সপিও কবণাম্ব যোড়শ প্রাদ্ধকে "মধ্যমক্রিয়া" বলে। ইহার দারা প্রেত্ত নাশ হইয়া, জীব ভোগ দেহ প্রেড মেই। প্রাথা হয় এবং 'স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। ইহা হইল সাধারণ মানবের কথা। কিন্তু, থাঁহারা তত্ত্ত তাঁহা-দিগের প্রেক্তাবস্থা হয় না। সেইরূপ বাঁহারা ক্ষতিশয় বিষয়াসক্ত তাঁহা-দিগের এই অবস্তা অতি দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী। যাহারা আত্মঘাতী, বা প্ৰিবীর জীবনে তীত্র আকাজ্জা রাখিয়া মৃত্যু দুশা প্রাপ্ত হয়, তাহাপ্তা মৃত হইলেও পৃথিবীর মমতা ও সংসর্গ ছাড়িতে পারে না। তাহারা মাঝে মাঝে মানবকে দেখা দেয় ও আত্মকাহিনী বলিবার জক্ত বাস্ত থাকে। তাই শ্রীযুক্ত সতীক্ত নাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত কাহিনীতে

#### \* দশপিতের সম:--

শ্বাশানানলদক্ষোহসি পরিত্যক্ষোহসি বান্ধবৈ:। ইদং নীর্মিদং ক্ষীরং স্লাজাপীতা সুখীভব ॥ ১ আকাশছো নিরালখো বারুভূতো নিরাশ্রয়:। डेमः नीत्रमिमः कीतः प्रांडा शीखा प्रबोखर । २

প্রেতিনী স্বাত্মকথা বলিতে এত লালাইত। (ক) প্রাণক্সফের পিতার জীবদ্দশার একটা প্রাণে বিখাস ছিল বে. গুরু না মিলিলে মুক্ত হওয়া

<sup>&#</sup>x27;'প্রেতিনীর আত্মকথা" । (平)

অসম্ভব। তিনি জীবদ্দশায় উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধান অনেক করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার মনের মত গুরুলাভ হয় নাই। তাঁহার আশা
মিটে নাই বলিয়া, মরিবার সময় তিনি প্রাণে অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখাস হইয়াছিল যে, তাঁহার আর মুক্তি নাই। তিনি
বেশ ভাল লোক ছিলেন, তথাপি, তাঁহার বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই বলিয়া
মরণের পর তাঁহার প্রেভত্তলাভ হইয়াছিল। পরে স্বামীজির অনুপ্রহে
তাঁহার প্রেভত্ব ঘুচিয়া ছিল। (ক)

অতএব আমরা ব্রিলাম, দাধারণ লোকের কিছুদিনের নিমিত্ত প্রেতা-বস্থা অবগ্রস্তাবী হইলেও, কেন সকলে স্থূগ সংস্কৃত্ত হন না বা আত্মীয় প্রক-নকে দর্শন দেন না। সুলদ্শী আমরা, আমরা নাহর মৃত আত্মীয়ের স্ক্ষতর প্রেডদেহ দেখিতে পাইলাম না, তাহারা যে, দেই ভীষণ ষাতনা ভোগ করিতেছে, তাহা যেন আমরা অমুভব করিতে পারিলাম না, তাহাতে কি তাঁহাদিগের তীত্র কণ্টের কিছুও উপশম হয় ? তাহারা বে যাতনা ভোগ করিতেছিল তাহাই করিতে থাকে। তাই, সর্বজীবে দয়াবান প্রস্তুদর্শী ঋষিরা তার্হাদিগকে ও মাসিক শ্রাদ্ধ। এই যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে পূর্ব্বক্থিত "মধ্যমক্রিয়ার" ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা পুলানিপ্রদত্ত মাসিক শ্রান্ধের দারা তৃপ্ত হইয়া বৎদরান্তে ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয় ও **আত্মকত** কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে। ইহাই পিতৃযান। ঘাঁহারা ফলাকাক্ষ্য হইয়া পৃথিবীতে কর্ম করিয়া থাকে, তাঁহারা মরণের পর এইপথে যান, এবং ভোগের পর আবার জন্মগ্রহণ করেন। উপনিষদ বলিয়াছেন, "সংবৎসরই প্রজাপতি ; তাহার ছুইটি অয়ন,—দক্ষিণ ও উত্তর। বাহারা কলাকাজ্জী হইয়া কর্ম করে, তাহারা চন্দ্রলোকে যায়; তাহারা আবার

<sup>(</sup>क) "প্রেভের দীকালাভ।"

পুথিবীতে প্রতিনির্ভ হয়।" \* মানব কামদেহ ধারণ করিয়া ভ্রবর্লোকে কিছুদিন অবস্থান করে। তাহার পর যথন আত্মা-বৃদ্ধি-মন সম্বিত জীব দেই দেহ ছাড়িয়া স্বৰ্গলোকে চলিয়া যায়, তথন তাহার এই সুক্ম দেষ্টিও শৰাকারে পড়িয়া থাকে। ইহাই তাহার তৃতীয় মৃত্যু। কামদেহ স্কু উপাদানে গঠিত বলিয়া স্থুল দেহের মত শীঘ্র নষ্ট হয় না। ভাহার উপর আবার, বহিমুখী মন কামদেহের সহিত জড়িত থাকিয়া ৰ্ছকাল অৰ্ধি কাৰ্য্য ক্ৰিয়া আসিয়াছে; স্বতরাং যখন আত্মা-বুদ্ধি-মন-সমন্ত্রিত জীব কাম দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হুইয়া চলিয়া যায়, তথন মনোদেহের কতকটা কামদেহের সহিত সংশ্লিষ্ট পাকিয়া যায়। প্রকৃত জীব যদিও তথন স্বৰ্গলোকে চলিয়া গিয়াছে, তথাপি বৃত্তিমূখী-মন-সঞ্জীবিত কামদেহ ভাহার পূর্ববেটীর আকার ও হাবভাব কতকটা অমুকরণ করিতে সক্ষম হয়। ভাহার দেহীর শীবনের সমস্ত ঘটনা ভাহারও স্থতিতে থাকে । স্থৃতি বলিতেছি, কারণ মনের কিয়দংশ ইহার সহিত জড়িত থাকে। প্রেত-তত্ত্ববাদীদিগের চক্রে যে সমস্ত ভূতের বিষয় পাঠ করা যায়, তাহা-

দিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর। পার্থিব জীবনে প্রেভভেম্বাদিগণের যে যতদ্র কাম প্রকৃতির চরিতাথতা সাধন করিয়া চক্রে আগত ভূত। আসিয়াছে তাহার কামদেহের স্থায়িত্ব তদক্ষায়ী।

ৰভই মনোদেহের অংশটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ততই এই ছায়া শরীরের পূর্ব্ব স্থৃতি ব্রাস হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমে ইহা একেবারে নষ্ট হইরা ষান্ন। স্থূল জগতের অধিক আকর্ষণ থাকিলে, ইহা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে,

সংবৎসরো বৈ অঞ্জাপভিত্তসাায়নে দক্ষিণং চোভরং চ ৷ ভদ্যে হবৈ ভদিষ্টা-পুতে কৃতমিত্যপাসতে তে চাক্রমসমেব লোকমভিজন্বত্তে 🛭 ত এব পুনরাবর্ত্তত্তে ভস্মাৎ... श्राचार्यानिवस् >-->।

এবং আমরা তাহাকে "ভূত" বলিয়া অভিধান করি। যাহারা অভ্যুগ্র রাগ, দ্বেষ বা তীত্র বাদনা লইয়া পার্থিব জীবন কটিায়, তাহারা বড়ই অনিষ্টকারী। দয়াবান ঋষিরা ইহাদিগের জন্ম কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? পার্ব্বণ ও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ দারা কেবল যে এই কামদেচের নাশ হয়, তাহা নহে, জীব মন্ত্র ও দেবতার সাহায্যে কামলোক হইতে পিতৃলোক, এবং তথা হইতে অর্গলোকে যায়। এই পুরিত্যক্ত কামদেহও মন্ত্রশক্তি প্রভাবে নষ্ট হয়। বিশেষ বিশেষ স্থলে, গ্রায় পিণ্ডাদি দিতে হয়।

পৃথর্ব বে কামলোকিক দেহের কথা বলা হইরাছে, ইহা সংশ্লিষ্ট মলকণা হইতে বিচ্যুক্ত হইলেও
কিছুকাল থাকে। তথন আর আদৌ তাহাতে চিস্তাশক্তি থাকে না।
মেঘের মত অস্তরীক্ষে তাহা ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহাও প্রেত্ত-তন্ত্ববাদিগণের মণ্ডলের সমীপে আসিয়া পড়িলে আবিষ্ট ব্যক্তির বৈছাতিক
শক্তির সাহায্যে তাহা কিয়ং পরিমাণে অনুপ্রাণিত হয়। ইহাও সময়ে
সময়ে "ভেত" বলিয়া অভিহিত হয়।

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা এতদ্র পাপী যে মরণের কিছুদিন পরে তাহারা তাহাদিগের অবিনশ্বর উৎকৃষ্টতর আধাত্মিক অংশটুকু হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদিগের বহিমুখী-মনের সমস্ত অংশটুকু কামদেহের সহিত জড়িত হইয়া যায়। তাহারা অতিশন্ন ভয়ঙ্কর, এবং মানবের অজ্ঞানতা বা অসাবধানতা দেখিলেই তাহারা তাহাদিগের দেহ আশ্রম করিয়া হাসপ্রাপ্ত

প্রসিদ্ধ। এই জাতীর ভূত পূর্বেষ যত ছিল, স্থাধর বিষয় এখন আর তত লক্ষিত হয় না। ইহাদিগকে কেছ কেছ জীবালা-বিচ্ছিন্ন মানব বলেন ( soulless men ) বলে। তাহারা অপেকারত দীর্ঘকাল স্থায়ী। কিন্ত বিশুদ্ধ মানবগণের উপর ভাহারা কোনও অত্যাচার করিতে পাৱে না ।

অনেক ক্লডবিদ্য মনে করেন আমরা প্রেডাদির বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদিগের জাতিকে ভয়বিহ্বলিত করিতে বসিয়াছি। আমরা তাহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি ৫৭, তাহারা রুতবিদ্য হইলেও মানব চরিত্র পর্যালোচনা করেন নাই। যাহা আমরা জানি না তাহা হইতেই বেশী বিপদ আসে: আমাদিগের অজ্ঞানতাই আমাদিগের ভরের কারণ। অজ্ঞানাদ্ধ শিশুই অপরিচিত লোক দেখিয়া ভয়ে মাতার ক্রোড় আশ্রয় লয়; কিন্ত অজ্ঞাত লোক দেখিতে দেখিতে. সে যথন অপরিচিত লোক দর্শনে অভ্যস্ত হয়,—তথন কি আর তাহার ভর থাকে ? সুক্ষ ভূতাদির উপর চিস্তাশক্তি যেইরূপ কার্য্য করিতে পারে স্থূনভূতের উপর সেইরূপ পারে না। স্থূন-ভূতের উপর চিম্ভারপিণী মানব-শক্তি একেবারে অসহায়, কিন্তু প্রেতাদির

দেহ সৃত্ম প্রমাণু ছারা গঠিত। মন প্রিত রাখিয়া. আমাদিগের জীবনে যিনি সংযম অভ্যাস করেন, শত প্রেতেও শেষ কথা ৷ তাঁহার কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। বরঞ,

ভিনি প্রেভের অনেক উপকারে আসিতে পারেন। এ সম্বন্ধে প্রেভিনীর আত্মকথা" মূলক ঘটনাটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। প্রেতভত্তের আলোচনায় আরও ফল আছে। ঋষিশিক্ষিত ভারতবর্ষ ষদ্যপি আবার পূর্ব্বগরিমায় উঠিতে চায়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের প্রচারিত একটিও আর্যা অমুষ্ঠান **कां** ज़िया पिटन हिन्दिन न।। अज़्वानीत भिक्तांत्र आमता मर्वाना विमागटर्व স্ফীত হইয়া সাহস্কারে বলি "মরা ঘোড়া কি মাস খায়?" আমাদিগের প্রার্থনা আপনারা চর্বিত চর্বেণ না করিয়া স্বাধীনভাবে এই সমস্ত তত্ত্ব আলোচনা করুন। দেখিবেন যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, চিরামুগুহীত ভারতে, কাহাকেও বার্থ মনোর্থ হইতে হয় না **।** দেখিবেন আর্যাঋষিদিগের সমস্ত সনাতন সন্ত্য আপনার নিকট প্রস্ফুটিভ বহিয়াছে।

আমরা সংক্ষেপে মানবের মৃত্যু হইতে, তাহার পুনর্জন্ম অবধি আলো-চনা করিলাম। এই সংখ্যায় আমরা ভৃত সম্বন্ধে আরও তুই একটা कथा विषया এইবারের मन्मीभनी भाष अंतिव। মানবের চিন্তা-ममूह সকলেই এক একটি সঞ্জীব পদার্থ। বাহার। স্কর্মণী তাঁহারা চিন্তা-মর্ত্তিগণের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চিন্তা-প্রস্ত, অর্দ্ধায়ক্ত, নির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট, শক্তি-চিন্তামূর্ত্তির ক্রিয়া। সমূহ অনেক সময়ে ভূতাদির মত কার্য্য করে। চিস্তামূর্ত্তিদিগের অভূত ক্রিয়া•সম্বন্ধীয় এরূপ কতকগুলি সত্য ঘটনা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠকেরা স্তম্ভিত হইবেন। আমরা শীঘ্রই সেই সমস্ত আপনাদিগের করকমলে উৎসর্গ করিব।

### রক্ত শোষক বেতাল।

#### Vampire.

উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ক্রশিয়া দেশে এক রক্তশোষক প্রেতের নিম্লিখিত ভয়ানক ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল।

চ----নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার বয়স ৬ • বৎসর হইয়াছিল। তিনি অত্যম্ভ হিংম্র, নিষ্ঠুর, ঈর্ধাপরবশ ও অত্যাচারী ছিলেন। এই স্বেচ্চারা শাসনকর্তার ক্ষমতায় বাধা দিবার লোক না থাকাতে, তিনি ষ্মনায়াদে নিষ্ণের পাশব প্রবৃত্তি চরিভার্থ করিতেন। এক দিবস তিনি

তাঁছার একজন অধীন কর্ম্মচারীর স্থনরী কন্সার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত কন্তাটির সহিত অন্ত কোন একটি যুবকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হুইরাছিল। কিন্তু ঐ অভ্যাচারী শাসন কর্ত্তার আদেশে ঐ ক্যার পিতা তাঁহারই সহিত ক্লার বিবাহ দিতে বাধা হইরাছিলেন। ক্লাটি অনিচ্ছা সত্তেও ঐ শাসনকর্মার পরিণীতা হইয়াছিলেন।

বিবাহ করিয়াও উক্ত শাঁসনকর্ত্তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি অবলা পরিণীতা স্ত্রীর প্রতিও অত্যাচার করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না । সর্বাদাই তাহাকে গৃহের মধ্যে আবন্ধ করিয়া রাথিতেন। নিজের অসা-ক্ষাতে অপর স্ত্রী বা পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না, এমন কি সময়ে সময়ে প্রহার পর্যান্ত করিতেন।

এইরপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা ঐ শাসনকর্ত্তা পীড়িত হইম্ব মৃত্যু শ্যায় শান্বিত হইলেন। তাঁহার জীবনের শেষ দশা নিকটন্থ দোর্থীয়া একদিন ভিনি তাঁহার পত্নীকে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সে অন্ত কোন পুরুষের সহিত বিবাহ করিতে পারিবে না এবং ভন্ন প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, যদি সে তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্ত লোকের সহিত বিবাহ স্থাতে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমাধি হইতে কিরিয়া আসিয়া ভাহাকে হতা: করিবেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইলে নদীর পরপারস্থ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার মৃত দেহ প্রোথিত করা হইয়াছিল। যাহা হউক শাসন কর্ত্তার মৃত্যুর পরে কিছু কাল পর্যান্ত ঐ বিধবা মৃত স্বামীর দারা কোন প্রকারে অভ্যাচারিত হন নাই। স্থতরাং ক্রমে কাল বশে শাসনকর্তার ভয় বিধবার মন হইতে বিদ্রিত হইল। অবশেষে পূর্বে যে যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের সমন্ধ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই বিবাহ করিয়া (क्लिटनन ।

বিবাহ রাত্রিতে ভোজনের পর যথন বাটীর সকলে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, তথন ঐ রমণীর গৃহ হইতে এক ভয়ানক চাৎকার শব্দ প্রবশে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রমণীর গৃহের ধার ভিতর হইতে আবদ্ধ অথচ ভিতর হইতে কাতরোক্তি হইতেছে গুনিয়া বাটীর লোকেরা তাহার গৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। গুহে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে তিনি শ্যার শায়িত অবস্থায় মৃচ্ছিতা হইরা আছেন। সেই সময়ে যেন এক থানি পাড়ী বাটীর প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে ঘাইতেছে, এইরূপ শব্দ শ্রুত হইল। ঐ স্ত্রীলোকের শরীরের স্থানে স্থানে কালসিটা দাগ দেখা গিলা-ছিল, যেন কে তাঁহাকে চিমটি কাটিয়া দাগ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার গ্রীবা দেশ ক্ষত বিক্ষত। তন্মধা ২ইতে রক্ত বিনির্গত হইতেছে। কিছু ক্ষণ পরে উক্ত স্ত্রীলোকের মূর্ছে। ভঙ্গ হইল। তথন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন আমার পূর্বতন স্থামী হঠাৎ আমার গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জীবিতবং বোধ হইল, কিন্তু তাঁহার বর্ণ অত্যন্ত মলিন। আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছি বলিয়া, তিনি আমাকে যথেষ্ঠ ভর্পনা করিয়া নির্ভুর ভাবে আমাকে প্রহার করিয়াছেন। প্রথমে কেহই ঐ স্ত্রীলোকের এই কথা বিশ্বাস করেন নাই।

পর দিন প্রত্যুষে উপরিউক্ত নগর প্রান্তবর্ত্তী নদীর উপরিস্থিত পুলের भारतीया मकलात निकृष्ठ निम्निनिथिक वर्गना क्रियाहिन। এই नमीत অপর পারে পুলের সম্মুখের রাস্তা দিয়। সমাধি স্থানে যাওয়া যায়। চৌকি-मात्र बिनन, এकमिन ताबि इरे अश्दत्तत ममग्र এकथानि क्रखनर्रात गाफ़ी ৬ জান আরোহী লইয়া ঐ পুলের উপর দিয়া অতিক্রত বেগে সহরের দিকে তাহাদের বাধা না মানিয়া আদিয়াছিল। নৃতন শাদনকর্তা এই শকট আরোহী ভূতের কথায় বিশাস স্থাপন না করিয়া পুলের চৌকি-

দারের সংখ্যা দিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি প্রতি রাজিতেই এইরূপ ঘটনা ঘটিতে ছিল। চৌকিদারেরা আরও বলিল যে পুলের ফটক যেন আপনি আপনি উঠিয়া যাইত ও তাহারা বাধা দিবার চেটা করিলেও ঐ গাড়ী তাহাদিগকে অতিক্রম কৃরিয়া চলিয়া যাইত। এ দিকে প্রতি রাজিতেই প্রায় এক সময়েই ঐরূপ গাড়ীর ঘর্ষর শব্দ ঐ বাটার প্রাক্রণে শোনা যাইত। উক্ত রমণীর বাটার ভৃত্ত্যেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাস্ত্র নিজাভিভূত হইত। প্রত্যুহ ঐ রমণীর শরীরে পূর্ব্ববং প্রহারের দাগ দেখা যাইত। ঐ সময়ে রমণী মৃচ্ছিতা হইত। এই সকল সংবাদ ক্রমশঃ সহরের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। উক্ত রমণীর কোন রোগ হইন্যাছে মনে হওয়াতে, চিকিৎসক আনাইয়া দেখান হইল। চিকিৎসক্বেরা ইহার কোন কারণ নিগ্র করিতে পারিলেম না। প্রোহিতেরা ভোত্র পাঠ করিলেন। কিন্তু পর দিন প্রত্যুয়ে ঐ স্ত্রীলোকটির অবস্থা পূর্ব্বা-পেকা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে ঐ স্ত্রীলোকটির অবস্থা পূর্ব্বা-পেকা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে ঐ স্ত্রীলোকটি মৃত্যু দশায় উপনীত হইলেন।

ঐ প্রদেশের নৃতন শাসনকর্ত্তা পরিশেষে সহরের এই জনশ্রুতি বন্ধ করিবার জন্ম কঠিন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এবং একজন সাহসী ও বলিষ্ঠ কসাক্ সৈনিককে ঐ পুলের উপরে দাঁড় করাইয়া তাহাকে হকুম দিলেন যে, যত কেন বিপদ হউক না ঐ দৈত্যের পাড়ী বন্ধ করিতেই হইবে। তদমুসারে পূর্ব্ব প্রথানুষায়ী সেই দিন ঠিক রাত্রি ছই প্রহরের সময় য়থন সমাধি স্থানের নিকট হইতে ঐরপ গাড়ী পুলের নিকট আসল, তথন ঐ সেনাধ্যক্ষ ও একজন ক্রশধারী পুরোহিত চীৎক্ষার করিয়া বলিলেন "ঈশ্বরের শপথ ও ক্রশিয়া সমাটের আজ্ঞা, কে যাইতেছ ? বলিয়া যাও।" তাহাতে এক ব্যক্তি গাড়ীর বাহিরে মন্তক্ব বাহির করিয়া বলিলেন 'চ——প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটের অমাত্য।

ভৎক্ষণাং ঐ দৈত্যের গাড়ী ঐ দৈলাধাক্ষ, পরোহিত ও দৈলদিগের মধ্য দিয়া ভড়িভের বেগে চলিয়া গেল. দৈল্পিগকে নিখাদ ফেলিবারও অব-কাশ দিল না।

তখন প্রধান পুরোহিত প্রথামুসারে পুর্বোক্ত গবর্ণরের দেহ কবর হুইতে উঠাইয়া তাহার বক্ষ:স্থল ওকবক্ষের শলাকা দারা বিদ্ধ করিয়া ব্দমির মধ্যে পুনরায় প্রোথিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। সকলে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে পর পুরোহিত্র সকল লোকের সমুখে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। যে সময়ে ঐ শূল ভাহার বক্ষঃম্বলে প্রথম বসান হইয়াছিল, সেই সময়ে একটি ভয়ানক ক্রন্দন শব্দ ঐ দেহ মধ্য হইতে বহিৰ্গত হইয়াছিল এবং দেই ক্বরত্ব শ্বদেহ হইতে রক্তধারা ষ্মভূতেজে বহিৰ্গত হইয়াছিল। প্ৰধান পুরোহিত কর্তৃক ঐ শবদেহ মৃত্তিকা মধ্যে পুন:প্রোথিত হইবার পর ঐ রক্তশোষক বেতালের আর: কোন কথা গুনা যায় নাই।

শীহর্গাচরণ চক্রবর্তী।

# প্রেতিনীর আত্মকথা।

#### দ্বিতীয় দিনের কথা।

তার পরদিন ভোরে উঠিয়া কেবল গত রাত্রের কথাই ভাবিয়াছি r কথা আছে আজও আসিবে। সমস্ত দিন অগ্রমনস্ক ভাবে কাটিয়া গেল। পড়ান্তনা মাথা মুঞ্জ কিছুই হইন না। সতাই কি আত্মার কোন অন্তিত্য আছে ? মরিশেও ভূত বলিয়া কিছু থাকে কি ? কেবল এই চিশ্তা কবিয়াছি। ধীরে ধীরে রাতি আসিল। ক্রমে অভ্তার আরও ঘনাইর

আসিল। অক্সদিনের মত আহার করিতে বসিলাম কিছু আৰু বড় তাড়াতাড়ি আহার হইল। মনে কেবল আত্তক—এই বুঝি আসিরাছে। বরে বাইরা দরজা বন্ধ করিলাম, আলো নিবাইরা দিলাম। তথনও ১০টো বাজে নাই। উভ্রে শ্যার শর্মন করিয়া আছি, প্রভ্যেক মুহুর্ত্তে ভূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। এরূপ ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা ছিলাম। এমন সময় শক্ষ হইল। একবার, তুইবার, ভিনবার সেই ঠক্ ঠক্ শক্ষ হইল। জিজ্ঞানা করিলাম, "আসিয়াছ?"

উত্তর। হাঁ।

প্র। আছা, তুমি এথানে আমাদের কাছে কেন আইস; আমরা তোমার কি করিতে পারি ?

উত্তর। কেন আসি জানি না, কিন্তু প্রাণের বড় জালা। প্রাণ্ড মনে পড়ে এই থানে, এই প্রকোঠে — যে প্রকোঠে তোমরা আছ, যেথানে আমি অসিরা বসিরাছি এইথানে আমার অতীতের কত্য স্থাতি জড়িত আছে, কত স্থাত হথের থেলা থেলিরাছি। এইথানে আমার জীবনের বিশেষ স্থানীয় কত ঘটনা ঘটরা গিরাছে। এইথানে আমি একজনকে পাইরাছিলাম, এইথানে ভালাকে ভালবাসিরাছিলাম; আবার এইথানেই ভালাকে হারাইয়াছি। আরও আছে। ঐ যে নিমে চৌবাচ্চা! হার, হার! কি বন্ত্রণার, কি কঠে, উহাতেই আমার জীবনের শেষ হইয়াছে! সে যে কি বন্ত্রণার, কি অব্যক্ত অনিচ্ছা-মৃত্যা তাহা মনে হইলেও শরীর শিহরিরা উঠে। 'ভাই দেখিতে জাসি। আমি তো কিছুই ভূলিতে পারি নাই! আমি যেই আমি সেই আমিই আছি। হার! কেন ভবে এমন কঠে এমন যন্ত্রণার ছট্কট্ট করিরা বেড়াই।

রমণী কাঁদিতে লাগিল। ঘরে মাহুর নাই কিন্তু রমণীর জ্বন্দনধ্বনিতে ঘরটা একটা বিঘাদের ছায়ার ঢাকিয়া গেল। রমণী শাস্ত হইল।

व्यामत् । विनाम, शाक् कांक नांहे तम नव कथा विनन्ना। कृषि कि हन्या नड़ा जान ?

উত্তর। জানি।

প্রঃ। আছো লেখ দেখি ? ঐ টেবিলে দোয়াত কলম আছে।

কান পাতিয়া শুনিলাম দেওয়ালে ধদ্ থদ্ শব্দ হইতেছে। আতে একটা কিছু পতন শব্দ হইল। শ্বালো জ্বালিয়া দেখিলাম দেওয়ালে ম্পষ্ট ম্পষ্ট পাৰ্ব্বতী ও আমার নাম লেখা রহিয়াছে। কিন্তু লেখাগুলি ঠিক একটানে লেখা নহে। ' অকরগুলি কেমন ছাড়া ছাড়া। "প"টা (धन वह कार्ष्ट्र २१० होरन रमथी इटेबारह: প্রত্যেক শব্দ ই এইরূপ। এক ধানা অৰ্দ্ধ ক্ষয়প্ৰাপ্ত টীকা নিমে পড়িয়াছিল, বুঝিলাম উহা দাৱাই লেখা হট্রাছে। আলো নিবাইয় জিজাদা করিলাম,—কালি কলমে কাগকে विथिति ना ?

উত্তর। আমার কোন অবম্ব নাই। ইচ্ছা করিলেই কলম ধরিতে পারি না।

था:। তবে দেওয়ালে निधित कि कतिया ?

উত্তর। বায়ুর শক্তি বারা টীকা থানাকে উপরে উঠাইয়াছি এবং উহা দাবা অতি কটে লিখিয়াছি তাই ছাড়িয়া ছাড়িয়া লেখা হইয়াছে। কিছুক্রণ আমরা উভয়েই নীরৰ ছিলাম হঠাৎ যেন বিষম যাতনার একটা চীৎকার श्वित अनिश आमत्रा हमिक्श छेठिनाम। अत्रक्रां अनिनाम-

"ৰড় তৃষ্ণা, বড় কুধা, পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া বাইতেছে. কুধার আমি সমন্ত অস্ককার দেখিতেছি। আর যে সৃষ্ট্র না! উ: कि যন্ত্রণা। আমার কি হবে!

প্র: ৷ তোমাকে জল আনিয়া দিতেছি খাবার আনিয়া দিতেছি<del>-</del> তুমি স্থান্থির হইয়া আহার কর।

উত্তর। তা যদি পারিতাম তবে এ যন্ত্রণাকেন সহ করি। কত স্থানে ভ্রমণ করি, কত পুন্ধরিণী, কত কুপ, কত খাদ্য পড়িয়া আছে, কিন্তু প্রবল ইচ্ছা সম্বেও মাহার করিতে পারি না। তৃষ্ণার কণ্ঠ গুৰু তবুও জল পান করিয়া তপ্ত হইতে পারি না। হায়! হায়!। অপমৃত্যুর কি বিষময় প্রায়শ্চিত।

মনে মনে হঃথ হইল। 'ভাবিলাম হা অভাগিনী ! সংসার ছাড়িয়া গিয়াছ, তবুও শান্তি নাই। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আমরা তোমার এ কষ্ট দুর করিব। গুরার পিও দিলে নাকি পাপের মুক্তি হয় আমরা তোমার নামে বে ভাবে হউক গরায় পিগু দিব।"

সে উত্তর করিল.—"কাজ নাই তোমাদের সে কষ্ট করিয়া। আমি গন্ধার জনৈক পাণ্ডাকে বলিয়াছি। সে পিণ্ড দিবে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্ত যে দিন সে পিণ্ড দিবে. সে দিন হইতে আর ত তোমার্দের দৈখিতে পাইব না।" আমরা বলিলাম "তা হউক, তবুও তুমি মুক্ত হও।" ৰলিতে কি প্রাণের কোন নিভত কক্ষ হইতে যেন যাহার রূপ দেখি নাই, যাহাকে দেখিবারও আশা নাই, সেই একটা অসৎ চরিত্রা স্ত্রীলোকের জন্ম কি একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভূত হইল। কে বলিবে हेश कि १

পরকণেই আবার পুর্বের দিনের ভার নম কঠে ধীরে, অতি ধীরে বেন কত অনিচ্ছায় কত কোমলতায় জিজ্ঞাসা করিল.—"তবে এখন - আসি ?'' অনিজ্ঞায় বলিলাম "বাও"। সে কণ্ঠস্বর আঞ্জও ভূলিতে পারি নাই।

### তৃতীয় দিনের কথা।

আজও ঠিক তেমনি সময়ে, তেমনি আহারাদি করিয়া আসিয়া আলো নিবাইয়া বসিলাম। আবার তেমনি শব্দ হইল। ক্রমেই আমাদের কুতৃহল বাড়িতে ছিল, ক্রমেই যেন অলক্ষো একটা আত্মীয়তা, একটা সহাক্তৃতির টান আমাদের অধিকার করিয়া বসিতেছিল। এখন আর ভর নাই, বিশ্বর নাই। এখন আর বিলম্ব সন্থ হয় না। এক মিনিটে দশ মিনিট বলিয়া অনুমান হয়। আসিবে না মনে হইলে প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। কেন এমন হয় জানি না; আপনাকে আপনি অনেকবার জিজাসা করিয়াছি উত্তর পাই নাই।

আজও আসিয়াছে, আজও কত কথা হইল। কত ভূত, ভবিষ্যৎ, অতীত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কত পাপ পুণোর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিজের সম্বন্ধে কতই জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রত্যেক কথার, প্রত্যেক স্বরভঙ্গীতে একটা গর্জা, যেন একটা অহঙ্কারের ঢেউ, খেলিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলান,—''তোমার এখন কি ইছা হয় ?'

সৈতিত্তর করিল,—"আমি মরিয়াছি, আমার পাপ চিস্তা পাপ প্রবৃত্তি ছাড়িতে পারি নাই। আমার দাধ হয় আমার সেই পূর্ণ যৌবনের বিশ্ববিমোহন রূপের ছটা তোমাদের একবার দেখাই। জগংকে দেখাই, আমি কত স্থলরী, আমার কত অগাধ প্রেম, আমি কত ভালবাসিতে পারি। ইচ্ছা কতই হয়; কিন্তু হায়, গারি না কিছুই! যাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম, যাহার নিকট দিবারাত্র গাকিতে, আমার প্রাণ এখনও লালায়িত। দে আমাকে দেখিয়াও দেখেনা, বৃঝিয়াও ব্রেনা। ভয়ে জড়সড় হইয়া সর্বানা জন কোলাহলে থাকে, আমাকে অজ্ঞাত অপরিচিত ভূত মনে করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাড়াইয়া দেয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কোথায়, তাহার নাম কি?

উত্তর করিল—''বৌবাজার''; কিন্তু নামটা কিছুতেই বলিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আছো, মৃত ব্যক্তিসকলকে কি ভোমরা দেখিতে পাও ?" উত্তর করিল—"সকলকেই পাই। কিন্তু প্ণ্যাত্মা বাঁহারা, তাঁহাদের সমূবে যাইতে পারি না। এধানেও শ্রেণীবিভাগ আছে। মৃত্যুর পর পরবর্তী জন্মগ্রহণের পূর্বে সকলকেই একটা নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট কাল প্রেতলোকে বাস করিতে হয়। তবে বাঁহারা সাধক, তাঁহারা অনেক উর্দ্ধে নিশ্চিন্ত মনে, নির্দ্ধপদ্রবে বাস করেন, আর আমরা—আমাদের কটের সীমা নাই।"

পার্কাতী জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রহ্মবাদ্ধর উপাধ্যায় কোথায় আছেন ?" তথন অনেকের প্রাণেই উপাধ্যায়ের 'স্থৃতিং জাগিতেছে; আর আমরা তাহার বড়ই গুণমুগ্ধ ছিলাম তাই উপাধ্যায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে সে বলিল ''তিনি আমাদের অনেক উদ্ধে, তিনি সাধক, তাহাকে আমরা দেখি মাত্র কাছে যাইতে পারি না।" আবার সেইক্রপ অন্থির তাব প্রকাশ করিতে লাগিল। আবার ছেই নিউর প্রার্থনা, আবার—''আমি ভবে আসি ?" ধ্বনি। মনে হইল, যেন বেশীক্ষণ থাকিলে একটা তীব্র যাতনা অন্থত্ব করে। যেন শত চেষ্টা করিলেও থাকিতে পারিবে না। সেই কথার ভাবে, সেই কাতরতাব্যক্তক অবে আপনা ইইতেই সহায়ভূতি আইসে। কি জানি হয়ত প্রাণে ব্যথা লাগিবে এই ভবে, কারণ অনুসন্ধান করি নাই, অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছি। চতুর্থ দিন।

আমরা আমাদের নিজেদের কথা গইরা বাস্ত ছিলাম। আত্মীর বদ্ধবাদ্ধবের মঙ্গলামঙ্গল, কে কোথায় কেমন আছে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিরাছি এবং প্রকৃত উত্তরও পাইরাছি। আমার জনৈক বদ্ধ পত্নির সস্তান হয় নাই। তাহার কথা আমার মনেই ছিলনা কিন্তু ভূত নিজে বলিরা উঠিল, "সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমার অমুক বন্ধু-পত্নির কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোয়ীরা! পূর্বজন্মে,

অর্থাৎ আমার গত জন্মের পূর্বজন্মে সে আমার ভটি ছিল। ভাহাকে আমি একটা ঔষধ দিব ভোমরা দিতে পারিবে কি ?"

আমরা অবাক ! বলিলাম, "পারিব।"

আমরা বলিলাম, তুমি যেমনটা ছিলে সেই অবয়ব ধরিয়া কি আমাদের একবার দেখা দিতে পার না ? সে উত্তর করিল—"পারি, কিন্তু তোমারা হয়ত ভয় পাইবে তাই দেই না"। আমরা অনেক অমুনয় বিনয় করায় স্বীকৃত হইয়াছিল একদিন আমাদের তাহার পূর্ব্বরূপ দেখাইবে। আরও কত কি কথা হইল। কিন্তু কাজের কথা কিছুই বলা হয় নাই। ইচ্ছা ছিল প্রতাহ উহাকে লইয়া কত কথাই কহিব। কত প্রয়োজনীয় কথারই মীমাংসা করিব। কত বন্ধু বা**দ্ধ**বকে এই আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইব। কিন্তু হায় ! আমরা নির্ব্বোধ, আমাদের কপালে ভাহা হয় নাই। আমরা কোন্দিন কোন্কার্য্য করিয়াছি; ভাল মন্দ সকল কথাই বেশ পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল! কত গোপনীয় কথা, যাহা জগতে কাহারও জানিবার উপায় নাই, ঠিক্ ঠিক্ ভাহা এই প্রেতামা বলিতে লাগিল। আমরা কুতৃহলের বশীভূত হইয়া অনেক কথাই জিজাদা করিয়াছি। ক্রমে ঘাইবার সময় হইয়া আসিল. আবার সেই বিদায়ের কাতর প্রার্থনা—"আমি তবে আদি ?" আমরা বলিলাম যাও। হায়। জানিতাম না এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হইবে।

তার পরের দিন আমাদের মেসে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল,
এ দিন আরও হই একটা বন্ধুও আমাদের সহিত আসিয়াছিলেন। আসিয়া
আলো জালিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে হতবৃদ্ধি হইলাম। প্রাণের
মধ্যে যে কি একটা কেমন করিয়া উঠিল তাহা বুঝাইবার নহে,—
দেখাইবার নহে। অনুভব করিয়া দেখিলাম, দেওয়ালের গাত্তে কি বেন
লেখা আছে। আলো ধরিয়া দেখিলাম এই কয়টী কথা,—

"আমি চলিলাম, যদি থাকি দেখা হইবে নতুবা বিদায়। ঔষধ টেবিলের কোলে বহিল ভাষাকে দিবে।" দেখিলাম সভা সভাই এক-টুকরা কাগজের উপরে একটা ছোট শিকড়ের মত কি একটা পদার্থ পড়িরা আছে। বুক ফাটিয়া কালা পাইল। কেন পাইল জানি না। **আগে যদি জানিতাম** এত শীঘ্ৰই তাহাকে হাৱাইতে হইবে, তবে আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিতাম। প্রাণ থুলিয়া কত কথা কহিতাম। কে জানিত এমন হইবে? কে জানিত এত শীঘ হারাইব ? কে বলিবে অবংক যাতনা আমিল কেন ? সে মুক্ত হুইবে, এই জালা যন্ত্ৰণা পূৰ্ণ জীবনের শান্তি লাভ হইবে, ইহাত স্থাপর কথা। তবে কেন আমার প্রাধে এমন হাহাকার ধ্বনি। কে বলিবে ইহা অনুরাগ কি না!

আশ্চর্য্য এই আমার বন্ধ-পত্নিকে দেই ঔষধ মাহলী করিয়া দেওয়ায় ভিনি এখন গর্ভবভী। কতদিন দেই প্রেত-আত্মার জন্ম একা 📆 মনে বসিরা থাকি, কিন্তু সার কখন সপ্রেও তাহাকে দেখি নাই।

শ্রীদতীক্ত নাথ রায় চৌধুরী।

# স্বামী সচ্চিদানন্দ বালক্ষ ।

( তাঁহার জীবনের কতকঞ্লি অলোকিক ঘটনা।)

(স্বামীজীর বয়স প্রায় ৫৫ বর্তসর, ইনি এক্ষণে বুন্দাবনে নাগলা গোপীনাথে থাকেন। তথায় তিনি ব্রম্ববোলা বলিয়া পরিচিত। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রাম ইহার জন্মন্তান। ইনি কলিকাতা বিখ-বিস্থালয়ের বি, এ, পাশ করিয়া এম, এ, পড়িতে থাকেন, নানা কারণে পত্নীকা দেওয়া ঘটে নাই। কিছুদিন ঢাকায় শিক্ষকতা করিয়া সংসারে

বৈরাগ্য হওয়ায় প্রায় ২৫ বংসর হইল গৃহত্যাগ করিয়াছেন। কাশী-ধামস্থ পরমহংস স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহাশরের নিকট হইতে সন্মাস ও পরমহংস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রবাশ্রমে ইহাঁর এক স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তুমান আছেন। স্বামীজী একজন সম্প্রদার বিহীন সাধক. त्मोत्र, भाव्क, देवछव, गांगभाडा, देनव, मकन छेनामत्कत्र श्रांडिं देशांत्र সমান অমুরাগ, নিজেও অনেক মতে সাধন করিয়াছেন। বৈঞ্চৰ মণ্ডলীর মধ্যে ইহাঁর নাম প্রায়ই বহু সমাদরের সহিত ব্যবহৃত হইতে শুনা বায়; অথচ ইহার আচার বাবহার ঘোর শাক্তের মত।

স্বামীঞ্জীর প্রকৃতি বালকের স্থায়, এবং তিনি নিজ জীবনের ঘটনা-বলী গোপন রাখিতে পারেন না। এক সময়ে স্বামীন্দ্রী তিন মাসকাল শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধলেথক কার্ত্তিক বাবুর হাকোলার বাটীতে অবস্থান করিয়া-চিলেন ৷ তৎকালে প্রবদ্ধলেথক অনেক প্রকার ভৌতিক ও দৈব ঘটনা ভাঁহার প্রমুগাৎ শুনিয়াছিলেন। স্বামীজীর অমুমত্যানুসারে, এবং তাঁহা-বই আবুত্তিমত তিনি নিজ হত্তে অনেকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ করিয়া-ছেন। উক্ত ঘটনাবলি হইতে কতকগুলি আমরা অলোকিক রহস্তের পাঠকবর্গকে উপহার দিব।)

(5)

#### প্রেতের দীক্ষালাভ।

স্বামীজী ভাগলপুরে গলাতীরে একটি মন্দিরে করেকদিন ছিলেন। তথার প্রত্যহ শিবলিঙ্গ, নারায়ণ, রাধাক্বফ প্রভৃতি চিত্র-বিগ্রহের পূঞা করিতেন ও অপরাহে করেকটি পরিচিত লোকের সহিত কীর্ত্তনাদি করিতেন। ব্রন্ধচারী কুলদা প্রদর, প্রাণক্বফ, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি করেকটি লোক স্বামীন্সীর নিকট যাতায়াত করিতেন ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতেন। একদিন কীর্ত্তন সমাপনের পর সকলে চলিয়া যাইলে স্বামীজী উক্ত মন্দিরের বারাভায় বসিরা আছেন এমন সমরে একটী দীপশিথার মত আলোক ক্রমশ: স্বামীক্সীর দিকে আসিতেছে, দেখিলেন। নিকটস্থ হইলে দীপ শিখাটি যেন একটি অস্পষ্ট মনুষা মূর্ত্তি বলির। বোধ হইল। মূর্ত্তিটি কহিল "আমি আপনার প্রাণক্লফের পিতা। আমাকে রূপা করিয়া আপনি একটি নাম দিন।'' স্বামীজী বলিলেন "এটি কাল্পনিক কি প্রকৃত ঘটনা আমি বৃঝিতে পারিতেছি না, আপনি আপনার পূর্বের মূর্ত্তি স্পষ্ঠ করিয়া দেখান, এবং এমন কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিলে, তাহাও দেখান, যাহাতে আপনাকে প্রাণক্ষের পিতা বলিয়া প্রতায় করা যায়।''

— অতঃপর সেই মূর্ভিটি স্পষ্ট মন্তুযারূপ ধারণ করিল ও মস্তকে টাক দেখা যাইতে লাগিল। স্থামীজী ঐ মাধার টাককে বিশেষ চিত্র বলিয়া বুঝিলেন। ভিনি মূর্ত্তিটিকে পরদিন সায়াহে কীর্ত্তনকালে সীসিতে বলিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রাণক্ষয় গঙ্গামান করিতে আসিয়া, যথারীতী স্বামী-শীর সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি তাহার দিকে চাহিয়া এরূপ ভাবে হাস্ত করিতে লাগিলেন যাহাতে প্রাণক্ষণ্ড মনে করিল যে স্বামীন্ধী ভাহার **সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন। প্রাণক্ষ্ণ ব্যাপার জানিতে উৎস্থুক হও-**রার তিনি গত রাত্রের ঘটনা সমুদয় তাহাকে বলিলেন। প্রাণক্ষণ্ড নিজের পিতার জীবদ্দশায় মন্তকে টাক থাকা স্বীকার করিল। তাহার পিতার চেহারার সহিত স্বামীজীর বর্ণিত চেহারার ঠিক মিল হইল। পিতার দীক্ষালাভ একটা বহু ভাগ্যের কথা বিবেচনা করিয়া, প্রাণক্রফ সেই দিন কীর্ত্তন জন্ম একটু বিশেষ ভাবে আয়োজন করিল।

সন্ধায় কীৰ্ত্তন কালে প্ৰাণক্ষের পিতা আসিলেন, স্বামীজী তাহাকে আলিক্সন করিয়া একটি নাম দিয়া দিলেন, তিনিও পূর্ণ মনোরথ হইয়া

অনুশু হটরা গেলেন। অবশু এই দীকা ব্যাপার অপর কীর্ত্তনকারীদের চক্ষর গোচর হয় নাই।

এই ঘটনাট ১৯০৭ সালের জাতুয়ারি সংখ্যা হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগা-জিনে একবার প্রকাশ হয়। তৎকালে সম্পাদক শিশির বাব ঘটনাটির সভাতা নির্ণয় জন্ম স্বামীজীকে পত্র লেখায় স্বামীজী ইহার সভাতা স্বীকার করেন। শিশির বাব এইরূপ ইহার মীমাংসা করিতে চান। "ভিক্রিয়োগ প্রভাবে স্বামীজীর মত লোকে অলৌকিক শক্তিলাভ করেন। ইহাঁদের কাছে শক্তি আপনা ছইতেই আসিয়া পড়ে অর্থাৎ এরপ ভক্তে শক্তিলাভ জন্ম প্রার্থনা বা অভিলাষ করেন না। ভক্তি ও সাধনের বছ পথের মধ্যে কীর্ত্তন করা একটি অন্ততম পন্থা। এই কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তের সমাধি হয়। এই সময়ে তাঁহাদের আত্মা দেহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে পুথক হইয়া যায়। এই সমাধি অবস্থায় অন্ত লোকের জীবের স্থিত দর্শন ইত্যাদি ভক্তদের ঘটে।" সামাদের কিন্তু এমত ভাল লাগে ना ।

(२)

### মুতের সদগতি লাভ।

ভাগল পুরের মন্দির হইতে তথায় জনৈক উকিলের বাটীতে স্বামী-জীকে কয়েক দিনের জন্ম যাইতে হয় ৷ উক্ত উকিল বাবুর জনৈক কর্ম-চারীর মুমূর্ অবস্থা হওয়ায় লোকটিকে তীরস্থ করিতে স্বামীজীর ইচ্ছা হয়। কয়েকটি লোকে তাহাকে গলায় লইয়া গেল। স্বামীজীও সঙ্গে গেলেন। রাত্রি অন্ধকার, তাহার উপর ঝড়বুষ্টি থাকায় পাড়ার লোকে একে একে সরিয়া গেল, একটি বালক উপরের মন্দিরে বসিয়া রহিল মাত্র। স্বামীজী রোগীকে ম্পর্শ করিয়া বদিয়া রহিলেন। এমন সময় স্বামীনী দেখিলেন একটি লোক ষেন শিবমন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল।
কোন একটি অলোকিক ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া স্বামীনী একটু
সন্তর্ক রহিলেন। কিছু পরেই স্বামীনী দেখিলেন একটি জ্যোতির্ম্মর
মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল "আপনি উহাকে ছাড়িয়া দিন।" তিনি
কারণ জিজ্ঞাসা করায় মূর্ত্তিট কহিল "আপনি সদ্প্রক লাভ করিয়াছেন,
স্থাপনি নিকটে থাকিতে আমরা উহাকে লইতে পারি না।" তিনি
মুম্বুকৈ নাম না ভনাইয়া ছাড়িতে পারিবেন না বলায় মূর্ত্তিট চলিয়া
গেল। পরে স্বামীনী নাম ভনাইতে ভনাইতে লোকটির মৃত্যু হইল।

দিনকমেক পরে মৃত ব্যক্তির জ্যোতির্মন্ত স্থামীজীকে দর্শন দিয়া রলিল "আপনি নিকটে থাকায় আমার অনেক উপকার হইরাছে আমি স্লাতি পাইয়াছি।"

শ্ৰীকাত্তিক চক্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# যমালয়ের পত্রাবলী।

### তৃতীয় পত্ৰ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখানে একটা কুঠ, পিছল, শুক্লভারবারিপূর্ণ, স্রোভিশ্বনী প্রবাহমান। তোমাদিগের স্থপভ্য বিজ্ঞাতীয় বিজ্ঞোরা তাহার নাম দিয়াছেন, "লিথ্" (Lethe) বিশ্বভি। তোমরা তাহাকে বৈভরিণী বল। তোমরা বে নামেই তাহাকে অভিহিত কর না কেন, তাহাতে তাহার প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন করিতে পারে না,—ভাহা মানবের কুক্র্মের বিশ্বভি

উৎপাদন করিতে পারে না। বিশ্বতি হওয়া দূরের কথা, সেই নদী क्निनमार्ट्यहे. পार्थिव कीवरनत्र ममस्य পानकाहिनी, এक्वरादा अत्रत বাগিয়া উঠে। তবে, জীবদশার বাহার কিছু উচ্চ বা ধর্মভাব ছিল, তৎসমুদয় এখানে বাদকালীন আর মনে আদে না। তাই বুঝি ইহার নাম লিখ ৷ তাহাই বুঝি প্রকাশ করিতে প্রাচ্য জ্ঞানীরা ইহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। শ্বরণে আনিতে অনেক চেষ্টা করিতেছি, স্মৃতিতে আগিতেছে না,—জীবদ্দশায় কাঁহার নাম যেন আমি মাঝে মাঝে করিয়াছি, কাঁহাঁর পনিত্র গীলা কথায় আমার চিত্ত মুগ্ধ হইত, কে যেন অন্তরে থাকিয়া মধুর আখাদবাণীতে আমার হৃদর আনন্দে পরিপ্লুত করিত! এখনও খেন তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই! তিনি অন্তরে আছেন বলিয়াই বেন, আমি তুপ্তিলাভ করিতে ছুটিয়া বেড়াই. "কিন্তু নিজ কর্মদোষে প্রকৃত শান্তি খুঁজিয়া পাই না। ওই যে দুরাগত আলে!ক রশির কথা বলিয়া আদিয়াছি, তাহা কি সেই অজানা দেশের অজ্ঞাত শান্তি-কেন্দ্র হইতে আদিতেছে? বতাহাই হুইবে। তাই সেই আলোক দর্শনে যেন স্থাপের আশা আসিয়াছিল। আবার যথন বৈত্রিণীর কুইফিরণজাল তাহাকে গভীর কুই আবরণে মগ্র করিতেছিল, তথন পূর্ণ নিরাশা আমার প্রাণ আচ্ছর করিতেছিল। ক্টুকিরণজাল বলাতে তোমরা স্তম্ভিত হইতেছ? কিরণজাল আবার কুষ্ট, সে কি ? ইা. বৈভরিণী হউতে ঘোর কুষ্ট ভিমির মাঝে মাঝে চারিদিক আচ্ছন্ন করে। অতি নিবিড অন্ধকারময় ক্যাসারমত যেন কি একটা আবরণ, বৈতরিণী চইতে উঠিয়া দিকদিগন্ত ছাইয়া ফেলে। ইহাই আমার পূর্বকণিত গাঢ় মগীময় বিভাবরী। এই নদী অস্তবের বাসভূমি, মহাপাতকীর ভোগস্থান। তাহাদিগের বীভৎস চিস্তা-রাশি তরক্ষে তরক্ষে নদীগর্ভ হইতে উঠিতে থাকে। ভীত্র যাভনায়

ভাহাদিগের অব্যক্ত ভাষা, নিরাশার তীব্র হৃদয়-জালা, কুয়াদার মত আসিয়া আমাদিগকেও সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করে, এবং সেই দারুণ অন্ধকারময় আবরণের ভিতরে পড়িয়া আমরা প্রাণে শত বৃশ্চিক দংশনের যাতনা পাই।

তোমাদিগের পার্থিব নদীর জুয়ার ভাটার ন্যায় এই নদীরও জলের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ষথন পৃথিবীতে মিথাা প্রবঞ্চনা ও অধর্মের বৃদ্ধি হয়, এই নদীও দেই সময়ে ফুলিয়া উঠে। মানব রাজ্যের প্রত্যেক অভ্যাচার, প্রত্যেক পাতক ইহাকে পুষ্ট করিতে থাকে। ভাই এই নদীর জল এত পদ্ধিল, এত অপবিত্র, ঘনীভূত রুধারের মন্ড গাঢ়। যথন তোমাদিগের পৃথিবীতে অস্বাভাবিক অধর্মের অভ্যুত্থান হয় বৈত্রিণীর গাঢ় জল ছই কৃল ছাপাইয়। চতুর্দিকে ধাবিত হয়। তাহারই ফলে ভোমাদিণের রাজ্যে মহামারি ও প্রাকৃতিক বিহুঁরি ঘটেঁ। তথন আমাদিগের যে কি যাতনা; তাহা আর তোমাদিগকে কি ভানাইব।

আমি তুনিয়াছি, এখানেও মাঝে মাঝে অভি বুষ্টি হয়, কথন কথন ভুষারপাত্তও হইতে দেখা যায়। নরকে আবার অতিরৃষ্টি ভুষারপাত্। তোমরা হয় ত একথা শুনিয়া হাসিবে; ভাবিবে, আমি প্রলাপ বলিভেছি। আমার কিছুই প্রলাপ নয়। ভোমাদিগের জগতে যথন হুষ্ট কার্য্যের অতিশয় বুদ্ধি হয়, অথবা শৃষ্ঠ গর্ব্ব, বুণা আত্মাভিমান বর্দ্ধিত হয়, তথনই এথানকার প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। ভোমরা বলিবে, এ গুলিত পুথিবীর ধর্ম, হুষ্ট কার্য্য, বা মানবের বুথা আত্মাভিমান ইহারা ত পুণিবীর নিত্য ব্যাপার। সেটা অনেকটা ঠিক। সভ্য এই সমস্ত পৃথিনীর নিভ্য বস্তু; কিন্তু ভত্তাচ ভাহারা মাঝে মাঝে এত বাড়িয়া উঠে যে, পৃণিবীতেও সে সমস্ত

অসহনীয় বলিয়া মনে হয়। তথন সেই অতিরিক্ত অংশটুকু এথানে আসিয়া এথানকার প্রাকৃতিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটায়। আমরা পৃথিবীর ভাষাই শিথিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই ভাষায় তথন বলি, "কয়দিন ধরিয়া অতি বৃষ্টি হইতেছে", "কয়দিন ধরিয়া গাঢ় তুষার জালে আমরা আব্রিত রহিয়াছি।"

এই ভোগ লোকের যে কেবল পূর্মেক্ত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নয়। তথায় দামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারও হইতে **থাকে। সম**ধর্মী সমস্বাভাবীবিত নানাস্থানের লোক মিলিত হইয়া একটা নগর নির্দ্ধিত হয়। এইরূপে এখানে নরঘাতীর, পরস্বাপ-হারীর, ধনলোলুপের, কর্ত্তব্যহীন বিচারকের ও কামাসক্রের বিভিন্ন বিভিন্ন পুরী বর্ত্তমান। তোমরা ভাব'তোমাদিগের কারাগার বা মৃত্যুদণ্ড মানবের স্বভাবের পীরিবর্ত্তন করিতে দক্ষম হয়। বৈমন তোমাদিগের দকল ধারণা, এটাও দেইরূপ ভ্রমপূর্ণ। তোমাদিগের রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপ-রাধীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক দল অতি শিশুপ্রকৃতির মানব। তাহাদিগের চিম্না ও জানশক্তি অতি অন্নই বিক্ষিত হইয়াছে: তাহাদিগের ধর্ম ও নীতিজ্ঞান অতি অৱই প্রাফ্টিত হইয়াছে। তাহা-দিগের চিত্তবৃত্তির ক্রুবণ হইবে, এই উদ্দেশ্রেই তাহারা অসভাজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং ভীষণ কার্য্যকলাপরূপ ঘাত প্রতি-খাতের দ্বারা তাহাদিগের অর্দ্ধ বিক্ষিত চিত্তের বিক্ষারণ করিত। কিন্ত তোমাদের সভালাতিরা কি করিল ? তাহাদিগের মাতৃরূপিণী জন্মভূমিকে ছলে ও বলে অধিকার করিয়া সভ্যজাতির উচ্চনীতি ও রাজনিয়ম ভথায় প্রচার করিয়া দিল; তাহাদিগের দহামুভাবিনী জননীম্বরূপিণী জন্মভূমিকে নষ্ট করিরা, তাহার পরিবর্ত্তে মমতাবিহীনা বিভিন্ন মাচার-বভী রঙ্গিনী ধাতৃকরে সমর্পণ করিল। সেই শিক্তজাতি বিজ্ঞাতীয় ক্তিম

শাসনে শীঘ্রই উচ্ছেদিত হইয়া, তাহার উচ্ছেদকারী স্বার্থপর জাতির মধ্যেই কর্ম্মের হক্ষা বিধানে জন্মগ্রহণ করিল এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে তাহাদিগের পাশবিক চিত্তভাব অদমিত না হওয়ায়, তাহারা সভাজাতির রাজনিয়ম অগ্রাহ্ম করিয়া অতি বীভংসভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। ইহারা পূর্ব্ব জীবনে তাহাদিগের সভ্য বিজেতার হল্ডে অনেক অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া. এই জীবনে তাহাদিগেরই অস্তঃশক্ররপে পরিণত হইল, এবং তাহাদিগের শাসনপ্রণালী অগ্রাস্থ করিয়া নানারূপ অভ্যাচার করিরা বাঞ্চার শান্তিভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। পরে, রাজ্বারে নীত হইয়া কারাবাদে তাহারা জীবনলীলা সাঙ্গ করিল। ইহারা মৃত্যুর পর সকলে মিলিত হইরা এক পুরীতে বাদ করিতে থাকে, এনং জীখদ্দশার সমস্ত ঘটনার পুনর-ভিনন্ন করিতে থাকে। কি তাহাদিগের ভীষণ কার্য্য ! ভাষারা ক্লঞিম কারাগারে যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হুটয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র করে এবং কোন উপায়ে ভাগদিগের মমভাহীন অভ্যাচারীর জীবনলীলা সাক করিবে ভাহা ভাবিতে থাকে। কথন ভাহারা গুপ্ত হত্যা করিতে যাইতেছে, কথন বা কারাগার ধ্বংস করিয়া শান্তিপ্রিয় শত শত নর-নারার উপর অত্যাচার করিতেছে। যে হিংসাবীজ পর্বের একটমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা এখন বিষয় বিষয়ক্ষে পরিণত হইয়াছে।

আর এক দল মানব সম্প্রদায় আছে, বাহারা ইহাদিগের মন্ত অদিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত নয়। তাহাদিগের মানসিক উন্নতি বেশ হইয়াছে, কিন্তু তদমুবায়ী বিবেকজ্ঞানের ক্ষুব্রণ হয় নাই। তাই তাহাদিগের প্রচুর ধীশক্তি সন্থেও, স্বার্থের জন্ম মানবের কত না অনিষ্ঠ করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর, তাহারা যন্ত্রপি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হয়, তথন কি তাহাদিগের একেবারে নীতি-

জ্ঞান আসিয়া পড়ে ? তাহারা কারামুক্ত হইয়া, অতি সতর্কভার সহিত ভাহাদিগের অভান্ত কার্যো আবার ব্যাপুত হয়। মৃত্যুর পর তাহারা আবার পূর্বকর্ম্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। ইহাদিপের ষন্ত্রণা কি ভয়া-নক। তাহাদিগের মানসিক শক্তির অধিক বিকাশ হওয়ায় তাহাদিগের যাতনাও আপেক্ষিক গুরুতর। যেমন এক দিকে তাহাদিগের তীক্ষ উদ্তাবিনী শক্তির সাহায্যে তাহারা নানারূপ নৃতন মানব-বঞ্চনার উপায় আবিষ্কার করিতেছে, অপর্নিকে ঠিক দেইত্রূপ দেই কল্পনা-শক্তি প্রভাবেই আবার নানাদিকে বিপদ সাঁশক্ষা করিতেছে। দেই হতভাগাদিগকে যম্মপি ভোমরা দেখিতে, ভাহা ইইলে ভোমরা কখনও অশ্রুদংবরণ করিতে পারিতে না। তবে, আমাদিগের কথা স্বতন্ত্র, আমরা আপনা লইয়াই ব্যস্ত, আপনার যাওনায় অন্তির, পরের চিন্তার অণুমাত স্থানও আমাদিগের স্বদয়ে নাই। তাহারা হেতার কেবল চতুদ্দিকে ছুটোছুটি করিতে থাকে, কেবল সন্দেহ, কেবল ভয়, কে তাহাদিগের কার্য্যকলাপ **দেখিতেছে.—ওই** কে তাহাদিগকৈ আবদ্ধ করিতে আসিতেছে। হায়, সে অশান্তির, সে যাতনার আর অধিক পরিচয় কি দিব গ তোমরা যম্মপি, ভাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাথিয়া কেবল যম্ভণা না দিয়া, তাহাদিগের বিবেক বৃদ্ধিকে আগাইতে চেষ্টা করিতে, ভাষ। হইলে হয়ত তাহাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারিতে, এবং সেই সঙ্গে ভাহাদিগের এখানকার গুরু যাতনার প্ররাও লঘু ভারাক্রান্ত করিতে পারিতে।

নরহস্তাদিগের বিষয়েও ওই কথা বলা যাইতে পারে। তোমরা হত্যাকারীকে হত্যা করিয়া ভাব, যে প্রাণদণ্ডের ভয়ে জ্বগৎ হইতে নরহত্যা উঠিয়া যাইবে। তোমাদিগের কি বিষম ভ্রম! সর্ব্বসাধারণে কল্পা, মানব্দীবনের প্রতি সমাদর বর্দ্ধিত হইণে, তবে ভ মানব অপরকে

হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হটবে ? তোমাদিগের কঠোর রাজনিয়মে সেই করুণার বা সমাদরের কি বুদ্ধি হয়, না তাহাতে তাহার মানবজাতির উপর একটা ভীত্র প্রতিহিংসা, একটা ভীষণ দ্বেষ ও ক্রোধ জন্মিয়া বায় ? সে হয় ত কোনও বিকট মানসিক উত্তেলনায় আত্মহারা হটয়া ওই নৃশংস কার্যা করিয়াছিল, কিন্তু তোমাদিগের সভ্য জগৎ ভাহার প্রতিশোধ লইতে ভাহাকে মৃত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করিল। একটা হত্যা উত্তেজনার বিক্রতি চিত্তের ফল অপরটা ভাষবান স্থিরচিত্ত বিচারকের थीत, नीजि अपर्मिज विচাतেत करन। त्य मानवजीवतन नमापत, धीत ব্যবস্থাকারকের প্রাণে আদিল না, যে করুণার মধুরবাণী, দ্বেষ, ক্রোধাদিরছার অবিলোড়িত বিচারকের হৃদয়ে শুনা গেল না, ভাষা কি ক্রোধান্ধ উত্তেজিত হত্যাকারীর মনে স্থান পায় ? তোমরা কি ভাব ওই নরহস্তাকে হতা৷ করিয়া, তোমরা তাহার হস্ত ইইতে মুক্ত হুইলে ? সেটা তোমাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম। তোমরা ভাহার দেহটা হুইতে মুক্ত হুইলে। তাহার যে দেহ পিঞ্জরে, সে জীবদশার অবরুদ্ধ ছিল, যে দেহটিকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখিলে তোমরা তাহা হটতে নিরাপদে থাকিতে পারিতে, রা**ব্দদণ্ডে**র দারা তাহা **হইতে** মুক্ত করিয়া তাহাকে তোমাদিগের পূর্বাপেকা অধিকতর অনিষ্টকারী প্রবন শক্ত করিয়া তুলিলে মাত্র।

এখানে এই নর্বাতীর পুরীতে আমি কি দেখিতেছি? তাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে, এই অস্থির ভাবে লুকাইত হইতেছে, কোনও উপায়ে আত্মজীবন বাঁচাইতে পারিল না বলিয়া, প্রাণের মমতায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, আবার পর মুহুর্ত্তে মানবসম্প্রদায়ের উপর, তাহাদিগের হত্যাকারীদের উপর ভাহাদিগের অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে ছুটি-তেছে। ক্রোধান্ধ বা বিক্লুত্চিত্ত হইয়া পরজীবন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া

মনের ভিতরে যথন ভাহাদিগের তীব্র তুষানল অলিতেছে, তাহারা ছুটিয়া গিয়া ভীত ও সন্দির্গ্রচিত্তে অপরের কঙ্কণা ও সাম্বনা প্রার্থনা করিতেছে: কিন্তু আবার পরক্ষণেই তোমাদিগের পুথিবীতে যাইয়া শত শত নরনারীকে হত্যা করিতে অদুশ্র ভাবে উৎসাহিত করিতেছে। তাহারা প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থলিচিত্ত নরনারীকে নিমিত্ত কারণ করিয়া কত লোকের প্রাণনাশ করিতেছে। তোমরা কি দেখিতে পাওনা, এক সময়ে একরূপ হত্যা ভয়: ভয়: ঘটিতে থাকে ? এই সমস্ত হত্যাকার্য্য কানিও এই সম্প্রদায়ের উত্তেজনার ফলে ইইতে থাকে।

কেবল যে রাজদত্তে দণ্ডিত অপরাধীরাই এথানে মিলিত হইয়া নানারপ কুকর্মের ফলভোগ করে, তাহা নয়। কৌশলময় ও জীবদ্দশায় মহাধনী মহাজনদিগেরও এখনে নগর আছে। আমি মৃত্যুর পুর্বে ইহাদিগের কেনেককে জানিতাম। তাহারা বিপুল অর্থের অধিপতি ছিল। শত শত দাস দাসী পরিবৃত হইয়া বিলাসের উচ্ছুব্দলতার মধ্যে অতি হথে তাহারা জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। রাজ্বারে মহা সম্মানিত, সাধারণের আদর্শ স্থল, অধীন আপ্রিত জনের পূজ্য দেবতা, তথন কে জানিত যে, মৃত্যুর পর তাহারা এই দশাগ্রস্থ হইবে? তাহা-দিগের জীবিত কালে কে ভাবিয়াছে, তাহাদিগের বিশাল কুবের-ভাণ্ডার কাহার ধনে পূর্ণ হইতেছে ? তাহাদিগের কৌশলে কত পরিবার যে নিঃম্ব হইরাছে, তাহা কে গণনা করিয়াছে? তাহারা কিলে এত ধনী হইয়াছে জান 📍 অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, বা অপর কোন চতুরতার দীন, দর্শাক্তকণেবর, শতশত ক্ষকের অতি কটে সংগৃহীত, বুভূক্ষিত পরিবারের জীবনস্বরূপ, ধান্ত অপত্রণ করিয়া, অধিকমূল্যে বিদেশে বিক্রম্ব করিয়া, তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। নিজ স্বার্থের জন্ম, নিজ বিলাস চরিতার্থ করিতে, কত প্রাণীকে যে তাহার উচ্ছেদিত করিয়া স্থাসিয়াছে

ভাছার অবধি নাই। সেইরপ আরও কত উপায়ে সহস্র সহস্র লোকের অর্থ, ভক্ষ্য বা জীবনোপার লুপ্তিত করিয়া তাহারা আপনাদিগের ধন-ত্তবা মিটাইরা আসিয়াছে। তোমাদিগের সভ্য নির্মে যে একজনের কোনও তৃচ্ছ বা পরিতাক্ত সামগ্রী অপহরণ করে, তাহাকে কারাবাসের কঠিন যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু, যাহারা শত শত লোকের জীবনোপায় নাশ করিতেছে, তাহারা পূজিত। এখানকার নিয়ম কিন্তু, অক্সরণ। তাহারা পূর্ব্বের অভ্যস্ত বুহৎ হর্ম্মে বাস করিতেছে, পূর্বের বিলাদের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে, অথচ জাবিতেছে, তাহাতে স্থধ নাই, শান্তি নাই। সেই স্থানর হর্মনালা যেন অগ্রিনির্মিত, তাহাদিগের অঙ্গ যেন দগ্ধাভূত হইতেছে। চতুর্দিকে থান্ত সামগ্রী দারা পরিপূর্ণ ভাগুার, অথচ তাহাদিগের ক্রধা কিছতেই মিটিতেতে না। মহামল্য নানা বসনে দেহ আবৃত করিয়াও ভাহারা মানদিক নগ্নতা কিছুতেই 📆 করিতে পারিতেছে না। তাহারা এখানে বিপুল সম্পতির মধ্যে থাকিয়াও ভাবি-তেছে, তাহারা কপর্দক শুন্ত। মুষ্ট ভিক্ষার জন্ত হারে হারে ভিক্ষা করি-ষাও উদারার সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনাহারের তীব্র যাতনার অন্থির হইয়া পাষান চর্বন করিতেছে, কুধা কিছুতেই মিটিতেছে না।

আবার ঐথানে বিচারক পুরীতে স্বার্থান্ধ বিচারকেরা, তাহাদিগের আত্মকর্মের ফলভোগ করিতেছে। উপরিতন প্রভূকে সন্তুষ্ট করিতে তাহারা কর্ত্তব্য ভূবাইয়াছিল, তাহার যে কি ভীষণ পরিণাম এখন ভাহা দেখিতেছে। ঐথানে কামুকীপুরীতে নরনারীগণ কি বীভৎস কার্যাই করিতেছে। কিছুতেই তাহাদিগের কাম নির্ভ হইতেছে না, বরং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সেত কামচরিতার্থতা নয়, সে বে অগ্নিমূর্ভি আলিকন। আরও কত আমি বলিব। সে সমস্ত তীক্র যাতনা-কাহিনী বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব।

আমি এখানে আদিয়া এখানকার যাতনার প্রকৃতি কি. তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছি। ভাহা একাধারে ছন্তোষণীয় ভাঁত্র কামনা ও হৃদয়বিদগ্ধকারী অতি তীক্ষ অমৃতাপ। নানা। অমৃতাপ নয়, শুক ষাতনা। অমুতাপ অনেক স্লিগ্ধ, অনেক স্থাকর। ইহা পাষাণের অপেকা জন। ইহা মনন্তাপ নয়, মনন্তাপ আসিতেছে না বলিয়া অতি ভীষণ সে এক প্রকার অব্যক্ত যাতনার আবদ্ধ বেগের পেষণ। এখানে ছই প্রকারের যাতনা আছে, কিন্তু তাহারা উভয়েই মর্ক্তোর আত্ম পাপকার্য্যের প্রতিফলাত্মক। কেহ কেহ' পৃথিবীতে বে নীচবাসনার অমুশীলন করিয়া আসিয়াছে, তাহারই এখানে পুনরভিনয় করিতে থাকে, প্রভেদ এই, এখানে কিছতেই তাহার চরিতার্থতা সাধন করিতে সক্ষম হয় না। যে সমন্ত পাপকার্য্য তাহাদিগের মর্ত্তোর জীবনকে কলুষিত করিয়া আসিয়াছে, এখানে তাপ্রা ভয়বিহ্বলচিত্তে তাহাই করিতে বাধ্য হয়। তবে পৃথিবীর বাস কালে দেই সমস্ত কাৰ্য্য করিতে একটা স্থপবোধ করিত. এখন ক্লথের পরিবর্ত্তে তীব্র দ্বণা উপস্থিত হইয়াছে, অথচ সেই সমস্ত হইতে বিরত হওয়ায় তাহাদিগের কোনও সামর্থ্য নাই। ক্রপণ কেবল ধনের স্থপ্ন দেখে, কিন্তু সেই বুথা স্বপ্নের কিছতেই পুরণ হয় না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সেইরপ তাখার অপবিত্র কার্য্যকলাপের, উদরিক চব্যচোষ্যলেহ্সপেরাদি থাত্মের, হত্যাকারী ভাহার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের রুথা স্বপ্ন দেখিভেছে। স্বৰণ ভাহাদিগের কিছুতেই বাসনা মিটিতেছে না বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইতেছে। কেহ কেহ আবার জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত প্রত্যবায় করিয়া আসিয়াছে, নিজন্বার্থসিদ্ধির জন্ম অপরের যাহা কিছু অনিষ্ট করিয়াছে, ভাহারই সংশোধন করিতে রূপা প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা জানে এখানে সে চেষ্টা নিপ্রায়েজন, তত্ত্রাচ তাহা হইতে বিরত হইবার শক্তি নাই! এইরূপে যাহারা জীবনে অবৈধ আচরণ করিয়া আসিয়াছে.

₹8

ভাহারা সংযতাচারী হইতে, পক্ষপাতহুট সমদর্শী হইতে, নিষ্ঠুর রূপাবান হইতে নিরর্থক চেষ্টা করিতেছে। আত্মণাতী ভাবিতেছে কিছুতেই এবার আর প্রাণকে যাইতে দিবে না। কিন্ত হায়, তাহার শত চেষ্টাতেও বুঝি প্রাণকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, প্রতিমূহুর্ত্তেই সে ভাবিতেছে. "দেহপিঞ্জর ছাডিয়া প্রাণপাথী উডিয়া গেল।"

কিন্তু একটা কথা এখানে সকলেরই মনে স্বতঃই আসে। এই যে আমরা সকলেই অকথা যাতনা ভোগ করিতেছি, ভাহা যে কোন অব্য-বন্ধিতিচিত্ত শক্তিমানের যথেচ্ছাচার, তাহা নেছে। আমরা যে যেমন কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, ইহা তাহারই পরিণাম। হে মর্ক্তাবাসী নরনারী-বুল । ছে সংসার-পুলেপর বিলাসী প্রজাপতিগণ ! এখনও সাবধান হও, জানিয়া রাখিও, পৃথিবীতেই মানবস্থাতির শেষ হয় না। যেন মনে পাকে একটা সামাত্ত পাপেরও পরিণাম আছে: তুমি জগতের চক্ষেশ্রলিনিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেও অতি সামান্ত অপরাধ্ত মানসে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। পৃথিবীতে বাসকালে না হয় আর তাহা স্মরণে আসিল না, কিন্তু ভাহাতেই বা কি ? এখানে আসিবামাত্রই তাহা স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে: তথন আর সহস্র চেষ্টাতেও তাহা আর মানসপট হইতে ধৌত করিতে পারিবে না। আবার বলি মনে রাখিও,—এথানে যাহা কিছু কট সমস্তই আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ।

হায়। আমি যে আপনাকে কতথানি ভূলিয়াছি, তাহা কে প্রতায় করিবে ! আমি আমার জীবনের সমস্ত থানি ষেন ভূলিয়া গিয়াছি ! জীবন মহাশ্রশানের মত যেন শৃক্তময়, ভবে চিতাগ্রির মত কেবল পাপকর্মগুলি তথার জাগিয়া আছে। সেগুলির যেন একটীও নির্বাপিত হয় নাই. যেন তাহারা নির্বাপিত হইতে জানে না। তথায় আর কে জাগিরা বসিরা আছে ? জার সেধান বসিরা আছে "আমি", কেবল

"আমি''। পুণিবীতে ধাহা কিছু আমার স্বার্থের প্রিয় ছিল এথানে সমস্তই আসিয়াছে, অথচ যেন আমার কিছুই নাই। আছে কেবল নগ "আমি''। আমার সমৃদ্ধি থাকিলেও মনে হইতেছে যেন কিছুই নাই। বেশভূষা, সৌধ, পরিচারক, পরিচারিকা সমস্ত থাকিয়াও যেন কিছুই নাই। তাহারা রহিয়াছে বলিয়াই বেন আমার কট দ্বিগুণিত হইতেছে। আমার জান, আমার চিন্তাশক্তি, আমার ধন, আমার বিলাদের ও বাসনার সামগ্রী-যাহা পৃথিবীতে ''আমার'' বলিয়া আসিয়াছি তাহারা এখন কোথায়।

আমি এখানে ''আমি" ব্যতীত আর কিছুঁই লইয়া আসি নাই। সেই ''আমি'' বা কিরুপ ় ভাহা কেবল প্রজ্ঞলিত মনস্তাপ রাশি। তাহার দাহিকাশব্রির নির্বাণের কি কোন উপায় নাই! আছে! কিন্তু যে অমৃত-বারিতে জাহার অবদান হইবে, তাহা কেন মনে আসিয়াও আসিতেছে না। ওগোকে তোমরা তাহা শিখাইয়া দিবে ?

ততীয় পত্ৰ সমাপ্ত

ক্রমণ:

সেবারত পরিব্রাঞ্চক।

# माना म'मारয়त बुंनि।

( ৩২৯ পৃষ্ঠার পর )

সন্ধ্যা সমাগত। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য নক্ত ডিবেটী হল্তে করিরা আন্তে আন্তে ব্যোমকেশ ও তাহার বন্ধ্বর্গের সান্ধ্য-সম্মিলন-গৃহে আসিয়া দর্শন দিলেন। বাোমকেশ এতকণ ঔৎস্ক্য-পূর্ণ চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিয়া বলিল, "দাদা মহাশর। তার পর ?

ভট্টাচার্যা। পুর ছেঁজো! "কার পর ?" এই বলিয়া একটিপ নম্ভ গ্রাহণ করিলেন।

ব্যোমকেশ। এ: দাদা মহাশয়, দেখ্ছি, আপনার এখন ওঁ মৌতাত হরনি। আপনি আর হটিপ নস্ত নিন; তা'না হলে, আপনার মেজাজটা ঠিক ধাতে বস্বে না।

ভট্টাচার্যা। বেশ বেশ, তোদের মত কালেজে পড়া ছেলেগুলোর মধ্যে আমি একটা বড় ভাল গুণ দেখতে পাই। নস্ত জিনিসটার মর্থাগ্রহণ ভোরা অনেকেই কর্তে পেরেছিদ্। তাই তোদের সম্বন্ধে নিরাশ
হবার কোন কারণ আমি এখনও দেখতে পাইনি। আছো, তা'হলে
ভার পর শোন। তুই কাল শেষ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি যে, প্রেতাবস্থা কত দিন থাকে এবং কি করেই বা তা'থেকে জীবান্মার মুক্তি হয়।
আজ সেই কথাটা আলোচনা করা যাক্। ভোর বোধ হয় স্থান আছে
বে প্রেতাবস্থায় জীবান্মার যে শরীর, তার নাম জ্বেশরীর বা যাতনা দেহ।
যত দিন এই দেহ বর্ত্তমান থাকে তত দিনই প্রেতাবস্থা। যথন এই
শরীরের নাশ হয় তথনই জীবান্মা প্রেতাবস্থা হ'তে মুক্তি লাভ করে,

পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। এই পিতৃলোক প্রাপ্তির কথা পরে বিশদ করে বলা যাবে। এখন যাতনা দেহ কত দিন থাকে এবং কিব্লপেই বা তাহার পতন হয়, দে কথা শোন। একটা :দুষ্টাস্ত বারা এই কথাটা অনেকটা পরিষ্ঠার হতে পারে। তোরা সব বাব মনিষ্টা, ঘড়ির তত্তী। ভোদের বেশ জানা আছে, কেমন ? সকাল বেলা উঠে ঘড়িতে বেশ করে ক'প্যাচ দম দিয়ে দিলি আর বড়িটা বেশ টিক্ টিক্ চলুতে লাগল। পরে সমস্ত দিন চ'লে চ'লে যথন সব পঁয়াচ ক'টা খুলে যায় এবং প্রীংটা শিথিল হ'য়ে পড়ে তখন ঘড়ীটা আপনা আপনি বন্ধ হ'য়ে আদে। পুনরায় দম না দিলে আর চলে না। মানুষের মধ্যেও এইরূপ একটা বাপার ঘটে থাকে। সারাজীবনের চিন্তা, ভাবনা ও ইচ্ছা যেন 'মনোময় কোষ রূপ স্প্রীংটাতে পাঁচ কদতে থাকে ৷ স্থূলদেহের অবসান হ'লে দেই সমস্ত চিস্তা, ভাবনা ও ইচ্ছার শক্তি মনোময় কোষ্টীর অথবা নবর্চিত "বাতনা পেহের" প্রাণস্থরূপ হয়ে থাকে। জীবিত কালে ''মনোময় কোষ্টী" যেরূপ ভাবে কাল ক'রে এসেছে এখনও অভ্যাস বশতঃ সেইরূপ ভাবে কাজ কর্ত্তে থাকে। এবং যতদিন তার এইরূপ কাৰ্য্য প্ৰবণ্ডা থাকে, ততদিন পৰ্য্যস্ত ''যাতনা দেহটী'ও সেই শক্তি-বলে অটুট থাকে । কিন্তু ঘড়ীর স্প্রাং যেমন পাঁচাচ পুলে পুলে ক্রমশঃ আল্গা হয়ে পড়ে, সেইরূপ "মনোময় কোষে" পরমাণুগুলির পূর্ব অভ্যাসমত কাজ করিবার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষাণ হ'য়ে আসে, এবং শেষে একেবারে নষ্ট হয়ে বায়। তার ফলে "মনোময় কোষটী" নিজেজ হ'য়ে পড়ে এবং ভাহার পতনকাল উপস্থিত হয়। স্থুল শরীরটী বেমন কার্য্য কর্তে অক্ষম হ'রে পড়্লে তাহার বারা জীবাস্থার আর কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না ব'লে সেটা জীবাত্মা হ'তে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে সেইরূপ "মনোময় কোষ্টী" ও যথন পূর্ব্বাভ্যাস মৃত কার্য্য করিবার শক্তি হারিয়ে

ফেলে তথন সেটীও জীবাত্মা হ'তে বিশিষ্ট হয়ে পডে। তথন "যাতনা দেহের" বিনাশ হয়, এবং জীবাত্মা উর্দ্ধতর লোকে গমন করে। অর্থাৎ ষে কাম ক্রোধাদির শক্তি এতদিন পর্যাস্ত তার চতুর্দিকে একটা "যাতনা-দেহ''ক্লপ হর্ভেন্ত লৌহ বেষ্টন স্মজন ক'রে তাহার উচ্চতন লোক প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হ'রেছিল, যন্ত্রণা ভোগের বারা সেই সমস্ত কাম ক্রোণা-দির শক্তি ক্রমশ: বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজে কাজেই জীবাত্মা তথন সেই অবস্থা থেকে মৃক্তিলাভ ক'রে উর্ত্তন লোক প্রাপ্ত হয়।

আর একটা দৃষ্টাস্ত দিয়ে বোঝ : একটা সেতারকে বেশ ভাল ক'রে বেঁধে যদি তার তার গুলিতে আবাত করা যায়, তাহলে তারগুলি অনেককণ পর্যান্ত আপনা আপনি সেই সুর্তী উৎপাদন করিতে থাকে। সেই জন্ত দ্বিতীয় বার আঘাত না করলে ও একটা স্থর বেশ গুনতে পাওয়া যায়। সেই রেশটা ক্রমশঃ কীণ হ'য়ে এদে শেষে একেবারে মিলিয়ে যায়। জীবিত কালে কাম ক্রোধাদির প্রবল তাড়ণায় "মনোময় কোষ"রূপ সেতারটীতে যে সুরগুলি বেজেছে, দেহাস্তে খনেক দিন প্রাস্ত ভার রেশ থাকে। যত দিন প্রাস্ত ঐ সমস্ত নীচ প্রবৃত্তির রেশ থাকে, প্রেতাবস্থা তত্তিন পর্যান্ত বিজ্ঞান থাকে। তার পর ঐ যাতনা দেহের অন্তর্গত "মনোময় কোষের" প্রমাণ্ভণির উপরোক্ত প্রকারের অভাাস ক্রমশঃ মন্দীভূত হ'য়ে এলে "যাতনা দেহটী'' নিত্তেজ হয়ে হয়ে শেষে একেবারে ভেঙ্গে যায়। পূর্কেই বলেছি যে এই অবস্থা অত্যস্ত ক্টের অবস্থা; সে যে কিরূপ ক্ট তা পৃথিনীর মানুষ ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তোদের "অলোকিক রহস্তে" যে সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণিত হচেচ সে গুলো একট্ন মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই লক্ষ্য করতে পার্বি, এ কথা কতদূর সভ্য। যমালয়ের পত্তাবলী ভাল করে' দেখিস।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়, ব্যাপারটা এক রক্ম কতক্টা বুঝেছি

বটে, কিন্তু আর একদিকে যে বিষম খটুকা লাগে ! তবে কি পাপীর জন্ত এই নিম্পেষণ ছাড়া আর ব্যবস্থা নাই ? এই জন্দৎ শরীরের কি হৃদয় नाई? यादक मकरण मर्खकारण अभिति शक्ति वरण आधा मिरा थादक. তার রাজ্যে কি এর কোন উপায় নাই ? তাই যদি হয়, তবে পায়ে পড়ি দাদা ম'শায়, আমাদের অজ্ঞান আমাদের মধ্যেই থাক্, তাতে তবু মাঝে মাঝে একজন মঙ্গলময় পুরুষের কথা বিনা চেষ্টার মনের মধ্যে জেগে উঠে এবং এই উৎকট অশান্তির মধ্যেও প্রাণটা যেন একটু ক্ষণের অভ একটা নঙ্গর ফেলবার জায়গা পায়। দৈটাকে বিদর্জন দিয়ে একটা বিরাট कार होन यस माध्यक জ্ঞানের নামে ভার স্থানে বসাতে পারব না।

ভট্টাচার্যা। ভাই, আশার্মাদ করি দীর্ঘজীবী হও। ভোর কথা শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। ভাই তুই কি ভূলে গেলি যে, যে অনম্ভ কোট कौराक बक्रतम-स्था भाग कत्रवात कराई नीनामायत এই विविध स्टिनीना. তাই তিনি বাক্য মনের অতীত অবস্থা, তার সেই আনন্দ ঘনস্বরূপ স্বেচ্ছার ত্যাগ করে এই জগংক্রপ গন্তীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করেছেন। এই প্রেম-যজ্ঞকথা প্রেমমন্ব তোদের হাননে ফুটিয়ে তুলুন। হান্ন ভাই! আর কি সে প্রেমের গোরাচাদ আছে, যে "কিশোরীর প্রেম কে নিবি আয়" ব'লে গ্রই বাস্ত তুলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে ? হা শ্রীগৌরাঙ্গ! আজ বাবাজীর দল তোমার পবিত্র নাম কলুষিত ক'চ্ছে ! ওরে ভাই, জগজ্জননী তাঁহার কি স্নেহের কোল পেতে "আয় বাছা, আয় বাছা' ব'লে প্রেমের অংশ বিদর্জন ক'ছেন, সে কণা, বাদনার দাস, কাম ক্রোধের হত্তের ক্রীড়া-পুতাল তুমি আমি কি ক'রে বুঝ্ব। সে কথা বোঝেন তাঁর ভক্তকুল। নির্বাণ মৃক্তির ভূমানন্দ বিদর্জন দিয়া এই তাপত্তায় ক্লিষ্ট এই হঃখী মনুষা শিশুর কল্যাণ চেষ্টায় আপনাদিগকে বলি দিয়াছেন। সে কথা কে বুঝ্বে ভাই ? তবে যদি কাম ক্রোধের রাশটাকে বেশ

करत (कार्प श्रांत. "रकांशा महान. रकांशा महान" व'रन डाएमत বান্তার পা ফেল্ভে চেষ্টা করিস, ভবে একদিন না একদিন তাঁদের শ্রীচরণপ্রান্তে স্থান পাবিই পাবি।

ভক্ষাৎ অমিলিয়াণ্যাদে নিয়ম্য ভয়তর্বত। भाभानः **अक्**रिक्नः छान्विकान-नामनम् ॥ ইত্যাদি ভগবানের শ্রীষ্থের কথা মনে রাখিস। আর ভূলিস না তাঁর সেই অভয় বাণী

> অপি চেদসি পাপেতা: সর্ব্বেডা: প্রাপক্তম:। नर्दर छानश्रदिनव वृषिनः नस्विवशृति ॥

এই প্রেতলোক থেকে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্ত দয়াময়ের রাজ্যে কি ব্যবস্থা আছে, সে কথা ভোকে কাল বোল্ব। তৃই হয়ত ভাববি এত যর্ত্ত্বীয় সৃষ্টি ক'রে ভার মোচনের :বাবস্থা করা অপেক্ষা, দয়াম্ব্য তিনি, এশুলোর স্মষ্টি মোটে না কর্লেই পার্তেন। তোকে ইদারায় স্ব্র্ধু একটুকু বলি, সর্মণক্তিমান মাত্র্য গড়তে চান, কতকগুলো স্বাধীনতা বিহীন বহিঃশক্তি :চালিত নিখুত যন্ত্ররাজির স্থষ্ট কর্তে চান ন।। কিন্ত ভোর বুড়ো দাদা ম'শায়কে যে মেবে ফেললি। গায়ে হাত দিয়ে দেখ. জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তোর প্রাণটা নরম জাছে তাই দেখিয়ে দিলুম। আৰু আদি ভাই।

ক্রমশঃ---

শ্রীমলয়ানিল শর্মা।

#### "পুনরাগমন"

#### ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( २० )

প্রভাতে নিজাভঙ্গ হইতে দেখি, জানালার মধ্য দিয়া স্থ্যরশ্মি আমার মুথের উপর পড়িরাছে। আমি পূর্বে, স্থ্যোদয়ের পূর্বেই শ্যাভাগ করিতাম। জীবনে প্রথম স্থারশি, আমার ঘুম ভাঙ্গাইল! দেখিলাম সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহে মাকে দেখিলাম না! ঝীকে ডাকিল্লাম,উত্তর পাইলাম না। ছই তিন বার উচ্চকঠে সম্বোধনের পর পরিচারিকা ঘরে আদিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, সে ঘুমাইতেছিল। আমার ডাকেই তাহার বুম ভাঙ্গিয়াছে। তথাপি তাকে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে অপ্রতিভভাবে একবার আমার দিকে চাহিল, আর একবার মায়ের শ্যার দিকে চাহিল। তার পর কোনও উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে নিজ্রান্ত হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ ঝীদ্ধের অপেক্ষার বসিয়া রহিলাম। ইহার মধ্যেই চিস্তার ভাবে অবসর হইয়ছি। রাত্রির স্থাকথা অক্ষরে অক্ষরে আমার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতেছিল। প্রত্যেক ধ্বনি আমার মনে এক একটা প্রবল ভরক্ষ তুলিয়া আমার হৃদয়দেশে বিষম আঘাত করিতে লাগিল। মন বলিতেছে মা আমার ফিরিয়াছেন, কিন্তু মাকে দেখিতে ঘরের বাহির হইতে আমার সাহস হইতেছে না।

ঘড়ীতে সাতটা বাজিল, ঝি ফিরিল না, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সভয়ে কম্পিতহাদয়ে গৃহত্যাগ করিলাম।

বাহিরে যাইয়া দেখি, ঝী সকলের নীচের দি'ড়ির এক কোণে বদিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। ভাহার অবস্থান দেখিয়া ব্ঝিলাম নমা নাই। তবু একবার মনকে প্রবোধ দিবার জ্বন্থ তাহাকে জিজ্ঞান।
করিলাম, "মা কোথার ?" ঝী কোনও উত্তর দিল না—মুখও তুলিল না।

বাটীর ভিতরে ঝী, রাঁধুনি কাহাকেও দেখিলাম না। বাহির বাটীতে চাকরকে দেখিলাম না। বহির্দারে দরোয়ান বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাটীর চাকর দাসী সকলে কোথায় গেল ?" সেবলিল—"গঙ্গাজীমে গিয়া।"

শুনিবামাত্রই চারিদিক যেন অন্ধকারময় দেখিলাম। "মাকে তবে কি গঙ্গাযাত্রা করিয়াছে!" কিন্তু আঁমাকে না জানাইয়া মাকে লইয়া গেল কে?

আমি গঙ্গাতীরে যাইবার জন্ম ক্রতসঙ্কর হইলাম। একটা জামা ও চাদর আনিতে ঘরের দিকে ছুটলাম।

বাটীর বাহির হুইয়া পথে ছুই চারি পদ অগ্রসর হুইয়াছিক এমন সময় দেখি আমাদের কোচম্যান গাড়ী লুইয়া আসিতেছে।

অধিক আর কি বলিব ! গোপাল আমার মাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে ! একবার মনে হইল, মায়ের সহিত দেখা না করিয়া, ছুটিয়া
গোপালের কাছে যাই । তাহার হাত হুটী ধরিয়া মায়ের কাছে লইয়া
আসি । গোপালের নাম অরণমাত্র দরোয়ানের কথা আমার মনে পড়িল ।
মনে মনে সকলে করিলাম, মাকে হুই দিন সুস্ত দেখিয়া আমি একবার
দেশে যাইব।

মা গাড়ী হইতে নামিয়া চৌকাটে পা দিবামাত্র আমি তাঁহার নিকষ্ট উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইলামাত্র মা অপ্রতিভের ক্রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমাইতেছিলে দেখিয়া, আমি তোমাকে তুলিতে ইচ্ছা করিলাম না। আজ ষষ্ঠী, মা ছুর্গার বোধনের দিন, সংসারের কল্যাণের ক্রু গলামানে গিয়াছিলাম।" আমি আর কি উত্তর করিব! কেবলমাত্র বলিলাম—"ভালই করিরাছ।" অতি কষ্টে দমিত আনন্দোচ্ছাদ উষ্ণ উগ্রস্থান্তিতে আমার অন্তর্গনর প্লাবিত করিতে লাগিল। আমি আর কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। রাধুনি ও এক :ঝি মায়ের সঙ্গে গিয়াছিল। চাকরও গিয়াছিল। দে বাজার করিতে পথে নামিয়াছে।

সকলে গৃহমধ্যে চলিয়া গেলে, আমি সেই গাড়ী করিয়া ডাক্তার বাবুর বাটী চলিয়া গেলাম।

তিনি বাটী হইতে বহির্নাঠ হুইতেছিলেন, এমন সময়ে আমি দেখানে উপস্থিত হুইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি ব্যস্ততার সহিত আমার গাড়ীর সমীপে আদিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কেমন গোপীনাথ ?"

আমি বঁলিলাম—"আপনি আন্থন।" বলিতে বলিতে আমার এত-কণের অভিকটে আবদ্ধ ধ্বদ্যাবেগের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমি এমন কাঁদিলাম যে, আমার মুখ হইতে একটা ফথা বাহির করিতে তাঁহার শত সাগ্রছ প্রশ্ন বর্থে হইরা গেল। তিনি তথন আমার গাড়ীতে উঠিয়াই, নিজের কোচমাানকে আমাদের বাড়ীতে তাঁহার গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

পথে আর কোনও কথা হইল না। আমার বোধ হয় ডাক্তার বাবু আমাকে প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ দিয়াছিলেন। বাটার দারদেশে উপ-স্থিত হইয়া যথন আমরা উভয়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, তথন তিনি অতি ধীরে আমার স্কর্মদেশে হস্তার্পণ করিয়। বলিলেন—"গোপীনাথ! এইবার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমার মুথে হাসি আসিল। আমার মুথে হাসি দেখিরা ডাক্তার বাবু বুঝি অতাস্ত বিশ্বিত হইলেন। তিনি একটু আত্মহারার ভার আবার জিজাসা করিলেন—"মা কি ভাল আছেন গোপীনাথ ?"

আমি বলালম---''আপনার বাবস্থার মাহাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। গোপাল মাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।"

ডাক্তার বাবুর গণ্ড, দেখিতে, দেখিতে, গলদশ্র-সিক্ত হইল। তিনি ব্যাক্লতার সহিত বলিলেন—''গোপাল আসিয়াছে ?"

আমি বলিলাম—"সে কথা আপনাকে পরে বলিব। কিন্তু আপনাকে অমুরোধ করি, আমার সমক্ষে মায়ের কাছে ভূলেও গোপালের নাম कविरवन ना ।"

ডাক্তারবাব বলিলেন—"কেন ?"

আমি উত্তর দিলাম "সমস্ত কথা পরে বলিব।"

আমরা যথন ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, তথন মা গৃহকর্মে বাপিতা হটয়াছেন। ডাক্তারবাব তাঁহার সহিত দেখা করিয়া জিজাসা করিলেন - "মা। আপনি কেমন আছেন ?"

মা ডাক্তার বাবুকে দেথিবামাত্র অদ্ধাব গুটিতা হইয়া উত্তর করিলেন— "ভাল আছি " এই বলিয়াই তিনি ডাব্লার বাবুর পরিবারবর্গের সমাচার লইতে আরম্ভ করিলেন।

ডাব্রুবার বাবু এবারে নিব্রেই বিপদ্গ্রস্ত হইরাছেন। মারের শারীরিক भःवाम नहेबा, जिनि काथात्र aकठा वनकातक खेशरथत वावस कतिरवन, না নিজেই নিজের শারীরিক সংবাদ দিতে মাষের সম্মুধে ধেন রোগীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। যাই হ'ক অনেকক্ষণের পর তিনি মাকে ত্রই এক কথা বলিবার অবকাশ পাইলেন।

ডাক্তার। আপনি আজ আর পরিশ্রম করিবেন না। মা। কেন আমার কি হইয়াছে ?

ভাক্তার। হইবার কি মাছে। তবে আপনাকে কিঞ্চিং চ্র্বল দেখিতেছি।

মা। কই আমিত কিছুই বৃঝিতে পারি নাই।

ডাব্রুণার। তানা বুঝেন ভালই, তবে আজ স্কাল স্কাল কিছু আহার করিবেন।

মা। সেকি ডাক্তার বাবু আজ আহার করিব কি । আজ যে বোধন-ষষ্ঠী। এই নান্তিক গুলার সঙ্গে পড়িয়া আপনারও কি মাথা গুলাইয়া গিয়াছে ?

ভাক্তার বাবু একেবারে নিক্কর। মা বলিতে লাগিলেন "আপনি কি বাড়ীর কোনও সংবাদ রাখেন না ? পুত্রবতী কেহই আজ, দিবসে আহার করিবেনা"। ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন— "আজ যে ষ্ঠাং মা, ইহা আমার মনেই ছিল না।"

মা বলিলেন—"নান। কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, আপনাদের শুরণ না থাকিবারই কথা। কিন্তু জননীকে পুজের মঙ্গল চিন্তায় ;বৎসরের প্রতি মুহুর্ন্তই শুরণ রাখিতে হয়।

অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার বাবু মাকে নমস্কার্ পূর্বাক বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আমার হাত ধরিয়া বহিব্যাটীতে আদিলেন।

বৈঠকথানায় উপবেশন করিয়া ভিনি প্রথমেই আমাকে বলিলেন—
"বেরপ দেখিলাম, ভাহাতে অনুমান হইতেছে মায়ের পূর্ব্বাবস্থার কিছুমাত্র
স্বরণ নাই। স্থতরাং সে স্থতি জাের করিয়া জাগাইবারও প্রয়োজন
নাই। শরীর যে বিশেষ ছর্বল তাহা বােধ হইল না।
স্মার বােধ হইলেও মাকে দিবাভাগে জল গণ্ডুয পান করায়
এমন সাধ্য কাহারও নাই। স্থতরাং মায়ের বিষয়ে স্মার চিস্তা না
করিয়া সমস্ত ঘটনাটী আমাকে শুনাইয়া দাও। কেননা এরপ

রোগী যে আবার জীবন পাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

**एम इटेएड मरतात्राम कितिया आमार्क स्व एय कथा विमाहिन छ** তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সে সমস্ত আনুপূর্বিক ডাক্তার বাবকে শুনাইলাম।

শুনিয়া প্রথমে তিনি এমনই বিশ্বিত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণের জন্ত কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন-"তাইত হে, বিখাস করিতে যে প্রবৃত্তি হইতেছেনা, অথচ বিখাস না করিমাও থাকিতে পারিতেছি না। মৃত্যুর মুখ হইতে এরূপ বিচিত্র ভাবে ফিরিয়া আগা, দেখা দুরের কথা, জীবনে কথন শুনি নাই। কোন শক্তির বলে এরপ ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা আমার কুদ্র বৃদ্ধির অগমা। যাই য'ক ভোমাকে গোপালের অমুসন্ধানে যাইছে হইতেছে।"

আমি। কেমন করিয়া বাইব, মা যে জানিতে পারিবেন।

ডাক্তার। মা বাহাতে জানিতে না পারেন, আমি তাহার বাবস্থা কবিব।

আমি। পিতাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই। ডাক্তার। বেশ, তাহারও বাবস্থা করিব।

"সন্ধায় আবার আসিব'', বলিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় হইলেন।

রাঁধুনি, ঝী, চাকর সকলকে অবকাশমত ডাকিয়া মায়ের কাছে তাঁহার মৃত্র্যার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তাহারা ইতিপূর্ক্সে মাকে তাঁহার অহ্বথের কথা জানাইয়াছিল কিনা জানিনা, তবু তারা না বলিতে প্রতিশ্রুত হইল। আমি ব্রিলাম, অন্ততঃ আর তারা জননীর বিরক্তির কারণ হইবে না।

আৰু ষষ্ঠী—শুধু তাই নয় মহাষষ্ঠী—রাত্রিতে বিশ্বরক্ষে ছুগার বোধন

इहेरव-- आब मन्नात भन स्टेए विक्यान भृतिक भर्यास वाकानी हिन्तू, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা কি এক প্রাণসূত্রের আকর্মণে উল্লাসে নতা করিবে।

আমার জননীরও আজ মহাষ্ঠা,—তিনি সর্বাকর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের কল্যাণের জন্ম শ্রীহর্গার সমীপে পূজোপকরণ ও নৈবেদ্য পাঠাইা-বার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের বাড়ীর সমীপে চক্রবন্তী মহাশয়দের ৰাটীতে ৰেবীর প্রতিমা আদিত। পাড়ার সমস্ত লোকের ্যষ্ঠীপূজা সেই বাটীতেই নিশার হইত। আমাদেরও পূজার সমস্ত সামগ্রীসম্ভার সেই বাটীতেই পাঠান হইল। তৎপরে মা আমার আহারের উল্লোগে প্রবৃত্ত হুইলেন। উড়িয়া ভূত্য হরিয়া বাজার হুইতে বিবিধ সামগ্রী কিনিয়া মান্ত্রের সমুখে উপস্থিত করিল। মা তাহা হইতে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিপেন—রাধুনিকে আজ হাঁড়ি ছুইতে দিলেন না। নিষেধ করিবে কে।

সাবার দেই বিপদ। মা আমাকে কাছে বসিয়া থাওয়াইতেছেন। আমি আহার করিতেছি, কিন্তু মাথা তুলিতে পারিতেছিনা। চোক ফুটিয়া জল আসিতেছে, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছি না। একবার মনে করিতেছি, জননী বৃঝি সম্ভানের প্রতি পূর্ব্বের মমতাহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। পার বার মনে হইতেছে, অতি মেহের উৎপীড়নে মা আমার গোপালের প্রতি ঈর্ষার প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি মায়ের স্মেত এথন আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হট্যা পড়িয়াতে। দিন কয়েকের বস্তু স্থানান্তরিত হইতে না পারিলে বেন আমার নিস্তার নাই।

অন্তর্যামিনীর ন্তায় মা যেন আমার মনের কথা পাঠ করিলেন। আহারের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তিনি বলিলেন—"গোপীনাধ ৷ আমি ८म्बिएडहि, ट्यामात्र भन्नीत बिन बिन कुन् इटेट्डिह । जामात्र द्वाध इन्न

সঙ্গীর অভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ। বাড়ীতে একা পড়িয়াছ, বাহিরের সঙ্গীরাও পূজার ছুটাতে বে বার দেশে চলিরা গিরাছে। ভূমিও কেন দিন করেকের জন্ত বাহিরে বেড়াইয়া এসনা ?

আমি যেন আকাশ হাত বাড়াইয়া পাইলাম। বলিলাম—"মা ! আমারও একাস্ত ইচ্ছা দিন করেকের জন্ম বাহিরে ঘুরিয়া আসি। কিন্তু তুমি বে একা।"

মা বলিলেন—"তাহাতে কি হইয়াছে। আমার এখানে লোকের অভাব কি ? 'তৃমি ইচ্ছা করিলেই যাইতে পার।'

বৈকালে ডাক্তার বাবুকে সমস্ত কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভালই হইয়াছে। তুমি তাহা হইলে যাত্রার বিলম্ব করিওনা। তুমি যে কয়দিন না আসিবে, আমি প্রতিদিন তুইবেলা আসিয়া মায়ের খবর লইয়া যাইব।''

দেখিলাম, গোপালকে ফিরাইয়া আনিতে আমা অপেকাও ভাকার বাবর আগ্রহ অধিক।

পাছে পিতা বাটী ফিরিলে আমার যা'বার ব্যাঘাত ঘটে, এইজক্ত ছরিয়াকে দক্ষে লইয়া পর্যদিন প্রাতেই গোপালের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

**क्रीकी**रवाम श्रमाम विश्वावित्नाम ।

## অলৌকিক রহস্য।

৯ম সংখ্যা।]

প্ৰথম ভাগ।

[ (भोष, २०२७।

## मुक्ती भनी ।

#### স্বপ্নকথা।

মানব জাগ্রদবস্থার যাহা চিন্তা করে, অথবা শৈশবাবদি যাহা কিছু কথনও (জাতসারে বা অজ্ঞাতসারে) চিন্তা করিরাছে, তাহা নিজিতাবস্থার ঈরৎ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, অতিরক্ষিত বা পুঞ্জীভূত হইরা মনোমধ্যে যে এক অপূর্ব্ব ছবি বা অমূভূতির উদ্রেক করে, তাহাকেই পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ অপ্ন বণিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে অপ্ন আর কিছুই নহে, পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়ের কার্মাকি সমাবেশ মানে। আমাদের অধিকাংশ অপ্ন এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও, সকল অপ্ন এরপ নহে। মানব মাঝে মাঝে এরূপ অপ্ন দেখে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করা অসম্ভব। মনে করুন, এক ব্যক্তি কলিকাতার থাকিয়া অপুক স্থানে হঠাৎ আর হইতে পতিত হইলেন এবং তাহার দক্ষিণ বাহর মধ্যভাগ বিষম আহত হওয়ার উক্ত স্থান হইতে রক্তশ্রাব হইতেছে। পরে জানা গেল বে, তাহার অপ্রাট অবিকল ফলিয়াছে অর্থাৎ তাহার বন্ধ ঠিক সেই দিনে ( অথবা ২।২ দিন পূর্ব্বে বা পরে ) ঠিক সেই স্থানে হেন্টভাবে আযাত-

প্রাপ্ত হইরাছেন। অপচ স্থপ্নদ্র্মী উক্ত বন্ধুর সম্বন্ধে বহুকাল কোন চিন্তা করেন নাই বা তাঁহার কোন সংবাদই প্রাপ্ত হন নাই। এরপ স্থলে, স্থপ্প পূর্বচিন্তার অমূলক পুনরজিনয় মাত্র, ইহা বলা চলে কি? কারণ, এখানে পূর্ববিন্তা কোথায়? এবং স্থপদৃষ্ট বিষয় যথন বর্ণে বর্দে সফল হইতেছে, তথন উহাকে অমূলকই বা বলি কিরূপে? আমরা উদৃশ কভকগুলি সফল স্থপ্নের সভ্য ঘটনা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম্। স্থপত্ত অভি জটিল, তাহা বারাস্তরে অধিকভর বিশ্বদভাবে বিবৃত্ত করিব।

#### সপ্রকথা।

( ১ ) <sup>।</sup> নৌকাডুবি।

ডেকার (D'Acre) নামে এক যুবক ১৭৩৪ খুষ্টান্দে কলেজে অধ্যয়নার্থ এডিনবরা নগরে জাঁলার মাতৃলালয়ে বাস করিতেছিলেন। একদিন বৈকালে বাটা আসিয়া তিনি মাতৃল ও মাতৃলানীকে বলিলেন "কল্য আমরা করেক জ্বন বন্ধু মিলিয়া ইঞ্চিকথে মাছ ধরিতে যাইব, ঠিক করিয়াছি"। ইহাতে অবশু কেহ কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু সেই রাজিতেই মাতৃলানী স্বপ্ন দেখিলেন যে, যে নৌকাতে তাহারা মাছ ধরিতে যাইতেছে, তাহা যেন ডুবিয়া যাইতেছে। আতকে মাতৃলানীর শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিদ্রিতাবস্থার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হায়! হায়! নৌকা ডুবিতেছে! উহাদিগকে রক্ষা কর! উহাদিগকে রক্ষা কর!' এই শব্দে তাঁহার স্বামীর নিদ্রা ভক্ত হইল। তিনি পত্নীকে জাগাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় পূর্ব্বে ঐরপ ভাবিয়াছিলে। উহা বিছুই নয়। নিদ্রা যাধ্য।" এই বলিয়া উভরে পুনরায় নিদ্রিত

হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। আবার সেই স্থপ্ন। বার বার তিন বার। শেষবারে দেখিলেন, নৌকা ভূবিয়াছে এবং সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। ইহাতে তিনি এরূপ চিস্তিত ও কাতর হইয়া উঠিলেন যে, তৎক্ষণাৎ ( প্রাত:কালের অপেকা না করিয়া ) তিনি ভাগিনেয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শ্যা হইতে তুলিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। বল, রাখিবে ?'' ডেকার প্রতিশ্রুত হইলে, মাতৃলানী বলিলেন 'কেল্য তুমি মাছ ধরিতে, যাইতে পারিবে না।" ডেকার কালেজের ছাত্র ও নব্য যুবক। এই স্বপ্ন-বুত্তান্ত শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। ধাহা হউক, অনিচ্ছা সত্ত্বে তিনি মাতুলানীর একাস্ত জিদে যাওয়া হুগিত করিলেন। একটা মিথ্যা ওজর করিয়া বন্ধু-मिशटक मःवाम मिटनन त्य, जिनि यार्टेट शांतित्वन ना । वन्नुगन निर्मिष्टे সময়ে যাত্রা<sup>®</sup>করিল। তথন আকাশ নির্মাণ ও পরিফার –মেঘের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু বেলা প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ একথওঁ মেঘ উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল এবং নৌকাখানি আরোহি-গণের সহিত জল-মগ্ন হইল। একটি জীবনও রক্ষা পাইল না।

অধ্যাপক এবারক্রন্থি ( Abercrombie ) তাঁহার Intellectual powers নামক গ্রন্থে উক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন। Caledonian Mercury নামক তাৎকালিক এক সংবাদ পত্রেও ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

**बी** माथननान त्रांत्र कोधूती।

( २ )

### পিতৃ-মৃত্যু।

করেক বংসর পূর্ব্বে আমি বহরমপুরে দরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম।
তথন আমার বয়দ ২০ বংসর। আমার পিতৃদেব কলিকাতায় ছিলেন।

একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, যে, তিনি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন এমন সময়ে ঐ গৃহে বজ্রাশাত হইল; চভূদিকে অগ্নি প্রজ্ঞালত হইয়া উঠিল। আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু পিতদেবকে দেখিতে পাইলাম না। এমন সময়ে ভয়ে আমার নিদ্রাভক হুইল। ক্রিষ্ঠ ল্রাডাকে প্রাতঃকালেই স্বপ্নের বিষয় লিখিলাম। আমি তখন কোন খ্যাতনামা বন্ধুর বাটীতে অতিথি ছিলাম। তাঁহাকে স্বপ্নের বিষয় সাবশেষ বাললাম। তিনি বলিলেন, "অল্ল বয়সে, অল্লদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়াছ, সেই জন্ম মমতা বশতঃ এই স্থপ্ন দেখিয়াছ"। এরপ বলিয়া তিনি আমাকে উপহাস করিলেন। হুই দিন পরে পত্র পাইলাম, পিতৃদেবের জর ও প্লুরিসি ইইয়াছে। আমি আমার উপরিতন কর্মচারীর নিকট হুই দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রথমে অবকাশ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বারংবার অনুরোধ কর্মান্ন আমাকে সামান্ত বালক বলিয়া উপহাস করিয়া অবশেষে অবকাশ দিলেন। আমি কলিকাভার যাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে আমার ভ্রাতা ও আমার ভাগনীপতি আমাকে লিখিলেন যে, কলিকাতার আসিবার প্রয়োজন নাই, পিতাঠাকুর অনেকটা প্রস্থ হইয়াছেন, কেবল সামাগ্র জর মাত্র আছে। আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় হইতেই তাঁহাকে দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া-ছিলাম। শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পদপ্রাস্তে বসিলাম। তিনি আমাকে যথেষ্ট ক্ষেত্ত করিয়া বলিলেন, শিরোবেদনার জন্ম তাঁচার বিশেষ দক্ত হইয়াছে। সারাশিন তাঁহার সঙ্গে বহরমপুরের নানা প্রকার গল্প করিলাম। পর দিন কলিকাতার খ্যাতনামা তিনজন চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "শিরোবেদনা ও সামান্ত জরের জন্ত ভাবনার কোনই কারণ নাই।" সেই দিন ক্লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপাধি বিতরণের দিন। আমারও উপাধি শইবার কথা

ছিল, কিন্তু আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। পিতদেব জিজাসা করিলেন, <sup>ৰ</sup>তুমি Convocationএ বাবে না ?" আমি বলিবাম, "আপনার অস্তবের ব্দপ্ত বাইবার ইচ্ছা নাই।" তিনি বিরক্তি সহকারে আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া উপাধি লইবার জম্ম বেশভ্যা প্রস্তুত করা হইরাছিল। তারের যদিও আমি নির্পুণ, তথাপি তাঁহার চারি পুরের মধ্যে আমিই কেবল উপাধিযোগ্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা-ছিলাম। আমি কীণদেহ বলিয়াই হউক, কিংবা সর্বাদা তাঁহার নিকট ণাকিতাম বলিয়াই হউক. তিনি আমাকেই অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, আমি যখন উপাধি লইব, তিনি উপস্থিত থাকিয়া হর্ষানুভ্রণ করিবেন। অস্কুস্ততা বশতঃ তিনি স্বয়ং যাইতে পারিবেন না ও আমিও যাইব না. এই ক্ষন্ত তিনি তু: বিত হইলেন। ইহা দেখিয়া অনীম বিশ্ববিভালয়-গৃহে গমন করিলাম। উপাধি লইয়া গুছে ফিরিয়া আসিতে আমার বিলম্ব হুইসেছে, ইহা দেখিয়া বারংবার তিনি ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অবশেষে আমি যথন 🖟 প্রত্যাগমন করিলাম, তথন তিনি আমার উপাধিপত্র হল্ডে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহার এক ঘণ্টা পরে অকস্মাৎ ছিনি সন্নাসরোগে আক্রাস্ত इंटेलन। हिकिৎमकर्गण এই वाधि मिथिया यरभातानान्ति ज्यानहर्या হইলেন। তাঁহারা বহু চেষ্ঠা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রবিবার প্রতাষে পিতদেব স্বর্গলাভ করিলেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম. পিতার পাঠাগারে বজাঘাত হইয়াছে ও পিতৃদেব অদৃশ্র হইয়াছেন। সন্নাসরোগরপী বজ্র তাঁহাকে পৃথিবী হইতে লইয়া গেল।

ত্রীচাকচক্র মুখোপাধার।

( 0 )

#### ভগিনী-মৃত্যু।

আমার এপিতদেবের সপিতীকরণ প্রাদ্ধের সময় আমি কর্ম্মোপলক্ষে বহুরমপুরে ছিলাম। আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী সে সময়ে কলিকাভায় আমার পৈতৃক বাটীতেই ছিলেন। সপিণ্ডীকরণের পর দিন প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই তিনি সকলকে বলিলেন, 'আমি পূর্বারাত্তিতে এক অমঙ্গল-স্থান স্বাস্থ্য দেখিয়াছি। যেন ৮/পিত্রদের ক্স্তেন্ডিত যটি দারা তাঁহার শয়নাগারের দরজায় সজোরে আঘাত করিয়া আমাকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন, আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। পিতাঠাকুর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "আমার বড় থিলে পেয়েছে, ঘরে যা আছে দে ।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কেন তোমার খাওয়া হয় নাই ?" তিনি বলিলেন, "না, আমাকে তৃপ্তি করিয়া থাওয়ায় নাই।" ইহার পর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।'

দেই দিন কি তাহার পর দিন রাত্রিতে আমি বহরমপুরে <del>অ</del>প্ল দেখিলাম, যেন এক অল্ল আলোকযুক্ত ঘরে, ৮পিতৃদেব ও কলিকাতাস্থ বাগবাজারের প্রাসিদ্ধ জ্যোতিষা ৺গঙ্গাধর, ছুইজনে ছুই আসনে বসিয়া আছেন। আমি ঘরে গিয়া দৱজা ভেজাইয়া দিলাম। প্রিতদেব বিমর্ষ-বদনে আমার দিকে হাত তুলিয়া কথা কহিতে নিষেধের সঙ্কেত করিলেন। গম্ভীর ভাবে তিনি আমায় বলিলেন, "শীঘ্রু, বোধ হয় ২।১ দিন মধ্যেই, তোমার স্ত্রার কি কোন ভগিনীর মৃত্যু হইবে।" আমি বজ্রাহতের স্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পাকিতে সমুদয় অদৃশ্য হইয়া গেল, ভয়ে আমার निकालक वरेल।

প্রতে উঠিয়াই কনিষ্ট ভাতাকে স্বপ্লের বিষয় লিখিয়া সকলের কুশল

সমাচার জানিবার জন্ম ব্যস্ত হইলাম। আমার ভগিনীর স্বপ্লের কথা আমি তথন কিছুই জানি না।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্রে জ্ঞানিলাম বে, আমার এক ভাগিনেয়ীর রক্তামাশর হইরাছে। আমি ভাবিলাম, "যে ভ্রানক প্রপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তাহার প্রাণনাশের আশক্ষা।" হইদিন পরে ভ্রাতা লিখিলেন যে, ভাগিনেয়ীর বিপদাশক্ষা নাই। কিন্তু তাহার মাতার অকক্ষাৎ রক্তামাশয় ও ১০৫ ডিগ্রি জর হইয়াছে। ইনিই সপিগুলির্বের রাজিতে ৺পিতৃদেবের বিষয় পর দেখিয়াছিলেন। আমি হতাশাস হইলাম বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও ৩।৪ দিনের মধ্যে তাঁহার ভ্রতীলা সাক্ষ হইল।

ভগিনীর মৃত্যুর পর শুনিশাম, তিনি মাতাঠাকুরাণী ও অক্তান্ত আত্মীয়ের নিকট এই স্বপ্লের বিষয় বর্ণনা করিমাছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই আমার পত্নে আমার স্বপ্লের বিষয় জানিয়াছিলেন। এই ছইটি স্থ্যুপ্লর ভীষণ ফল চির্মাদন মনে থাকিবে।

শ্রীচারুচক্ত মুখোপাধ্যায়।

# অদ্ভূত জন্মান্তরীণ আত্ম-কাহিনী।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, রামপুর-নবাবের রাজ্য-মধ্যে, লারপুর নামক পলিগ্রামে চলিশ বংশর পুর্বে নাথুরাম নামে জনৈক প্রাহ্মণ মহাজন (money lender) বাস করিতেন। তেজরাম নামে তাঁহার একটি পুত্র ছিল। তেজরাম একদিন আহারাস্তে তামাকু সেবন করিবার অভিলাষে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। তামাকু সেবন করিবার অভ্যাবে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। তামাকু সেবন করিবার অভ্যাবেমন তাহার পিন্তলমন্তিত হুকাটি গ্রহণ করিতে ঘাইবে, অমনই একটা বিষাক্ত সর্প তাহার দক্ষিণ হন্তের একটি অন্তুলিতে দংশন

করিল। সে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশৃক্ত হইরা ভূমিতে নিপতিত হইল। তাহার আত্মীরগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের সকল যত্ন বিষ্ণল হইল। অনস্তর তাহার মৃত দেহ নিকটস্থ একটি তৃণসমাজ্বর বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

কিছুদিন পরে একদা প্রত্যুষে দেখা গেল যে, ভেজরামের বাটীর সন্নিকটে অখপ বৃক্ষের উপর বসিয়া একটা কাক ভয়ানক কলরব করিতেছে। কাশীরাম নামক জনৈক গ্রাহ্মণ ঐ কাকের কর্কণ কলরব শ্রবণ করিয়া অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া তাতাকে গুলুতি দ্বারা বধ করিল।

এই ঘটনার ছয় মাদ পরে নিকটক্ত অপর এক গ্রামের জনৈক কুর্মী ( ক্লয়ক জাতি-বিশেষ ) জাতীয় নি:স্ব স্ত্রীলোক বস্ত্রধৌত করিবার মানদে উক্ত লারপুর গ্রামে আইদে। বস্তুধৌত ক্রিবার পরে পারিশ্রমিক-স্থরপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে তণ্ডুল অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। যাহা হউক, যথন সে উক্ত অখথ বৃক্ষের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তথন অমনি একটা চড়াই পকী তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া চঞ্চ দারা ভাহার ললাটে আঘাত করিল। হঠাৎ এইরূপ ঘটনায় স্ত্রীলোকটি ভীত হওয়াতে তাহার অঞ্চল হইতে তণ্ডল গুলি পড়িয়া গেল। এদিকে উক্ত চড়াই পক্ষীটিও সঞ্চে সঙ্গে মৃত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। স্পর্শ করিবামাত্র পক্ষীটির মৃত্যু হইল দেখিয়া স্ত্রীলোকটি অতিশয় হু:থিতা হুইল এবং তাহার জন্ম আক্ষেপ করিতে লাগিল;—সে হস্ত উত্তোলন পুর্বক ভগবং-উদ্দেশে বলিতে লাগিল, "হে ভগবন ! তুমি অন্তর্যামী, সমস্তই জান। ঐ পক্ষী আমার চাউল নষ্ট করিবার কারণ হইলেও আমি মনেও উহার কোনরপ অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই, তবে আমাকে আঘাত করিয়াই কেন যে মরিয়া গেল, তাহা তুমিই জান। ইহার জন্ম আমি কোন প্রকারে অপরাধিনী নহি।"

উপরোক্ত ঘটনার দশ মাস পরে ঐ কুরমী জাতীয় স্ত্রীলোকটি একটি পুজ্ত-সন্তান প্রসব করিল। ঐ বালকের বয়ঃক্রম যথন তিন বংসর হইল, তথন সে তাহার জাতীয় কোন স্ত্রী অথবা পুরুষ কাহারও সহিত আহার করিতে কোনমতে সম্মত হইত না। সে বলিত যে, সেনীচ কুর্মী জাতি নহে, সে বাক্ষণ।

যে প্রামে তেজরামের পরিবারবর্গ বাদ করিত, ঐ কুর্মী রমণী কিছ্কাল পরে বস্ত্র ধৌত করিবার ভক্ত পুনর্বার সেই গ্রামে আদিল।
সেই দলে এবার দে তাহার-পুশু-সন্তানটিকেও কোলে করিয়া আনিয়া-ছিল। ভাহার সেই তিন বংসরের বালক ষেমন তেজরামের বাটী দেখিতে পাইল, অমনি দে ভাহার মাতার ক্রোড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার ক্ষুদ্র হস্ত উল্ভোলন করিয়া, ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঐ বাটী দেখাইয়া ফলতে লাগিল যে, ঐ বাটী এক সময়ে ভাহার চিল এবং অমুক অমুক ভাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং ভগিনী ছিল। এই বলিয়া সকলের নাম উল্লেখ করিছে লাগিল। একটি ভিন চার বংসরের শিশুর মুখে এইরূপ আশ্চর্যান্তনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রমে গ্রামের লোক সকল আসিয়া ভাহার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল,—সেই স্থান লোকারণ্য হইয়া গেল। অনেকেই কৌতূহলাক্রাক্ত হইয়া কতকটা ভামাসাচ্ছলে ঐ বালককে নানা প্রেশ্ন করিতে লাগিল। বালক ভাহার ইতিহাস এইরূপ বর্ণনা করিল:—

"আমি এই লারপুর গ্রামে বাহ্মণ নধুরামের পুত্র তেজরাম। একদা আহারাত্তে তামাকু দেবন করিবার অভিপ্রায়ে আমি নিজ শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া ছকাটি লইব, এমন সময়ে একটি বিষাক্ত দর্প আমার অঙ্গুলিতে দংশন করিল।"—(সকলে দেখিল, বালকের অঙ্গুলিতে দর্প দংশন চিক্ত এখনও রহিয়াছে।) "আমাকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত চেষ্টা বিকল হওয়াতে, আমার পিতা ও আত্মীয়বর্গ আমাকে যথারীতিক্রমে রামগলার ভীরে দাহ কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া, একটা ঘাসের জঙ্গল মধ্যে নিক্ষেপ করে। স্থামার পিতা এরপ নীচ প্রকৃতির লোক যে, কিঞিং অর্থবায় क्रिया यथानियरम ज्यामात लाकामि-क्रिया সমাধান ना क्रिया विना-वारय শীতল সিংহের দারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। দেহ ত্যাগ করিয়াই আমি কাক জন্ম গ্রহণ করিয়া, আমাদের বাটীর নিকটস্থ অখথ বুকে প্রত্যহ বসিয়া বাটীর প্রাত্যহিক সমস্ত ঘটনা দর্শন कति छोम। सामात्र खीरक मिथवाद वामनाहे, विस्मिषद्रारा ध्ववन हिन। একদা একটা জলপাত্তে জল বৃক্তিত দেখিয়া আমি উহা পান করি। আমার স্ত্রী তাহা দেখিতে পাইয়া, ঐজল ভূমিতলে নিকেপ করিয়া আমার্কে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে থাকে।"—(এই, কথা তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে, একদা যে দে এই কারণে জল নিক্ষেপ করিয়া কাকের প্রতি গালিবর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে।)--- "একদা আমি পূর্ব্ব কণিত অথখ বুকে বদিয়া চাৎকার করিতেছিলাম দেখিয়া, কাশীরাম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গুল্তি দারা নির্দ্দর্বপে আমার প্রাণবধ করে।" ইহা ব্যতীত তাহার কুর্মী-জাতীয় মাতার সম্বন্ধে যে সঁকল ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহাও বালক আঞু-श्रु किक यथायथ वर्गना क वन।

এইরপ ব্যাপারে সকলেই মনে করিতে লাগিল ষে, এই বালক
সম্ভবতঃ ভূত দারা আবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু এইরপ আশঙ্কা শীদ্রই
দূর হইয়াছিল। ঐ বালক বলিল যে, দে একটা সাদা এবং একটা লাল,
এই চুইটা মোড়কে তিন শত টাকা তাহার গৃহের দারের নিকট
প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই বলিয়াই ঐ বালক ঠিক সেই
স্থান দেখাইয়া দিল। অনস্তব উক্ত স্থান স্প্র-সমক্ষে খনন করাতৈ

ঐ কথিত মূদ্রা বাহির করা হইল। তাহার পর গৃহ-প্রাচীরের এক স্থান হইতে আরও তিন শত টাকা বাহির হইল। এই শমস্ত ব্যাপার দেখিয়া সকলে আশ্চর্যাবিত হইল,—বালকের কথিত বিষয়ের সত্যতা-সম্বদ্ধে আর কাহারও কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। এই লুকায়িত অর্থ সম্বদ্ধে বাটার আর কেহই কিছই অবগত ছিল না।

যাহাই হউক, উক্ত ঘটনার পর ঐ কুর্মী-রমণী পাছে তাহার এক মাত্র প্রকে হারায়, এই ভয়ে সে বালককে লইয়া ক্রভপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অনস্তর কিছু পদিন পরে ঐ কুর্মী-পারবার নিজ্ঞাম পরিত্যাগ করিয়া কোন দূর গ্রামে গিয়া বাস করিল, কারণ ঐ রালক তেজরামের বাটীতে যাইবার জন্য প্রায়ই ক্রন্দন করিত এবং সময়ে সময়ে অধীর হইয়া পড়িত,। তেজরামের (অর্থাৎ তাহার পূর্ক্জনের) স্ত্রীকে দেখিমার জন্য ঐ বালকের বাসনা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিত। তেজরামের স্ত্রী অত্যন্ত স্ক্লরী ছিল এবং তেজরামও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

এই ঘটনাটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ বিলাসপুর নিবাসী কোন ক্ষজ্রির ভদ্রলোক দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। এই ঘটনাটি তাংার পরিবারস্থ কোন মহিলার সন্মুথে ঘটিয়াছিল। যে গ্রামে এই ঘটনী সংঘটিত হইয়াছিল, সে গ্রামে এই মহিলার পিত্রালয় এবং তাঁছার পিত্রালয় তেজরামের বাটীর অতি সন্নিকটে সংস্থাপিত। স্থতরাং এই বিবৃত ঘটনার সম্পূর্ণ সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই কারণ নাই। কারণ যে ভদ্র-লোকের মুথে উহা শুনা গিয়াছে, তিনি ঐ মহিলার অতি নিকটসম্বনীয় এবং এক বাটীতে বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি বিশেষ চরিত্রবান্ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি।

## "দাদা ম'শায়ের ঝুলি।"

#### (৩৭৬ পৃষ্ঠার পর)

মানবাত্মার অরপ ও পারলোকিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিছে করিতে বোামকেশের আগ্রহ এতদ্র বন্ধিত হইয়াছিল যে, পাছে ভট্টাচার্যা মহাশরের পীড়া তাহাদের সেই আলোচনার পথে অন্তব্যর হয়, সেই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া, সে পর দিন প্রত্যুধেই ওকেবারে বৃদ্ধ দাদা ম'শায়ের বাটীতে আসিয়া হাজির। তাহাকে দেখিয়া ভট্টাচার্গ্য মহাশয় অতিশয় আহলাদ-সহকারে কাছে ডাকিলেন এবং সম্লেহে মাথায় হাত বুলাইয়া চিরাভান্ত সরস-বচনে কহিলেন,—''কিরে! রাত্ পোহাকে না পোহাতেই একেবারে এসে হাজির যে গুনাত বউ তাভিয়ে দিয়েছেনা কি গুন্যাপারখানা কি বল্ দেখি গু''

ব্যোমকেশ। আছো যা' হোক্ ! আমি বলি, বুড় দাদাটি কেমন আছে, দেণে আসি। তা'রই বৃঝি এই প্রভিফল ? তবে আমি এই চল্লেম।

ভট্টাচার্য। না, না, রাগ করিদ্নি, বোদ্। ভোর কালকের কথাটার আলোচনা করা যাক।

'ব্যোমকেশ। নাদাদা ম'শায়! আপনার এই ছর্বল শরীরে কষ্ট দিয়ে আমি কি শেষটা আপনাকে আরও পীড়িত ক'র্বো? আপনি শীঘ্র স্বস্থ হ'য়ে উঠুন, এখন আমার এই একমাত্র আকাজ্জা।

ভট্টাচার্য্য। ভাই । আমার জীবনের শেষ হ'রে আস্ছে। আর ক'দিনইবা বাঁচ্বো ? যে ক'টা দিন পাকি, যদি তোদের মত পাঁচজন জ্ঞান-পিপাস্থর হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণেও প্রাচীন ভারতের সনাতন সত্য গুলির উন্মেষ্ সাধন কর্তে পারি, তা হ'লেই আমার বাকি কটা দিন

স্থবে কাট্বে। তবে তোর ভয় নেই, তোর বুড়ো দাদা ম'লায় অত সহজে ম'রুবে না। এখন ভোর প্রশ্রের সমাধান <sup>ক</sup>র্বার চেটা করা যাক।

ব্যোমকেশ। কেমন ক'রে জীবাত্মার প্রেতাবস্থা থেকে মুক্তি হয়, সেই কথাটা আমাকে বৃঝিয়ে বলুন। আপনার কথা মত "অলোকিক-রহত্ত" আমি পড়েছিলুম। পাপীর ভীষণ যন্ত্রণার কথা যা' মব পড়লুম, ভা'তে আমাতে আর আমি নেই। কেমন ক'রে জীবে এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে ?

ভটাচার্যা। ভোকে কাল যে সমস্ত কথা বুঝিয়েছি, যদি সেগুলো ভাল ক'রে জ্বন্যে ধারণা কর্তে পেরে থাকিস, তা' হ'লে এটা স্পষ্টই বুঝতে পার্কিষে, এই প্রেভাবস্থার স্থায়িত্ব কন্ত দিন। সেতারের তারটি যতক্ষণ স্পশিত হ'তে থাকে, ততক্ষণ ধেমন স্বরের রেশটি মরে না. দেইরূপ মৃত মানবের মনোময় কোষটি যতদিন পর্যাস্ত বিগত পার্শ্বিব জীবনের চিরাভান্ত উৎকট কামনা-প্রস্ত বাসনা ও চিস্কারাশির পুনর-ভিনয় কর্ত্তে থাকে, ততদিন পর্যান্ত সেই সমস্ত অত্প্রীবাসনা-সম্ভত জালাময়ী অবস্থার শেষ হয় না। পরে <mark>যধুন</mark> ভোগজনিত পরি**পুষ্টির** অভাবে মনোময় কোষ্টির ভাদৃশ ম্পন্দন-রাজি ক্রমে মন্দীভূত হ'য়ে আঙ্গে, তথন যাতনা-দেহের জীণাবস্থা ও বার্দ্ধকাকাল এসে উপস্থিত হয় এবং স্থলদেহের স্থায় সেটিও তথন শ্রীবাত্মা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'রে পড়ে। এটিকে দিতীয়-মুত্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে। জীবাত্মা তথন আপনার পাপ-বাসনা-রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হ'রে প্রেতলোক পরিত্যাগ ক'রে পিতলোকে গমন করে।

এখন বুঝুতে পাল্লি যে, উৎকট পাপাচারী ব্যক্তির প্রেভাবস্থা ব্দবশ্রস্থাবী হ'লেও সে অবস্থা কথনও চিরস্থারী হ'তে পারে না। ছষ্ট カント

"কিন্তু এ-ত গেল বিশ্ব রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থা। দরামন্ত্রের রাজ্যে কি এ ছাড়া বিশেষ ব্যবস্থা আর কিছু নেই ? তা' অবশ্রুই আছে। পরম কাঙ্গণিক ঋষিগণ জীবের দৃঃখে কাতর হ'য়ে, যা'তে তারা শীঘ শীঘ এই প্রেভাবস্থার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ কর্ত্তে পারে, তা'র জন্ম এই আর্য্য-ভূমিতে বহুবিধ বিধি ব্যবস্থা রেখে গেছেন। এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারটাকে ভোরা কি রকম মনে করিস? এ সম্বন্ধে কখনও বোঝ্বার চেষ্টা করিছিস কি?

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শায়। যদি অভয় দান করেন, তা'হ'লে প্রাণ পুলে সভ্যি কথাটা ব'লে ফেলি। বর্ত্তমানে যা দেখুতে পাঁই, ভা'তে আদ কার্যাটা একটা বিরাট লুচি সন্দেশের আয়োজন ভিন্ন আর কিছু ব'লে মনে হয় না। অবিশ্রি লচিতে আমার কোন আপতি নেই, তবে মন্ত্র ডন্ত্র

প্রভৃতি বাকি যে সব দেখাতে পাই, তা'তে আর আমাদের সেকালের বা সেকালের মুনি ঝবির ওপর শ্রন্ধা অটল রাথা চন্ধর হ'রে পতে।

ভট্টাচার্যা। ভাই। তোদের কি দোষ দিব বল ? কাল মাহাত্মো জগৎ-হিতৈকত্রত ঋষিগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়েছেন। জনশ্রুতি এখন ব্যাস ও নারদাদিকে ল'য়ে যাত্রাদলের "বাসদেব" ও "কুঁছলে-নারদ" তৈয়িরি ক'রেছে। পবিত্র বেদমন্ত্র ক্রমে "স বাহে ভ্যাস্থরে শুচি"তে দাঁডিয়েছে। নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্তে গিয়ে যে যত বড় ছাঁদা বাদ্ধতে পার্বের, সেই তত ভাল বামুন, এই হ'ল কলি রাজার পচারিত যুগ-ব্যবস্থা। তোরা যে এখনও আমাদের কথা হুদণ্ড কাণ পেতে ভ্রমিস, এটা আমি অতি বড় বিশ্বয়ের কথা ব'লে মনে করি। ভোদের কি দোষ ভাই १ কাল-ধর্ম্মে দেশ উৎসন্ন গিয়েছে। জ্ঞান-ক্রিয়াময় সনাতন হিন্দুধর্ম এখন কতক গুলা প্রাণহীন বিকৃত অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবদিত হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ, সনাতন ধর্ম ও বেদ রক্ষা করা যাঁ'র কাজ, তিনি এখন শাস্ত্র-চিস্তা, শান্ত্র-আলোচনা পরিভাগি ক'রে ভোগ-বিলাসের স্রোভে গা চেলে দিয়েছেন। পাপস্রোতে দেশ ভেদে যাচ্ছে। বুঝি সেই স্রোতে সব ভেসে বায় ! হা ভগবান ৷ এ দৃষ্ঠা দেখুলে বুক ফেটে যায় ! এই কি সেই ঋষিদিগের পদরঞ্জ-পৃত পুণাভূমি ভারতবর্ষ ! কালে কালে কি হ'ল ?—

कथा वन् एक वन् एक छो। हार्यात हक्कू अरम शूर्ग बहेग्रा आमिन। जिन কিছুক্ষণ নীরবে অঞ্ মোচন করিয়া একটি দীর্ঘ খাস ত্যাগ করিলেন। পরে ব্যোমকেশের মুখপানে তাকাইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। "এই গুদিনে আমি ভোদের মত ইংরাজ্বি-শিক্ষিতদের কাছ থেকে অনেক ভরসা করি। দেশের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাটী হ'রে গেছে, কিন্তু পরম কারুণিক ঋষিগণ এখনও শাস্ত্র গ্রন্থুলি সমাজের সমুধ থেকে হরণ ক'রে ল'ননি। ভারত-জননী প্রম যতে এখনও সেগুলিকে বুকে ক'রে রেথে

দিরেছেন। ভোরা যদি আবার সেই অনস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে ভরায়েষী হ'মে প্রবেশ করিস, তা'হলে বোধ হয়, এই খোর তমদাচ্ছন্ন দেশে আবার জ্ঞানের প্রদীপ জ্ঞ'লে উঠতে পারে। তোরা আজ কাল স্বদেশকে ভক্তি কর্ত্তে শিথ ছিস ও স্বদেশী হওয়াকে সর্ব্বাপেকা গৌরবের বস্তু ব'লে প্রাণে প্রাণে অনুভব কচ্ছিদ: কিন্তু এখনও বদেশী ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি। আর্যাশাস্ত্র-সমূত্র মন্থন ক'রে সনাতন ধর্মব্রপ অমৃত উদ্ধার ক'রে সেই কার্য্য সাধন কর। দেখ বি. ভারত-গরিমায় জাবার দিও মণ্ডল উদ্রাসিত হ'য়ে উঠ্বে। এখন ভোকে প্রাদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলি শোন।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শাই। ব্যাপার ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠছে। কতকগুলো মন্ত্র আওডান আর আলোচাল, কাঁচকলার চডাছডি, এতে প্রেতলোকবাসী জীবাত্মার কি উপকার হতে পারে, তাত আমি মোটেই বুঝে উঠ্তে পারি নি। সত্যি সত্যি কি শেষে মন্ত্র ভক্ত ছিটা ফোটা সবই মানতে হবে না কি ? আর আপনাদের মন্ত্রের ত ঐ প্রী। আপনাকে অনেক জালাতন কচ্ছি, কিন্তু প্রাণের কথা চেপে রাখি কি করে ?

ভট্টাচার্য্য।--আমি তোকে আগেই ব'লেছি ষে. তোদের তাতে বিশেষ কিছ অপরাধ নেই টে 'কালধন্মে স্বই লোপ পেয়েছে, প'ড়ে আছে কতকগুলা শব-হীন ও অর্থহীন অনুষ্ঠানের কল্পাল। দেশের বাহ্মণ-পণ্ডিত-কুল দেই গুলাকেই প্রকৃত ক্রিয়াকাণ্ডের স্থানে অভিষিক্ত ক'রে একটা বিরাট অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টাচারের দেশব্যাপী প্রচার কার্য্য সাধন ক'র্চেছ । এর বিহ্নদ্ধে একটি কথা ক'বার যো নাই, তা হলেই চারিধার হ'তে পায়ও. নান্তিক ইত্যাদি স্থা-বৃষ্টি আরম্ভ হবে। ভগবানের বিশেষ রূপা, তা'ই এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রচলিত হয়েছে। তা'রই ফলে বোধ হয় আবার সেই লুপ্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান-লিপ্সা ও তত্ত্বামুস্বিৎসা জেগে উঠলেও উঠতে পারে। তা'ই ত বলাম, তোদের কাছ থেকে অনেক আশা করি। তুই ত বিজ্ঞান চর্চো করিস, শব্দের স্বরূপ কি বল্লেখি। ব্যোমকেশ।—অল্প কথায় বলতে পেলে, শব্দ জিনিষটা বাযুমগুলের কম্পন হ'তে উত্ত হয়। সেই কম্পন বা Vibrationই এর মূল।

ভট্টাচার্য্য।—বেশ কথা, এই Vibration ব: কম্পন যে শক্তির ক্রিয়া মাত্র, তা'ত স্বীকার করিস্? ইউরোপীয় বিজ্ঞান এ বিষয়ে কতদুর অগ্রসর হ'মেছে তা ঠিক বলতে পারি না। কারণ তা যদি পারত্ম, তা'হলে এই ঝুলিটি ছেড়ে দিয়ে, তোদের কালেজে, গিয়ে তু-পয়দা রোলগার কর্ত্তে পার্ত্ত্রম, আর বঃর্ন্দ্রনীরও কিঞ্চিৎ কণ্টের লাঘব হ'ত। কিন্তু আমি যতদুর শুনেছি, তা'তে নাকি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই Vibration বা কম্পনকেই স্ষ্টি-ভত্ত্বের মৌল কার্যা বলে নির্দ্ধারিত কর্ত্তে আগ্রন্ত করেছেন। তা'রা যা'ই বর্লুন, এ বিষয়ে হিন্দুর শান্ত্র স্পষ্টরূপে সাম্ব্য দান কছেছে। চেষ্ট্রী ক'রে যদি খাঁজস্ত অনেক প্রসাণ পেতে পারিস। ভগবানের ইঞ্জা হয় তা'হলে পরে এবিষয়ে তোকে সাহাণ্য কর্বার চেষ্টা কর'ব। এখন কথা এই, শব্দুরাজি যদি কম্পনে এই ফল হয়, ভা'হলে ইহা অবশ্র স্বীকার্যা যে, প্রত্যেক শব্দেরই একটা না একটা, স্বশ্রম্যাবী ফল আছে: কারণ শক্তির ক্রিয়া ফল প্রদেব 📦 ক্র'রে কিছুতেই বার্থ হ'তে পারে না। এই কথাটী যদি হৃদয়ে ধারণা করিস, তা'হ'লে মন্ত্র গুলিকে শুধু মুখের কথা ব'লে উড়িয়ে দিতে দাহস পাবি না। ভা'হ'লে বুঝুতে পার্ব্বি যে, এই মুখের কথা দারাই একটা প্রচণ্ড শক্তির বিভাশ সাধন করা, নিতান্ত অযৌক্তিক কল্পনা মাত্র নয়। কোন শব্দের দারা কিরূপ শক্তির খেলা হয়, আধুনিক বিজ্ঞান এখনও ভতটা বুরতে পারেনি। কিন্ত আমাদের দেশের :ঋষিরা যোগদৃষ্টিবারা দেই সমস্ত শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ কর্তেন। শব্দের দারা স্ক্র জগতে যে মূর্তির

স্ষ্টি হয়, এটা তাঁদের প্রভাক করা সভা। এখন মন্ত্রশক্তির কথা বোঝ্। এক একটা মন্ত্রে এরপ কতকগুলি শব্দ রাজির একতা বিস্তাস আছে, যে গুলি গুৱাচারী ব্যক্তিবারা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হ'লে সুন্ম কগতে একটা বিরাট আলোড়ন উপস্থিত করে। সমবেত কম্পানের ফলে বে কিরূপ প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ হয়, তা'র একটা উদাহরণ দিই। সেপাই গোরারা কিরুপ তালে তালে পা ফেলে চলে, দেখিয়াছিদ ত ? কিঙ যদি এক দল সেপাই কোন নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর দিয়া যায়, তা'হ'লে কাপ্তেন সাহেব তথনি তা'দের সার ভেঙ্গে তা'দি'কে এলোমেশো করে দেয়; এর মানে কি জানিস 🤊 প্রণালীবদ্ধ একত্র পদ-বিস্থাস, ভার তেজ এভ বেশী যে, তদ্বারা পোলটী দেহ রক্ষা কর্ত্তে পারে। ভাই সব এলোমেলো করে দিয়ে সামঞ্জন্তী নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়। এবং তদ্বারা তদুখিত শক্তিরও থর্বতা হয়। সম্র গুলির মধ্যে এইরূপ *স্থা*ম্বদ্ধ শব্দ রাজি র'য়েছে। তবে সে গুলিকে কিয়াশীল কর্ত্তে<sup>6</sup> হলে, নিজে বিশুদ্ধ হ'য়ে, বিশুদ্ধ ভাবে তাদের উচ্চারণ কর্ত্তে হবে। থোলার বাড়ী থেকে ভাড়াভাড়ি উঠে এসে "স বাহা ভারুরে" বল্লে কিছুই হবে না। এ ছাড়া আর একটা কথা আছে। প্রত্যেক বীল্পমন্ত্রের সঙ্গে দেই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দে<u>ব</u>তার একটা আত্মগত সম্বন্ধ আছে। দেবতা মন্ত্রাত্মক। মন্ত্র বিশুদ্ধ হ'লে, দেবতার স্পৃষ্টি হয় বা দেবতা তা'তে অধি-ষ্ঠিত হন। আরু দেই দেবভার শক্তি দেই মন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয়। এ সব গুরু কথা মনেকেই ভূলে বসে আছেন, কাজে কাজেই তাঁরা কোন রকমে "দ বাহে" ক'রে পূজা আশ্রয় সারেন ৷ অবিশ্রি যথার্থ ভক্তির সহিত এরপ পূজো করলে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন যে সেটা এক ৰারেই সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্ম করেন, তা' নয়; কিন্তু তদ্বারা মন্ত্রের বিশেষ ফলটল হয় না। তৃমি ছেলের যাতনা দূর করবার জন্মে অত্যন্ত ব্যাকুল

হ'য়ে একটা কাট বিষ অন্তায় ব্লপে থাইয়ে দেও, তা হ'লে ভোমার এই নি:বার্থ পিতৃ-প্রেমের উচ্ছাদ ভোমার অন্তরাত্মাকে খুব পুষ্টি দাধন কর্বে बटि, किन्न जन्नाता विरमय कार्यात श्राजदाध हरव ना, ह्हलिंग मर्व्सरे। তোমার প্রেম তোমাকে উঁচুতে তুল্বে, কিন্তু তোমার অজ্ঞানতা-প্রথত ভুলটা হ'তে ভোমার ছেলেটীও মারা যাবে। এই তত্ত্ব যদি বুঝ্তে পারা যায়, তা' হ'লে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে একটা জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে অনর্থ দ বিরোধ জনেছে, দেটা দূর হ'তে পারে। এ সব কর্মতত্ত্বের কথা তোকে সময়াস্তব্রে বল্ব। এখন যে মন্ত্রের কথা হচ্ছিল, তাই শোন। প্রান্ধের দময় যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয়, বিশুদ্ধ হ'লে সেগুলোর ফলে ফক্ম জগতে একটা ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রেত-লোক-বাদী জীবাত্মার ষাতনাদেহটী ভেঙ্গে যাবার স্থবিধা হয়। যাতনা-দেহটার আপনা আপনি ক্ষয় হ'তে যে সময় লাগ্ত, এই মন্ত্র-শাক্তর ফলে তা'র অনেক পুর্বেই সেটী নষ্ট হ'নে যায় এবং দেই জাবাত্মা দেই প্রেতাবস্থা বেকে মুক্তি লাভ করে। এই হ'ল সাধারণ ব্যবস্থা। বিশেষ উৎকট পাপের জন্ম আবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা :— প্রয়াধামে ভগবানের শ্রীপাদপার পিও দান। অবতার যে সময় লালা কর্ত্তে আসেন, সে সময় জীবের ছঃখে আকুল হ'য়ে অনেক রকম ব্যবস্থা ক'রে রেখে যান। তা' হভভাগা মাতুষ ্যদি একটাও শোনে! এই গয়ায় আছ এইরপ একটা বিশেষ ব্যবস্থা। এর ভেতরে যুক্তি দিতে আমি অসমর্থ, কিন্তু গ্যাধামের থবর বারা রাখেন, তারা এর সভ্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চয় হ'য়েছেন। আমরা এই প্রেত তত্ত্ব আলোচনা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে এরূপ অনেক গুলি ঘটনার বিষয় জান্তে পারব, যা'তে সে বিশ্বাস আমাদের মনে দুট়াভূত হবে। থাক, সে পরের কথা। ক্রমশঃ---

শ্রীমলায়ানিল শর্মা।

## যুমালয়ের পত্রাবলী।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর। )

### চতুর্থ পত্র।

তোমরা জাননা আমি কিরপ সংসারে প্রতিপালিত হইরাছিলাম।
আমার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনেরা আমার উপর কিরপ প্রভাব বিস্তার
করিতেন। তাহা না জানিলে তোমরা কেমন করিয়া আমার যন্ত্রণার কাহিনী
বৃথিতে সক্ষম হইবে? তাই আমার পাথিব জীবনের পারিপার্থিক অবস্থার
কিছু পরিচয় তোমাদিগকে দিভেছি। তোমরা তাহা পাঠে বৃথিবে, আমি
মর্ত্তাপুরে কিরপ জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি; তোমরা জানিবে,
আমার প্রকৃত পরিচয় কি প

আমার পিতামাতা উভয়ে পরম্পর বিভিন্ন সভাব-দম্পন্ন। পিতা আমার অকপট, সাদাসিধা ধরণের লোক। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত বে, তিনি সংসারবিরাগী, বিনীত, মাংসর্যাহীন, সরল প্রকৃতির মানুষ। প্রসিদ্ধ বাণিজিক যৌথকার্য্যের প্রধান অংশীদার ও কার্যাধ্যক্ষ, তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে একটা বিশাল সম্পত্তির অধিকারী, তাঁহার যে বিপুল প্রতিপত্তি, তাঁহা কেহট বুঝিছে পারিত না.। তাঁহার সৌষ্টবিহীন সমান্ত বেশভ্যা দেখিয়া যাহারা তাঁহাকে জানিত না, তাহারা তাঁহাকে নগন্ত সামান্ত লোক বলিয়া মনে করিত এবং অবজ্ঞাও করিত। কিন্তু বাঁহাদিগের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা:জানিতেন বে, তিনি অসাধারণ শক্তি সম্পান, ধার, উচ্চ প্রকৃতির লোক। তাঁহার শাস্ত স্থিরোজন নয়ন-দৃষ্টিতে তাঁহার মর্শের গভীর ভাব প্রকাশ করিত।

আমার মা'র প্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত। তিনিই প্রকৃত গৃহস্বামিনী ছিলেন। লাবণ্যবতী, রূপমাধুরিসমন্বিতা, স্বষ্ঠু ভব্যতাযুক্তা, সর্ব্ব সাধারণের चापृषां चामात कननी, नातीममास्कत चापर्यञ्ज ছिलान। स्नीवरमीन्तर्यात প্রধান শত্রু কালও যেন তাঁহার বিষয়ে পক্ষপাতী ছিল :--কাল তাঁহার কমনীয় কান্তির কলক উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি যে অটুট চিরুসৌন্মর্যোর আধার ছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, তিনি কথনও রাগদেষাদির আতিশয্যে বিচলিত হইতেন না; অথচ তাঁহাকে ঋষয়হীনা ভাবিবার কোনও কারণ ছিল,না,। তাঁহাতে অন্তর্বল, উত্তম, প্রেম, দরা, সমস্তই উৎকর্ধ-লাভ করিয়া ছিল: কিন্তু, তাহাদিগের দ্বারা তিনি কথন 🕏 উৎক্ষিপ্ত হইতেন না। আবার বহিব গ্রহারে তিনি অতিশয় কৌশলময়ী ছিলেন। কাহাকেও অসম্ভষ্টনা করিয়াবা কাহারও মধ্যে আঘাত না করিয়া, কির্মণে আত্মাভিশাষের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সে দক্ষতা তাঁহার বিশেষ ভাবে ছিল। তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও এই নিপুণতার জন্ত প্রকৃত গৃহস্বামিনী হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহাতে কেহই বিব্ৰক্ত হইতে পাবিত না। কাহার সাধ্য যে, তাঁহার মতের বিপরীত আচরণ করিবে। তাঁহার মেহের পুতলি, অতি আদরের দামগ্রী, আমিই তাঁহার কোনও ইচ্ছার বিক্লদ্ধ কার্য্য করিতে কথনও সাহসী হই নাই।

সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত; তাঁহাকে কেহ প্রক্কুত ভালবাসিত কি না জানি না। তবে এটা সত্য, তিনি আমাকে অতিশব ভাল-বাসিতেন; এতদ্র ভালবাসা তাঁহার আর কাহারও উপর ছিল না। আমি কি তাঁহাকে তদম্বরূপ ভাল বাসিতাম ? সত্যু কথা বলিতে হইলে আমি তাঁহাকে ঠিক ভালবাসিতাম না। আমি তাঁহার গুণে, আমার প্রতি তাঁহার গভীর সেহে মুগ্ধ ছিলাম; আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত পূজা করিতাম, তাঁহার গুণের ভূরসী

প্রাশংসা করিলাম। আমি তাঁহার মত জননীর অভি প্রিয়পুত্র বলিয়া আমার মনে একটা অনির্বাচনীয় অভিমান ছিল। আমার মনের এই ভাবের বেশ কারণও ছিল। যাহা যাহা থাকিলে সাধারণ মানব চক্ষে নারীর মহত্ব ও উচ্চতা প্রতিপন্ন হয়,তাঁহাতে তাহার একটীরও অভাব ছিলনা। তিনি ধেন নারীদৌন্দর্যোর মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাতী। এমনটী আমি আর কোথাও দেখি নাই। সৌন্দর্যো তিনি মূর্জিমতী 🗐। আচার ব্যবহারে, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে, মহামহিমান্তিত সৌষ্ঠবে, কেহই উাহার সমকক্ষ ছিল না। আবার যাহা যাহা আত্মকর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহা দোষ-লেশ শৃত্যভাবে পালন করিতেন। চরিত্রে অনিন্দনীয়া, ধর্মামুরাগে মানবের আদর্শস্থানীয়া, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে, তাঁহার বহিঃ পরিচ্ছদের মত তাঁহার অম্বর-প্রকৃতিও নিঞ্চল্ফ ছিল। তিনি মানব সমাজে এমন কিছু কার্য্য করেন নাই, বা এমন কিছু বাক্য কথনও প্রােগ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার আদর্শ-নারী-মাহাত্ম্যে কোনও সন্দেহ আনিয়া দিতে পারিত। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার কনিষ্ঠা-স্থালির স্পান্দন হইতে তাঁহার পরিপাটী পরিচ্চদের তুচ্ছ অংশের বিন্যাদ পর্যান্ত, তাঁহার সমস্ত দেহ, তাঁহার বিশেষত্ব ও প্রকর্ষ স্থচনা করিত।

তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া ব্ঝিতে পারি নাই। অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে যাইন্ধা এখন জাঁহার, তাঁহার কেন অতীতের সমস্ত চিত্রাবলীর পরিচয় পাইয়াছি। এথন এ একরূপ অভিনব দৃষ্টিতে **সমস্ত দেখিতেছি। বাহ্ম আবরণ অন্তম লিনতা আর গোপন** করিতে সক্ষ নয়। এখন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে, জনসাধারণের তুষ্টিই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। যশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাজ্ঞাই তাঁহার উপাস্ত দেবতাদ্বয়। ভবে তিনি যে সৎপদার্থ ও সৌন্দর্যোর একেবারে সাধনা করিতেন না, তাহা নয়। তাঁহার অধর্মপালনে আহা ছিল।

তিনি বেইরপ দেব সেবায় মাগ্রহ ও গুরুবান্ধণে ভক্তি দেখাইতেন, সেরপ অতি মল্লোকেই করিয়া থাকে। তাঁহার সহবাদে ও বাক্যালাপে কত লোকের যে প্রাণে শান্তি আসিয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না।

আমাদিগের বুহৎ প্রাসাদ হুইভাগে বিভক্ত ছিল। এক স্বংশের অধিষ্ঠাতী আমার জননী; অপর অংশে আমার পিতা থাকিতেন। আমি মাতাগ বিভাগেই বাদ করিতাম। পিতার সমুখীন হইতে, আমার সাহস হইত না। তাঁহার স্থির নির্মাণ দৃষ্টি আমাকে যেন সম্ভূচিত করিত। কি জানি কেন আমি তাঁহার, নয়নে নয়ন সংস্থাপিত কঁরিতে পারিতাম না। তিনি যে ইহাতে বিশেষ ছঃখিত হইতেন, তাহা গামার মনে হইড না। তথন বুঝি নাই, কিন্তু এখন জানিয়াছি, তিনি আমাকে অন্তরে অস্তবে অতিশন্ধ ভালবাদিতেন। তাঁহার প্রেমের গভারতা বুঝিতে আমার শক্তি কোথায়।

চিরানল্মমী মা আমার যাহার নিকটে যাইতেন, অমনি সেখানে স্মানন্দের উৎদ ছুটিত। পিতা আমার গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁহার নিজের মচলেই থাকিতেন: তিনি ক্লাচিৎ আমার জননীর আনন্দ লহুরীতে ৰোগদান করিতেন। যদিও কথন আসিতেন, মূর্থ আমি তাঁহার নিকটে ষাইতে আমার শজ্জাবোধ হইত,—তাঁহার আড়ম্বর্নী-হীন বেশ ভূষায় এবং অতি সরল বাবহারে তিনি যে এই বিপুল সম্পত্তির অধিষ্ঠাতা, এ কথা ভাবিতেও ধেন আমি সম্কৃতিত হইতাম।

আমাদিগের পরিবারে আর একজন রমণী ছিলেন:-ভিনি আমার পিতার বিধবা প্রোঢ়া ভগিনা। আমার বালবিধবা পিতৃস্বসার বেশ-বিক্তাসের কোন ও পারিপাট্য ছিল না। লোকে তাঁহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত ও স্বেচ্ছাতন্ত্রী বলিত। বস্তুত: পরমূহুর্ত্তে তিনি যে কি করিবেন, তাং। কেইই ভাবিয়া পূর্বে নিব্লপণ করিতে পারিত্না। তিনি আমার মাতার

মত নারীদৌলগাভূষিতা ছিলেন না, তবে আবখ্যক হইলে তিনিও ষে আমার মার মত মহিমাধিতা হইতে পারিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার ব্যবহারে, বাক্যবিন্তাসে রুত্রিমতা আদৌ ছিল না। শৈলগছবরে আবদ্ধ স্রোভস্বিনীর মত তাঁহার চিন্তে ভাবরাশি ক্রীড়া করিত। তাঁহার অতি সরল কুটিল তাশৃক্ত বচনাবলীতে একটা মনোরম মাধুর্যা ছিল; তাই তিনি অতি স্পষ্টবাদিনী হইলেও তাহাতে কাহারও প্রাণে স্বাঘাত লাগিত না। মা আমার, তাঁহাকে অমুভ প্রকৃতির লোক বলিয়া স্বানিতেন। যদি কেহ কখনও আমার পিতার গভীরচিত্তে স্থানুন্দ তরঙ্গ তুলিতে পারিত, ভাহা আমার দেই পিতৃস্বসা। তিনিই দৃষ্টতঃ ভাবহান আমার জনকের অধরওষ্ঠকে স্মিতকম্পিত করিতে পারিতেন। আমার পিতাকে আনন্দে উৎফুল করাই যেন তাঁহার জীবনের একটা ব্রত্ ছিল। প্রাণপূর্ণ ভালবাসা লইয়া পরার্থে আত্মোৎসর্গ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। অনুপরকে স্থণী করিতে পারিশেই বেন তাঁহার তৃপ্তি হইত। ভগবানে বিখাদ, তাঁহাতে অচলা ভক্তি, সেটা যেন তাঁহার প্রাণের সহজভাব। বিমল সুথ বা ভীব্র হঃথ তাঁচার জীবনে অনেকবারই আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা ক্থনও তাঁহার চিত্তে চাঞ্চল্য আনরন করিতে পারে নাই। জানিনা, হুদুরুমধ্যে তিনি কি দেব প্রতিষ্ঠাই করিয়াছিলেন, প্রাণের ভিতরে কি नाञ्च-मनाकिनी धात्रण कतिप्राहितन, याहात अञात विषम विभाग ता মহাসম্পদে তিনি কথনও আত্মবিশ্বত হইতেন না! অতিশয় যন্ত্ৰণায় পড়িয়াও তাঁহার উচ্চলিত প্রেম-উৎস রুদ্ধবেগ হয় নাই।

পিতা আমার ভগীনীগত প্রাণ ছিলেন বলিয়া, পিতৃ-স্বসা সকলের নিকট গৃহকর্ত্রীর আদর ও সন্মান পাইতেন। কিন্তু তিনি নিজে দেবাব্রতগ্রহণ ক্রিয়াছিলেন। মা আমার ভুক্ষগৃহকার্য্য লইয়া থাকিতে পারিতেন না। আনার পিতৃত্বসার নিকট কোনও কার্যা তুচ্ছ বা উচ্চ ছিল না।

তিনি সমস্তই সমান যত্নে নির্বাহ করিতেন। সকলের সমস্ত ত্রুটি বা দোষ নিজ ক্লব্ধে লইয়া সকলেরই উদ্বেগ দুর করিতেন। সামান্ত পরিচারিকা হইতে গুহস্বামী পর্যান্ত সকলেরই দোষ তিনি আত্মন্তব্দে আরোপ করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে অনেক সময়ে তাঁত্র যাতনা ভোগ করিতে হইরাছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কেহই তাঁহাকে এই কার্যা হইতে নিবুত্ত করিতে পারিত না। বুঝিতে পারি নাই, মহামতি পিতস্থসা প্রহিতার্থে আত্মবেদনা সহ্য করিয়া কি স্থুল পাইতেন। আমার মনে হয়, তিনি যগুপি না থাকিতেন, তাহা হরলৈ আমাদিগের পরিবারের মধ্যে এক্লপ শান্তির উৎস বহিত না। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার পিতা-মাতার প্রকৃতিগত পার্থক্য কতদুর। পিতৃষ্পাই তাঁহাদিগের উভন্ন চিত্তের সজীব বন্ধনী। তাঁহারই চেষ্টায় মা আমার পিতার উদাসীন্ত ভূরিতে পারিয়াছিলেন, পিতা আনন্দের আশ্বাদ পাইতেন। ভবে কি আমার পিতার প্রাণে কোন ও যাতনা ছিল? হয় ত ছিল.— তিনি বোধ হয় তাঁহার পত্নীর হৃদয়ের ভিতরে, তাঁহার প্রিয় পুজের প্রাণের মাঝে কি একটা খুঁজিতেন, কিন্তু তাহা পাইতেন না। সেই অভাব-যাতনাই তাঁহার মর্মে একটা মরুভূমি নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাতে জলসিঞ্চন করাই, আমার পিতৃত্বসী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

তিনি আমারও অল্ল উপুকার করেন নাই। আমার প্রাণে ধাহা-কিছু ধর্মভাব আসিয়াছিল, সেটা তাঁহারই বড়ে। তিনিই গলচ্ছলে পুরাণের অনেক কাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিতেন। তাঁহার মনোরম নীতিকথা এবং নিজ উৎসর্গগুও ধর্ম জীবনের দুষ্টাস্ত আমার প্রাণে ধর্মভাব জড়িত করিয়াছিল। ষ্ণার্থ স্থুখ বা শাস্তি, বলিতে रहेल, आमात कौरानत प्रिंट कालहे हिल। आमि त्य এथन এथान

এই ভীষণ যাতনার মধ্যেও মাঝে মাঝে শাস্তির ছায়া দেখিতে পাই, তাহা বোধ হয় সেই মময়ের অতি কীণ স্থতি হইতে আদে।

তাঁহার ধর্মোপদেশে আমার প্রাণে যে ধর্মভাব মাগিয়াছিল, তাহার জ্ঞসূত্মামি চিরক্লতজ্ঞ। তিনি যে পবিত্রবীজ আমার হৃদয়ে বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চেটায় যে বীজ অর্কুরিতও হইয়াছিল, কেন হায় তাহা আমি পুষ্ট করি নাই! তাহা হইলে কি আমাকে এখন এ যাতনা সহু করিতে হইত ! তিনি আমার অদৃষ্টের দোষে অকালে পার্থিব ধাম ত্যাস করিলেন। স্বর্গের পুষ্পু পাপপূর্ণ মর্ত্তাধামে বেশীদিন ফুটিয়া থাকিতে পারিল না। প্রকৃতিরাণী কৃত্রিমন্তার উষ্ণ নিশ্বাদে ত্রদিনেই শুকাইয়া গেল। দেবস্থিৎ কিছুদিন মাত্র পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীকে শীতল করিয়া আবার নিজধানে প্রতিগমন করিল। আর আমি ? যেমন কিশোরের প্রাক্তদীমায় পদার্পণ করিলাম, অমনই ধীরে ধীরে পর্ব্ব পদান্ধ হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিলাম। ধর্ম্বের পবিত্র ব্দাসনে ইন্দ্রিয়গণকে স্থান দিলাম। পূর্ব্বে ছিলাম অনেকট। প্রক্তবির বালক, এখন জগতের ক্বত্রিমতা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি পিতার কুঠিতেই কার্য্য করিতে বাহির হইলাম। ইহাতে আমার মাতার অভিমত ছিল না। মাতার অমাত্র্বী দৌলর্ঘোর প্রতিমূর্ত্তি এবং পিতার বিপুল অর্থের উত্তরাধিকারী আমি যে সামাক্ত ব্যবসা করিব, এটা তাঁহার আদে অভিপ্রেত ছিল না।

আমার লোকরঞ্জন করিবার একটা অস্বা ভাবিক ক্ষমতা ছিল। এ শক্তিটা আমি আমার মার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম। চঞ্চলস্বভাব আমি, **এই कमजारे भागांत काल** हहेल। (यथानिह शहेजांग, शहारक है দেখিতাম, সেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হইত। জগৎ **যে**ন আমাকে আলিঙ্গন করিতে সদাই বাছ প্রসারণ করিয়া থাকিত। সকলেই

আমাকে লাভ করিয়া যেন অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিত। আমিও লোক বা স্থানের বিচার না করিয়া সকলের প্রণয়ের প্রতিদান করিতাম। ইহাতে অঞ্জিতেন্ত্রিয়, উচ্ছসিত-ভাবপরায়ণ আমার যাহা হইবার তাহা इटेल। योवन-नौभाग्न अमार्थन कतिवात शृद्धि आभात अम्यानन ० टेल। আমার বন্ধবর্গের মধ্যে ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রীপুরুষের অভাব ছিল না। তাহার যে ফল, শীঘ্ৰত ভাতা ফলিল। প্রথম প্রথম অপরের দ্বারা প্রলুক্ত হট্যা ইক্রিয়চ্যার স্থপ উপভোগ করিতে মভাস্থ ইইলাম; পরে কত নিরীই নরনারীকে সেই পথে আকর্ষণ ক্রিয়া আনিলাম।

পিতা এই পঙ্কিল প্ৰণ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে খনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কথন উপদেশ অনুযোগ, কথন তিরস্কার শাসন, তিনি কিছুরই ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু, কিছুতেই কোনও ফল হইল না। আমি কৌশলে, তাঁহার নিয়ন্ত, স্ব পরিহার করিতাম। মাতাও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমার চরিত্র সংশোধনে অনেকটা দক্ষমও হইয়াছিলেন। তিনি আদৌ বিরক্তির ভাব দেখাইতেন না. বরঞ্চ এ**খন** পূর্ব্বাপেক্ষা তিনি আমার প্রতি ক্লেহাধিক্য দেখাইতেন। তিনি দেখাইতেন, আমি তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে কত যাতনা দিতেছি। তিনি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেন যে, আমার মত উত্তম পুত্রের জননী বলিয়া ঠাহার যে একটা অভিমান ছিল এখন সেই অভিমান ভাঙ্গিতে হইতেছে বলিয়া যে তাঁহার এই যান্তনা, তাহা নহে। এ যাতনা আমার পরিণাম চিস্তা করিয়া;—আমার উচ্ছৃতাল জীবন আমাকে ব্যাধিযুক্ত করিবে, আমার অকালমৃত্যু আনিবে, ইহাতে আমি লোক সমাজে নিন্দনীয় ছইব। মা'র এইরূপ বাবহারে আমি বুঝিলাম, আমার জননীর স্লেছের গভীরতা কি। আমি চরিত্র সংস্কার করিতে প্রতিশত হইলাম।

আমি ইক্রিয়পরতম্ভ হইলেও, আমার সংযম শক্তি যে আদে ছিল

না, তাহা নহে। মা যে বলিয়াছিলেন, আমার ব্যবহারে জগৎ কি ভাবিবে. এই কথা আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। আমি একটু সংযতভাবে, লোক-চক্ষুর অগোচরে আমার পাপ-ইচ্ছার পূর্ণ করিডাম।

এইরূপে কিছু দিন কাটিল। ধথন আমার বয়: ক্রম একবিংশতি বৎ-সর, তথন পিতা মানবলীলা সংবরণ করিলেন। আমার পিতৃস্বসার মৃত্যুর পুর পিতার অধরে আর ফেহ হাসি দেখে নাই। মা সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি গৃছে থাকিয়াই, প্রক্কৃত সন্নাসিনীর মত জীবন অতিবাহিত করিতেন। আমি পিতার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। আমি শীঘুট কঠিন পীডাগ্রস্ত হুটলাম। এইবার আমার জীবনের অম্বতম কাল। আমার সমস্ত পাপকাহিনী জীবন পট হইতে ধৌত করিতে পারিলেও এইটা সমান উত্থল রহিয়া যাইবে। সে কি ভীষণ কথা! আমার স্থৃভিতে আদিবা মাত্র আমার হৃংকুম্প উপস্থিত হইতেছে। এতদিন যাতনা ভোগ করিতেছি তবুও কি তাহার উপশম নাই! সে স্বৃতির কি নাশ নাই!

ভিষকদিগের আদেশমত সমুদ্রতীরবত্তী শৈলবেষ্টিত এক মনোরম স্থানে আমি বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যাইলাম। তথায় আমার পিতা পুর্বে একথানি স্থন্দরশ্রহ নির্দাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু আমাদিগের কখনও সেথানে যাওয়া হয় নাই। স্থামার এক অতি দুরাস্মীয়া বিধবা তাঁহার যুবতী কন্তার সহিত তথায় বাস করিতেন। আমরা তাঁহাদিগকে পূর্বেক কথনও দেখি নাই। আমার আত্মীয়ার সামাক্ত সম্পত্তি ছিল, ভাহাতেই তাঁহাদিগের অতি কটে জীবিকা নির্বাহ হইত। পিতা অনুগ্রহ করিয়া তথায় তাঁহাদিগকে বাসের আজা দিয়াছিলেন। বিধবার কতা হৈমবতী সম্পর্কে আমার ভগিনী হইত। হৈমবতী অতিশয় হতভাগিনী ছিল। ভারার বয়স যথন সপ্তম বৎসর, সেই সময় ভারার বিবাহ হয়।

বিবাহের পরেই ভাহার বৈধব্য হইল। এখন ভাহার বয়ক্রম পঞ্চদশ বংসর। নিকটেই অরণ্য, চতুর্দ্দিকে শৈলমাণা, সমুখে, নীল সমুদ্রের অন্তঃন, জ্বলরাশি, এই প্রকৃতির সৌন্দর্যোর মধ্যে অতি লাবণ্যময়ী হৈমবতী প্রকৃতির রাণীর মত রাজ্ব করিত। নিকটে ও দুরে দশ পাঁচিশ ঘর ক্বয়ীজীবী অতি গরীব গোয়ালা বাস করিত। ভাহারা সকলেই আমাদিগের প্রজা। ভাহায়া সকলেই হৈমবতী ও ভাহার মাতাকে দেবীর মত ভক্তি করিত।

আনি তথায় বাস করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই আমি হুস্থ ও সবল প্রকৃতির মনোরম নানা রূপ দৌন্দর্য্যে ভাষত থাকিলেও. আমার সে স্থান আদৌ ভাল লাগিত না। সেই একরপ লোক, প্রকৃতির দেই একথানা চিত্র, শীঘ্রই আমার সেই স্থানে অবস্থান করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমার প্রাণ সহরের বৈচিত্রাময় আমোদ উপ-. ভোগ করিতে লালায়িত হইল। ৯৭চ মাতার আদেশ এখানে আমাকে আরও কিছুদিন থাকিতে হইবে। কি করি,তাই কোনরূপে সময় কাটাইতে. একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম,—হৈমবতীকে আমার প্রতি আসভা করিতে যত্ন করিতে লাগিলাম। একেত সে অতি রূপবতী,ভাহার উপর ভাহার ছিল সাংসিদ্ধিক বেশভূষা, তাহার অকপট মন, তাহার প্রাকৃতিক আনন্দ-উৎফুল্ল বনন,—আমি ভাবিলাম, এরূপ রমণীর প্রণয়পাত হইতে পারার একটা স্লিগ্ধ স্থব আছে। দেই পল্লীবাদিনী সরলম্বভাবা রমণী সংসারের ছুষ্ট চতুরতা জানিত না। মানব-সংস্পর্শহীন, গিরিকন্দরের পক্ষিণীর মত স্বাধীন ও ভীতিশুল, খামল শঙ্পে নিপতিত শিশিরবিন্দুর মত নির্মাণ ও পবিত্ত, সেই অশিক্ষিত, সহরের কৃত্রিমতা-শুন্ত, প্রকৃতি-কন্তা আমার প্রণয় ক্রীড়ার উপযুক্ত পাত্রী হইবে ভাবিলাম ৷ আমরা হুঙ্গনে অনেক সময় নির্জনে একতা থাকিতাম: নির্জনে একতা সাগর-ভটে খেত-কিরীটা

সাগর তরক্ষের নৃত্য দেখিতাম, নিজনে গিরিসন্ধটে বেড়াইতে বেড়াইতে বিহল বিহলীর কেলি দেখিতাম। সে যুবতী হইয়াও বালিকা-স্বভাবায়িতা। হৈমবতীর মাতা আমাদিগের এই নিজনি-বিহারে কিছুই আপত্তিকর দেখিতেন না।

প্রথম প্রথম স্থামার দমস্ত চেষ্টাই বিফল হইত। চিরপ্রদর্গনামী হৈমবতী এই দ্রে, এই অন্তিকে, স্থামার চারিপার্শ্বে ক্রীড়া করিরা বেড়াইতেছে, এই স্থামার নিকট বিদয়া স্থামাকে দেবা করিতেছে, স্থামার প্রবাদের স্থামারতা দ্র করিতে কত্তই চেষ্টা করিতেছে, স্থামার প্রবাদের স্থামারতা দ্র করিতে কত্তই চেষ্টা করিতেছে, স্থামার সন্দিগ্ধ মনে পরক্ষণে কোথার পদাইর্মা থাইতেছে। স্থামি কিছুতেই তাহাকে স্থাবদ্ধ করিতে পারিভাম না। দে কি স্থামার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল! ভাহা নহে। দে গে স্থামার মনের তরভিসন্ধি বুঝিরা সাবধান হইত, তাহা নহে। দেটা প্রাণের স্থাভাবিক শক্ষা। প্রকৃতি ইহারারাই তাহার পালিত ক্যাগণকে স্থামার বিপদ ও প্রলোভন হইতেরক্ষা করেন। বিংক্ষদ্র রক্ষের শাখার বিদ্যা ভোমাকে সঙ্গীত শুনার, কিন্তু তুম তাহাকে ধরিতে যাও, দে কিএক অদ্প্রশক্তি-চালিত হইয়া ভোমার নিকট হইতে দ্রে প্যায়ন করিবে। হৈমবতীর গভীর প্রণার ছিল, কিন্তু ভোমরা যাহাকে প্রেথ বল, তাহার স্থান ভাহার হৃদয়ে ছিল না, —স্থনীল আকাশের মত ভাহার হ্রনর পবিত্র।

যাধপূর্ণ আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, "দলিগ্ধা রমণী, আমি তোমায় আবদ্ধ করিবই করিব।" অবশেষে আমি তাহা করিলাম, ব্বতীর স্বভাবের শোচনীয় পরিবর্তন করিলাম। অমলিনা, কলঙ্কহীনা নলিনীর আর এখন সে রমণীয়া শোভা নাই; স্বাধীন বিহল্পের স্কান্ত বিদ্ধাহিছা এখন কোথায় সে আর্জব, কোথায় সে বিমল আনন্দরাশি! তাহার হাদয়ে সরলতার পরিবর্তে কুটিলতা আসিয়াছে, আনন্দের পরিবর্তে

नम्रत्न वात्रिक्गा (नशा निमाह्य । अधिक आंत्र कि वनिव, हेरांत्र भन्न, ভাহার ইহকাল, পরকাল, ভাহার সর্পনাশ করিতে আর অধিক বিলয় হুইল না।

আমার প্রাণে তাঁব যাতনা, তাঁব অমুতাণ আসিল। তথনও আমার প্রাণ তত কঠিন হয় নাই। তাহার সর্গতা, তাহার আনুগত্য আমার মর্মে ত্যানল জালিল। আমি মানব-দেবীর পবিত্রতা নষ্ট করিলাম। হৈম-বতীর মাতা সমস্তই ব্ঝিতে পারিলেন; মা আমার সমস্ত শুনিলেন। আমাকে পত্র দিলেন, আমি যেন তদত্তেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি। তীব্ৰ অনুতাপৰিদ্ধ, লক্ষিত আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম: স্থির করিলাম, ওই বিধবাকে বিবাহ করিবার ভিন্না মাতার নিকট যাক্র। করিব।

কিন্তু তাহা হইল না। মা বুঝাইলেন, এই বিবাহ হিন্দুসমাজ অমু-মোদন করিবে মা: আমাদিগের প্রতিপত্তিও মর্যাদা ইহাতে একেবারে নষ্ট **ুইবে। তিনি তাঁহার এক কুটুম্বনীর পর**মা <del>স্থল</del>রী ছহিতাকে আশ্রু দিয়াছেন। বুঝাইলেন, এই কুলারীই আমার উপযুক্তা পাত্রী হইবে। তিনি এরপভাবে তাহার গুণের কথা, ভাহার অসামান্ত রূপের কথা সামার নিকটে বর্ণনা করিতে লাগিক্ষো যে, আমার অতিশীঘ্রই প্রতীতি হইল, মাতার পালিতা নলিনীর মত কুমারী জগতে বিরল। হৈম-বতীর কথা সমস্তই ভূলিলাম। কোথায় সে অনুতাপ। কোৰায় আমার মহাপাপের প্রায় তথ্য ব্রি নাই, এখন এই নরকের অতি নিম্ম দহনে বুঝিতেছি—আমি কি করিয়াছিলাম !

চতুর্থ পত্র সমাপ্ত।

ক্রমশ:---সেবাব্রত পরিব্রাজক।

### য়ত ব্যক্তিকে দর্শন।

আমি একজন পৌরাণিক। পুরাণ কথা কহিবার নিমিত্ত কোন স্থানে পমন করিয়া ছিলাম। তথায় নিত্য সন্ধার পূর্বে শ্রীমংভাগবৎ কথা কীর্ত্তন করিতাম। তথায় বছলোকের সমাগম হইত। কথান্তে স্বায়ং-সন্ধ্যাদি কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রিভোজনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতাম। বলিয়া রাথি-তথন আমি ছই বেলা অন্ন ভোজন করিতাম। স্বহস্তেই ব্রহ্মন কার্য্য সমাধা করিতাম। আমি অপর কাহারও হতে আহার করিতাম না। আমার সঙ্গে একটা চাকর ছিল দেই পরিচর্য্যাদি করিও। এবং যাহাদের বাটীতে ছিলাম তাঁহারা অতি যত্ন সহকারে আমার পরিচ্যা করিতেন। আমি যাঁহার বাটীতে ছিলাম তিনি একজন বিশেষ ধনাঢা ব্যক্তি। তাঁহারি বৈটকখানা ঘরে থাকিতাম। এবং তাঁহার কর্মচারিরা সেই বরে থাকিতেন এবং আমরা সকলে একতে সেই বরে স্থাথে শয়ন ক্রিতাম। একদিন রাত্রি সাতে সাতটার সময় নিভা যে প্রকার কথা শেষ করিয়া সদ্ধা৷ কার্য্যাদি সম্পাদন পূর্বাক রন্ধন করি সেইরূপ করিতেছি এবং বৈঠকথানার পার্মস্ত উক্ত ধনাত্য ব্যাক্তির কর্ম্মচারী ও গৃহস্বামির সহিত নানা বাঁক্যালাপ করিতেছি। অবশ্র এথানে পাঁরচয় দেওয়া উচিত,—রন্ধন গৃহখানি বৈঠকখানা ঘরের উত্তর দিকে। উক্ত রন্ধন গুহের ও বৈটকখানার মধ্যে একটা দরু গুলি রাস্তা আছে। আমি সেই ্রন্ধন-গৃহ মধ্যে একথানি চৌকিতে বসিয়া রন্ধন করিতেছি, আর বৈঠক-ধানার রকে বসিয়া তাঁহারা আমার সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার কর্মচারিগণ বলিলেন, "মহাশয়, আমরা বাটী হইতে আহার করিয়া আদি।"—কর্ত্তা বলিলেন "তোমরা যাও আমি এখানে রহিলাম।" সেই স্ময়ে আমার চাকরটীকে কএকবার ডাকিলাম। জানিলাম যে সে

গৃহাভাস্তরে নিদ্রা ধাইতেছে। চাকরটীর নাম গোবর্দ্ধন ছিল। আমি গোবরা বলিয়া ডাকিতাম। যথন ডাকিয়া উত্তর পাইলাম না তথন গুহুস্বামী ব'ললেন, "আমি কি ডাকিয়া দিব ?" আমি বলিলাম, "না।" এমন সময় বাটীর মধ্য হইতে একটী দাসী আসিয়া কর্তাকে বলিল, "আপনার জল্থাবার প্রস্তুত হুয়াছে আপনি আহ্বন।" কর্ত্তা গুনিয়া विलालन, "राष्ठि, राष्ट्र" आिंग विन्नाम, "आश्रीन रान ना, जन शहिन्ना আস্ত্রন: আমার এখন রন্ধন শেষ হয় নাই।" কর্তা বলিলেন, "আগনি একা থাকিবেন ? আমার কর্মচারিগণ থাইয়া আস্ক্র, আমি পরে ষাইব।'' আমি বলিলাম, "আমি একা থাকিব, ভাহাতে কি ১ইল ; আমার কোন ভয় নাই।" তিনি বলিলেন, "তবে যাই। গোবরাকে ভাকিয়া দিয়া যাই"। এই বলিয়া ভিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় দাসী আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞলথাবার জন্ম যাইতে বলিল। তিনি তব্*ও* ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি ব্যালাম তাঁহার মনে কোন মতলব আছে, ভজ্জন্তই তিনি বাইতেছেন না। আমি বলিলাম, 'বেদিও এথানে বাছের ভয় আছে, কিন্তু আমি ঘরের মধ্যে আছি এবং ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিভেছে স্তরাং খামার কোন ভয় নাই। আমার ডাল তৈয়ার ২ইয়াছে. ভাত ও টগবগ করিয়া ফুটতেছে। আপনি জলথাইয়া আসিবার মধ্যে আমার সমস্ত রম্বই হইয়া যাইবে। পরে পুনরায় আপুনি আ*সিলে* আমি অন আহার করিব।'' আমার বাক্যামুদারে তিনি আমাকে বলিলেন "আমি যাইব আর আসিব।" এই বলিয়া তিনি থডম পাষে দিয়া বাটীর বধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি তথন আপনার মনে গুল গুণ করিয়া গান করিতে লাগিলাম এবং পাকস্থালীর দিকে মুধ ফিরাইয়া দক্ষিণ করে দক্ষী ধারণ পূর্বক অন্ন গুলিকে আলোড়িত বিলোড়িত করিতে লাগিলাম। পরীক্ষার বারা দেখিলাম যে অন্নগুলি হুসিদ্ধ হইসাছে।

তথন আতে আতে দক্ৰীখানি রাখিয়া বেডী ধরিয়া অন্নগুলি পাকস্থালীর ভূমিতে অবভর্ণ করিলাম, পরে ধীরে ধীরে অন্নের মণ্ডপ গড়াইলাম। পরে অরগুলি একথানি কদলি পত্তে ঢালিলাম। অরগুলি ইতন্তত: বিক্রিপ্ত একত্র করিতেছি এমন সময়ে—আমার নাগিকাতে কেমন একটা ভাপগো গন্ধ লাগিতে লাগিল। এমন কি আরের স্থক্টি ঘাণকে আছের করিয়া আমার নাসাকে আকুল করিতে লাগিল। তথন গুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ আপনার গাত্তের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া দেখিলাম. কারণ কথা কহিবার সময় পরিশ্রম নিবন্ধন গাত্তে ঘর্ম হয়। ইহা কি ভাই ? দেখিলাম তাহা নহে। গুহাভ্যক্তরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম সেরপ গন্ধের কোন কারণ নাই। গন্ধটী ঠিক যেমন ঘর্মাসক্ত বস্তাদির তুর্গন্ধ সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল: তথন ২স্ত তুই থানি ধুইয়া নিজের বস্তের ঘাণ গ্রহণ করিলাম দেখিলাম তাহাতেও সেরপ গন্ধ নাই। তথন আবার প্রমত দক্ষিণ মুখ হইরা বসিলাম। বসিয়া যেমন বাহিরে চাহিয়াছি দেখি, সেই গলির মধ্যে একটা আলুলায়িতাকেশা, দীর্ঘনশনা, একথানি জীৰ্মলিন কলা গাতে. এক পাগলিনী দাঁড়াইয়া আছে। তথন মনে হইল ইহারই কন্তার তর্গন্ধ আমার নাকে আমিয়াছিল। দীপালোক ভাগার স্ব্রাঙ্গে পত্তিত হইয়াছে। তথন আমি তাহাকে পাগলিনী বলিয়া সম্বোধন করিব এরপ মনস্ত করিতেছি, এমন সময় বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলাম সে রমণী পরিচিতা। তথন আর তাহাকে পাগলিনী বলিয়া ডাকিলাম না, ভাহার নাম করিয়া ডাকিলাম। এমন সময়ে মনে হটল যে, এ ত আৰু বংসরাধিক হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছে ৷ এরূপ মনে হওয়াতে আমার ভন্ন সঞ্চার না হইয়া তাহার অবস্থা জানিবার জ্ঞা কৌতূহল উপস্থিত **হটল**্। তথন আমি বলিলাম "কি এখনও:ভূলিতে পার নাই ?" আমি দেখিল ম একথার সে আমার দিকে চাহিলানা, বা আমাকে কোন উত্তর

দিল না। আমি স্থির-দৃষ্টিতে তাহার চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার দৃষ্টি আমার অন্নগুলির প্রতি রহিয়াছে, অন্ত কোন দিকে দৃষ্টি নাই। ভথাপি আমি বারম্বার তাহাকে বলিলাম "এখন ও ভূলিতে পার নাই ?" কেন না পূর্বের যথন আমি আমার শুরুর সহিত সেই স্থানে কথকতা শিক্ষা করিবার জ্বন্স আসিভাম, তথন এ রমণী আমাদিগের পরিচর্য্যা করিত: এই কারণেই আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, "কি এখনও ভূলিতে পার নাই ?" যথন দেখিলাম, সে কোন কথা কহিল না এক ভাবেই দাঁডাইয়া র'হল, তথন আমি গৃহস্বামাকে পুনঃ পুনঃ ডাক্তিতে লাগিলাম। তপন গৃহস্বামী বাটীৰ মধা হুইছে অতি উচৈঃম্বরে বলিলেন, "আমি যাই, মুখুলে মহাশর।" উত্তর দিবার পরেই তাহার থড়মের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। পড়মের শব্দে বুঝিলাম যে,সে ব্যক্তি অভি ক্রভ আগমন করিতেছে। তাঁহার কাষ্ট-পাছুকার ধ্বনি যেমন ঐ রমণীও শুনিতে পাইন। অমনি সে ক্রন্তবেগে গুলির মধ্যে তাহার গ্রহে প্রবেশ করিল। এখানে বলিয়া রাখি যে, আমার রম্বই ঘরের পশ্চিমে আর একথানি চালা ঘর ছিল। সেই-খানে তাখার বাসগৃহ ছিল এবং ঐ চালা রম্মই ঘরখানি তাহারই রন্ধন গৃহ। ভাবে বৃঝিলাম যে, সে অতি ক্রদ্ধ ইইয়া চলিয়া গেল, কেন না ভাহার বাসগুহথানি যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ভাষ্ম শব্দ হইল। এমন সময় গৃহস্বামী আসিয়া উপস্থিত চইলেন এবং অতি বাস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কি হইয়াছে ? আপনি কি কিছু ভয় পাইয়াছেন ?'' আমি বলি-লাম,"ভয় পাই নাই, তবে বড়ই একটা আশ্চর্য্য দেখিলাম। বাবু ভোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি অসম্ভুষ্ট হইও না। তোমার আত্মীয়ার কি কোন শ্রান্ধদি কার্য্য কিছুই হয় নাই ? তোমার মামীর ত কিছু টাকা ছিল তাহাত তুমি পাইয়াছ এবং তুমি ধনাঢ্য তবে কেন ইহার গতি বিষয়ে কোন কার্য্য কর নাই ? আমি দেখিলাম তোমার মামী আমার সন্মু:খ

দাঁড়াইয়াছিল।'' আমার কথা শুনিয়া তিনি স্মতি ক্রোধপুর্ণবরে বলিলেন, "দে হারাম্জানী এধানেও আলিয়াছে। মুখুয়ো মহাশয় । মামীর জালায় অভির হইয়াছি। রাতিকালে দরোজা খুলিয়া বাহিরে যাইব, নেথি মামী দ্বারে বিদয়। আছে: কোন দিন দেথি অঙ্গনে বিচরণ করিতেছে; কোন নিন দেখি ছাতে আলিদার উপরে পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। প্রথমে বডই ভয় হইত এখন আর আমরা ভয় করি না। শামি যে কি করিব কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতোছ না। মামী কি করিতেছিল, আপনি আমাকে বলুন।'' আমি বলিণাম, "আমার সহিত কোন কথা কহে নাই, কেবল মাত্র আমার অলগুলির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল।" তথ্য তিনি বলিলেন, "অপনি ঐ অন্ন ভোজন করিবেন না।" আমি বলিলাম, "এত কণ্টে অর প্রস্তুত করিয়াছি উহা কি ভাগে করিতে পারি ?'' ভিনি বলিলেন, "দোহাই আপনার, এই অন্ন আপনি ভোজন করিবেন না, আমি আপনার থাত্মের জ্বন্স চিপিটক ও গ্রন্থ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

আমি তাঁহার কোন কথা শুনিলাম না, কেবল বলিলাম, "তোমার মামীর গয়ার কার্য্য করিও।" এই বলিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ভোজনে দে বার্জি অতীব চিন্তিত ও গ্র:থিত হইল। আমি ভোজন করিলাম বটে, কিন্তু ঐ অন্নের স্থাদ পাইলাম না। পরে ভোজনাম্ভে উঠিয়া আচমনাদি করিয়া রকে বসিয়া পান তামাক থাইবার চেষ্টা করিতেছি, আমার গাত্র বমন করিতে লাগিল এবং পরক্ষণেই বমি করিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অতান্ত কম্পের সহিত জ্বর হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করিলাম। তাহার পর সমস্ত রাত্তি অজ্ঞান হইয়া ছিলাম, জানিনা কি ২ইয়াছিল। তৎপর দিবদ চৈতন্ত হইলে দেখিলাম যে একজন ডাক্তার আসিয়া আমার পার্যে বসিয়া আছেন।

আমার চৈত্ত দেখিয়া তিনি জিজাসা করিলেন, "আপনার কি হইয়াছে।" আমি আমুপুর্ব্বিক সমন্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—'ভাত গুলি থাইয়া আপনি ভাল করেন নাই। বমি হইয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে।" ভিনি ঔষধের ব্যবগা করিলেন এবং আখাস দিশেন কোন ভয় নাই, শীঘ্রই আরোগ্য হুইব। আমি কিন্তু তথায় রহিলাম না বাটী চলিয়া আদিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী এই স্কল কথা শুনিয়া নানা জল পড়া ঝাড়াণ ইত্যাদি করাইলেন। এই জর আমি সপ্তদশ দিবদ ভোগ করিয়া ভগবৎ কুপায় আরোগ্য লাভ করিলাম। পরে তথায় পুনরায় যাইয়াঁ কথকতা কার্য্য শেষ করিলাম। আমি গ্যায় পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে কি না গৃহস্বামীকে জিজ্ঞানা করিলাম। তিনি বলিলেন, "কতবার তাঁহার গ্যা কার্য্য করাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।" আমি লিজাসা করিলাম, "তুমি কি স্বরং যাইয়া গ্রা কার্য্য করিয়াছ<sup>\*</sup> ? " তিনি বলিলেন "না।" আমি বলিলাম, "ত্মি এবার স্বরং যাইদ্বা গ্রা কার্যা করিও, ভাহাতে নিশ্চয় কুতকার্যা হইবে।"

> চুড়ামস্যুপাধিক শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

### 'পুনরাগমন।"

( 25 )

ভখন কি সহর কি পরী সর্পত্রই ছুর্গাপুজার মহাধ্ম। আমাদের পাড়ার শুধু আমাদের বাড়ী ছাড়া আর প্রায় সকল বর্জিঞ্লোকের গৃহে প্রতিমা আদিরাছে। ঢাকের শব্দে পরীটা পরিপূর্ণ হইরাছে। মহামারার দেই কঠোর আবাহনের বিরাম-মধুরতার উপজোগে বঞ্চিত হইরা আমি যেন বিরক্তির সহিত কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

আমার গন্তব্যস্থান কেহ জানে এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এইজন্ত দরোয়ানকে সঙ্গে না লইয়া উড়িয়া ভূত্য হরিয়াকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। কিন্ত গলা পার হইয়া শালিকার যধন পানী ভায়ুড়া করিছেছিলাম, তথন দেখিলাম, দরোয়ান আমার সঙ্গে যাইবার জন্ত সেথানে
উপস্থিত হইয়াছে। এরূপভাবে আসিবার কারণ জানিতে সে বলিল,
"মা তাহাকে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্ত আদেশ করিয়াছে।" তাহার
কথা শুনিবামাত্র আমার মনে হইল, ডাক্তারবাব্ হয় ত আমার
অসাক্ষাতে আমার গন্তব্যস্থান মায়ের কাছে বলিয়াছেন। এইটা অনুমান
করিয়া আমি তাহার আগমনে আপত্তি করিলাম না। আটজন বেহারা
ভূতা হরিয়া ও দরোয়ান এই দশজন আমার সহযাত্রী হইল।

মধ্যাক্ উত্তীর্ণ হইতেনা হইতে আমি দশ ক্রোশ দুরে উপস্থিত হইরাছি।
এখান হইতে আর ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই আমাদের
গ্রাম। কলিকাতা হইতে আমাদের গ্রামে যাতায়াতের হই টীমাত্র উপার
আছে। যে পথে চলিয়াছি, পদত্রজে, গোষানে অথবা পাল্কীতে করিয়া
এই স্থল পথ: অথবা উল্বেডিয়ার লিয় দিয়া প্রবাহিত দামোদরের পথ।

তথনও উলুবেড়িয়ার থাল কাটা হয় নাই। ভবিষাতে এই থালকাটার ভার যে আমার উপর পড়িবে,তাহা তথনও স্বপ্নেও আমি জানিতে পারি নাই। দামোদর দিয়া যাইলে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে তিন দিনের অধিক সময় লাগে। একদিনেই উপস্থিত হইবার আশার আমি এই স্থলপথই অবলম্বন কয়িয়াছি। বর্ষাকালে এ পধ অতি হুর্গম। মহামায়ার আগমনের সঙ্গে সঞ্চে পথ ঘাট গুছ হইতে আরম্ভ হইরাছে। সে পথটুকু আদিলাম, ইহাতে বিশেষ পথকেশ অনুভব করিলাম না। রাস্তা পাকা না হইলেও বাধা, স্বতরাং উভয় পার্যন্থ মাঠের জল ইহাতে উঠিতে পারে নাই বলিয়া এই পথ গুছ হইয়াছিল।

এইবারে আমাকে পল্লীপথে চলিতে হইবে। কোথাও মাঠের উপর দিয়া, কোথাও ছই পার্শের জঙ্গলের মধ্যে অতি সক্ষ পথরেখা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর ইইতে হইবে। ইহা ছাড়া ছই একস্থানে জ্বল ভাঙ্গিবার, ছই একস্থানে ক্ষ্ কেদার-বাহিনী পরঃ প্রণাণীর উপর বাঁশের সাঁকো পার হুইবার সম্ভাবনা।

এক উন্থমে আটক্রোশ পথ অতিক্রম করিরা বেহারারা এক চটর
সমুধে বৃক্ষতলে পাল্ কী নামাইল। যে স্থানে চটি সে স্থানটী আমাদের
দেশের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে নস্থাহে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে
হাট হইত। হাটে বহুলোকের সমাগম হইত; অনেক টাকার বেচাকেনা
হইত। পার্যবর্ত্তী জমিদারের অত্যাচারে ও দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনে
সঙ্গে সঙ্গে সে হাট অক্তরে উঠিয়া গিয়াছে। এখনও এখানে হাট হয়, কিছ
আর সেরপ জনতা হয় না।

আমি যেদিন সেথানে উপস্থিত হইরাছিলাম, সে দিন হাটের বার ছিল না। তাহার উপর সে দিন মহা-সপ্তমী—বে যেথানে বিদেশে ছিল, প্রায় সকলেই ছুই চারিদিন পূর্বে নিজ নিজ গৃহে উপ- **স্থিত হইয়াছে। স্থত**রাং স্থানটী দেদিন এ হরাণ জনতাশুগ্র পরি গ্রাক্তের স্থায় বোধ হইতেছিল।

তথাপি কিয়ৎক্ষণের জন্ম আমানের সকলেরই বিশ্রাল এইবার প্রো **জন। সংস্থা দরোয়ানকে আনিয়াছিলাম, সে জাভিতে রাগাণ, ভোজ**-পুরী, অতিশয় বলিষ্ঠ। নাম ভুলাগতি সং। বলের অনুযায়ী তাহার ভোজনও ছিল। আমার জন্ম যত না হউক, নিজের জন্মই সে আমাকে বলিল, "হছুর। এই ১টতে আহাত্রাদ সমাপন না করিলে, অপেনাকে বিশেষ কণ্ট পাইতে হইবে 🖓 আহংগ্রাদি করিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, প্রাতঃকালেই আমি এ করাপ নির্বাসের আহাবের কার্যা সারিয়া আসিয়াছিলাম। যে কোন উপায়ে হউক সন্ধার পূর্ব্বে গ্রামে পৌছান আমার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল, একবারে গ্রামে পৌছিয়াই বিশ্রাম করিব। বছকাল জন্মভূমি দেখি নাই, সেখানে এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও আমার জানা ছিল না। বিশেষতঃ দরে:যানের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যদি বাস্তবিক্ট সতা হয়, তাহা হুইলে, একটু রোদ থাকিতে গ্রামে না পৌছলে হয় ত আত্রয়ই মিলিবে না! ভাহার উপর এটা ঠেম্বাড়ের দেশ, পথের মধ্যে র'ত্রি হইলে বিপঙ্ক হুইবার সম্ভাবন্য। এই চটি ২ইতে এক জোশ পরে একটা ভিন কোশী মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে একটী বিশাল দিবী স্মাছে। সেই দিবার পাছাড় ঘন সন্নিবিষ্ঠ ভালকুল্লে আবৃত হইয়া বছদূর হইতে পথিকের ভীতি উৎপাদন করিত। অনেক ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় এথানে ঠেঙ্গাড়ের লাঠীতে প্রাণ দিয়াছে। বাল্যে সরকার গৃথিণীর কাছে প্রনিমাছি, কন্ত লোকের মাথা যে ঐ দীঘীতে পোডা আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

আমি তাহাদিগকে শুধু জলগোগ করিতে ও সেই সঙ্গে একটা স্থায় সময়ের মত বিশ্রাম লইতে অমুসতি দিলাম। সহরে বহুকাল বাস করায়

অভিমানটা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, চটি ওয়ালার নিরীহ পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতে আমার ঘুণা বোধ হইতে লাগিল।

আমার আদেশ শুনিয়া তুলা সিং যেন বিশেষ ছঃথিত বোধ হইল। আমি তাহাকে সমন্ত মনের কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিলাম। ভানীয়া দে হাসিয়া উঠিল। বিশেষতঃ ঠেঙাড়ের কথা শুনিয়া দে উচ্চহাস্ত সংবরণ করিতে পারিল না। বাঙ্গালীর শক্তি ও সাহসকে যথেষ্ঠ টিটকারি দিয়া দে আমানে আহারাদি কারতে অন্তরোধ করিল: ১টি ওনালাও আমার পাকীর সমীপে আসিয়া ভাগের ক্ষুদ্র কুটারে আমারে আহ্বান করিল। চারিদিক্ হইতে ছই চারিজন গোকও আমার পান্ধীর কাছে সমবেত হইল। ভাহারা খামার মনোগত পাভপায় বুঝিয়া বলিল,---"এথনকার কালে রায়দিধীতে ভয় করিবার কিছুই নাই। রাত্রি দিপ্রহ-রের সময়ও ভাহার পার্ম দিয়া এখন নিঃশঙ্ক্তিতে লোক চলচেল করিয়া পাকে।" বিশেষতঃ দকলেই একবাকো আখাদ দিন, এক প্রহর বেনা থাকিতে সে স্থান হইতে যাত্রা করিলে, আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমানের গ্রামে উপস্থিত হুটতে পারিব।

চারিদিক হইতে অনুরোধের ভারে আমার গতিক্দ হইল। আমি বেহারাদিগকে ও দরোয়ানকে মান ও আহারাদি করিতে আদেশ দিলাম এবং চটি-ওয়ালা ব্রাহ্মণকে বলিলাম, যাহাতে শীঘু আহারাদি নিষ্পন্ন হয়, এরপভাবে যেন সে খাদ্যের আয়োজন করে।

তথন সমস্ত আহার্যাই একরপ স্থাপা ছিল। আলু ও কপি বাতীত গ্রাম্য হাটে তথন প্রায় কোনও সামগ্রীর অভাব হইত না। গ্রামের অল্প লোকই তথন আলুর ব্যবহার করিত, অনেকে তথনও কপির নাম পর্যান্তও শুনে নাই। হিন্দু বিধবা তখন এ সকল সামগ্রী বিলাতী বশিয়া স্পর্শ করিতেন না, দেবতার ভোগেও প্রদত্ত হইত না।

আৰু ও কপি মিলিবেনা জানিয়া আমি আগে হইতেই উভয়েরই কিছু সংগ্রহ করিয়া, দঙ্গে আনিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণকে তাহা হইতে কিছু দিয়া একটু যত্নের সহিত পাক করিতে বলিয়া দিলাম। বলিয়া দিলাম ভাল রাঁধিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কুত করিব।

আহারের কথা লইয়া এতটা সময় নষ্ট করিলাম, ইহাতে কাহারও কাহারও ক্ষ্ধার উদ্রেক হইলেও অনেকেরই ধৈর্যাচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। উদর ও বাক্সক্ষম আমাদিগের জীবনে এত অধিক বলিবার আর কিছু না থাকিলেও এক্ষেত্রে কথাটা অনেকেরই পক্ষে অবাস্তর বোধ হইতে পারে। চলিয়াছি গোপাল ক্ষের দদ্ধানে, গস্তব্য পথে এত আহারের কথা লইয়া বিলম্বের প্রয়োজন কি ?

ব্দামি আমার চির সহিষ্ণু শ্রোতৃবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ওই আহারের-বিশেষতঃ ওই আলু ও কপির সহিত ভবিষাৎ ঘটনার বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই ভুচ্ছ নীরস বিষয়টা লইয়া আপনাদের এত অধিক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছে।

আমার যতটা শ্বরণ হয়, ভাষাতে বোধ হয়, আমাদের দেশে ছগণী জেলাতেই সর্বপ্রথম আলুর আনাদ হইয়াছিল। স্বভরাং আলুটা চটিওয়ালার অপরিচিত না হইলেও, ফুলকপিটা সে বোধ হয় জীবনে প্রথম দেখিল। এই জন্ত সে প্রথমে তাহা স্পর্শ করিতে ইওস্ততঃ করিল। কপির মশ্ব বুঝাইয়া তাহা স্পর্শ করাইতে আমার অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

যে সময় তাহাকে কপির মর্ম ও তাহার দুর্মা, ল্যাডা ব্ঝাইতে ছিলাম, সেই সময় একজন ক্লফকার পুরুষ সেইখানে আসিয়। উপস্থিত হইল। ভাহাকে দেখিয়া বোধ হইল সে জাতীতে বাগ্দী, অথবা ডোম। মাথার ঝাঁকড়া চুল, আকারে ঈষৎ থকা, বয়স পঞ্চাশের অধিক বলিয়া অমুমিত হইন । সে ব্যক্তি কলিকাভা অভিমুখে চলিয়াছিল।

আমার পালী, সঙ্গে লোকজন—বিশেষতঃ হাতের কপি লইতে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার কথাবার্তা গুনিয়া কৌতূহল বশে যেন সে আমার কাছে আসিয়া দাঁডাইল। দাঁড়াইয়া অনেককণ নীরবে কপি সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শুনিল, আমার হাতের সেই বিশায়কর থাদ্য-পুষ্প বছক্ষণ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিল। কপির জন্মকথা বুঝাইতে, আমাকে আৰু ও ডামাকের জন্মকথার অবতারণা করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলু ও ভামাকের আবিস্থারক র্যালে সাহেবের ইভিহাসেরও একটু আভাদ দিতে হইয়াছিল। আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ,ও কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত হইয়া যে সময় আকিণ কপিতে হস্তক্ষেপ করিল, দেই সময় লোকটা আমাকে জিজ্ঞাস। করিল—''ভোমার বাড়ী কোথায় ?"

অসভাটার কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল। তথাপি क्लाधि काने अवस्य मेश्ये कांब्रा, हेये गञ्जीवत्यदा विनाम-"কলিকাভা ৷"

"এ দিকে কোথায় যাইতেছ ?"

আর ধৈর্যা রহিল না। জাতির নীচভায় যে আমার চাকরও হইবার যোগ্য নয়, সে আমার সঙ্গে "তুমি" বলিয়া কথা কয় ৷ ক্রুত্ধ হইয়া উত্তর করিলাম—"তোর সে কথা জানিবার দরকারী কি ?"

"জানিলে কি ভোমার জাত যাবে। না বলিতে চাও, নাই বলিলে— অমন চোক রাঙাও কেন ঠাকুর ?"

অত্যন্ত ক্রোধে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"কি বল্লি বেয়াদব।" আমার কথার ঝন্ধার শেষ হইতে না হইতে তুলা সিং পশ্চাৎ হইতে ভাহার গণ্ডে একটী প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। প্রহার ভরে লোকটা ভূমিতে পডিয়া গেল।

ভূমি হইতে উঠিয়া সে অবনত মন্তকে গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া লইল।

দাঁ**ড়া**ইয়া একবার তীব্র দৃষ্টিতে দরে:ম্বানের মুখ পানে চাহিল। আমি পান্ধীতে বসিয়াই তাহার সেই ক্রোধ-রঞ্জিত দৃষ্টির তীব্রতা দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র আমার অক্তাতগরে একটা বিষম লজ্জা আমার **হুবমুটাকে অধিকার করিল।** তৎসম্বন্ধে কিং মন্ত্রণা স্থির করিতে না করিতে লোকটা স্থান ত্যাগ করিয়া, যে দিক হইতে আগিয়া'ছল, সেই षिटक है कि विशे होन।

সে লোকটার ছরবন্থা দেখিয়া, চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ ফুলকাপ হাতে করিতে আর কোনও আপত্তি করিখ নায় আমার অর প্রস্তুত করিতে সে চটির মধো প্রবেশ কবিল।

श्रीकौद्यान श्रमाम विमाविदनाम ।

# গলোকিক ভোতিক কাণ্ড।

আজ প্রায় পনের দিন মতীত হরণ, কলিকাতা বছবাজারে কাপালী-টোলায় এক খ্রীষ্টীয় পরিবারের 🕶 নং বাটীতে এক আত অন্তত চাক্ষুষ ষ্টনা সংঘটিত ২ইয়াছে। সেই বাটীর কর্তার আগত্তি থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়া বাটীর নম্বর এবং নামের উল্লেখ করিলান না। যদি ্বেহ এই সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে দকল বিষয় জ্ঞাপন করা ষাইতে পারে। যাহা হউক, অন্ত পাঠক-পাঠিকাগণ সকাশে বাটীর নামাদি অপ্রকাশ রাথিয়া প্রকৃত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। \* নম্বর বাটীতে পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ম্ব একটি স্ত্রীলোকের ত্রয়োদশবর্ষ বয়ম্ব একটি ষুবতী কন্তা আছে। ঐ বাটার সমুখ ভাগে অপর একটি গৃহত্বের বাটী। ভাহাদের সঙ্গে ইথাদের সৌহাত্ত এবং ঘনিষ্ঠভা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়:

এক দিন সন্ধ্যাবেলা এই শেষোক্ত বাটীর গৃহক্ত্রী ঐ ক্লাটিকে

ডাকিয়া বলিলেন, "মনোরমা। আমাদের বাটাতে একবার আয়তো"। তাহাতে ঐ যুবতী কঞাটি তৎক্ষণাৎ দেই বাটীতে চলিয়া পেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতীত হইলে যুবভী মনোরমা একটি পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ ইলেস মৎস্তের বাজন লইয়া গৃহে ফিরিভেছে, ইতাবসরে ভাষার যেন োধ হইল, এক বিকটাকার সুর্ত্তি হাত বাড়াইয়া প্রেরিভি মংগ্র পাত্র ছুটতে মাদিতেছে। মনোরমা নিতান্ত বালকা নহে, এবং সাহগীও এটে, স্বভরাং সে কোন প্রকার ভয় না করিয়া ख्यं चर्त्रा भाषनात्मत मनत परताजात अत्यन कतिन। अहकन मधा तम তাহার মাতার নিকটে দেই মংস্থের বাঞ্জন রক্ষা করিয়া বালল, "মা. স্থমাদের বাটী হইতে বাঞ্জন লইয়া আসিবার সময় এক ক্লফবর্ণের দীর্ঘাক্তাত মনুষ্য তাহার সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারণ করিয়া আমার ব্যঞ্জন কাডিয়া লইতে আসিয়াছিল। ২ঠাং পাত্রের উপর-ভাষার হস্ত পতিত দেখিয়া আনে ভাড়াভাড়ি আমাদের বাটীর মধ্যে ছুটিলা আসিলাছি। এখন যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।" সেই কথা শুনিয়া ভাহার মাবলিল,"কর্ত্তব্য আরু কি প বাটীর আর কেহ এই বাজন না খায়, আমি একাই উহা খাইব।"

এই ঘটনা পরিবারস্থ সকলেই জানিতে পারিল এবং ঐ বাঞ্জন কেইই
আহার কারবে না স্থির হুইয়া গেল; কিন্তু মনোরমার মা কাহার ও নিষেধ
না শুনিয়া সমস্ত বাঞ্জনটুকু নিজেই থাইয়া ফোলল। থাইতে না থাইতে
একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল।, তাহার পেটে ভয়ানক বেদনা অন্তভ্ত
হুইতে লাগিল। উদরের কোন কোন স্থান ভয়য়র শক্ত হৢইয়া উঠিল।
স্ত্রীলোকটি তথন যন্ত্রণায় অস্থির হুইয়া মৃচ্ছিত হৢইয়া পড়িল। অনেক
ঔষধ প্রদান করা হুইল কিন্তু কিছুতেই বেদনার নির্ভি হুইল না।
"প্রমা" আসিয়া কত "কলপড়া" দিল; 'ঝাড়ন-পড়ন' করিল কিন্তু
ভাহাতে কোনই ফলোদয় হুইল না। পীড়া উত্তরোত্রর বন্ধিত হুইতে

লাগিল। অবশেষে রোগিণী প্রলাপ বকিতে লাগিল। পাঠক পাঠিক।-গণের অবগতির জন্ম প্রলাপের কিঞ্চিৎ সারাংশ নিমে উদ্ধৃত করিলাম।

স্ত্ৰীলোকটি বলিতে লাগিল. ''আমাকে ভৃত ভাবিয়া ওঝা আনিয়া ভাড়াইবার চেষ্টা করিভেছিন্? ভোরা কথনই পার্বিনে। আমি কে জানিদ ? আমি বর্মাই কুঞ্জী। কিছু দিন পুর্বের বর্মাদেশ হইতে ভারতের রাজধানী কলিকাতার আসিয়াছিলাম। আমি একজন বৌদ্ধ ভিকু। আমার কঠিন পীড়া হওগ্রায় কালকাতাস্থ বৌদ্ধ ধর্মান্তুর সভার কভিপন্ন ভিক্ষ আমাকে কুলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের হাম্পাতালে রাখিয়া আসেন। জাসার তথায় মৃত্যু হয়। সৈই সময় হইতে প্রেত্যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমি উদ্ধার চেষ্টায় কিবিতেছি। কোণায়ও কোন স্থবিধা না পাইয়া আৰু এই স্ত্রালোকের উপর আবিষ্ট ২ইলাছ। যাদ তোরা ভাল চাম তবে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভাকিয়া আমাকে নাম (বৃদ্ধ নাম) শুনা; এবং তাঁহারার। জল পড়াইয়া আমাকে থাইছে দে। আবক কি, যাহাতে আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা হয় এখত উপায় বিধান কর। আমার এইরপ ভাবে জীবন যাপন করা নিতান্ত অসহা হইয়া প্ডিয়াছে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া একজন প্রাচীন বৌদ্ধ ভিদ্পু খুঁজিয়া লইয়া আসা হইল, কিন্তু ভিনি নিতান্ত বার্দ্ধকাবশতঃ তথাগতের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিলেন না। স্থতরাং ধর্মান্তুর বিহার ইইডে "জল পড়িয়া" আনা হইল এবং তাহা রোগিণীকে খাইতে দিয়াও বিশেষ কিছু ফল হইল না। পেটের বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইল মাত্র। কিন্তু মৃত্যু হ মৃচ্ছ্য ও প্রলাপ বচনের প্রসার বন্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া গৃহক্ত্তা ৫নং ললিভমোহন দাসের গলিস্থিত ধর্মাস্কুর বিহারে যাইয়া ষ্থাবৃত্তাস্ত স্বিশেষ বর্ণনা করিয়া একজন ভিক্ষুকে তথার যাইতে অমুরোধ বিলেন। তথন বাত্তি এগারটা কি সাড়ে এগারটা। অধিক রাত্তি হওয়ায়

তাঁহারা যাইতে অসমত হইতেছিলেন, কিন্তু যথন শুনিলেন, স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাঁহারা না গেলে কোন মতেই চলিতেছে না. তখন অগতা। একজন শ্রমণ তথার যাইতে স্বীকৃত হঠলেন। সেই বাটীতে পৌছিতে বারটা বাঞ্জিয়া গেল। তথনও মেয়েট পূর্ব্বোক্ত ভাবেই প্রকাপ বকিতেতে। তাহার বেশ নগ্নপ্রায়। প্রমণ তথায় যাইতে যেন ভূতের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিল। পূর্ণা কথিত শ্রমণ কাল বিলম্ব না করিয়া রোগীর সমুখীন ইইলেন। মেয়েটি তথ্য বলিতে আরম্ভ করিল, "আমাকে জল পড়িয়া দিন। ভাগতে আমি ভাল হইব। ব্রুদেবের পুগরে আয়োজন করা হউক এবং উচ্চৈঃসরে শীভগণানের মন্ত্রেচ্চারণ করা হউক ;"

তথনই পুলোপকরণের আয়োজন করা হটল এবং যথা বিভিত অর্চনা শেষ করিয়া ভারস্বরে সূত্র পাঠ স্থারস্ত হটল। তথ্ন মেধেটি অনেক ওত্ত্তীয়তে, তিন্তু প্রিলাপ বকুনীর বিরাম নাই ৷ মন্ত্রেচারিত **"এল** পড়া" থাওঁতে দেওৱা হইতেছে, ভাহাতে পেটের ব্যথার উপশ্ম হইল বটে, কিন্তু একস্থান হইতে স্থানাররে বেরনা অস্তৃত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বন্ত্রণা দিতে লাগিল। মেথেটি অম্নি বলিয়া উঠিল, "তেমেরা মনে করিতেছ, আমাকে ফাঁকি দিয়া ভাড়াইবে। আমি কিছতেই ষাইব না! আমি জীবদ্দশায় বুপায় সময় ক। সাইয়াছি। এখন ভাহার ভোগ ভূগিতেছি। যদি আমায় ভাল করিতে চাও, ভবে মামার এমতাবস্থায় বদ্ধদেবের উপদেশাবলী পাঠ করিয়া শুনাইয়া দাও।" অতঃপর উক্ত শ্রমণ দে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ''নীর্ঘ নীকায়ের'' দ্বিতীয় অধ্যায়ে ''আটানাটীয় সূত্র'' তারস্বরে পাঠ আরম্ভ করিলেন। রোগিণী কোনক্রমেই "আটানাটীয় সূত্র" উচ্চারণ করিবে না। বছকটে তাহার মুখ দিয়া এই ছুরুহ মন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি তখন বলিল, ''আমি বাঁচিলাম। আমি মুক্ত হইলাম।"

ক্রমে ক্রমে সমগ্র হৃত্ত গুলি উচ্চারিত হইলে, রোগিণী ব্যাধিমুক্ত হইল এবং ভাড়াভাড়ি রমণী-জনস্থলভ লজ্জার গাত্রাদি বস্তার্ত করিল। তথন ভাহার কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া দেখা দিল। তাহাকে যথন জিজ্ঞাসা করা হইল "তুমি এতক্ষণ কি কারতে ছিলে ?" সে বলিল "কেন ? ঘুমাইতে ছিলাম " সে ঘেন কিছুই জানে না, কেবল ভাহার সমস্ত গায়ে অভ্যস্ত বেদনা বোধ হইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিল।

তদব্ধি সেই বাড়ীর যে কোন ব্যাক্তির কোন পীড়া হইলে, ধর্মাস্কুর সভা হইতে 'জল পড়া,'' ও পূজার নির্মাল্য আনিয়া সেবন করিতেছে। তাহারা কোন ডাকারী ঔষধ ব্যবহার করে না। সেই খুষ্টীয় পরিবারের এই ঘটনার পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইতি

> , শ্রীগণপতি রায়। ১৬৬, বছবাজার খ্রীট**ুক**লিকাতা।

## অলৌকিক রহস্য।

১০ম সংখা ]

প্রথম ভাগ

্মাঘ, ১৩১৬।

## প্রেতাত্মার ঋণ পরিশোধ।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কাপাদে গ্রামে জনৈক মুসলমান বাদ করিত। উক্ত পরগণার নাটাগোড় গ্রানে, আমাদিগের বসতবাড়ী নিৰ্মাণ কালে উল্লিখিত মুসলমানটী, রাজমিস্ত্রীনিগ্নকে ইট, চুণ, স্থরকী ইত্যাদি যোগাইবার জ্ঞা, যোগাড়ের বা ম**জু**রের কার্য্য করিত। বাড়ী প্রস্তুত করিতে ৩।৪ নাপ সময় অভিবাহিত হইয়া যায়। ইত্যুবসারে প্রায় প্রত্যেক বোকের অর্থাৎ রাজমিন্ত্রী ও মজুরের সৃহিত আমাদের পিতামহীর, পিতার ও জােষ্ঠতাত প্রভৃতির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। নির্মাণকারীগণ পিতামহীকে ধর্ম-মা আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন, এবং অন্তান্ত পরিজনবর্গকে তাঁহার সম্পর্কালুসারে সম্বোধন করিত; ও তাঁহাদিগকে অণিশার মা, ভাই প্রভৃতিদিগকে যেরপ শ্রনা ভক্তি ও মাত্ত করিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক শ্রনা, মাত্ত ও ভক্তি করিত। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, একদা ঐ মজুর মুদলমান, তাহার কোঁন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ, মদীয় পিতা-মহীর নিকট হইতে দশটি টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। আমাদের বাড়ী নির্দ্যাণ কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে পর, নাটাগোড় হইতে কাপাসে প্রামের দুরাধিক্য বশত:ই হউক, আর স্নেহাধিক্য বশত:ই হউক, আমাদের পিতামহী বা জ্যেষ্ঠতাত, প্রাণ্য টাকার কোনও তাগাদা বা কোনও কথার উল্লেখন

করিতেন না। কিন্তু পরম্পারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইরা যাওয়াতে গৃহ-নির্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলেও সেই শ্রমজীবীরা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসিত এবং পিঠামহী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ, ও তাঁহাদিগের যত্নে আপ্যায়িত হইয়া ভোজনাদি কার্যাও সমাধা করিয়া হাইত।

কাল কাহারও জভ অপেকা করে না। নদীর প্রবাহের ভাষ অবিরাম গতিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবং বৎসরের পর ৰৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। জগৎপাতা জগদীশ্বরের এই অনাদি অনস্ত ব্রহ্মাও নিয়মে বাঁধা। নিয়মে পালন ও নিয়মে স্থলন তাঁহার অন্তিত্বের একমাত্র পরাকাষ্ঠা। ক্রমে বিধধংশকারী কালের নিয়মে. ঐ মিস্ত্রী ও মজুরেরা একে একে কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে লাগিল। জন্মণ: এক এক করিয়া দেই সংবাদ আমার পিতামহীর কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। শ্রমজীবীদিগের সকলেরই জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হুইলে পর স্মতরাং তাহাদের আসা যাওয়া বা সাক্ষাৎ আদি বরা একেবারে বন্ধ হুইতে লাগিল। ক্রমশঃ মদীয় পি ভামহীও কালের অপরিহার্য্য নিয়ম পাৰন করিবার জন্ম চিরনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ইনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের আমার পিতাকে তাঁহার দেনা পাওনার বিষয় বলিয়া যাইবার প্রসঙ্গে পূর্বকথিত মু নমান মজুরের টাকা দশটীর কথাও উল্লেখ করিয়া যান। কিছুকাল পরে পিতামহালয় ও জোষ্ঠতাত মহালয়ও, কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া, কালের ফঠিন অঙ্কে শায়িত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মৃত্যুর পুর্বের্ব (বোধ হয় স্মৃতিপথের বহিতৃতি হওয়ায়) এ কথার আভাদ মাত্র কাহাকেও বলিয়া যান নাই। তবে একদা আমার জননী, কথা প্রদক্ষে পিতার নিকট হইতে একবার মাত্র উল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ আমাদের গৃহ নির্মাণ কালে মিত্রী ও মজুবদিগের সহিত এরপ আগ্রীয়তা ও ঋণ প্রভৃতির বিষয় শুনিয়াছিলেন।

আৰু বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। (প্রায় ৪০।৪৫ বৎসরেরও অধিক হইবে।) হঠাং-অনুমানিক ৪০ বংসর বয়স্ক-এক মুসলমান আমদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। যেন কত পরিচিতের স্থায় একবারে গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান। তখন আমাদের বাড়ীর পুরুষদিগের মধ্যে কেছই বাড়ীতে ছিলেন না। আগন্তককে এরপ ভাবে আদিতে দেখিয়া পুরবাদিনীরা প্রথমে বড়ই ভয়বিহবলা হইয়াছিলেন। মা তাহার এরূপ আচরণে কিঞ্চিৎ দলিগ্ধ হইয়া তাহাকে জিজাদা করিলেন—"তুমি কে গা, কোথা থেকে এসেছ, ভদ্রলোকের বাড়ী কি এরপভাবে চুক্তে আছে 📍 ইত্যাদিরপ প্রশ্ন করিতেঁ দৈ একেবারে গণ্ডপ্লাবিত করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর কবিল—'আমার বাবা আপনাদের বাজী তৈয়ারী করবার সময় আপনার শাগুড়ীর নিকট দশ টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। **কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি এ সম্বন্ধে আমা**য় কিছুমাত্র বলিয়া যা**ন নাই। আজ** প্রায় ৩।৪ বছর হইতে তিনি ক্রমাগত আমাকে স্বপ্নে তাঁহার ঋণ পরিশোধের কথা, এবং এই ঋণ শোধ না ২ইলে তিনি উদ্ধার হইতেছেন না ও ছর্বিদহ পীড়নে বড়ই কঠ পাইতেছেন, এই দব কথা, প্রায় প্রতাহ বলেন। আমি যথন তাঁহাকে স্বগ্রাবস্থার জিজ্ঞাসা করিলাম যে— "আমি ত তাঁহাদের বাড়ী চিনিনা, এবং তাঁহাদেরও চিনি না, তবে কি রকমে তাঁহাদের অমুদন্ধান পাইব ?" উত্তরে তিনি আপনাদের গ্রামের নাম, আপনাদের বাড়ীর সৃশুবে রাস্তার ধারে যে তেঁতুল গাছ আছে তাহা, এবং আপনি বর্ত্তমান আছেন ও এ বিষয় ভনিয়াছেন, এই সকল বলিয়াছিলেন। প্রথমে এই স্বপ্ন আমি বিখাস করি নাই। কিন্তু যথন .. প্রায় প্রত্যহই এক্লপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম এবং তিনি যথন ভয়ানক কারাকাটি করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার ও তাঁহার মুক্তির ব্যাঘাতের कथा विनिष्ठ नाशितन, जामि जाननात्मत महात्न वाशित इहै।

প্রথম দিনে কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, আমাকে নিতান্ত ভগ্ন মনে ফিরিতে হইরাছিল। পরে আবার অফুসদ্ধানে বাহির হইরা আপনাদের আৰু সন্ধান পাইলামী। অতএব, দয়া করিয়া আমার পিতার উদ্ধারের জন্ত আমি যথন যাহা দিতে পারিব, তাহাই লইতে হইবে।' এই ৰলিয়াই ২॥• টাকা মার নিকট মাটিতে রাথিয়া তাঁহার পদতল স্পর্ণ করিবার জ্বন্ত অগ্রসর হইতে আরম্ভ হইল। মা স্নান করিয়াছিলেন ৰলিয়া, এবং মুসলমান স্পূৰ্ণ করিলে পুনরায় স্থান করিতে হইবে বলিয়া, পশ্চাৎপদে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন। প্রথমতঃ তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের প্রতি স্থির নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি মনে করিলেন, হয়ত কোন জুয়াচোর বা বদনায়েদ, কোন কু-অভিসন্ধি বশতঃ এরূপ করিতেছে। কিন্তু যথন বিজ্ঞাসাদি করিয়া অবগত হইলেন যে, তাহার পিতা আমাদের গৃহ-নিশ্বাণ কালে মজুর বা যোগাড়ের কার্য্য করিত, ও দেই সময় 🦘 ্টাকা খাণ গ্রহণ করিয়াছিল.—ইহাও তাহার পিতা তাহাকে স্বপ্নে বলিয়াছে.— তখন তাঁহার মনে সেই পুরাতন কথা,--- যাহা তিনি পিতার নিকট হুইতে কথা প্রদক্ষে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ণে গুনিয়াছিলেন, তাহা— ক্রমশ: তাঁহার স্থৃতিপথারত *হ*ৃতে লাগিল। তথন তাঁহার ভয় বিদ্বিত হইল, এবং তিনি যে এ বিষয় শুনিয়াছিলেন তাহাও ভাহাকে বলিলেন ।

আমরা এই দকল কথা প্রথমে মার নিকট হইতে শুনিয়া তাহাকে জুরাচোর, বদমায়েদ্, নেশাখোর ও তক্রাবেশে দে থেয়াল দেথিয়াছে ইত্যাদি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যথন মা——উক্ত ব্যাপার সংক্রান্ত পূর্বাপর বৃত্তান্ত সমূহ আমাদের জ্ঞাপন করিলেন, তথন আমাদের আর কোন সন্দেহের কারণ রহিল না; বরং বিময়াভিত্ত হইনাম। অধিকন্ত,

আমরা একজন নিরীহ লোককে অযথা সন্দেহ করিয়াছিলাম বলিয়া, অফুতাপ করিতে লাগিলাম।

প্রায় ছই মান কাল অতীত হইল, পুনরায় সেই মুদলমান তাহার পিতার ঋণ পরিশোধের জন্ত ২॥০ টাকা দিতে আসিয়াছিল। মাতার নিকট অনেক কারাকাটি করিয়া তাহাকে অবশিষ্টের জন্ত অব্যাহতি দিতে বলিয়াছিল এবং "আমি আর টাকা চাহিনা, ভোমাকে সম্মন্ত চিত্তে অব্যাহতি দিলাম ও তোমার পিতা আল আমাদের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হইল" প্রভৃতি কথা, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, মার মুথ হইতে বলাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—প্রেভায়া ও পরলোক বলিয়া যে একটা জিনিব আছে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। স্থতরাং এতদ্ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহের কারণ কিছুতেই হইতে পারে না। স্বর্যোদ্যের স্থায় এ ঘটনা নিঃসংশ্যিত ভাবে স্বতা।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

## প্রত্যাদৈশ।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

### ১। মার্কিন মহিলার আত্ম-রুত্তান্ত।

হাড্দেল ( Hadselle ) নামে এক মার্কিন রমণী তাঁহার জীবনে ছুইবার প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। উহার বিবরণ তিনি মনন্তত্ত্ব-জমুসন্ধান সমিতির ( Psychical Research Societyর ) নিকট এই-রূপে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—

#### প্রথম ঘটনা।

১৮৫৪ और्रोरमंत्र भीजकारन এकिन देवकारन आमत्रा करम्रकन মিলিয়া এক বন্ধুর বাটিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ঘাই। আনাদের বাটী হুইতে বন্ধুব বাটী ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। রাত্রিতে আহারের পর গান ৰাজনা হইবে এইরূপ কথা থাকায় আমি প্রদিন বাটী ফিরিব এইপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম। স্থতরাং নিশ্চিস্ত মনে আমোদ প্রমোদে যোগ দিলাম। আমাদের মধ্যে নানারূপ হাত্ত পরিহাস চলিতে লাগিল. আনন্দের ফোয়ারা উঠিল। পঁহুছিবার কিছু পঁরেই বন্ধু আমাদের জন্ম চা আনিলেন। কিন্তু একি। হঠাৎ আমার এক বিষম ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ বাটী যাইবার জন্ম আমার একটা প্রবল তর্দমনীয় বাসনা জাগিয়া উঠিল। মনে হইল যেন কিছু একটা অমন্ত্রল ঘটিয়াছে বা ঘটবে। কিন্তু কি অমঙ্গল তাহা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

আমার বাটার এক অংশ, এক ভদ্র পরিবারকে, ভাড়া দিয়াছিলাম। তাঁহারা বহুকাল থাকায়, তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষ সৌহাদ্যি ও আত্মীয়তা জনিয়াছিল। বস্তুতঃ আমরা এক পরিবারের ভায়ই ছিলাম। আমার এডি নামে দশ বংসরের একমাত্র পুত্র ছিল। যথনই কোন কার্য্যামুরোধে আমাকে ২।১ দিনেব জ্বন্ত বাহিরে ঘাইতে হইত, আমি ভাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ভাড়াটিয়াদিগের নিকট রাখিয়া যাইতাম, কারণ ভাহারা ভাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ যত্ন করিত। এবারেও ভাহাই করিয়াছিলাম। -স্থতরাং এডির যে কোন বিপদ ঘটিবে, যুক্তি ও বিচারে ভাহা পাইলাম না, অথচ তাহারই কোন অমঙ্গল হইয়াছে এইরূপ একটী আশঙ্কা ক্রমে ঘনীভুত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

😶 আমি বাটী যাইবার জন্ম উঠিলাম। ইহাতে সকলে বিশ্নিত, শুদ্ধিত,

ও অবাক্ হইল। আমার মনের অবস্থা সব বর্ণনা করিলাম। গুনিরা তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন "উহা কিছুই নয়, একটা কয়নামাত্র, গান শুনিলেই সব সারিয়া যাইবে ? কিছু খান্"। এই বর্ণিয়া তাঁহারা চা এবং কিছু খাত্র আমাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্যা! আমার হাড কাঁপিতেছিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইরা আসিতেছিল, অনেক চেটা করিয়াও আমি কিছুই গলাধংকরণ করিতে পারিলাম না। ইহা দেখিয়া আমার বন্ধু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "নীল গাড়ী আনিতে বল। আমি ইহাঁকে এখনই লইয়া যাইব। নিশ্চয়ই কিছু ঘৃটিয়াছে।" অবিলম্বে গাড়ী আসিল। বন্ধু ও আমি মুহুর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী তীর-বেগে ছুটিল।

গাড়ী পৌছিবামাত্র আমরা ছুটিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং ভাড়াটিয়াকে বলিলাম "এডি কোথায় ? এডি ?" তিনি আমাদের ব্যন্ততা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "এই যে এডি এইমাত্র ছিল, চা ও খাবার খাইয়া বোধ হয় ঐ দিকে গিয়াছে।" তাঁহার নির্দ্দেশিত দিকে বন্ধু ছুটিলেন, কিন্তু এডি সেখানে নাই। কোথায় গেল ? উন্মন্তের আয় আমরা এডির ঘরের দিকে ছুটিলাম। দেখি যে, ঘরের দরকা বন্ধ। ইহার কারণ কি ? তবে কি এডি ঘবের মধ্যেই আছে ? "এডি, এডি।" কোনও উত্তর নাই। বন্ধু তাড়াভাড়ি ঐ ঘবের একটি জানালার নিকট গোলেন। ঐ জানালাটি ভাঙ্গা ছিল, স্কুতরাং বাহির হইতে খোলা যাইত এবং রেলিং না থাকায় তদ্বারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা যাইত। বন্ধু ঘরের মধ্যে এক বার চুকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধেঁয়ায় উহা এরূপ পূর্ণ ছিল যে তাঁহার খাসরোধের উপক্রম হইল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় তিনি স্বীয় জীবন উপেক্ষা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনেক ক্ষ্টে হাতড়া-ইয়া মূর্চ্ছিত বালককে বাহিরে আনিলেন। শীতল জলের ছিটা দিয়া

ভাহার চৈতন্ত সম্পাদন করা হইল। বালক বলিল "সন্ধার পর আহার করিয়া একবার ঘরে আসিলাম। ঘরে অগ্নি থাকার ঘরটি বেশ গ্রম বোধ হইল। প্রদিংনর জন্ম যে কাঠগুলি আনিয়াছিলাম তাহা ভিজা থাকার উনানের ধারে সে গুলিকে শুক্ষ করিতে দিয়া শ্যাায় একটু শয়ন করিলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছে কিছুই জানিনা।" অবশু পরে কি ঘটিয়াছিল তাহা বুঝা কঠিন নহে। বালক শয়ন করিবামাত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দে যে কাঠগুলি শুকাইতে দিয়াছিল ভাহাতে কোনরপে ষ্পাণ্ডন লাগিয়া যায়; কিন্তু ভিজা বলিয়া দেগুলি জ্বলে নাই, ক্রমাগত ধুম ত্যাগ করে। নিদ্রিত বালক নিখাসের সহিত্ত এই ধুম টানিতে টানিতে মুৰ্চ্ছিত হইয়া পড়ে। যথন তাহাকে বাহিরে ত্লিয়া আনা হইল তথন তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যে আর ৩৪ মিনিট সেই অবস্থার থাকিলে তাহার প্রাণবিয়োগ হইত।\*

#### দ্বিকীয় ঘটনা।

১৮৮৬ খুষ্টাব্দে একদিন আমি নিউইয়র্ক হইতে উইলিয়ামস টাউনে যাইতেছিলাম। টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে বসিয়াছি, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, বোধ হয় কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে। এমন সময়ে কে যেন আমার মনের মধ্যে বলিতে লাগিল "শীঘ্র টিকিট পরিবর্ত্তন কর এবং এলিজাবেথের নিকট যাও, টিকিট পরিবর্ত্তন কর এবং এলিজাবেথের নিকট যাও"— বারবার এই আদেশ এত জোরে—এত তেজে হইতে লাগিল যে আমি

<sup>\*</sup> ইহাকে ঠিক প্রত্যাদেশ না বলিয়। ভীষণ চিত্তবিকার বলা যাইতে পারে। কি ্ৰসংশে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। মাতার Ego বা জীবাস্থা ( অথবা কোন দেবতা বা মহাপুরুষ ) পুত্রের আসন্ধ বিপদ বুকিয়া তাহার জীবনরকার্থ মাতার মনে এই ভাবান্তর আনিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। কিছ ছিনি ঠিক কে ভাহা বলা কঠিন। সম্পাদক

কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, এক লম্ফে দাঁড়াইরা উঠিলাম।
আমার এই ভাব দেখিরা সমীপস্থ এক ভদ্রলোক চমকিত হইরা বলিলেন
"আপনি কোন জিনিব ভূলিরা আসিরাছেন কি ?" আমি বলিলাম "মহাশর
টৌন আর কতক্ষণ থাকিবে, বলিতে পারেন ? আমি টিকিট পরিবর্ত্তন
করিবার সময় পাইব কিনা ?" এই বলিতে বলিতে আমি যেন একটা
অদৃশ্য শক্তির ছারা চালিত হইয়া প্লাটফর্ম্মের উপর লাফাইয়া পড়িলাম
এবং তাডাতাড়ি টিকিট ঘরের দিকে ছুটলাম।

২।১ মিনিটের মধ্যেই টিকিট বদলাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভাবিতে লাগিলাম, "একৈ হইল ৫ আমি কোথায় যাইবার জন্ত বাহির হইয়াছিলান এবং কোথায় বা যাইতেছি ? কেন এরূপ হইল ?" এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে এলিজাবেথ নামে আমার এক বন্ধ ওৎকালে বছশত মাইল দুরে বাস করিতেছিলেন। অনেকার্দি পুর্বে তিনি তাঁহার ভাঁগিনীর অস্থাথর কথা ণিখিয়াছিলেন। কিন্তু অস্থ অতি সামান্ত, স্বতরাং সে কথা আমার মনেই ছিল না এবং এলিজাবেথের কথাও আমি বছদিবস ভাবি নাই। সে যাহা হউক পর্যান প্রাতে তাঁহাদের বাটী পঁত্ছিলাম। এলিজাবেপ্ুআমার গলা অভাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল "ভূমি এসেছ ? তোমাকে যে কত ডেকেছি তা আর কি বলিব ? তোমার ঠিকানা জানিতাম না, কাজেই ছদিন ধ'রে সর্বাদা ভাবিয়াছি, 'আহা তুমি যদি এখন একবার আদিতে'। আমার ভগিনীর শেষ অবস্থা।" এই বলিয়া সে আমাকে ভগিনীর নিকট লইয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে সব ফুরাইল—ভগিনী ইহধাম ত্যাগ্র করিল।

২। সহস্রাধিক ট্রেনযাত্রীর জীবন রক্ষা। ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাদে আমেরিকার এই ঘটনাটি ঘটে। সহস্ৰ সহস্ৰ যাত্ৰীপূৰ্ণ একখানি বেলগাড়ী ঘণ্টাৰ ৩৫ মাইল বেগে সিকাগো নগরের দিকে ছুটতেছিল। যথন রাজি প্রায় সাড়ে চারিটা ज्थन উरा এक b नेवन इस्तत निकटेनर्जी रहेन । इस्तत जेनत कार्धनिर्मिक দীর্ঘ সেতু এবং সেতুর উপর দিয়া রেলরাস্তা গিয়াছিল। গাড়ীথানি সেতৃর নিকটে আসিবামাত্র ইঞ্জিন-চালক মোসেদের বোধ হইল যেন কি একটা অব্যক্ত শক্তি গাড়ীখানা থামাইতে তাহাকে বাধ্য করিতেছে। তিনি গাড়ী থামাইবেন। অস্তান্ত কর্মচারী তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞানা করাতে তিনি সম্বোষজনক কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল এই বলিলেন, "কে যেন আমাকে থামাইতে বলিল।" অভঃপর ভিনি ২।১ জনকে সঙ্গে লইয়া সেতুটি পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর গিয়াই যাহা দেখিলেন তাহাতে চকু স্থির হইল। দেখিলেন আগুন লাগিয়া দেতুর কাঁঠগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, স্থানে স্থানে তথনও অগ্নি জলিতেছে এবং রেলের লোহাগুলি শৃত্যে ঝুলিতেছে। ইঞ্জিন-চালক মোদেস্ স্বরং শিথিতেছেন "গাড়ী থামাইতে আমি প্রত্যাদিপ্ত ,হইয়াছিলাম। यদি এই প্রত্যাদেশ না মানিতাম তাঁহা হইলে যে কি ভীষণ হর্ঘটনা হইত বলা যার না, হয়ত ট্রেনথানি চূর্ হ্টুয়া যাইত এবং দহস্র জীবন বিনষ্ট হইত। আমি প্রেতবাদী (Spiritualist) নহি, তথাপি মৃত আত্মীয়গণ বে কখনো কখনো আসিয়া আমাদিগকে সাম্বনা ও সতর্কতা দান করেন ইহা আমি বিখাস করি।"

#### ৩। অগ্নি হইতে রক্ষা।

এক ইংরাজমহিলা লিথিয়াছেন:—নিম্নলিথিত ঘটনাটি প্রায় ১৫।১৬ বংসর পূর্ব্বে ঘটে। তথন আমার পাঠ্যাবস্থা। শীতের ছুটতে বাটী - আসিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমার একটি ছুঁচ খুঁজিতে

উপরতালায় গেলাম। উহা না পাইয়া. কোথায় রাখিলাম ভাৰিতেছি. এমন সময় বোধ হইগ যেন একটা অনিবার্য্য শক্তি আমাকে নীচের তালার দিকে টানিতেছে এবং ঠিক সেই সময়ে একটা অগ্নির্শিখা যেন সম্মুখে দাউ দাউ করিয়া জ্লিতেছে বোধ হইল। "একি। আমার মন্তিক্ষের কোন বিকার হইল কি ?" ইহা ভাবিতেছি এমন সময় সেই অগ্নিশিখা আর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু নীচে আদিবার প্রবৃত্তি পূর্ব্ববং প্রবল রহিল। সেই অব্যক্ত শক্তিবারা চালিত হইরা আমি রানাঘরে আসিলাম। তথন একটু চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলাম এথানে আসিলাম কেন ? তথন আবার সেই অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলাম, এবং রানাঘরের পার্শ্বের ঘরে আরুষ্ট হইলাম। ঐ ঘরে ময়লা কাপড় চোপড় থাকিত। সে যাহা হউক দরজা খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে দীপাধারটি কতকগুলি কাপড়ের উপর পড়াতে কাপড়গুলো দাউ দাউ করিয়া জ্বিতিছে। আমি ভাড়াতাড়ি আগুন নিবাইয়া ফেলিলাম এবং বাটার সকলকে ডাকিয়া ঘটনাটি বিবৃত কুরিকান। বোধ হয় আমার আসিতে আর ২৷১ মিনিট বিলম্ব হইলে ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি ধরিয়া গিয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উৎপাদন করিত।

#### ৪। অদ্ভূত জীবন রক্ষা।

১৮৯২ খুষ্টান্দে ৩০শে অক্টোবৰ তাৰিখে ওয়েট সাহেব সিকাগো নগর ইইতে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন।

কয়েক বংগর হইল একদিন রাত্রিকালে আমি জাহাজ হুইতে 
"ষ্টীল ওয়াটার" (Still Water) নামক ডকে অবতরণ করি।
একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহার উপর আকাশ মেঘাছের, স্থতরাং অন্ধকারে
কোলের মাত্র্য দেখা যায় না। সে যাহা হউক আমি ডকের কার্টের

সেতৃর উপর দিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তাহার উপর দিয়া পূর্ব্বে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। স্থতরাং রাস্তাটি ক্তক পরিমাণে পরিচিত ছিল। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে কে যেন তারস্বরে আমাকে বলিয়া দিল, "আর অগ্রসর হইও না, ফের।" আমি শুম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দৃঁড়োইয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম এ রাস্তায় ত বহুবার গিয়াছি, কথন ত বিপদ আপদ ঘটে নাই। তবে আছে হঠাৎ এরপ মনে হইল কেন। সে যাহা হউক সে পথে আর অ্থাসর না হইরা অভা রাস্তা দিয়া বাসায় যাইলাম। ইহাতে আমাকে প্রায় এক মাইল অধিক 'ঘুরিতে হইল। পরদিন প্রাতে কোন কার্য্যোপলকে ডকে আসিতে হইল। কৌতুহল হওয়াতে যে স্থান হইতে পূর্ব্য-রাত্রে ফিরিয়াছিলাম দেই স্থানটি পরীকা করিলাম। যাহা দেখিলীম, তাহাতে চিত্ত, ভক্তি ও বিশ্নরে বিহবণ হইণ। দেখি দেই স্থানে দেতুর প্রায় ৮।১০ হাত বাবধান কঠি তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। জাহাজ হইতে গুদাম ঘরে মাল তুলিবার জ্ঞু ঐক্লপ করা হইয়াছিল। व्यापि यिन व्यात २।८ श्रम व्यायत इटेजाम, जाहा हहेल निम्हबरे मिटे গভীর রজনীতে নদীতে পড়িয়া, প্রাণ হারাইতাম। কিন্তু দেই অছুত প্রত্যাদেশই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

#### ৫। ডাক্তারের বিপত্তি।

ভাক্তার পারদনদ এম ডি, ১৭৯১ থ্: ডিদেম্বর মাদে এইরূপ পত্ৰ লিখিয়াছেন :---

চারি বৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রে আহারের পর একবার ডাক্তারখানায় বাইবার প্রয়োজন হইল। পুস্তকাদি দেধিয়া একটি রোগীকে ব্যবস্থা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। একাকী না গিয়া আমার ভাতুপুত্রকে সঙ্গে লইলাম। কিন্তু বেমন ঐ বাড়ীর দরজায় নিকট আদিয়াছি, কোন অদুখ্য শক্তি আমাকে আর এক পদও অগ্রসর হইতে দিল না, আমার যেন চোথে ধাঁধাঁ লাগিল. বোধ হইল হাত পা যেন বাঝা, আৰু অগ্ৰসর হইবার যো নাই। কিছুক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া ভাইপোকে বলিলাম "জন, তুই বরের মধ্যে গিয়া অমুক অমুক পুস্তকগুলি পড়িয়া ( Consult করিয়া) আইস, আমি যাইতে পারিতেছি না।" সে ঘৰে ঢুকিল. আলো জালিল, টুপিটি খুলিয়া রাখিল; তৎপরে যেমন হাত বাড়াইয়া একখানি বই পাড়িতেছিল, অম্নি এক্টা বন্দুকের আওয়াল হইল এবং বোঁ করিয়া গুলি ঠিক তাইার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার চেম্নে কিছু লম্বা, স্নতরাং আমি যদি তাহার স্থানে থাকিতাম, ভাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ গুলি আমার মন্তক ভেদ করিয়া যাইত। পরে অমুসন্ধান করিয়া জানিলাম. এক ব্যক্তির সহিত আমার শক্ততা হিন্দ এবং সে আমাকে হত্যী করিবার জন্ম নিকটবন্তী বাটিতে লুকায়িত ছিল। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে কোন দৈবশক্তি দেদিন আমাকে বাঁচাইয়াছে।

### ৬। অদৃশ্য হস্ত ।

ইলিয়ট্ নামী এক রমণী লিথিয়াছেন, প্রায় ২০ বংসর পূর্ব্বে একদিন আমি কতকগুলি পত্র ডাকযোগে প্রাপ্ত হই। উহাদের একথানির মধ্যে ১৫ পাউণ্ডের (২২৫ টাকার) নোট ছিল। পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমি কোন কার্য্যানুরোধে তাড়াতাড়ি রানাঘরে গেলাম। তখন ঐ পত্রাদি আমার হাতেই ছিল। পত্রগুলি দক্ষিণ হস্তে এবং নোটগুলি বামুহুন্তে ছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল—ঠিক বিপরীত, ভাবিয়াছিলাম বামহন্তে পত্রী এবং দক্ষিণ হস্তে নোট আছে। পাঠান্তে পত্রগুলির প্রয়োজন না থাকার আমি উহাদিগকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিবার সংকল্প করিলাম। এই অভি-

প্রায়ে বাম হস্তটি উনানের নিকট লইয়া গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্যা। আমার স্পষ্ট বোধ হইল যেন একথানি অদুগু হস্ত আমার বাম হস্তকে ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে টানিতেছে,—কিছুতেই উহাকে অগ্রসর হইতে দিবে না। তথন আমার কাগজগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িল—দেখিলাম যাহাকে আমি নিপ্রব্রোজনীয় চিঠি ভাবিয়া আগুনে ফেলিতে উন্মত হইয়াছিলাম, তাহা চিঠি নহে,—মুল্যবান নোট।"

শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুরী।

### মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা দর্শন।

ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী বঙ্গদেশের মধ্যে একটা স্থপরিচিত গ্রাম। স্বাচার শাস্ত্রত খবিকল্প ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই গ্রামেকে বরাবর সমুজ্জল করিয়া রাথিয়াছেন। ইহার পার্ম দিয়া পুণ্যতোয়া ভাগিরথী, কল কল নাদে প্রবাহিত হইতেছে। বিদেশী ভাবে বিভোর, বিদেশীয় আচারে কলুষিত বঙ্গদেশের অধিকাংশ জনুপদের মধ্যে ভট্টপঁলী নিজ পুণাবলে এখনও পুরাতন পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের স্মৃতি কিয়দংশে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দে আৰু ১১ বংদর অভীত হইতে চলিল, এই গ্রামে কাশীপতি ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি অল্প বয়সেই সংস্কৃত বিভায় বিলক্ষণ পারদর্শী হুইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবও যেমন নত্র ও ধীর ছিল, শাস্তবৃদ্ধিও তেমনি প্রথম ছিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সেই ব্রাহ্মণ যুবকের অঙ্গে কি যেন এক দ্ব্যিভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিতে भीरवन ।

আমি বে সময়কার কথা বলিতেছি, তথন তাঁহার বয়স ২২ কি ২৩ বংসর। সবে মাত্র এক বংসর হইল, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ঐ ভাটপাড়াডেই তাঁহার খন্তরালয়। খন্তর শ্রীযুক্ত ক্লফচন্দ্র ভটাচার্য্য, মহাশয় পুরুলিয়ায় চাকুরী করিতেন, কালে ভদ্রে ভাটপাড়ার বাড়ীতে আগমন করিতেন; তবে তাঁহার আগ্রীয় স্বজন সক্রণেই ভাটপাড়ায় থাকিতেন। তাঁহাদের গোষ্ঠীবর্গ একত্র ভাটপাডার যে অংশে বাস করিতেন তাহা উত্থানময় ছিল বলিয়া, "বাগানে বাড়ী" নামে আখ্যাত ছिल।

ঐ বাগানে বাড়ীতে প্রতিবংসর অগ্রহায়ণ মাসে ৺রক্ষাকাণী পূজা হইত। ঐ পূজা উপলক্ষে এক মহাধুম পড়িয়া যাইত। নিকটেই কয়েক ষর গোয়ালা ও বান্দী বাদ করিত, তাহারাও উল্লাদে 🗸 মাতৃপূজায় যোগ-দান করিত এবং নানাপ্রকার আমোদে সেরাত্রি অতিবাহিত করিত।

রেল কোম্পানির অমুগ্রহে পল্লীর সে অংশ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাগানে বাডীর গোষ্ঠী গ্রামের এদিকে ওদিকে ছডাইয়া পডিয়া প্রবিচায়ক-স্বরূপ নামেমাল পর্যাবদিত "বাগানে বাড়ী" আখ্যাটী এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। আর যে গোয়ালা ও বাগদীদিগের বসতি ছিল, তাহাও নিষাদতাড়িত বিহগশ্রেণীর মত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িরাছে।

তথন অবশ্র "বাগানে বাড়ী"র উপর রেল কোম্পানির কুনজর পড়ে নাই। অগ্রহায়ণ মাদ, অমাবস্থা তিথি। নিবিড় অন্ধকার, শীতও অর নহে। ৰাগানে ৰাড়ীতে ধুমধামের সহিত ৮রক্ষাকালী পূজা হইতেছে। নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ঢকার কর্ণভেদী ধ্বনি সমুখিত হইতেছে। মাতৃ-প্রসাদাকাজ্ফী ভক্তগণের আনন্দকোলাহলে পল্লীর অংশটী সমাক মুখরিত। ভাটপাড়ার অন্ত পল্লীতে "বাগানে বাড়ী"র গোষ্ঠীর যে সকল কুটুত্র ছিলেন, তাঁহাদের আজ নিমন্ত্রণ হইরাছে। স্কুতরাং ক্লফ ভট্টাচার্য্য মহানরের জামাতা কাশীপতিরও নিমন্ত্রণ বাদ যার নাই। তিনিও নিমন্ত্রণরক্ষার্থ আসিরাছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ স্বস্থ

ু নছে, ১০।১২ দিন জর ভোগের পর ছদিন জরপথ্য করিয়াছেন মাত্র। কিন্ত যথন খণ্ডরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আদিয়াছেন, তখন কিছু মিষ্টমুখ না করিয়া গেলে ত ছাড়ান নাই ? তাই সকাল সকাল কিছু আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন।

৺মায়ের ভোগের অপেক্ষা করিতে গেলে অনেক রাত্রি হইয়া পড়ে। এত রাত্তি করিলে রুগদেহে বিলক্ষণ কুপথ্যের সন্তাবনা। সেই জ্বন্ত "শরীরমালং থলু ধর্মদাধনং" এইটা দার বুঝিয়া, আর বিশ্বজননীর অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়া কাশীপতি মায়ের ভোগের আগেই ভোকন করিতে চাহিলেন। খন্ত্রমণ্ডল জামাতার প্রতি স্বেহপরবশ হইয়া তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। জামাতা আহারাস্তে বাটা ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু সন্তানের এ অপরাধ ববি ৮মায়ের সহা হইল না। বাটীতে আসিমাই কাশীপতির ভেদবমি হইল। তুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই নাড়ী ছাড়িয়া গেল। বুঝি হতভাগ্য আৰু বাঁচিল না। ডাক্তার ডাকা হইল। ষাহাকে কালে টানিয়াছে, ডাক্তারে তাহার কি করিতে পারে ? অশ্রুসিক্ত নয়নে জননী ধিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি যাতনী তোমার ?"

অভিক্রীণ অফুটবরে মৃত্যুশযায় শরান সম্ভান মায়ের হাত ধরিয়া বলিল,---"মা, চরণধূলা দাও, আমি আর বাঁচিব না। কিন্তু যাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ষাইতেছি সেই হতভাগিনীকে একবার শেষ দেখা দেখিতে চাই।"

হায় ৷ হতভাগিনী তথন কোথায় ৷ সেই স্বৃদ্ধ জনকের কর্মস্থানে কি বিপদ ঘটতেছে ভাহা স্বপ্নেও না ভাবিয়া নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শান্বিতা। ু, আর মৃত্যু যন্ত্রণায় অন্থির কাশীপতিও উৎকট কামনার বশবর্তী ইইয়া ভাবিল না যে বছজোশব্যবধানে যে প্রাণের পুতলী রহিয়াছে, ভাহার সহিত সেই মুহুর্তে দেখা হওয়া অসম্ভব, বুঝিল না তাহার যবনিকাপাতের পুর্ব্বে পত্নীসহ মিলন বিধিনির্বাদ্ধ নহে।

बाप, २०२७। र

জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাছা, অমন কথা মুথে আনিস্ৰে, মা ভোকে রক্ষা করিবেন।"

"না মা, আমি"—বলিতে বলিতে সম্ভানের চক্ উদ্ধে উঠিরা গেল, দেহ অসাড় হইল। সম্ভান সেহময় জনকজননীর মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, চলিয়া গেল। যে নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া পুরাক্ষেত্রে আনন্দকোলাহল উঠিয়াছিল, সেই নৈশ গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কাতর আর্ত্তনাদ উথিত হইল। ৺মান্তের ইচ্ছা, ৺মাই জানেন!

করেক ঘণ্টার মধ্যেই যে দর্জনাশ ঘটিল, তাহা অবশ্র অনুব কর্মস্থানস্থিত ক্বঞ্চ ভট্টাচার্য্য মহাশরের পরিবাবের চিন্তারও অতীত। কিন্ত দেই
অনাবস্থা রাত্রের শেষভাগে ক্বঞ্চ ভট্টাচার্য্য মহাশরের পত্নী কোনও
প্রয়েজনে গৃহের বাহির হইতে যাইয়া দেখিলেন,—শুলোপনীতধারী তপ্তকাঞ্চনবর্গ জানাতা দ্বে কাঁড়াইয়া একদ্তে তাঁহাদের গৃহ পানুন চাহিয়া
আছেন। তিনি ভীতিবিহ্নাগা হইয়া নিংশলে স্বামীর নিকুট আগমন করতঃ
ব্যাপারটী জ্ঞাপিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই তথন দারনেশের ফাঁক
দিয়া দেখিলেন, দ্বে স্কালাই জানাত্র্রি! লেখিতে দেখিতে সে মূর্জি
বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা ভয়ে, বিশ্বনে, কোনও আক্মিক বিপদের
আশক্ষা করিয়া অনিজ্ঞার রাত্রিপাত করিলেন। প্রাত্তকানেই ভাটপাড়া
হততে টেলিগ্রাম গেল,—কাশীপতি আর নাই!

ক্ষণ ভট্টাচার্য্য মহাশরের স্ত্রী রাত্রিকালে যে মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহা মৃত কানীপ্রতিরই প্রেতাত্মা। তিনি মৃত্যুকালে যে উৎকট পত্নীদর্শনকামনা পোষণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর তাহার প্রেতাত্মা সে কামনা পূর্ণ করিতে আদিয়াছিল।

ভাটপাড়া।

### স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকুফের জীবনের ঘটনাবলী।

(পূর্ব্ধপ্রকাশিতের পর।)

#### মৃত ব্যক্তির পরকায় প্রবেশ।

স্বামীজী লিখিতেছেন:-

"একদিন পরম শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব, জগরাথ দাস বাবাজীর মুমুর্ সময়ের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে তাঁহাল ভজন কুটীরে যাই। দেখিলাম, তিনি মুমুর্ অবস্থায় "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছেন। লোকে ডাকিলেও উত্তর দেন না. অথচ বেশ ক্লফানাম করিতেছেন। আমি যাইয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তাঁহার শিষাগণ "ঐক্লফ চৈত্সচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ,—হরেক্বফ হরেরাম খ্রীরাধে গৌবিন্দ", এই পাম পুনঃ পুনঃ ওনাইতেছেন। আমি চকু মুদিয়া ধ্যানস্ত হইলাম.—দেখিলাম, গৌরবর্ণ একটি জ্যোতির্মন্ন মূর্ত্তি, অপেকাক্বত কুদ্র একটি ক্রফমূর্ত্তি ক্রোড়ে।

দেদিন একটি ব্রাহ্মণের বাটীতে আমার ভিক্ষার নিমন্ত্রণ থাকার, বেলা অধিক হওয়া বশতঃ পাছে তাঁহারা সপরিবারে আমার জন্ম উৎকণ্টিত হন এই আশকার আমাকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে হইল। বস্ততঃ যাইরা দেখিলাম, তাঁহারা প্রস্তুত হইরা আমার অপেকা করিতেছেন। আহার করিয়া জ্ঞান ও সভ্য নামক তুইটি পরিচিত বালককে সঙ্গে সুইয়া পুনরায় ভজন কুটীরে যাইয়া দেখি, তাঁহাকে দাহ করিতে খাশানে লইয়া ্গিয়াছে। শ্মশানে যাইয়া তাঁহার চিতা প্রদক্ষিণ করিলাম, জনৈক শিষ্য তাঁহার দেহাবশেষ গঙ্গার দিতে গেলেন, আমিও সঙ্গে যাই, ফিরিয়া আসিতে সন্ধা হইল।

বাবাজীকে যথন ভন্ন কুটীরে দর্শন করি তথন প্রাণে প্রাণে কথা ভনিয়াছিলাম। তিনি যেন বলিতেছেন "আমি তোমার শরীরে প্রবেশ করিব।" সেই রাত্রে ধ্যানস্থ হইয় বিসিয়া আছি এমন সময়ে দেখিলাম একথণ্ড মেঘ সময়্থে আসিল, তাহার ভিতর জগরাথ দাস বাবাজীর মহায়রপ! উক্রমণ অক্সাং আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও আমাতে লীন হইয়া গেলেন।

করেকদিন পরে বাবাজীর একটি শিষ্যের প্রমুখাৎ শুনিলাম, বাবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদের বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি- শীবাদ ও গদাধরের আঙ্গিনায় অর্দ্ধেক অংশে থাঁকিবেন ও অর্দ্ধাংশে অনন্তমঞ্জরীর শরীরে মিশাইবেন।"

এন্থলে বলা প্রয়োজন যে, স্বামীজীর মধুর ভাবে ভগবদারাধনা করা কালের নাম "অনুসমঞ্জরী।" অর্থাৎ এই ভাব পাইয়াই তিনি মধুরভাবে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# একটি অদ্ভুত্ৰ, মৃত্যু ঘটনা।

কমলমণি তিন বৎসরের শিশু কন্সা। কন্সাটি একটি দ্বিতল প্রকোঠের দক্ষিণ বাতায়নের জানালার উপর উপবেশন করিয়া আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে। প্রকোঠটীর উত্তর দক্ষিণে বায় গতায়াতের পথ উন্মুক্ত। উত্তর দিকে হুইটি দ্বার ও দক্ষিণ দিকে হুইটি জানালা। প্রকোঠটীর দ্বারদ্ধ ও জানালাদ্বয় সমস্তই উন্মুক্ত ছিল। গ্রীমকাল। সন্ধ্যার কিছু প্রাক্তিন্তু বেলা তথন ছয় ঘটকা।

গৃহাভ্যস্তরে অপর একটি তিন বৎসর বয়স্ক রুম শিশু ক্রা শয়ন করিয়া মুমুর্ অবস্থার ছট্ফট করিতেছে; কন্যাটির নাম হিরণকুমারী।

গৃহমধ্যস্থ সকলেই হিরণ কুমারীর মুখ প্রতি স্থির সজলনেত্রে নিরীক্ষণ পূর্বক নি:শব্দে অঞ্পাত করিতেছে; যেন সকলেই বালিকার সেই কুন্ত প্রাণটির আশা পরিত্যাগ করত: তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার জন্য অপেকা করিতেছে, ও মধ্যে মধ্যে একটু একটু জল তাহার মুখমধ্যে সিঞ্চন করিতেছে। এমন সময় কমলমণি তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া জানালার বহির্ভাগের অনতিদূরের একটি নিম্ব-বুক্ষের প্রতি ইম্পিত করতঃ, কুদ্র কুদ্র হস্তব্বিত অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক আধ আধ স্বরে বলিয়া উঠিল। 🖘 ুদেখ, দেখ, ঐ গাছেল উপল, হিলণ পা ডুলিয়ে বসে লয়েচে, হিলণ আঙা কাপল পলেচে।"

কমলমণি এই অভাবনীয় দৃষ্ঠাট অত্যাশ্চর্য্য ভাবে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে। তদ্দ্রি ক্মলমণির মাতা জানালার স্লিকটে দ্ভায়মান হইয়া, দর্শন করিলেন যে, সভাই হিরণ একথানি লোহিতবর্ণের কাপড় পরিধান পূর্বাক নিম্বরীক্ষের উপর উপবেশন করিয়া, পা বুলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

অনতিবিলম্বেই হিরণের প্রাণবায়ু স্থল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল শেব দেহ পড়িয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ গুহুমধাস্থ সকলেই উক্তিশ্বরে চীৎকার পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠিল, বাটীর সকলেই ক্রন্ধনের রোল তুলিল।

এ ঘটনাটি আৰু প্ৰায় যোড়শবর্ষ পূর্বে ঘটিয়াছিল। কমলমণির একণে সম্ভানবতী ও শশুরালয়ে অবস্থান করিতেছে। তাহার "মীতা <u>পোর তিন</u> বংসর গত হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ু উক্ত ঘটনাটি আমাদের বাটিভেই ঘটিয়াছিল; আমরা এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ সভ্য বলিয়া জানি। তজ্জন্য অলৌকিক রহস্তে প্রকাশ করিলাম। শ্রীচারুচক্ত মুখোপাধ্যায়।

### ভূতাবেশ।

পরম প্রেমাম্পদ,

শ্রীযুক্ত "অলোকিক রহস্ত" সম্পাদক, মহাশন্ত্র সমীপের।—

সবিনয় নিবেদনমেতৎ

আপনারা সকলেই ভূতপ্রেত লইয়া থেলা ক্রিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমিও একটী ভূতাবেশের কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি, দেলভ আমার চাঞ্চ্যাক্ষমা করিবেন। এই ঘটনাটি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বের, **আমার** বয়স যথন ৬।৭ বংদর সেই সময় আনার একজন আগ্রীয়া পিতামহী-সম্পর্কের স্ত্রীলোকের নিকট শ্রণ করিয়া ছিলাম। ► এভদিনের কথা মনে থাকিবার না হইলেও, ঘটনাট সম্পূর্ণ অণৌকিক এবং তিনি তৎকালে যে ভাবে এই গল্পটার উপগ্রাস করিয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সত্য ঘটনারই উল্লেখ করিতেছেন, এবং উহা তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা, এইরূপ ভাবেই বলিয়াদ্ধিলেন বলিয়া তাঁহার বর্ণিত বিবরণটা অন্তাপি মনের মধ্যে ঠিক ঠিক অঙ্কিত হইয়া বৃথিয়াছে। আমার ঐ পিতামহী ঠাকুরাণী অবীধা ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ছিল. কাজেই তাঁহার নিজেই ঐ দকণ শিধোর বাড়ী ভ্রমণ করিতে হইত। ঘটনার্টা যশোহর জেলার কোনও পল্লীগ্রামে ঘটিরাছিল। প্রামের নাম আমার ঠিম মনে নাই। ঐ গ্রামের চক্রবর্তীরা বর্দ্ধিয়ু-গৃহ্যু ছিলেন। তাঁহাদিগের বংশে পার্ব্বতী নামক একমাত্র ২০।২২ বৎসরের বালক, বংশ-ধররপে বিঅমান ছিল, আর কতকগুলি বিধবা স্ত্রীলোক বর্ত্তমান ছিল: তবে নিকটবর্ত্তী আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেকেই ছিল। পার্ব্বতীর জন্ম

वम्रत्मेहे विवाह हहेबाहिन। छाहात महधविंगीब ७ ७९काटन शूर्वरोवन হইরাছিল। এই সময়ে পার্বতী ম্যালেরিয়া বোগে আক্রাম্ব হয়। প্রায় ছই বৎসর কালের অধিক ভূগিতে থাকে, পেটের মধ্যে প্রীহা, ষকুতি প্রভৃতি যতপ্রকার রোগ হইবার, তাহা হইয়াছিল; কালেই জ্বপ্রভাবে হাত পা কঞ্চির মত সকু হইয়া গেলেও পেটটী বিলক্ষণ মোটা হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে গ্রামস্থ বৈতের ঔষধ ও পল্লীগ্রামে প্রচলিত টোটুকা টাটুকী দেবন করিবার পর, কোনও মতে পীড়ার শাস্তি না হওয়ায়,দাপর্দ্দীর মালা, ৮ তারকেখনের দাড়ি ধারণ শুভূতি, কিছুরই ক্রটী করা হয় নাই। তবে সেময় "ডি: গুপ্ত", "মুধাদিলু" প্রভৃতির জাঁবিভাব না হওয়ায় উহা-দিগের পরীকা করার স্থযোগ হয় নাই। এই রক্ষে সময় কাটাইতে কাটাইতে পার্বতী, একদিন সহদা বন্ধবান্ধবকে অকুল তুঃথসাগরে ভাসাইয়া, ইহলোক ত্যান করিল। পার্বভীর আত্মীয়গণ আর্ত্তনাদে বোদন করিয়া, হিন্দুর গৃহে মৃতব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ গ্রীতির পার্ত্তী থাকিলেও, তাহার শবদেহত সেরূপ প্রীতির পাত্র হয় না, বরং উহার সদাতিই সমুদয় পরিবারবর্গের প্রার্থনীয় হয়, এইজন্ম অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া যথা-সময়ে গমাতীরে দাহ এবং অস্থিকেপ কেরিবার জন্ম উথা তংপরদিন অভি প্রত্যাষেই রওনা করিয়া দিলেন। আত্মীয় কুটুম্বগণ ঐ শবদেহ বহন করিয়া আনিতে আনিতে, অপরাহে পথশান্তে ক্লান্তিবোধ করিয়া, উহাকে পথিপার্শ স্থিত একটা অখণরুকের তলার স্থাপন করিয়া আপনারা তামাকু সেবন ও পরস্পার গল্পগাছা করিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইল। <sup>ক্র</sup>প্রোয় তুইঘুণ্টা আজাই ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর, সন্ধার অন্ধকারে পথঘাট ন্দপুর্ণরূপ আরুত হইলে, তাহারা রীতিমত আলোক জানিয়া আবার শবদেহের বহন করিবার অভিপ্রায়ে উহার নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটবর্ত্তী হট্মা যাহা দেখিল, তাহাতে ভাহারা একেবারে বিমায় ও আনন্দে

याच, ১৩১७। ]

অভিতৃত হইয়া পড়িল। দেথিল পার্বতীর মুদ্রিত চকু মিটু মিটু করিতেছে, হাত পা একটু নড়িতেছে, এবং পিপাসাস্চক মুখব্যাদানও হইতেছে। ভাহারা বিলম্ব না করিয়া নিকটবন্তী পুন্ধরিণী হইতে এক ঘটা জল আনিয়া ক্রমে ক্রমে পার্বভীর মুখে দিতে দিতে পার্বভী সম্পূর্ণ চৈতগ্রনাভ করিল, এবং মূহস্বরে ছই একটা কথাও বলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভাহাদের মনে মনে তর্ক হইতে লাগিল,পূর্বাদিন রাত্রে যাহার মৃত্যু হইরাছে, ভৎপরদিন সন্ধার সময় সেই ব্যক্তির শ্রীবন লাভ করা একটা সম্পূর্ণ অলোকিক ঘটনা, এ জগতে এক্লপ ঘটনা কেহ কথন দেখে নাই, গুনে নাই। মৃত্যুর হুই এক ঘণ্টা পরে অনেকে জীবন লাভ করিয়াছে, ভাহা একপ্রকার স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে গণ্য। কিন্তু একি। এরূপ বিষম দৃশু আমরাত কথনও দেখি নাই। এইরূপ পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিবার পর অনেকের মনে ভৌতিক ব্যাপার<sup>্</sup> বলিয়াই স্থির হ<del>ইন</del>। ভাহারা ভয়ে ভয়ে, পার্বভীর নিকট হইতে দূরে দূরেই অবস্থান করিতে লাগিল 1 যাহারা পার্বভীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পার্বভীর জীবন প্রাপ্তিতে তাহাদের মনে অসীম আনন্দের উদয় হওয়ায়, পার্ব্যতীই যে পুনর্ব্বার জীবন শাভ করিয়াছে, এই জ্ঞানই তাহাদের হৃদরে দুঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইল।

শববাহী দলের মধ্যে এইপ্রকার মতবৈধ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা পার্বতী জানিতে পারিল। দে তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া অতি মৃত্বাক্যে বলিতে লাগিল,—"আমি মরি নাই, রোগে ভূগিয়া ভূগিয়া শরীরের দৌর্বলা প্রেই আমার শরীরে একটা মৃদ্ধারোগ প্রবেশ করিয়াছে। ইতঃপূর্বে বাড়ীতে আমি অনেকবার মৃদ্ধা গিয়াছিলাম, কিন্তু সে মূদ্ধা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই বলিয়া বাড়ীর বাহিরের লোকে তাহার বিন্দ্বিস্গত জানিতে পারে নাই। কিন্তু অন্তকার মৃদ্ধা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং পূর্বমৃদ্ধা অপেকা অনেক বলবৎ, এইজন্ত আপনারা আমার মৃত্যু সম্ভাবনা করিয়া

গঙ্গাভীরে লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বশতঃ এই বুহৎ অশ্বখতলে আমার শবদেহ রক্ষা করায় এইস্থানে মৃত্যন্দ সাদ্ধ্য সমীরণে আমার দেই পুছ্ছবি অপনোদন হইয়াছে। একণে আমি যে পুনৰ্জীবন প্ৰাপ্ত হইয়াছি, তি বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না। আমি যে পূর্বের পার্বতী তাহা জানাইবার জন্ম এই দেখুন আমি আপনাদিগের নাম এবং যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া ডাকিতেছি।" এই কথা বলিয়া যথন উহার মধ্যে ছুই একজনের নাম এবং সম্বন্ধ ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, তথন সে যে পূর্বের পার্বতী, ইহা মনে ক্রিতে কাহারও আর দ্বিধা রহিল না : সকলে আনন্দ-ধ্বনিতে আকাপ ফাটাইয়া,—"জয় জগদীশ" শকৈ দিগন্ত আচ্ছাদিত করিল। তথন সকলে স্থির করিল আমরা সকলে সমস্ত দিন অনাহারী, আম্বরাক্তে গৃহে প্রত্যাগমন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, অতএব এই রান্ডার ধারে, অনতিদুরে পান্থদিগের থাকিবার জন্ম একটা চটি আছে, আমরা অঞ্চ তাহাতেই আশ্রম শইরা ইচ্ছামত আহারাদি অনুষ্ঠান পূর্বক, সমন্তদিনের ক্লান্তি নিবারণ করি, তাহার পর কাল প্রাত:কালে বাড়ীতে প্রত্যাগমন ক্রিলেই হইবে। এই কথা মান ক্রিয়া অবিলম্বে তাহারা শবদেহের বন্ধন ছেদন করিয়া দিল, এবং ধীরে ধীনের পার্ব্বতীকে বসাইয়া নিকটবর্ত্তী চটী হইতে কিছু হগ্ধ আনাইয়া খাওয়াইল।

তাহার পর হাতে ধরাধরি করিয়া, ধীরে ধীরে ঐ চটীতে কইয়া গেল।
অপরেও কন্সাল্য সামগ্রী-পত্র কইয়া সেই চটীতে বাইয়া উপস্থিত হইল।
সেই স্থানে তাহারা ইচ্ছামত ভোজন করিয়া রাত্রি যাপন করিল। পীছি
লোকের মুনে অন্ত প্রকার সন্দেহ হয়, ইহা মনে করিয়া পার্বাতী সে রাত্রে
ক্রেট্ট্র্ছ থাইয়াই তৃপ্ত হইয়া রহিল। প্রাত্তঃকালে স্থ্য উঠিবার পূর্ব্বে সব
যাত্রীরা, একথানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহার উপর পার্বাতীকে
বসাইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে স্বগ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

উহার মধ্যে একজন অত্যন্ত ক্রতগামীকে অগ্রে পৌছিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিবার জন্তও পাঠাইল। তাহার মুখে এই শুভসংবাদ শুনিয়া বাড়ীর লোকের যে কি প্রকার আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া জারাইবার নহে।

ক্রমে পার্কতী সমভিব্যাহারে সকলে বেলা ৩টা নাগাইদ পার্কতীর বাড়ী পৌছিল। পার্কতীকে গরুর গাড়ীর উপর, বিদার আদিতে দেখিরা, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আনন্দে একেবারে উন্মন্ত হইল। ভাহাদের আনন্দ শব্দে,শঙ্খ ধ্বনিতে, হলু হলু ধ্বনিতে আকাশ ও দিঙ্ মণ্ডল একেবারে বিদীর্ণ হইল। প্রতিবেশী লোকেরাত দলে দলে আদিতেই আরম্ভ করিল, ভত্তির নিকটস্থ অপর গ্রামবাদীরাও এই আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জ্বস্ত দল বাঁধিয়া আদিতে লাগিল। আদিরা যাহা দেখিল ভাহাতে অবিশ্বাদ করিবার আর কোনও কথা, রহিল না। পার্কতী ঘরের দাবার পিড়ে ঠ্যাদান দিয়া বদিয়া হাস্ত্রমূপে, আত্রীয় স্বজনের নিকট আত্মবিবরণ প্রকাশ করিতেছে। দেখিরা শুনিয়া সমাগত দর্শক বৃদ্দ সকলেই প্রীপ্রাপ্রকাদীশব্দের মহিমাগান করিতে, করিতে স্ব স্থাহ ফিরিয়া গেল। পার্কতীর আত্মীর স্বজনগণ গ্রাম্য দেবতাগণের পূজা, পরক্ষাকালী পূজা, এনন কি চাকদহে আদিরা মহাদমারোহে গঙ্গা প্রজা অবধি প্রদান করিয়া গিয়া, মহাসমারোহে কভিপর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

এইরপে পার্বা বাঁচিয়া উঠিশ বটে, তাহার শরীরে আর রোগের প্রাহর্ভাব দেখা যাইল না বটে, সে পূর্বাপেকা বহু পরিমাণে ভোজন করিতে লাগিলও বটে, কিন্তু তাহার শরীরের আর পৃষ্টিলাভ হইল না। সে হাত নশুনলু, পা সরু সরু, পেট গজনদার, মুখ ফুগা এক ভাবেই রহিয় গেল। তাহাতে তাহার আত্মীয়স্বলন দিনকতক জরাস্তক লোহ, মকরধ্বজ প্রভৃতি যথাসাধ্য পৃষ্টিকর ঔষধের সেবন করাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে গুড়-চ্যাদি, মধ্যম নারায়ণ প্রভৃতি, পাকতৈলের ব্যবহার করাইতেও ক্রটী করিল,

না; কিন্তু কিছুতেই কিছু উপকার হইন না। পরিশেষে ভাহারা ভাবিল, শ্রীশ্রী৺জগদীবরের ক্রপায় আমরা যে হারাধন পার্বতীকে ফিরাইয়া পাইয়াছি, ইহাই আনাদের যথেষ্ট সোভাগ্যের কথা, সে পুষ্টি না হয়. নাই ইইল। পার্বভীও পাড়াপ্রতিবেশী বন্ধবাদ্ধব লইয়া সহজের মত প্রমানন্দে কাল্যাপন করিতে লাগিল। তবে এম্বলে একথাও বলা আবশুক, সকলের আনন্দ হইল বটে, কিন্তু পার্বভীর সহধর্মিনীর মুখের মলিনতা আর কিছুভেই দূর হইল না, বরং দিন দিন ভাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার গুঢ় রহস্ত পরিবারের মধ্যে কেহই উদ্ভেদ করিতে পারিল না। প্রথমে নানা-বিধ মিষ্ট কথা বলিয়া, নানাক্রপ সাস্তনা প্রয়েগ্য করিয়া লোকে তাহার মলিন ভাবের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়া ছিল, কিন্তু কেহই কুতকার্য্য হয় নাই।

এইরপে ছই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রিকালে বাড়ীর অক্সান্ত পরিবার, আপনার আপনার ক্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া, নিশ্চিম্বভাবে নিট্রা যাইতে লাগিল। কেবল পার্ব্বতীর পত্নী স্বামীর জন্ত আহারীয় দ্রব্য সজ্জিত করিয়া, শয়ন ঘরে উহা স্থাপনপূর্ব্বক, বাহ্নির হইতে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি ১টার সময় পার্বতী খেলাগুলা করিয়া বাটিতে হিরিল। আহার করিতে বদিয়া জানিতে পারিল, অনের সহিত কাম্বনি দেওয়া হয় নাই। সে সময় নৃতন কাম্বনি উঠিয়াছে, মৃতরাং থাইবার লোভ অতি প্রবল হইল। প্রথমে স্ত্রীকে অনেক প্রকার মিষ্টবাক্যে একটু কাফুনিল আনিবার কথা বলিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সমাত হইতে না দেখিয়া, বলিল,—"তবে দেখি, আমি কামুন্দ্, আদিতেছি, কিন্তু এ কথা তুইমাত্র যা জানিতে পারিলি, খবরদার ক্ষ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিদ্ নি ; যেদিন প্রকাশ করিবি, সেই দণ্ডেই তোর ঘাড় ভাঙ্গিব, জানিবি।" এই কথা পার্বভীর মুখ হইতে ্ষেমন নির্গত হওয়া, অমনি তাহার দক্ষিণ হস্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাহার নিরীহ পত্নী হাতের এরপ বৃদ্ধি যতক্ষণ চাঁদাড়ের মধ্যে ছিল ভতক্ষণ সহিষ্ণুতা সহকারে নীরবেই হাঁ করিয়া বিদিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু হাত চাঁদড়ের বাহির হইবার পর আমু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিল না। ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া ঘরের বাহিরে দাবায় আদিয়া মুদ্ভিত হইয়া পড়িল। ভাহার সেই ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারে বাড়ীর অন্তান্ত পরিবার সব জাগিয়া উঠিয়া দেখিল একথানি হাত পার্বতীর ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁড়ার ঘরের দিকে চলিতেছে। ঘরের দাবায় আদিয়া দেখিল, পার্বতীর পত্নী মুদ্ভিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যেরপ সময় পাইয়া ছিলু, ভাহাতে পার্বতী অনায়াসে সেদিন সামলাইতে পারিত, কিন্তু এরপ অবস্থায় কাল্যাপন করা ভাহার আর ভাল লাগিতে ছিল না, এই জন্ত কাম্মুন্দি আনিবার ছলে সেই য়াতেই আয়াম্বরূপ প্রকাশ করিল।

বাড়ীর পরিবারবর্গ দাওয়াতে শ্রীমতী বধুমাতাকে মুর্চ্ছিত। হইয়া পতিত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতেই তাহাদের প্রক্রেবারে বৃদ্ধিশ্রণ হইয়া গেল। তাহারা দেখিল পার্ক্ষতীর সেই লম্বমান হস্ত কাম্পুলি লইয়া ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে হইতে আসিতেছে, এবং ঘরের মধ্যে আসিয়াই স্বাভাবিবি আকার প্রাপ্ত হইল। এইরূপ আলোকিক ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত, হতজ্ঞান পরিবারবর্গকে ডাকিয়! পার্ক্ষতী বলিল, আমি যে কে, এবং আপনাদের পার্ক্ষতী নই, ইহা আপনারা আজ ভালরূপে বৃদ্ধিতে পারিলেন, এবং ইহাও বৃদ্ধিতে পারিলেন, আমি একটী আমার্কীর্কি শক্তিযুক্ত আত্মা, সাধারণ মহ্বয় নহি। যাহা হউক, আগামী কল্য দিবাভাগে আমি আপনাদের সমুদ্র প্রতিবেশী ও আ্রী ক্রম্ কুটুম্বুদিগের সমুধ্যে নিজের পরিচর দিয়া এই দেহত্যাগ করিয়া যাইব, অন্ত আপনামান আপনাদিগের বধুকে লইয়া যান। আমি কালও বলিব, আজও আপনাদের নিকট বলিতেছি, উহার সভীত্ধর্মের কোনও প্রকার হানি করি নাই, এবং

ভাহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই বলিয়াই, এতদিন পর্যান্ত আপনারা তাহাকে তথবিধ মলিন মুখেই দেখিয়াছেন।" এইরূপ মিষ্ট কথার পরিবারবর্গকে বিদায় দিয়া পার্শ্বভীদে রাত্রে একাকী শর্ম্বাকক্ষে শয়ন করিয়া রহিল।

প্রদিন প্রাতঃকালে প্রতিবেদীগণ এবং স্বন্ধন্তলী সমবেত হইলে. পার্বভৌ আপনার পরিচয় প্রদান করিল। দে বলিল, "আমি জাভিতে শুদ্র, কর্মদোবে এইরূপ প্রেত্যোনি প্রাপ্ত হুইয়াছি। আমার নিবাসস্থান এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী অপর একটী গ্রামে। আমার কেহ না থাকার, নিজের উদ্ধারের উপ্রায় হইবে ভাবিয়া ঐ গঙ্গাবাত্রার পথ পার্যস্থিত অখখ-বুকে কিছুদিন অবধি আশ্রর করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এই পথ দিয়াই ত গঙ্গাতীরে শবদেহ সকল দাহ করিতে যায়। আমি একটা এইরূপ বিশিষ্ট লোকের শবদেহে প্রবেশ করিয়া এইরূপ ক্রিয়া দেখাইব, যাহাতে আমার গটার পিওদানের উপায় হয়। এইরূপ ভাবিয়া ঐ 'বুকের শাখা আশ্রয়পূর্বাক বাঁদি করিতেছি, এমন দমন্ব আপনারা পার্বাতীর শবদেহ শইয়া যাইতে:ছন দেখিয়া, উহাতে প্রবেশ করাই প্রেয়ঃ বিবেচ্না করিলাম। আমি জীবিত অবস্থাতেই পার্বতী এবং পার্বতীর অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলাম। এরপ লোকের দেহে জাবেশ করিলে অচিরে যে সলাতি প্রাপ্ত হইব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, এই ভাবিষা দে দিবস আমি উহার দেহে প্রবেশ করিকাম। যে জন্ম প্রবেশ করিলাম, তাহার দিদ্ধির প্রতি নানাবিধ বিল্ল উপস্থিত হইল। আপনাদের সকলের সন্ধাবহারে, পরিবার-वर्त्तत्र दस्ट, এवः वह्रविध स्ट्रिथचर्या উপভোগে এরূপ विभूक्ष हरेन्नी नार्ष्ट्रनाम, যে আয়ার ক্লিজর উদ্দেশ্য একেবারে বিশ্বত হইয়া গেলাম। এত দীর্ঘকাল শ্রতি শরীরে বাদের পর গভকলা আমার মনে সহসা উদন্ধ হইল, বে আমি ধে উদ্দেশে ব্রাহ্মণের শবদেহ এতকাল দূষিত করিতেছি, বিষয়রসে বিমুগ্ধ হইয়া সে উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ ই বিশ্বত হ্ইয়া রহিয়াছি। একে ত পূর্বজন্মের

কর্মকলে এই অধােগতি হইয়াছে, তাহার উপর ব্রাক্ষণের শবদেহ দ্বিত করা প্রভৃতি পাপে আমার আরও যে কি অধােগতি হইবে, তাহা ব্রিতে পারিতেছি না। যাহা হউক জাল আর বিলম্ব করা উচ্চিত নর, আজই আপনাকে প্রকট করি। এই ভাবিয়া পরিবারবর্গের নিকট গতকলা নিজের স্বরূপ প্রকট করিয়াছি। এক্ষণে আপনাদের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা, আপনারা যদি অবিলম্বে আমার ৺ গয়ায় পিগুলানের উপায়্ব করিয়া দিবেন বলিয়া সতাপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন, তাহা হইলে আমি

ইহা শুনিয়া পার্বভীর পরিবারবর্গ ভূত লইয়া ঘরকয়া করা পদে পদে বিপদের কারণ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে উহার ৺ গয়ায় পিওদানের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ইইল। তদনস্তর সে বলিল, "আমি যাইবার পূর্বে আর একটা কথা আপনাদিগকে জানাইতেছি, পার্বভীর বধুর সভীত্ব ধর্ম সম্পূর্ণ মটুট রহিয়াছে। ক্ষমি তাহার সহিত এযাবতকাল মাত্ভাবেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। ইহার নিদর্শন, আর কিছু বলিবার নাই, তাহার মলিন ভাবই আমার কথার সত্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ দিতেছে।" ইহার পার্বভীর দেহ ছাড়িয়া প্রেতায়া অন্তহিত হইল। সে অন্তহিত হইবামাত্র পার্বভীর দেহে কতকগুলি কীট ও অন্থি ভিন্ন আর কিছু দেখা যাইল না।

এই পর্মিক নিজ্তের গল তৎকালে যশোহর অঞ্চলে খুবই প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কারণ আমি কেবল দেই পিতামহী ঠাকুরাণীর মুখে নয়, ঐ দেশ হইতে আগত আরও হই একজন বিজ্ঞব্যক্তিকে জিজ্ঞানা করিয়া । তাঁহাদিগের নিকট হইতেও ঐ গল্গটি অবিকল এই ভাবেই শুনিয়াছি। ইতি। ভাটপাড়া ১৫ কার্ত্তিক, ১৩১৬। শীহ্যবিকেশ শাস্ত্রী।

### শিশুর প্রতি প্রেক্তের আক্রোশ।

আমার প্রন্ধের বন্ধু, বহুভাষাবিদ, স্থপণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ, বিভাভূষণ মহাশয়ের গাজিপুর নিবাসী, এক আত্মীয়ের বাটীতে প্রেত-লীলার বে এক অলোকিক ঘটনা কিছুদিন ধরিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, ভাহারই বিবরণ "<u>অনু</u>োকিক রহস্তে"র পাঠক পাঠিকাদিগকে আ**ন্ধ** উপহার দিলাম :--

অমূল্যবাবুর ভগ্নিপতি, গাজিপুর মাজারহাটা নিবাসী ৮ ভোলানাপ মিত্র মহাশয়ের বাটী, এই লীলার সংযোগস্থল হইয়াছিল। তিনি Opium Department এর তৎকালীন Head Inspector ছিলেন। রাত্তি ১২টা পর্যান্ত তাঁহরে গৃহে কোন উৎপাতের স্থচনা বা অনুষ্ঠান হইত না; কিন্তু ঠিক ১২টা বাজিলেই ছাদের ছোট ছোট আলিনার উূপুর বামনা-ক্বতি অনেকগুণি ছোট ছোট ছেলেকে লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতে, দেখা যাইত। বাডীতে নিত্য এই ঘটনা ঘটিত। 'অলৌকিক' উৎপাত ৰণিয়া কেছ ও বিষয়ে তেমন একটা বিশেষ লক্ষ করিত না। নিতাকার এই ঘটনার সহিত আর একটা উপদর্গিক ঘটনার আবির্ভাবে সময়ে সময়ে সেই গৃহস্থিত নব-প্রস্থতির প্রস্থত সম্ভানের জীবন নাশ ঘটিত। প্রসবের পর, প্রস্তির আঁতুড় ঘরের নিকট উক্ত দ্বিপ্রহর সময়ে এক বিকট প্রেত-মূর্ত্তি আবিভূতি হইয়া প্রস্থতির নিকট হইতে সন্তান চাহিত। ভয়ে প্রস্থতি ≈ছেলেকে কোলে টানিয়া লইতেন; চক্ষু মুদিত করিয়া সেই বিকটমূর্ত্তির বিকট অঙ্গভঙ্গী দেখিতে ভয়ে বিরত থাকিতেন; তথাপিও সেই মূর্ত্তি ছাড়িত না। নানারূপ অনৈসর্গিক ভর প্রদর্শন ও নানা বিকটমূর্ত্তি পরি-

গ্রহণ করিয়া প্রস্তির নিকট হইতে ছেলে লইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিত।

**অনু**শ্যবাবুর ভগিনীর কোনু আত্মীয়ার প্রতি, প্রসব*্*গুহের ভত্বাবধানের ভার পড়ে। একদিন উক্ত প্রেত্যোনির ভীতি প্রদর্শনে একবার আত্ম-হারা হইরা সন্ত-প্রস্ত সম্ভানকে সাবধানে রাখিতে গেলে, হঠাং সে সম্ভান ক্রোড়চ্যুত হয়। দঙ্গে দঙ্গে রক্ষাকর্ত্তী ভয়বিহবল। হইয়া মুর্চ্চিতা হন। ক্রোড়চাত হওয়াতেই দেই সভ-প্রস্ত সম্ভানের প্রাণ বিয়োগ হয়। তৎপরে প্রেতমূর্ত্তিও কিছুদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে সেই বাটীর কোন প্রস্থতিরই সন্তানের জীবন-রক্ষা হইত না। যাহা হউক, ইহার কিছুদিন পরে নিম্নলিখিত ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত বাটীর কর্ত্রী 🗸 ভোলানাথ বাবুর পত্নী একজন সাহসী, ধর্মপরায়ণা রমণী। এক সময় তাঁহার কঁন্সা, সন্থান প্রস্নব করিলেন। প্রস্কৃতির প্রস্নব গৃহে সম্ভানের রখা কল্পে নবপ্রত্তির সহিত তিনি রাত্রি-মাপন করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। সারারাত্রি তিনি সম্প্রান্ত ক্রেড়ে লইয়া বিদিয়া থাকিলেন। ঠিক দিপ্রহরে, যখন সেই পূর্বাক্থিত প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হুইল এবং যথন দে ছেলে লইবার জন্ত, নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, তথন তিনি অতীব ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে সেই প্রেভমূর্ত্তির স্থিত কথা কহিতে ও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রেতের ভয় প্রদর্শনোপযোগী বিকট প্রেত্নীলা ভাঁহাকে সামান্তমাত্র ভীত বা বিচলিত করিতে সন্দর্শন হইল না। এইর্নপে ২০টী রাত্তি প্রেতমূর্ত্তির সহিত বিবাদ করিবার সময় বলিলেন, "বদি পুনর্কার তুই আমার সমুধে খ্রাসিদ্'বা শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া না যাস্, তবে এখনই তোকে ঝাঁটিয়ে ভোর বিছ ঝাড়াব।" এই বলিয়া পার্শ্বন্থ সন্মার্জনী উত্তোলন পূর্বক প্রেতমূর্ত্তি লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর হইতে আর সে প্রেতমূর্ত্তি

দেখা যাইত না। আর কখনও সে বাটীতে সেই প্রতিমূর্ত্তি সম্ব প্রস্তুত শিশু চাহিতে আসিত না।\*

কলিকাতা, ১৪ই কাৰ্ত্তিক, ১৩১৬।

শ্ৰীব্রছেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ্র 'ভাহ্নবী'-কার্য্যালয় ৬৬ নং মানিকতলা দ্রীট।

### ভৌতিক কাণ্ড।

আম্ম কাল পাশ্চাতাশিক্ষাভিমানী বান্ধালী বাবুদের মধ্যে অনেকেই প্রমাণ বাতীত কোন কথা শুনিতে বা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কেই কেহ আবার মৃত পিতামাতার অন্তিত্ব স্বীকারেও কুঠা বোধ করিয়া থাকেন। "এহেন "প্রমাণের যুগে" আমি ভূতের কথা কহিতে বসিয়াছি, ইহা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা বলিতে পার্রিনা। ভবে এই পর্যাম্ভ বলিতে পারি যে, বক্ষামান প্রবন্ধে আমি যে ঘটনা বিবৃত করিব তাহা সম্পূর্ণ সত্য, ইহার কণামাত্রও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। এই ঘটনাটি নিতান্ত আধুনিক বলিমা এবং বৈষয়িক ক্ষতির সন্তাবনা ব্ঝিয়া এই ঘটনাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা গোপন করিতে বাধা হইলাম। ষাহা শুনিয়াছি এবং বিশেষ প্রমাণে যাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিব।

আমি বে বাটীর বিষয় বিবৃত করিতেছি সে বাটীথানি কলিকাভার উপকণ্ঠবৃত্তী থিদিরপুরে অবস্থিত। শুনা যাম যে বর্ণিত ঘটনার পূর্বে ৰ্ম্ম বাটীতে আৰু কথনও ভূতের উপদ্ৰব ছিল না। যে বাটীতে এ ঘটনা

বলা বাহুল্য অমুল্যবাবু এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা বচকে দেখিয়াছেন। লেখক

হয় সেই বাটাখানি বিতল এবং বহু পুরাতন। বাটার একদিকে রান্তা এবং হুইদিক ফাঁকা, কেবল পূর্বদিকে একখানি বসতবাটা আছে। আমার জনৈক বন্ধু সেই বাটাতে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার স্ত্রী নাকি একদিন তাঁহার ভ্রমীর নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে,কে যেন তাঁহাকে বলিয়াছে যে, "ভূই এ বাটা হুইতে চলিয়া যা, নতুবা ভোকে মারিয়া ফেলিব।" আমার বন্ধু তখন একথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, সহজে বিখাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই, তাঁহার স্ত্রী কঠিন রোগাক্রান্তা হন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া ক্ষেওৱা হয়। পিত্রালয় যাইবার এক মাসের মধ্যেই তাঁহার তিন বৎসরের ছেলেটা হুই দিনের জরে মৃত্যুমুখে পতিত হুইল। সেই সময় হুইতে আল পর্যান্ত থিদিরপুরস্থ বাটাতে সকলেই ভূতের অত্যাচারে উর্যান্ত।

বন্ধু আরও বলিয়াছেন, তিনি নাকি একদিন সন্থার প্রাক্তালে ছাদের উপর পারচারি করিতেছেন, এমন সমর সমূবে ছোট ছোট ইট পড়িতে লাগিল। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইরা চারিদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিরৎক্ষণ পথেই আবার গরুর হাড় ও নানাপ্রকার মরলামাখান নেক্ড়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাঁড়ার ঘরের হলুদ ও স্থপারি প্রভৃতিও পড়িতে লাগিল। তখন তাঁহার মনে দৃঢ়বিশাস হইল যে ইহা ভৌতিক কাও ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিসে এই উপদ্রবের শান্তি হর, এই ভার্বিরা অধীর হইরা পড়িলেন। তৎপরে বালীগঞ্জের হুংথে মোলানামক একজন ভূতের রোজাকে অনেক সাধ্য সাধন্য করিয়া, ও বছ পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রত হইয়া, তাহাকে স্বীর ভবনে লইয়া আসিক্ষেত্র বালা আদিয়া বলিল, ক্ষাপ্তটা জিনের হারা হইতেছে, আমি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারিব না। প্রতই বলিয়া রোজা শগুহে প্রস্থান

করিল। তৎপরে তাহার বড় মাতৃল মহাশর আসরে নামিলেন, কিছ উপদ্রবের প্রতীকার করিতে সক্ষম হইলেন না। উপদ্রবের আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার জ্রীর সেমুক্ত ও কাপড় একমর হইতে অক্তঘরে আপনা আপনি যাইতে লাগিল, থাবার জিনিসপত্র অপহত হইতে লাগিল; শয়নককে মল মৃত্র নিকিপ্ত হইতে লাগিল। ব্যাপার শুক্লতর বুঝিরা বাটীতে হরিসংকীর্ত্তন ও তুলসী দিবার ব্যবস্থা করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর তুলদী দিলা চলিলা ঘাইবার অব্যবহিত পরেই একটা অলানিত শক্তিবলে পুলার ঘট। আপনি বাজিয়া উঠিল এবং ছগ্ধ ও ঘত একত মিশ্রিত হইল। • কিছতেই কিছু হইলনা দেখিয়া, ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ গণৎকার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন,—"মুকাপুর দ্রীটে একজন ব্রাহ্মণসন্তান আত্মহত্যা করিয়া একজন নীচ জাতীয়ের বাটীতে ভূত হইয়া অবস্থান ক্রিতেছিল,গৃহস্বামী, প্রতিকার করায় ভূত মহাশয় মূজাপুরু হইতে সোণাই যাইতেছিল,পথে অপনাদের বাটীতে বিশ্রামার্থ বিসয়াছিল,আপনার স্ত্রী সেই সময় ছাদের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, কাপড়ের আঁচলটা ভূতবাবাজীর গাত্রম্পর্শ করিয়াছিল: সে সেই জন্ম কুদ্ধ হইয়া এরূপ উপদ্রব করিতেছে। ভন্ন নাই, 'উড়োভূত' শীঘ্ৰই চলিয়া যাইবে; তবে শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে ক্ষেক্টা ঘোড়ার খুর আনিয়া প্রতোক ঘরের দরজায় পুতিয়া দিতে ছইবে এবং আপনার স্ত্রীকে একটা 'রামকবচ' ধারণ করিতে হইবে।" প্রিয়নাথবাবুর কথা শীঘ্রই কার্যো পরিণত হইল, কিন্ত 👣 ছুই ফল मर्निन नां।

ু তংপরে তিনি প্রসিদ্ধ ভূতের রোজা ৺গলাময়রার পৌত, বছবাজারস্থ বিনোদচন্দ্র মোদকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে ৪ টাকা ভিজিট

<sup>🗸 🛊</sup> এই ঘটনাটী আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থিনিয়পুরে লইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া বাটার সমস্ত পুঞামপুঞারপে পরিদর্শন করিয়া বলিলেন,—"ভূত তাড়াইতে হইলে একটা ক্রিয়া করিতে হইরে" বলিয়া, ১৪১০ টাকার একথানি লমা কর্দ দিলেন; এবং তদমুসারে কার্যাও হইল কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না দেখিয়া, তাহার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ভূতের উপদ্রব একেবারে নিবারিত হইল না বটে, কিন্তু ইহার পর মাঝে মাঝে কেবলমাত্র হুই একটা ইট পড়া ব্যতীত আর কোন উপদ্রব পরিলক্ষিত হইত না।

প্রায় ছই মাদ পক্লে তাঁঃহার জ্রীকে আবার বিদিরপুরে আনা হইল। ইহার পর ২।১ দিনমাত্র নিরাপদে কাটিল। পরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ যে তারিখে সরকারী উকিল আন্ততোষ বিশ্বাস আততায়ীর গুলিতে হত হন, সেইদিন রাত্রি তুইটার সময় হঠাৎ উপর হুইতে একটি ট্রাকা পড়িল। নেই টাকার শঙ্প তাঁহাদের উভয়েরই ঘুম ভাঙ্গিল; ট্রুঠিয়া আলো জালিয়া দেখেন যে বাকা খোলা, বাঁকো যে টাকা ছিল গণিয়া দেখেন যে তাহা হইতে মাত্র একটি টাকা কাম হইল। ইহার প্রর তুই একদিন ভালর ভালর কাটিয়া গেল। আর একদিন শ্বনকক্ষ হইতে তাঁহার মেরের একটি জামা এবং চারিটা টাকা অপহত হইল: অথচ শরনকক্ষের অর্গল সর্মান্ট বন্ধ থাকিত। প্রদিন রাত্রিতে আবার তাঁহার স্ত্রীর কাণ হইতে ইয়ারিং অপহত হইল, অনেক অমুসদ্ধানেও খুজিয়া পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখেন আঁগেকার অপহত জামা, চারিটী টাকা ও ইয়ারিং একসঙ্গে পুঁটুলী বাঁধা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। এ ঘটনার ছই তিন দিন পরে রাত্রিতে ঘুমস্ত অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীর সমস্ত গাঁত্রে বিষ্ঠা লেপন করিয়া দিয়াছিল। এই ঘটনার পরেও আবার অনেক রোজা ডাকা ও নানাপ্রকার প্রক্রিয়া করা হইয়াছিল, কিন্তু ভূতবাবাজীর

অতুল প্রতাপ কিছতেই ধর্ম করা গেলনা। আর একটু বিশেষ আশ্চর্যোর বিষয় এই বে, বাটীর নিমতলের ভাড়াটীয়াদের উপর এযাবত কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। ভূতের ব্যত আফ্রোল কেবল তাঁহার ন্ত্রীর উপর। তাঁহার স্ত্রী কিন্ত, শাস্ত, শিষ্ট ও তাঁহাতে চঞ্চলতা একেবারেই নাই। যাহা হউক এই প্রবন্ধবর্ণিত ঘটনার কণামাত্রও অতি-রঞ্জিত নহে। আত্মন্ত সে বাটীতে ভূতের উপদ্রব চলিতেছে। যদি কোন ব্যক্তি ইহার কোন প্রতীকার করিতে পারেন তবে প্রপীডিত পরিবার বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং গ্রহণেচ্ছু হইলে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবেন।

> শ্রীজ্ঞানেক্রকুমার বস্থ। ১১নং রাজা নবকুষ্ণের খ্রীট্র, কলিকাতা।

## "পুনরাগমন"।

্ ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

আলু ও কপি আমার কাল হইল ! চটিওয়ালা ব্রাহ্মণ এসকল সামগ্রী দিরা ব্যশ্নন রাঁধিতে সেরূপ অভ্যন্ত ছিল না। স্থতরাং রাঁধিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব ঘটিল। আহারাদি সমাপন করিয়া চটি পরিত্যাগ করিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সন্ধার পূর্ব্বেই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত ভিনক্রোণী মাঠ পার হইতেই হইবে। আমি বেহারাদিগকে একট্ট ক্রুত চলিতে আদেশ দিলাম।

সমস্ত দিন আকাশ নির্মান ছিল। প্রাকৃতির অবস্থার আমাদের শকার কোনও কারণ ছিল না। এইজন্ত আমার সহচরবর্গ উল্লাসে আমার পালকীর সঙ্গে ছুটিরা চলিল। মাঠের ধারে যথন উপস্থিত হইরাছি, তথন দেখা গেল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, আকাশপ্রাস্থে একটু মেবের সঞ্চার হইরাছে।

মেৰ বেথিয়াই হরিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবু! দক্ষিণপশ্চিম কোণে একথানা মেঘ দেখা দিয়াছে।"

আমি পালকী হইতে মুধ বাহির করিয়া মেঘের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম।
দেখিয়া মেঘের অবস্থা যদিও ভাল ব্ঝিতে পারিলাম না, তথাপি দর্শনমাত্রেই অস্তরে অকস্থাৎ কেমন একটা ভয় জাগিয়া উঠিল।

হরিয়া বলিল—"মেঘথানার চেহারা বড় ভাল বোধ হঁইতেছে না।" আমি বলিলাম—"তাহ'লে কি করিব ?"

হরিয়া উত্তর করিল—"একটু অপেকা করিলে ভাল হয়। কেননা বৃষ্টি আদিলে মাঠে বড়ই বিপঁদে পড়িতে হইবে।"

আমিও সেটা বুঝিলাম। যদিও শরৎকালের মেল, বিশেষ আশক্ষার কারণ নাই, তুরু এক গশুলা বৃষ্টি হইলে দাঁড়াইব কোথার ? মাঠে মাথা ঢাকিবার স্থান নাই। কিন্তু এথানে অপেকা করিতে গেলে যদি রাজি হইয়া পড়ে। রাজিকালে সে মাঠ অভিক্রম করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ বৃষ্টির পর কর্ম্মাক্ত পথে চলিতে নানা অস্ত্রবিধা ভোগ করিবার সম্ভাবনা।

কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট হইয়া আমি দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দরোয়ান আমার আদেশের উপর নির্ভর করিল।

অনেক বিচার বিতর্কের পর আমরা সকলেই মঠ পার হইতে সঙ্কর করিলাম।

মেঘ দেখিতে দেখিতে পশ্চিম আকাশস্থ প্রান্তগামী স্থ্যকে ঢাকিরা ফোলন। হরিয়া তুলাসিংকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দরোয়ানজী! কি দেখিতেছ?"

তুলাসিং বলিল—"কুচ ডর নেই—চলো!"

বেহারারা প্রাণপণে আমাকে লইয়া ছুটিরাছে। আমি অসময়ে আহারের ফলস্বরূপ, অতর্কিতভাবে তব্রাবিষ্ট হইয়াছি। সহসা ভীষণ বব্রপতন শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। তব্রাভঙ্গে বুঝিলাম, আমার হৃদয় প্রবলভাবে কম্পিত হইতেছে।

সেই অবস্থাতেই দেরোয়ানকে ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না।
তথন দেখিলাম পালকী ভূমিতে রক্ষিত। আবার পালকী হইতে
মুখবাহির করিলাম। দেখিলাম, দরোয়ান, চকু ছইহত্তে ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া
আছে। সমস্ত বেহারারা আমার পালকীর চ্ছুর্লিকে সমবেত হইয়াছে।
বিশ্ব কাহারও মুথে কথা নাই।

আমি তাহাদিগকৈ পাল্কী উঠাইবার আদেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময় আর এক বজ্ঞ শব্দ। সেরপ ভীষণ শব্দ বুঝি জীপ্রনে, কথনও শুনি নাই। শব্দ ও তীব্র আলোক পরস্পারে জড়াঞ্জি করিয়া, একটা বিকট হাস্তের উপর অন্তর্রটাকে থেন ভাসাইয়া তুলিল। আমি মুহুর্ত্তের জন্ম দুদিলাম।

চোথ মেলিয়া দেখি, একটা বেহারা ও তুলাদিং ভূমিতে মূর্চিছত ইইয়া পডিয়াছে।

আমি পাল্কী হইতে বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র হরিরা বলিরা উঠিল—"বাবু! আর ভয় নাই—বাজ গাছে পড়িরাছে।" ফিরিয়া দেখি সমূথেই রাম দিঘী। তাহারই পাড়ের একটা স্থ্রহৎ তালগাছের উপর বাজ পড়িয়াছে। গাছটার মাথা জ্বলিতেছে। ' সামাগ্র শুশ্রবায় দরোয়ান ও বেহারার জ্ঞান ফিরিল। আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

রায়দিঘীর সমীপে আদিতে না আদিতেই মুবলধারে বৃষ্টি আদিল। প্রকৃতির বিকটহাদির অহুরূপ অঞ্জল—করিভণ্ড ধারা।

কোথায় যাই, কি করি ভাবিয়া আকুল হইলাম। পালকীর ছাদ ভেদ করিয়া গায়ে জল পড়িতে লাগিল। জলধারা মাথা হইতে চোথে পড়িয়া বেহারাদের প্রতিপাদক্ষেপে দৃষ্টিরোধ করিতে লাগিল। প্রতিপদে পতনের আশক্ষা বিপচ্চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বাহিরে কি হইতেছে, আমার সঙ্গিগণের মধ্যে ধে কি করিতেছে, জানিতে সাংশ্র হইল না।

আমি পালকীর ধার কর করিয়া চকু মুলিয়া বছকাল পরে জীবর স্মরণ করিতেছি, এমন সময় একজন বেহারা ধার ঈবজুমুক্ত করিয়া বলিল—"হজুর! দিবীর ধারে একটা প্রকাণ্ড ভেঁতুল গ্রাছের আশ্রম পাইয়াছি। ছকুম করেন, তাহার তলায় বিসি। একপ অবস্থায় চলিলে বিপদ হইবার সন্তাবনা।"

আমি বলিলাম—"কেন, ধীরে ধীরেও কি চলিতে পারিবে না ?" বেহারারা উত্তর করিল—"চলিতে পারিলে, তুজুরকে জানাইব কেন ? চোথে জল পড়িতেছে। স্থমুথে মাঠের উপর দিয়া পথ—চিনিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম— "দিন শেষ হইতেছে—মেঘের অস্তরালে সপ্তমীর টাদ কোনও আলোক সাহায্য করিবে না। যদি শীঘ বৃষ্টি না ছাড়ে, তা' হইলে কি করিবে ?"

আমার এ যুক্তিযুক্ত কথার বেহারা কোনও উত্তর করিতে প্রারিল না। সে সঙ্গীদিগকে বলিল—"বেমন করিয়া পারিস, পথ দেখিয়া চলিয়া চল।" ( २७ )

বৃষ্টি থামিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধকার অলে অলে সেই বিশাল প্রান্তরকে আ্রুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা এখনও রায়দিবীকে অভিক্রম করিয়া অধিক দুর যাইতে পারি নাই।

দিবীর পাড়ের তালগাছটা হইতে তথনও পর্যাস্ত অল্ল অল্ল ধৃমনি:স্ত হইতেছিল। ভয়ে ভয়ে আমি এক একবার দিবীটার দিকে দৃষ্টিনিকেপ করিতেছিলাম। প্রতিবার্বেই ধুমোলামের সঙ্গে সঙ্গে দিঘীর সেই অন্ধকারাবৃত মধ্যভাগ প্রবর্দ্ধমান জীনদেহের স্থায় বোধ হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন এক কুধার্ত্ত রাক্ষস একস্থানে বসিরা, আমাদিগকে উদরম্ব করিবার জন্ম হাত বাড়াইতেছে।

সকলেরই প্রাণে বুঝি এই ভন্ন জাগিয়াছে! ইহার কিছু পূর্বে আমার সঙ্গীর: পরস্পরে ভফাৎ হইরা আসিতেছিল। আমি একবার ৰূথ বাহির করিয়া দৈখিয়াছি, বদলি বেহারারা পালকার অনেক দ্রে পড়িরাছে। তাহাদের পশ্চাতে হরিয়া—সকলের পশ্চাতে ভুলানিং। মুদ্ধিত হইবার পর হইতে মুর্বাণতার জন্মই হউক, অথবা অপর কারণেই হউক, তুলাসিং আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারিতেছিল না। এখন দেখি স্কলেই আমার পালকীর নিকটে সমবেত হইরাছে। বিশেষতঃ তুলাসিং একেবারেই পালকীর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়াই সে বাহকদিগকে একটু ক্রত চলিতে আদেশ করিল।

কিন্তু বাহকরা চলিবে কি ! মাঠ জলপূর্ণ হইয়াছে, মাঠের মধ্যের পথচিহ্ন অনুন ফুবিয়াছে। তাহারা বারংবার বিপথে চলিতেছিল। বেখানে বেখানে পথ দেখা ৰাইতেছিল, বুরিয়া বেড়িয়া ভাহারা আবার সেই পথ অবলয়ন করিভেছিল।

ু তুলাদিং একবারমাত্র এপথে আদিয়াছে, আমি বছদিন পরে দেশে

840

ফিরিতেছি। মাঠের পথ পথিকের পদচিক্তে প্রস্তুত হয়—বংসর বংসর তাহার পরিবর্ত্তন, আমরা কেহই পথ সম্বন্ধে সম্যক বিদিত নই। বাহকদিগের ব্যবসায়গত বৃদ্ধির উপর নির্ভরতা ভিন্ন আমাদের আর উপায় রহিল না।

চলিতে চলিতে অন্ধকার ঘনীভূত হইরা আদিল। আমাদের প্রতি কুপাপরবল হইরা সপ্রমীর চকু মেঘের আবরণ ছিন্ন করিতে হই একবার চেষ্টা করিলেন—মেঘের উপর মেঘ পড়িয়া তাঁহীর মুখ ঢাকিরা ফেলিল। আমরা পথ হারাইলাম।

আবার বৃষ্টি আরম্ভ হঁইল'; কিন্তু বৃষ্টির আর সে জীের নাই। হরিরা বিলিল—"বাবৃ! এ দেশের পথ ঘাট যে ভালরপ আনে এমন একজন লোক আপনার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।" বিপদের উপর বিপদ আমাকে অনেকটা সাহসী করিয়াছে। বিশেষতঃ আমার বিখাস আক্তে মাঠ পার হইতে পারিলে একটা না একটা গ্রামে উপস্থিত হইব। বৃষ্টির ভাবেও বোধ হইল, শীঘ ইহার নিবৃত্তি হইবে। চাঁদ না দেখা দিলেও অন্ধকারের গাতভা অনেকটা নই করিতে পারিবে।

সেই সাহসে হরিয়াকে বলিলাম—•"ভয় কি ! তোরা একটা গ্রামকে লক্ষ্য কর — আমাকে সেই দিকে লইয়া চলু।"

হরিয়া বলিল—"আগনি সোনার কলিকাতা ছাড়িয়া এ কোন্ দেশে চলিয়াছেন, আর কি স্থাধের জন্মই বা চলিয়াছেন ?"

হরিরার কথায় বিপদের উপরেও আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম—"হরিয়া! স্থের প্রত্যাশা না থাকিলে এদেশে আসিুব কেন ?"

হরিরা বলিল—"কি সুখ আপনি জানেন; কিন্তু আমি বলি আপে জানিতে পারিতাম, আপনি এরপ দেশে আসিবেন, তাহা হইলে আমি কথনই আপনাকে আসিতে দিতাম না।"

আমি বলিলাম—"আমি আমার জন্মভূমিতে চলিয়াছি। কলিকাতা সোনার হইতে পারে, কিন্তু হরিয়া জন্মভূমি হইতে কি তার মূল্য বেশি ?"

জন্ম ভূমির মর্যাদা কথনও রাখি নাই। লোকণজ্জায় কলিকাতাত্ব আত্মীর বন্ধুর কাছে তাহার নাম পর্যাস্ত কখন উচ্চারণ করি নাই। আজও যে তাহার মর্যাদা অনুভব করিতেছি তাহা নহে। শুধু হরিয়াকে নিরুত্তর করিবার জন্ম কথাটা বলিনাম।

বাস্তবিক হরিয়া আমার উত্তর শুনিয়া নিরুত্তর হইল। কিয়ৎকণ সে আমার পালকীর দোর ধরিয়া নীরবে চলিল, তারপর একটি দীর্ঘধাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"জগবন্ধ। মনিধকে আমার মানে মানে ঘরে পৌছিয়ে দাও।"

আমি বলিলাম—"ভয় কি হরিয়া।"

হরিয়া বলিল-"বাবু! তা' হইলে বলি; যাহাকে আপনার দরোয়ান চড় মারিয়াছিল, সেই ঝাঁকড়াচুলো মার্যটাকে দিঘীর ধারে **জল**লে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

সে লোকটার কথা আমি একেবারেই ভূলিয়া বিয়াছিলাম; হরিয়ার কথা ভনিবামাত্র সমস্ত বিভাষিকা ক্টয়া সেই যমদুতের মূর্ত্তিটা আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। জাগরণের সঙ্গে বিষম ভয়ে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সহস্র চেষ্টাতেও হংকম্প রোধ করিতে পারিলাম না। তবু আমি হরিয়াকে সাহস দেখাইবার জক্ত বলিলাম—"তোমারা কুড়িটা হাতে যদি আমাকে মানে মানে ঘরে পৌছাইয়া দিতে না পার, হুলো জগবন্ধ কি করিহব ?"

হরিয়ৢ একবারমাত্ বলিল—"ছি বাব্! অমন পাপকথা মুখে আনিবেন না।", আর কোনও কথা সে কহিল না।

় দুরে একখানা গ্রামে সপ্তমীর সাদ্ধ্য আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল।

সেই শব্দ শুনিবামাত্র আমি বেয়ারাদের বলিলাম— "ওই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চল্। শব্দ শেষ হইতে প্রায় আধ্বন্টা সময় লাগিবে। সে সমরের মধ্যে আম্রা অস্ততঃ গ্রাম্প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিব।"

বাহকরা শব্দ লক্ষ্যে চলিল। আমি ইংরাজী ভজনার ভাবে চকু মুদিরা করবোড়ে একবার ঈশ্বরের ন্তব করিয়া লইলাম—"হে পরম কারণিক! হে সর্বাশক্তিমানু! হে জগৎপালক! আমি বিপন্ন হইরাছি। এ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর!"

স্তব করিলাম বটে, কিন্তু স্তবে সেরূপ আন্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ ঈশ্বর নির্ভরতা আঁমার আদিল কই ? ঈশ্বন-সম্বন্ধে এতকাল কেবল সন্দেহই করিয়া আদিয়াছি। কেবল মানসিক তুর্বলতা প্রযুক্ত তাঁহার অন্তিম্বে একেবারে অবিশ্বাস করিতে সাহসী হই নাই। স্থতরাং ভগবানে আমার সেরূপ একাগ্রতা আদিল না। আমি—স্তবের নামে আত্মপ্রতারণা কঁরিতে লাগিলাম।

ন্তবের সঙ্গে সংগ্রহার সহচরদের শক্তি সামর্থ্যের সমালোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। হিসাবের একটা পড়তা করিয়া সেই আগন্তক ডোমটা হইতে আমার বল অনেক অধিক এই ভাবিয়া নিশ্চিক্ত হইতে যাইতেছি. এমন সময় বাজনা থামিল। শক্ষ বন্ধ হইল দেখিয়া আমি ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গ্রাম আর কতদ্র ?"

প্রথদুে কাহারও কাছে কোনও উত্তর পাইলাম না। দিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম। একজন বলিল—"ঠিক বুঝা যাইতেছে না।"

"এখনও বুঝা যাইতেছে না! তবে তোরা এতক্ষণ চলিয়া ক্লিকরিলি!"
মাঝে মাঝে বিছাৎ চমকিতেছিল। সেই বিছাতের সাহায্যে আমি
নিজে একবার দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কি নর্মনাশ! কোথার
আসিয়াছি! গ্রাম কই ?

ছরিরা বলিল—"বাবু! আমাদের দিশা লাগিরাছে। আমরা আবার সেই রারদিঘীর ধারে ফিরিয়া আসিয়াছি। সকলেই বুঝি প্রাণে মরিলাম।"

হরিয়ার কথা শেষ হইতে না হইতে, তালবনের অন্ধনার ভেদ করিয়া এক বিষম কর্কণ ইঞ্জিভশন্ধ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সমীরণে একটা বিষম স্পন্দনশন্ধ উথিত হইল। তুলাসিং অমনি আর্দ্তনাদ করিয়া উঠিল। বুঝিলাম আমরা দত্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। পুরক্ষণেই হরিয়া একটা আর্দ্তনাদ করিয়া নিস্তন্ধ ইইল।

বাহকরা পালকী ভূমিতে রাখিয়া পলায়ন করিল। আমার কে সহচর রহিল আমি জানিতে পারিলাম না। চারিদিক নিস্তর—বোধ হুইল সেই প্রকণ্ড মাঠের মধ্যে আমি একাকী।

মূহমূ হ: বিজ্ঞলী শপান্দিত হইডেছিল, কিন্তু পালকী হইতে মূধ ৰাড়াইয়া অবস্থা জানিতে আমার সাহস হইল না। আমু ভিতরে ৰসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম।

সেই পূর্ব্বপরিচিত স্বর; কিন্তু क্লি কঠোর! সে স্বর সমস্ত প্রাপ্তরটা যেন উন্মন্তের স্তার একবার পরিত্রমণ করিরা লইল। আবার যেন সেইমত তীব্রতায় আমার কর্ণে প্রতিথ্বনিত হইল।

দস্য অতি তীব্ৰ ভাষার আমাকে গালি দিয়া বলিল—্"বাহিরে আয়। দশ দশ জন সঙ্গীর সাহসে উন্মত্ত হইয়া, আমাকে একা দেখিরা বিনা অপ্রাধে অপ্লমান করিয়াছিস্। এখন একবার বাহিরে আসিয়া দেখ-তোর কে আছে। তোর কোন বাবা এখন আসিয়া ভোকে রক্ষা করে।"

বাস্তবিক এখন আমার কে আছে? কে আমার শক্তিমান

পরমান্দ্রীর আছে, এই জিঘাংস্থ দম্যের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পার ? কি জানি কেমন করিয়া আমাদের সেই পিতৃপিতামহ কর্তৃক অর্চিত সেই শিশাপও আমার শ্বরণ পথে উদিত হইলু। মৃত্যুভরে আমি আত্মহারা হইরাছিলাম। সেই শিলাপও স্থৃতিতে আসিবামাত্র, আমার ফ্রদরের আবরণ উন্তুক্ত হইরা গেল। আমি কর্যোড়ে বলিয়া উঠিলাম—
"দামোদর! আমাকে রক্ষা কুর।"

"কেন খোঁচা খাইরা মরিবি—বাহিরে আঁর।" এই বলিরাই দক্ষ্য পালকীর মাথার যষ্টির আঘাত করিল। পালকীর মাথা চুর্ব হইরা গেল। সেই সঙ্গে শুনিতৈ পাইলাম, অতি দূর ইইতে কে যেন বলিতেছে—"ভয় নাই।" আমি মুচ্ছিত হইলাম।

মৃদ্ধ । ভলের সঙ্গে সংশে শুনিতে পাইলাম— "অতি মধুর স্বরে কে আমাকে ডাকিতেছে— "গোপীনাথ!" । ধীরে ধীরে শারন উন্মীলিত করিলাম। আমার রক্ষাকর্ত্তার মুখ দেখিলাম।" সমস্ত ঘটনা এক মৃহুর্ত্তে ধেন স্থামর বোধ হইল। অবসাদে আবার চক্ষু মৃদ্রিত করিলাম। সেই অবস্থার আবার শুনিলাম — "উঠ গোপীনাথ! উঠ ভাই! দামোদর ভোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

এবারে নিশ্চয় বুঝিলাম, স্বপ্ন নয়, আমি থুলপিতামহের কোলে।
আশ্রের পাইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকীরোদ প্রসাদ বিস্থাবিনোদ।

#### যমালয়ের পত্রাবলী।

( পূর্ব্ধ প্রকাশিতের পর। ) t পঞ্চম পত্র।

আমি ষেন এখানে স্বগৃহাগত, ক্রমে ক্র্মে, এই ভাব আমার মনে আমিতে লাগিল। স্বগৃহাগত? স্বগৃহ! নিজ আবাস স্থান! তোমার সহিত কত মধুর প্রতিধ্বনি জড়িত আছে! কত মিয়, কত শান্তিমর স্থতি, তোমার নামের সহিত গ্রথিত! তোমার ফথা মনে আমিলেই, পৃথিবীতে কত নিরাশহন্যে আশার সঞ্চার করিয়া দেয়! কত নিজ্জীব চিত্তে প্রবল শক্তির ক্রীড়া করায়! আর এখানে? তোমার চিস্তা কি তার! অতোষণীর বাদনাসমূহ জড়িত থাকার তোমার স্থৃতি কি মনঃপীড়াদারক! নরকবাসে জাতাভাগে হইলে যে যম্বণার লাঘ্ব হয়, তাহা শয়। যে বিচিত্র বহিঃশক্তি পূর্বে নরকবাসের প্রথম অবস্থার, আমাদিগকে ঘ্রাইত কিরাইত, আমাদিগকে অনিজ্ঞাসত্তে নানাকার্য্যে ও চিস্তার জড়িত করিত, এখনও তাহাই আমাকে স্বভ্রনতা অন্তব করিতে বাধ্য করিতেছিল। আমরা স্বভ্রনতা অন্তব করিতে বাধ্য হই—এ কথা অতীব সত্য। তোমরা ব্রিলে ত—ইহাই আমাদিগের এখনকার প্রকৃত অবস্থা!

অন্তর্শক্তি কিংবা বহিশক্তি জানি না, সেই অনিরোধ্য বেগ, সেই অপ্রতিবিধের আবেগ বা উত্তেজনা আমাদিগের পার্থিব জীবনের কার্যা-কলাপে আবার আমাদিগকে প্রবৃত্ত করার। অপ্রকৃত অবস্থার অসত্যবস্তর মিপ্ত্যা করনাই এখানকার দৈনন্দিন আহার্য্য বস্ত ! দেহ নাই, ইক্রির নাই, —তাহারাত দেহের সঙ্গে সঙ্গেই ভত্মীভূত হইরা গিরাছে। আছে কেবল ইপ্রিরভোগ্যবস্ততে আসক্তি, আছে কেবল বাসনাসমন্তি। চক্ষু নাই,

দেৰিতেছি,—ভাবিতেছি চকু আছে। কৰ্ণ নাই, শুনিতেছি,—ভাবিতেছি কর্ণ আছে। সেইরূপ হস্ত নাই, পদ নাই, ত্বক্ জিহ্বা কিছুই নাই,—অপচ ভাবিতেছি সবই আছে। কেবলই কি ভাবিতেছি—ইক্সিয়াদি নাই,—স্বার কিছু না? চকু যাহা দেখিত,ঞীনেও তাহা দেখিতেছে, শ্ৰবণ যাহা শুনিত. এখানেও তাহা ভনিতে পাইতেছে। তবে পৃথিবীতে দেখা, সেখানে ভনা, সেধানকার ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য হইতে এথানকার অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে দর্শন শ্রবণাদির দারা আমার যে তৃপ্তি হইত এশানে তাহা হয় না ৷ তথার অমুভূত বস্তুর সহিত আত্মতৈত্য কিরুপভাবে যে অভিত হইয়া যাইত 📭 তথায় অসুভবটা যেন নিজ• চৈততের অংশ বলিয়া মনে হইত ৷ আর এখানে কিছুই যেন আত্মতিতভাগ্রাহ্ম বলিয়া মনে হয় না। অনুভবনীয় পদার্থ ও আত্মটেতভা, উভয়ের মধ্যে যেন কোনও সম্বন্ধ নাই, উভয়ের মধ্যে যেন একটা হুল্জ্বানীয় বিরাম স্থান। আমি শত চেষ্টায়ও অফুভবনীয় বিষয়কৈ আত্মতিতভাংশ করিতে পারি না। অফুভবনীয় অহভূত হইতেছে না বলিয়াই আমার যাতনা। একদিকে অব্যাহত জীবস্ত বাসনারাশি, অপুর্বদিকে লোভনীয় অনম্ভ সামগ্রী। আমি জীবস্ত বাসনাসমষ্টি লইয়া প্রলোভন সাঞ্রে নিমজ্জিত। অতি ভ্যাতর আমি, তাহার কণিকাও উপভোগ করিয়া লইব, সে শক্তি আমার ভোমরা ট্যান্টলাস (ক') (Tantalus), দিসাই ফানের

<sup>(</sup>ক) ট্যানটালাস (Tantalus)—এইরপ প্রবাদ আছে বে, তীব্র বাসুনাভিত্ত ট্যানটালাসকে নরকে আবদ্ধ করা হয়। সেধানে অদম্য তৃষ্ণাক্ষ কান্ধ্র, ভাহাকে আচিবুক অলে, নদীগর্ভে রক্ষিত করা হয়। সে তৃষ্ণায় কাতর ইইয়া বতবার অকপান করিবার চেষ্টা করিত, বারিরাশিও ততবার তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িত। Darwin অতি মর্ম্মপর্শী ভাষায় তাহার এই বাতনার স্কর বর্ণনা করিয়াছেন।

(খ) (Sisyphus) মর্ম্মবাতনার কথা পাঠ করিরাছ। তাহাদিগের তীব্রষত্রণা পাঠে আমর এ অবস্থার কথা কথঞিং হৃদরক্ষম করিতে পারিবে। সমস্তই এথানে কালনিক,—আমি যে তীবণ অধিকুণ্ডের কথা বিদিয়াছি, সেটাও আমার নিজের কর্মনার ভরত্বর স্ষ্টি। কিছ, আমার মনে হইতেছে তাহা প্রকৃত! আমি কলিত অধিকুণ্ডে প্রকৃত দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি!

সেবাত্ৰত পরিত্রাত্তক।

"So bends to mented Tantalus to drink,
While from his lips the refluent waters shrink;
Again the rising stream his bosom laves,
And thirst consumes him, mid circumfluent waves."

( । সিমাইকাস ( Sisyphus ) একজন অর্তি শঠতাপুর্ব, প্রবঞ্চক, অর্থনোস্থ কোরিছের (Corinth) ভুপতি। তাঁহার মৃত্যুর পর, নিরকে তাঁহালে এক মুর্বাই প্রস্তর শতকে পর্বাহশিধরে উত্তোলন করিলা, তথার স্থাপন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি যতবারই সেই প্রস্তর্থওকে পর্বাতশিধরে অতিক্ষ্টে তুলিয়া তথার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই শিলাখওও ততবার শৈলশির স্পূর্ণ করিয়াই আবার ভূমিতকে পতিত হইয়াছে।

তীর অদয্য বাসনা উভ্ত নরকের বাতনারাশি গলহলে নানাদেশে নানারপে বর্ণিত আছে। ক্যানেভার (canada) সীমান্তে সক্রমন্ত্রনাসী চিপৌয়াল (chipouyans) জাতির মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে বে, মৃত্যুর পরক্রণেই মানব আত্মাকে এক প্রস্তর নির্দ্ধিত তরণীতে রক্ষিত করা হয়। তাহার পর বিধির বিচারে পাপী প্রমাণিত হইলে, ভরণী জলমধ্যে অন্তর্হিত হয়, মানব জীবাল্লা আক্ষ্ঠ জল্লে নিম্প্রিত থাকিয়া ট্যানটলাসের মত অনির্ব্চনীয় তৃকা অন্তব করিতে থাকে। Alexander Mackenzie.—Voyages in the Interior of America.

কান্তিক প্রেস, ২০ কর্ণওয়ালিস খ্লীট কলিকাতা হইতে ঐহিরচরণ নারা বারা বুল্লিত ও ৪৭৷১ শ্রামবানার খ্লীট কলিকাতা হইতে ঐসতীক্রসেবক নন্দী বারা প্রকাশিত।

# অলৌকিক রহস্য।

১১শ সংখ্যা । ]

প্রথম ভাগ।

क सन, ५७५७।

#### मन्ती शनी।

• •-:\*:--

#### মৃত্যুর পর-পারে।

মৃত্যু কথাটিই রহস্থময়। মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হওরা
মৃত্যুসম্বন্ধে অম
মানব মাজেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক দিন বে
মরিতে হইবে, ইলা প্রত্যেক মানবের ভবিষা জীবনইতিহাল্যের অনিবার্য্য ও স্থনিশ্চিত ঘটনা। বোল
হর কেবল স্কুমার মতি শিশু ব্যতীত এমন আর কেই নাই, বাহার
দৃষ্টির সমুপ হইতে কোন না কোন প্রিয়ন্ধন চির দিনের জ্ঞ্য অপসারিত
হয় নাই। এই বিষয়টি সর্বাহ্ণন সাধারণের এতাধিক আবস্থাকীয় হইলেও,
বোধ হয় মানবের সংশ্লিপ্ত এরূপ আর কোন বিষয়ই নাই যাহার সম্বন্ধে
সাধারণ মন্থ্যের মনে এতাধিক কুসংস্থার এবং এরূপ গুরুতর ভূল বিশ্লাস্থ আছে। অধিকাংশ মানবই এই অত্যাবশ্রকীর বিষয়ে কেবল কুসংস্থার ও
অজ্ঞতা বশতঃ কি পরিমাণে বুণা হঃও ও ক্লেণ ভোগ করে এবং শৌক, তাপ
ও আস পাইয়া থাকে, তাহার ইয়ন্তা নাই। অক্লতা ও নির্মান্ধিতা হেতু, ভূক্ত
কালে এই সম্বন্ধে কতকগুলি অম বিশ্লাস বশতঃ কতই বে আমানের আনষ্টি সাধন করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও করিতেছে তাহার গণনা, করা বার না। এই কুসংস্কার গুলি মানব হৃদয় হইতে যগুপি উল্পুলিত হর, ভাহা হইলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বে অসীম শুভ প্রদ হইবে সে বিষয়ে অসুমাত্র সংশয় বাই।

একণে এই সকল কুসংস্কার কেন যে আমাদের হৃদয়ে বন্ধমূপ ' হুইল, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এইরূপ হইবার বিশেষ বা মূল কারণ পাশ্চাত্য জড়বাদ এবং এ দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত ঈশর ও ধর্ম বিরহিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালী। এক সমঙ্গে ভগবৎ কুপায় যুরোপীয় জাতিনিচয়ের অধ্যায় উন্নতি কল্লে উক্ত মহা-বেশের বিভিন্ন জাতিগত মানব্দিগের মঙ্গল সাধনের জ্বন্ত মহান্ত্রা খুষ্টের আবির্ভাব হইরাছিল। কিন্তু ভাগাদোবে উক্ত জাতি নিচয়ের উপবোগী ঐ মহামতি-প্রচারিত প্রেমপূর্ণ শিক্ষা এবং ধর্ম্মতের প্রভা কাল-শৃহকায়ে মলিন হণুয়াতে, জড়বাদের স্রোভে দান্তিক য়ুবোপীয় জাতিনিচর 🕏হার করুণধারা হইতে বঞ্চিত, 😉 বিচ্যুত ভ্রন্ত ইয়া ঐ ধর্মের সার জিনিস গুলিকে বাদ দিয়া সেই পবিত্র দর্মকে কতকগুলি কুঁসংস্কারের জাকে পরিণত করিয়াছে। কেবলমাত্ইংজগতের ত্রথ স্বচ্ছন্দ ও ধন ঐথর্যোর ৰলে বলীয়ান হইবার লালসায় আসণ রত্ন হারাইয়া খুরোপীয় জাতি-নিচর ক্রেমে সুল জড় সভ্যতার উচ্চ :সোপানে আর্চ হইয়া ঈশ্বর-বিরহিত বিজ্ঞানের চর্চার পূর্ণ জড়বাদে নিমজ্জিত হয়। পরলোক এবং প্রকালে সম্পূর্ণ অবিধাদ বশতঃ মানবের এই জগতেই আরম্ভ এবং এই জগতেই শেষ এই বিশ্বাস অধি কাংশ লোকের মনে বেশ বন্ধমূল হইরা শেল হুওঁরাং মৃত্যু সম্বন্ধেও কভকগুলি ভূগ বিশ্বাস এবং কুসংস্থার ও ব্বসাইন।

ৰাতীয়তা হারাইয়া এবং সনাতন ধর্মের উচ্ছণ প্রভা মলিনাক

হওরার যুরোপীয় হুড্বাদের স্রোতে ভারতবাসীও সমস্ত ধর্ম ও বিশাস ছারাইয়া ফেলিল। সুতরাং ধর্ম ও শাস্ত্রের অজ্ঞতা বশত: মৃত্যু সমূদ্রে প্রকৃত তথ্য না জানিয়া কতকগুলা কুদংকারে মন্তিক পূর্ব হইল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে নিয় শ্রেণীর লোকদিগৈর মধ্যে এরপ বিশ্বাস আরও অধিক ব্দত্তা প্রাপ্ত হইল। পাশ্চত্য কড়বাদের স্রোতে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যে বছল পরিমাণে নাস্তিকতা বশতঃ কেহ কেছ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে মৃত্যুর পর সমস্তই ফুরাইয়া ধার স্থতরাং উক্ত বিষদ্ধে মতিক আলোড়িত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।ুকেহ কেহ বলিয়া থাকেন ষে, মৃত্যু সম্বন্ধে মানবের ভুল বিখাদ থাকিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাঁহারা বলেন যে, মরিলে মানুষ নিজে মৃত্যু সম্বন্ধে সভাাসভা আনিতে পারিবে। এবং যন্তপি বর্তুমান বিশ্বাসের সহিত তাহার সামঞ্জন্ত না হয় তাহা হইলে সেই সমর্যে মৃতবাক্তি মৃত্যুর পর-পাত্তে সেই ভুল বিশ্বাস সংশোধন কৈরিয়া লইবে। অত এব জীবিত অবস্থায় ওসকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বুথা মন্তিকের আলোড়ন করা নিস্তারোজন। উক্ত মতটিতে ঈশ্বর-শৃক্ত জড়বাদ বাতীত আগর কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চুইটা মত্ই ভ্ৰমপ্ৰদ। কভ শত সহস্ৰ মানবের মধ্যে অজ্ঞতা বশত: মৃত্যুত্র যে একটা ভীষণ বিভীষিকা থাকা প্রযুক্ত তাহাদের চিত্ত অশান্তির ছীয়ায় সমাচ্ছর করিয়া থাকে এবং পরলোকগত ব্যক্তিদিগের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীরবর্গের মধ্যেও বৃথা একটা হঃৰ এবং চিভোবেগ পরিলক্ষিত হইয়া পাকে; এই সকল বিষয় ভাঁচারা একবারও মনে ভাবেন না। ইহা ব্যতীত তাঁহারা অবগভ নহেন বে, অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর অব্যবহিত প্রুরেই তাহার পূর্বেক ব্রম দংশোধন করিয়া লইতে অসমর্থ। এবং তাহাদের এই অসমর্থতা হেতু মৃতব্যক্তি অনেক সময়ে বিশেষ কণ্ঠ ভোগ করিয়া থাকে।

মৃত্যুর ভরের আর একটা বিশেষ কারণ আছে। মৃত্যুর পরশারের বিষর সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকা প্রযুক্ত অনেকেই জানেন না যে তাঁহারা কোথার ঘাইবেন এবং তাঁহাদের অবস্থাই বা কি প্রকার হইবে। ইহা বাঙীত স্ত্রী, পূত্র, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব টিরকালের অক্ত ছাড়িয়া ঘাইতে হুইবে, এবং ছাড়িয়া ঘাইলে ভাহাদেরই বা কি অবস্থা হুইবে। এই সকল বিষয় মনে হুইলে এবং ভাহার আলোচনা করিলে স্বভাবতঃ প্রাণ আকুল হুইয়া উঠে এবং ভয়ানক একটা বিভীষিকার উদ্ভেক হুইয়া থাকে। অথচ ধর্মে, অনাস্থা এবং শাস্ত বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ কোনই স্থমীমাংসা হুইয়া উঠে না। স্থেরাং মৃথ্যু দম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারায় কেছ কেছ নান্তিকভায় উপনীত হন, কাহারও বা এ বিষয়ে উলাসীনতা আইসে এবং কেছ বা ভয়ে আকুল হুইয়া পড়েন।

ভারতের এমন এক সময় ছিল যথন ভারতের সনাতন ধর্ম্মের প্রভাব
পূর্ণ মাত্রায় বিরাধিত ছিল—যথন সমগ্র ভারতবাসীর ধর্ম পাল্লে বিশাস
অপ্রতিহত ছিল এবং ঐ সকল বিশাস জীবনে ও কার্য্যে পর্যাবসিত
ছইত; তথন মৃত্যু একটা ভয়ানক ভীতির কার্য্য বিলয়া বিবেচিত হইত
না। তথন শাল্রের শিক্ষায় মহান্ ভাব সমষ্টি ভারতবাসীর হাবরে বন্ধমূল
ছিল। সংসারের অভ্যান্ত বিষয়ের পরিবর্ত্তনের ভায় মৃত্যুও ক্ষণ স্থায়্নিষের
পরিচায়ক একটা সংসার-ব্যাপার বলিয়াই পরিগণিত হইত। এই
ঘটনাতে বিশেষ ভয়, উরেগ অথবা বিশেষ হংথের কারণ ব্লিয়া বিবেচিত
ছইত্ত না। মনুষা জন্মিলে মরে, এবং মরিলে আবার জন্মগ্রহণ করে,
এই মন্ড ও বিশ্বাস ভারতে নৃতন নহে। প্রাচীনকালে আর্যাভাতির হাবরে
আই মন্ড ও বিশ্বাস বন্ধমূল ছিল এবং এখনও ঐ মৃত ও বিশ্বাস কাহারও
কাহারও মন হইতে একেবারেই বিস্থা হয়্ম নাই। পরলোকে ও
জন্মন্তরে বিশ্বাস থাকা প্রবৃক্ত আর্যাসস্তানেরা মৃত্যুকে প্রকৃত পক্ষে

মানবের শুভপ্রদ বই অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এই দার্শনিক দেশে মৃত্যু পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের ক্রায় একটা অবস্থার ক্রপান্তর বলিয়া করিত হইত। গীতায় ভগবানের এই প্রসিদ্ধ বচন অধবা উহার মর্ম্ম সাধারণের অবিদিত ছিল না। যথা:—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি ব্লুরোহপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা শুস্তানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা ২।২২।

অর্থাৎ মানব বেমন জীর্ণ বৃদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া নব বর্দ্ধ গ্রহণ করে, সেই প্রকার দেহী অর্থাৎ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান আর এক স্থনে বলিয়াছেন:—

"দেহিনোহিম্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
ভথা দেহান্তর প্রাপ্তিধীরন্তর ন মুহুভি।" গীতা ২।১৩

অর্থাং বেমন মহুন্যাদেহ কৌমার, যৌবন এবং জরা প্রাপ্ত হয়

উপরোক্ত ভগবৎ উক্তি গুলির সারুর মর্ম্ম বে দেশের লোকে জ্বদন্ধে বছমুল সে দেশের মানব কেন মৃত্যুর ভয় করিবে ?

ভজ্জপ আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কিন্ত হার শ কাল প্রভাবে, ভারতের হুর্দ্দশার দিনে হুর্ভাগ্য বশতঃ সনাতন ধর্ম্মের সমস্ত প্রকাশক নির্মাণ এবং প্রশাস্ত জ্যোতিঃ আমাদের স্বদ্যাকাশ হুইতে অপসারিত হুইরা তমসাচ্ছরে আচ্ছাদিত হুইরা পড়িয়াছে। ভাই আজ আমরা সনাতন ধর্মের, শাস্ত্রের এবং আপ্রবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম ও ভগ্য ভূলিরা গিরাছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শিক্ষার উপকারিত। ভূলিরা গিরাছি এবং জীবনী শক্তিও হারাইরাছি।

কিন্ত ভগবৎ কুপার এবং ঋষিদিগের চরণ কুপার ও আশীর্কাদে—
প্নরার বোধ হইতেছে যেন বিভার বিমল-জ্যোতিকণার আভাস পূর্বাকাশে একটু একটু দেখা দিভেছে। ফলু, ইদানিন্তন ব্রহ্ম বা পরাবিভার
শিক্ষা ও উপদেশ বিবিধ স্ত্র হইতে বিভিন্ন আকারে প্নর্কার প্রকাশিত
ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দর্শন ও শান্তাদির আলোচনা ও
অফ্শীলনহেতু পূর্বজন্মের সংস্কার বশতঃ আজ কাল কেহ কেহ ঐ সকল
শিক্ষার উপকারিতার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন এবং আশা করা
যার যে ভগবং কুপার উহার প্রভাব কুনসাধারণের জন্ম ক্রমশঃ
প্রকাশিত হইবে। এই শিক্ষার বিমল ও উজ্জ্ব জ্যোতিঃ প্রভাবে
মৃত্যুরপ ভরত্বর ভীতি-মেন্থ মানব-হাদেয়াকাশ হইতে অচিরাৎ অপসারিত
হইবে। এবং ইহার নারা আমরা মৃত্যুর প্রেক্ত তথ্য ও স্বরূপ কতক
পরিমাণে ব্রিভে প্যারিব এবং সাধারণ মানবের ক্রমোল্পভি চক্রের রহস্তও
কিন্তু পরিমাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইব।

## অদ্ভুত বিবাহ।

সে আৰু অনেক দিনের কথা। প্রায় ছই শতং বংসর পূর্বে মেসিডোনিয়ার ক্রিপাস নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। বৃদ্ধ জ্ঞানী মানা ও বৃদ্ধিমান। পূথিবীর বশের ভাগ তাঁহার ভাগো পড়িলেও কটের ভাগ ভিনি এড়াইতে পারেন নাই। ভিনি টিটাসের মহাকাব্য পড়িতেন, আপনি আমোদ করিতেন, হাসিতেন, গান করিতেন। যথন ক্র্ধার আলা হইড, তিনি টিটাস ছাড়িয়া উঠিতেন, স্ত্রীকে ডাকিতেন আর খাবার চাহিতেন। পণ্ডিতের ঘরে হর্ভিক্ষের হাঁক যেমন হর, এস্থলেও ভাষার বৈপরীতা ছিল না।

ঘরণী বিভাগ বড়ই প্রেমিকা, বড় মেহণীলা। স্বামীর বার্দ্ধকো তিনি বড় ছ:খিতা ছিলেন না। বাঁদ্ধকোর জড়তার স্বামীর রোজগার পত ছিল না বলিয়া তিনি কঠোৱতা অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে সংসার চাৰাইতেন। বৃদ্ধ সামী থাবার চাহিবে নিজুক্সার হাতের <mark>ধাবার</mark> পাঠাইতেন, ক্রিপাস তাহা খাইয়া বড়ই স্থুৰী হইতেন। বলিয়া রাখা ভাগ ক্রিপাস তাঁহার স্ত্রীর পরিবেশন বস্তু থাইতেন না°। কারণ তিনি**ই** ব্যানিতেন।

ক্রিপাস তথন বড় পণ্ডিত, জগৎজোড়া তাঁহার নাম। স্থনামের মোহিনী শক্তিতে অনেক বন্ধন্ন লোবির্ভাব হয়—ক্রিপাদেরও তথন বন্ধন অক ছিল না। প্রায়ুই তখন বন্ধগণের সমাগ্ম হইত, তাহাদের জন্যও ক্রিপাদের বায়ভার ধর্মিত হইত। কিন্তু ক্রিপাস ছ**িতার কারুণ্যে** কোন বস্তুর অভাব হইত নাণ

ক্রমে দিন যায়, সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও বাড়ে। গৃহিনী বিডাস এক তরকারী মাত্র বাঁধেন, তাহাতেই সকলের চলে। কিন্তু ক্রিপাস যথন থাইতে তাহেন তথন :ককা পৈসি তাঁহার ১থান্ত আনিয়া তাঁহার টেবিলের উপর রাখিয়া যায়, আর ক্রিপাস মহা আনন্দে থাইয়া ঢেকুর তুলিয়া। থাকেন। পৈদির হাত বড় মধুর: ভাহাতে বুঝি দোণা ফলে, মণিমাণিকঃ ঝোলে। বিভাস রাখিল এক, সৈসির দ্যায় হয় ভাহা পাঁচ।

कर्छि मिन यात्र, आध পেটা थां बत्रा जाहार ए दूर हत्र किरन ? এক দিন বিভাগ স্বামীকে জিজাগা করিলেন, "ক্রিপাস, থাওয়া চলে না," প্রায় আমাদের উপবাস, ঢেকুর হয় কিসে ? আর বুঝি চলে না !"

ক্রিপাস কবি ! তিনি উত্তর করিলেন, "কেন আমিতো রোজ খুব

খাই, আমারতো খুব পেট ভরে ! তোমাদের উপবাদ হয় কেন ? ভোমার মত গৃহিণী থাকিতে আমার উপবাদ অসম্ভব। আল যে চারি পাঁচটা ভরকারী হইয়াছে ! ভাবনা করিও না, ইহা হইতেও উত্তম অবস্থা হইবে।"

গৃহিণী বৃঝিলেন, স্বামী রসিকতা করিতেছেন। কিন্ত বাস্তবিক স্বামীর কথার রহস্ত উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। রসিকতার অভিরঞ্জন ভাবিরা অন্তর্হিত হইলেন।

আৰু রবিবার—ক্রিপাস ক্রোটনের সঙ্কলিত বাইবেল পড়িতেছেন, গৃহিণী বিভাস মরে গিয়া স্বামীকে বলিলেন, 'ক্রিপাস, দৈসির বিবাহের কি হইবে ? সে যে পূর্ণ-যৌবনা। এখন সে স্বামীসোহাগিনী হইবার উপযুক্তা।'

হাঁ, আমি ভাহাই পড়িতে ছিলাম। ুক্রীট দ্বীপের ভার্গোর সহিত ভাহার বিবাহ ঠিক হইরাছে। কেমন, পৈসি কি ভার্গোকে পছন্দ করিবে না ?"

"কি বলিলে, ভার্গোর সহিত বিবাহ ঠিক হইয়াছে? ভার্গো, আমার মেয়ে বিবাহ করিবে কেন? সেঁ বীর, সে বড় লোক, সে মণ্টিকোর ডিউক। সে কি আমাদের মেয়ে বিবাহ করিতে আসিবে? রাজার সহিত গরীবের ঠেক খায় না। তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

"হাঁ, আসিবে। ভার্গো এমন কি য়ে সে পৈসিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে? আমার পৈসিও প্রশতানা হইতে পারে, ডচেদ্ হইতে পারে।" ভার্গো পৈসিকে বিবাহ করিবে, ঠিক হইয়াছে। যদি না হয়, আমার পাগল বলিও। অদৃষ্টে আছে, তোমার ভাবনার কারণ নাই।"

"কবে ঠিক হইল ? আমি ভো আৰু মাত্ৰ কথা পাড়িলাম। । মেক্ষে

বিবাহ শইরাও হাসি তামাসায় থাকার সময় অসময় নাই ? না. বল. बन, करव ठिक रहेन ?"

"সে অনেক দিন। গত ত্রিগণ্ডার দিন (মাইকেল মাদে) ঠিক **ब्हेबाइड। जाशामी अव्यक्त** विवाद इंडेरव। ভार्रेश रेअनिरक शक्क **করিয়াছে, সে তাহাকে স্থথ-ছঃখ** ভাগিনী করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।"

"আমাদের কোন যোগাড় নাই, টাকা কড়ি নাই, বিবাহ সজ্জা নাই, বিবাহ হইবে কিপ্রকারে? আর এই বিবাহের প্রভাব কে করিল ? এ বে অবাক সৃষ্টি। লাখ কথা পূর্ণ হইলে বিবাহ হয়, এই বিবাহে कि कथा इटेरव ना ?"

"এই বিবাহে তোমার কিছুই করিতে হইবে না। ভার্নো নিজে সৰ कतिरवन। उँशित मात्र मात्री व्यातिरव, स्त्रनामन व्यातिरव, वत्र एका छाक् ঢকা আসিবে। বরষাত্রী থাওয়াইতেও তোমার বায় হইবে না। আয়োজনের ভীবনা ভোমায় করিতে হইবে না, ভূমি পৈসিকে গিৰ্জায় ৰাইতে বল 🤾

গুণিনী এবার বুঝিলেন, স্বামী পাগল হইয়াছেন। তিনি বড়ই বিষ্ণা ৰইলেন, ভবিষ্যৎ ভাবিষা বড়ই অফির হইলেন। একে বয়স্থা কঞা ঘরে সম্ব নাই, সহায় নাই, এখন উপায় কি?

বিভাস বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। মেবের তাড়িত মেবেই বয় পাইতে লাগিল। তিনি সাভ পাঁচ ভাবিষা খামীর কক ত্যাগ করিলেন। শ্বর করার আয়োজনে যেমন যাইবেন দেখিলেন বাইবেল হাতে অনিন্দ্য-হুক্রী পৈনি বিক্সিডা সৌরভময়ী গোলাপ রাণীর মত, হাসিতে হাসিতে व्यक्तार्ड व्यक्त कतिराज्य । इहिना पिष्या क्रम्मी त्यार कार्स रहेरमन, নিকটস্থ হইয়া ভাহার মুখ চুম্বন করিলেন। যুবভী সহাত্যে মরাল গমনে পুৰিবী চমকিত ক্রিয়া কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

জননী হহিতার বেশ ভূষা অঙ্গরাগ দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পৈদি এই সাজ পোষাক কোথায় পাইল ? আজ আবার তাহার এত প্রফুলতা কেন ? আজ যেন সর্বতায় সে আবাহারা, **আজ** বেন কোন অবক্তব্য অবোধ্য অজানা ভাবান্তর আদিয়া ছহিতাকে কিরণ-মালিনী করিয়াছে। জননী সম্লেহে ছহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''পৈপস আজ তোমার ভাব দেখিয়া,আমাকে দৌভাগাশালিনী মনে করি। তোমার আনন্দে, মধুময় সরলতায় আৰু যেন আমরা মৃতপ্রাণে নবজীবন লাভ করিলাম। এ বেশ ভূরা, এ অঙ্গরাগ কে দিল ?" জননী সন্দেহ-সাগ**রে** ছবিলেন।

ক্সা হাদিয়া বলিলেন 'মা একি বলিভেছ়ু আমি বে ভোমাৰু কথার গির্জায় গিয়াছিলাম আজ পেক্রাসর বিবাহ হইল। পেক্রাস স্মানকে অভিন্তাবিয়া বিবাহের পর এই সাজ পরাইয়া দিল। এই সাজটি কি ভাল হয় নাই, মা ? পেক্রাস গিজ্জায় স্বামী পাইয়া বড় স্থী · रहेशारक, इहे पिन পরে श्वामीत वाड़ी याहेरत। , श्वामारक-मरम वाहेरछ ৰলে, আমি বাইব ?

পেক্রাস অতি হৃনরা, শৈসার বন্ধু, ক্রিপাসের বন্ধু ছাহতা। ংশক্রাসের পিতা মুকরদ, বড় লোক, রাজার তুল্য।

य सामका तम सामकार द्वि कनिन। सामो किथ, क्या द्वि किथ না হইয়া ষায় না! শৃত্যপ্রাণে চাহিয়া জননী বলিলেন, "পৈদি আমি কথন তোমায় গিৰ্জায় যাইতে বলিগাম ? তোমার বাবা তোমাকে গিৰ্চ্জায় ধাইণার এন্ত আমার নিকট বলিয়াচিলেন। আমি তো সেই কথা তোমায় বল নাই প ভূমি কি সে কথা গুনিয়াছিলে? আজ বৰিবার নয়, আজ কেন গিজ্জায় গেলে?" জননী মহা ভাবিতা - হইলেন।

' পৈসি জননীর কথার একটু বেজার হইল। সে ব্ঝিল জননী সভ্যের অপ্রাপ করিতেছে ও তাহার এই সাজসজ্জা দেখিয়া তাঁর হিংসা হইয়াছে। বৈপদা একটু রাগত স্বরে কহিল।

'মা, তুমিই গির্জায় ঘাইঙে বলিলে, আর তুমিই আমাকে সভোর অপলাপে অভিযুক্ত করিতেছ? ভালই, তোমার কথায় আর কো**ণাও** ৰাইব না।' ছহিছো বেজারু হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিক পেক্রাস কন্ত স্থবী।

প্রায় সন্ধ্যা, বেশ একটু কাল জাঁধার পৃথিবীর মূধ ঢাকিয়া চাপিয়া বসিল। মুখ আঁধারে ক্রিপাঁস হৈলিয়া হলিয়া বাড়ী ফিরিতৈছেন। বাড়ীর কুটকে ড্রিনি কাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। সে স্বর গৃহিণীর কাণে গেল, তিনি অবাক হইলেন, চমকিয়া শুনিতে লাগিলেন। আবার শ্বর, সেই শ্বর—সেই কথা—

"বিবাহ হুইীয়াছে?" এ যে বড় অত্যাচারী। কো**পার** বিবাহ হইল ? কাশার নিকট, হইল ? পৈদার কি সভাই বিবাহ হইয়াছে ?"

"কেন ? এই বিবাহ মহাসমারোহে ইইয়াছে। সহরের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই আপ্যায়িত হইরা-ছিল। তুমিও নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলে। তোমার গৃহিণী যান নাই, দে তা**হার** নিজের দোষে। এত বড় সাধের কঞার বিবাহ দেখিতে যান নাই, এ দোষ কাহার ? তুমি গুনিয়া হথী হইয়াছ, বোধ হয় ? তুমি ভোমার গৃহিণীকে বুঝাইয়া বলিও। পৈসার **হুও** পরম হুও। পৃথিবীতে এ**হুও** ক্ষুজনের ভাগ্যে ঘটে ?"

কথাবার্তা তনিয়া গৃহিণীর মাথায় আকাশ ঘুরিল, পরে পৃথিবী पুরিল। তিনি অসাড় হইয়া নিশ্চল রহিলেন। ক্রিপাস ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন গৃহিণী স্থাণুর মত দভাগ্নমানা। তিনি বলিলেন, 'প্রাণাধিকে, এ ভাবে কেন ? আজ বড় ভাবনাৰুক্ত দেখিতেছি যে ? হৰ্ষিত হও, মনোবাঞ্চ পূৰ্ব হইয়াছে।'

গৃহিণী কথা কহিবেন কি, তিনি একবারে বিশ্বয়ে ডুবিয়া আছেন। তিনি পাগলের প্রানের উত্তর দিবেন না, মনে করিলেন। কিন্তু রাগের মাথার বাক্য আপনিই সরে। গৃহিণী কম্পিত শ্বরে কহিলেন।

'তুমি কোথার গিরাছিলে? তুমি পড়িতেছিলে, এর মধ্যে আবার বাহিরে গেলে কখন ? ফটকে কাহার সহিত কথা বলিতেছিলে? কিসে হর্ষিত হইব ? কিসে,মনোবাঞাপূর্ণ হইয়াছে ?

সামী কথা না কহিয়া চলিতে লাগিলেন'। উত্তর না পাইয়া গৃহিনী বোলকলার চটিলেন। রাগে গস্গদ্ করিতে করিতে স্থামীর আগ্রে মাগ্রে স্থামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন ক্রিপাস আগের মাজ নিক্ষবেগে বই পঞ্চিতেছেন। গৃহিণীকে দেখিয়া ক্রিপাস বলিলেন, ''এতক্ষণ এখানে এস নাই কেন? স্থামার কুধা পাইয়াছে।'' গৃহিণী পশ্চাতে ক্রিয়া দেখেন পশ্চাতে লোক নাই।

'বে কি ? তুমি যে উঠানে আমার পশ্চাতে কথা কহিতেছিলে ? পৈসির বিবাহের কথা কাহার সহিত কহিলে ? আমার আগে আগে অথানে আসিলে কি করিয়া ?"

গৃহিণী একবারে ভাবনার মরিয়া গোলেন। তিনি ব্রিলেন, হর তিনি নিজে পাগল, না হর তাহার স্বামী পাগল। তুইজন পাগল হইলেও হইতে পারে। মেয়েটীকেও জননী পাগল ভাবিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি ভাহাই ?

থরশ আদিল। তুর্বা উঠিল, কালমুখে গৃহিণী শব্যাত্যাগ করিলেন। তিনি স্বামীর কাছে শুনিমাছিলেন আন্ধ পৈদির বিবাহ। সভাই কি বিবাহ হইবে ? একি স্থপনের কথা, না মায়ান্ধাল? ্কালকর্ম সারিয়া গৃহিণী স্বামীর কক্ষে গিয়াছেন। স্বামী তথ্যও পাঠে নিরত—তাঁহার যেন শাস প্রশাস নাই। এবার গৃহিণী স্বামীকে ভাকিলেন। স্বামী বই ছাড়িয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন।

বড়ই ঢাকঢকা বাজিভোছ, বড় মোহন গান হইতেছে। পৈসির বিবাহ হইবে আজ। পৈসিকে গিজ্জার যাইতে বলিও। ভার্গো পৈসির সঙ্গ লাভে বড়ই কুতার্থ হইবে মনে করিতেছে। আর সমর নাই, আমি বাই।

পাগলের কথা, গৃহিণী বিখাস করিলেন না। ,অকন্মাৎ মহা গগুগোল হইতে লাগিল। পাড়ায় ফলস্থুল পড়িল। বাস্তবিক এক মহারাজ লোক লম্বর লইয়া বিবাহ করিতে গির্জায় চলিয়াছেন। রাজপথে লোক ধরে না, অজঅ দান চলিয়াছে, খাওয়া দাওয়া মহাধ্ম। আজ যেন পৃথি-বীর শোক হঃখ নাই।

বর্ষাত্রের দশ মহা সজ্জীয় বাগ্যভাগু, লোক শাস্ত্র লইয়া গির্জার দিকে চলিল। স্বয়ং ভার্গো মহারাজ আসিয়া ক্রিপাসের বাড়ী চুকি-লেন। তিনি ডাকিডে লাগিলেন, 'প্রাণের পৈদি, সময় আসিয়াছে, ভোমার দান গ্রহণ করিব। বিলম্বেশ্যামার প্রাণত্যাগ হইবে।"

গৃহিণী এবাব বড় পুলকে গলিয়া গেলেন, এক লন্ফে স্বামীর গৃহে
বাইয়া স্বামীকে বলিলেন, 'ভাগোঁ আসিয়াছেন, আমার পৈসির নিকট
দান চাহিত্তেছন। উঠ, গির্জ্জায় চল, বিবাহ দেখিব।'

ক্রিপাস বহি ছাড়িলেন না, বলিলেন, 'প্রিয়তমে, তুমি যাও, আমি
মার একটু পরে যাইব।'

যে ৰাম্বভাগু, যে সমারোহ, বিডাস তাহা না দেখিরা পারেন না। তিনি
স্বামীকে দেখিরাই দৌড়াইরা গির্জ্জার ছুটলেন তাঁহার গৈসির কথা মনে
নাই, তাহাকে একবার ডাকিলেন না। রমণীর স্বাগ্রহ কি উৎকট।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিভাগ গিজ্জার পৌছিলেন। ভিনি দেখিলেন, বিবাহ কার্য্য প্রার শেব। শত সংস্র লোক বিবাহ দেখিতে দণ্ডারমান। স্থানাভাবে কতলোক চলিয়া বাইতেছে। অতি কটে বিভাগ গির্জ্জার মঞ্চের সন্ধিহিত ইইয়া দেখিলেন, স্থামী ক্রিপাস বাইবেল হাতে দণ্ডারমান। ভার্গো উলুক্ত ভর্বারী খুলিয়া বাম হতে প্রণয়িনী পৈসির হস্ত ধরিয়া তাহার মুধ চুম্নু করিতেছেন।

বিবাহ শেষ হইল, আসঁর ভাঙ্গিল। লোক সমারোহ বিলীন হইল।
বিডাস অতি হর্ষে বাড়ীর দিকে চলিলেন। ছহিতা এত বড় লোকের হাতে
পড়িল ভাবিয়া তাঁহার অপার আনন্দ। নিজে উপযুক্ত সময়ে বিবাহ সভার
বাইতে পারেন নাই বলিয়া বড় থেদ করিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়ঃ
দেখেন পৈসি শ্যায় ভইয়া আছে। জননী অবাক হইয়া ডাকিলেন,
পিসা একি মা এ আবার কি ?"

ছহিতা উঠিল, নিজ সাংসারের কাজে বাস্ত হইল। এই যাহাকে বিবাহ বাসরে স্বামী সঞ্চাশে দেখিলেন ভাহাকে আবার, এখনই এই অবস্থায় দেখিয়া জননী বিভাগ নির্ভিশয় বিশ্বিত হইলেন। তিনি বলি-লেন "পৈসা, আমি দেখিলাম কি ? তুমি গিজ্জায় যাও নাই? আৰু বে বড় গুমধামে বিবাহ হইল।"

পৈসি সরল বালিকার মত বিজ্ঞাসা করিল, "কাহার বিবাহ হইল, মা ? আমাকে লইয়া গেলে না কেন ? বিবাই দেখিতে আমার বড় সাধ।"

আজ্জননী শাগলিনী প্রায়। তিনি ছছিতাকে কোন উত্তর না দিয়া স্বামীর ককে গেলেন। দেখিলেন স্বামী উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। ভাইাকে জ্বিজ্ঞাসা করিলেন! ক্রিপাস তুমি গির্জ্জায় বিবাহ দেখিতে বাও নাই ? স্বাবার কথন স্বাসিলে?

্ৰ "বিবাহ? কথন বিবাহ? বিবাহ যে গত পরত হইয়া গিরাছে!

পৈদির বিবাহ কয়বার হটবে ? ভাহার পরিধানের গাউনের নীচেপুঁলিয়া দেখ ভার্গোর পোষাক রহিয়াছে। ভাহার অঙ্গুরীয় ভাহার হাজে
আছে।' এই কথা বলিয়াই স্বামী অচেতন ইইলেন।

গৃহিণী অতি অনায় পৈসিদ্ধা ঘতে চুকিয়া তাহার পরিধানের গাউন খুঁজিলেন তিনি দেখিলেন ভার্মোর পোয়াক ছহিতার পরিধানে রহিয়াছে, ভাহার অসুরী তাহার হাতে রহিয়াছে।

এই অন্ত কাঁণ্ডে জননী একবারে অলক হইলেন। পরক্ষণেই প্রচারিত হইল ভাগোঁ জন্ম গেরেক মহাসমরে বেলা বারটার সময় হত ইইয়াছেন।

জননী এই সংবাদ শুনিলেন—তিনি যেই আবার ছহিতার দরে চুকিতান, দৌষলৈন দরে পৈসি নাই। এবার গৃহিণী আমীর কক্ষে চুকিন্তে
কাগিলেন। সেধানে যাহা দৈখিলেন ত্যহাতে তিনি ট্রীংকার করিতে
করিতে বাহির হললেন। তিনি দেখিলেন বৃদ্ধ ক্রিপান ছহিতাকে কোলে
ক্রিয়া অচেতন রহিয়াছেন, তাহাদের প্রাণ নাই।

# ভূতের প্রেম।

সূচনা

There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.

আমরা অন্ত একটি সভা ঘটনার বিষয় বির্ভ করিতেছি। নানা কারণে নাম ধাম গোপন রাধিতে বাধা হইয়া কার্নিক নাম ব্যবহারঃ করিতে হইল। সত্যত্ত বাধু রাজার দেওয়ান । এই বর্ষীয়ান্ বছদর্শী পুরুষ আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত হইলেও, হিন্দুর আমুষ্ঠানিক জিয়া কর্ম গুলিকে
কুসংলার বলিয়া মনে করেন নাই। সত্যত্তত বাবু সাহিত্য রসিকও
বটেন। তাঁহার এক ছহিতার নাম তারা কুলরী। যথা কালে উপবৃক্ত
পাত্তে তিনি কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। যৌবনোদ্যমে দেবতা-বাহিত
সৌলব্যে তারা শোভিটা হইয়া উঠিল। তারা উপযুক্ত র্মপগুণোপেত
স্বামীর প্রণম্ব ভাগিনী হইয়া পরম সুথে কালাভিপাত করিতে লাগিল।

এ সংসারে স্থাপেকা ছংথই অধিক; এই ছংথ যে কোনছলে আসে তাহা বলা শক্ত। তারা যথন এই প্রেম তন্মরতার স্থাবাজ্বলে গা ভাসাইয়া দিতেছিল, হায়! তথন কি কোন প্রত্যাথ্যাত ছর্মাসা তাহাকে ভিছিন লা! ভাই বুঝি দেই অজ্ঞাত অভিশাপ স্ক্রিণ্ডা তারা সতীর চির ছংথের কারণ হুইয়া রহিল।

ভারা পীড়িতা হইল। পাড়ার আক্রমণ সাময়িক, যথন আক্রান্তা হইছ ভখন ভাহার চকুষয় বিহবলার ন্যায় হইত,—দৈ সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িত। ক্রণেকে চেতন, ক্রণেকে অচৈতন অবস্থায় কিছু সময় অতীত হইলে সে স্বস্থ হইত ইহা যে এক প্রকার হিষ্টিরিয়া অন্ততঃ চিকিৎসকগণ এই ব্যাখা। করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন । ভারা পিতৃগৃহে নীত হইলে, এক দিন ভাহার মাতাকে বলিয়া ছিল যে পীড়ায় আক্রমণ সময়ে সে দেখিতে পায় যেন এক ভীষণ দর্শন অয়িবর্ণ পুরুষ ভাহার সন্মুখে। ভাহার রক্তবর্ণ চক্লুর দৃষ্টিতে ভাহার চেতনা অপহরণ করে! চিকিৎসকেরা ভানিলেন, ভিস্ত ভাহারা মন্তিক বিকৃতির লক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিউ রোগের কোন উপশম হইল না।

क्ता (तथा शिन छात्रा व्यवक्ताद्व मः छ। मूना हहेवा शिष् ना ।

কিন্তু এক দৃষ্টিতে যেন কাহার পানে চাহিয়া থাকিত—ডাকিলে নিজো-খিভার মত চকিত হইয়া উত্তর দিত কিন্তু দৃষ্টি ফিরাইতে সমর্থ হইত মা। ভারা বলিত যে দেই পুরুষ যেন সর্বাদ্ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, সকল সময় সে দেখিতে পায় না, তবে হৈ। অন্তত্ত হুয় কে যেন ভাহার পাৰে পাৰে রহিয়াছে। যথন তাহাকে দেখিতে পায়, তথন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না। বিজ্ঞ চিকিৎসঙ্কুগণ অপস্মারের স্চনা বলিয়া ঔষধাদি দিতৈ লাগিদেন। কোন্ফুর্দেখা গেল না। এক দিন তারা তাহার স্বামীকে বণিল "ভোমরা আমাকে উদ্ভাস্ত-চিক্ত বণিয়া মনে কর আর যাই মনে কর, আমি আর্ল সেই বিরাট অলিবর্ণ পুরুষের কথা শুনিয়াছি। সে বলিয়াছে যদি আমি তাহার প্রেমাকাজ্ঞ শুর্ব-কল্লিভেত্তৰ কোন অনিষ্ঠ করিবে না, নতুবা তাহার বিপদ ঘটাইবে। ইহা নিশ্চয় অপদেবতার থেজা। কবিরাজ ডাক্তারে ঔষধ্ দিয়া কেবল শরীর নষ্ট করিবে,।" তাপ্পার স্বামী নব্য শৈক্ষিত ব্যক্তি কথাটা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহার পরে দেখা যাইত বে তারা যেন কাছার সহিত কথা কহিতেছে ৷ কখনও বা ভগবানের দোহাই দিয়া অনুনয় বিনম্ব করিতেছে, কথনও ক্রোধারক্ত নুমনে ক্লাহাকে তিরস্কার করিতেছে; কথনও বা অসহায় প্রস্তার ভায় রোদন করিতেছে। সকলেই উন্মাদ স্থির করিলেন। কোন ঔষধ তাহার কিছু করিতে পারিল না। তারা ভাহার স্বামীকে একদিন বলিল "আৰু ত আমি এ বন্তুণা সম্ভ করিছে পারি না। "দেই পিশাচ আমার গলা টিপিয়া ধরে, প্রহার করে, ভাহার मृष्टि रयन व्यामात मर्स मंत्रीरत् काना त्मत् । तम रक्षन वरण एव कामान সম্মতি পাইলেই সে তাহার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পাঁরে। বত দিন আমার সমতি না পাইবৈ সে তত দিন আমাকে যাতনা দিবে, আমার সর্কনাশ সাধন করিবে। ভোমরা ইহার যে ব্যবস্থা হয় করিও। ইহা

বিক্লন্ত মন্তিক্ষের কথা নহে, আমি পাগৰ নহি;—ঐ এখনও আমি ভাহাকে দেখিভেছি।" এই বলিয়া সে ব্যোদন করিতে লাগিল। তারার স্বামী তারার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া ভান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি করাই-লেন; বোজা আন্ট্যা তাহাদের কিলা করিলেন; কিন্ত কোন কল **হইল না। স্থ**রাং সকলেই অপস্মার স্থির করিলেন।

ঠিক এই সময় আত্ একটি হুৰ্ঘটনায় ভারার হাদয় ভালিয়া গেল। ভারার স্বামী ইহ লোক তথুগ করিলেন। স্বামি-হীন অভাগিনী এইবার বুঝিল যে যন্ত্রণা এবং হু:খ তাহার চিরজীবনের সঙ্গী হইবে। তারার মাতা ভারার হৃদয়-ভাব' অবগত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন? ভারা তাঁহাকে বলিয়াছিল, যে সেই পিশাচই নাকি তাহার স্বামীকে মারিয়া **क्लिगाह,** এवः अनिक शांकिया ভাহাকে নানা প্রকা<del>রে উৎপ্র</del> করিতেছে।

তারার পিতা তাহাকে লইয়া বহুতীর্থে ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে ৺কাশীধামে বাবা শ্রীবিধেররের চরণে আশ্রয় লইলেন। কিন্ত কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। গৃছে, পথে, ঘাটে, এয়ন কি দৈবালয়ে পর্যাত্ত সেই পিশাচ ভাহার অনুসরণ ক্রিভ, এবং ভাহার সম্মতি পাইবার আশরে উৎপীড়ন করিত। থাতে বিষ্ঠাদি মিশ্রিত করিত, প্রহার করিত কিন্তু বল প্রয়োগে তাহার কামেছ। গুরণ করিতে পারিত ন।। কথনও ৰা কত প্ৰকারে প্রশোভিত করিবার প্রয়াস পাইত।

এই পাপ সঙ্গ হইতে মুক্তি পাইতে ভারা বিশ্বনাথের মন্দিরে হত্যা দিল। কিন্তু এই অন্তুত পিশাচ, সেই দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, ভারার গলা টিপিলা, প্রহার করিয়া, সর্বাচ্চে যেন স্টে-বিদ্ধ করিয়া ভাহার প্রতিরাপবেশনের মন: সংযম নষ্ট করিয়া দিল। একবার নহে, অনেক-বার চেষ্টা করিয়াও অভাগিনী তারা মন:দংষম করিতে পারিল না।

নেই প্রায়াণ লিক্ষের অভ্যন্তরে যে প্রাণ আছে তাহাকে আকর্ষণ করিতে না পারিলে ত পাষাণ দেবতার রূপা হইবে না। অভাগিনী তারার মনের মধ্যে ভক্তিটুকু রহিয়া গেল, ভাষা দেবতার চরণে পৌছাইয়া দিবার স্থবিধা করিতে পারিল না। দ্বেবতার ধর্মলোক মঞাক্রিণী দৃষ্টি কোথার ! সন্নতানের উৎপীড়ন, সভীর পাতিব্রভ্য নষ্ট করিতে পারে নাই, ভাষার ভক্তি হ্রাস করিতে প্রান্তে নাই, সে দিকে কি দেবত্রর দৃষ্টি প্রভিত হইবে না। তারার যন্ত্রণা তী অপরকে বুঝাইবার নহে 🕻 কে তাহার নিরাকরণ করিবে। প্রকাশ করিবার যো নাই।—পাছে সাধারণে হুলরিতার **ছল** মনে করে ৷ সে যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা ৷ তাই হতভাগিনী অস্তরের ভিতর সব ষয়ণা লুকাইয়া লুকাইয়া সহ্ করিতে লাগিল।

তারার পিতাও সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তারা বাঁচিয়া আছে; প্লকে পলকে পিশাটের উৎপীড়ন অনলে জ্লিয়া পুড়িয়া অক্সের অলক্ষিতে, অবাক্ত রূপে তাহার সতী-ধর্মের অবিকল নিষ্ঠাটুকু দেবতার চরুপে উৎসর্গ করিটেডছে।

এমন কত সত্য ঘটনা দেশের মধ্যে, রংস্থাবৃত হইরা আছে। তাহা উদঘাটন করিবে ?

' শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যার।

## প্রেতাত্মার মূর্ত্তি দর্শন।

#### ेष्ट्रलामानी।

এই কলিকাতার নিকটবন্তী বাদমারি নামক গ্রামে পূর্বে আমাদের: বাসন্তান ছিল। আমাদের বাড়ীর সন্নিকটে এক বর্ত্ত কায়ন্তের বসতি ছিল। তাহাদের প্র্টীরের পূর্বণিকে থানিকটা খোলা জমীট্রপড়িয়াছিক এবং উত্তর দিকে এক 📭 পিয়ারা গাছ ছিল। আর্মাদের পুকুরে যাইকে হুইলে ঐ খোলা জমীর নিকট দিয়া যাইতে হুইত।

🌺 এক রাত্রে কোনী কার্য্য বশতঃ আনাকে পুকুরে যাইতে হয়। আমার সঙ্গে আর এক জন গোকও গিয়াছিল। বেশ জ্যোৎসা রাত্রি, কোন चारना नहेट इस नारे। हार्तिन क त्यां म्लोहे रम्था याहेर उस्ते : क्यां **সাবে মাবে গাছের ও বাড়ীর ছায়া পড়িয়াছে; গ্রীথকাল, বেশ ফুর ফুর**ু করিয়া বাতাস বহিতেছে। রাতা দিয়া কিন্ত अकेट्विंड জন প্রাণী চলি-ভেছে না। তথন রাত্রি আন্দাল ছইটা বাজিয়াছে, আমরা কিন্তু মনে করিয়াছিলাম বুঝি ভেরে হ্ইয়াছে, দেই জ্ঞা ত্সামরা পুরুরে আদিয়া-ছিলাম, নচেৎ বাড়ীর ভিতরেই কার্যা সমাধা করিতাম। আমি পুকুরে নামিরা গেলাম, আর দেই ব্যক্তি উপরে দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রীমকাল, স্থভরাং পুকুরের থোলে লল নামিখছে। উপর হইতে আমাকে নীচে নামিতে হইল। আমি দবে মাত্র জল ম্পর্শ করিয়াছি, এমন সময় সেই ৰাক্তি কারস্থদের পিয়ারা গাছের দিকে চাহিয়া আমাকে শীল্ল করিয়া উঠিয়া আসিতে বলিল, অনতি বিশম্বে সে সেই দিকে ভাকাইয়াই উচ্চৈ:ম্বরে ৰলিতে লাগিল, ''কেও ওথানে—কেগা তুমি কে তুমি ?'' আমার সকল কাঞ্জেই দেরী হইত। আমার বিলম্ব দেখিয়া সে আর থাকিতে শারিল না, খেবে আমাকে একাকী ফেলিয়া "বাবাগো মাগো" শক্ষে

চীংকার করিয়া এক দৌড় দিল। আমি অমনি ভাড়াভাড়ি কাল শেষ করিয়া পুকুরের পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। হঠাং সেই পিরারা গাছের দিকে আমার নজর পড়িল এবং কিথিলাম বেন একটা স্ত্রীলোক শালা ধপ্ধপে কন্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া হাতের চুড়ির ঝন্ঝনানি শব্দ করি-তেছে! তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম—চিক্রিতে পারিলাম বলি-शाहे এउ छोठ रहेना है य छेर्स्साटन वाड़ीत नित्कृ रिनोड़ाहेटड नानिनाम । খারের নিকট ছুটিয়া গিয়া দেখি যে, সে ব্যক্তি মুর্চ্ছি চাবস্থার পড়িয়া র্ঘহিয়াছে এবং বাড়ীর আর আর সকলে তাহার <sup>ক</sup>নংজ্ঞা পুনরানয়নের নিমিত্ত বাতিবান্ত হইতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাহার 'দাতকপাটি' <u>ভাদ্যের দেখা হইল। এই সব দেখিয়া আমি যেন এক রকম হইয়া</u> গিয়াছিলাম—ভাবা চ্যাকা মেরে গিয়াছিলাম। আমার ভর্টর বেন কোথার ছুটিয়া প্লাইয়াছিল। • আমি এক পার্ষে নির্বাক ও নিম্পন্দভাবে দণ্ডারমান রহিলাম। তাহার সংজ্ঞানরনের পর আমাকে অরেষণ করি-বার অবসর হইল 🚩 বেণী ক্লষ্ট করিতে হইল না—আমাকে তাঁহারা **অভি** নিকটেই দেখিতে পাইলেন।

এই সব গোলমালে পাড়ার লোকেরা আমানের বাড়ী আসিরা উপ-স্থিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই কায়স্থদিগের বাড়ী হইতেও হু'এক-জন ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের পরিবারে একটি বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁহাকে আমরা সকলেই "দত্তদিদি" বলিয়া ডাক্রিডাম —তাঁহার বর্দ প্রায় ৪০।৪৫ হইবে। তিনি আদিয়া আমাদের উভরকে জিজ্ঞাসা করিলেন বে, কেন আমরা এত ভন্ন পাইনাছিলাম<sup>®</sup>এবং কৈাথার কিছু দেখিতে পাইয়াছিলাম কি না। সেই ব্যক্তি স্কন্থ হইলে ,বলিতে লাগিল যে, ঐ পিয়ারা গাছের তলায় ঠিক্ ভুলোদাসীর মত একটা কাল ্ময়ে শাদা ধণ্ডণে কাপড় পরে হাত নাড়া দিয়া তাহাকে যেন ডাকিতে

माशिन। ध्येथरम रम मरन कतियाहिन, र्वाथ इव, जाहारात्र (कीरवज-দের ) বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক বাহিরে কোন কালে আসিয়াছে. কিন্তু প্রশ্ন করিয়া যখন কোন উত্তর পাইল\না এবং আকার প্রকারে যখন ব্রিতে शादिन दर छाशादात्र वाफ़ीटि ७ वश्रतार्त्र ७त्रक्य दकान जीवाक नाहे, তথনই সে অতাম্ভ দ্বীত হইল এবং দৌড়িয়া বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিয়া-ছিল। তার পর আমত্ত্র জিজ্ঞানা ক্রায়, আহি যাহা যাহা দেখিয়া-ছিলাম সব বলিলাম; আরও বনিলাম যে, সে ভুলোদাসী না হয়ে যেতে পারে না। আমাদের কথা ভনে, রাত তথন কত জানিবার জন্ম ঘড়ি দেখা হইল। তথন তুইটা বাজিয়াছে। এই দেখিয়া সকলে আমার মাতা-ঠাকুরাণীকে ভিরস্কার করিতে লাগিল—কেন তিনি অভ <u>রাল্লিতে আম-</u> দিগকে পুকুরে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার কোন দোষ ছিল না—জোৎমা বলিয়া রাভ ঠাওর করিতে পারেন নাই এরং মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয়, ভোর হইয়াছে, দেই অভ দেই বাক্তিকে দঙ্গে দিয়া আমাকে পুকুরে পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি জাগিয়া বিষয়াছিলেন। এমামার বয়দ তথন ছয় বৎস হইবে এবং যে সঙ্গে গিয়াছিল, সে আমার অপেকা জিন বং-मद्रद्र वर्ष ।

আমাবের মূথে এই সকল কথা, গুনিয়া ঐ "নতানিদি' বলিলেন,— "ও ভূলোদানী, আর কেউ নয়, ও যে এখানে আছে, আমরা কত নিন ভাকে প্রেণেছি। কিন্ত কোন ভয় তো দেখার না!'' এই বলিয়া বৃদ্ধা আমাদিগকে খুব সাহস দিয়া বাটা চলিয়া গেলেন।

এই ভূলোদাসী আমাদের এক প্রতিবেশীর কলা। বালাকাল হইতে আমরা তাহার দহিত এক দঙ্গে খেলাগুলা করিতাম। পরে এই পাড়া-ভেই ঐ কায়ন্থদিগের বাড়ীতে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন দিবস পরে, অর্থাৎ হলুদ কাপড় ঘুচিতে, না ঘুচিতে, গুলাউঠা রোগে খণ্ড

বাড়ীতেই ভাষার মৃত্যু হয় ! ভাষার মৃত্যুন্ন এক বংসর পরে উপরোক্ত দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম। সেই বে একবার ভাষাকে দেখিরাছিলাম, আর দেখি নাই। বলিতে পারি না, সে এখনু প্রেভপুরী হইতে মুক্ত হইরাছে কি না ?

শ্ৰীষুষ্তলাল দাস।

## ভৌতিক আবেশ।

শ্রীযুক্তা দক্ষবাল:-নান্না একটি স্ত্রীলোকের উপর ভৌতিক আবেশ হয় ভাহার রন্তান্ত।

জিয়াগঞ্জ নিবাদী প্রীযুক্ত কালীকুমার মুখোপাধীয়ে ডাক্তার মহাশরের বাটীতে এই দুটনা আমুমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দক্ষবালা কালীবাবুর শালার কন্তা। বয়স প্রায় ১৯২০ বংসর আট নয় বংসর হইল বিবাহ হইবার অল্প দিন পরেই বিধবা হইশ্বছে।

জ্বীলোকটি অতি নম-স্বভাব ও বিধবা হওয়ার পর কোন প্রকার কুৎসা তাহার বিরুদ্ধে শুনা বায় নাই। পূর্ব্বে তাহার উপর নাকি আর বা> বার জ্বর হইয়ছিল। সেইজন্ত কোন একজন লোক তাহাকে একটি কবচ দিয়াছেন। স্তীলোকটি পূর্ব্বে কখন এখানে আসে নাই। সম্প্রকি কালী মাষ্টারের পূজ্র বিয়োগ হওয়ায় তিনি বাড়ী গিগ্নাছিদেন সেখানে তাহার অমাবস্থার দিন অত্যস্ত ফিট (Feat) হওয়ায় তীহার চিকিৎসার জন্ত সঙ্গে করিয়া কইয়া আসিয়াছেন। ঈশবামুবাহে তীহ্বকে নাথ দাসের সহিত কালী বাবুর প্রত্যাগমনের পর দিন

সাক্ষাৎ হয় এবং ভিনি হুরেন্দ্রকে সকল কথা বলেন। হুরেন্দ্র আহ-পূর্বিক বৃত্তান্ত ভনিয়া ভূতের বেলা সন্দেহ করেন এবং ফিট ( Feat ) स्टेरन **फाक्टिक वरनन। ८** नहें कि कि निकार निवास स्थापन कानी वाव्य বাড়ীরদিকে যাইতেছিল এবং তাহার সর্কে আমি ( Surens Friend ) ছিলাম। পথি মধ্যে কালীবাবুর ভাই মতিবাবু স্বরেনকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া লইয়া যান। অধ্যাত্তি অনুসরণ স্করি। সেপ্রানে আরও ১২।১৩ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। স্মরেন ভিতরে রোগীর কাছে দেখিতে যান। ছ এক-জন ডাক্তারও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাহারাও अमेरिक कि Histiria Feat विनिधा विरेवर्डन। करवन मारे। अरबन দেখিয়া এটা ভৌতিক ব্যাপার (মোনমেনা ) বলিয়া স্থির করে: এবং সেই দিন স্থরেনের সঙ্গে ভূতের অনেক কৃথাবার্তা হয়। সমস্ত গুলি সত্য বলিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সলেহ আছে। প্রথমত ভূতটা স্থরেনকে অনেকপ্রকার ভয়প্রদর্শন করে কিন্তু যখন প্ররেন তাহাতে বিচলিত ना रहेगा जेशबरक हिसा कविया कार्यावस्य करह ज्वन ध्वतानाय कथाव উত্তর দিয়াছিল। ভূতের সঙ্গে যাহা কথা-বার্তা হইমাছিল ভাহার মোটা-ষ্টী ভাবার্থ এই। সে বিনোদ ঘোষের ছেলে লাভি গোরালা। যুবা-বস্থার বড় হট-প্রবৃত্তি ছিল। এবং ভাহারা ২।৩ জন একত্রে দল বঁর্দিয়া এই উৎপাত করিতেছে। সহজে ছাড়িয়া যাইবে না। এই স্ত্রীলোকটি ৰাকি কোুনু গাছতলায় বাহে করিয়াছিল তাই ইহাঞে আক্রমণ করিয়াছে । আর বধন সে এই মেরেটির উপর ভর হয়, তধন সে এই মেরেটির অভা শরীর গুণা তাহাদের অগতে লইয়া যায়, পরে তাহার শক্ষ শরীর মেরেটির ছুল শরীরে প্রবেশ করাইরা ঐ থেলা করে। যাহাহউক অনেক ভাড়নাম সে ছাড়িয়া যায় বটে কিন্তু আবার আদিবে।

় রাত্রে ঐ ভূত (অনুসন্ধানে বিষ্ণু বোষ নাম জানা গিয়াছে) স্থরেনের

বাড়ীতে আরও ৮ জন সঙ্গে লইয়া দেখা দেয় এবং স্থারেনকে নানা প্রকার শাসায় ও স্থরেনকে আর ঘাইতে নিযেধ করে। কি**ন্ধ স্থরেন** भरताभकात्र विरवहनात्र काछ इत्र निहै। कालीवावूरवृत्व विराम আগ্রহ আছে। আর এককবা বিষ্ণু ঘোষ ছাড়িরা যাওয়ায় পর একটা বৃড়ি ভূত কালীবাবুকে বেগাই বলিয়া ডাকে এবং ঐ দক্ষার উপর ভর করিয়া আরও কতীক পারিবারিক কথা বলে তুরং কালী বাবুকে টো শিকড় পেটের ব্যারামের ঔষধ ( কালীবাবুর প্রার্থনা মত ) দিয়া গিয়াছে 🛭 রোগী স্বস্থ হইবার পূর্বের দাঁতি লাগে। আর আবার পূর্বে দক্ষবালা ভাহার কবচ টা ফেলিয়া দেয় । বৃড়ি ভৃতটা পুনরায় 'আদবে বলে। ুপুর দুনু ববিবার ২২শে অগ্রহায়ণ ঠিক সেই সময় সন্ধার সময় আবার ভূত আক্রমণ করে। এদিনও স্থরেন আবার ভূতটাকে control **বে** আনিয়া অনেক কথা জিজাুসা করে। এবং ভূতটা পূর্ক দিন অপেক। কিছু ভীত বলিয়া বোধ হয়। মোট কথা সে এই বলিয়াছে বে পূৰ্ব্ব ক্রমে আমি ও ক্লীলোক্টি নিম্নজাতি ছিলাম এবং উভয়ে স্বামী ক্রী ছिनाम ।

9th December 1907 Monday. অন্ত সন্ধার সমন্ন রোগী লক্ষবলোকে মেসমেরাইজ (mesmerise) করা হন। বেরূপ প্রান্ন উত্তর হইয়াছিল নিমে লিখিত হইল।

S-( ऋदन ), Sp ( नक् वानांत self)

S-তোমার শরীর কোথায় ?

Sp—শৃত্যে।

S.—নেমে এন ?

Sp-हन।

S-পृक्षमूथ हन।

```
Sp-এলাম।
```

S-কালিবাবুর ডাক্তার খানা দিয়া ভিতরে এস?

Sp-এলাম।

S-কার শরীর ? "

Sp—আমার।

S-- কি বং ?

Sp--- ফরুসা।

S- इनाम चाड़ि कि ?

Sp- वन दम नाहे: कमलात्नवत तर औष्टि।

S—তোমার শরীর বড় কি যে শরীরটা পছে আছে সেটা বড়া

Sp—বেটা পড়ে আছে তার হৈরে আমার শরীর বড়।

S-দক্ষে দেখাতে পাচচ ?

Sp-চিনতে পরিছিনা।

S-एक्ट्र कि इस्ट्राइ ?

Sp-অম্বর্থ করেছে।

S-- কি অন্তথ গ

Sp—ভর্থার কিন্তু মনে থাকে না ( not concious of ভর ) 🕒

S-দক্ষর গায়ে ওটা কি মাছলি ?

Sp-রাম কবচ।

S — वे कवा के कि एक एक एक एक एक १

Sp-निक एक लिए विश्व (कः थं व (कः ना मान थांक ना।

Sp-পূর্ব জন্মের কোন কথা ( result ) বলতে পারি না।

S—দক্ষর কি:বারাম ? না আর কিছু।

Sp—ভূত দৃষ্টি।

IS-কিনে ভাল হবে ?

Sp-গতি করণেই ছেড়ে যাবে।

Sp-গয়ায় পিণ্ডি দিতে হবে।

S-ते शिश्चि मिट्ड घाटन ?

Sp—বে ধ্ক ও গেলেই হতে পারে।

S-मक शिन् इत ?

Sp—হতে পারে কিন্তু ভূত ধরলে দক্ষ পারবে না।

S-मक शामानाक (मर्थाह ?

Sp-না-পে মরেছে । °

S—ভূমি কে ?

Sp-আমি আমি।

S-मक्क (कमन ?

Sp—ভাল i

Sp-- नोक्यु इब्र नि ।

S-জাক বংশ আছে কি ?

Sp—বাপের আছে, স্থানীর গুরু বংশ আছে তাঁকে পাব কোথায়।

S-শুরু বংশ হতে গুরু করতে হয় কি অন্ত ভাল লোক হলে চলে 🗈

Sp—ভাল লোক হলে পাপ নাই।

Sp--কালীবাবুর গুরু বংশ মন্ত্র দিলে হবে।

S-আভা আমার সঙ্গে চল।

Sp-কলিকাতার এলাম ?

S-Harrison Road Amherst Street.

মেছবাজার, বড় বাড়ি, ঝামাপুকুর--বাড়ি দেখ।

Sp—দেখলাম।

```
S—ভিতরে আমার গুরুদেব বদে আছেন দেখ।
Sp--शा।
S-कि कदरहन ?
Sp—আহ্নি ক করছেন।
S-তার সাম্নে একটা বাক্স খোলা আছে দেখতে পাঠ ?
Sp—বাক্স দেখতে পাচিচ না।
S-ইনি কেমন লোক'?
Sp-ভাৰ লোক 📦
Sp—ইহার কাঁছে মন্ত্র নিলে হ'তে পারে গ
S-বাংরামটা কত দিনে ভাল হবে ?
Sp-ৰলতে পারৰ না।
Sp-ভাল হাব কিন্তু কত দিনে বলতে পারি না।
     গয়ায় পিছি ও দীকা দিলে সারবে।
S-ৰুজি ভূতটা কে ?
Sp-দক্ষর মাই ভূত হয়েছে।
·S—ভূত কেন ধরেছে ?
Sp-বাহ্যে করার জ্বায়।
 Sp—ষ্ঠী গাছতলায় উলঙ্গ হয়ে তিন চার দিন বাহে করেছিল।
 Sp—ভন্ন দেখানতেও শুনেনি।
 S—আ্রাজ গোয়াল ধরতে পারবে না।
Sp—ভার সঙ্গে জোর করে পারি না I
 5-তার উপর রাগ কর না।
Sp—কাল আমি ঠাণ্ডা হবে থাকব, গোলমাল করব না।
```

, S-कान माछनि शारत्र त्रांथरव।

Sp--त्रांथव ।

S—বল, হে ভগবান্ আমাকে শক্তি দাও, : বাতে আমি কাল মাছলি রাখতে পারি।

Sp— 🗽 জগবান্ 📲 পারি। •

S-यि होन त्नश् आत्म उत्व शूर्व्स इनीटक (कानीवाद्व कन्ना ): বলবে আর আমীকে ডাকতে বলবে i

Sp-ছুৰ্গাকে বঁলৰ ও আৰ্পনাকে ভাকতে বলৰ।

S—ভোমার কোন্ মূর্ত্তি ভাল লাগে ?

Sp-কালী মৃতি, আত্ম শোয়ার সময় কালীমাকে ভেবে শোব ৷ পরে স্থ অবস্থা হলে যে কয়টি Gugentens (thought) দেওয়া हिहेन । जिहा मत हिन।

এই ঘটনার পর মেরেটি করেক দ্নি ভাল :ছিল্রু কিন্তু আবারু ২।১ বার উৎপাত হয়। পরে একটি ওঝা ঘারা ঝঞ্চান হয়, তাহাতে ৫ **७७ (**वनी कन इस नाई।

ৰাবু স্থরেন্দ্রনাথ দাদ কিন্তু তাহার জন্ম কিছু দিন প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং Good thought দিয়াছিল। • পারেশেষে দীকা দেওয়ার পর स्यात्री छान बाह्द। वााभात्री बाक्या वर्ते, बामात्मत्र मत्न इत्र शूर्व ব্দমে ভাহাদের কোন একটা এমন কারণ আছে, যে ব্রন্থ এরপ ব্যাপাক ষটিয়াছে। বাহে করা একটী নিমিত্ত কারণ।

নেহালিয়া পো: দীরাগঞ্জ,মুরশিদাবাদ। 🕽

শ্রীম্বরেক্তনারায়ণ সিংহ 🕈

## ভূতের চণ্ডীপাঠ।

( উৠসংহার )

হেমের বিবাহের গোলমাল সব মিটিয়া গিয়াছে। পাক পার্শের এক
দিন পরে অভ্যাগত কুট্রগণকে বিদার করিয়া সন্ধ্যার পর নিশ্চিস্ত হইয়া
করেক বন্ধতে গল করা বাইতেছে। পরদির হইতে গ্রুড ফুটিডের ছুটী।
স্থতরাং শেষরাত্রে উঠয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবত্ত করিতে হইবে
না। অনেক রাত্রি অক্থি গল চলিতে লাগিল। গলের বিষর হেমের
শশুরবাড়ীর ভৌতিক ব্যাপার। ও সাকিভীমমহাশয়-কণিত ভ্তের
অধ্যাপকতা।

উভয় বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ !অবধি আলোচনা ইইল। অবশেবে আমি বলিলাম "হৈছ এ সম্বন্ধে সার্বভৌম মহাশুরের মতামত শুনিবার জন্ত তাহার বাটাতে যাইতে আমরা প্রতিশ্রুত আছি। চল না, ছুটার মধ্যে একদিন যাই।'' সকলেই এক মত হইয়া স্থির, করিলেন যে, রবিবার প্রাতঃকালে আহারাদির পর সার্বভৌম মহাশরের বাটাতে যাওয়া যাইবে। সার্বভৌম মহাশয়কেও এই মর্ম্মে একথানি পত্র দেওয়া হইল।

রবিবার প্রাভঃকালে তাড়াতাড়ি স্নান আহার শেব করিয়া বেলা এগারটার ট্রেনে পাঁচ বন্ধ মিলিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ছই প্রহরের ক্রিঞ্ছিৎ পূর্বের শেষালদহে পৌছিয়া ট্রাম আরোহনে স্মিলায় সার্বভৌম মহাশয়ের বাটার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সার্বভৌম মহাশয় কলিকাতায় এফজন জানিত লোক স্কতরাং তাঁহার বাটা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

বাটী থানি দক্ষিণদারী সদর দরজার ছইখারে ছইটা বৈঠকথানা। জুার পর প্রশন্ত প্রাঙ্গণ, ভাহার টুউত্তরে পূজার দালান ও তাহার পর

অন্দর মহল। অন্দর মহলোঃ চারিদিকেই টুইটক নির্মিত বিতল গৃহ। বাটীর পদমুখে উপস্থিত হইগা েথিলাম দরজা বন্ধ। হই চারি বার স্বারের কড়া নাড়াদিতে একজন উড়িব্য∮দেশীয় ভ্তা আসিয়া সমু**ৰে** শিভাইল। সভ্ৰতঃ ভৃত্যটা ন্তুন আভুদানী। ≃কারৰ আমাদের ৫,৬ জনকে দেখিয়া বড়ই বিশিত হইল। আনরা **লিজাসা করিলাম,** ''দার্কভৌন মহাশয় বাড়ীতে আছেন?'' সে তাহার কোন উত্তর না শিরা কেবল আফু <sub>আধা</sub>মুখের নিকে এক দৃষ্টিতে টাহিরা রহিল। আমরা কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা ভাড়াতাঞ্চি উড়িষ্যাবাদীকে গালি দিতে দিতে সরাইয়া আমাদের সম্বস্তমে বলিল, "আপনারা ভিতরে আনিয়া বহুন। ভট্টাচার্য্য মহাশন্ন আহার করি-टिट्डिम<sup>्</sup> व्यक्तित भिष इटेट्लिटे व्यक्तितात्व निकटे व्यक्तिदन।" আমরা বলিলাম, "তাঁহাকে তাড়াতাড়ি করিতে নিষেধ ক্রিবে। আহা-রের পর রীতিমত বিশাম করিয়া যেন তিনি আদের। আমাদের জঞ ভাড়াতাড়িকরিলে আমরা বড়ই ছঃখিত হইব। ততক্ষণ আমরাও কিঞিৎ বিশ্রাম করি ও ভাষীক টামাক থাই।" বৃদ্ধা তাজাতাড়ি ভামাক দিতে বলিল, ইতিমধ্যে আন্দান্ত চতুবিংশতি-বৰ্ষ-বন্ধ একটি ধুৰক ভাস্থুৰ চর্বাণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে গৃহে প্রবেশ করিল। যুবকের আকৃতি অতি স্থানর। বর্ণ উজ্জ্ব-গৌর বাঁহ্রয় স্থগোল ও বলিষ্ঠ, বিশান বক্ষের উপর শুদ্র যজ্ঞোপবীত, নয়নহয় আকর্ণ বিশ্রাস্ত ও জ্ঞান জ্যোতি-প্রচারক, ওঠের উপর অল অল গোণের রেখা। মন্তকে কৃষ্ণ কেশ মধাস্থলে ছই দেশে বিভক্ত ও পশ্চাতে একটি স্ক্ল শিশ্ব। পুরিধানে কেবল একথানি পরিফার শিমলার কালাপেড়ে ধুতি। পরিচয়ে জানিলাম যুবক ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্রের পৌত্র।

সংস্কৃত কলেজের এমে পাশ করিয়া রাজ-সরকারে কোন উচ্চ পদের

প্রার্থী। যুবক আসিয়াই সাহাস্য বদনে অভি বাদন করিয়া বলিল "আপনা-द्मत्र द्वीदम वर्ष्ट्रे कष्टे ब्हेशाइ। जान तामत नज नाहेश मान क्रिकाम বে প্রাত:কালে স্বাসিয়া এই খানেই সাহারাদি করিতে অমুরোধ করি, किन नामा महाश्रम अमिरणन् हा छोड्दा मकरणहे मञ्जूषदाञ्चा-वः न-সম্ভূত আমাদের বাটাতে অনু আহাত্র করিতে ভূগিতি করিতে । পারেন।

আমি। সেকি ! সূর্বভৌম মহাশরের বাটীতে বিক্রাইব সেতে। আমাদের পরম সোভাগোর বিষয়। তাহাতে আপত্তি করিব এমন কুলাকার আমন্তা নই । তবে প্রাত:কালে কিছু সাংসারিক কার্যা আমাদের: সকলেরই ছিল আর একেবারে ৫।৬ জন ছতিথি হইয়া আপনাদের ব্যক্তি-ৰান্ত করা যুক্তি-যুক্ত মনে হয় নাই।

যুবক। আমরা প্রীগ্রামবাসী বান্ধণ-পণ্ডিত। বান্ধণের সেব করা আমরা পুনী ঝুলিয়া মনে করি। দে খাহা হউ হ্ব বিবাহ দিতে গিয়া আপনারা যে ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়াছেন তাহার বিবরণ দাদা মহাশয়ের निक्रे छनिनाम। आत्र शूर्वश्नीत घरेना अधानकरीत छाहात्र निक्रे শুনিয়াছি। ঘটনা হুইটিই অভি ফ্লাশ্চর্য্য। এ সকল ঘটনা শুনিয়া প্রেত-লোক অবিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু এ সকল রহস্ত উদ্ভেদ করিতেও আমারা অক্ষম। এ বিষয়ে থাকা মহাশারের কিরুপ মতামত তাহা ভনিতে আমাদের বড় কৌতুহল হইয়াছে।

ইতি মধো ভৃত্য আদিয়া সংবাদ দিল কর্তা আদিতেছেন তাঁহার বড়মের দুবও তনা বাইতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি হ কা দুরে স্ক্রেরা সমস্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তিনি গৃহ প্রবেশ করিলে তাঁহার পাখুলি গ্রহণ করিলাম। তিনি সহাত্তমুখে আমাদের আশীর্কাদ করিরা কুশল জিজ্ঞাগা করতঃ মকগকে উপ.বশন করিতে <গিলেন। **আ**পনিঞ

বলিলেন। ভূতা আসিরা তামাক দিরা গেল। তাত্রকুট দেবন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, দেই ভৌতিক তত্ত্ব লানিবার বস্তু এই রৌদ্রে কষ্ট করিরা আসা হইরাছে ?

আমি। তাও বটে আপনার শ্রীচরণ দর্শন কলাও উদ্দেশ্র বটে।
সার্কভোষ
আমাদের সেকালের মত, তোমাদের মতন শিক্ষিত
যুবকদের সন্তই করিতে পারিবে কি না বলিতে পারি না। প্রাতন সংস্কৃত
গ্রন্থ ও হিন্দুপার অধ্যরন করিয়া বাহা কিছু বুরীয়াছি তাহাই তোমাদের
বলিতে পারিব। আল কাল ইউরোপে বড় বড় পুঙিত্তগণ অনেকানেক
নৃতন তথ্য আবিহ্বার করিতেছেন। সে সকল আলোচনা করি নাই,
স্থতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিব না। আমাদের সেকালে
লোকের বিশ্বাস যে প্রাতন মুনি খবিগণ চিরজীবন গভার চিন্তা ও ধ্যানে
বাহা বুরিয়াছেন তাহার উপর আর কেহ কিছু নৃতন তথা বুঝাইতে
পারিবে না। সে কথা থাক্। এখন উপন্থিত বিষয় আলোচনা করিবার
পূর্বে আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে আল্লা অবিনাশী যে সম্বন্ধ তোমাদের কাহারও কিছু সন্দেই আছে কিনা।

কিছুক্প চিন্তা করিয়া আমি বিদ্যাম, "বল্যকাল হইতে পরগোক বিশাস করিতে শিকা পাইয়াছি; কাষেই সেই বিশাস অন্তরে বন্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান তাহা বোধ হয় দিতে পারিব না।

সার্বভোম। প্রত্যক্ষ প্রমাণই অকাট্য হইতে পারে। আত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় নর। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নর ভাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে গীতাদি ধর্মগ্রন্থ আমাদের প্রমাণ।

বিনি গীতা ও বেদাদিকে মহুব্যোক্তি মনে করেন, তাঁহার নিকট অবস্ত ইহা অন্যন্ত প্রমাণ নর। কারণ মহুব্য মাত্রই ভ্রমের অধীন ১

4

মন্থব্যের উক্তি কখন জ্বভ্রাস্ত হইতে পারে না। এক ঈশরই ভ্রম প্রমাদাদি শৃষ্ঠ। গীতা ও বেদাদিকে যদি ঈশরের উক্তি বলিরা বীকার করিতে পারা যায় তাহা হইকে আর অক্ত প্রমাণ অন্সন্ধান করিবার আব-শ্রাক কি? হিন্দু ব্লস্তান- আমরা, বেদ বাক্যে আমাদের জাঁটন বিশাস ; সেই জক্ত জক্ত কোন প্রমাণ জন্মসন্ধান করি না।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

"দেহিনোহশ্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহাস্তর প্রাপ্তিধীরস্তত্ত্ব ন মুক্তি।"

অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। বেমন বাল্যকালান্তে কৌমার আদে, কৌমারান্তে বৌবন ও বৌবনান্তে জরা উপস্থিত হয়, তেম'ন এ দেহান্তে নৃতন দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

প্রীরাখাল দান চট্টোপাধ্যায় ১

## "পুনরাগমন।"

### ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিরুত্বৎ হইয়াছিল। সমস্তরাত্রি যেন আমার নেশার বোরে কাটয়া গেল। সে ভীষণ প্রাস্তর হতৈ কথন মুক্তিলাভ করিলাম, কোথার গেলাম, আমার সলীদের মধ্যে কাহার কি হইল, কে রহিল, কিছুই আনিতে পারিলাম না। যথন ঘোর ছাড়িল, তথন দেখি আমি সেই পুর্ব্বোক্ত চটিতেই আশ্রম পাইয়াছি। তথন অরুণোদয়। চারিদিকের গাছগুলা পক্ষীর কলরবে পূর্ব হইরাছে। প্রথম বধন চকু মেলিলাম, তথন আমি কোধার আছি ব্বিতে পারিলাম না। এক বাতারন বিংশন অরুকারমর অপরিসর কুটার মধ্যে অমি কেমন করিয়া, আসিল্লাম। আনার মনে হইতেছিল, সারারাত্রি আমার শ্ব্যাপার্শে বিদিরা কে বেন আমার প্রক্রাণ করিয়াছে। কিন্তু জাগিয়া চারিদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। জাগরণ আমার পক্ষে অপ্র-প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শ্বামার দিকে চাহিলাম— কি অপরিচ্ছর! ঘুণার আমি উঠিয়া বিসলাম—আমার নেশা টুটিল।

তথন অরে অরে রাত্তির •ঘটনা আমার মনে জাগিতে লাগিল।
খুল্ল-পিতামহের দেই আখাস-বাণী আমার কর্ণে দিতীয় বার যেন ধ্বনিজ্
হইল। "গোপীনাথ! ভাই, উঠ। দামোদর ভোমাকে রক্ষা করিয়ছেন।"

আমি চারিদিক চাহিলাম, কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তথন ঈষহূচ্চ শ্বরে ডাকিলাম -- ''এখানে কে আছ ?"

আমার কথা ভনিকামাত্র পূর্বদিনের পরিচিত সেই চটিয়াওয়ালা বান্ধণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল— কি বাবু! স্বস্থ হইয়াছ ?"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া তাহাকে জিজ্ঞানা করিলাম—"এ আমি কোথায় রহিয়াছি ?"

"কেন বাবু! কাল ত তুমি একবেলা এখানে কাটাইয়া গিয়াছ।" "এখানে আমাকে কে আনিল ?"

"তিনি বাহিরে বিদয়া আছেন।"

"আমাকে তাঁর কাছে লইয়া চল।"

''উঠিতে পারিবে ?''

"কেন পারিব না—আমার কি হইরাছে !"

বলিলাম বটে, কিন্ত উঠিতে গিন্না দেখি, শরীরে এক কড়ারও সামর্থ্য নাই। আহ্মণ ব্যুক্তে পারিল—ধ্রিনাই সাহায্য করিতে আমার হাত ধরিল। চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল—"বাবু! কোমার বড়ই পুণ্যের জোল, বড়ই পরমায়, তাই রামনিখীর ধার হইছে প্রাণ লইনা কিরিতে পারিনাছ।"

ভাহার কথার ব্ঝিলাম্চু, রাত্তের ছর্জশান্ত কথা দে°জানিতে পারিয়াছে। ব্ঝিয়াও কোন উত্তর করিলাম না। ভাহার হাত ধরিয়া বাহিরে গেলাম।

বাহিরে উপস্থিত হইয়া এ্কি—এ কি দেখিলাম !—''গোপাল্! 'গোপাল ! তুমি !''

গোণাল একটা মোড়ার উপরে বিসিয়াছিল। বিসিয়া একদৃষ্টে চটির সম্মুধস্থ পথের পানে চাহিয়াছিল; যেন কাহার ক্লাগমন প্রতীকা কারতেছিল। আমার কথা গুনিধামাত্র চমাকতের ক্লার উঠিয়া লাড়াইল। বলিল—"ভাই! স্কস্থ হইয়াছ?"

মনে করিলাম, ছই বাহু দিয়া গোপালকে সবলে জড়াইয়া ধরি। কিন্ত,
আ্লাত্মাপরাধী যেমন হাদয়কে অবেষণ করিতে যাইয়া মর্ম্মপীড়ার কাতর হয়,
জ্বান্তের অবিরাম উত্থান পতনে সর্ক্ষ শরীর বেমন তাহার অবসন্ত ইয়া,
আাসে, আমারও তাহাই হইল। আমার মনের ইচ্ছা মুনেই রহিল,
জ্বোসালের কাছে উপস্থিত হইতে পারিলাম না।

গোপাল বেন তাহা ব্ঝিতে পারিল। সে ব্যগ্রতার সহিত আমার হাতু ধরিল। ধরিয়া বলিল—"পূর্ব কথা ভূলিয়া বাও। এখন স্বস্থ হইয়াছ কিনা বল।" এই বলিয়া দে আমাকে মোড়ায় বাসতে অমুরোধ করিল। আমি বলিলাম না। চটিওয়ালা ব্ঝিতে পারিয়া আর একটা মোড়া আনিয়া দিল। আমরা উভরে এক সমরে উপবিষ্ট হটনাম

গোপাল একবার মাথা নামাইল। আমার বোধ হইল, গোপাল স্থৃতি উদ্দীপিত দুমভার সহিত যুদ্ধ ক্ষিতেছে। এই অবকাশে আমি একবার গোপানের মূর্ত্তি দেখিয়া লইলাম।

আজ সাত বংসর, পরে চক্ষের এক নিমে্যে গোপালকে দেখিরা লইলাম। এক মুহুর্জের দর্শন! মনে হইল যেন এই সাত বংসরে যৌবনের প্রথমোন্মেরে অরুণের সপ্তরাগধারার এঞ্জুত্র দক্ষিলনে ঘনাবর্ত্ত ক্ষীর সঞ্চরের ক্সার গোপাল ক্ষিয়ে রবিজ্যোতি নিজের দেইষ্টি থানিতে আবদ্ধ করিরাছে!

কিন্তু গোপালের এ দীন বেশ কেন? পারে ক্তা নাই, গান্তে একটা জামা নাই—একথানি অর্থমিনিন অ্পরিসর বস্ত্র, অর্থমূলিন উত্তরীয়ে দেহ আচ্চাদিত। এ দীন বেশে গোপাল এমন ইন্দর কেমন করিয়া হইল। গ্রামাশ্রীকে, যদি কেহ কথন প্রীতির নয়নে দেখিয়া থাক—ভামল দিগন্ত বিস্তৃত শক্তকের লইয়া, ভামারুণ পত্র শোভিত তরুরাজি লইয়া, হংস কারওব শোভিত, কমল-কংলার-প্রভুল দিঘীসরোবর লইয়া, শুমর নিষেবিত বিচিত্র ক্র্মমান্তিত, আরণ্য লতাকুঞ্জ লইয়া যদি কেছ করনায় একটা নবনীত লোল দেহ রচিতে সমর্থ হও, তবেই গোপালের মৃত্তির সৌক্র্য্য, অনুভূবে আনিতে পারিবে।

গোপালের জ্ঞী দেখিয়া দেই মুহুর্ত্ত সময়ের মধ্যেই আমার মনে ক্রম্বা কাগিয়া উঠিল। অন্থপন সময়ের মধ্যে একবার ভাবিরা নইলাম, আমিও গোপালের ভার দান হইলাম না কেন? একবার মনে হইল, পাশ্চান্ত্য সভ্যতার অন্থকরণে দেহ সাজাইতে, আমাদিগের চিরস্তন সহজ সৌলর্য্যকে সমাধিস্থ করিয়াছি। এখন স্রোতে গা ভাসাইয়াছি, আর সে সৌল্ব্য্য কিরিরা পাইব না। মুহুর্ত্তের চিন্তাকথা অগাধ চিন্তা সমুদ্রে বিনীন করিরা আমি প্রথমেই কথা কৃছিলাম। বলিলাম—"গোপাল দ ভাই, ভোমার এ দীন বেশ কেন ?"

গোপাল বলিধ,— ভাই ৷ ধুর্কেইজ বলিয়াছি, এ সকল প্রম পরিত্যাগ করিতে হটবে "

আমি বলিলাম—"ভাল, দাদা মহাশর কোথার জানিতে পারি কি ?''
"তিনি তোমার সঙ্গীদের অনুসন্ধান করিতে ও তোমাকে কলিকাভার
পাঠাইবার জন্ম পাকীর ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন।''

"রাত্তে আমার শব্যাপার্শে বসিরা স্থর্মার্থ করিরাছ কি ভূমি ?"

''স্ক্রাষা করিতে হয় নাই বিশ্বিছাছিলাম মাতা।''

"আমি কলিকাভায় ফিরিব কেন ?"

"বাবা বক্সিট্রন, বড় অখুভক্ষণে বাড়ী, হইতে বাহির হইয়াছ। এ বাত্রা ভোমাকে ফিরিভে হইবে।"

"আমি যে ভোমাকে লইভে, আসিয়াছি।",

''কি করিব ভাই, পিতার সমুমতি ভিন্ন ত যাইতে পারিব না।''

''আমি দাদা মহাশন্তের পালে ধরিয়া অনুমতি লইব।''

<sup>ে</sup> "বোধহয় – বোধহয় কেন—- ক্ষমার বিখাদ, তিনি জ্মুমতি দিবেন না ।''

্রবস্ত অনেক অমর্য্যাদা করিরাছি—;

"अपूर्यामा किहूरे कर नारे।"

"ডৰে যাইবৈ না কেন ?"

°গোপাল নিক্তর রহিল। আমিও ভাবিলাম, একণা গোপালের কাছে কহিরাই লাভ কি ! ছোট্ ঠাকুরনা আসিলে তাঁহার পারে ধরিয়া গোপালকে লইয়া যাইবার অসুমতি, চাহিব। তবে গোপালের মন্টা জানিবার ইচ্ছা হইল ৷ তাহার নিলের কলিকাভা বাইবার ইচ্ছা **আছে** কিনা! পৈন্ত পাছে মনোভাব জানিরা গোপাল কণার উত্তর না দের, এইজন্ত একটু ঘুরাইয়া, নানা কথা প্রদক্ষে তাহাকে জিজ্ঞাদা করিব মনে করিলাম। প্রথমেই তার পড়ার দম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। বলিলাম-"পড়াগুনা কি ছাডিয়া দিয়াছ ?"

"ইংরাজী পড়া ছাড়িয়াছি। তবে একজন সাধুর কাছে কিছুদিন শাত্রশিকা করিয়াছি। তাও সামান্ত—উল্লেখের স্বযোগ্য।"

"ইংরাজী পড়া ছাড়িলে কেন ?"

"পডিবার স্থযোগ কোথার 🗗

''পড়িবার ইচ্ছা আছে ?''

''আগে ছিল, এখন আর নাই।'' '

"ধদি ইচ্ছ। থাকে, আমি এখনও ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি তোমার বে বুদ্ধি, তীহাতে অল দিনেই তুমি ইংরালীতে পারদর্শী হইতে পার।"

''তাহাতে লাভ কি 🚧'

"কেন, আমি ইন্জিনিয়ার হইয়াছি। অরদিনের মধ্যেই আমার আড়াইশত টাকা বেতনের চাকরা হটুবে। একটু চেষ্টা করিলে তুমিও ইনজিনিয়ার অথবা উকীল হইতে পরি।"

গোপাল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"তা হইয়াই বা লাভ কি ?' "नाक कि ! त्शाशान ! अकि वृक्षिमात्मत्र त्यांगा कथा विन्ता ?" গোপাল উত্তর করিল না। আমি বলিতে লাঞ্চিলাম—"আমার উপর অভিমান করিয়া ভোমার পড়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই।'ஃ

"অভিমানে ভূমি কেমন করিয়া বুঝিলে ?''

"আমিত এবেশে সাজিবার আর কোনও কারণ দেখিতে পাইনা।"

"দামোদর আমাকে এই বেশে সাজাইরাছেন।"

শ্বামোণরের কথা তুলিরা আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা কুর্রিওনা।
আমি ব্বিতেছি অভিযান।
'

"বুঝিলে আহি 🌤 'করিব।''

"অভিমানে তুমি এই সাত বৎসর আমাদের কোর্নও সংবাদ লও নাই। মাতৃলেহ পর্যাস্ত ভূলিয়া গিয়াছ।"

"গোপীনাৰ ৷ সে হেঁহ ভুলিবার নয় !"

কথা বলিতে বলিতে গোপালের মুখ কেমন এক অপূর্বভাবে উজ্জ্বন হইরা উঠিল। কিন্তু ভাহা দেখিরা নীরব থাকিবার আমার সময় নর। আমি গোপালকে লইতে আসিয়ুছি। আমি বলিতে লাগিলাম, "তবে মারের তত্ত্ব লগু নাই কেন ?"

"মায়ের তুল্ব লইনা তুমি কেখন করিয়া জানিলে ?''

"বদি ভূত প্রেট্ডের সাহায়ে দইর। থাকত বলিস্তে পারি না। নতুবা ভল্ব দইবার কোন নিদর্শন ত অভাবধি দেখিতে পাই নাই। আমি ভোষাকে মারের কথা জানাইরা কত পত্র দিয়াছি, তুমি একটারও উত্তর দাও নাই।"

"আমি পত্ৰ পাই নাই।"

"দেকি । একথানিও পাও নাই। এমনত হইতে পারে না।".

'পত্ৰ কি ভূমি নিজ হাতে ডাবে ফেলিয়াছ ?''

দা, আমার মনে হয়, সমস্তই আমি প্রামের হাত দিয়া ডাকে দিয়াছি।'

ে ''আমি পাই নাই।''

পাই নাই ! শুনিবামাত্র আমার সর্ব্বেণরীর দিয়া এক মৃহুর্ত্তে বিহাৎ বক্তি ছুটিয়া গেল ! তবে কি পিতা মাসে মাসে খ্রামের হাত দিয়া গোপালের নামে বে টাকা পাঠাইরাছেন, তাহাও কি গোপাল পার নাই ! ধীর স্ট্রীর ভাবে আমি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোপাল! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাঁর উত্তর দিবে?"

"তুমি কি জিজাসা করিবে ব্'ঝয়াছি।"

"পলীপ্রামৈ ছইবনের পক্ষে মাসে তিশ টাকা যথেষ্ট ; কেমন নয় ?'' "বথেষ্ট।"

''গোপাল! পিভা প্রতি মাসে ভোমার নামে এই তিশ টাকা পাঠাইয়াছেন—অজিও পাঠাইতেছেন। তুমি কি তাহা পাও নাই ?''

'প্রতিজ্ঞা কর দাদাকে একথা বলিবে না।"

"সে কথা বলিতে পারি না। তে মার কথার ভাবে বোধ হইতেছে ভূমি পাও নাই।" গোপাল মন্তক অধনত করিল আমার কথার উত্তর দিল না। আমি গোপালের হাত ধরিলাম। "ভাই গোপাল, উত্তর দিয়া আমাকে রুপ্তার্থ কর।"

"প্ৰতিজ্ঞা কুর, এ কথা দাদাকে জানাইবেনা !" "ভাল জানাইব না <sup>1</sup>"

"এথানে আসিবার পর অভাবধি এক কপর্দকও দাদার কাছ হইতে সাহাব্য পাই নাই।"

আগে আশন্ধা করিয়াছিলাম, এখন সমস্তই বুঝিলাম। বুঝিলাম শ্রাম আমানিগকে প্রতারিত করিয়াছে। আর তাই বা কেন, অহঙ্কুতের আনিচ্ছার দান এরপ পরমান্ধীয়ের কাছে পঁহুছিতে পারে নাই। ছোট ঠাকুরদা পিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটারাছে।

মর্ম্মপীড়ার আমি একেবারে অবসর হইরা পড়িলাম। শুক্তার কিরংক্ষণ আমি গোপালের মুধের দিকে চাহিতে পারিলাম না।

গোপাল আমাকে এই হরবন্ধা হইতে উদ্ধার করিল, বলিল-

"ইহাতে লজ্জার কিছু নাই গোপীনাথ। ''আমাদের যাবা ভাগ্যে নাই, মাসুষের সাধ্য কি চেষ্টা করিয়া ভাহা আমাদের দেওয়াইতে পারে।'

'ভাহ'লে শুধু জমীর উপস্বর্থের উপরই তোমাদের নির্ভূর করিতে হইরাছে ?"

"তাও নাই। শুনিয়ছি তোমার ণিতা শ্রামকে দৈ জমী জমা করিয়া দিয়াছেন। শ্রাম তাহা হইতে আমাদিগকে বেদ্থল করিয়াছে।" এতকল পরে গোপালের বৈশের মর্মা ব্রিয়াছি। ব্রিলাম ভিথারীর সহিত এতকল কথা ক্হিতেছি। গোপালের কি করিয়াদিন চলিতেছে, আর জানিতে সাহস হইল না। ভিক্ষা ভিক্ষ পিতা পুত্রের আর কি উপলীবিকা হইতে পারে!

এতদিনের পরে একটা মনের কথা বাল। বছাদন হইতে গোপালের কোনও সংবাদ বা পাইরা ছই একবার আমার মনে সন্দেহ উঠিরাছিল, বুঝি গোপাল ইহলগওৈ নাই। আমাদের বাটার সন্মুখের কোম্পানীর বাগানে একবার গোপালের অভিজের উপলব্ধি হইরাছিল মাত্র, কিন্তু দেটা কেমন করিয়া হইরাছিল, আজিও পর্যান্ত চিন্তার মীমাংসা করিতে পারি নাই। মারের কাছে গোপালের কথা তুলিতে গিরা তাঁহাকে যে অবস্থার ফেলিরাছিলাম, তাহাতেই সন্দেহ আমার মনে বন্ধমূল হইরাছিল। তথাপি স্থামের হাত দিরা মাসে মাসে গোপালের কথা আমাদের জ্বানার নাই। আমা একটা দিনের জন্তও গোপালের কথা আমাদের জ্বানার নাই। টাকটার কি ইর জানিবার জন্তই তুলাসিংকে গোপালের সংবাদ লইতে আমাদের থামে গাঠাইরাছিলাম। সে আসিরা সংবাদ দিরাছিল, আমাদের বাস্তুভিটা জন্সলে পরিণত হইরাছে। তাহার ভিতরে একটা ঘরের চিক্ত মাত্র আছে, কিন্তু ঘর নাই, প্রতিবেশীদের কাছে জানিতে গিরা সে গোপাল কিন্তা তাহার পিতার কোনও সংবাদ পার নাই। ইহাতে

আমি ব্ৰিয়াছিলাম গোপাল নাই; স্থাম তাহার অনস্তিত্বের কথা গোপন করিয়া এতদিন ধরিয়া টাকাটা আত্মগাৎ,করিছেছে। জীবিত গোপালকে যে সে এতদিন ধরিয়া বঞ্চনা করিয়া আসিছেছে, তাহা স্থপ্নেও ভাবি নাই। করনাতেও আনিতেও পারি নাই যে, মাহুষ এতদ্র নীচ স্বার্থণর হুইতে পারে!

যাহা কলনাতেও আনিতে পারি নাই,তাহাই ঘটয়াছে। আমরা ঐথর্যানমনী জননীর প্রিয়পুর সাত বংসর ভিক্ষার জীবিকা নির্বাহ করিয়াছে! আমরা অবহেলার গোপালের প্রতি অমানুষিক জত্যাচার করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বেই অগ্রের কথা মনে পড়িল ব্রিলাম সে ভীবিণ অপ্র আংশিক সভ্যে পরিপত্ত হইয়াছে। আম আমাকে অতলম্পর্ণ গিরিগহরের নিক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু গোপাল আমাকে রক্ষা করিতে উদ্ধারের হন্ত প্রসার্থ করে নাই। আমি মনুষুত্বহীনতার সর্বানিয়ন্তরে প্রতিত ইয়াছি। ত্থে লেশ শ্রু, অনুষ্ঠা শ্রু, আকাজ্ঞা শ্রু, ভিরারী গোপাল! এখন আমাকে রক্ষা করিতে ইল্লা করিলেও কি অভদ্বে তোমার হাত বাইবে!

গোপালের সহিত কথা কওয়া আমার শেষ হইয়াছে। সম্পর্কও
ব্ঝি ইহজন্মের মত টুটয়াছে। আমি ধনী, গোপাল ভিক্ষাজীবী;
আমি নানা বিস্থায় পারদশী, গোপাল বালোর সেই ব্জিহীন নির্বাক
রোদনশীল মূর্য ত; আমার ভবিষাতের আশা অনন্ত, ভবিষাৎ
নিরাশার চিহ্ন এখনই গোপালের মূথে অন্ধিত হইয়াছে। আমিও
গোপাল উভয়েই দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে চলিয়াছি;— আমি
অর্থ ও মানের কোমল আকর্ষণে, গোপাল কুধার তীত্র ভাড়নে বিপরীত
পণগামী। এ তুই পথিকের পুন্মিলন কেমন করিয়া ঘটবেং।

ক্রমশঃ

গ্রীকীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিলোদ।

## দাদা ম'শায়ের ঝুলি

(৪ •৩ পৃষ্ঠার পর)

ভট্টাচার্য্যের কর্থা শেষ হইলেও ব্যোমকেশ কিন্নৎক্ষণ নিজক হইরা চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেবে প্রগাঢ় প্রকা-প্রীতি-পূর্ব কোষল দৃষ্টিতে রোগ-শ্যা-শারী বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইরা কহিল, ''দাদা ম'শার আমি কি বল্ব, ভেবে স্থির করতে পারছি না। যতই আপনার কথা শুনছি ততই আমার বিশ্বর উত্তররোত্তর বন্ধিত হ'চেচ। কিন্তু প্রস্ব রহস্ত বড়ই অটিল দেখছি। আমার পূর্ব্ধে ধারনাভেই আসত না যে শান্ধাদি ব্যাপারের মধ্যে এত তক্ষ্পুকিরে থাকতে পারে। মুহূার পরেও বে লীলা থেলা এত দ্র গড়ায় একথা সহকে কে বিশ্বাস করবে ? বিশেষতঃ পাশ্চাতা দর্শন বা বিজ্ঞানের মধ্যে এ সব কথার আভাস পাওয়া যায় না। কাকেই আমাদের কাঁচে এ শুলো একটা বিরাট হেয়ালী বলে প্রতীর্মান হয়।''

ভট্টাচার্য্য:—তোর কথার আমি কিছু মাত্র আঁশ্চর্য্য বোধ করছি না।
তোর মতন ইংরেজী নবীশ ছেলেগুলোর মানসিক অবস্থাটা প্রার ঐ
রক্মই দেখতে পাই। ওটা হ'চ্চে ভােদের একদেশ-দর্শী শিক্ষার ফল।
দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষা প্রচলিত হ'রেছে তাতে মানসিক দৃষ্টিটা
কিছু অধিক মাত্রায় বহিমুখী ক'রে দেয়। কাজে কাজেই•স্থ্য দৃশ্যের
অস্তরালে যে সমস্ত জাগভিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত ক্রীড়া করছে সে গুলির
প্রতি লক্ষ্য• করমার চেষ্টা ও শক্তি ক্রমশংই মন্দীভূত হ'রে আসছে।
ভার্যাভূমিতে চিরপ্রচলিত যে সমস্ত তত্ত্বাজি আর্বগ্রন্থ সমূহের মধ্যে
ছ'ড়িয়ে র'রেছে সে গুলির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হ'বার চেষ্টা
এখন আর বড় একটা দেখা যায় না। কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শক্তি-

ভোগভূচার পর্যাবদান হর তত দিন বার বার পর্যায়ক্রনে এই ভিন তত্ত্বের যে সামান্ত আলোচনা ক'রেছে তাহার অতিরিক্ত সমস্ত কথাই (इंशानी रेल गरन दत्र।

ব্যোমকৈশ:-ভবে কি আপনার মতে বর্মান শিক্ষা প্রণাশীর কোনই মূল্য নাই ? ইহা আপনার নেহাৎ অসঙ্গত কথা। বে শিক্ষার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার এত সব বড় বড় পণ্ডিত জন্মালেন সেটা কি এতই হের १

ভট্টাচার্যাঃ—তোদের কেমন বয়েদের দোর, একেবারে ঝাঁক'রে চ'টে উঠিদ! আমি কি ছেই কথা বলুম ? একটু বুঝে. দেখ একবালে পাপ্পা হ'সনে। আমি ইভি পূর্বেই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশংসা ভোর কাছে করেছি এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যে উহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়ত। আর্ছে সে কথারও উল্লেখ ক'রেছি। কেন, তা বুঝিরে বলি শেন। এদৈশের লোকের মানসিক দৃষ্টি শ্বভাবত:ই অন্তমুর্থীন। সেটা হ'চেচ দেশের প্রাক্তিক ও আধ্যাত্মিক আরু হাওরার কল। তাতে এই দোষ হ'য়েছে যে বহিদৃষ্টিরও যে একটা দরকার এবং সার্থকতা আছে সে কণাটা অনেকেই ভূলে গেছে। ফলে দেশে একটা "মর্কট-বৈরাগ্যের" প্রাবল্য হ'রেছে এবং রজঃ শক্তির সম্যক অমুশীলন নঃ হওয়াতে গুইরে মিলে একটা বিশাল তামসিকতা সৃষ্টি ক'রে দেশ কে একবারে অভিভূত করে ফেলেছে। কাঞেই বাতি হিসাবে আমরা **এখন क्ला** छेमांनी छात्र मान, नम्पूर्वक्रत्न निष्कष्टे अर्देश नर्द्व विवस्त्र পরমুখাপেকী হ'রে প'ড়েছি। দেশের যদি প্রকৃত উন্নতির পূণ প্রশন্ত করতে হর তা হ'লে ভিতরে বাহিরে আবার একবার সামঞ্জ সংস্থাপিত क्त्राफ हरव। कात्रन व क्रहेरत्रत्र मर्या लाटक य विद्याप कत्रना करत्र সেটা ভ্রাম্বিপ্রস্ত। ছইই এক জিনিষ; একই পরম তত্ত্বেঃ ছুই ভাব,

অভএব বিরোধ কেথার? ঠিক বেন একথানি কাচ, ধার এক দিকটা ভোরা বলিস concave আর একটা দিক convex, ধদিও ইংরাজীশিক্ষার কলে ভোদের মধ্যে এখন একটা দারুণ বহিমুখী ভাব এসে প'ড়েছে
তথাপি কালে ইহার প্রতিক্রিয়া অবশুস্তাবী। বখন সেই প্রতি-ক্রিয়া
আরম্ভ হবে তখন আর্যা সন্তানের দৃষ্টি প্রনরার অধ্যাত্ম রাজ্যে আরুট হ'য়ে
ভিতরে বাহিরে একটা উদার দাম্য দেশমধ্যে প্র: প্রতিষ্ঠিত করবে। দেশ
মধ্যে আবার প্রকৃত সন্ত গুণ ফুটে উঠ্বে। 'কারণ সাম্যেই সন্তের প্রতিষ্ঠা।
তখন দেশ আবার উন্নত হ'য়ে উঠ্বে, আমাদের এই ধূল্যবল্ঞিতা চির
ছ:খিনী ভারতজন্নী আবার রয়েজজ্ব মুকুট্টে বিভূষিত হ'য়ে আপনার
মহিমাচ্ছটার আবার জগৎ আলোক্তিত করিবে। হায়, ভাই, সে দিন কি
আসিবে ? যে শিক্ষার নিকট আ্রমি এতটা প্রত্যাশা করি তাহা বতই
অসম্পূর্ণ হউক না কেন আনি তাকে কদাচ উপেকা করিতে পারি না।

ব্যামকে ক্রিন্দা ম'শার আমাকে মাপ করুন। আমি অভটা ভলিরে না ব্ৰেই আপনার উপর কটাক্ষ করেছিলুম। সে কথা যাক, আস্থন আমরা প্রেডভন্ত সম্বন্ধে আলোচনার ভিসসংহার করি, কিন্তু ভৎপুর্বে একবার মূল কথা গুলোর পুনরার্ত্তি করলে ভাল হয় না কি পূ

ভট্টাচার্যা:—ভালকথা, আমি ভোকে এতদিন ধ'রে যা বুঝিয়ে এলুম ভাহ'তে সার সংগ্রহ কলে এইটে দাঁড়ায় যে, মায়্লয বলতে আমরা বাকে বুঝি সেটা বাত্তবিক শ্বরপতঃ ঈশ্বরের অংশ মাত্র। স্থ্যের সহিত্ত স্থর্যের কিরগের যে সম্বন্ধ, শ্বরপতঃ 'ঈশ্বরের সহিত্ত ঠিক সেই সম্বন্ধ। 'কীবাত্মার প্রকৃতি ভোগের জন্ম বিবিধ উপাধির প্রয়োজন ক্র । এই উপাধি ভিন্ন তাঁর প্রকাশ হল্প না। এই ব্রহ্মাণ্ডে সাত্তী লোক আছে। ভোগাসক্ত কাব তার মধ্যে নিম্নন্থ লোকতার অর্থাৎ, ভ্রং, ভ্রং, বং এই তিনটা লোক আশ্রন্ধ ক'রে থাকে। যত দিন না

লোক ভোগ হ'তে থাকে। মাহুব যথন মরে, তথন তাহার অঞ্চ কিছু পরিবর্ত্তনই হর না, কেবণ জাবাত্মা বে উপাধির আশ্রের এত দিন পর্যান্ত ভূলোক ভোগ কচিছলেন সেই উপাধিটা নাই হ'রে যার। তথন জীবাত্মা ক্লে উপাধি জবলুখন করে এথমে জুরুলাক পরে সংলোক বা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন। কিন্তু তুগ দেহের পতনের পর সকলেরই ঠিক এক অবস্থা প্রাপ্তি হয় না। বিগত পাথিব জীবন, বারা স্বধু কাম জোধাদি রিপ্ চরিতার্থতার জন্ম নাই করেছেন, মৃত্যুর পর ক্লে শরীরে বাসকালে তাঁদের একটা ভয়ানক কটের অবস্থা উপ্স্তিত হয়। যত দিন এই অবস্থা থাকে ততদিন ভাকে, প্রত্ত' বলা হয়। যাকে লোকে 'ভূত' বলে অভিহিত করে, সে জিনিষটা আর কিছুই নয় এই শ্রেণীর জীব। এখন বল দেখি আমি যে এভদিন ধরে মাথ, বকালাম, সেটা কি শুধু পঞ্জমন্যাত্র হ'ল, না তুই কিছু ব্রাণী প এখনও কি মনে হয় যে ব্যক্তি ভূতে বিশ্বাস করতে পাল্য ভার চৌদপুরুষের মধ্যে কেছ ক্রিমণ্ড তোরা যাকে জারান করতে পাল্য ভার চৌদপুরুষের মধ্যে কেছ ক্রিমণ্ড তোরা যাকে জারান বিশ্বাস করতে পাল্য ভার চৌদপুরুষের মধ্যে কেছ ক্রিমণ্ড তোরা যাকে জারালে বিশ্বাস করতে পাল্য ভার চৌদপুরুষের মধ্যে কেছ ক্রিমণ্ড তোরা যাকে জারালে বিশ্বাস তার পাড়া দিয়েও চলেনি ?

ব্যোমকেশ। দাদানীশায়, থ্ব এক চোট্ বলে নিলেন দেখচি। কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও মনের মধ্যে কিছু খট্কা থেকে গেল। ভূত' যদি স্ক্রশরীর বিশিষ্টই হ'ল তবে তাকে দেখা যায় কি করে ?

ভট্টাচার্যা। সাধারণ দৃষ্টিতে ভূতকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব নর। কারণ ভূবনৌ কিক প্রকৃতি জড়ের (Etheric) আকাশিক অবস্থা হতেও হল্ম। কিন্তু কথন কথনও প্রেতাত্মা পার্থিব মায়ুবের নিকট আত্মপ্রকাশ করতে অভিলামী হয়ে থাকে; সেই আত্মপ্রকাশ চেষ্টার ফলে ভাহার দেহ ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে। এবং সেই সময়ু সে সাধারণ পোক্রের অকি গোচর হয়ে থাকে।

ব্যোদকেশ। ভবে কি ইউরোপীয় প্রেভতত্ববাদীরা spiritualists-

বে materialisation বা পরলোকবাসা জীবের ঘনীভূত জড়দেহ ধারণ ব্যাপারের উল্লেখ করে থাকেন গেটা নেহাৎ আজ গুবি কথা নর ?

ভট্টাচার্যা। হাঁ তাঁদের কথা ওনেছি বটে। বতদুর বেনেছি ভাতে মনে হর তার্নিজেদের ভাবোচভার কলে মৃত্যুর পর জীবের ্বে অন্তিত্ব থাকে এ কথাটা অনেকটা নিশ্চর ক্লপে বুঝাতে পেরেছেন। 'কিন্তু তালের spirit কথা অনেকটা বিচ্ড়ী গোছের হ'রে র'রেছে ! জাবাত্মার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরলোকে বে ্সে সম্বন্ধে তাঁরা এখনও বিশেষ কিছু তথ্য নির্ণন্ধ করতে পারেন নি। আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যেও "ভৌতিক" এই শণ্ট। ভূবলোক সংক্রাম্ব অনেকবিধ বাাণারের ভাপ 🔻 হয়ে আছে। কিন্তু বিশেষরূপে चोरनाहना कतरन रमथा यात्र ८६ और ममछ जारनी किंक वााभारतत क्तिक अध्याक्ताको छेईगामी कोताबाद ये छ बद मध्य हे बाद । অবত এব মৃত্যুর পর হৈ'তে আরম্ভ করে প্রেতদেহের 'বিনাশ পর্যাক্ত বে সমস্ত ব্যাপার ঘটতে পারে এবং অক্সান্ত যে সমস্ত ব্যাপার 'ভৌতিক কাশু"বা কোন মৃত মাহুষের প্রেকাত্মার দারী অনুষ্ঠিত কার্যা বলে সাধারণ লোকের বিশাস সেই সমন্তের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা বাক। ভাহালে তুই বুঝতে পারবি বে ঠিক ভৌতিক কাণ্ড কোন খুলো।

ব্যোমকেশ। ভাল মৃষ্ঠিংগই পড়লুম। তবে ক্রমণঃই নূতন নূতন কাঁকড়া বেরুচ্ছে দেখিছি। কোধার ক্রমুশঃ পরিকার হয়ে আগেবে না গগুগোল বৈড়ে চ'লেছে।

ভট্টাচার্যা। কি করব ভারা একটা প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করা বত সহক ভার নীমানো করা ভত সহজ নয়। আছো তোর আজকে বিরক্তি বোধ হর কাল পুনরার আরম্ভ করা বাইবে।

खीमनशानिन मन्त्री ।

#### অলৈকিক রহস্য।

১২শ সংখ্যা।

প্ৰথম ভাগ।

िटाब, २७३७।

#### শীৰ্জ অলোকিক রহস্তের

সম্পাদুক মহাশয়

•সমীপেৰু

बट्टांग्ब,

এবারৈও একটা প্রকৃত ঘটনা প্রাঠাইলাম। আশা করি এটার উপরেও আপনার কুপাবারি সিঞ্চিত হইবে। • • • • • • • • • • • ইতি

ৰশ্মৰদ শ্ৰীবিজয়ক্কণ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য।

### প্রেতাত্মার.অর্তাপ

ছুই বংসরের পর, প্রীযুক্ত গিরিশাচক্র চূড়ামণি মহাশর এবার কালী পূলার সময় আমাদের বাটাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশর আমাদের দেশ্রে অনাম প্রসিদ্ধ একজন রুতবিন্ত প্রাশ্বণ পণ্ডিত। প্রাশ্বণ পণ্ডিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি অন্তঃসার শৃত্যু পাণ্ডি-ত্যের অভিমানে উচ্চ মন্তকধারী। তাঁহার শাজে ভীক্ষ ঘৃষ্টি ত আছেই, অধিকন্ত, সুরসিক, সুবক্তা এবং পালকাল বাহাকে মন্তলিস জমকাল করেল ভিনি তাহাই।

কালী পূজার রাত্রি—অমাবস্থা—তাহার উপর ভীষণ অন্ধকারে চারি

দিক সমাছ্র , কোলের মায়ব পর্যান্ত দেখা বাইতেছে না। পূলা শেষ হইরা গিরাছে, ভোজনান্তে সকলে চূড়ামণি মহাশয়কে বিরিয়া বৈঠক-খানাতে নানারূপ পর করিছে। চূড়ামণি মহাশয়ও সর্কল কথার উত্তর দিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে আপুনার সহাস্ত-মুখ-নিঃস্ত-বাক্যে উপবিষ্ট লোক সম্হকে হাসাইতৈছেন, এমন সম্য হঠাৎ পার্যস্থিত টেকিলাল হইতে ছম ছম করিয়া টেকির শক্ষ হইল। সকলেই নিবিষ্ট মনে চূড়ামণি মহাশয়ের গল্প শুনিতেছিল, সহসা এও রাত্রে টেকির শক্ষ শুনিয়া, কেন যে এরূপ হইল ইহা দেখিবার লক্ত বাগ্র হইল এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারে কারণ অনুসন্ধানের নিমিন্ত ৭৮ জনে মিলিয়া বাহিরে আদিল। যদিও মঞ্চলিসের মধ্যে অনেকে সাহসী ছিল, তথাপি কেইই একাকী যাইতে অগ্রসর হইল না,—কি জানি যদি ভূত হম্বং

তেঁ কিশালের নিকটে আদিয়া প্রথমে ফেইই প্রবেশ করিতে চাহিল
না। নানা কথা কাঁটা কাটার পরে সকলে এক সঙ্গে ক্রিভরে প্রবেশ করা
উচিত ইহা স্থির করিল এবং ঘারের শিকলি খুলিয়া যেমন আলোক হস্তে
প্রবেশ করিল অমনি একটা বিকট চীৎকার ক্রিরয়া একজন স্ত্রীলোক
টেঁকির উপর হইতে লাফাইয়া প্রভিল। স্ত্রীলোকটীকে প্রথমে দেখিয়া
সকলেরই চৈতক্ত লোপ পাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু অমুসন্ধিৎস্থগণের
মধ্যে একজনের উৎসাহ বাকেয় আর্যন্ত হইয়া যথন অপরাপর সকলে ভাল
করিয়া নিরীক্ষণ করিল তখন দেখিল যে, সেই স্ত্রীলোকটা পাড়ার
গোরালাদের উন্মান রোগাক্রান্তা ক্রেন্ড 'ে বোধ হয়, প্রসাদ থাইবার
আশার ধরের মধ্যে বিসয়াছিল, কিন্তু কাহারও সমক্ষে পড়ে নাই; অবশেবে বাড়ীয় দাসী কর্তৃক এইরপে আবদ্ধ হইয়াছিল। বাহির হইবার
উপায় না দেখিয়া নিজের বৃদ্ধির প্রভাবে উপস্থিত জনসমূহ কর্তৃক মুক্ত
হইল। এবং চীৎকার করিতে করিতে অধ্বারে কোথায় ভিলয়া গেল।

সকলে ভাবিয়াছিল এক, হইল—আর এক, ইহা লইরা মন্ত সমালোচন। করিতে করিতে চূড়ামলি মহাশরের নিকট উপস্থিত হইরা যাহা ।
বাহা ঘটিরাছিল সমন্তই বিহুত করিল এবং "ভূত কি আছে" "ভূত :
নাই" ইত্যাদি মহা আড়মরবুক কথার আফালন করিক্ষ লাগিল। ভাহাদের কথা সমাপ্তির পর চূড়ামলি মহাশর বলিলেন—"বাবু, ভোমরা ভূত বা প্রেতায়া বিখাস কর না, অথচ ভরটুকুও ছাড়িতে পার না। আমি
কিন্তু বিখাস করি। আমার এমন একদিন গিরাছে যে দিন প্রেতায়ার সহিত কথাবার্তা কহিয়াছি।"

সকলে সমন্বরে বলিয়া উঠিল—"সে কিরুপ ?" চূড়ামণি মহাশন্ন বলিলেন—"তোমরা বিখাস করিবে না, কারণ, আধুনিক পাশ্চাভ্য আলোকে তোমাণের স্থন্ম আলোকিভ, আমাণের প্রাভন ব্যক্তির কথা কি সেধানে স্থান পাইবে ?"

সকলে বলিল ⊶''আপনীর কথা জ্মেরা বেদৰাক্যের স্থায় ভাবিয়া থাকি।"

চূড়ামণি মহাশন বলিংলন—''যদি তাহাই ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ঘটনার সমস্ত কথাই বলিতেছি শ্রবণ কর।—

'রামচন্দ্র শিরোমণি নামে আমার এক জাঠতুত ভাই ছিলেন। তিনি দেখিতে স্থপুরুষ ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার মত স্থপক ব্যক্তি জতি জন্নই দেখিতে পাওয়া বায়,—বিশেষতঃ নামলা বিষয়ে। তিনি আইন এত ভাল করিয়া ব্যিতে পারিতেন যে বড় বড় 'আইনজীবীও তাঁহার মত ব্বিতে গারিত না। কিন্তু হায়, এত গুল্ল পারু। সন্তেও জভিশন্ন সার্থপিরতা হেতু তিনি একবারে মাটি হইয়া গিয়াছিলেন।

''দশ বংসর বরসের সময় আমার পিতৃবিরোগ হয়। রামচক্র দাদার বরস তথন সভার বংসর। পিতার জীবিতাবস্থায় আমরা সকলে একাল- বর্ত্তী ছিলাম; স্থতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র দাদাই সংসারের কর্ত্তা ছইলেন। অর বন্ধনে তাঁহার পিতৃ মাতৃ বিরোগ হওরাতে, পিতাঠাকুর মহাশর তাঁহাকে অভিশর ভালবাঁসিতেন এবং আমিও নাবার্শক বলিয়া আমাদের বিদেশুন্ত্রিত জমি আরগা, কোথার কত খার্ল্গ পাওয়া বায়, কে কত টাকা ধারে প্রভৃতি সমন্তই তাঁহার পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন ও তৎসম্বদ্ধীর দলীল পত্র, হাওনোট ইত্যাদি সমন্তই তাঁহার হতে দিয়া গিয়াছিলেন।

"পিভা ঠাকুরের মৃত্যুর পর দশ, বার বংসর আমাদের সংসারে তিনি কর্ত্তারূপে বিরাজিত ছিলেন। এই সমত্রের মধ্যে তিনি প্রকাদিগকে এত বাধ্য করিয়াছিলেন যে একবার স্থাদেশ করিলে তাহারা প্রাণ পর্যান্ত দিতে পারিত। আমাদের অধিকাংশ প্রকাই মুসলমান। তাহারা ধর্মজীর এবং চিরক্তজ্ঞ জাতি। আপদে বিপদে রক্ষা করিলে চিরকালই ভাহারা উপকার ননে রাক্ত্রে স্থতরাং আদেশ রক্ষা করিলে এব তাহারা রামচক্র দাদার আজ্ঞান্ত্রত্তী হইবে তাহাত্তে আর আশ্চর্যা কি।

"অধিক দিন আমরা একারে থাকিতে পারিলাম না। কারণ, আমি
সাবালক হইরাছি, বিবাহ হইরাছে, স্তরাং নিজের বিষয় নিজে দেখিলেই
ভাল হয়—এই'হিতোপদেশটা' আমি আত্মীয় বজনের নিকটে শিক্ষা করিলাম, এবং ইহাও শুনিলাম যে পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর আমাদের
সংসারের সমস্ত থরচ কুলাইয়া যাহা কিছু উঘৃত্ত হয় তৎসমস্তই রামচক্র
দাদা নিজের নামে পোষ্ঠ আফিসে জমা থাখেন। আমি তাহা হইতে
একেবারে বঞ্চিত হইরাছি। ইহা শুনিরা অবধি আমার পৃথক হইবার
বাসুনা বলবতী হয় এবং এক মাদের মধ্যেই তাহা কার্য্যে পরিণত করি।
আমি নিজে তাহার মুথের উপর কিছুই ব্লিতে সাহস করি নাই, আমার
খণ্ডরই ইহার প্রধান উদ্যোগী হইয়া একরেপ মীমাংসা করিলা দিয়াছিলেন।

"পূথক হইবার পর এক বংসর পর্যান্ত আমি বুঝিতে পারি নাই— জিতিলাম ক্লি ঠকিলাম। কারণ আমার মনে দৃঢ় বিশাস ছিল যে রামচন্ত্র बांबा आमारको कथनरे ठेकारेरवन ना । किन्छ त्म विश्वाम मीखरे बृत बरेन এবং বুঝিতে পারিলাম বে, দুরবর্তী স্থান্ধে বে দকল জীম আছে তাহার व्यधिकाश्मेर त्रामहञ्च मामात्र पथला । जिनि वरमत्रास्य स्मथान याहेन्ना याहा কিছু পান তৎসমুদর বিক্রন্ন করিয়া টাকা সংগ্রহ ক্রেন। ওধু ইহাই নর, সম্বংসরের কাঠের যোগাড় হইতে পারে এমন একটি অঞ্চল হইতেও বঞ্চিত নুহইন্নাছিলাম। এই সব শুনিয়া প্রথমে আমার ক্রোধের সঞ্চার হইন্না-ছিল, কিন্তু যথন বুঝিলাম যে তীহার সন্তানাদি হইবার সন্তাবনা নাই, তাঁহার অবর্ত্তমানে সমস্ত সম্পত্তি আমারই <sup>\*</sup>হইবে, তথন আর মকদ্দমা করা বিধের নছে, এইরূপ স্থির করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। কিন্তু হায়, ভবিতব্যতার হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পায় না। সামসাম 年 সাধ্য অদৃষ্ট-লিখিত হঃবৈর বোঝা ফেলিয়া দিয়া স্থখতক্রী শান্তি ভরা ছায়ায় চিরকালই সমাসীন, থাকে ৷ আমার অদৃষ্টে কট আছে, আমি নিরস্ত थाकित्न कि रुटेरव ? खिकेंदा हाफ़िन ना-ते निरामत कार्या कतिन,-তিলে তাল হইল-সামান্ত খুটি নাটা লইমী ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ হইল,--তাহার ফলে মকদমা বাধিল। আত্মি পুর্বেই বলিয়াছি রামচক্রদাদার মত আইন বুঝিতে অতি অল্ল লোকই পারিত। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল, তিনি মকন্দমা এক্সপ ভাবে দাঁড় করাইলেন বে তাহাতে আমিই দোষী সাব্যস্ত:হইলাম। আমাকে সে বারে হারিতে হইল।

"নিম্ন কোর্টে হারিবার পর, উপর আদালতে আপীল করিলাম। তাহার ফলে, আমি বে দোষী সাবান্ত হইরাছিলাম তাহা হইতে নিস্তাপ্ত পাইলাম এবং পরে যে এই মকদমাতে জন্নী হইতে পারিব তাহাও বুঝিজে পারিলাম।

"একাদিক্রমে তুই বংসর ধরিরা মকলমা চলিল। যথন রার বাহির হইল তথন শুনিলাম বে আমিই জিতিরাছি। আদালুত হইতে মঞ্জুর হইরাছে বে, দ্রবর্ত্তী জমি সমূহের ও জলনের অর্ক্তিশের মালিক আমি। বে সমর্গু আমি জরী হুইলাম—তথন অগ্রহারণ মাসের শেষ হইরা আসিরাছে, ধান্ত কাটিবার সমর হইরাছে। এই সমরে দখল করাই শ্রেরত্বর এই ভাবিয়া লোক লহ্মর লইরা বাও দিনের মধ্যে রওনা ন্ইলাম। কিন্ধ, হিতে বিপরীত হইল, মন্ত দাসা বাধিল,—আমার দলের তিন জন ভীকা রূপে আহত হইল এবং আমি যদি সে সমর প্রোপনে বাড়ী পলাইরা না আসিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আর ইহ জয়ের গৃছে ফিরিতে হইতে না।

"বাড়ীতে আসিরাই মেদিনীপুর যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম এবং সংক্রান্ত্রাণীর অনেক নিষেধ সম্বেও সেই দিন সন্ধার সময় রওনা হইলাম।

"মেদিনীপুরে সমস্ত কাঁহ্য সারা হইয়াছে। তথন এদিকে রেল হয় নাই, অগত্যা গরুর গাড়ী ভিন্ন উপান্ন ছিল না। রাত্রি নয়টার পর গাড়ী ছাড়িবে, থাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, গাডোয়ান কেবল সলিগণের অপেক্ষাতেই দেরী করিতেছে। তাহারাও জুটিল—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার হনে হইল, কেবেন আমার ঠেলিয়া দিয়া অতি বাস্ততার সহিত গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গাড়োয়ান তথন লগুনটা গাড়ীর নীচে বাঁধিবার উভোগ করিতেছিল, আমি তথনই ভাহার হস্ত হইতে লগুনটা কাড়িয়া লইলাম ও গাড়ীর মধ্যে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রান্তি অপনোদন পূর্বক পুনরায় তাহা কেহাইয়া দিলাম। গাড়োয়ান জিন্তাগ করিল,— এরপ

করিলেন কেন ? আমি বলিলাম,—কিছু না। গাড়োয়ান আর কিছু না বলিয়া গাড়্টী ছাড়িয়াদিল। সে রাত্রি ও তাহার পর দিন সন্ধা। পর্যান্ত গাড়ীতে বৃদ্ধিলাম।

"পদ্মা উত্তীৰ্ণ হইয়াছে। 🕳 আর ত্রিন মাইল রাক্ত অতিক্রম করিলেই আমাদের গ্রামে পৌছিব। পূর্ব্বরাত্তি হইতে আল সন্ধা পর্যান্ত সমান ভাবে গাড়ীতে রহিয়াছি; কিন্তু কেন যে সহসা নামিবার ইচ্ছা হইল ৰভিতে পারি না, কোথা হইতে কে যেন আমাকে আকর্ষণ করিল-আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং প্রাড়োয়ানকে পশ্চাতে আদিতে বলিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রদর হইলাম। কিছু দূর অগ্রদর रहेश मत्न मत्न हिन्ता कविनाम यनि नाका त्रान्ता हाज़िया ननीत छोदन তীরে বাই তাহা হইলে অতি শীঘ্রই শাড়ীতে উপস্থিত হইতে পারিব; কিন্ত একাকী বাইতে সাহস হুইল না। আর যদি কেনু স্কা হুইত। এই কয়টা কথা ভীবিতেছি এমন সময় সম্মুখে কিয়দ,রবর্তী বৃশান্তরাণ हरेंटि (क रवन श्रृष्डि कोनकर्छ मरशाधन कतिया विनन,--'तिविभ, धम--আমিও তোমার দঙ্গে বাইব।'

''পরিচিত লোক ভাবিয়া অতি সম্বর সে স্থানে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে একটু দুরে আহ্বানকারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে চিনিতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—''আপনি কে ?'' উত্তর হইল—"আমি'। আমি পুনরায় জিজাসা করিলাম— 'আপনার নাম কি ?' ক্ষাণ কঠে পুনরায় উত্তর হইল—"রামচক্র।'

"রামচন্দ্র দাদার নাম শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিশ্বিত হইলাম : কারণ. যিনি আমার অধান শত্রু, বাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ, তিনি এক্সপ ভাবে আহ্বান করিতেছেন কেন ? তবে কি কোন ঋপ্ত অভিসন্ধি चाह् ? এই क्रेश मान मान चालाहना क्रिका, विकास क्रिकास,- 'আপনি কোণা হইতে আসিতেছেন ?' কাতর কঠে উত্তর হইল—
'নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে আসিতেছি। তোমার সঙ্গে বিশেব
আবশ্রুক আছে।'—এই বাকাগুলি শুনিরা ভরে আমার শরীষ্ট্র কাঁপিতে
লাগিল। আমি মনে মনে নিজের হর্কাছিকে শত শত গালাগালি
দিলাম; কারণ, যদি গাড়ীতে থাকিতাম তাহা হইলে গাড়োরান ত
কিঞ্চিৎ পরিমাণেও আমার সাহায্য করিতে পারিত। বখন শক্রের
কবলে পঞ্চিরাছি তখন আগ্র উপার নাই,—এইরপ চিন্তা করিরা আমি
বিলাম,—'কি আবশ্রুক্ত?' ভড়িত কঠে উত্তর হইল,—'ভাই, আমার
সবই শেষ হইরাছে। একণে ভোমাকে কতকগুলি কথা বলিব,
পার ত' পূরণ করিও।'—শ্বর শুনিরা বোধ হইল যেন তিনি ক্রেন্সন
করিতেছেন।

"আমি তথনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুনরার জিজানা করিলাম,—'সে কথা একণে বলিবেন কি ?'

'না,—চল, রাস্তাতে বলিব,'—এই বলিয়া বেন তিনি অগ্রসর হই-লেন। কতক বিশ্বরে—কতাস ভারে—কতক আবেগে অভিত হইয়া আমিও মন্ত্রমুগ্রের স্থায় তাঁহার অন্থারণ করিলাম। ক্রমে নদী, মাঠ পার হইলাম, তথাপি কোন কথা বলিলেন না।

"বাটীর সন্মুখন্থিত আত্রকাননে প্রবেশ করিরাছি, এমন সমর তিনি বলিলেন,—'দীড়াও আমার বক্তব্য শেষ করি,'—এই বলিরা আমার প্রভাৱের পাইবার অগ্রেই অতি ক্ষাণ ও কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন,— 'গিরিশ, না বৃঝিরা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি। বেমন করিয়া-ছিলামূ তাহার ফলও যথাযথ পাইয়াছি। একণে আমার অহুরোধ— পূর্বাক্ত কার্য্যের জন্ম আমার কমা কর। তুমি অতি সরলচিত্তে আমার বিশ্বাস করিয়াছিলে, কিন্তু, আমি তার খুব প্রতিদান দিয়াছি !' "আমি তথনও ব্ঝিতে না পারিয়া বলিলাম—'দে সব আর উল্লেখ ক্রিবার প্রয়োজন কি? যাহা হইয়া গ্রিয়াছে তাহার ত আর উপার নাই!'

তিনি বলিলেন—'সেই জক্ত ভোমার নিকট অমুভাপ করিতেছি। এক্ষণে তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিলে, নত্বা কিছুতেই আমার শাস্তি পাইবার আশা নাই। অনেকু পাপের জন্তু আমার এই অবস্থা ইইয়াছে!'

"আমি বাধা দিয়া বলিলাম—'আমি কে, যে আঁপনাকে কমা করিব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কঁফুন, তিনি আপনাকে কমা করিবেন। আপনার কি এমুন অবস্থা হইয়াছে যে এওঁ অনুভাপ করিতেছেন ?'

'তিনি আমার কথা তানুয়া ক্রন্দনী করিতে করিতে বলিলেন—
'গিরিশ, আমার বে কি কন্ট তাহা তুমি ব্ঝিতে পারিবৈ নাল আমি
মরিয়াও শান্তি পাইতেছি না! জীবিতাবস্থায় তব্ও স্থাও ছিলাম,
কিন্তু একণে মনে, হয় যেন প্রজ্ঞান্ত অগ্নিতে সদাসর্বাণ। আমি দশ্ম
হইতেছি। তাহার যে কি যন্ত্রণা তুমি কেমন করিয়া ব্ঝিবে! তাই,
আমার শেষ অমুরোধ,—উভর সম্পত্তির মালিক একণে তুমি, কিন্তু
দেখিও যেন সেই 'হতভাগিনী' অনাহারে মৃত্যু মুখে না পত্তিত হয়'—
এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেলেন!

"আমি তথন সমস্ত ব্ঝিলাম এবং উন্মাদের স্থায় বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র মাডাঠাকুরাণী প্রভৃতি আমাকে দেখিরা উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্সন করিতে লাগিলেন। ভাঁহাদিগকে একটু সান্ধনা করিবার পর শুনিলাম,—যে রাত্রে আমি মেদিনীপুর হইতে রওনী হই, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কলের। রোগে রামচক্র দাদা প্রাণত্যাগ করিরাছেন। হার ! যদিও তিনি আমার শক্ত হইরাছিলেন, তথাপি

ভাঁহার মৃত্যুতে আমার বক্ষঃস্থল চূর্ণ বিচূপ ইইরা গিরাছে !"—এই কথা খাল বলিরা চূড়ামণি মহাশর বালকের ভার জেলন করিতে লাগিলেন। আমরা ভাঁহাকে কোন প্রকারে সাখনা করিয়া বিশ্বিভার্যঃকরণে সেরাজের জভা বিদার ইইলাম।

শ্ৰীবিজয়ক্ত্বক ভট্টাচাৰ্য্য।

#### সফল-স্বর্থ।

-:(\*):-

প্রথম প্রেরদীর ১৩০০ সালের আখিন মাসে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হর। জীবনের প্রথম প্রেরদীর বির্নোগ নিতান্তই মর্মান্তিক শোকাবহ; আমার পক্ষে আবার একটু বিশেষত্বও ছিল। যথন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হর, তথন আমার পাঠ্যাবস্থা। আমি কলিকাতায় থাকিয়া বিশ্বাতাাস করিতাম, প্রীয়ের ছুটির পরে বাড়া হইতে কলিকাতা আসিবার পূর্বাদিন রাজে আমাদের মধ্যে সামান্ত বাদান্তবাদ হইয়া সেই কলহ হঠাৎ মর্মান্তিক হইয়া পড়ে। ঝগড়াতে আমি এত উত্তেজিত হইয়াছিলাম বে আমার ক্রদরে মৃত্যু কামনা পর্যান্ত উদিত হয়। ক্রোধ-পরবশ হইয়া হঠাৎ বিলয়া ফোল ভগবান বেন এই করেন, এবাজা বেন আমায় আর ক্রিরয়া আদিতে না হয়; আর বেন ভোমার সহিত আমার দেখা না হয়। প্রত্তান্তরে আমার স্ত্রী বিলল, প্র্মি ফিরিয়া আসিয়া বেন আমার স্ত্রী বিলল, প্র্মি ফিরিয়া আসিয়া বেন আমার স্ত্রী বিলল, প্র্মি ফিরিয়া আসিয়া বেন আমার করা বিলল, প্রমি ফিরিয়া আসিয়া বেন আমার করা করা গ্রাহিল পাইয়াছিলেন। আমি বাড়ী যাইয়া আর তাহাকে

দেখিতে পাইনাই। ওলাউঠা রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হর। ইতঃপুর্বে আমার একটা পুত্র সন্তান জন্মরাছিল। তাহার বরস তথন আটাই মাস। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর তিন চারিদিন পরে সেই ছেলেটাও মারা যায়। আমার ও স্থামার স্ত্রীর শৈষ বিদার এইরূপ মর্মান্তিক হওরাতে পত্নী বিয়োগে আমি বিশেষ রূপে কাতর হইরা পড়ি।

আম মৃত্যুর প্রার ছইমাদ পরে, একদিন আমি ভাহাকে খ্বপ্নে দে তার পূর্বে কি পরে আর কথনও তাহাকে খ্বপ্নে দেখি নাই। পথ তি আশর্ষ্য । এই স্বপ্নটার একটি বিশেষত্ব এই বে, বে সমরে বেভাবে শুইরাছিলাম স্বপ্রেও দেখিতে পাইলাম আমি সেই चरत्र, त्मरे विष्ठानांत्र त्मरे ভाবে करेंद्रा चाष्ट्र। चन्न तम्भात मगत्र व्यवः অপ্লাদৃষ্ট সময়ও এক। স্বপ্লে দেখিলাম আমি শুয়ন করিয়া আছে, আমার বাম পাখে আমার মৃত পত্নী অর্দ্ধায়িত অবস্থায় উপাধানে বাছ নান্ত করিয়া অরুস্থিত; আমি তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার সহিত্ গর করিতেছি; স্থামার বর্ত্তমান স্ত্রা, (তথন পর্যান্ত তাহার সহিত বিবাহ বা বিবাহের কথাও হয় নাই এবং ভাহার পূর্ব্বে ভাহাকে কথন দেখিও নাই,) তখন অল বয়ন্ধা বালিকা, অপর পার্শে অর্থাৎ আমার পশ্চাতে গাঢ় নিক্রাভিভূতা। অনেকক্ষণ পর্যান্ত আমাদের গল চলিতেছিল। কথায় কথায় আমার স্ত্রী বলিল "তুমি কেবল আমার সঙ্গেই গল্প কর, আর ওর দিকে ফিরেও চাওনা কেন ?" এই কথা শুনিয়া আমি একটু বিশ্বিত হইয়া বলিলাম "ও কে ? কোণাকার এক খুবদ বালিকা, ভার সঙ্গে আবার কি কথা বলিব? আর ওকেত চিন্তে পাছিলা; ও এখানে কেমন করে এল ?" - এই বলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া ভাষার চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার স্ত্রী বলিল "ওই

আমি। এইবে আমাকে দেখিতেছ এই আমি'ত ম'রে গেছি। ওই তোমার আসল স্ত্রী। আমিই ও।"

আমি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিলাম 'তুমি'ত বেশ বিক্চার (lecture) দিতে শিঁথেছ! তোমার এই "থিয়লজিকেল লেকচারটা (Theological lecture) ধর্ম সমাজের জন্ত রেথে দিলে বেশ ভাল হয়। তোমার কিন্ত বাহাদুরী থ্ব, মরে গিয়ে মায়ে আমাকে দেখা দিয়ে বলছ—''ঐ তুমি।" 'তুমি বেন সতীদেহ তাগে ক'রে গিরিয়াজ-ক্যা উমা হ'য়ে এসেছ। ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ "বৃধি শীঘ্রই পড়া হয়েছে? তোমার কথায় বোধ হচ্ছে ওট আমারই স্ত্রী; ওকে বিয়ে করার কথাও আমার মনে পড়ে না।

সে বলিল ''তোমার মনে পড়ুর্ক বা না প্ড়ুক্, বধন জাগবে তথ-নই-নন্ত ব্রতে পারৰে। এখন তুমি স্বপ্ন দেখছ। আমি সভ্য সভ্যই ম'রে গেছি। আমার 'সভ চিভাটা দেখেও কি ভোমার বিখাস হয়না বে, আমি ম'রে গেছি?

আমি বলিশাম, 'এমন চিতা আমিও হাজার হাজার সাজা'রে রাখতে পারি। যা'ক এই রকম আলাণ আমার ভাল লাগেনা; এই ক'রে ব্ঝি তুমি আমার মন ব্ঝতে চাও বে তুমি ম'রলে আমি আবার বিরে করব কি না? ভাই নাকি? কৌশলটি কিন্তু বেস!

সে বলিল, ছি, তা'কেন ? আমি'ত ম'রে গেছিই। তামাকেই আমি অন্বোধ করি তুমি বিরে কর। আর ঐয়ে দেখ ভোমার স্ত্রী আমিই," ইহা" ঠিক জানবে। যতক্ষণ তুমি আমার এই চেহারা দেখতে পাচ্চ, ততক্ষণ আমার কোন কথাই তোমার বিখাস হবে না, স্থপ্প ভালিলেই:সভ্য টের পাবে।'

ু আমি বলিলাম, মহাশয়; ক্ষমা করণ আমার এমন স্বপ্ন ভালা-

রও দরকার নাই, সত্য ব্থারও দরকার নাই। যে লোকটার সক্ষে মুথোমুথি বদে আলাপ করিছি সে ম'রে গেছে এমন জব সত্য কথাটা যে কি পুণরাধে আমাকে বিখাস করতে হবে বুঝিনা। এখনও এতটা 'উনপঞ্চাশের' ঝোক আমার ঘুড়ে চাপে নাই।"

ন্ধী। সবই বিশাস করবে। কিঁজ এখন ভোমার বিশাস হবেনা।
বা'হোক আমার কথা গুলি ঠিক মনে রেখ। ভোর হয়েছে, আমি
চ'ললাম।'' এই খলিয়া সে'ক্সন্তর্হিতা হইলু। আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।
স্বপ্নভঙ্গে অভিত হইয়া বিছানার উপর কিছুকাল বিসয় স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনারবিবয় ও স্বপ্ন দৃষ্টা ভবিষাৎ ক্লীক চেহারাটা মনে রাখিছে চেষ্টা করিতে
লাগিলাম। চেহারাটাও মনে রহিল। হই এক মাস পরে স্বপ্নের কথা
ভূলিয়া গোলাম। স্বপ্ন বিবয়ণটা গুই একজন বিশেষ বন্ধু ভিন্ন আরু
কাহাকেও বলি নাই। তাহারা আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

আমার ত্রীর মৃত্যুর প্রায় ৮ মাস পরে আমার দিতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। বিবাহ রাত্রে আমি এবং আমার নব পরিণীতা পদ্মী কিছুকালের অন্ত নির্জ্জনে একখনে পাকি। এই সময়ের মধ্যে তাহার সহিত
সামান্ত ছই একটি কথাও হয়। অক্তি অন্ত সময়ের মধ্যেই সে যুমাইয়া পড়ে। আমি ১০.১৫ মিনিট্কাল উন্মনস্কভাবে কি চিন্তা করিতে
ছিলাম। নিজিতা ত্রীর মুখের দিকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পতিত হওয়া
মাত্রই আমার সেই ম্বপ্প ও স্পর্মান্তই চেহারার কথা মনে পড়িল, আমি
চমকিয়া উঠিলাম। বিশ্বিত নৈত্রে দেখিলাম আট মাস পূর্বের বাহাকে
স্বপ্পে দেখিয়াছিলাম আজে সে স্ত্য একটা মান্ত্রইয়া ফ্লামার ত্রী
হইয়াছে!

# প্রেতাত্মার মূর্ক্তি-দর্শন।

#### ঘোষেদের বৌ।

বন্ধান্ধ ১২৯৯ সালে আমরা এই কাঁকুড়গাছিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করি। আমাদের বাগানের ফটকের নিকট এক ধর গোরালা বাস করে। তাহারা জাত ব্যবদা করেনা, তাহাদের ফুল-গাছের ব্যবসার আছে। এই গোপ পরিবারের মধ্যে, তথন গোরালা নিজে, তাহার স্ত্রী, ছইটী পুত্র, আয় একটি ক্সা ছিল—এখন তাহাদের ক্ষন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ষধন কলিকাভার প্রেগের প্রথম প্রাত্তাব হইরাছিল, সহরবাসী ও তরিকটস্থ পলীবানিগণ তথন ভরে স্থানাস্তরে পলায়ন করিয়াছিল। সেই সময় এই বোবেরাও ফরেশডাঙ্গায় গিয়া বাস করে। তাহাদের বাড়ীর চাবি ও কতকগুলি তৈজসপত্র আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছিল। পাড়ার আরও কতকগুলি লোক ইরুপ অক্তত্র পলায়ন করিয়াছিল—পাড়াটা এক প্রকার ফাঁকা হইয়া গিয়াছিল। কেবল আময়া ও আর হুণ্চার ঘর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এখানে রহিলাম।

সেই সমন্ন একদিন অফিস হইতে বাড়ী আসিতে আমার অনেক রাত হর— প্রায় ১০টা বাজিয়াছিল। আমাদের বাগানের কাছাকাছি আনিয়াছি, এমন সমর দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, যেন একজন স্ত্রীলোক রাজ্যার অপর পার্বের নর্দ্ধামা দিয়া বরাবর চলিয়া যাইতেছে। জ্যোৎসা থাকার দেখিতে পাইলাম, তাহার পরিধানে একথানি মরলা কাপড়। মুর হইতে ব্ঝিতে পারিলাম না, উহা থান কাশড়, কি পাড়ওয়ালা। দেখিলাম, সে বরাবর নর্দামা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে মনে করিলাম, বোধ হয়, আমাদের "মাইতীর বী" প্রকৃতির কার্যা সাধনো-দেখে তথার আগমন করিয়াছে এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় একটু দূরে বাইতেছে।

উপরোলিথিত "মাইতীর ঝাঁ" আমাদের পাড়াতে বাস করিত: ভিন কুলে ভারার কৈহ ছিল না, কেবল ভাষার এক ভগিনী ছিল। উভরের অবস্থাই বড় শোচনীয়, স্থতরাং উভরেই পরম্পরের আশা ভরদা পরিত্যাগ করিয়া স্ক শ্র- শ্রমার্জিত অর্থে অতি কটে জীবিকা নির্বাচ করিত। মাইতীর ঝীর নিজের কোন ঘর ছার না থাকায় বোষেদের বাড়ীর একটা দাওয়াতে রাঁধ্তো বাড়্তো আর শুতো। সে প্রায়ই ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিত। আর আমাদের এখানে তথন অনেকের পাকা পায়থানা ছিল না কিংবা প্রকৃতির কর্মী সাংনের একটা কোপাও নির্দিষ্ট স্থান ছিল না—স্থতরাং অনেকটেকই পথে ঘাটে মাঠে ঐ . কাজ শেষ করিতে ইইত। । সেই জন্ম আমি স্মন্ত্রমান করিলাম যে, নন্দামা দিয়া বে প্রীলোককে বাইতে দেখিতেছি, দে বোধ হয় "মাইতীর বী" হুইবে। পাড়ার অহা কোন স্ত্রীলোক এতদুরে কখন আসিবে না।

তারপর আমি গৃহে আসিয়া পরিচ্ছন পরিবর্ত্তন পূর্বক হস্তপদাদি প্রকালনার্থ পুষ্ণরিণীর দিকে গেলাম। পুকুরে নামিতে গিরা দেখিলাম, বেন একজন স্ত্রীলোক ঘোন্টা দিয়া ঘোষেদের ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। ক্যোছ নার আলোকে বেশ্চদেখিতে পাইলাম, তাহার পরণে লানপেডে শাড়ী, কিন্তু পাছা নাই এবং পাড়টিও সরু। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। কারণ, যথনু বাড়ী আসি ज्थन बारवादत वाड़ी अक्षक। किन, आत यनि जाराता कितिया थारक, ভাষা হইলে আলে আমাদের বাটা আসিবে, কেন না আমাদের বাড়ীভে ভাষাদের সব প্রার জিনিসপত্র রহিয়ছে। আর একটা সন্দেহ, আমাকে দেখিরা অভথানি ঘোম্টা দিবার লোক ভাষাদের পরিবারের মধ্যে কেছ ছিল না। এই সব নানাকারণে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় ঘরে আসিয়া মাকে জিল্পানা করিলাম, ঘোষেরা ফিরিয়া আসিয়াছে কি না। ভাষাভে তিনি বলিলেন, "কৈ না! ফিরে এলে ভো আমাদের বাড়ী আসে আসিবে? কেন, কাছাকেও ভুমি দেখিতে পাইলে না কি ?" তার পর আমি ভাষাকে আজাপান্ত সমস্ত বলিলাম। শেষে ভাষাভে আমাতে প্রদীপ লইয়া ঘোষেদের বাড়ীর দিকে দেখিতে গেলাম, উহারা আসিয়াছে কি না। কেছ কোথাও নাই, বেই অন্ধনার, সেই অন্ধনার হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সাড়া শব্দ নাই! অবশেষে আমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছিল, ইহাই সিনান্ত হবল। আমি কিন্তু এই সিনান্ত সমন্ত থাকিতে পারিলাম না; কেন না, আমার যে দৃষ্টির ক্রম হয় নাই, তাহা আঘি বিলক্ষ্পে ব্রিতে পারিয়া-ছিলাম।

বাহা হউক, শেষোক্ত ঘটনাটা যেন দৃষ্টির এম বর্লিয়া সকলে উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যার, তাহা জানিবার জন্ম কৌতুহল উপস্থিত হইল। যদিও তৎসম্বন্ধে আমি এক প্রকার অনুমান করিরাছিলাম, তথাপি আর আর সকলের মন্তব্য জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল। এতদভিপ্রায়ে মাকে জিজ্ঞানা করিলাম, "মাইতীর ঝী এখন কোথার থাকে?" তিনি বলিলেন, —"সে তা'র বোনের কাছে থাকে। ঘোরেরা চলিয়া যাইবার পর হইতে, সে এখানে একলা থাকিতে পারিবে না বলিয়া তা'র বোন তা'কৈ লইয়া গিয়াছে।" তাহা ভনিয়া আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। পাছে পুনরায় হাস্তাম্পদ হই এই ভয়ে নদিমার চলা জীলোক

সম্বদ্ধে কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তথন বেশ বুনিতে পারিলাম বে,
নর্দামা দিয়া বাইতে যে স্ত্রীলোকটকে দেখিরাছিলাম, সে কথন মাইতির
বি হইতে পারে না। কারণ, সে অভরাত্তে বে এথানে প্রকৃতির কার্ব্য
সাধনোদেশ্রে আসিবে, তাহা কথনও সম্ভবপর নহে। তাহার ভসিনীর
বাড়ীর নিকট এমন অনেক হান আহে, বেথানে এই কাল শেষ হইতে
পারে। আমাদের বাগান হইতে প্রায় পোরাখানেক দুরে মারাপাড়া
নামক পল্লীতে তাহার ভলিনীর বাড়ী; সেখার হইতে সে অভ রাত্তে
এখানেই বা কেন আসিবে ? আর যদি অভ কোন দরকারে আসিবে,
তাহা হইলে নর্দামা দিয়া চলিবে, কেন ? চলিবার রান্তা যুপেই রহিয়াছে।
বাহা হউক, এ রহন্ত উদ্ঘাটন করিতে পারিলাম না, একটা খট্কা রহিয়া
স্বেল।

উক্ত ঘটনার প্রায় মাসাধিক পরে ঘোষেরা ফরেশভাঙ্গা হইতে পুনরাগমন করিল। বহু খুলিয়া দেখিল, কোন জিনিসুপত্ত নড়চড় হয় নাই, বেখানের যেটি, সব রহিয়াছে।

তার পর এক বছর পঞ্জে শ্লীপঞ্চমী পূজার দিনে আর একটা আলোকিক এ
ব্যাপার দর্শন করিলাম। সেদিন খাওয়া দাওয়া করিতে আমাদের অনেক
রাত্রি হইয়াছিল। রাত্রে হাত পা ধুইবার জল ফ্রাইয়া যাওয়াতে বাড়ীর
মেয়েরা পূকুরে জল আনিতে গেলেন, মাতাঠাকুরাণী কেবল বাড়ীতে
রহিলেন। পূকুষেরা সকলেই শুইয়াছে এবং আমি তখন শুইবার
উল্ভোগ করিতেছি। এমন সমন্ন বাহিরে মেয়েদের উচ্চ কলরব শুনিতে
পাইলাম। তৎক্ষণাৎ উঠানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, প্রকুর
হৈতে মেয়েরা দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিতেছে। ভীত হইবার কারণ
জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে, তাহারা ঘোষেদের ঘাটে একটা স্ত্রীলোককে
আনেকথানি ঘোম্টা দিয়া বিসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়াছিল; কতবার

জিজানা করিল, 'তুমি কে ?' কিন্ত কোন উত্তর পাইল না, পূর্ববং ছির হইরা নিম্পক্ষভাবে বসিয়া রহিল। তাহাতে তাহারা ভর পাইরা পলাইরা আদিরাছে। এই কথা শুনিয়া, আমি উহাদের সহিত বাটে গিয়া দেখি-লাম, সেই ত্রীলোকটি বেন আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঘাট হইতে উঠিয়া পুকুরের পাড়ে বে একটা আমগাছে আর্ছে, তাহার দিকে চলিয়া গেল! আমরা সকলেই আশ্চর্যা হইলাম। এ ত্রীলোকটা কে এবং আমগাছের দিকেই বা গেল কেন? ভোহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

আমার সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে আর এক রাত্রে আমি বে একটি ব্রীণোককে ঐরপ বোম্টা দিয়া ওদের ঘাট হইতে উঠিয়া বিষতিত দেখিয়াছিলাম এবং বে দৃশুকে আমার দৃষ্টির ভ্রম বলিয়া সকলে উড়াইয়া দিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটিও ঠিক সেই রকম ! ঠিক সেই রকম শাদা ধপ্ ধপে কাপড় পরা. ঠিক সেইরকম লজ্জাসহকারে ধীরে ধীরে ঘাট হইতে উঠিয়া গেল। স্ত্রীলোকটাকে কেইই ঠ্যুওর করিয়া উঠিতে পারিল লা।

পর দিবস প্রোতে উক্ত বাপার ঘোষেদের কাণে পৌছিল। তথন গোপগৃহিণী বলিতে লাগিল যে, "ও আমার বড় বৌ; অনেক বার ু আমরা ওকে দেখেছি; কিন্ত বাপু আমাদের কোন ভর টর হয় না। হায়! অভাগিনী এখনও মায়া ছাড়িতে পারে নাই। তা' তোমরা কোন ভর করিও না।"

তার পুর আমরা শুনিলাম বে, ঐ গোয়ালাদের বড় বৌ একটি কল্লা প্রস্বাত্তে প্রতিকাগারেই ইংলীলা সম্বরণ করে; কিছু দিন পরে সেই কল্লাটিও ভূজননীর অমুগামী হইল। পুনরায় তাহারা বড়ছেলের বিবাহ দিল। আর এক দিন আমরা শুনিলাম যে, উহাদের নব বধুমাতা সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে আসিবার কালীন পুর্বোলিখিত আমুগাছের তলার এক

ক্ষন অবপ্রঠনবভী স্ত্রীলোককে দেখিবামাত্র তরে সূর্চ্ছিতাপ্রার হইরাছিল! সেই হইতে ভাহাকে সভর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, উনি ভাহার দিদি (সতীন) এবং বধনই নম্বরে পড়িবে, তথনই তাহাকে প্রণাম করিবে।

এতদিনে আমার সন্দেহ আপনোদম হইল। এই রার আমি ব্রিতে পারিলান থে, পুর্বেষ যা' যা' দুর্গু দেখিরীছিলাম, সে সব এই খোষেদের বৌরের কাজ।

শেবোক্ত ঘটনাটি সন ১৩১১ পালের বৈশার্থ মাসে হইরাছিল। ইছার পর আর কেহ কথন ভাহাকে দেখে নাই।

🏪 - 🏻 🏝 अभूखनान पात्र ।

### <sup>( २৫</sup>়) পুন্রাগমন।

তুই জনে মুখামুখি বসিয়া আছি, এমন সময়ে চটিওরালা সংবাদ দিল, আমার লোক জন ফিরিটেডছে। বাস্তবিকৃষ্ট চাহিয়া দেখিলাম, দাদা মহাশয় তুলাসিং হরিয়া ও বেহারাদের গ্রাইয়া আসিডেছেন। বেহারারা একটা পাজীও লইয়া আসিডেছে। কিন্ত পিতামহ এখনও বছদ্রে প্রান্তর পারে।

গোপালও তাঁহাকে দেখিল, দেখিয়াঁই উঠিল। বলিল, "ভাই! এই বারে আমি আদি!" আমি 'হাঁ' কি 'না' কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না। গোপাল উত্তরের অপেকা না করিয়াই মুখ ফিরাইল ় • বছন দেখি সে একাস্তই চলিরা যায়, তখন জিজ্ঞানা করিলাম—"আর কি দেখা হইবে না ?"

গোপাল ফিব্লিল, কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া কি বেন

চিন্তা ক্রিল। মুহুর্জের নিমীলিভ পলকে ভবিবাংটা বেন একবার (प्रविद्या नहेन। जाद भद्र दिनन-"इहेट्द।"

विनाहे (भाषान हिन्ता (भन्। आमात्र शात्न आत्र कितिन ना। তাহার পিতা আসিতেছিল, সে বিকেও চাহিল না—মত পঁথ অবলম্বনে সোপাল দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির শুস্তরালে চলিয়া গেল !

প্রচ্ছের মনুষ্যত্ব অণিধিবার দিরা বুঝি ভাষার কিঞ্চিৎ ক্রিয়া দেধাই-রাছে! নহিলে পুর্বদিনে আমার বাবহারে ভীত ব্রাহ্মণ আৰু আমার প্রতি সহসা আরুষ্ট হইল কেন! বান্ধণ আমাকে জিজাসা করিল—"হা ্বাবু! ও লেফেটীর সঁঙ্গে ভোমার সম্পর্ক কি ?"

व्यामि मक्ष त्रांगनं इतनः देशेनता उत्तरं निवाम-"व्यामात कौरन-দাতা এই সমন। বান্ধণ নাড়িয়া বলিল—"না বব্দ্তি, আরও সমন আছে।"

"কেমন করিনা,ব্ঝিলে ?"

"আপনার চকের জল দেখিয়াই ব্রিয়াছি ?"

"যে প্রাণ রক্ষা করিল, চ্ঠাহার জন্ম চক্ষে আন পড়িবে না !"

"কই ও ব্রা**দ্ধণত তোমাকে রকা** করেনি। ও ব্যক্তি কখন আসি-রাছে ভা জানিন<sup>।</sup>।"

''কেন, তুৰিই ত বলিলে!''

"আমার অস হইয়াছিল। যিনি রক্ষা কর্ত্তা, এখন দেখিতেছি সে**ই** ঠাকুর আগিতেছেন।"

অবাৰ্ষ্তার কুণা ভূনিয়া আমি বিশ্বিত হইলাম! গোপাল কি তৰে স্কুলের অজ্ঞাত সারে অ'নিয়া আমার সেবা করিয়া গেল! ছোটু ঠাকুর দাদাওকি তার আগমনবার্তা জানেন না !

ব্রাহ্মণকে বলিলাম—''আমি রাত্রে ঠাওর করিতে পারি নাই।

ভাবিরাছিলাম ওই ব্যক্তিই আমার রক্ষা কর্তা। সেই জন্মই ভার বিদা-রের সময় চোবে এক কোটা জল আসিয়াছে।"

বান্ধণ এ,উত্তরে ড্ট হইল না; বলিল---"না বাবু ড্মি আমাকে পোপন করিতেছ।"

আমি বলিণাম---"তুমি কি উহাকে কথন দোধরাছ ?"

ব্রাহ্মণ বলিল—''দেখিয়াছি কি না মনে হর না। এ চটিতে তোমা-দের পাঁচ জনের ক্লপায় কত লোক আদে। কন্ত বন্ধ বড় কোম্পানীর-চাকর বাড়ী ফিরিবার সময় এখানে পায়ের ধ্লা দিয়া যায় আমি কত লোককে শ্বরণে রাখিব।''

এই বলিয়া দুৰু কমলালেবু হইতে আরম্ভ করিয়া ভূগোল ব্ভান্তের সমস্ত রসটা আমার কর্ণে ঢালিয়া দিল। ত্ঝিলাম দামোদর নদের পশ্চিম উপক্লের প্রায় শতাধিক গ্রামের অধিবাসী কলিকাতায় ফাইবার ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাহার কুত্র কুটারে অস্ততঃ পোনেরো মিনিট কালের জন্তও বিশ্রাম লইয়া বায়।

ছোট দাদা এতক্ষণ <sup>শ</sup>মাঠের মাঝে উপিস্থিত হইরাছেন। আমি তাঁহাকে দেখাইরা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওই ব্রাহ্মণটাকে আর কথন দেখিরাছ ?''

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ আবেগ মিপ্রিত ভারে উত্তর করিল—"দেধিরাছি! উহাকে নিত্য দেখি। বে দিন না দেখি, যদি কোন দিন এ সেবকের কুটারে উহার পারের ধূলা না পড়ে সে দিন আমার বুণা বার।

একবার মনে করিলাম, ব্রাহ্মণের কাছে, নিম্নের পরিচর প্রকাশ করি, কিন্তু কি একটা অন্তরের চুর্বলিতা আসিরা আমাকে সে কার্যো বাধা দিল। আমি অন্তরের কথা অন্তরেই নিহিত রাধিয়া ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—''এই ব্বকের সহিত আমার বে সম্বন্ধ আছে, এটা কি শুধু আমার চোধের জল দেখিরাই ভোমার বোধ হইল ?''

''না বাবু, আমার মনে হইল বেন ভোমাদের ছ'জনের । মধ্যে একটা সম্ভ আছে।''

"এमन है। र्कार मत्न रहेन त्कन ?"

"তা কেমন করিয়া বুলিব। তোমার চোথের জল দেখিরা, জামার সে ধারণা পাকা হইরা গেল।" দেখিরা মনে হইল, সম্বন্ধ যেমন তেমন নমু—ঘনিষ্ঠ।

"তা কেমন করিয়া হইতে পারে, আমি<sup>\*</sup>ধনী, সে ব্যক্তি দরিক্ত।"

"তাহাতে কি হইরাছে। কোম্পানীর রাজতে যুগ উণ্টুটেরা গিরাছে। কত বড় মায়বের বাপ ছঃখী। ছৈলে হাকিম, বাপ পূজারী হইরা দিন কাটার।"

"চকে কি দেখিরাছ ঠাকুর, না, গুনিরা বলিভেছ।"

"এই আমিই বাবু তার উদাহরণ। স্থানি একটা প্রাতৃপ্রকে কোলে করিয়া মান্ত্র করিয়াছিলাম! র'াধুনী বৃত্তি হারা বাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাই দিয়া ভাহাকে ইংয়াজী লেখা পড়া শিখাই। সে এখন উকীল হইয়াছে। ওকালতী করিয়া ভালুক পর্যাস্ত করিয়াছে। বড় লোকের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছে। আর আমি এখানে সেই র'াধুনী বৃত্তিতেই জীবিকা নির্কাহ করিছেছি।"

্ত্রএ কথা শুনিয়া আর আন্ধণকে তুমি বলিতে সাহস হইল না। বলি-লাম—'<sup>4</sup>নে বাঁক্তি কি আর আপনার খোঁক লয় না ?''

িক মনের আবেগে আনিনা, ব্রাহ্মণ একবার এই অপরিচিতের কাছে জনর হার উন্মুক্ত করিয়াছিল। আবার' কি বুঝিরা পুরক্ষণেই সাবধান হইল। প্রান্ধের পর প্রশ্ন করিলাম, আরু ব্রাহ্মণ উত্তর করিল না। কেবল বিশিল—"বাবু, আর আমাকে জিজ্ঞানা করিয়ো না। পাছে গোকে জানে বিশিলা করিয়া আসিয়াছি। অক্সমনত্বে ভোমাকে বউটুকু বণিয়াছি, তাই যথেষ্ঠ।"

"আপনার সন্তানাদি কি ?"

"কিছু নাই।"

"ব্ৰী ?"

''ছিল—মরিয়া গিয়াছে :''

"बर्षादक्नात्र दुवि १'

''আবার জেরা কর কেম বাবু ?''

"পুত্র পাকিলে, এই বৃদ্ধ বয়দে আপনাকে রাঁধুনি গিরি করিছে ছইত না।"

"তা কেমন করিয়া বলিব! রাঁধুনি বাম্নের ছেলে মুর্থ হইলে রাঁধুনিই হইত। ইংরাজী পঁড়িলে বাব্ হইত—আমার হঃধ ঘূচিত কি ?" একটা পিণ্ডের জক্ত মাঝে মাঝে সন্তানের অভাব বোধ করিভাম, কিছ এ ঠাকুর আমাকে ব্ঝাইদ্যাছেন, 'যে দিনকাল আসিভেছে, ভাছাতে লক্ষণ পতি সন্তান পাইতে পার, কিছ পিওলাতা সন্তান পাওয়া হ্বটি।' ওই মহাপুরুবের উপদেশে আমি বিভীয়বার বিবাহ করিতে নিরস্ত হইয়াছি।"

কথা কতক ব্রিলাম, কতক বুঝিলাম না। এটা বেশ ব্রিলাম, পাশ্চাতা সভ্যতা আর কিছু ককক আর নাই করুক, হিন্দুর সংসারে পরস্পারের প্রতি সম্পর্কের একটা বিপর্যার ঘটাইয়া দিয়াছে। গাছেব ঘেঁসা
পায়জামা কোট পরা বাবু নগ্রপদ, নগ্নদেহ, মলিন বসুন প্রিধা<del>রী অন্ত</del>
আত্মীয়ের কথা দূরে থাক্, পূর্বের আরাধ্য গুরুজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাধিতেও
কুন্তিত। গুনিরাছি এক-জেলার হাকিম মহন্দল পরিদর্শনে বাইয়া এক
ডেপ্টী হাকিমের মাত্লের মাথার মোট চাপাইয়া দিয়াছিল। মামা

বেচারীর প্রথম অপরাধ সে হাঁটু পর্যান্ত কাপড় পরিয়া মাঠে মাঠে শক্তে
কল সেচন কার্যো ব্যাপ্ত ছিল। তাহার বিতীর ও ওক্তর অপরাধ,
ভাহার ভাগিনেরের হাকিমী পদ প্রাপ্তির পরমূহুর্ত্তেই সে আফুমন থাইয়ঃ
অথবা গলার দড়ি দিয়া সেই নগ্ন স্তরাং হাকিমের দৃষ্টিতে কুনিদেহের
অভ্যন্তরন্থ ব্রাহ্মণা-আত্মাটাকে বৈতর্নীর পরপারে পাঠাইতে ভূলিয়া গিয়াছিল। নিজেদের সম্বন্ধেও তাহা অনেকটা ব্রিয়াছি। আমরাই বা
পরমাত্মীর পুল্ল পিতামহের প্রতি কি পশুযোগাঁ আচরণই না দেখাইয়াছি!

কিন্তু লক্ষপতি সন্তান হইতে পিগুদাতা সন্তানের গৌরবটা কেমন করিয়া বেশি হইল, সেইটাই কেবল ব্কিডে পারিলাম না। ব্ঝিতে পারিলাম না, সর্কাদেশের সকল মানুষের চিরাক।জ্জিত অর্থ হইতে একটা সিদ্ধ আতপের ডেলা হিন্দুর চক্ষে কেমুন করিয়া অধিকতর মূল্যবান হইল। অধচ সর্বাতীত যুগ্ হইতে এই বর্ষরগুলা এই কুসংস্থারটা মাথায় করিয়া আসিতেছে। এই এক মুঞ্চী পিগুদান কার্যো হিন্দু ষত অর্থ অপব্যয়্ম করিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর সামরিক ব্যাপারেও ব্বি তত অর্থ অপব্যয়্ম হর নাই।

পিও ভাবিতে ভাবিতে দামোদর আসিয়া পড়িলেন। পিও-সন্থ্য সাক্ষিত্বরূপ অবস্থিত তাঁহার সেই মধুর মূর্ত্তি, সেই রুঞ্চবর্ণ মস্থা শলা গোলক, আর তাঁহার সেই পিপীলিকাশ্র গর্ভটী মাধার ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার মাধাটা ওলাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজির কুণাটা শ্বরণ হইল। স্থভরাং তাঁহার সেই গর্ভের ভিতরের হাত গা ও সেই হস্ত পদ সাহাক্ষেম্পাদীর রক্ষা কার্য্যে তাঁহার ব্যঞ্জাব বিদিও আমার মনে কিঞ্চিৎ হান্ত রস্বের উদ্রেক করিল, তথাপি মুড়িঠাকুরকে একেবারে অবজ্ঞা করিতে সাহস করিলাম না। ভাবিলাম এখনও ডাকা্তের জেশে রহিয়াছি, মুড়ি ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিয়া আবার কি বিপদে পড়িব!

গত রাত্রের রক্ষার ধস্তবাদ দামোদরকে দিব কি ছোট ঠাকুর দাদাকে দিব ভাবিতেছি, এমন সময় দাদা মহাশর সদল বলে চটিতে আসিয়া উপ-স্থিত হইলের। প্রান্ধণ তাঁহার সমীপে যাইয়া ভূমিঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমিও দেখা দেখি তদ্বৎপ্রণাম, করিতে বাইতেছিলার, দাদা হাত ধরিয়া দাঁড় করাইলেন, ভূমিঠ হইতে দিলেন না। বলিলেন—"থাক্, আর ভূমিঠ হইতে হইবে না।"

আমি বলিলাম—"আপনি আমার জীবন নাতা।" নাদা বলিলেন—"আমি কে ভাই, জীবন দাতা, দামোদর।" আমি বলিলাম—"আপনিই দামোদর।"

একথা শুনিবামাত্র দাদা জিব কাটিয়া দিলিলেন—''ছি ভাই। ওকধা বলিয়োনা। আমি তাঁর দাসামুদাস।"

দ্রছাই ! দামোদরের কথা ভাইয়া কি মন্তিকের বিকার ঘটাইব !
আমি চূপ করিলাম ? দাদা বলিতে লাগিলেন—"কেই অন্তভক্ষণে বাড়ী
হইতে বাহির হইয়াছ। তোমাকে এ যাত্রা গৃহে ফিরিছে হইবে। ভোমার
সঙ্গীদের কাহারও শরীরে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। অর শুশ্রবার ভাহারা আরোগা লাভ করিয়াছে।"

"এখনি কি বাইতে হইবে ?" •

"এখনি। এখন রওনা হইলে, বিপ্রহরের মধ্যে বাড়ী পৌছিতে পারিবে। জোমার দক্ষে কাহারও বাইবার প্রয়োজন না হইলেও মা আমার কুল্ল হইতে পার্বেন ভাবিরা বেচুকে ভোমার সঙ্গে পাঠাইতেছি।"

আমি সবিশ্বরে বলিলাম—"বেচু! সে কি বাঁচিয়া আছে ?"

"আছি বই কি দাদা বাবু !" বলিতে বলিতে বেচু একটা ছোট ভুকার উপরে ক্লিকার ছুদিতে দিতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ঠাকুরদার হাতে হঁকাটা দিরা আবার বলিল—"মরি নাই। আহ্মণ একটা মোড়া আনিয়া দাদা মহাশরকে বসিতে দিরা বলিল— "ধানিকটা হুধ ও ভাল চিঁড়া আনাইরা রাধিরাছি।"

দাদা মহাশর গুরিরা বলিলেন—"ভালই, করিরাছ। পথে প্ররোজনে লাগিবে। কিন্তু একজনের বোগ্য আহারে কি হইবে, সঙ্গে যে অনেক লোক রহিরাছে।"

"তাহাদের জন্ম জল পার্নের ব্যবস্থা করি ।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ-মধ্যে প্রবৃষ্ট হইল। দাদা বলিলেন—"কি ভাই! পথে ফলারের কিছু জোগাড় করিয়া দিই ?"

আমি তাঁহার পা তুট। লড়াইরী বলিলাম—''লাপনাকে আমার সঙ্গে বাইতে হইবে।''

বেচু এই সমর আমার সহায়তা করিল, —বলিল — "দাদা ঠাকুর! চলুননা, গলা স্থান করিয়া আসি।"

দাদা মহাশর কিরৎকাণ নীরব রহিলেন। তার পর বৃলিলেন—"বেশ, চল।"

উল্লাসে আমার চক্ষে জল আসিগ। ছোট ঠাকুরদা তাহা দেখিলেন। দেখিরা বলিলেন—"ভাই! দেখিভেছি মা এত দিন পরে আমাকে আক-র্বণ করিরাছেন। নতুবা সাত বংসরু পরে তোমার দেশে আসিবার মতি হুইল কেন ?''

শামি ৰলিলাম—"সভাই শামি আপনাদের দেখিবার জন্ত দেশে চলিরীটিলাম। শুধু ভাই নর—" গোপালের কথা ভূলিতে বাইতেছিলাম। কে য়েন আমার মুখ চাপিরা ধরিল। ভাবিলাম, দেখি ছোট ঠাকুরদার মুখ হইতে গোপালের নাম বাহির হয় কি না!

ছোটঠাকুর দাদা বলিলেন—"ভালই হইরাছে। পথের মধ্যেই দামোদর

আমাদের মিশন সংঘটন করিয়া দিরাছেন। তবে চল, আমার মা অননীকে একবার দেখিয়া আসি। ক্লণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসিতেছি।" এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া কোধায় চলিয়া গেলেন।

আমার সহচরবর্গ পথের বৃক্ষভলে বিশ্রাম করিভেছিল। বোধ হর খুরপিতামহ তাহাদিগকে চটিতে প্রবৈশ করিভে নিষেধ করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহাদের কেহই আমার সংবাদ লইভে আসিল না কেন ?

আমার নিকটে বেচু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আমি এই অবকাশে বেচুর সহিত কথা আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম—"বেচ্ঁ! তুমি আমাদের কি অপরাধে ভ্যাগ করিলে?"

বেচ্ হাসিরা বলিল—"আর নাব, চিরকালই কি চাকুরী করিরা মরিব। ছেলেপুলে দব ডাগর হইয়াছে। তাহারা হৈ যার নিজের পর্ব চিনিরা লইরাছে। এ সময় যদি ভগবানের নাম না লই, ত আর কবে লইব।"

"কেন আমাদের বঁরে থাকিলে কি ভগবানের নাম লওয়া চলিত না?" ''চলিলে চলিয়া'আসিব কেন ?"

"কেন আমাদের কি ধর্ম কর্ম নাই ?"

"নাই তা কেমন করিয়া বলৈব। বধন মা আছেন তথন আছে বই কি ?"

"মা না থাকিলে কি আর ধর্ম থাকিত না ?"

"কেন দাদা বাবু, আর ওসব কথা তুলিতেছ। হতামানের বিজ্ঞাল বাসি, এখনও মায়া কাটাইতে পারি নাই। ও কথা তুলিয়া আর মনোকট দিয়োনা।"

"না বেচু, ভোমাকে আমাদের বাড়ী থাকিতে হইবে।"

"কেন আৰু বাবু, গরীবের লাতি নারিতে চাও। একবার ত প্রারশ্ভিত করিরাছি, আর কতবার করিব।"

''আমাদের বাড়ী ছিলে বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল !'' .

"ছিঁহর ছেলে মুরনীর ঝোল হাতে করিলাম, আয়নিচত্ত করিব না।"
পিতার সেই অহথ ও সেই সলে ডাঁকোর বাব্র সেই ব্যবস্থার কথাটা
মনে পড়িল। আমি বলিলাম—"সে যে মুরনী একথা তোমাকে কে
বলিল?"

'ধিনি ভোমাদের ধর্ম্বের ঘরের চাবি হাতে করিয়া আছেন, তিনিই বলিয়াছেন। বাব্, তোমাদের পবিত্র বংশ ৮ তাই তোমরা ধর্ম ছাড়িলেও ধর্ম এখনও তোমাদের তাঁগি করিতে পারেন নাই।'

"কে ভিনি বেচু ?"

"তিনি তোমার রা<sup>°</sup>।" তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, হি<sup>°</sup>হর ছেলে, সামান্ত হ' পরসার জন্ম অমৃল্য ধর্ম হারাইবে কেন। বেচু, আমি ইহাদের ভাবগতিক ভাল বুঝিতেছিনা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

"এ কথায় তুমি সুরগী ব্ঝিলে কৈদে ?"

"কিনিষটা হাতে করিবার সময় বনটা কেমন করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, আমি বেন কি একটা অস্পুষ্ঠ হাতে করিতেছি। নারের কথার সন্দেহটা বাড়িয়া গেল। অংমি,ডাক্তারথানায় ফিরিয়া চুপি চুপি সন্ধান লইলাম। সন্ধানে বাহা জানিলাম, তাহাতে আমার মাণা বুরিয়া গেল।" আমি ওখনই গলায় বাইয়া যত পারিলাম তুব দিলাম। তাহার পর মান্টে প্রামা করিয়া দেশে পলাইয়া আসিলাম। এখানে দাণা ঠাকুরের ল্লাশ্রের পাইয়া নিশ্বিত হইয়াছি।"

# <sup>পণ্ডিত মহাশর।</sup> পণ্ডিত মহাশর।

আমাদের গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের হেড পণ্ডিত মহাশর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ বাংপত্তিশালী ছিলেন। ুকোরাণের বয়েদ**গুলি** এত স্থন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিকেন যে, আমরা অনেকানেক মৌলবীর নিকট শুনিয়া ওরপ মুগ্ধ হই নাই। তথাতীত সমস্ত কোরাণটী থেন তাঁহার কণ্ঠন্থ ছিল। নানা কারণে আসুরা পণ্ডিত মহাশরকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া মনে করি। তিনি যেন আমাদের এক নেশার ব**ন্ধ** ছিলেন; সময় পাইলেই আনমরা তাঁহার কাছে কাছে থাকিতাম এবং একরপ আনন্দে কাল কাটিয়া যাইত। তা ছাড়া তিনি নিঃসস্তান ছিলেন। ভিনিও তাঁহার স্ত্রী আমাদিগকে প্রায় খাওয়াইতেন। প্রলোভনটাও আমাদের যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিত। নানা কারণে সাধারণক্ত যেমন ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ভুক্ষা ও ভক্ষকের মত একটা বিরুদ্ধ সম্পর্ক থাকিয়া যায়, আমাদের মধ্যে সেরূপ ছিল না।

আমাদের গ্রাম মুক্তমান-প্রধান। ক্লিন্ত এখন যেমন হিন্দু মুসলমানে একটু ভদাৎ ভাব দেখা যাইতেছে, আনাদের বাল্যকাণে ভাহা ছিল না। ধর্মের বিভিন্নতার অন্ত যভটুকু ভেদ থাকা অপরিহার্যা, তভটুকু ভিন সকল প্রকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিন্দুর ছেলেরা মহরমে প্রাণ খুলিয়া ষোগ দিত, আমরাও হুগা-পূজা খাঁমা-পূজা প্রভৃতিতে নূতন কাপড়, জামা পরিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইভাম। বাঙ্গলাই আমাদের মাতৃভাষা ছিল, শিশুবোধক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভারত প্রভারত করিতে করিতে সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগী হ**ইয়া উঠিতাম।** হি**ন্দুর** ছেলেরাও ঘনিষ্ঠতা নিব্দান মুদলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ২ইত। কিন্তু এখন যেন পল্লীজীবনের

মধ্যে একটু ভেদ ভাবের কার্য্য হইতেছে। হিন্দুরা বেরপ "গোঁড়া" হইয়া আৰ্ব্য হইতোছন, আমরাও তেমনি 'পাতি' হইয়া আরবীয় হইতেছি। এই সকল কারণে হিন্দু পণ্ডিত্টীর উপর আমাদের ভক্তি বা শ্রদার কোন অভাবই ছিলনা।

পণ্ডিত মহাশয় আকারে ঈমং র্ফুলকায় ও নাতি দীর্ঘাক্তি, **ফিন্ত বর্ণটা কুচকুচে কাল,** একবারে মগী-নিন্দিত; কেবল চকু হুটী সাধুর ক্সায় হরনেত বুরুৎ ও উজ্জন ছিল। কাঁহার জীও তজপ ক্ষক বাবা।

পণ্ডিত মহাশুর কর্থনও নিজের ক্ষমতা দেখাইতে চাহিতেন না। ভণাপি ছই একটা ঘটনায় তিনি যে সাধক ছিলেন, সিদ্ধি-লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইয়াছিল। এই জন্ম লোকে তাঁহাকৈ ভয়-মিশ্রিত ছজ্জি বা ছজ্জি-মিশ্রিড ভয় করিত। লোকে তাঁহাকে 'দৈবশক্তি সম্পন্ন জানিয়া নানাপ্রকার গুৱারোগ্য ব্যাধির শান্তির জন্ম আদিত; কিন্ত ভিনি বিনীতভাবে ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বলিতেন 'বাপু । আমি সামান্ত লোক, আমি কি করিজে পারি ? যথারীতি চিকিৎসা করাও ও ভগবানে বিশ্বাস রাশ, অবশ্র সারিয়া,যাইবে।" কিন্তু পীড়াপীড় করিয়া ধরিলে রোগীর গামে ও মাথায় হাত বুলুটিয়া বলিতেন 'বিদি ভগবানের কুপাহয়, তবে এ অবশ্রই সারিয়া ধাইবে !" ইহাতেই কিন্তু রোগ সারিয়া বাইত।

এই সকল ক্লারণে অনেকে তাঁহাকে বিশেষভাবে অর্থ-সাঁহায্য করি-তেন্ত্রক্তিত্ব কথন সে অর্থ তিনি নিজের জন্ম ব্যয় করিতেন না, পরিব ছঃখী। দগকে বিভরণ করিতেন বা আমাদের খাওয়াইতেন। তিনি অভাস্ত পর-ছ:খ-কাভর ছিলেন এবং ধনিও ২•্ টাকা মাত্র মাহিনা পাইতেন, তাহা সত্ত্বেও শারীরিক, মান্সিক ও আর্থিক সাহায্য দারা প্রাণগণে লোকের উপকার করিতেন ও কঠে হুঠে নিজের জীবিক। নির্মাহ করিতেন।

তিনি মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতৃক করিতেন। অনেককে বলিতেন "আল তোমার সহিত দেখা করিব।" কিছু লোকেরা তাঁহার পরিবর্ধে গৃহ মধ্যে হয়ত প্রকাশু বাখা, বা কুহৎকায়ের বিজাল বা ভীষণ দাপ দেখিত। তাহার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "কেন আমি ত পিরা-ছিলাম। কেন তৃমি কি একটা বাঘ দেখনি বা ভীষণ আকারের বিড়াল দেখনি গ" ইত্যাদি। লোকে অবাক হইরা বাইত।

তাঁহার স্ত্রীও ঐরপ কমুভাশালিনী ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকদের সদ্ধে রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা করিতেন। কেহ কেহ স্বপ্নে তাঁহাকে যদিও আসিতে দেখিত, কিন্তু সকলে তাহা দেখিত না, কেহবা স্বপ্নে একটা বালক, কেহবা একজন স্ত্রীকোক ইত্যাদি দেখিত। তাংগরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন 'কেন ঐুরপ আকারের একটা বালক বা স্ক্রীলোঁক দেখনি কি ?''

একবার পণ্ডিত মহাশয় ছটি ছেলেকে পা টিপিতে বলেন। কিছুক্ষণ পা টেপা হইলে একটি ছেলেকে বলিলেন ''যা, তোকে আর টিপিতে হইবে না। তুই পেয়ে গেছিস'' সে ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসা করিল ''কি পেয়েছি, পণ্ডিত মহাশয় ?''

পণ্ডিত। কেন তৃই কি কিছু জান্তে পারিস নি ? ভোর হাতের আণ নে দেখি।

তথন সেঁ বালক হাতের আপ লইয়া দেখিল, তাহার হাত দিয়া অতি স্থনর পদ্ম-গদ্ধ বাহির হইতেছে। তথন অপর ছেলে<u>টি ব্</u>র**িলল** "পণ্ডিত মহাশয়। আমিত পাইনি আমাকে দিন না<sup>ট</sup>"

পণ্ডিত। আহা ! ও অনাথা, পিতৃমাতৃহীন। তাই ওকে দিশাম ভূই বড় লোক্তের ছেলে, ভোঁর অভাব কি ? ছেলেটীর হাতের সেই প্রকার গদ্ধ প্রায় ছই দিন ছিল ।

একবার একটা ঘটনার পণ্ডিত মহাশরের ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রকাশ পার। একদিন প্রায় ছই তিনটা ছেলেকে খুঁজিরা পাওরা বার না। সে দিন "বোজা" ছিল। পরে সন্ধার সময় এক জন একটাকে মাঠের মধ্যে সজ্ঞানাবস্থার দেখিতে পার। লপরে অনৈক লোকে মিলিরা ভাহাকে ধরিরা আনে। সে তথন একবারে উন্মান, কিছুতেই ভাহাকে ধরিরা রাখা দার হইরাছিল। সম্পূর্ণ-উলঙ্গ, বাহ্ কংল্ঞা শৃক্ত, ও কেবল "লাহ্ ইল্লিগাহ" বলিয়া চীৎকার করে, কথন দৌড়িয়া যার বা লাক্ষাইতে থাকে, কথন বা হাস ছি ডিয়া ধার, অক্ত কথা কর্মনা বা কথার কোন উত্তর দের না, কেবল ক্রমাণত মুথে 'লাহ্ ইল্লিগাহ" শক্ষ।

বাড়ী আনিয়া যথন কিছুতেই কমিল না, তথন শয়ভানের উপদ্রব মনে করিয়া শান্তির হস্ত একজন মৌলবীকে কল্মা পড়াইবার জন্ম ভাকা হইল। মৌলবীকে স্থেষিয়া বালকটা রাগিয়া বালল "বেয়াদব্! হামকো কল্মা বাতলায়নে আয়া ভোম কল্মাকে কেয়া জান্তা হায়? কল্মা কুছ্ ছমজা হায়?" এই বলিয়া নানা স্থান হইতে কল্মা উজ্ত করিয়া অতি বিশুক্ক উচ্চারণে বলিয়া যাইতে,লাগিল। আশ্রেয়ের বিষয় এই ষে, বালকটা কোনক্রণে তথন আরবী অক্ষর চিনিয়াছে; কিন্তু কল্মা কি কোন আরবী পুত্তক আলৌ পড়ে নাই। বেগতিক দেখিয়া মৌলবী সাহেব করবোড়ে মাফ্ চাহিয়া প্রস্থান করিবেন।

ভথন অনেকে বলিল "ছেলেরা প্রায় পণ্ডিতের কাছে থাকে, হয়ত ভিত্তিকিছু আনেন বা ক'রে থাক্বেন।" পণ্ডিত মহাশয় এসে নেখে বল্লেন "আরও ছই দিন ঐ ভাবে থাকুক। কেন না, এখন যেরূপ প্রবল আবের্গ, ভাহাতে বলপূর্বক থামাইতে হইলে, বালকের অনিষ্টের সম্ভাবনা। স্থৃতরাং এখন ঐ ভাবেই থাকুক। আপনা আপনি কমিয়া আসা

পরকার। তবে আমি অভয় দিতেছি বে, চিন্তিত হুইবার কোন কারণ নাই।" অগতা। তাহাকে চাবিবদ্ধ করিয়া ঐ ভাবে রাখা হইল। ভাহাকে দৈবামুগৃহীত মনে করিয়া প্রাম হইতে বছলোক দেখিতে আসিল। ছই দিন পরে পণ্ডিতু মহাশর 'পানি পড়িয়া" ( अन পড়িয়া ) চোকে মুখে ছিটা দিতে, বাণকটা সংক্রাপ্রাপ্ত হইরা আপনাকে উলক দেখিরা অতান্ত লক্ষিত হইন। এই বটনাতে দে এত দুর লক্ষিত হইরাছিল বে. সে ছই তিন দিন ঘরের বাহির হয় নাই। ইহার পরও **অনেকে** ভাহাকে দেখিতে আসিত ও রোগ-শাস্তি প্রভৃতির জন্ত "পানিসুকা" अकृष्टि नरेएं हाहिए: किसे एन विहासी सन्ने हा महाठ्यांति नी জানায়, কিছুই দিভে চাহিত না। তবু অনৈকে বলপূৰ্বক লইত ; কিছ বিশাদের বলেই হউক, বা অক্ত কোন ক্লারণেই হউক, প্রারই উপকার হু ইন্ত ।

সংজ্ঞা পাইলে দে বলিল, "পণ্ডিত মহাশন্ন সেলিন বলিলেন, 'আজ রোজার দিন, খুব ভাল দিন। ভোদের এক্ল মজা দেখাইব। এই বলিয়া আমাদের জ্রমধ্য ও চক্ষীৰয়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মাঠে গিয়া খুৰ-নিৰ্জনে পৰিত্ৰ-চিক্তে ও সংব্দের সহিত "লাহ্ইলিলাহ্" খান করগে বা।"

আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া সমৃ্থে বেন মারাবলে এক গাছ হইয়াছে দেখিলাম। প্রন্দর কামিনা গাছ। ক্রমে স্থন্দর মূল ফুটিরা গাছটীকে ছাইরা ফেলিল। ক্রমে যেন বিহাৎ গাছটীকে বেছিরা যুদ্ধিতে লাগিল। পরে দেখি, প্রত্যেক ফুলের প্রত্যেক পাণড়ীতে বিহাতের স্কর্মরে लिथा-- "नाह् हेनाहिन्नाह्" ( এक्स्यवाचित्रोत्रम् )। शरत अधू सून কেন, প্রভোক পাতা, প্রভোক ভাল, প্রভোক স্থানে লেখা "লাহু हेनाहिज्ञार्'। दि पिट्न ठारे-बाकार्म, खास्त्र, छक्रमूरन, छ्नन्तन, ক্লাশন্ত, সর্ব্বেই অগ্নিমর অক্ষরে লেখা "লাহ্ ইহানিলাহ্"। প্রত্যেক কীব অস্ততে, আমানের সর্বাবেদ, প্রত্যেক লোমকুপে "লাহ্ ইলাহিলাহ্" আখনের অক্ষরে কুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে আগুনে আলা ছিল না, বেন এক অমৃত্যরী স্থিয়-শাস্তি। বে দিকে চাহিন্না দেখি "লাহ্ ইলাহি-লাহ্"। পদতলে ঐরপ দেখিয়া, শলাহ্ ইলাহিলাহ্"র উপরে কিন্নপে পা দিব ভাবিন্না লাফাইতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। বতক্রণ এইভাবে ছিলাম, ভতক্ষণ এক পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দে মাডো-রারা ইইন্নাছিলাম।"

मछाछ बानकश्रमित्र थहे थकांत्र कावदा हहेबाहिन, किन्न हेहांक 🔰 ব এত স্থায়ী 🗷 পূর্ণভাবে হর নাই। পণ্ডিত মহাশর এই বালকটাকে ৰীব্দিত করিতে চাহিরাছিলেন। কিন্তু তাহার ধনী পিঁতা মাতা এক মাজ পুত্তকে ফকীরী করিতে দিতে সম্মত হারেন নাই i এই কথা লইরা चातक श्रीफ़ा कुनर्नरान ७ स्मीनवी विनानर्न, "७ लास्का, ७ जावाक "লাৰ ইলাহিল্লছ্" শিথাইবার,কে ? এ সমস্ত কি জানে ?" ইত্যাদি। কিছ পণ্ডিত মন্ত্রাশরের ক্ষমতা আছে জানিয়া টুক্ছই একথা বেণী ভরদা ক্রিয়া বলিতে শারে নাই। ইহাতে পণ্ডিত মহাশন্ন একটু বিরক্ত হইয়া আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান। সব দেশে ভাল মন্দ লোক আছে, ভোল লোকেরা তাঁহাকে থাকিবার জম্ভ অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমাদের ত কথাই নয়, কিন্তু তিনি আর মত পরিবর্তন করেন নাই। তিনি এখন কোথায় আছেন জানি না, সম্ভবত কাশী গিয়া ধান্দিংবন। অনেকে তাঁহাকে আফুরিক সম্প্রদারের ( Black Art ) ৰামমার্গীয় বোগী বলিতেন। আমাদের মধ্যে সীবনি নামে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারাও অনেকটা সিদ্ধিলাভের বস্ত চেটা করেন। কেহ কেহ সন্দেহ করিছেন বে, তিনিও সীবনী সম্প্রদারের লোক 🔭 আমাদের কিস্ক छोहा त्वाथ इब मा। त्कन मा, जिनि निर्माण, निब्रह्माव, मध्यमी, সদালাপী ও বিভেক্সির পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পরচঃখ-কাভরতা ও দানশক্তি অসীম ছিল, নিভাস্ত প্রয়োজন ভিন্ন অন্ত কোন কথা কহিতেন না. বা অন্ত কোথাও বাইতেন না, তিনি অভিশব নিৰ্ম্মন-প্ৰিয় ছিলেন। তিনি অনেক সমীয় ধানিত থাকিতেন; কিছু কথনও কোনরপ জিরা তাঁহাকে করিতে দেখি নাই, অবস্ত রাজিতে করিতেন কিনা জানি না। এ সকল 'দেখিরা তাঁহাকে আফুরিক সম্প্রদারের বোগী বলিয়াও বোধ হয় না। আর ঐরপ সম্প্রদায়ের লোকের। প্রায়ই একটু ছোট খাট দলের সৃষ্টি করেন, কিছ ভাঁহার ভিতরে त्वम এक्षा नर्सक्नीन छेपात्रछा हिना। এक्वात कुर्विहात्रः ब्राह्मात्रः এক তহসিলদার অনেক অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া অন্থনর পূর্বক তাঁহাকে খগ্রামে শইয়া বাইবার জন্ত চেষ্টা করেন, তিনি কিছ কোন অভাব নাই আনাইরা তাঁইার অর্থ প্রতার্থণ পূর্বকে বলেন বে, ডিনি त्मधारन (वर्ष चाह्नन, विष धोकिएड इयुट्डा (मधारन धोकिएवन, ना **इय** कामीवान कतिरवन । श्रेष्ठख शहेवात आधा नाहे ।

শ্ৰীককণ টাম ।

### ভূতের চণ্ডী-পাঠ।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব)

আমি। বেদান্তের মত কি ?

সার্বভৌম। स्वरात्तित মতে আত্মা ঈশবের অংশ মায়াবশতঃ আত্ম-বিশ্বত হইরা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্মান্তল পাপে নিমগ্র হইরা,

ক্ষাপত ন্তন নৃতন দেহে পরিপ্রমণ করে। ক্রমে বখন শাল্ল-প্রদর্শিত সংক্রিয়া, ভক্তি ও বোগ হারা তত্তভান লাভ করিয়া পাপ-বিমৃক্ত হয়, তথন পুনর্কার উপরে বিশীন হইয়া মোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পয়ক্ষণেই আত্মা বেহান্তর-প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীবিভাবস্থার কেহ কেহ মারার অভ্যন্ত বলীভূত হয়। ভোগ-বাসনা ভূপ হইবার পূর্বে ভাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা বিষয়বিভব অথবা আত্মার-বজনের মারা ত্যাগ করিতে পারে না। স্থতরাং সৃত্যুর পুরও পার্থির বীলান্থলে পুরিরা বেড়ার। কথন क्षन कुन अथवा छात्रा पूर्वि शावन कतित्रा आश्वीत वजनरक रम्था रमत्र, ইচ্ছা বে, ভাষাদের সহিত পূর্ব্বমত মিলিয়া নিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া ভোগ-লালসা তৃত্তি করে, কিন্তু তথন ভাহাদের দে বাদনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। আত্মীয়-খন্তনও ভাহাদের ছারামূর্ত্তি দেখিয়া, কথা কহা দূরে বাক্ ভরে প্রাইয়া যায়। স্থতরাং তাহারা অভিকটে কাল বাপন করে। মানার পরিষাণে মত ন্যুনাধিক কাল' এইরপ<sub>্র</sub> প্রেডবোনি প্রাপ্ত হইরা ভাহাদের বাঁকিতে হয়।ু গ্লারে যখন মারার বন্ধন ব্যঞ্জন করিতে পারে, তথন দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এই সকল ক্ষারণে হিন্দুশাল্লে মৃত্যুর পর এক বংসর কাল প্রেত-প্রান্ধের বিধি আছে।

অনেকক্ষণ পরে আমার কথা বাহির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "একবৎসর নির্দারিত আছে কেন ?."

সার্বভৌম। কাহার আত্মা কৃত কাল প্রেডড প্রাপ্ত ইরা থাকিবে, ভাहा बानिवात दिनान छेगात नारे, मिरे बड बाम्बाबि এक्টा नमन নিৰ্দায়িত করিয়া লওয়া হইরাছে।

অ'নি। লোকে বলে ভূত প্রেত ভন্ন বেণার, মারে ও নানা রকম ্জত্যাচার করে, সে সক্ল কি অনীক ক্র্থা ?

नार्वाकोम। अनीक कथा हरेरव रकन ? वाराता जीविक अवसात

নানাপ্রকার হৃষণ ও অভ্যাচার করিরা আসিরাছে, বাহারা হৃষণ করিরা ত্বথ ভোগ করিত, মৃত্যুর পর ঐ সকল হৃষণের বাসনা ভাহারা ভ্যাপ করিতে পারে না। কাজেই প্রেডছ প্রাপ্ত হইরাও ঐরপ অভ্যাচার । করে।

আমি। আছো! প্রেডছ স্বদ্ধে বে স্কল কথা সহাশর আজ্ঞা ক্রিলেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি ?

সার্কভৌম। আগেই বলিরাছি, এ বিবর্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে। বাহা প্রত্যক্ষ-বিষয় নাম, তাহার প্রত্যক্ষের প্রমাণ থাকিতে পারে না। অসমান ও ছির বৃদ্ধিত বাহা আগে, তাহাই বলিওে পারা বার। মনে কর, বে প্রেত-মৃত্তি ও তাহার কার্যকলাপ ভোমরা বিবাহ দিতে গিয়া প্রত্যক্ষ করিবাছ, তাহা একটা নির্দিষ্ট বাটাতেই ঘটনা থাকে, উহার কারণ কি? সন্তব্তঃ শীবিচ অবস্থার ঐ বাটাট ঐ লোকের শীলাভূমি এবং অভ্যন্ত প্রিয়ান ছিল, সেই জন্ত মৃত্যুর পরত তাহার প্রেতাত্মা ঐ স্থানের মারা ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহা ভির্ম অন্ত কি কারণ হইতে পারে?

আমি। আপনার কথার ব্রিডেছি বে, মৃত্যুর পর সকলেই অরাধিক কাল প্রেডছ আগু হয়; কিন্তু সকল প্রেডম্ভি দৃষ্টিগোচর হর না কেন ?

সার্বভৌম। বাহাদের ভোগ-বাসনা অতান্ত প্রবেশ ও সেই বাসনা কিছুতেই দমন করিতে পারে না, তাহারাই প্রেডসূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দের। বাহারা মারাজে বদীক্ষ্তে করিতে পারে, ভাহাদের দেখা দিবার ইচ্ছা হয় না।

আম। মৃত্যুর পর আত্মা কডদিন হৈছা-পূর্বক দীলাস্থলৈ পরিত্রমণ করিতে পারে ?

সার্কভৌমুন বঁড দিন না পূর্ক নীলাছানের আকর্ষণ ছিল করিয়া } ন্দ্র দেহে প্রেম করিবার উপ্যুক্ত হয়, তভ্যিন এক্লপ থাকিতে হয়।

্ৰামি। পৰাৰ পিওদান করিলে বে আত্মার মুক্তি হয় বলে, ভাষা কি সভা গ

সার্ব্ধভৌম। বাহার স্বর্ধরে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহার পক্ষে অলীক কথা নর। সরার পিওদাচনর মানে আর কিছুই নর, কেবল বিষ্ণুপাদপদ্ম পূঞা করিয়া নৃক্তি প্রার্থনা করা। ভগবানের দয়া হইলে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব নরণ।

বেশিতে দেখিতে এটা বাজিয়া পেল। ৬টার গাড়ীতে আমাদের বাটা বাইতে হইবে, ক্রুকেই আমরা উঠিবার তেরি করিলাম। সার্বভৌম ৰহাশর বলিলেন "প্রাতঃ কালে আহারাদি করিবা আসিরাছ, অবস্ত কুধার উদ্ৰেক হইরাছে। বাহা হউক, একটু জনবোগ করিতেই ইইবে।" এই বিশিরা ভাঁহার পৌলকে ইসারা করিলেন। গুরুক ভাঁড়াভাড়ি উঠিরা **१९९७न अरः जान्ताव ्र॰** मिनिटित मरश कितिया जानिया जामाधिशस्क আকর মহলে লইক গেলেন ়ু সার্কভৌম মহাশরও সম্ভিব্যাহারে । সেশেন। তথার শিরা দেখিলার, প্রচুর আয়োল্র । সার্কভৌন মহালর নিকটে বসিরা যত্নের সহিত আমাদিগকে থাওয়াইলেন। আহারাদির পর ভাঁহার নিকট বিদার নইয়া আমরা বাটাতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিলাম। শ্ৰীরাথালদাস চটোপাধ্যার।

## চাবির গোছা।

এিযুক্ত রাধাকুমার রারচৌধুরি আমার সমণাঠী, পরমবন্ধু ও জ্ঞাতি-ভাই। ইনি একজন বেশ ক্লভবিত ব্যক্তি এবং বৃৰ্ত্তমান একটি সদাগন্ত্ৰী আফিলে উচ্চপদে কর্ম করেন। প্রার ১৫।১৬ বংসর পূর্বেশ্রথন ইনি বিএ পড়িতেন, তৎকালে কলিকাভার একটি ছাত্রাবাসে (মেনে) বাস করিতেন।

মেসে তাঁহার কতকগুলি বাঝু, পেটরা ছিল মাত্র, অধিকাংশ জবাই वांगिष्ण अविश्वाहित्मन । किन्न ममञ्चलीत हावि छाहात्र निक्टिह शाक्रिक, সে ভাল একটি রিংএর মধ্যে রাধিয়া সর্বাদা পকেটে রাধিতেন। একটিন देवकारन जिन करत्रकि बिनिक्षे किनिद्वात बन्न गहित हैन। ब त्राचा, छ রাস্তা—এ গাল সে গালি, এইরূপ অনেক কণ ঘুরিয়া অভীষ্ট দ্রব্যাদির সহিত সন্ধার পর বাসায় ফিরিলেন। বি্তত তৎক্লাৎ একটি বান্ধ খুলিবার প্রয়োজন হওয়াতে পকেটে হাত দিয়া দেখেন, চাৰির গোছা नाहे। कि नर्सनान ! छेशातू ? এकि वाधिक नव, शनत त्यानि वास ডরার প্রভৃতি বন্ধ হইল। তিনি বড়ই বিষয় ও কুল হইলেন। ধংসামাস আহার করিবা ক্রিটমনে শরন করিলেন এবং কিরৎক্ষণের মধ্যে পুমাইরা পড়িলেন। সেই রাত্তেই তিনি শ্বপ্ন দৈখিলেন য়ে, তিনি এক রাভার কৃটপাথের উপর দুগুরিমান। একদিকে মুদীর এলাকান, ও বিশরীত ॰ দিকে মণিহারীর দোকান। তিনি রাস্তাটি চিনিতে পারিলেন। কিছ একি ৷ ফুটপাথের নীচুচই রান্তার উপর তাঁহার চাবির খাছ পড়িয়া রহিয়াছে! তিনি ভাড়াতাড়ি উহা তুলিয়া লইলেন এবং দেখিলেন, ট্রাঙ্কের চাবিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেন গাড়ীর চাকাতে পেষিত হইরাছে। স্থাট এরপ উজ্জ্ব ও স্পষ্টভাবে দেখিলেন বে, পরদিন প্রাতেই তিনি নির্দিষ্ট স্থানে গমন<sup>®</sup> করিলেন। মুদীধানা এবং মণি-হারীর দোকান দেখিয়া তিনি স্থানটি চিনিয়া লইলেন এবং রাভার উপর অবেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কি খুঁলিতেছেন দেখিলা, মুখী बिखान। कतिन "मशानत, किছू शांताहेताद कि ?" दें।, वीन अकी চাবির গোছা।'' "এই দিকে আফুন'' বলিয়া মুদী চাবির ঋছটি ভাঁচার। হতে দিয়া বঞ্জি শ্ৰাফ ভোৱে ঠিক ঐ স্থানে রান্তার উপর ইহা भारेबाहि।" मुनोरक शक्तवान निया किनि खेरा क्षरण कतिरणन। विक्र

অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই বে, এ ট্রাঙ্কের চাবিটি খপ্পে বেরূপ দেখিরা ছিলেন, ঠিক সেইভাবে পেষিত ২ইরা গিয়াছিল।

এই ঘটনাটি ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাধারুমার আমার্ম নিকটে পূর্বোক্ত প্রকারে বুর্নন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমার অভাবধি বেশ শরণ আছে।

শ্রীমাধনলাল রায়চৌধুরি।

#### স্বামীজীর ''রাধাবিনোদ'' দর্শন। স্বামী সজিদানন্দ বালক্ষ।

তাঁহায় জীবনের কভকগুলি অগৌকিক ঘটনা।

পাবনা জেলার 'বুড়াশিব'' নামে এক 'জন সিদ্ধু পুরুষ আছেন।
তাঁহার আশ্রমে থাকা কালে তিনি আমাকে ডড়াশের জমীদার শ্রীযুক্ত বনওরারিলাল রাজ নামক ব্যক্তির বাটান্থিত প্রীপ্রীরাধাবিনোদ-নামক বিগ্রহ কেথিতে পাঠাইলেন। আমি সেই হানের প্রায় নিকটে আসিরা দেখিলাম বে, একটি জলা পার হইরা হাইতে হইবে। মনে ভাবিলাম "হে ক্ষণা এতহুর আসিলাম, আবার এই সক্ষ্যে জল। পার হইব কি প্রকারে।" এমন সমর একটি লোক আসিরা বলিলেন" ঠাকুর এই হান দিরা, আইস।" আমি ইনিলাম "খাম, আগে কোন হানে ক্ষুজন্ম বেথি, ভবে সেই হান দিরা বাইবার ব্যবহা করিব।" তিনি বলিলেন "কোন ভাবনা নাই, এস।" আমি তাঁহার সঙ্গে পার হইরা বাইলাম। লোকটিকে বেন "বুড়োশিবের" মত বোধ হইল। রাজে ভাল দেখা গেল না। কিন্তু কথা, চলন সমন্তই উক্ত সিক্ষু পুরুবের মত। পার হইরাই ইইাকে আর দেখা গেল রা। পরে কিয়ক্তুর বাইবার পর

একটি ব্রাহ্মণ ছাতা মাধার দিরা আসিরা আমাকে বলিলেন "এস আমার স্থিত বাইবে।" আমি চলিলাম। মন্দিরে উপস্থিত হুইয়া বিগ্রাহ কর্মন করিলাম ক্রিৰিলাম, আমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ্ট ছাতা মাধার দিরা আদিরা-ছিলেন, তাঁহার চেহারা ঠিকু বিগ্রহের অনুরূপ।, পশ্চাতে প্রাহ্মণকে দেখিতে বাইরা তাঁহাকে দেখিতে পহিনাম না।

त्महे मिन्द्रतत्र श्रामत्म धुना व्यागाहेता विषया व्याहि, अयन नमदत त्विनाम, এकृष्टि गृहेश्च-श्विश्च द्वीलाक्टक काल क्विना विश्वह বাধাবিনোদ বেন শরন করিতেছেন। পরদিন বনওয়ারি বাবুকে উক্ত বিষয় বলায়, তিনি বঁলিলেন যে, আপনি ঠিক দেখিয়াছেন। বিপ্রস্থ बाधावित्नारमञ्जू शार्ष (व बासनम्बीब विश्वश्मृर्छ चारक, छौहांत्र वाहित्तक ৰাৰ্বার নীচে পট্টবল্ল প্রা<u>নু</u> আছে r জনেক সমর জামরা বি**এছকে** শরন করাইবার সমর রাত্তপন্তীর বাহিত্রের বাষরা পুলিরা কেবল পট্ট-্ৰত্ৰ পৱাইৰা ছুইটি বিগ্ৰহকে শৱন করাই।

এই স্থানে থাকিতে, থাকিতে আর ,একদিন দেখিলাম, রাজলনী ও রাধাবিনোদ আসিরা আমাকে প্রণাস করিলেন। আমি মহাবাস্ত " ভাবে উঠিয়া বলিলাম ' নাপনারা করেন কি ৷ আমরা গৃহত্যাগী নর মাত্র, আপনাদের নাম কীর্ত্তন করিয়া বৈড়াই, আমরা আপনাদের নমস্ত হইতে পারিনা।" রাধাবিনোদ:বলিলেন "শীমরা গৃহী, আপনি সন্ন্যানী, আমাদের নমন্ত।'' এই বলিরা আমার পুঠে কর্মুদাত করিরা চলিয়া গেলেন।

আৰু অনেক দিন হইল, এই ঘটনা হইরাছিল। বনওয়ুগ্নি ব্লাকু अकर्प तांचाविरमान ७ तांकनकी विश्वह नहेत्रा श्रीतुन्नावरम वान कतिरख-ছেন। উক্ত বিগ্রহ সমূদ্ধে প্রবাদ এইরূপ শুনা বার বে, একদা একটি বান্ধৰ নদীতে খনি করিতে বাইরা নদীর ভিতর হইতে "বাবাকে ভূলিয়া লও" এইরূপ শব্দ পুন: পুন: শুনিতে পাইলেন। পুন: পুর:

শ্বনিয়াও দেইদিন আহ্মণ ভর্ত্তে অত্যুদ্ধানে সাহস করেন নাই। পর্যাহর ন্থান করিতে করিতে দেখিলেন, কার্চনির্ন্থিত একটি ঠাকুর ভাগিরা উঠিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরটিকে তুলিয়া লইয়া ব্যাসিলেন ও বধারীতি স্থাপনাদি ভরিমা পূজা করিতে লাগিলেন। পরে বাটার রাজলন্মী নামে এক কলা এই বিগ্রহ দর্শন করিতে ঘাইলেই দেখিতেন বে, বিগ্রহটি ভাঁহাকে ডাকিতেছেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভ বলিতেছেন। নেয়েট বাটীর সকলকে এই কথা প্রার্থ লানাইতেন। পরে অকল্মাৎ একদিন ঠাকুর ঘরের ভিতর মেয়েটকে মুভাবস্থায় দেখা গেল। বাটার मकरन कान्नाकान्ति कतिएक नाशिरनन। "ताक्य पश्च दहेन विश्वह, त्राधा-বিনোদ বলিতেছেন "আমি আঁপনাদের রাজলন্দ্রীকে বিবাহ করিয়াছি। আপনারা শোক পরিভ্যাগ করিয়া নিম্বকাষ্ঠ বারা উহার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিল্ল এবং উহাঁর পার্থিব দেহের সংকার করিয়া কেলুন।" भटत उनसूत्रभटे कार्या ६३० । उनविध विश्वह त्राधाविकादमत भार्य त्राध-শন্মীর সৃত্তি বসান পাছে এবং ক্লাতে ছইটিকেই একত শহান করান হয়। श्रीकार्डिकहत्त्व वत्नााशायाय।

#### मामा भ'गारतत बुनि। ( ৫২৪ পৃষ্ঠার পর )

टेक्क मान । दिना खात्र (नव<sup>द</sup>्रहेत्रा ज्यानिवादक। श्राद्यात खावर्षा ইহার হধেট বণেষ্ট অমুভূত হইতেছে। দিনের বেলার বরের বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই ব্যোমকেশ সমত দিন কভক্ষণে বেলা পড়িবে এই চিকায় কটিটিয়া সায়াছের প্রাঞ্জালে সাগ্রহ পাদ-বিক্ষেপে ভট্টাচার্ব্য-ভবনে আসিরা উপস্থিত হইল। नेक्स तुष आञ्चलंत्र পদ্ধূলি মন্তকে গ্রহণ করিয়া বলিল "লাদ্য ম'শার, কি বে একটা মৌডাড

জন্মে বিরেছেন, ৪টা বেজে:গেলে আর বরে ছির হতে পারি না। চিরকাল বে ভূতের কথা উপকথা বলে রহন্ত করে উড়িয়ে দিরেছি, সেই ভূত বে সভাি সভিঃ এ রক্ষ ভাবে ৰাজে চেপে বস্বে, ভা কখনও ভাবি নি। গভিক দেখে মনে হঠে শেষে ববি আপনাদের অনুষ্ঠবাদেও বিশাস করতে হবে।"

ভট্টার্চার্যা। তা করলে যে একটা মহাপাত হবে. এরপ মনে করবার কোন কারণ দেখি রা। এখনও কি তোর মনে হয় হিন্দুর চিরদিনের বিখাস্থলোর মধ্যে কোন সভা নৈই : সে খুলা কি নিভান্তই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-বিবৰ্জিত 🕈

ব্যোমকেশ। দিন কক্তক পুর্বেহ'লে আপনার কথাটা নিরে হয়তো কিছুক্দণ রলরস করতুম। কিন্তু এ কর্দিনে আপনি আমার মধ্যে বিলক্ষণ একটা ভাবান্তর জন্মে দিয়েছেন। ব্যঙ্গ কর্বার প্রবৃত্তি আমার সঙ্চিত ব্যে গিরেছে, তার জারগার একটা গভার বিশ্বর ও এতা হাবরটা অধিকার করবার জোগাড় কুরেছে। • অনেক প্রশ্ন আমার মনে জেগে উঠেছে। আপনাকে একে একৈ সে সমন্তের সমাধান করতে হবে।

ভট্টাচাৰ্য্য। ভগবান শ্বরং বলে <sup>®</sup> গিরেছেন—'শ্রেছাবান লভতে জানম্"। তোর শ্রদ্ধা এনৈ থাকে জ্ঞানলার হবেই হবে। আক্রকালকার চেনজাদের যে বিশেষ-কিছু একুটা°শিকা হয় না, শ্রদ্ধার অভাবই তার একটা অম্ভতম কারণ। ভারা মনে করে, ভারা বেন সবলান্তা হরে পড়েচে। অগতে ভাদের আর শোনবার বা শেথবার কিছু বাকী নাই।

ব্যোমকেশ। দাদা ম'শার ওটা <sup>®</sup>কি আক্রকালকার ছে'ড়াগুলোরই নোৰ, না ভক্ৰ বহুদের সভাব্যুলভ প্রধান্ভতা ? সে বা হোক, আমা-দের সময়টা বুথা নষ্ট হয় কেন, আপনি প্রেতভত্ত সম্বনীয় অবশিষ্ট কথা-গুলির উপসংহার করুন।

ভটাচার্য্য। কাল ভোকে বল;ছলুম যে 'ভূত' এই কথাটার সুধারণ প্ররোগের মধ্যে আত্রাধার দোষ এসে পড়েছে। গ্রেড জিনিবটা কি. কি করে মানুষের প্রেতাবস্থা প্রাপ্তি হয়, আর কডকালই বা সেই অবস্থা থাকে, এ সমস্ত কথা আমি ভােকে কভক পরিমাণে বুঝিয়ে এসাছ ১

এই প্রেতাবদ্বা-বিশিষ্ট জীব সমরে সমরে কেমন করে আমাদের দৃষ্টি-পথবর্তী হর, তাও আমর। ব্যতে চেটা করেছি। আমাদের অফ্তকার আলোচা বিবর হচ্চে, তুর গোকের সাধারণ অবস্থা ও অধিবারিশর্গ। এই আলোচনা হতে আমরা ব্যতে পারবো বে, অনেক অলোকিক ব্যাপার বা আমরা প্রারই ভৌতিক বলে নির্দিষ্ট করি সেগুলি প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত মানবের কার্য্য নর। সাধারণ মান্ত্র অজ্ঞানবশতঃ স্বই ভৌতিক বলে নির্দিষ্টিত করে।

ব্যোমকেশ। ভূষলে চিকর আবার বভন্ত অধিবাসী আছে নাুকি প কথাটা বেন কেমন কেমন ঠেকে।

ভট্টাচার্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তোদিকৈ বে শিথিরেছে, সবই অড়ের রাজ্য, কেবল দৈবাৎ কোথাও কোথাও কোন অনির্দেশ্য কারণবশতঃ আণশক্তির দেখা দিয়েছে এবং প্রাণিকুলের আবিভাব হরেছে, সেটা আর্যাবিজ্ঞানের অনুমোদিত কথা নয়। ধহিরা বলে গিরেছেন বে, সর্ব্বিত্ত প্রাণ আছে। ভাগবান প্রাণরূপে সর্ব্বিত্ত কাম্প্রবিষ্ট্র হরেছেন, কাজেই বেধানেই অড় আছে, সেথাই চৈতন্ত আছে এবং চৈতন্ত্রিশিন্ত জীবশ্রেণী আছে; এ আর ক্লিচিত্র কথা কিশ

ব্যোমকেশ ়ে ইা, আঞ্চকাল আমাদের প্রকেঁসর বোস্ ( Dr. J. C. Bose ) ও বৈজ্ঞানিক পরীকার থারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এমন-কি ধাতৃত্বলাও প্রালশক্তি-বিশিষ্ট; তাঁর আবিজ্ঞিরার বৈজ্ঞানিক লগৎ মোছিত হরে উঠেছে !

ভট্টাচার্যা। তোদের বৈজ্ঞানিক লগং বছলে যোহিত হতে পারেন, আনাদের কিছুই আপত্তি নেই, কিন্তু হিন্দুর নিকট এটা একটা অভি প্রাচীন ভব। ভোকে ভো আগেই বলেছি, সেকালের সভা মিদ্ধারণের পছা ঘেতাবিধ ছিল। ঝবির! বোগ প্রক্রিয়ার অমুসরণ করে লাগভিক সমস্ত ভব্বেরই আবিহ্নার কার্য্য শেব করে গিয়েছেন। সেসমস্ত ভব্ব আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ আলোকিত করে ররেছে। বর্ত্তমান কাল প্রচলিভ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহাব্যে সে ভালি কিছু পরিমাণে ইউরোপীর বা দেশীর পণ্ডিভগণের হারা প্ররাবিহ্নত হচ্চে মাত্র। অভ্ঞাব

ইউরোপ তাতে আশ্চর্যাবিত হতে পারে বটে, কিন্তু শান্তদৃষ্টিশাণী হিন্দুর নিকট আশ্চর্যা হবার বিষয় খুব অর্ছ আছে।

ব্যাস্কুশ। দাদা ম'শার যদি গালাগালি না দেন, তা হলে একটা কথা বলি। বেই কোন একটা নৃতন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকদিগের বারা আবিষ্কৃত হর, অমনি সকলে ভারম্বরে বলে উঠেন • "ও সব আমাদের লামে আছে," এবং প্রমাণ স্বরূপ অনেক উৎকট প্লোক হালির করেন। কিন্তু সেই সমস্ত লোকও ছিল আর দোহাইদাভারাও ছিলেন, কেবল জগতের লোক সেই উত্টোর কথা বড় একটা অবগত ছিল না, এইরূপ দেখতে পাই। এর রহস্টা কি, আমাকে ব্রিরে দিতে পারেন ?

ভট্টাচার্যা। ওরে জাসল, কথাটা ভোকে পুলে বলি পোন। বে বোগ-শব্দির বলে ঋষিরা শাস্ত্রীর সত্যগুলির আবিকার সীধন করে গিরে-ছেন, সেই যোগ্ধশক্তি বর্তমান সমরে বড় একটা কাহারও অধিগত নয়, কাজেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে শাস্ত্রীর তথাগুলো অর্থহীন বাফামান্ত্রে পর্যাবসিত হরেচে। পণ্ডিভেরা সেগুলা কঠন্ত করেন এই পর্যান্ত, প্রকৃত ভাৎপর্যোর ধার ঋরেন না। কিন্তু বখন অহ্য কেনি ক্রে অবলম্বন করে, অপরে সেই সভ্যে উপনীত হয়, তখন, সেই সমন্ত শাস্ত্রীর বাকা সেই নবাধিগত আলোকে ক্রম প্রক্রীবিত হুয়ে উঠে, এবং ভন্মধান্ত সভ্যা যেন লোকমধ্যে স্থল্পান্ত ভাবে ফুট্টে ওঠে। কাজেই চারিদিকে ভবন শাস্ত্রের জয়ধ্বনি শুনিতে পাজেরা বার। শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে শ্লপকের বছল ব্যবহার থাকাতেও অনেকটা এইরপ দাঁড়িরেছে।

ব্যোমকেশ। তা হ'লেও হ'ডে পারে, কিন্ত সে কথা বাক্, আপনি ভ্রেলে ডিকর কথা কি বলছিলেন, তাই বলুন।

ভট্টাচার্য্য। বেমন আমাদের এই ভ্লোকে নানা শ্রেণীর জীব আছে, সেইরপ ভ্রলোকেও নানা জাতীর জীবের বাস আছে। ইংচানে সকলেই শরীরী; কারণ ভোকে পূর্বেই ব্বিরেছি বে, শরীর ধারণ ভিন্ন আত্মার প্রকাশ হয় না। আত্মা ও প্রাণ মূলতঃ একই পদার্থ, ব্রত্মাণ্ডের সমত লোকেই এই আত্মান বহুরূপে বিরাজিত আছেন; এক হ'তে বহু হওয়াই স্টি-প্রক্রিরার উদ্দেশ্য। "একোহং বহুসাম প্রকারের" ইত্যাদি শ্রতি- ৰাক্য ভাৰার সাক্ষী। কাজেই ব্রন্ধাণ্ডের সমন্ত লোকেই সেই পরমান্ত্রা হতে নানাবিধ জীবকুলের উদ্ভব হয়েছে; সকলের মধ্য নিয়ে সেই এক পরমপুরুষ আপনাকে প্রকাশিত কচেন, স্থতরাং সকলেই প্রকাশ-স্থলোপবোগী শরীরধারী। ভূগোকত্ব জীব বেরণ স্থল কড়দেহধারী, সেই-রূপ ভূবলোক, স্বর্গোক প্রভৃতি স্ক্রলোক্ষাসী জীব-সমূহ সেই সেই লোকোপবোগী স্ক্রজড়পদার্থ নির্মিত শরীর ধারণ করে। সমস্ত লোকেই জীবকুল বাস করচে; বেমন ভূলোকে, ভেমনি অন্তরীক লোকে, ভেমনি স্বর্গলোকে, ভেমনি ভিদুর্জতন লোকসমূহে।

ব্যোমকেশ। ইা দাদা ম'শার, তা হ'লে আমরা তাদের অভিক সম্বন্ধে জ্ঞাত নই কেন? আর এই সমস্ত লোকই বা কোথার? আমাদের এই ভূলোক হ'তে কতদ্রে ? কথাটা আমীকে একটু ব্ৰিয়ে বনুন; আমার এথনও বেশ ধারণা হরনি।

ভট্টাচার্য। ভোকে পূর্বের ব্নিরেছি যে, এই সমল্ভ লোক ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন তার মাত্র। ক্রমশ: সক্ষ হতে সক্ষতর অবহা প্রাথি রুড়ের বারা গঠিত। কিন্তু একটা কথা ব্রতে হবে যে, এই সমল্ভ লোক একই সমঙ্গে একই হলে পরস্পার সমন্ত হরে রুরেছে। একটা উনাহরণ দিলেই ব্রত্তে পার্বি। মনে কর্ম এই আমাণ্ডের ঘরের ভিতরের বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলা এই বায়ুমণ্ডলাই বরের ভিতরেও প্রবিষ্ট হরে রুরেছে। এই বায়ুমণ্ডলাকে আশ্রম্করে, যে সমল্ভ সক্ষ কটি। পুরাস করে, ভারা যেন বায়ুগোকের জীব, আবার গৃহাভান্তরত্ব প্রবাসমূহে যে সমল্ভ পিণীলিক। প্রভৃতি আছে, ভারা যেন একটা স্থুল জড় জগতের জীব; ভাহাদের শাশ্রমণ্ডল যে স্থুল জড় জগত, এবং কটি। পুরালার জীব; ভাহাদের শাশ্রমণ্ডল যে স্থুল জড় জগত, এবং কটি। পুরালার বর্ম ও জ্ঞাবারা এই চুণ্টা বিভিন্ন জগতের অবিভিন্ন; অথচ ঠিক একই সময়ে একই জারগার এই চুণ্টা বিভিন্ন জগত এক কথা। ভ্রলে কিক জড়ের অবহা জিভিন্সন্ত, স্বভরাং ভ্রেক্তিক এই কথা। ভ্রলে কিক জড়ের অবহা জিভিন্সন্ত, স্বভরাং ভ্রেক্তিক ব্রেক্তেই ভূলে।কের উপাদান স্থল লড়ের কঠিন, ভরল, বা রবীর ক্রিক সহজেই ভূলে।কের উপাদান স্থল লড়ের কঠিন, ভরল, বা রবীর ক্রিক সহজেই ভূলে।কের উপাদান স্থল লড়ের কঠিন, ভরল, বা রবীর করে।

রবং আকাশিক এই অবস্থা চতুইরের ভিত্তর দিরে আপনাকে বিশ্বস্ক করতে পেরেচে। সেইরপ আবার ভ্বলোকের সলে ভুগনার অর্লোক আরও অধিক স্কা; কাবে কাজেই সেই অভিস্কা অর্গলোক আগনার মধিবাসী-আবকুল নিম্নে ভ্বলোকের অন্তনিবিষ্ট হয়ে আছে। এখন বিত্তা পাছিল, কিরপে আমাদের এই সম্বৃধস্থ দেশে ভুলোক, ভ্বলোক, অর্লোক ইত্যাদি সমন্ত লোক এক সমরে বর্তমান থাক্তে পারে। কিছ-আমরা বে, ইহাবের অভিস্ক আনতে পারি না, ভার কারণ হচ্চে এই, বে, এ সমন্ত লোকের উপাদান কেঞ্ছ, সে এত ক্লাবে, আমার ইন্দ্রিরশক্তি ভালের নিকট পৌছিতে পারে না। ভোরা ভো বিজ্ঞান চর্চা করিল, স্থতরাং এটা ভো আনিল বে, আমাদের সমন্ত ইন্দ্রিরই হু'টা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ক্রিয়া করে?

ব্যোমকেশ্ব আজ্ঞা হাঁ। ; ইংগ্নাজীটেড ইংাদিগকে Threshold or liminal intensity এবং height of sensibility এই নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

ভট্টাচার্য্য। কুথা তৃণীর অর্থ জামাকে ভাল কুরে ব্রিরে বল্ দেখি?
বোমকেশ। এই মনে করুন শুক্জান। শকারমান জড় পদার্থ
বার্মগুলে বে জরুল উৎুপর করে, সেই ত্রুল যথন আমাদের কর্ণটিছে
এসে আঘাত করে, তথনই আমাদের শব্দের জ্ঞান হয়। বৈজ্ঞানিকেরা
এই বার্মগুলোখিত তরুলগুলির, সংখ্যা গণনা ঘারা নির্দারণ ক'রেছেন।
তা হ'তে এইটি হির জানা গিরেছে বে, তরুলগুলির শক্তি একটা নির্দিষ্ট
পরিমাণ অতিক্রম না করিলে, মোটেই শক্ষ জ্ঞান হয় না। সেইরূপ
আকাশ(Ether)মগুলে উৎপর তরুল প্রতি সেকেগ্রে৪৫৬০০০০০০
বেশী না হইলে রূপ বা আলোক ক্রান হয় না। অভএব এই সংখ্যাকে
দৃষ্টিশক্তির নির্দীমা বা Liminal intensity বলা যেকে পারে। এই
সংখ্যা যতই বেড়ে বেড়ে যায়, ততই আমাদের বিভিন্ন প্রকার আলোকের
জ্ঞান হয়। পরে যথন তরক্ল সংখ্যা ৬৬৭০০০,০০০,০০০,০০০, (৬৬৭
শক্ষা) তে পৌছায় ত্রখন আমাদের বেগুনে আলো বা Violet রক্লের
জ্ঞান হয়। কিন্ত এই সংখ্যা অতিক্রম ক'রে গেলে আর মোটে আলোক

कान इत ना । अछल्द लड्ड मर्थाहरू (क्रिक् नम्प ) मानव मृहिनकिन्न क्रक्रीमा बना (बट्ड भारत ।

क्षेत्राचा । जा ब'रमरे द्याय, बरे निष्मीमात्र नीटा धवर हिस्मीमात्र জুপরে আর মানুৰ কিছুই বেগতে শীর না। কিন্তু এক্স পর্বার্থ বা আর ৰাৰতে পাৰে, বেঞ্চলি ২ণতে উৎপন্ন স্থালোক-ভরক এই উৰ্ছ সীমার উপরে আছে। স্তরাং সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃষ্টির অগোচর। এই সমস্ত লোক বা জोब-जगर आমাদের কাছে থেকেও নাই। এখন এই কথাখনো ভূবনে কি বা অভাভ ক্র লোক সহছে থাটারে দেখ তা হ'লেই ব্যতে পারবি, সেই সমস্ত বিরাট ব্যাপারের অক্তিম সম্ভেও কি অস্তু আমরা তাহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ হ'রে জীবন বাপন কচিছ, কিন্ত ভোকে পুৰ্বেই ব'লেছি বে, বোগ প্ৰক্ৰিয়া বারা মানুবের দৃষ্টিশক্তির সংগ্রসারণ হ'তে পারে। এ'তে আমাদের শালে "হরনেূল" "শিবনেত্র" বা "ভৃতীয় নয়ন' ৰণা হ'রেছে। এই দৃষ্টির বিকাশ হ'লে মান্ত্র ভূব-লোক বিষয়ে সাক্ষাৎ সহজে জান লাভ ক'রভৈ সমর্থ ইর।

(बागरकम । त्रिश्चन चामि त्र पिन थित्रहोत्त्र विश्ववी' त्रथएड গেছলুম। পালাকাল ৰ'লে একটা বিট্লে বামুন বেচালা ইন্দিরাকে ঠকাবার ব্যক্ত ভঙ্ক বোগী সেকে এসে "ধোল, ধোল, ড্ডীর নরন" বলে মহা আড়ম্বর স্কুড়ে দিয়েছিলো। তথন কিত্ত "ভূডীর নরন" কথাটা কেন বললে ভাল বুৰুত্তে পারি নাই। এখন দেখছি কোন বুল্ককি আর হেলে উদ্বিদ্ধে দিতে ভরণা হবে না। সে বাণহোক আপনি এখন ভূবলে কের কথা বা বশছিৰেন, তাই বলুন। ুজাপনার ভৃত্তের তত্ত জাবার চাপ भ'रफ् शिन प्रस्कि।

ভট্টাচার্যাঃ ওরে কিছুই চাঁদা পড়েনি। ভ্রলেতিকর অধিবাদী <u>সমুদ্ধে জ্লালোচনা করতে গিয়ে আবার ভূতের সন্ধান পাবি।</u> কি**ন্ত** আৰ আর নর। বড় রাভ হ'রে গাছে।

<sup>&#</sup>x27;-श्रीमनद्यानिन मर्चा।